

THE CALCUTTA SANSKRIT SERIES

Edited by

HEMANTAKUMAR KAVYA-VYAKARANA-TARKATIRTHA

No. 26

Vol. Vii

VĀLMĪKI-RĀMĀYANAM

(BENGAL RECENSION)

UTTARA-KĀNDAM

(বাল্মীকীয়ং)

রামায়ণম্

(গোড়ীয়-পাঠঃ)

লোকনাথ-চক্রবর্তিকৃত-টীকয়া বঙ্গানুবাদ-পাঠান্তরাদিভিঃ সমলঙ্কৃতম্

(উত্তরকাণ্ডম্)

শ্রীহেমন্তকুমার-কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ-

ভট্টাচার্য্যেণ সংস্কৃতম্

METROPOLITAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE, LTD.,

11, Clive Row, Calcutta.

1942

পাঠসঙ্কলনার্থমুপাত্তয়োঃ পুস্তকয়োঃ পরিচয়ঃ

‘ক’-পুস্তকম্ (মুদ্রিতম্)	ইতালীবাস্তবোন্ ‘গোরেসিয়ো’মহোদয়েন প্রকাশিতম্
‘ছ’-পুস্তকম্ (হস্তলিখিতম্)	পঞ্চনদবিশ্ববিদ্যালয়তো লকম্ ।

সংকেতাক্ষরাণাং পরিচয়ঃ

লো-টা—লোকনাথচক্রবর্তিকৃত মনোহরাখ্যা টীকা ।

‘ছ-টা’— নিরুক্ত-ছ-পুস্তকস্থা টিপ্পনী ।

তিঃ— ভিলকটীকা ।

নিবেদন

দীর্ঘ দ্বাদশবৎসর পরে ভগবদ্‌চ্ছায় রামায়ণের এই সংস্করণ মুদ্রায়ত্ত্বের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, পি-এইচ-ডি, মহাশয়ের হস্তে যাহার আরম্ভ হইয়াছিল, মাদ্রাস নগণ্য ব্যক্তির হস্তে তাহার পরিসমাপ্তি নিতান্তই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব। তাহার সম্পাদিত অংশ পাঠে পাঠকগণ যে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন, তৎপরে আমার সম্পাদনায় তাদৃশ তৃপ্তিলাভের আশা আমি করিতে পারি না ; বরং প্রতিপদেই ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কায় নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতেছি।

রামায়ণের প্রথমার্শে মাননীয় শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর মহাশয় রামায়ণ, গোবিন্দরাজ, শিরোমণি, মহেশ্বরতীর্থ প্রভৃতির প্রাচীনটীকা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এবং স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে আপাতপ্রতীয়মান নানা অসামঞ্জস্যের সমাধানকল্পে স্থানে স্থানে নবীন ব্যাখ্যা সংযোজন করিয়া যে ‘টীকাস্তর-সারভূষিষ্ঠ’ টিপ্পনী প্রদান করিতেছিলেন, গ্রন্থের অতিমাত্রায় কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেকের আপত্তি দৃষ্টে পরে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সেইরূপ টিপ্পনী সংযোগ করিলে এই রামায়ণ ৮০ খণ্ডেও সমাপ্ত হইত কি না সন্দেহ।

সমর-পরিস্থিতির জ্ঞা বর্তমান ছদ্দিনে কাগজের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইলেও পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে ৬০ খণ্ডে সমাপ্ত করিবার ইচ্ছায় শেষের কয়েকটি খণ্ডে পত্রসংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমাব সহকর্মী শ্রীযুক্ত রামধন কাব্য-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আমাকে সাহায্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, সে জ্ঞা তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই রামায়ণের মুদ্রণ যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন নানাকারণে লোকনাথ চক্রবর্তীর টীকা শেষ পর্য্যন্ত মুদ্রিত করা সম্ভব হইবে কি না—এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছিল। ভগবদ্‌চ্ছায় সমগ্র টীকাই মুদ্রিত করা সম্ভব হইয়াছে। প্রমাদপূর্ণ পুঁথি হইতে ইহার সংস্কার করিতে পরিশ্রমের ক্রটি করি নাই। পরিশ্রম

সর্বত্র সার্থক হইয়াছে একথা বলিতে পারি না। কারণ, টীকাকারের নিজেরও অনেক ত্রুটি আছে। সুপণ্ডিত পাঠকের দৃষ্টিতে তাহা অবশ্যই ধরা পড়িবে। টীকাকার সর্বজ্ঞ, বিমলবোধ, নারায়ণ নামক তিনজন প্রাচীন টীকাকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে তাঁহাদের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, রামায়ণের বঙ্গীয় পাঠের আরও অন্ততঃ তিনটি টীকা লোকনাথের সময়ে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সেই সমস্ত টীকার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। লোকনাথের টীকার মধ্যে বহু নূতন নূতন কোষগ্রন্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু মেদিনীকোষের নামোল্লেখ নাই, অথচ নিরুপপদ ‘কোষ’ শব্দে প্রায় সর্বত্র মেদিনীকোষেরই সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহার কারণ চিস্তনীয়। টীকাকারের বাসস্থানাদি সম্পর্কে আদিকাণ্ডের ভূমিকায় আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি চৈতন্যদেবের সমকালে যশোহর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে বিভাজ্ঞানার্থে নবদ্বীপে আসিয়া পরবর্তী জীবন নবদ্বীপেই অতিবাহিত করেন।

রামায়ণের আরও কয়েকটি সংস্করণ আছে। কিন্তু সেগুলি সমস্তই পাশ্চাত্য (বহ্মে-প্রদেশীয়) পাঠানুসারী। বঙ্গীয় পাঠানুসারে রামায়ণের যে সংস্করণ (মূলমাত্র) প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ইতালিতে ‘গোরেসিও’ সাহেব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এদেশে তাহার মুদ্রণ ইহাই প্রথম। বহুৎ গ্রন্থের দীর্ঘকালসাধ্য মুদ্রণে নানাবিধ ভুলত্রুটি ঘটাই সম্ভব। তাহা উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ জগতের আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকির পরিবেশিত অমৃতরস আশ্বাদনার্থে এই গ্রন্থের সমাদর করেন এবং রামায়ণের বঙ্গীয় পাঠের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ’ন, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব। ইতি—

‘কলিকাতা-সংস্কৃতাসরিঞ্চ’

রথধাত্রা—

আষাঢ়, ১৩৪২

}

শ্রীহেমশঙ্কর তর্কতীর্থ

উত্তরকাণ্ড-সূচী

(১) প্রথম সর্গ (৫৪৫১-৫৪৫৮ পৃঃ)

“ঋষিসমাগম”

রামচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সশিষ্য ঋষিগণের আগমন, রামকর্তৃক তাঁহাদের অচ্চনা। রাক্ষসবধ জন্ত বিশেষতঃ ইন্দ্রাজিব্ব জন্ত ঋষিগণকর্তৃক রামচন্দ্রের প্রশংসা। রামকর্তৃক ইন্দ্রাজিব্বের প্রধানত্বের কাব্যঞ্জিতাঙ্গ।

(২) দ্বিতীয় সর্গ (৫৪৫৯-৫৪৬৫ পৃঃ)

“বৈশ্বার উৎপত্তি”

অশ্বস্তোর বাবণবংশ-বৃত্তান্ত বর্ণনারম্ভ;—সত্যযুগে তৃণবিন্দুব আশ্রমে পুলস্ত্যমুনিব তপশ্চরণ, কণ্ঠাগণকর্তৃক বিয়্যচরণ। মুনিব অভিষাপ, অজ্ঞাতশাপা তৃণবিন্দুব কন্ঠার তথায় আগমন ও মুনিশাপে গর্ভাচক্ষুধারণ, তদর্শনে কন্ঠার সাবিস্ময়ে পিতৃসমাপে আগমন। ধ্যানযোগে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৃণবিন্দুকর্তৃক শুশ্রূষার্থে পুলস্ত্যমুনিকে কন্ঠাপ্রদান। মুনিব বরে কন্ঠার বিশবানামক পুত্র প্রাপ্তি।

(৩) তৃতীয় সর্গ (৫৪৬৬-৫৪৭২ পৃঃ)

“বৈশ্বার বরপ্রদান”

ভরদ্বাজমুনিব কন্ঠার গর্ভে বৈশ্বার পুত্রোৎপাদন, পিতামহকর্তৃক ঐ পুত্রের ‘বৈশ্বার’ নামকরণ। তপস্তা করিয়া বৈশ্বারের ধনেশ্বরত্ব ও পুষ্পকরথ-প্রাপ্তি এবং পিতার আদেশে রাক্ষসগণপরিত্যক্তা লঙ্কানগরীতে বাস ও মধ্যে মধ্যে পিতার নিকট আগমন।

(৪) চতুর্থ সর্গ (৫৪৭৩-৫৪৭৯ পৃঃ)

“শুকেশ-বরদান”

রামের প্রশ্নের উত্তরে অগস্ত্যকর্তৃক যক্ষ এবং রাক্ষসগণের উৎপত্তির বর্ণনা। কালের ভগিনী ‘ভয়র’ গর্ভে ‘হেতি’ রাক্ষসের বিদ্যাৎকেশনামক পুত্রোৎপাদন, বিদ্যাৎকেশের সহিত সালঙ্কটকটার বিবাহ, সালঙ্কটকটার গর্ভভ্যাগ ও রত্নকৌড়ায় আসক্তি। পরিত্যক্ত শিশুর রোদন ও মহাদেবের নিকট হইতে বরলাভ। বরলাভান্তে বিদ্যাৎকেশ-পুত্র শুকেশের পুরন্দরের জায় বিচরণ।

(৫) পঞ্চম সর্গ (৫৪৮০-৫৪৮৮ পৃঃ)

“রাক্ষসোৎপত্তি”

‘গ্রামণী’ নামক গন্ধর্বের কন্যা দেববতীকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে সুরেশকর্তৃক মালাবান্, সুমালী এবং মালী নামক রাক্ষসত্রয়ের উৎপাদন, উহাদের ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্তি এবং বিশ্বব্রহ্মাকে বাসস্থান নিশ্চয় করিতে আদেশ। বিশ্বব্রহ্মার উপদেশে তাহাদের লঙ্কানগরীতে বাস, নন্দদানায়ী গন্ধর্বীর তিনকন্যাকে বিবাহ, পুত্রকন্যা লাভ এবং দেবতা ও ঋষিদিগের প্রতি অত্যাচার ও যজ্ঞধ্বংস।

(৬) ষষ্ঠ সর্গ (৫৪৮৯-৫৫০২ পৃঃ)

“রাক্ষসনিষাণ”

সুরেশ-পুত্রগণকর্তৃক উৎপীড়িত দেবতা ও ঋষিগণের বিষ্ণুব নিকটে গমন। দেবতাদিগকে অভয়প্রদান পুষ্টক বিষ্ণু রাক্ষসবধ-প্রাতিজ্ঞা, ঐ প্রাতিজ্ঞা শ্রবণ কবিয়া মালাবান্ প্রভৃতিব দেবতাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য দেবলোকে গমন ও বিষ্ণুকে অস্ত্রদ্বারা প্রহার।

(৭) সপ্তম সর্গ (৫৫০৩-৫৫১৪ পৃঃ)

“মালিবধ”

বিষ্ণুকর্তৃক শব্দদ্বারা রাক্ষসগণের গাএচ্ছেদনপুষ্টক পাঞ্চজন্মবাদন, তৎশ্রবণে রাক্ষসগণের ভয়। রাক্ষসবধপুষ্টক বিষ্ণু শঙ্খধ্বনি, রাক্ষসগণের পলায়ন, সুমালীর সারথীর মস্তক ছেদন, মালীকর্তৃক গরুড়কে প্রহার, বিষ্ণুকর্তৃক মালীর মস্তক ছেদন। সুমালী ও মালাবান্বে লঙ্কাভিমুখে গমন, বিষ্ণুব রাক্ষসবধ।

(৮) অষ্টম সর্গ (৫৫১৫-৫৫২১ পৃঃ)

“প্রহেত্যাখ্যান”

প্রতিনিবৃত্ত মালাবান্বে বিষ্ণুব প্রতি ককশ বাক্যপ্রয়োগ, তাহাকে বধ করিতে বিষ্ণুব প্রতিজ্ঞা, মালাবান্বে নিক্ষিপ্ত শক্তি লইয়া বিষ্ণুকর্তৃক মালাবান্বে বক্ষে নিক্ষেপ। মালাবান্বে বিষ্ণু এবং গরুড়কে প্রহার, গরুড়ের মালাবান্কে দূবে নিক্ষেপ, সুমালী ও মালাবান্বে লঙ্কায় প্রস্থান, পরাজিত রাক্ষসগণের লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে প্রবেশ। কুবেরের লঙ্কায় গমন।

(৯) নবম সর্গ (৫৫২২-৫৫৩১ পৃঃ)

“রাবণোৎপত্তি”

সুমালীর মর্ত্যলোকে আগমনপুষ্টক কন্যা নৈকসার প্রতি বিশ্বব্রাহ্মকে পতিত্বে বরণ করিতে উপদেশ। কন্যার মুনিসমীপে গমন এবং তাহার নিকট পরিচয় প্রদান। ধ্যানযোগে কন্যার অভ্যপ্রায় অবগত হইয়া তৎপ্রতি মুনির আদেশ। তাহার গর্ভে দশানন, কুন্তকর্ণ, সূৰ্পণখা

ও বিভীষণের জন্ম। মাতাব আদেশে ভ্রাতৃগণেব সহিত দশাননের তপস্যা ও ব্রহ্মার নিকট হইতে ববলাভ।

(১০) দশম সর্গ (৫৫৩২-৫৫৪২ পৃঃ)

“রাবণাদি-বরদান”

রামেব পক্ষে অগস্ত্যাকর্ষক রাবণ প্রভৃতির তপস্যা ও ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ এবং শেষ্ঠাতকবনে গমনপূর্বক বহুকাল বাস ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা।

(১১) একাদশ সর্গ (৫৫৪৩-৫৫৫২ পৃঃ)

“লঙ্কাপ্রবেশ”

রাক্ষসগণের সহিত সমাগত স্ত্রমালীর রাবণকে লঙ্কার প্রভু হইতে উপদেশ দান, কুবেরের সহিত বিরোধ করিতে রাবণের অসম্মতি, পরে প্রহস্তের কথায় রাবণকর্ষক দূতমুখে কুবেরকে লঙ্কা পরিভাগ করিয়া যাঠিতে আদেশদান। পিতার আদেশে কুবেরের কৈলাস-পর্বতে গমন। রাবণের সপরিজনে লঙ্কায় বাস।

(১২) দ্বাদশ সর্গ (৫৫৫৩-৫৫৫৯ পৃঃ)

“ইন্দ্রজিজ্ঞাসা”

রাবণের ময়দানব-কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ ও শক্তি নামক অস্ত্রলাভ। কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের যথাক্রমে বিদ্রাজ্জালা ও সরমাকে বিবাহ। মন্দোদরীর ‘মেঘনাদ’ নামক পুত্রলাভ।

(১৩) ত্রয়োদশ সর্গ (৫৫৬০-৫৫৬৮ পৃঃ)

“ধনদপ্রতিষাভা”

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, দশাননকর্ষক দেবর্ষিগণের উৎপীড়ন ও নন্দনকানন-ভঞ্জন। রাবণ-সমীপে কুবেরে দূতপ্রেরণ, দূতকে ভক্ষণপূর্বক ত্রৈলোক্যবিজয়াভিলাষে রাবণের কুবেরসমীপে গমন।

(১৪) চতুর্দশ সর্গ (৫৫৬৯-৫৫৭৫ পৃঃ)

“কৈলাস-যুদ্ধ”

মন্ত্রিগণের সহিত দশাননের কৈলাসপর্বতে উপস্থিতি। কুবেরের আদেশে যক্ষগণের দশাননের সহিত যুদ্ধ ও পরাভূত হইয়া পলায়নপূর্বক গুহামধ্যে প্রবেশ।

(১৫) পঞ্চদশ সর্গ (৫৫৭৬-৫৫৮৪ পৃঃ)

“বৈশ্রবণ-বিজয়”

যক্ষগণ পলায়ন করিলে কুবেরের রাবণবধার্থ ‘মণিভদ্র’ নামক যক্ষকে প্রেরণ ; সে পরাজিত হইলে মন্ত্রিগণের সহিত কুবেরের গবাক্ষে আগমনপূর্বক রাবণকে ত্রিযঙ্কার ও গ্রহাংক। কুবেরকে

তুপাতিত করিয়া রাবণের পুশ্পকরথ-গ্রহণ ও নিজেকে ত্রিভুবন-বিজয়ী মনে করিয়া কৈলাস-পর্বত হইতে অবতরণ।

(১৬) ষোড়শ সর্গ (৫৫৮৫-৫৫৯২ পৃঃ)

“কৈলাসোত্তোলন”

শরবন হইতে পর্বতের নিকটবর্তী হইয়া পুশ্পকরথকে নিষ্কল দেখিয়া দশাননের চিন্তা, মহাদেবের অমৃতচরণ নিবৃত্ত হইতে বলিলে দশাননের পর্বতমূলদেশে গমনপূর্বক বানরমুখ নন্দীকে দেখিয়া চাত্ত। নন্দীর অভিশাপ। পর্বতোত্তোলনে চেষ্টা করিয়া বাহু পীড়িত, হওয়ায় রাবণের ভীষণ আর্তনাদ। পরে মন্ত্রিগণের উপদেশে মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ‘রাবণ’ এই নাম গ্রহণ করত পুশ্পকে আরোহণ এবং সর্বলোক বশীভূত করিয়া সর্বত্র বিচরণ।

(১৭) সপ্তদশ সর্গ (৫৫৯৩-৫৬০১ পৃঃ)

“সীতোৎপত্তি”

রাবণকর্তৃক হিমালয়-পর্বতের বনে তপঃপরায়ণা কন্যাকে দর্শন ও তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা। কন্যার পরিচয় প্রদান। কেশাকর্ষণপূর্বক তাহাকে রাবণের ধর্ষণ। রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া অগ্নিতে প্রবেশপূর্বক সেই কন্যার পদ্যের উপবে জন্মগ্রহণ। রাবণের তাঁহাকে পুনর্বাণ গ্রহণ এবং মন্থীর উপদেশে সমুদ্রে নিক্ষেপ। তবজ্জাতিবাত্তে যজ্ঞোত্তানসমীপে আশ্রিয়া সেই কন্যার জনকের হলে উত্থান এবং ‘সীতা’ নাম গ্রহণ কবত রামকে পতিত্বে বরণ।

(১৮) অষ্টাদশ সর্গ (৫৬০২-৫৬০৯ পৃঃ)

“মকতুসমাগম”

পুশ্পকরথে আরোহণপূর্বক রাবণের ‘উশীরবীজ’ নামক পর্বতে ‘মকতু’ রাজার যজ্ঞ দর্শন। রাবণকে দেখিয়া ইন্দ্র, যম, কুবের এবং বরুণের ষপাক্রমে ময়ূর, কাক, কুকলাস এবং হংসরূপ ধারণ। রাবণের যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ ও মকতুকে পরাজয় স্বীকার করিতে আদেশ, মকতুের যুদ্ধোত্তম ও সঙ্ঘর্ষের কথায় নিবৃত্তি, রাবণ-মন্ত্রী জয়ঃঘোষণা, ব্রহ্মর্ষিদিগকে ভক্ষণপূর্বক রাবণের প্রস্থান। দেবগণের স্ব স্ব মূর্তি ধারণ এবং ময়ূর প্রতীক বরদান ও যজ্ঞসমাপ্তি।

(১৯) একোনবিংশ সর্গ (৫৬১০-৫৬১৬ পৃঃ)

“অনরণ্যবধ”

রাবণের হস্তে নৃপতিবর্গের পরাজয়, অনরণ্যের পরাজয় অস্বীকার এবং যুদ্ধ করিয়া রাবণের হস্তে নিধন।

(২০) বিংশ সর্গ (৫৬১৭-৫৬২৬ পৃঃ)

“নশ্বদাবগাহন”

“তখন সমগ্র জগৎ কি বীরশূন্য ছিল ?” রামচন্দ্র এইরূপ প্রশ্ন করিলে অগস্ত্যের উত্তর দান ; —কৈহয়াধিপতি অর্জুনের রমণীবন্দে পরিবৃত্ত হইয়া নশ্বদানদীতে গমন, রাবণের যুদ্ধাভিলাষে

মাহিন্তী নগরীতে গমন এবং তথায় কার্তবীৰ্য্যার্জুনকে না পাইয়া নন্দনা নদীতে গমনপূৰ্বক অবগাহন, পুষ্পদ্বারা শিবলিঙ্গ-অর্চনা ও নৃত্য ।

(২১) একবিংশ সর্গ (৫৬২৭-৫৬৪১ পৃঃ)

“রাবণনিগ্রহ”

কার্তবীৰ্য্যের বাহুদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত নন্দদার জলবুদ্ধি দর্শনে রাবণের বিশ্বয় এবং শুক ও সারণকে জলবুদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দান । তাহাদের মুখে অর্জুনের জলবিহার-বর্ণনা শুনিয়া রাবণের অর্জুনসমীপে গমন ও তাঁহার অমাত্যদিগকে ভক্ষণ । অর্জুন প্রহন্তকে ভূপাতিত করিলে অমাত্যগণের পলায়ন । রাবণের সহিত কার্তবীৰ্য্যার্জুনের যুদ্ধ । কার্তবীৰ্য্যার্জুনের রাবণকে বাহুদ্বারা বন্ধনপূৰ্বক নগরীতে প্রবেশ । রাবণের অমাত্যগণকর্তৃক প্রভুর মুক্তিপ্রতীক্ষা ।

(২২) দ্বাবিংশ সর্গ (৫৬৪২-৫৬৪৬ পৃঃ)

“রাবণমোক্ষ”

পুলস্ত্যের উপদেশে কার্তবীৰ্য্যার্জুনের রাবণকে মুক্তিপ্রদান ও রাবণের সহিত মিত্রত্ব স্থাপন । পুলস্ত্যের ব্রহ্মলোকে গমন । রাবণের মনুষ্যদিগকে উৎপীড়নপূৰ্বক পৃথিবীতে বিচরণ ।

(২৩) ত্রয়োবিংশ সর্গ (৫৬৪৭-৫৬৫৬ পৃঃ)

“রাবণসখ্য”

রাবণের কিক্কিৰ্য্য-নগরীতে গমন, বাণীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান, বানরমন্ত্রী তারের উত্তর । বাণীর হস্তে রাবণের নিগ্রহ, রাবণকে মুক্তিদান করিয়া উপহাসপূৰ্বক বাণীর প্রশ্ন, রাবণের উত্তর প্রদান ও বাণীর সহিত বন্ধুত্ব ।

(২৪) চতুর্বিংশ সর্গ (৫৬৫৭-৫৬৬৩)

“নারদসমাগম”

মনুষ্যদিগকে বধ না করিয়া যমকে বধ করিতে রাবণের প্রতি নারদের উপদেশ । নারদের কথায় যমকে বধ করিবার জন্য রাবণের দক্ষিণদিকে গমন । যুদ্ধ দেখিবার জন্য নারদের উৎসাহ ।

(২৫) পঞ্চবিংশ সর্গ (৫৬৬৪-৫৬৭২ পৃঃ)

“বৈবস্বতবলবিধ্বংস”

নারদের সমালয়ে গমন, তাঁহাকে যমের অত্যাচার ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা । নারদের উত্তর । রাবণের যমপুরীতে গমন ও শাস্তিপ্রাপ্ত জীবদিগকে মুক্তিদান । যমের অনুচরগণের দশাননকে আক্রমণ ও পুষ্পকরথ-ভঞ্জন, ব্রহ্মভেজে পুষ্পকরণের পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তি । যমরাজের সেনাগণ রাবণের অমাত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাবণকে প্রহার করিলে রাবণের ঘোরভর শব্দে নিদ্রা ।

(২৬) ষড় বিংশ সর্গ (৫৬৭৩-৫৬৮৩ পৃঃ)
“যমবিজয়”

মৃত্যুর সহিত যমকে আসিতে দেখিয়া রাবণের অমাত্যগণের পলায়ন। যম ও রাবণের তুমুল যুদ্ধ, রাবণকে বধ করিতে উদ্ভূত যমকে ব্রহ্মার নিবারণ, যমের পলায়নপূর্বক নারদের সহিত স্বর্গে গমন।

(২৭) সপ্তবিংশ সর্গ (৫৬৮৪-৫৬৯৪ পৃঃ)
“রসাতলবিজয়”

যমপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত রাবণের পাতালে প্রবেশ, তথায় নাগপুরী জয় করিয়া মণিবতী পুরীতে গমন এবং একবৎসরেরও অধিককাল যুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মার কথায় নিবাত-কবচদিগের সহিত মিত্রতা। দৈত্যগণের নিকট দশাননের একশত মায়া লাভ, বরুণালয়ে সুরভি দর্শন এবং তথায় প্রবেশ। বরুণদেবের পুত্রগণের সহিত রাবণের তুমুল যুদ্ধ, বরুণ-পুত্রগণের পরাভব, বরুণকে না দেখিয়া রাবণের বরুণালয় হইতে নিষ্করণ। মহোদরকর্তৃক জয়ঘোষণা, ব্রাহ্মসগণের লঙ্কায় গমন।

(২৮) অষ্টাবিংশ সর্গ (৫৬৯৫-৫৭০৭ পৃঃ)
“বলিদর্শন”

রাবণের কথায় প্রহস্তের অশ্বনগরে রমণীয় গৃহে প্রবেশপূর্বক ‘পুরুষ’ দর্শন। প্রহস্তের আগমন ও রাবণের তথায় প্রবেশ। রাবণের ‘বলি’দর্শন ও তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা। বলিকর্তৃক বিষুর স্বরূপ বর্ণন। রাবণের বরুণলোক হইতে প্রত্যাবর্তন।

(২৯) একোনত্রিংশ সর্গ (৫৭০৮-৫৭২০ পৃঃ)
“মাকাতৃ-রাবণযুদ্ধ”

রাবণের চন্দ্রলোকাভিমুখে গমন ও পথিমধ্যে পর্ষত-ঋষির নিকট হইতে স্মৃতিভাগী লোকদিগের পরিচয় শ্রবণ। রাবণকর্তৃক যুদ্ধযোগ্য ব্যক্তির অন্বেষণ। মাকাতার তথায় আগমন এবং যুদ্ধার্থী রাবণের সহিত যুদ্ধ। মাকাতা পাণ্ডপত-মহাস্র নিষ্ক্ষেপ করিলে পুলস্ত্য ও গালবের আগমন এবং ভৎসনাবাক্যদ্বারা উভয়কে নিবারণ।

[এই সর্গে ২৫-২৭ নং অনুবাদে ‘বিমানারোহণে’ স্থলে ‘রথারোহণে’ হইবে।]

(৩০) ত্রিংশ সর্গ (৫৭২১-৫৭৩০ পৃঃ)
“ব্রহ্মপ্রোক্ত মহাস্তব”

রাবণ বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে গমনপূর্বক চন্দ্রকে পীড়ন করিতে উদ্ভূত হইলে তাহাকে বারণপূর্বক ব্রহ্মার মন্ত্রদান।

(৩১) একত্রিংশ সর্গ (৫৭৩১-৫৭৪৪ পৃঃ)

“মহাপুরুষ-দর্শন”

বরপ্রাপ্ত দশাননের মন্ত্রিগণ সহ পশ্চিম-সমুদ্রে আসিয়া দ্বীপমধ্যে পুরুষদর্শন, যুদ্ধাকাজ্জা করিয়া তাহাকে গ্রহণ। রাবণকে ভূপাতিত করিয়া সেই পুরুষের পাভালমধ্যে প্রবেশ। রাবণের বিবরমধ্যে প্রবেশ এবং সেই বীর-পুরুষকে ও তৎসদৃশ অপর তিনকোটি পুরুষকে দর্শন করত বহির্গত হইয়া শয্যাশায়ী অপর একটা পুরুষের শরীরে ত্রিভুবন দর্শন। রামচন্দ্রের প্রোঞ্জে অগস্ত্যাকত্বক সেই পুরুষ-সকলের পরিচয় প্রদান।

(৩২) দ্বাত্রিংশ সর্গ (৫৭৪৫-৫৭৫৩ পৃঃ)

“জ্যৌপরিদেবন”

প্রত্যাবর্তনপথে রাবণকত্বক বিমানমধ্যে কন্যাগণের অবরোধ এবং তাহাদের বিলাপবাক্য শ্রুতিতে শুনিতে রাবণের লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ। বিধবা হইয়া শূর্ণগথার রাবণসমীপে পতন এবং তাহাকে তিরস্কাব। শূর্ণগথাকে সায়না-দানপূর্বক থরসমীপে অবস্থান করিতে রাবণের উপদেশ। শ্বরের দণ্ডকাবণো প্রবেশ, শূর্ণগথার তথায় বাস।

(৩৩) ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ (৫৭৫৪-৫৭৬৪ পৃঃ)

“মধুপুর-গমন”

রাবণের নিকৃষ্ণলায় প্রবেশ এবং যজ্ঞনিরত মেঘনাদকে দর্শন। মেঘনাদের বরলাভের বিষয় রাবণসমীপে স্তত্রাচার্য্যের বর্ণনা। মেঘনাদকে যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়া তাহার এবং বিভীষণের সহিত রাবণের স্বগৃহে প্রবেশ, রমণীদিগকে বিমান হইতে অবতারণ। কন্যাগণকে দেখিয়া এবং তাহাদের কথা শুনিয়া রাবণসমীপে বিভীষণের ‘মধু’নামক অস্ত্রবজ্রক কুন্তীনসী-হরণের বর্ণনা। ‘মধু’কে বধ করিবার জন্য রাবণের মধুপুরে যাত্রা। কুন্তীনসীর বরপ্রার্থনা, তাহাকে অভয় দানপূর্বক ‘মধু’র আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রাবণের কৈলাসপর্বতে গমন।

[এই সর্গের অন্ত্যবাদে ‘মধুরাক্ষস’ স্থলে ‘মধুদৈত্য’ হইবে।]

(৩৪) চতুস্ত্রিংশ সর্গ (৫৭৬৫-৫৭৭৬ পৃঃ)

“নলকুবর-শাপ”

পর্বতশিখরে উপবিষ্ট রাবণের নলকুবর-সমীপে গমনকারিণী রম্ভাকে দর্শন ও বলপূর্বক ধর্ষণ। রম্ভার নলকুবরসমীপে গমন, তাহার প্রতি বলাৎকারের বিষয় অবগত হইয়া নলকুবরের রাবণকে অভিশাপ প্রদান। অভিশাপ পরিজ্ঞাত হইয়া রাবণের তদবধি অকামা রমণীতে যৈথুন বর্জন।

[এই সর্গে ৫৭৭০ পৃষ্ঠায় অন্ত্যবাদের শেষ পংক্তিতে ‘আশক্তি’ স্থলে ‘আসক্তি’ হইবে।]

(৩৫) পঞ্চত্রিংশ সর্গ (৫৭৭৭-৫৭৮৬ পৃঃ)

“সুমালিবধ”

কৈলাসপর্বত অতিক্রম করিয়া রাবণের ইন্দ্রলোকে গমন। ইন্দ্র ভীত হইয়া প্রতিকারার্থ বিশ্বসমীপে গমন করিলে বিশ্বর যুদ্ধ করিতে উপদেশ দান। রাবণের মাতামহ রাক্ষস সুমালীর নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সৈন্যামধ্যে প্রবেশ। সুমালী ও বসুর ভীষণ সংগ্রাম। বসুর গদাপ্রহারে সুমালী ভস্মীভূত হইলে রাক্ষসগণের পলায়ন।

(৩৬) ষট্‌ত্রিংশ সর্গ (৫৭৮৭-৫৭৯৭ পৃঃ)

“ইন্দ্র-রাবণের ধৈর্যথ”

পলায়নপর রাক্ষসগণকে প্রত্যানয়নপূর্বক সৈন্যভিত্তিতে মেঘনাদকে আসিতে দেখিয়া দেবগণেব পলায়ন। ইন্দ্রের দেবগণকে অভয় দান, দেবগণ-পরিবেষ্টিত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের সহিত মেঘনাদের যুদ্ধ। ‘পুলোমা’নামক দৈত্যরাজের জয়ন্তকে লইয়া পাতালপুরে প্রবেশ। জয়ন্তকে না দেখিয়া ভয়ান্ত দেবগণের পলায়ন। মেঘনাদের দেবগণের পশ্চাৎ ধাবন। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবগণের সহিত দেবেজের গমন, মেঘনাদকে বারণপূর্বক রাবণের যুদ্ধারম্ভ। রাক্ষসদিগের সহিত দেবগণের ভীষণ যুদ্ধ। রাক্ষসদিগকে নিহত দেখিয়া রাবণের ইন্দ্রের প্রতি ধাবন। ইন্দ্র এবং রাবণের বাণবর্ষণে সমস্ত জগতে অন্ধকারের উদ্ভব।

(৩৭) সপ্তত্রিংশ সর্গ (৫৭৯৮-৫৮০৬ পৃঃ)

“ইন্দ্রগ্রহণ”

সমস্ত সৈন্য নিহত দেখিয়া সারথির প্রতি রাবণের উদয়-পর্বতে যাইতে আদেশ। রাবণকে বন্দী করিবার জন্য দেবগণের উত্তোগ। মেঘনাদকর্তৃক মায়াপ্রভাবে ইন্দ্রকে বন্ধন এবং নিজসৈন্যামধ্যে আনয়ন। গ্রহাণু-জর্জরিত রাবণকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে মেঘনাদের অহুরোধ। ইন্দ্রবিহীন দেবগণের প্রস্থান। ইন্দ্রকে লইয়া মেঘনাদের স্বর্গে গমন।

(৩৮) অষ্টাত্রিংশ সর্গ (৫৮০৭-৫৮৩১ পৃঃ)

“হনুমানের হনুত্বগুন”

ব্রহ্মার লঙ্কায় আগমন এবং রাবণকে প্রশংসাপূর্বক তাহার নিকট ইন্দ্রের যুক্তিপ্ৰার্থনা ও মেঘনাদকে “ইন্দ্রজিৎ” নাম প্রদান। সন্ধিপূর্বক ইন্দ্রভিত্তের ইন্দ্রকে যুক্তি দান। ইন্দ্রকে বিষয় দেখিয়া ব্রহ্মার গৌতমশাপ-বর্ণনা এবং বিশ্বযজ্ঞ করিতে উপদেশ দান। যজ্ঞ করিয়া পুনরায় ইন্দ্রের দেবলোক-শাসন। হনুমানের চরিত্রশ্রবণে রাম ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অগস্ত্যের হনুমচরিত্র-বর্ণনা। অজ্ঞানার গর্ভে কেশরীর ঔরসে হনুমানের জন্ম এবং সূর্য্যাকে ফল মনে করিয়া গ্রাস করিবার উদ্ভব। ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে হনুমানের হনুত্বগুন।

(৩৯) উনচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৩২-৫৮৩৬ পৃঃ)

“হুমধরপ্রদান”

ব্রহ্মার করম্পর্শে হুম্মানের জীবনলাভ । ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণের হুম্মানকে বর-প্রদান । হুম্মানের সম্বন্ধে বায়ুর নিকট ব্রহ্মার ভবিষ্যদ্বাণী ।

(৪০) চত্বারিংশ সর্গ (৫৮৩৭-৫৮৪২)

“ঋষিপ্রয়াণ”

দেবগণ বিদায় লইলে অঞ্জনার নিকট পুত্রের বরলাভবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পদনদেবের বহির্গমন । বলদৃশ্ত হুম্মানের উৎপীড়নে উৎপীড়িত মহর্ষিগণের অভিশাপ । হুম্মানের সহিত সূত্রীবের সখ্য । হুম্মানের স্বর্ঘ্যের নিকট ব্যাকরণ-শিক্ষার কথা এবং তাঁহার প্রশংসা । মুনিগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে রামচন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ ।

(৪১) একচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৪৩-৫৮৪৮ পৃঃ)

“প্রকৃতিসমাগম”

প্রভাতে বৈতালিকগণের বন্দনাগান । রামচন্দ্রের শয্যাভাগ এবং স্নানাদিক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভায় উপবেশনপূর্বক মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা । সভামধ্যে পৌরজনগণের নানাবিধ পৌরালিক গাথার আলোচনা । রামচন্দ্রের রাজকাব্য-সম্পাদন ।

(৪২) দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৪৯-৫৮৬০ পৃঃ)

“রাজসংপ্রেষণ”

রামচন্দ্রের ধন-রত্নাদিধারা রাজগণকে সম্মানিত করিয়া বিদায় দান । রাজগণপ্রদত্ত রত্নসম্ভার লইয়া ভরতপ্রভৃতির অযোধ্যায় প্রত্যাগমনপূর্বক রামচন্দ্রকে অর্পণ । রামচন্দ্রের সূত্রীব, বিভীষণ এবং বানরদিগকে ঐ সমস্ত রত্নসম্ভার প্রদান, অঙ্গদ ও হুম্মানের শরীরে অলঙ্কারসমূহ পরিধান, অঙ্গ বানরদিগের প্রতি হুমধুর সম্ভাষণ এবং বস্ত্রাদি প্রদান । বানর ও রাক্ষসদিগের সখে শীতঋতুর দ্বিতীয়মাস যাপন ।

(৪৩) ত্রিচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৬১-৬৮৬৬ পৃঃ)

“রাক্ষসসংপ্রেষণ”

রামচন্দ্র সূত্রীবকে কিকিচ্ছানগরে এবং বিভীষণকে লঙ্কানগরীতে গমন করিতে বলিলে বানরগণকর্তৃক তাঁহার প্রশংসা । হুম্মানের বরলাভ । বানর ও রাক্ষসগণের স্ব স্ব গৃহে গমন ।

(৪৪) চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ (৫৮৬৭-৫৮৭১ পৃঃ)

“পুষ্পক-প্রত্যাগমন”

অপরাহ্ন সময়ে রামচন্দ্রের আকাশবাণী শ্রবণ । কুবেরের আদেশে পুষ্পকরথের আগমন, রামচন্দ্রকর্তৃক অর্চনা ও পুষ্পকরথের গমন । ভরতের হুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের আনন্দ ।

(৪৫) পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৭২-৫৮৭৯ পৃঃ)

“সীতা-দোহদ”

রামচন্দ্রের [অযোধ্যাংশ] অশোকবনে প্রবেশ । অশোকবন-বর্ণনা । সীতার সহিত রামচন্দ্রের বিহার । সীতার গর্ভ । সীতা তপোবন গমনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রামের প্রতিশ্রুতি দান ।

(৪৬) ষট্চত্বারিংশ সর্গ (৫৮৮০-৫৮৮৪ পৃঃ)

“ভদ্রবাক্য”

“আমাদের সম্বন্ধে লোকেরা কিরূপ সমালোচনা করে ?” বন্ধুগণের প্রতি রামচন্দ্রের এইরূপ প্রশ্ন । ‘সীতাকে গ্রহণ করায় লোকে নিন্দা করে,’ ভদ্রের মুখে এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের চিন্তা এবং বন্ধুগণকে বিদায় দান ।

(৪৭) সপ্তচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৮৫-৫৮৮৯ পৃঃ)

“ভ্রাতৃগণের আহ্বান”

দৌবারিকদ্বারা রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিলে ভ্রাতৃগণের আগমন এবং রামচন্দ্রের আদেশ শুনিবার জন্ত উদ্বেগ ।

(৪৮) অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৯০-৫৮৯৪ পৃঃ)

“রামবাক্য”

সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও লোকনিন্দাভয়ে তাহাকে বিজন অরণ্যে পরিত্যাগ করিবার ভক্ত লক্ষণের প্রতি রামচন্দ্রের আদেশ ।

(৪৯) একোনপঞ্চাশ সর্গ (৫৮৯৫-৫৯০৫ পৃঃ)

“লক্ষণবাক্য”

লক্ষণের আদেশে স্তম্ভের রথানয়ন, সীতাকে রথে আরোহণ করাইয়া লক্ষণের প্রস্থান । পথিমধ্যে সীতাদেবীর অন্তঃকরণ দর্শন ও বাটীস্থ সকলের ভক্ত উৎকণ্ঠা । তাঁহাদের গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাতিয়াপন, ভগীবতীদর্শনে লক্ষণকে রোদন করিতে দেখিয়া সীতার প্রশ্ন । নৌকায় সীতাকে গঙ্গা পার করাইয়া তাঁহার প্রতি লক্ষণের “আপনাকে মহারাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি বান্দ্যাকির আশ্রমে বাস করুন” এইরূপ উক্তি ।

(৫০) পঞ্চাশ সর্গ (৫৯০৬-৫৯১১ পৃঃ)

“লক্ষণ-প্রত্যাবর্তন”

লক্ষণের কথা শুনিয়া সীতার ভূতলে পতন এবং বিলাপ । সীতাকে প্রদক্ষিণ করত নৌকারোহণপূর্বক গঙ্গা পার হইয়া লক্ষণের পুনরায় রথে আরোহণ । লক্ষণকে পুনঃ পুনঃ দর্শনপূর্বক সীতার উচ্চৈঃস্বরে রোদন ।

(৫১) একপঞ্চাশ সর্গ (৫১২-৫১৬ পৃঃ)

“বান্ধীকিদর্শন”

মুনিবালকদের মুখে শীতার কথা শুনিয়া জ্ঞানবলে সমস্ত অবগত হইয়া বান্ধীকির সীতাসমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে সাহায্য প্রদান এবং তাপসীগণের হস্তে শীতার প্রতিপালন-ভার প্রদান করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন।

(৫২) দ্বিপঞ্চাশ সর্গ (৫১৭-৫২১ পৃঃ)

“লক্ষণসস্তাপ”

পথিমধ্যে লক্ষণকে সস্তাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট স্নানস্থলের—দুর্দাসা ও দশরথের আলাপপ্রসঙ্গে পূর্বস্মৃত বৃত্তান্তের বর্ণনা।

(৫৩) ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (৫২২-৫২৬ পৃঃ)

“হৃতবাক্য”

দশরথের প্রশ্নের উত্তরে দুর্দাসা যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বা্ত্য বলিয়াছিলেন, লক্ষণসমীপে স্মরণকর্তৃক তাহার বিস্তারিত বর্ণনা।

(৫৪) চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (৫২৭-৫৩০ পৃঃ)

“রামাশ্বাসন”

কোশলনগরীতে এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন দ্বিপ্রহর সময়ে লক্ষণের অযোধ্যায় আগমন এবং রামসমীপে গমন। দীনভাবাপন্ন রামচন্দ্রকে লক্ষণের আশ্বাসপ্রদান, রামচন্দ্রের প্রীতি।

(৫৫) পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (৫৩১-৫৩৬ পৃঃ)

“নৃগশাপ”

রাজকাৰ্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া লক্ষণের নিকট রামকর্তৃক ‘নৃগ’রাজ্যের প্রতি বিবদমান ব্রাহ্মণদ্বয়ের শাপদানের বৃত্তান্ত-বর্ণনা।

(৫৬) ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ (৫৩৭-৫৪১ পৃঃ)

“নৃগোপাখ্যান”

লক্ষণের প্রাণে রামকর্তৃক অভিশপ্ত নৃগের পরবর্তী কাৰ্য্য-বর্ণনা এবং রাজকাৰ্য্যের অবশ্য-কর্তব্যতা কীর্তন।

(৫৭) সপ্তপঞ্চাশ সর্গ (৫৪২-৫৪৬ পৃঃ)

“নিমি এবং বশিষ্ঠের পরস্পর শাপপ্রদান”

প্রসঙ্গতঃ রামকর্তৃক নিমির উপাখ্যান ও যযাতির উপাখ্যান বর্ণনা;—মহারাজ নিমি ‘বৈজয়ন্ত’ নামক নগরী নির্মাণ করিয়া দীর্ঘকালসাধ্য যজ্ঞে বশিষ্ঠকে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইলে

‘প্রতীক্ষা কর’ এই বলিয়া বশিষ্ঠের ইন্দ্রযজ্ঞ সম্পাদনার্থে গমন। গৌতমকে ঋত্বিকপদে বরণ করিয়া নিমির যজ্ঞারম্ভ। ইন্দ্রযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বশিষ্ঠের আগমন ও নিদ্রিত নিমিকে শাপপ্রদান। ভাগরিত হইয়া নিমির বশিষ্ঠকে শাপপ্রদান।

(৫৮) অষ্টপঞ্চাশ সর্গ (৫০৪৭-৫০৫২ পৃঃ)

“উর্কশীশাপ”

“নিমি এবং বশিষ্ঠ দেহবিহীন হইয়া কিরূপে দেহ লাভ করিলেন ?” লক্ষণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে রামের উত্তর। অশরীরী বশিষ্ঠের প্রতি মিত্র ও বরুণের বোধ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে ব্রহ্মার আদেশ। বশিষ্ঠের বরুণালয়ে প্রবেশ। মিত্রকর্তৃক আমন্ত্রিত উর্কশীর নিকট বরুণদেবের কামপ্রার্থনা, উর্কশীর অস্বীকার, বরুণদেবের কুন্তুমধ্যে বোধ্যপাত। মিত্রশাপে উর্কশীর পুরুষবার নিকট গমন এবং শাপাবসানে ইন্দ্রলোকে আগমন।

(৫৯) ঊনষষ্টিতম সর্গ (৫০৫৩-৫০৫৭ পৃঃ)

“মিথিসম্ভব”

মিত্র ও বরুণের বোধ্যপূর্ণ কুন্তু হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্মগ্রহণ। ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠকে পৌরোহিত্যে বরণ। নিমির দেহ হইতে ঋষিগণের অরণি ও মন্বদণ্ড নির্মাণ, অরণি-মন্বন হইতে মিথির (জনকের) জন্ম। মিথির নামানুসারে তাঁহার রাজ্যের ‘মিথিলা’ নামকরণ।

(৬০) ষষ্টিতম সর্গ (৫০৫৮-৫০৬২ পৃঃ)

“যযাতিশাপ”

নহষপুত্র যযাতির স্ত্রী শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানীর গর্ভে যথাক্রমে পুরু এবং যহুর জন্ম। দেব-যানীর প্রতি যযাতির তর্সীব্যবহার। পুত্রের কণায় দেবযানীর পিতাকে স্মরণ, শুক্রাচার্যের শাপে যযাতির জরাপ্রাপ্তি।

(৬১) একষষ্টিতম সর্গ (৫০৬৩-৫০৬৭ পৃঃ)

“পুরুষ অভিষেক”

যহ জরা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে তাহার প্রতি যযাতির শাপপ্রদান। পুরুষ দেহে জরা সংক্রামিত করিয়া যযাতির বিষয়সম্ভোগ এবং পরে পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া পুরুষকে বরদানপূর্বক স্বর্গে গমন। পুরুষ রাজ্যশাসন।

(৬২) দ্বিষষ্টিতম সর্গ (৫০৬৮-৫০৭৩ পৃঃ)

“সারমেয়বাক্য”

ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট রামচন্দ্রের লক্ষণের প্রতি কাষ্যপ্রার্থীদিগকে আহ্বান করিতে আদেশ। কাষ্যপ্রার্থী সারমেয় বিনা অমুমতিতে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইলে রামচন্দ্রের তাহাকে প্রবেশ করিতে অমুমতি দান।

(৬৩) ত্রিষষ্টিতম সর্গ (৫১৭৪-৫২৮৫ পৃঃ)

“সারমেয়-ব্রাহ্মণসংবাদ”

রামচন্দ্রের আদেশে সভামধ্যে প্রবিষ্ট বিদীর্ণমস্তক সারমেয়ের রাজস্তুতি এবং নিজগাত্রে ব্রাহ্মণরূত প্রহারের বর্ণনা । রামচন্দ্রের আদেশে আনীত ব্রাহ্মণের অপরাধ স্বীকার । সারমেয়ের কথায় রামচন্দ্র ব্রাহ্মণকে কুলপতিপদে অভিষিক্ত করিলে অমাত্যগণের বিস্ময় । কুলপতিপদের দোষবর্ণনা ও বারাহসীতে সারমেয়ের প্রায়োপবেশন ।

(৬৪) চতুঃষষ্টিতম সর্গ (৫২৮৬-৫২৯৯ পৃঃ)

“গৃধ্রোলুকসংবাদ”

গৃহ লইয়া গৃধ্র ও উলূকের বিবাদ এবং বিচারার্থে রামসমীপে আগমন । গৃধ্রের রামস্তুতি ও পরিত্রাণ-প্রার্থনা । রামস্তুতিপূর্বক উলূকের বিচার প্রার্থনা । উভয়ের দাবীর কারণ শুনিয়া রামের মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা । মন্ত্রিগণের উত্তর শুনিয়া রামের পৌরাণিক বৃত্তান্ত কথন এবং গৃধ্রকে দণ্ড প্রদান করিতে উদ্ভম । পরে আকাশবাণী শ্রবণে রামচন্দ্র গৃধ্রকে স্পর্শ করিলে তাহার শাপমুক্তি ।

(৬৫) পঞ্চষষ্টিতম সর্গ (৬০০০-৬০০৩ পৃঃ)

“ঋষিসমাগম”

লবণভয়ে ভীত তাপসগণের রামচন্দ্রের নিকট আগমন । উপবিষ্ট তাপসগণের প্রতি রামকর্তৃক সর্বিনয়ে আগমনের কারণ-জিজ্ঞাসা । তাপসগণের রামকে ধন্যবাদ প্রদান ।

(৬৬) ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ (৬০০৪-৬০০৯ পৃঃ)

“লবণোৎপত্তি”

রামচন্দ্রের প্রার্থনায় ভার্গবকর্তৃক ‘মধু’নামক মহাস্রবের রুদ্ধের নিকট হইতে শূলগাশির বিবরণ কথন । পুত্র লবণকে শূল প্রদানপূর্বক মধুর বরুণালয়ে প্রবেশ । রামের নিকটে ঋষিগণের লবণরূত অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি প্রার্থনা ।

(৬৭) সপ্তষষ্টিতম সর্গ (৬০১০-৬০১৪ পৃঃ)

“শক্রঘ্ননিয়োগ”

রামচন্দ্রের প্রার্থনায় ঋষিগণের লবণ-চরিত্র বর্ণন, তাহা শুনিয়া লবণকে বধ করিতে শক্রঘ্নের প্রতি রামচন্দ্রের আদেশ ।

(৬৮) অষ্টষষ্টিতম সর্গ (৬০১৫-৬০২০ পৃঃ)

“শক্রঘ্নাভিষেক”

শক্রঘ্নকে লবণের রাজধানীতে (মথুরায়) ভাবী রাজ্যরূপে অভিষিক্ত করিয়া রামচন্দ্রের দিব্য-বাণের বৃত্তান্ত কথন ।

(৬৯) ঊনসপ্ততিতম সর্গ (৬০২১-৬০২২ পৃঃ)

“শক্রয় শরপ্রদান”

রামচন্দ্রের শক্রয়কে সেই দিব্য বাণ প্রদান এবং লবণবধ বিষয়ে উপদেশ দান।

(৭০) সপ্ততিতম সর্গ (৬০২৩-৬০২৭ পৃঃ)

“শক্রয়প্রস্থাপন”

রামচন্দ্রের উপদেশানুসারে নির্দেশদানপূর্বক সৈন্যগণকে প্রেরণ করিয়া পূজাগণকে নমস্কার করত শক্রয়ের প্রস্থান।

(৭১) একসপ্ততিতম সর্গ (৬০২৮-৬০৩৬ পৃঃ)

“সৌদাস-উপাখ্যান”

শক্রয় বায়ীকির আশ্রমে গমনপূর্বক সমীপবর্তী যজ্ঞায়তনের বিষয়ে প্রশ্ন করিলে বায়ীকি-কর্তৃক—সুদাস-পুত্রের ব্যাঘ্ররূপী রাক্ষসবধ, পাচকরূপী রাক্ষসের বশিষ্ঠকে নরমাংসপ্রদান, বশিষ্ঠের শাপ এবং সৌদাসের কল্যাণপাদ নাম গ্রহণ—প্রভৃতি বর্ণনা। উপাখ্যান শুনিয়া শক্রয়ের পর্ণকুটীরে প্রবেশপূর্বক রাত্রি যাপন।

(৭২) দ্বিসপ্ততিতম সর্গ (৬০৩৭-৬০৪০ পৃঃ)

“কুশগবের উৎপত্তি”

সীতাদেবীর পুত্রদ্বয় প্রসব। বায়ীকিকর্তৃক ‘রক্ষা’বিধান পূর্বক তাহাদের ‘কুশ’ এবং ‘লব’ নামকরণ। সীতার সন্তানোৎপত্তি শ্রবণ করিয়া শক্রয়ের সন্তোষ এবং প্রভাতে বায়ীকির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক পথিমধ্যে মুনিদিগের আশ্রমে সম্ভরাত্রি বাস।

(৭৩) ত্রিসপ্ততিতম সর্গ (৬০৪১-৬০৪৫ পৃঃ)

“মাক্ষাতার উপাখ্যান”

শক্রয় ভার্গবের নিকট লবণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভার্গবকর্তৃক লবণকৃত মাক্ষাতৃবধ বর্ণনা এবং লবণবধ বিষয়ে উপদেশ দান।

(৭৪) চতুঃসপ্ততিতম সর্গ (৬০৪৬-৬০৫০ পৃঃ)

“লবণাক্ষেপ”

শক্রয় এবং লবণের পরস্পর আত্মপ্রাণাপূর্বক বাক্যালাপ।

(৭৫) পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ (৬০৫১-৬০৫২ পৃঃ)

“লবণবধ”

লবণের আঘাতে শক্রয় মূচ্ছিত হইলে ঋষিগণের হাহাকার। শক্রয়কে নিহত মনে করিয়া লবণের আহ্বারাদেবণ। সংজ্ঞালাভ করিয়া শক্রয় ধনুকে শর যোজন্য করিলে ভীষণ শব্দ শুনিয়া ভয়ে দেবগণের ব্রহ্মার নিকটে গমন ও তাঁহার আদেশে শক্রয় ও লবণের যুদ্ধ দর্শন। শক্রয়ের শরপ্রহারে লবণ নিহত হইলে তদীয় পিতৃদত্ত শূলের রক্তসমীপে গমন।

(৭৬) ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ (৬০৬০-৬০৬৩ পৃঃ)

“মধুপুরনিবেশ”

লবণবধে সঙ্কষ্ট দেবগণের নিকট হইতে শক্রয়ের বরগাভ ও সেনাদিগকে আনয়নপূর্বক নগরসম্মিবেশ আরম্ভ এবং দ্বাদশ বর্ষে নগরসম্মিবেশ সমাপ্ত করিয়া ঐরামের চরণযুগল দর্শনাভিলাষে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা ।

(৭৭) সপ্তসপ্ততিতম সর্গ (৬০৬৪-৬০৬৯ পৃঃ)

“গীতশ্রবণ”

বাগ্মীকির আশ্রমে আসিয়া এবং তৎকর্তৃক প্রশংসিত হইয়া শক্রয়ের উত্তম রামচরিত শ্রবণ ।

(৭৮) অষ্টসপ্ততিতম সর্গ (৬০৭০-৬০৭৪ পৃঃ)

“শক্রিয়-প্রস্থাপন”

বাগ্মীকিকে অভিবাदनপূর্বক অযোধ্যায় আসিয়া শক্রয়ের রামচন্দ্রকে দর্শন এবং কয়েকদিন পরে পুনরায় তাঁহার আদেশে স্ব-পুরীতে গমন ।

(৭৯) একোনাশীতিতম সর্গ (৬০৭৫-৬০৭৯ পৃঃ)

“ব্রাহ্মণ-পরিদেবন”

অকালমৃত শিশু-পুত্র লইয়া ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীর রাজদ্বারে আগমনপূর্বক বিলাপ ।

(৮০) অশীতিতম সর্গ (৬০৮০-৬০৮৭ পৃঃ)

“নারদবাক্য”

রামচন্দ্রের আহ্বানে অনাতা ও ঋষিগণের আগমন এবং ব্রাহ্মণের রোদনের বিষয় শ্রবণ । ‘শূদ্র উগ্র তপস্তা করায় শিশুর মৃত্যু হইয়াছে’ এই কথা বলিয়া তাহার প্রতিকার করিতে রামচন্দ্রের প্রতি নারদের উপদেশ ।

(৮১) একাশীতিতম সর্গ (৬০৮৮-৬০৯২ পৃঃ)

“শূদ্রদর্শন”

ব্রাহ্মণ-বালককে সংরক্ষণ-পূর্বক পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করত কঠোর তপস্তাকারী এক ব্যক্তিকে দেখিয়া রামচন্দ্রের প্রশ্ন ।

(৮২) দ্ব্যশীতিতম সর্গ (৬০৯৩-৬০৯৬ পৃঃ)

“শঙ্কুবধ”

তপস্তাকারীর পরিচয় জানিয়া রামকর্তৃক তাহার মস্তক ছেদন । সেই মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ-বালকের জীবননাশ । দেবগণের উপদেশে রামচন্দ্রের অগস্ত্যাশ্রমে গমন ।

(৮৩) ত্র্যশীতিতম সর্গ (৬০৯৭-৬১০৩ পৃঃ)

“আভরণলাভ”

অগস্ত্যাশ্রমে গমনপূর্বক তৎকৃত অর্চনা গ্রহণ করত দেবগণের স্বর্গে গমন । অগস্ত্যের প্রদত্ত অলঙ্কার গ্রহণপূর্বক রামচন্দ্রের তদ্বিষয়ে প্রশ্ন ।

(৮৪) চতুর্নশীতিতম সর্গ (৬১০৪-৬১০৮ পৃঃ)

“অগস্ত্যাবাক্য”

উত্তরদান প্রসঙ্গে অগস্ত্যকর্তৃক পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনা ;—পূর্বের অরণ্যমধ্যে এক সরোবরের তীরে এক স্বর্গবাসীকে একটি অবিনশ্বর শবদেহে ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট অগস্ত্যাব পরিচয়-জিজ্ঞাসা ।

(৮৫) পঞ্চাশীতিতম সর্গ (৬১০৯-৬১১৫ পৃঃ)

“শ্বেতোপাখ্যান”

“দান না করিয়া কেবল উপহার ফলে স্বর্গে গমন করিয়াও ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হইয়া প্রকার আদেশে আমি এই শবদেহে ভোজন করিতেছি”—এই বলিয়া সেই স্বর্গবাসী ‘শ্বেত’কর্তৃক আশ্বোদ্ধারার্থে অগস্ত্যকে অলঙ্কার প্রদান । অগস্ত্যকর্তৃক তাহা গ্রহণ এবং শবদেহ নষ্ট হইলে স্বর্গবাসীর স্বর্গে গমন ।

(৮৬) ষড়শীতিতম সর্গ (৬১১৬-৬১২০ পৃঃ)

“মধুমৎপুর-নিবেশ”

রামচন্দ্রের প্রসঙ্গে অগস্ত্যাব বিদ্যা এবং শৈবল-পক্ষীভবমধ্যে ‘মধুমন্ত’ নগরে ‘দণ্ড’নামক রাজার রাজ্যাধীনবৃত্তান্ত কথন ।

(৮৭) সপ্তাশীতিতম সর্গ (৬১২১-৬১২৪ পৃঃ)

“অরজাভিগমন”

দণ্ডের শুক্রাচার্যের আশ্রমে গমন এবং তাঁহার কন্যা অরজাকে ধর্ষণপূর্বক ‘মধুমন্ত’নগরে প্রত্যাবর্তন । অরজার পিতৃ-প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা ।

(৮৮) অষ্টাশীতিতম সর্গ (৬১২৫-৬১৩০ পৃঃ)

“দণ্ডোপাখ্যান”

ক্লৃক শুক্রাচার্যের শাপে সপ্তাহমধ্যে দণ্ডের রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া দণ্ডকারণের উৎপত্তি এবং তপস্বিগণের বাসস্থানের ‘জনস্থান’ নামধারণ ।

(৮৯) একোনবতিতম সর্গ (৬১৩১-৬১৩৫ পৃঃ)

“ত্রিহাম-প্রত্যাগমন”

অগস্ত্যের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক রামচন্দ্রের অযোধ্যায় আগমন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয়ে চিন্তা ।

(৯০) নবতিতম সর্গ (৬১৩৬-৬১৪১ পৃঃ)

“ভরতবাক্য”

ভরতের কথায় রামচন্দ্রের রাজত্ব-যজ্ঞের অভিলাষ পরিত্যাগ ।

(৯১) একনবতিতম সর্গ (৬১৪২-৬১৪৬ পৃঃ)

“বৃত্রবধ-বাবসায়”

রামচন্দ্রকে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে বলিয়া লক্ষণকর্তৃক—বৃত্রাসুরের তপস্যায় উৎপীড়িত হইস্ত্রের বিষুর নিকটে গমনবৃত্তান্ত-কথন ।

(৯২) দ্বিনবতিতম সর্গ (৬১৪৭-৬১৫১ পৃঃ)

“বৃদ্ধবোধোপাখ্যান”

ইঙ্গ্র বৃদ্ধকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাধারা পীড়িত হইলে তাঁহার প্রতি বিস্ময়ের অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে উপদেশ ।

(৯৩) ত্রিনবতিতম সর্গ (৬১৫২-৬১৫৬ পৃঃ)

“যজ্ঞোপাখ্যান

অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া ইঙ্গের ব্রহ্মহত্যা হইতে নিষ্কৃতিলাভপূর্বক স্বপদে প্রাপ্তি এবং ব্রহ্মহত্যার চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিস্থানে অবস্থান ।

(৯৪) চতুর্নবতিতম সর্গ (৬১৫৭-৬১৬২ পৃঃ)

“ইলোপাখ্যান”

রামকর্তৃক অশ্বমেধমাহাত্ম্য-বর্ণনা ;— মহাদেব নিজকে এবং সমস্ত অমুচরগণকে নহিলাকৃত করিয়া পার্বতীর সহিত ক্রোড়া করিতে লাগিলে কন্দমপুত্র ‘ইলে’র তথায় গমন এবং ‘অমুচরগণের’ সহিত তাঁহার রমণীরূপে পরিণতি ; পরিশেষে পার্বতীর নিকট হইতে একমাস স্ত্রীস্ব এবং একমাস পুরুষস্ব-প্রাপ্তিরূপ বরলাভ ।

(৯৫) পঞ্চনবতিতম সর্গ (৬১৬৩-৬১৬৮ পৃঃ)

“কিম্পুরুষোৎপত্তি”

‘ইল’ স্ত্রীরূপ ধারণ করিলে তাঁহাকে দেখিয়া বুধের কামোদয় এবং আবস্তনাবিষ্ঠা প্রভায়ে ‘ইল’রাজার অবস্থা অবগত হইয়া সেবাপরায়ণা পার্শ্ববর্তিনী রমণীদিগকে কিম্পুরুষ-রমণী হইয়া পঞ্চতমধ্যে আশ্রয় লইতে উপদেশ দান ।

(৯৬) ষোল্লবতিতম সর্গ (৬১৬৯-৬১৭৪ পৃঃ)

“পুরুষবার জন্ম”

‘ইল’রাজার একমাস স্ত্রী হইয়া বুধের সহিত রতিক্রোড়া এবং অপরমাসে পুরুষ হইয়া ধন্য-চক্ষা, এইরূপে অষ্টমাস অতিবাহিত করিয়া নবম মাসে পুরুষবাকে প্রসব করিয়া বুধের হস্তে অর্পণ ।

(৯৭) সপ্তনবতিতম সর্গ (৬১৭৫-৬১৮০ পৃঃ)

“ইলার পুরুষত্বলাভ”

বৃদ্ধের উপদেশে অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে ইলার পুরুষস্ব-প্রাপ্তি । ‘প্রাপ্তিষ্ঠান’ নগরে রাজত্ব করিয়া ‘ইল’ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে তথায় পুরুষবার রাজত্ব ।

(৯৮) অষ্টনবতিতম সর্গ (৬১৮১-৬১৮৬ পৃঃ)

“অশ্বমেধাবস্ত”

অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়া ঋষি এবং ব্রাহ্মণদিগকে আনয়নপূর্বক স্ত্রীস্বকে আনয়ন করিবার জন্ত রামচন্দ্রের দূত প্রেরণ । বানরবৃন্দ, রাক্ষসবৃন্দ, হিতার্থী রাজগণ, ব্রাহ্মণ ও

দেবযি, ব্রহ্মযি প্রভৃতিকে অস্বমেধ দর্শন করিবার জন্ত নিমন্ত্ৰণ । নৈমিষারণ্যে যজ্ঞভূমি নিশ্চাণ-
পূর্বক দ্রব্যাদি প্রেরণ ।

(৯৯) নবনবতিতম সর্গ (৬১৮৭-৬১৯০ পৃঃ)

“যজ্ঞসমৃদ্ধি বর্ণন”

অশ্বমোচনপূর্বক রামচন্দ্রে নৈমিষারণ্যে গমন এবং এক বৎসর ধরিয়া মহাসমারোহে
যজ্ঞাগ্ৰষ্ঠান ।

(১০০) শততম সর্গ (৬১৯১-৬১৯৫ পৃঃ)

“কুশলবান্ধুশাসন”

সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সমবেত জনতার মধ্যে বাণ্মীকির কুশ এবং লবকে রামায়ণকাব্য গান করিতে
আদেশ ।

(১০১) একাধিকশততম সর্গ (৬১৯৬-৬২০২ পৃঃ)

“গীতশ্রবণ”

গীত শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র স্তবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলে তাহা গ্রহণ করিতে কুশ এবং লবের
অসম্মতি এবং রামচন্দ্রের প্রার্থে ‘বাণ্মীকির শিষ্য’ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান ।

(১০২) দ্ব্যধিকশততম সর্গ (৬২০৩-৬২০৭ পৃঃ)

“সীতারশপথনিশ্চয়”

পরে রামায়ণগানের মধ্যে কুশ এবং লবকে সীতার পুত্র বলিয়া অবগত হইয়া সভামধ্যে
সীতাকে পুনরায় শপথ প্রদান করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্রের বাণ্মীকিসমীপে দূত
প্রেরণ । বাণ্মীকির কথা শুনিয়া দূতগণ আসিলে সীতার শপথ অবলোকন করিতে রামচন্দ্রের
সকলকে আমন্ত্রণ ।

(১০৩) ত্র্যধিকশততম সর্গ (৬২০৮-৬২১২ পৃঃ)

“বাণ্মীকিবাক্য”

সীতার সহিত বাণ্মীকির সভামধ্যে আগমন এবং রামচন্দ্রকে সন্মোদনপূর্বক সীতার
বিশুদ্ধতা ঘোষণা ।

(১০৪) চতুরধিকশততম সর্গ (৬২১৩-৬২১৭ পৃঃ)

“সীতার রসাতলপ্রবেশ”

বিশুদ্ধা জানিয়াও রামচন্দ্র পুনরায় সীতাকে শপথ করিতে বলিলে, বসুন্ধরার নিকট তাঁহার
স্থান প্রার্থনা । ভূতল বিদীর্ণ করিয়া সিংহাসন উখিত হইলে তাহাতে উপবেশন করিয়া সীতার
রসাতলে প্রবেশ । দর্শকগণের বিস্ময় ।

(১০৫) পঞ্চাধিকশততম সর্গ (৬২১৮-৬২২৫ পৃঃ)

“পিতামহদর্শন”

সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের ধরিত্রীসমীপে সীতা-প্রার্থনা ।
রামায়ণ-কাব্যের উত্তরকাণ্ড শ্রবণ করিতে রামের প্রতি ব্রহ্মার উপদেশ এবং রসাতল হইতে
সুভবাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের কুশ এবং লবকে লইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ ।

(১০৬) ষড়্বিকশততম সর্গ (৬২২৬-৬২৩০)
“যজ্ঞাবসান”

উত্তরকাণ্ড শ্রবণ করিয়াও অতৃপ্ত রামচন্দ্রের কাঞ্চন-নির্মিতা সীতা-প্রতিমাকে পত্নীরূপে কল্পনা করিয়া বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। কালক্রমে কৌশল্যা প্রভৃতিব পরলোকে গমন এবং রামচন্দ্রের পিতৃভৃগুদায়ক বহু যজ্ঞ সম্পাদন।

(১০৭) সপ্তাধিকশততম সর্গ (৬২৩১-৬২৩৫ পৃঃ)
“ভরতনির্ধাণ”

গন্ধর্ষদেশ অধিকার করিতে মাতুল যুধাজিতের আদেশ গাংগামুখে শ্রবণ করিয়া তদর্থে রামচন্দ্রের সপুত্রক ভরতকে প্রেরণ।

(১০৮) অষ্টাধিকশততম সর্গ (৬২৩৬-৬২৪০ পৃঃ)
“গন্ধর্ষদেশ-সন্নিবেশ”

যুধাজিৎ এবং ভরতের সহিত গন্ধর্ষগণের সপ্তরাত্রব্যাপী যুদ্ধের পর সংবর্তনামক অশ্ব নিক্ষেপ করিয়া ভরতের নিমেষমধ্যে গন্ধর্ষনিধন। তক্ষশিলা এবং পুষ্করাবতীতে পুত্রদ্বয়কে স্থাপিত করিয়া ভরতের প্রত্যাবর্তন। ভরতের মুখে গন্ধর্ষবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের প্রীতি।

(১০৯) নবাধিকশততম সর্গ (৬২৪১-৬২৪৪ পৃঃ)
“লক্ষণপুত্রদ্বয়ের অভিষেক”

লক্ষণপুত্র অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতুর অভিষেক। রামের আদেশে ‘অঙ্গদীয়া’পুরীতে অঙ্গদকে এবং ‘চন্দ্রবন্ধু’নগরীতে চন্দ্রকেতুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লক্ষণ ও ভরতের রামসমীপে প্রত্যাগমন।

(১১০) দশাধিকশততম সর্গ (৬২৪৫-৬২৪৮ পৃঃ)
“কাল্যাণাগমন”

মুনিবেশধারী কালের রামসমীপে আগমন। রামচন্দ্র আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কালের উত্তর। কালের নিকট ‘আমাদের উভয়ের আলাপ যে শুনিবে সে আমার বধ্য হইবে’ এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের লক্ষণকে দ্বাররক্ষায় নিয়োগ।

(১১১) একাদশাধিকশততম সর্গ (৬২৪৯-৬২৫৭ পৃঃ)
“হর্ষাসার আগমন”

কাল এবং রামচন্দ্রের কথোপকথন-সময়ে হর্ষাসামুনির আগমন। অভিষাপভয়ে লক্ষণের রামসমীপে হর্ষাসার আগমনবার্তা কথন। প্রার্থিত হইয়া রামচন্দ্রের হর্ষাসামুনিকে অন্নদান এবং মুনি গমন করিলে কালের নিকট প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করিয়া মৌনাবলম্বন।

(১১২) দ্বাদশাধিকশততম সর্গ (৬২৫৮-৬২৬৩ পৃঃ)

“লক্ষণ পরিত্যাগ”

লক্ষণ রামের নিকট নিজের বধদণ্ড প্রার্থনা করিলে রামের বশিষ্ঠদেবকে আনয়ন এবং কালের নিকট প্রতিজ্ঞার কথা বর্ণন। বশিষ্ঠদেবের আদেশে রামের লক্ষণকে পরিত্যাগ। লক্ষণ সরযুগীরে গমন করিয়া পরব্রহ্মচিন্তাপূরক স্বাস রুদ্ধ করিলে তাঁহাকে সশরীরে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের স্বর্গে গমন।

(১১৩) ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ (৬২৬৪-৬২৭৩ পৃঃ)

“শত্রুঘ্নপুত্রাভিষেক”

লক্ষণের অভাবে রামচন্দ্রের হুংখ ও ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা। ভরতের অসম্মতি। কৌশলরাজ্যে লব-কুশের অভিষেক। দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করত মণ্ডা হইতে শত্রুঘ্নের আগমন। তাঁহাদের মহাপ্রস্থানের উজোগ শুনিয়া রাক্ষস ও বানরগণের আগমন এবং অহুগমনের অভিলাষ। বিভীষণ, হনুমান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট বানরগণকে এবং পুরবাসী জনগণকে রামচন্দ্রের অহুগমনে অহুমতি দান।

(১১৪) চতুর্দশাধিকশততম সর্গ (৬২৭৪-৬২৭৯ পৃঃ)

“মহাপ্রস্থান”

ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস এবং পুরবাসী জনগণের সহিত রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থান-যাত্রা। অযাধ্যায় অতি সূক্ষ্ম ‘কীট’ পথান্ত্র প্রাণীমাত্রেরই রামচন্দ্রের অহুগমন। অহুগামী প্রভাপুঞ্জের আনন্দোৎসব।

(১১৫) পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ (৬২৮০-৬২৮৭ পৃঃ)

“স্বর্গারোহণ”

সরযু তীর-পথে পদব্রজে রামচন্দ্রের ‘গোপ্রচার’তীর্থে উপস্থিতি এবং ব্রহ্মার প্রার্থনায় অহুজদ্বয়ের সহিত সশরীরে বৈষ্ণব-তেজোমধ্যে প্রবেশ। অহুগামী জনগণের সরযু-সলিলে অবগাহন এবং বিমানযোগে স্বর্গারোহণপূরক ব্রহ্মলোক-সম্মিহিত ‘সন্তান’লোকে স্থানলাভ। দেব, নাগ ও যক্ষাদির অংশসম্ভূত ঋক্ষ, রাক্ষস ও বানরগণের পূর্বদেহে অহুপ্রবেশ। স্বর্গে দেবগণের রামায়ণ শ্রবণ।

উত্তরকাণ্ড-সূচী সমাপ্ত ॥

দ্রষ্টব্য—হুচীর পত্রাক-নির্দেশের প্রারম্ভেই ৪ হইতে সংখ্যানির্দেশ আরম্ভ করা উচিত ছিল। ভ্রমক্রমে পত্রাকগুলি ৩, ৭ ইত্যাদিক্রমে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে।

রামায়ণম্

উত্তরকাণ্ডম্

(১) প্রথমঃ সর্গঃ

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য রাক্ষসানাং বধে কৃতে ।

আজগা^১পুর্ণায়স্তত্র রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্ ॥ ১ ॥

কৌশিকোহথ যবক্রীতো রৈত্যাচ্যাবন এব চ ।

কণ্ণো মেধাতিথেঃ পুত্রঃ পূর্ব্বাং যে সংশ্রিতা দিশম্ ॥ ২ ॥

স্বস্ত্যাত্রেয়োহথ ভগবান্ নমুচিঃ প্রমুচিস্তথা ।

আজগা^২স্তুে সহাগস্ত্যা^৩ যে শ্রিতা দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৩ ॥

১। লো-টী। ঔনারায়ণায় নমঃ। রাক্ষসানাং ক্ষয়ে কৃতে প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য ইত্যর্থঃ।
গদ্যী চ সপ্তম্যার্থে। 'বধে কৃতে' ইতি কচিং পাঠঃ। প্রতিনন্দিতুং জয়াশীর্ভিঃ প্রোৎসাহয়িতুম্।

২। লো-টী। কৌশিকো বিশ্বামিত্রাদভ্যঃ। 'অসিত' ইতি বা পাঠঃ।

রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া রামচন্দ্র অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত হইলে
কৌশিক, যবক্রীত, রৈত্যা, চ্যাবন ও মেধাতিথির পুত্র কণ্ণ প্রভৃতি পূর্ব্বদিগাসী
ঋষিগণ রামচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥ ১-২ ॥

পরে ভগবান্ স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি এবং অগস্ত্যপ্রভৃতি দক্ষিণদিগাসী
মহাত্মারা সমাগত হইলেন ॥ ৩ ॥

১। ক 'রাজত'। ২। ছ 'ক্ষয়ে'। ৩। ছ '-য়ঃ সিদ্ধা'। ৪। ছ 'অঙ্গিরাথ'। ৫। ক 'বৈতশ্চা'।
৬। ক 'কণ্ণো'। ৭। ক 'নমুচুঃ প্রমুচুঃ'। ৮। ক 'মহাত্মানো'।

উত্কঃ কমঠো ধৌম্যো রৌদ্রাশ্চ মহাতপাঃ ।

তেহপ্যাজ্ঞাঃ সশিষ্যা বৈ প্রতীচীং যে শ্রিতা দিশম্ ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোহত্রিষ্চ বিশ্বামিত্রোহথ গৌতমঃ ।

জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্তথা সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ॥ ৫ ॥

উদীচ্যাং দিশি সপ্তৈতে নিত্যমেব নিবাসিনঃ ।

প্রাপ্য তে তু মহাত্মানো রামবশ্চ নিবেশনম্ ॥ ৬ ॥

বিত্তিতাঃ প্রতিহারার্থং হুতাশনসমপ্রভাঃ ।

বেদবেদাঙ্গবিভূষো নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৭ ॥

দ্বাঃস্থং প্রোবাচ ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ।

নিবেদতাং দাশরথের্ধাষয়ো বয়মাগতাঃ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। বশিষ্ঠোহপি পুরোহিতদত্তঃ। বশিষ্ঠাদয় উত্তরাং দিশমাশ্রিতা ইতি জ্ঞেয়ম্।

৭। লো-টী। বিত্তিতাঃ স্থিতাঃ,—প্রতিহারার্থং প্রতিহারো দ্বারং তদর্থং দ্বারপ্রাপ্ত্যর্প-
মিতার্থঃ। ‘দ্বারি দ্বাঃস্থে প্রতিহার’ ইত্যমরঃ।

উত্ক, কমঠ, ধৌম্য এবং মহাতপাঃ রৌদ্রাশ্চ প্রভৃতি পশ্চিমদিগ্-নিবাসী
ঋষিগণ শিষ্যগণের সহিত আগমন করিলেন ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ, সর্বদা
উত্তরদিগ্-নিবাসী এই সাতজন নিষ্পাপ ঋষিও আগমন করিলেন। অগ্নিতুল্য
তেজস্বী বেদবেদাঙ্গবিদ নানাশাস্ত্র পারদর্শী সেই মহাত্মারা রামচন্দ্রের ভবনে উপস্থিত
হইয়া প্রতিহারী দ্বারা আপনাদের আগমনবার্তা দিবার জন্য [দ্বারদেশে] অবস্থান
করিতে লাগিলেন ॥ ৫-৭ ॥

ধর্ম্মাত্মা মুনিসত্তম ‘অগস্ত্য’ দৌবারিককে কহিলেন, “তুমি দশরথনন্দন
রামচন্দ্রকে নিবেদন কর,—আমরা কয়েকজন ঋষি আগমন করিয়াছি” ॥ ৮ ॥

১। ক ‘উসদগুঃ’। ২। চ ধূম্যো’। ৩। চ ‘মহানৃষিঃ’। ৪। চ ‘-ভ্যাজ্ঞাঃ’। ৫। চ ‘-পোহপ্যজি-
দিশা-’। ৬। চ ‘ইন্দ্রবর্জ্য নাস্তি’। ৭। চ ‘-শসনবিগ্রহাঃ’। ৮। চ ‘অগ্গং প্রোকে নাস্তি’।

প্রতিহারস্ততস্তূর্ণমগস্ত্যবচনাদ্ দ্রুতম্ ।

সমীপং রাঘবস্তাথ প্রবিবেশ মহাত্মনঃ ॥ ৯ ॥

স রামং প্রেক্ষ্য সহসা পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিম্ ।

অগস্ত্যং কথয়ামাস মস্ত্রাপ্তমুযিতিঃ সহ ॥ ১০ ॥

শ্রদ্ধা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্ত বালসূর্য্যাসমপ্রভান্ ।

তত্রোবাচ নৃপো দ্বাঃস্থং প্রবেশয় যথাস্থখম্ ॥ ১১ ॥

পূজিতা বিবিশুর্বেশ্ম নানারত্নবিভূষিতম্ ।

দৃষ্ট্বা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্ত প্রতুখ্যায় কৃতাজ্জলিঃ ।

রামোহভিবাণু প্রণত আসনান্যাদিদেশ হ ॥ ১২ ॥

৯। গো-টী। 'অগস্ত্যবচনো'দিতঃ বচনাদ্দিঃ উদগতঃ উথিত ইত্যর্থঃ। 'উদিতঃ প্রোক্ত উদগতে' ইতি ভূরি०। 'অগস্ত্যবচনাদিত' ইতি পাঠে ইতঃ স্থানাৎ রাঘবস্ত সমীপং প্রবিবেশ।

দৌবারিক অগস্ত্যমুনির আদেশে দ্রুত মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে গমন করিল ॥ ৯ ॥

সেই দৌবারিক তাড়াতাড়ি পূর্ণচন্দ্রতুল্য শোভাবিশিষ্ট রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া ঋষিগণের সহিত অগস্ত্যের আগমনবার্তা নিবেদন করিল ॥ ১০ ॥

মহারাজ রামচন্দ্র নবোদিত সূর্য্যাসদৃশ তেজস্বী সেই মুনিগণের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া দৌবারিককে বলিলেন, তুমি সমাদরে তাঁহাদিগকে লইয়া আইস ॥ ১১ ॥

তাঁহারা সমাদৃত হইয়া নানা-রত্নবিমণ্ডিত সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্র সেই মুনিদিগকে সমাগত দেখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে উথিত হইয়া অবনত মস্তকে অভিবাদন করত [তাঁহাদের উপবেশনার্থে] আসন নির্দেশ করিলেন ॥ ১২ ॥

তেষু কাঞ্চনচিত্রেষু স্বাস্তীর্ণেষু স্তথেষু চ ।

কুশোত্তরেষ্বথাসীনা আসনেষু যিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৩ ॥

পাণ্ডমাচমনীয়ং চ দত্ত্বা চার্য্যাপুরোগমম্ ।

রামেণ কুশলং পৃষ্ঠাঃ সশিষ্ঠাঃ সপুরোগমাঃ ॥ ১৪ ॥

মহর্ষয়ো বেদবিদো রামং বচনমব্রুবন ।

কুশলং নো মহাবাহো সর্ব্বত্র রঘুনন্দন

ত্বাং তু দিক্ষ্যা কুশলিনং পশ্চামো হতশাত্রবম্ ॥ ১৫ ॥

ন হি ভারঃ স তে রাম রাবণৌ রাক্ষসেশ্বরঃ ।

সধনুস্ত্বং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিজয়েথা ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

১৩। লো-ট। আসনেষু পাঠেষু, কিংভূতেষু? কুশোত্তরেষু, কুশা উত্তরে উপরি যেবাং তেষু। ‘উপযাদীচাপ্রেষ্ঠেষপ্যাত্তরঃ শ্রাদনুত্তর’ ইত্যমরঃ। তেষু বানি স্বাস্তীর্ণানি শোভনাস্তরগানি বস্ত্রাদীনি কাঞ্চনচিত্রাণি স্বর্ণব্যাস্তানি তেষু আসীনা ইত্যমরঃ। অয়মর্থঃ—আদৌ পাঠঃ, তত্পরি কুণ্ডলপরি স্বর্ণব্যাগুবস্ত্রাদীনি, তেষু।

১৫। লো-ট। যদা দিষ্টা ভাগ্যেন ত্বাং পশ্চামস্তদৈব নোহস্মাকং কুশলমিত্যমরঃ।

১৬। লো-ট। ন হি ভার ইতি জেতুমিতি শেষঃ।

অনন্তর মহর্ষিগণ উপরিভাগে কুশযুক্ত সুবর্ণখচিত সুন্দর আস্তরণাবৃত সেই সুখকর আসনসমূহে উপবেশন করিলেন ॥ ১৩ ॥

পাণ্ড এবং অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক আচমনীয় প্রদান করিয়া রামচন্দ্র সহচরগণ ও শিষ্যগণের সহিত মুনিদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৪ ॥

বেদবিদ মহর্ষিগণ রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহাবাহো রঘুনন্দন, আমাদের সর্ব্ব-বিষয়ে মঙ্গল; পরন্তু শক্রনিহন্তা আপনাকে ভাগ্যক্রমে কুশলী দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

হে রাম, সেই রাক্ষসেশ্বর রাবণকে জয় করা আপনার পক্ষে দুষ্কর নয়,

১। ছ ‘মহৎ’। ২। ছ ‘আসনে’। ৩। ছ ‘কথয়ঃ সর্ব্ব এব তে’। ৪। ছ ‘ত্বাং যতো বৈ’।

৫। ছ ‘মঃ সহ ভাষণা’। ৬। ছ ‘নঃ পুত্রপৌত্রবান্’।

দিষ্ট্যা চ তে হতো রাম রাবণঃ পুত্রপৌত্রবান্ ।

দিষ্ট্যা বিজয়িনং হ্যহ পশ্যামঃ সহ সীতয়া ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মণেন চ ধর্মাশ্রম্ ভ্রাতা তে হিতকারিণা ।

মাতৃভির্ভ্রাতৃসহিতং পশ্যামোহহ বয়ং নৃপ ॥ ১৮ ॥

দিষ্ট্যা প্রহস্তো বিকটো বিরূপাক্ষো মহোদরঃ ।

অকম্পনশ্চ দুর্বুধ্বিনিহতাস্তে নিশাচরাঃ ॥ ১৯ ॥

যশ্চ প্রমাণাদ্বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে ।

দিষ্ট্যা স সমরে রাম কুস্তকর্ণস্থয়া হতঃ ॥ ২০ ॥

দিষ্ট্যা ত্বং রাক্ষসেন্দ্রেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ ।

দেবানামপ্যবধেন বিজয়ং প্রাপ্তবানসি ॥ ২১ ॥

১৭। লো টা। সহ সীতয়া, কুত্রচিৎ 'সহ ভাব্যয়ে'তি পাঠঃ ।

১৯। লো-টা। প্রহস্তাদয়ঃ হতা ইতি পূর্বক্ৰিয়য়া সম্বন্ধঃ । 'অকম্পনশ্চ দুর্বুধ্বিনিহতাস্তে চ রাক্ষসা' ইতি বা পাঠঃ ।

আপনি ধনুক ধারণ করিলে ত্রিভুবনও জয় করিতে পারেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৬ ॥

রামচন্দ্র, সৌভাগ্যবশতঃ আপনি পুত্র-পৌত্রদিগের সহিত রাবণকে নিহত করিয়াছেন এবং সৌভাগ্যবশতঃই আমরা আজ বিজয়ী আপনাকে সীতার সহিত দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥

ধর্মাশ্রম মহারাজ, [ভাগ্যক্রমে] আজ আমরা আপনার হিতকারী ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং মাতৃবর্গ ও অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত আপনাকে দেখিতেছি ॥ ১৮ ॥

ভাগ্যক্রমে প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর এবং দুর্বুধ্বিনি অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

হে রাম, যাহার পরিমাণ অপেক্ষা জগতে বৃহৎ পরিমাণ নাই, ভাগ্যক্রমে আপনি সেই কুস্তকর্ণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

সৌভাগ্যক্রমে আপনি দেবতাদিগেরও অবধা রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত

১। হ 'ভাষ্যায়'। ২। হ 'দ্বিত্বিকারিণা'। ৩। হ 'হনুমতা চ সহিতং'। ৪। হ '-মোহত্ব বয়ং নৃপ'। ৫। হ 'রাক্ষসঃ হৃদ্বজ্জয়ঃ'। ৬। ক 'তেহ' (?)। ৭। হ 'তাত'। ৮। হ 'দেবতানামবধেন'।

শাক্যং তব মহাবাহো রাবণস্ত নিবর্হণম্ ।

দ্বন্দ্বযুদ্ধমনুপ্রাপ্তো দিষ্ট্যা তে রাবণির্হিতঃ ॥ ২২ ॥

দিষ্ট্যাতিকায়ো বলবান্ যজ্ঞকোপশ্চ রাক্ষসঃ ।

যুদ্ধোন্মত্তশ্চ মত্তশ্চ হতাঃ কালান্তকোপমাঃ ॥ ২৩ ॥

কুন্তো নিকুন্তো বলবান্ জম্বুমালী ঘটোদরঃ ।

কুর্ষন্তঃ কদনং বীর ত্বয়া যুদ্ধে নিপাতিতাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্তকপ্রতিমৌ চাপি দেবান্তকনরান্তকৌ ।

অন্তকপ্রতিমৈর্কর্বাণৈর্দিষ্ট্যা যুদ্ধে নিপাতিতৌ ॥ ২৫ ॥

এতে চান্তো চ বহবো রাক্ষসা রাবণোপমাঃ ।

দিষ্ট্যা ত্বয়া হতা রাম মুনীনাং ভয়বর্দ্ধনাঃ ॥ ২৬ ॥

২২। লো-টা। নিবর্হণম্ হননম্। 'নিবর্হিত'মিতি বা পাঠঃ। তে স্বদীয়েন লক্ষণে-
নেতৃর্থাঃ। এবমন্তত্ৱ।

২৩। লো-টা। কালান্তক্যমোপমাঃ কালে মৃত্যুকালে অন্তকো মৃত্যুর্ধমলীতা যমশ্চ,
তদুপমাঃ।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

হে মহাবাহো, আপনি রাবণকে নিহত করিতে সমর্থ; কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে
উপস্থিত হইয়া রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে ভাগ্যক্রমেই বধ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

ভাগ্যক্রমে কালান্তকসদৃশ বলবান্ অতিকায় 'যজ্ঞকোপ' এবং যুদ্ধোন্মত্ত
'মত্ত'কে নিহত করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

হে বীর, আপনি উৎপীড়নকারী বলবান্ কুন্ত, নিকুন্ত, জম্বুমালী এবং
কুন্তোদরকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

ভাগ্যক্রমে অন্তকসদৃশ দেবান্তক এবং নরান্তককে মৃত্যুসদৃশ বাণসমূহ
দ্বারা যুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

রামচন্দ্র, ভাগ্যক্রমে আপনি মুনিদিগের ভীতিবর্দ্ধক এই সকল রাক্ষস এবং

বিস্ময়শ্চৈব নঃ সৌম্য সংশ্রত্যেদ্ভজিতং হতম্ ।

অবধ্যং সৰ্ব্বভূতানাং মহামায়াধরং যুধি ॥ ২৭ ॥

দিক্য তস্ম মহাবাহো কালশ্চেবাভিধাবতঃ ।

বধঃ সুররিপোর্বার প্রাপ্তশ্চ বিজয়স্বয়া ॥ ২৮ ॥

দদ্রা পুণ্যামিমাং বীর সৌম্যামভয়দক্ষিণাম্ ।

কাকুৎস্থ বর্দ্ধসে দিক্য জয়েনামিতবিক্রম ॥ ২৯ ॥

শ্রদ্ধা তু বচনং তেষামুযীণাং ভাবিতাহুনাম্ ।

বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাজ্ঞলিরব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥

২৮। লো-টা। সুররিপোঃ সকাশাশ্লুকঃ বিজয়শ্চ প্রাপ্ত ইতি দিষ্টোতি পূর্বেণাবয়ঃ।

২৯। লো-টা। সৌম্যং প্রার্থিতাম্ অভয়দক্ষিণাং মুনিভ্যো লোকেভ্য ইতি শেষঃ।

ঋষিদমাগমঃ ॥ ১ ॥

রাবণসদৃশ অন্যান্য বহু রাক্ষসকে নিহত করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

হে সৌম্য, সর্বপ্রাণীর অবধ্য মহামায়াবী ইন্দ্রজিংকে যুদ্ধে নিহত শ্রবণ করিয়া
আমাদের বিষয় জন্মিয়াছে ॥ ২৭ ॥

হে মহাবাহো, সৌভাগ্যক্রমে কৃতান্তের আয় ধবমান সেই দেবশত্রু
ইন্দ্রজিংকে বধ করিয়া আপনি বিজয়লাভ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

হে অমিত-পবাক্রমশালী কাকুৎস্থবংশোৎপন্ন বীর রামচন্দ্র, সৌভাগ্যবশতঃ
আপনি [মুনিদিগকে এবং লোকদিগকে] প্রার্থিত পবিত্র অভয়-দক্ষিণা দান করিয়া
বিজয়গোরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন ॥ ২৯ ॥

সমাহিতচিত্ত সেই ঋষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র পরম বিস্ময়াবিষ্ট
হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে বলিলেন— ॥ ৩০ ॥

১। ছ 'স্বৈব নঃ'। ২। ছ 'দেবানাং'। ৩। ছ 'বধাতু' ত্রিদশৈশ্চ কৃতমক্ষপ্রমার্জনম্'। অতঃ
পরং ছ 'যুক্তঃ সুররিপোষু বৈ প্রাপ্তশ্চ বিজয়স্বয়া' ইত্যধিকম্। ৪। ছ '-বিক্রমঃ'। ৫। অতঃ পরং ছ
'নতোন্নতো তু দুর্দ্ধৰো দেবান্তকনরাস্তকো'। অতিকায়ঞ্চ বলিনং তথা ত্রিধননং পুনঃ ॥ কুন্তকর্ণায়ুধো বোধো তপন্যান
রাক্ষসে শুমান্' ॥ ইত্যধিকম্।

মহাবলং কুস্তকর্ণং রাবণং চ নিশাচরম্ ।

অতিক্রম্য মহাবীৰ্য্যং কিং প্রশংসথ রাবণম্ ॥ ৩১ ॥

কীদৃশো^১ বৈ প্রভাবোহস্ম্য কিং বলং কঃ পরাক্রমঃ ।

কেন বা কারণেনৈষ রাবণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩২ ॥

শক্যং যদি ময়া শ্রোতুং ন খল্বাজ্ঞাপয়ামি বঃ ।

যদি গুহ্যং ন চৈতদ্বঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বতঃ ॥ ৩৩ ॥

কেন চাস্মৈ বরো দত্তো বালায়ৈব মহামুনে ।

কথং শক্ৰো জিতেন্তেন কথং লব্ধবরশ্চ সঃ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যর্ধে বায়ীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঋষিসমাগমো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

আপনারা মহাবীর কুস্তকর্ণ এবং প্রবলপরাক্রান্ত নিশাচর রাবণকে অতিক্রম
করিয়া রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন কেন ? ॥ ৩১ ॥

এই ইন্দ্রজিতের কিরূপ প্রভাব, কি রকম বল অথবা কিরূপ পরাক্রম ; কি
কারণেই বা ইন্দ্রজিৎ রাবণ হইতে শ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত যদি আমি শ্রবণ করিবার যোগ্য
হই, তাহা হইলে—আপনাদিগকে আদেশ করিতেছি না, যদি ইহা গোপনীয় না
হয়, তবে আপনাদের নিকট হইতে যথার্থ ভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩২-৩৩ ॥

হে মহামুনে, কে তাহাকে শৈশবেই বরপ্রদান করিয়াছিলেন এবং কিকপেই
বা সে ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিল এবং বরলাভ করিয়াছিল ? ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বায়ীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঋষিসমাগম-নামক
১ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

১। অন্তঃপং হ 'মহাদরং প্রহন্তকং বিরূপাক্ষকং রাক্ষসম্' । অতিক্রম্য মহাবীৰ্য্যান্ কিং প্রশংসথ রাবণম্' ॥
ইত্যধিকম্ । ২। হ 'দৃশঃ কিংপ্রভাবো বা কিংবলঃ কিংপর্য্য' । ৩। হ 'মহাম্' ।

(২) দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।

কুন্ত্যোনির্মহাতেজা বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ১ ॥

শৃণু রাজন্ যথা বৃত্তং তস্মৈ তেজোবলং মহৎ ।

জঘান চ রিপূন্ যেন যথাবধ্যশ্চ শক্রভিঃ ॥ ২ ॥

অহন্ত রাবণশ্চেদং কুলং জন্ম চ রাঘব ।

বরপ্রদানং চ যথা তথা সৰ্বং ব্রবীমি তে ॥ ৩ ॥

পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতিস্মৃতঃ প্রভুঃ ।

পুলস্ত্যা নাম বিপ্র্যিঃ সাক্ষাদিব হতাশনঃ ॥ ৪ ॥

নানুকীৰ্ত্তা গুণান্তস্য ধৰ্ম্মতঃ শীলতস্তথা ।

প্রজাপতেঃ পুত্র ইতি শক্যং জ্ঞাতুং গুণৈর্হি সঃ ॥ ৫ ॥

৫ । লো-টা । স গুণৈর্কীৰ্ত্তিতঃ প্রজাপতেঃ সূত ইতি জ্ঞাতুং শক্যম্, অতঃ পরং গুণা
নানুকীৰ্ত্তা ইত্যর্থঃ ।

মহাতেজস্বী অগস্ত্য মহাত্মা রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কহিলেন— ॥ ১ ॥

রাজন্, সেই রাবণতনয় ইন্দ্রজিত যে প্রকারে শক্রদিগকে সংহার করিয়াছিল,
যেৰূপে শক্রগণের অবধ্য হইয়াছিল এবং যেৰূপে তাহার অত্যাগ্ৰ বল-বীৰ্য্য
হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

হে রাম, আমি রাবণের বংশ, জন্ম এবং যেৰূপে সে বরলাভ করিয়াছিল
তৎসমস্ত আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি ॥ ৩ ॥

রাম, সত্যযুগে প্রজাপতির পুত্র সাক্ষাৎ অগ্নির নায় পুলস্ত্য-নামক এক
বিপ্রার্ধি ছিলেন ॥ ৪ ॥

ধৰ্ম্ম বা আচারবিষয়ে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা সম্ভব নয়, স্বীয় গুণপ্রভাবে

১ । ছ 'বকপং' । 'অয়ন্তে' ছ-টি' । ২ । ছ 'স্বাহং' । ৩ । ছ 'তোঃ' । ৪ । ছ 'সুভঃ' । ৫ । ছ
'হত' । ৬ । ছ '-ভূমতঃ পরম্' ।

স তু ধর্মপ্রসঙ্গেন মেরোঃ পার্শ্বে মহাগিরেঃ ।

তৃণবিন্দ্বাশ্রমং গত্বা শ্রবসম্মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৬ ॥

কুর্ক্বতস্তস্মৈ হি তপঃ স্নাধ্যায়নিরতাত্মনঃ ।

গত্বাশ্রমপদং রম্যং বিপ্লবং কন্যাঃ প্রকুর্ক্বতে ॥ ৭ ॥

দেবপন্নগকন্যাশ্চ রাজর্ষিতনয়াস্তথা ।

ক্ৰীড়ন্ত্যোহম্পরসশৈচব তং দেশমুপপেদিরে ॥ ৮ ॥

নিত্যশান্তং প্রদেশং তু গত্বা ক্ৰীড়ন্তি কন্যকাঃ ।

দেশস্য রমণীয়ত্বাৎ পুলন্ত্যো যত্র স দ্বিজঃ ॥ ৯ ॥

গায়ন্ত্যো বাদয়ন্ত্যশ্চ লাসয়ন্ত্যস্তথৈব চ ।

মুনেস্তপস্বিনস্তস্মৈ বিপ্লবং চক্রুরনিন্দিতাঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। তৃণাক্ষেতৃণবিন্দোঃ। 'তৃণবিন্দো'রিত্তি পাঠে নবাঙ্করং ছন্দঃ

তঁাহাকে প্রজাপতির পুত্র বলিয়া জানা যাইত ॥ ৫ ॥

সেই মুনিবর তপস্যা করিবার জন্য মেরু-মহাপর্বতের পার্শ্বে অবস্থিত তৃণবিন্দুর আশ্রমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

কন্যাগণ বেদপাঠে নিরত তপস্യാকারী সেই পুলস্ত্যমুনির রমণীয় আশ্রমে আসিয়া [তপস্যার] বিপ্লব করিত ॥ ৭ ॥

দেবতা, নাগ ও রাজর্ষিকন্যাগণ এবং অম্পরাগণ ক্ৰীড়া করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত ॥ ৮ ॥

যে স্থানে সেই দ্বিজ পুলস্ত্য অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানটী রমণীয় বলিয়া কন্যাগণ প্রতিদিন সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া ক্ৰীড়া করিত ॥ ৯ ॥

সুন্দরী কন্যাগণ গীত, বাণ এবং নৃত্য করত তপস্যানিরত সেই পুলস্ত্য মুনির বিপ্লব উৎপাদন করিত ॥ ১০ ॥

অথ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ব্যাজহার মহামুনিঃ ।

যা মে দর্শনমাগচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারয়েদिति ॥ ১১ ॥

তাস্তু সর্বাঃ প্রতিগতাঃ শ্রদ্ধা বাক্যং মহামুনেঃ ।

ব্রহ্মশাপভয়াস্তীতা ন তং দেশং সিম্বেবিরে ॥ ১২ ॥

তৃণবিন্দোস্তু রাজর্ষেহুহিতা ন তদাশৃণোৎ ।

গত্বাপ্রমপদং তস্য সা চচার তু নির্ভয়া ॥ ১৩ ॥

তস্মিন্বেব তু কালে স প্রাজাপত্যো মহামুনিঃ ।

স্বাধ্যায়মকরোভত্র তপসা ছোতিতপ্রভঃ ॥ ১৪ ॥

তস্য বেদধ্বনিং শ্রদ্ধা দৃষ্ট্বা তং চ তপোধনম্ ।

অভবৎ পাণ্ডুদেহা সা স্রব্যঞ্জিতশরীরজা ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টী। তদাশৃণোৎ তৎ তং শাপং ন আশৃণোৎ ।

১৪। লো-টী। তপসা ছোতিতা উজ্জ্বলা প্রভা কাস্তিযস্য সঃ। স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ।

১৫। লো-টী। স্রব্যঞ্জিতশরীরজা স্রষ্টৃ ব্যঞ্জিতোহভিব্যক্তঃ শরীরজো গর্ভো বস্তাঃ সা।

অনন্তর [একদিন] মহাতেজস্বী মহামুনি পুলস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,
যে আমাকে দর্শন করিবে সে [তৎক্ষণাৎ] গর্ভ ধারণ করিবে ॥ ১১ ॥

সেই কন্যাগণ মহামুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেইস্থান হইতে
প্রস্থান করিল; ব্রহ্মশাপের ভয়ে ভীত হইয়া সেইস্থানে আর আগমন
করিল না ॥ ১২ ॥

রাজর্ষি তৃণবিন্দুর ছুহিতা সেই কথা শুনিতে পায় নাই, সে তাঁহার আশ্রমে
গমন করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

সেই সময়ে তপঃপ্রভাবে উজ্জলকাস্তি প্রজাপতিপুত্র মহামুনি পুলস্ত্য
বেদপাঠ করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥

রাজর্ষিকন্যা তাঁহার বেদধ্বনি শ্রবণপূর্বক সেই তপোধনকে দর্শন করিবামাত্র

বভ্রুব চ সমুদ্রিগ্না দৃষ্টা। তদ্রূপমাত্মনঃ ।

ইদং^১ মে কিং স্থিতি জ্ঞাহ্বা পিতুর্গত্বাশ্রমং স্থিতা ॥ ১৬ ॥

তাং তু দৃষ্টা তথাভূতাং তৃণবিন্দুরথাত্রবীৎ ।

কিং^২ হ্রমেতদসদৃশং ধারয়ন্তাত্মনো বপুঃ ॥ ১৭ ॥

সাথ কৃতাজ্জলির্দীনা কন্তোবাচ তপোধনম্ ।

ন জানে কারণং তাত যেন মে রূপমীদৃশম্ ॥ ১৮ ॥

কিন্তু পূর্বং গতাস্যোকা মহর্ষেভাবিতাত্মনঃ ।

পুলস্ত্যশ্রমপদমন্বেষ্টুং স্বসখীজনম্ ॥ ১৯ ॥

ন চ পশ্যাম্যহং তত্র কাঞ্চিদভ্যাগতাং সখীম্ ।

রূপস্য তু বিপর্যাসং লন্ধৈবাহমিহাগতা ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। কিং স্থিতি বিংকে 'ইদং কিং স্থি'দতি বা পাঠঃ।

১৯। লো-টী। ভাবিতঃ শোধিতান্তঃকরণঃ।

তাহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল ॥ ১৫ ॥

সে নিজের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া 'আমার এ কি হইল' এই ভাবিয়া উদ্বিগ্ন চিন্তে পিতার আশ্রমে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

অনন্তর 'তৃণবিন্দু' কণ্ঠার তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া বলিলেন, তোমার শরীর এরূপ বিসদৃশ হইয়াছে কেন? ॥ ১৭ ॥

সেই কণ্ঠা নিতান্ত দীনভাবে কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিল, পিতঃ, কি কারণে আমার এরূপ আকৃতি হইল, তাহা আমি জানি না ॥ ১৮ ॥

কিন্তু ইতিপূর্বে আমি একাকিনী তপস্থানিরত মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে স্বীয় সখীদিগকে অশ্বেষণ করিতে গিয়াছিলাম ॥ ১৯ ॥

আমি সেখানে কোন সখীকে দেখিতে পাই নাই, এইরূপ আকৃতি-বিপর্যায় লাভ করিয়াই গৃহে আসিয়াছি ॥ ২০ ॥

তৃণবিন্দুস্ত রাজর্ষিস্তপসা ত্রোতিতপ্রভঃ ।

ধ্যানং বিবেশ তচ্চাপি দদর্শ মুনিশাপজম্ ॥ ২১ ॥

স তু বিজ্ঞায় তং শাপং মহর্ষেভাবিতান্ননঃ ।

তনয়াসহিতো গত্বা পুলস্ত্যমিদমব্রবাৎ ॥ ২২ ॥

ভগবন্তনয়াং মে ত্বং গুণৈঃ স্নৈরেব ভূষিতাম্ ।

ভিক্ষাং প্রতিগৃহাণেমাং মহর্ষে স্বয়মুচ্যতাম্ ॥ ২৩ ॥

তপশ্চরণযুক্তস্তু শ্রাম্যমাণেন্দ্রিয়স্ত তে ।

শুশ্রূষাতৎপরা নিত্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

এবং ক্রবাণং তং বাক্যং মহর্ষিং ধার্মিকং তদা ।

প্রতিগৃহ্যব্রবাৎ কন্যাং বাচমিত্যেব স দ্বিজঃ ॥ ২৫ ॥

২৩। গো-টী। উচ্যতামানীতাম্।

২৪। লো-টী। শ্রাম্যমাণানি শ্রান্তানি ইন্দ্রিয়াণি যন্ত তন্ত, শুশ্রূষায়াং তৎপরা
অঙ্গিতা।

তপঃপ্রভাবে উজ্জ্বলকান্তি রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন,
মুনির শাপে তাহা হইয়াছে ॥ ২১ ॥

তিনি শুদ্ধচেতাঃ মহর্ষি পুলস্ত্যের সেই অভিশাপের বিষয় অবগত হইয়া
কন্যার সহিত তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন— ॥ ২২ ॥

ভগবন্ মহর্ষে, স্বীয় গুণে বিভূষিতা আমার এই তনয়াকে আপনি
স্বতঃপ্রদত্ত ভিক্ষারূপে গ্রহণ করুন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষে, তপস্শ্রী করিয়া আপনার শরীর (ইন্দ্রিয়=হস্তপদাদি) ক্লান্ত হইলে
এই কন্যা সর্বদা আপনার শুশ্রূষা করিবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥

ধার্মিক মহর্ষি তৃণবিন্দু এইরূপ বলিলে সেই দ্বিজবর পুলস্ত্য কন্যাটিকে গ্রহণ

১। ছ 'ভাবিতঃ স্বয়ম্'। ২। ছ 'কং মে'। ৩। ছ '।'। ৪। ছ 'ধিরস্ত'।

৫। ছ 'চৈব'। ৬। ছ 'রাজর্ষি'।

দদ্বাথ স গতঃ কন্যাং স্বমাত্মমপদং নৃপ ।

সাপি তত্রাবসৎ সাক্ষী তোষয়ন্তী পতিং গুণৈঃ ॥ ২৬ ॥

তস্মাচ্চ শীলবৃত্তাভ্যাং তুতোষ মুনিপুঙ্গবঃ ।

শ্রীতঃ স তু মহাতেজা বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ২৭ ॥

পরিতুষ্টোহস্মি তে ভদ্রে গুণানাং সম্পদা ভূশম্ ।

তুষ্টশ্চ বিতরাম্যগ্ন পুত্রমাত্মসমং তব ।

উভয়োর্বংশকর্তারং পৌলস্ত্যমিতি বিশ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥

যস্মাত্তু বিশ্রুতো বেদস্বয়েহাধ্যয়তো মম ।

তস্মাৎ স বিজ্রবা নাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

২৬। লো-টী। নৃপ হে রাম ।

২৮। লো-টী। বিতরামি দদামি উভয়োর্ধ্বকক্ষসোঃ

করিয়া বলিলেন ‘তথাস্থ’ ॥ ২৫ ॥

রাজন্, তৃণবিন্দু পুলস্ত্যকে কন্যা প্রদান করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেই সাক্ষী কন্যাও স্বীয়গুণে স্বামীকে সন্তুষ্ট করত সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য তাহার স্বভাব এবং ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন । মহাতেজস্বী সেই মুনি শ্রীত হইয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন— ॥ ২৭ ॥

ভদ্রে, তোমার গুণগ্রামে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব আজ আমাদের উভয়ের বংশপ্রবর্তক ‘পৌলস্ত্য’নামে বিখ্যাত আমার তুল্য একটি পুত্র তোমাকে প্রদান করিব ॥ ২৮ ॥

আমার বেদাধ্যয়ন সময়ে তুমি বেদ শ্রবণ করিয়াছ বলিয়া তোমার সেই পুত্রের নাম ‘বিজ্রবাঃ’ হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥

এবমুক্তা তু সা কন্যা প্রহৃষ্টেনাস্তরাগ্ননা ।

অচিরেণৈব কালেন সূতা বিশ্ববসং স্মৃতম্ ॥ ৩০ ॥

স তু লোকত্রয়জাতঃ শৌচধর্মব্যবস্থিতঃ ।

দ্ব্যতিমান্ সমদর্শী চ ব্রতচাররতস্তথা ।

পিতেব তপসা যুক্তো বিশ্ববা মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩১ ॥

ইত্যাধে বাগ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বিশ্ববস উৎপত্তির্নাম
দ্বিতীয়: সর্গ: ॥ ২ ॥

[শো-টী ।] ভূভারাস্তকরঃ ভূভারাস্তং ভূভারস্বরূপো রাবণস্তৎকরস্তত্স্থপাদকঃ । ‘অস্তং স্বরূপে নাশে না ন স্ত্রী শেষেহস্তিকে ত্রিষ্মিতি কোষঃ । ‘পূর্বাচারকর’ ইতি বা পাঠঃ ।

বিশ্ববস উৎপত্তিঃ ॥ ২ ॥

তিনি এইরূপ বলিলে সেই কন্যা সন্তুষ্টচিত্তে অচিরকাল মধ্যে ‘বিশ্ববাঃ’ নামক পুত্র প্রসব করিল ॥ ৩০ ॥

ত্রিভুবনবিখ্যাত শৌচধর্মপরায়ণ দীপ্তিশালী সমদর্শী আচার ও নিয়মনিষ্ঠ সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্ববাঃ পিতার ন্যায় তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বাগ্মীক-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বিশ্ববার উৎপত্তির্নামক
২য় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

(৩) তৃতীয়ঃ সর্গঃ

অথ পুত্রঃ পুলস্ত্যস্ত বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ ।

অচিরেণৈব কালেন পিতেব তপসি স্থিতঃ ॥ ১ ॥

সত্যবাক্ শীলবান্ দক্ষঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ।

সর্বভূতেষু সংসক্তো নিত্যং ধর্মপরায়ণঃ ॥ ২ ॥

জ্ঞাত্বা তস্য তু তদ্ রত্নং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ।

দদৌ বিশ্রবসে ভার্য্যাং স্বাং স্ত্রতাং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৩ ॥

প্রতিগৃহ্য তু ধর্ম্মেণ ভরদ্বাজস্ত্রতাং তদা ।

মুদা পরময়া যুক্তো বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৪ ॥

স তস্তাং বীৰ্য্যসম্পন্নমপত্যং পরমাদ্ভুতম্ ।

জনয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্বৈরার্য্যগুণৈর্যুতম্ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। সংসক্তঃ রূপাযুক্তঃ ।

৩। লো-টী। বরবর্ণিনীং স্ত্রীরত্নম্। ‘স্ত্রীরত্নে চ হরিদ্রায়াং লঙ্কায়াং বরবর্ণিনী’ ইতি
দ্রাবলী ।

৫। লো-টী। আত্মানম্ ‘অপত্যং’ বা পাঠঃ ।

[লো-টী।] অত্র চাপত্যে বুদ্ধ্যা শ্রেষ্ঠচিন্তনম্ অত্র বুদ্ধিং চ দৃষ্ট্বা ধনাধাক্ষো ভবেদ্বিতি
উক্তবান্ ইতি শেষঃ ।

সত্যবাদী সচরিত্র চতুর বেদাধ্যয়নশীল সদাচারসম্পন্ন সর্বভূতে দয়াবান্
সর্বদা ধর্মপরায়ণ পুলস্ত্যপুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবাঃ অল্পদিনের মধ্যেই পিতার তুল্য
তপস্বী হইয়া উঠিলেন ॥ ১-২ ॥

মহামুনি ভরদ্বাজ বিশ্রবার তাদৃশ চরিত্র অবগত হইয়া তাঁহাকে নারীকুল-
ললামভূতা স্বীয় ছহিতাকে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥

তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবাঃ ধর্ম্মানুসারে ভরদ্বাজকন্যাকে গ্রহণ (বিবাহ) করিয়া
পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ॥ ৪ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ বিশ্রবাঃ সেই ভার্য্যার গর্ভে সমস্ত আর্য্যগুণসম্পন্ন অত্যদ্ভুত বলবান্

তস্মিন্ জাতে তু সন্তুষ্টঃ স বভূব পিতামহঃ ।

নাম তস্মাকরোং প্রীতঃ সার্কং দেবর্ষিভিস্তদা ॥ ৬ ॥

যস্মাদ্বিশ্রবসোহপত্যং সাদৃশ্যাদ্বিশ্রবা ইব ।

তস্মাদ্বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যতোষ বিজ্ঞতঃ ॥ ৭ ॥

স তু বৈশ্রবণস্তস্মা তপোবনগতস্তথা ।

ব্যবর্দ্ধত মহাতেজা হুতাহুতিরিবানলঃ ॥ ৮ ॥

তস্মাশ্রমপদস্থস্মা বুর্দ্ধির্জজ্ঞে মহাত্মনঃ ।

চরিয়ে নিয়তো ধর্ম্যং ধর্ম্মো হি পরমা গতিঃ ॥ ৯ ॥

ততো বর্ষসহস্রাণি তপস্তপে মহাবনে ।

পূর্ণে পূর্ণে সহস্রে তু তাং তাং বৃত্তিমবর্তত ॥ ১০ ॥

[লো-টা ।] বুদ্ধ্যা কীদৃশা ? প্রজাবেক্ষিতয়া, ইয়ং মম প্রজা সন্ততিরিত্যবেক্ষিতং
অবেক্ষণং যত্নাস্তয়া ।

১। লো-টা। আশ্রমপদম্ আশ্রমস্থানং তৎস্থত্ব ।

পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৫ ॥

সেই পুত্র জন্মিলে পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়া দেবর্ষিগণের সহিত তাহার নামকরণ
করিলেন ॥ ৬ ॥

যে হেতু বিশ্ববার পুত্র আকৃতিতে বিশ্ববার ন্যায়ই হইয়াছে, অতএব এই
বালক 'বৈশ্রবণ' নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৭ ॥

সেই বৈশ্রবণ বিশ্ববার তপোবনে অবস্থান করিয়া আছতি প্রদানে প্রদীপ্ত
অনলের ন্যায় মহাতেজস্বী হইয়া বর্দ্ধিত হইলেন ॥ ৮ ॥

আশ্রমে অবস্থিতিকালে সেই মহাত্মা বৈশ্রবণের এইরূপ বুদ্ধি হইল যে,
'ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠগতি, অতএব আমি নিয়মান্বিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব ॥ ৯ ॥

পরে তিনি ভীষণ অরণ্যমধ্যে বহুসহস্র বর্ষ তপস্বী করিলেন—এক এক সহস্র

১। হ 'সংস্কৃতঃ'। ২। ক 'চাত্তা'। ৩। - 'তদা'। ৪। চ 'ব্যবর্দ্ধিতাহুতিহুতো মহাতেজা যথানলঃ'।

৫। হ 'চতুর্দ্ধি'। ৬। হ 'চ'।

জলাশী মারুতাহারী নিরাহারন্তথৈব চ ।

এবং বর্ষসহস্রাণি গতান্মৈশ্চকবর্ষবৎ ॥ ১১ ॥

অথ প্রীতো মহাতেজাঃ সৈন্দ্রেদ্বৈবগণৈঃ সহ ।

গত্বাশ্রমপদং তস্মৈ ব্রহ্মদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

পরিতুষ্টোহস্মি তে বৎস কৰ্ম্মণানেন সূত্রত ।

বরং বৃগীষ ভদ্রং তে বরাইস্তুঃ হি মে মতঃ ॥ ১৩ ॥

অথাব্রবীদ্বৈশ্রবণঃ পিতামহমুপস্থিতম্ ।

ভগবঁল্লোকপালত্বমিচ্ছেয়ঃ ধনরক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥

ততোহব্রবীদ্বৈশ্রবণঃ পরিতুষ্টেন চেতসা ।

ব্রহ্মা সহ সুরৈঃ সর্বৈর্ব্বাটমিত্যেব হৃষ্টবৎ ॥ ১৫ ॥

বর্ষ পূর্ণ হইলে এক একটা নিয়ম অবলম্বন করিতে লাগিলেন—॥ ১০ ॥

জলাহার, বায়ু আহার এবং অনাহারে তাঁহার বছ-সহস্র বৎসর একটা বৎসরের ন্যায় অতিবাহিত হইল ॥ ১১ ॥

অনন্তর মহাতেজস্বী ব্রহ্মা প্রীত হইয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের সহিত তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া এই কথা বলিলেন—॥ ১২ ॥

বৎস, তোমার এই কৰ্ম্মে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে সূত্রত, তুমি আমার মতে ব্রদানের যোগ্যপাত্র, অতএব বর প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ১৩ ॥

তাহা শুনিয়া বৈশ্রবণ পিতামহকে কহিলেন, ভগবন্, আমি ধন রক্ষা করিতে এবং লোকপাল হইতে ইচ্ছা করি ॥ ১৪ ॥

তখন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সন্তুষ্টচিত্তে বৈশ্রবণের প্রার্থনায় অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন—॥ ১৫ ॥

অহং হি লোকপালানাং চতুর্থং^১ অষ্টমুদ্রতঃ ।

যমেন্দ্রবরুণানাং বৈ পদং তৎ তব চেপ্সিতম্ ॥ ১৬ ॥

তৎ কৃতং গচ্ছ ধর্ম্মজ্ঞঃ ধনেশ্বরমবাগ্নুহি ।

যমেন্দ্রবরুণানাং ত্বং চতুর্থোহি^২ দ্ভ্য ভবিষ্যসি ॥ ১৭ ॥

এতচ্চ পুষ্পকং নাম বিমানং সূর্য্যসম্ভিতম্ ।

প্রতিগৃহ্নীষ যানার্থে ত্রিদশৈঃ সমতাং ব্রজ ॥ ১৮ ॥

স্বস্তি তেহস্ত গমিষ্যামঃ সর্ব্ব এব যথাগতম্ ।

কৃতকৃত্যা বয়ং তাত তব দত্তা মহাবরম্ ।

ইত্যুক্ত্বা স যযৌ ব্রহ্মা সহ দেবৈর্নভস্তলম্ ॥ ১৯ ॥

গতেষু ব্রহ্মপূর্ব্বেষু^৩ দেবেষু মহাত্মনঃ ।

ধনেশঃ পিতরং প্রোচে বিনয়াৎ প্রণতো বচঃ ॥ ২০ ॥

১৬-১৭। লো-টী। যমেন্দ্রবরুণানাং বং লোকপালং দত্তং তৎ তবাপীপ্সিতং কৃতম্, অতো গচ্ছ গৃহ্মিতার্থঃ।

আমি যম, ইন্দ্র এবং বরুণ,—ইহাদের পরবর্তী চতুর্থ লোকপাল সৃষ্টি করিতে উদ্রত হইয়াছি ; [দেখিতেছি,] সেই পদ তোমারও অভীপ্সিত ; যাও, তাহাই করিলাম (অর্থাৎ তোমাকে লোকপালত্ব প্রদান করিলাম), হে ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি আজ ধনেশ্বরত্ব লাভ করিয়া যম, ইন্দ্র এবং বরুণের [সহিত গণনায় পরবর্তী] চতুর্থ [লোকপাল] হইবে ॥ ১৬-১৭ ॥

তুমি সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল এই পুষ্পকনামক বিমান যানার্থে গ্রহণ করিয়া দেবগণের সাদৃশ্য লাভ কর ॥ ১৮ ॥

বৎস, তোমার মঙ্গল হউক, আমরা সকলেই স্বস্থানে প্রস্থান করি ; তোমাকে এই উত্তম বর প্রদান করিয়া আমরা কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছি । এই বলিয়া সেই ব্রহ্মা দেবগণের সহিত নভোমণ্ডলে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

পিতামহ-পুরুষের মহাত্মা দেবগণ গমন করিলে ‘ধনাধিপতি’ সবিনয়ে প্রণত হইয়া পিতাকে বলিলেন—॥ ২০ ॥

ভগবঁল্লবানস্মি বরং কমলযোনিতঃ ।

নিবাসং ন তু মে দেবো বিদধে স প্রজাপতিঃ ॥ ২১ ॥

তৎ পশ্য ভগবন্ কঙ্কিদ্দেশং বাসায় মে প্রভো ।

ন চ পীড়া ভবেদ্ যত্র প্রাণিনো যস্য কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

এবমুক্তস্ত পুত্রেণ বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ ।

বিচিন্ত্য তত্র ধর্মজ্ঞঃ শ্রয়তামিত্যথাব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥

দক্ষিণশ্চোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্বতঃ ।

তস্মাগ্রে তু বিশালা সা মহেন্দ্রস্য পুরী যথা ॥ ২৪ ॥

লঙ্কা নাম পুরী রম্যা নিশ্চিতা বিশ্বকর্মাণা ।

রাক্ষসানাং নিবাসার্থং যথেন্দ্রস্তামরাবতী ।

তত্র ত্বং বস ভদ্রং তে রংস্তসে তত্র নিত্যশঃ ॥ ২৫ ॥

ভগবন্, আমি ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করিয়াছি, কিন্তু সেই প্রজাপতি আমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন নাই ॥ ২১ ॥

হে প্রভো, ভগবন্, যেস্থানে কোন প্রাণীরই পীড়া না হয়, তাদৃশ একটা স্থান আমার বাসের জন্ত অনুসন্ধান করুন ॥ ২২ ॥

পুত্র এইরূপ বলিলে মুনিশ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ বিশ্রবাঃ চিন্তা করিয়া বলিলেন, ‘শ্রবণ কর’—॥ ২৩ ॥

দক্ষিণসমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্বত আছে, তাহার শিখরে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় এক বিশাল নগরী আছে ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রের অমরাবতীর স্থায় সেই রমণীয় বিশাল লঙ্কানগরী বিশ্বকর্মা রাক্ষসদিগের বাস করিবার জন্ত নির্মাণ করিয়াছিলেন, তুমি সেইস্থানে বাস কর, সেখানে সর্বদা সন্তোষলাভ করিবে, তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ২৫ ॥

রমণীয়া পুরী সা হি রুক্ষবৈদূর্য্যতোষণা ।

রাক্ষসৈঃ সা তু সংত্যক্তা পুরা বিষ্ণুভয়াদ্ভিতৈঃ ॥ ২৬ ॥

শূন্যা রক্ষোগণৈঃ সর্বৈব রসাতলতলং গর্তৈঃ ।

শূন্যা সম্প্রতি লঙ্কা সা প্রভুস্তৃপ্তা ন বিচ্যতে ॥ ২৭ ॥

স ত্বং তত্র নিবাসায় গচ্ছ পুত্র যথাস্থখম্ ।

নির্দোষস্তত্র তে বাসো ন বাধস্তত্র কশ্চিৎ ॥ ২৮ ॥

এতচ্ছ্রদ্ধা তু ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মিষ্ঠং বচনং পিতুঃ ।

নিবেশয়ামাস তদা লঙ্কাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি ॥ ২৯ ॥

নৈখাতানাং সহস্রৈশ্চ গুদিতৈর্ব্বহুভিস্তদা ।

অচিরেণৈব কালেন সংপূর্ণা তস্মৈ শাসনাৎ ॥ ৩০ ॥

২৯ । লো-টী । লঙ্কাং নিবেশয়ামাস স্বগগান্ প্রবেশয়ামাস ।

বৈশ্রবণবরপ্রদানম্ ॥ ৩ ॥

সুবর্ণ এবং বৈদূর্য্যমণিদ্বারা নির্ম্মিত-তোরণবিশিষ্টা সেই রমণীয়া লঙ্কানগরী পুরাকালে রাক্ষসগণ বিষ্ণুর ভয়ে পীড়িত হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ২৬ ॥

রসাতলে গমনকারী সমস্ত রাক্ষসকর্তৃক পরিত্যক্তা সেই লঙ্কানগরী বর্ত্তমানে জনশূন্য হইয়া আছে এবং তাহার রাজা (মালিক) কেহ নাই ॥ ২৭ ॥

বৎস, তুমি সেইস্থানে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার জন্য গমন কর, তোমার সেই স্থানে অবস্থান নিরুপদ্রব হইবে, সেখানে কাহারও পীড়া ঘটবে না ॥ ২৮ ॥

ধর্ম্মাত্মা বৈশ্রবণ পিতার এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া পর্ব্বতশিখরে [উপনিবেশ স্থাপন করত পূর্ব্ববৎ] লঙ্কানগরী প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ২৯ ॥

সেই লঙ্কানগরী তাঁহার শাসনগুণে অচিরকাল মধ্যেই বহু-সহস্র সন্তুষ্ট রাক্ষসে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৩০ ॥

স তু তত্রাবসৎ শ্রীতো ধর্মাশ্রা নৈঋতৈঃ সহ ।

সমুদ্রপরিখায়াং হি লঙ্কায়াং বিশ্রবঃস্রুতঃ ॥ ৩১ ॥

কালে কালে স তু তদা পুষ্পকেন ধনেশ্বরঃ ।

অভ্যগচ্ছদ্বিনীতাত্মা পিতরং মাতরং চ হি ॥ ৩২ ॥

স দেবগন্ধর্বগণৈরভিকুত-

স্তথাপ্সরেনৃত্যবিভূষিতালয়ঃ ।

গভস্তিভিঃ সূর্য্য ইবোজসা রুতঃ

পিতুঃ সমীপং প্রযযৌ ধনাধিপঃ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যর্ধে বাম্বাকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৈশ্রবণবরপ্রদানং নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

সেই ধর্মাশ্রা বৈশ্রবণ সমুদ্রপরিবেষ্টিত লঙ্কানগরীতে রাক্ষসগণের সহিত
সুখে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

মধ্যে মধ্যে সেই ধনাধিপতি বৈশ্রবণ (কুবের) পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া
বিনীত ভাবে মাতাপিতার নিকট আসিতেন ॥ ৩২ ॥

সেই ধনাধিপতি কিরণমালামণ্ডিত সূর্য্যের স্রায় তেজোদীপ্ত হইয়া পিতার
নিকটে গমন করিতেন, দেবতা ও গন্ধর্বগণ তাঁহার স্তব করিতেন। অপ্সরাগণের
নৃত্যে তাঁহার গৃহ অলঙ্কৃত হইত ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বাম্বাকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৈশ্রবণ বরপ্রদান-নামক
৩য় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

(৪) চতুর্থঃ সর্গঃ

শ্রদ্ধাগন্তোরিতং বাক্যং রামো বিশ্বয়মাগতঃ ।
 লঙ্কেতি পূর্বমপ্যাসীদ্রাক্ষাসানামিযং পুরী ॥ ১ ॥
 ততঃ শিরঃ কম্পয়িত্বা রামোহগ্নিসমবিগ্রহঃ ।
 অগন্ত্যং স মুহূর্দ্দৃষ্টা স্ময়মানোহভ্যভাষত ॥ ২ ॥
 ভগবন্ পূর্বমপ্যেষা লঙ্কাভূৎ পিশিতাশিনাম্ ।
 ইতীদং ভবতঃ শ্রদ্ধা জাতো মে বিশ্বয়ঃ পরঃ ॥ ৩ ॥
 পুলস্ত্যবংশাদুদ্ভূতা রাক্ষসা ইতি নঃ শ্রুতম্ ।
 ইদানীমন্যতশ্চাপি সম্ভবঃ কীর্তিতস্তয়া ॥ ৪ ॥
 রাবণাৎ কুন্তকর্ণাচ্চ প্রহস্তাদ্বিকটাদপি ।
 রাবণস্ত চ পুত্রোভ্যঃ কিম্ম তে বলবত্তরাঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টি। ইতিদ্বয়াদিকং হর্ষণে।

‘এই লঙ্কানগরী পূর্বেও রাক্ষসদিগের বাসভূমি ছিল’ অগস্ত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বিস্মিত হইলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর মুর্ত্তিমান্ অগ্নিসদৃশ রামচন্দ্র মস্তক কম্পন পূর্বক অগস্ত্যকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া স্মিতহাস্য সহকারে বলিলেন— ॥ ২ ॥

ভগবন্, এই লঙ্কানগরী পূর্বেও রাক্ষসদিগের ছিল, ইহা আপনার নিকট হইতে শুনিয়া আমার অত্যন্ত বিশ্বয় জন্মিয়াছে ॥ ৩ ॥

রাক্ষসগণ পুলস্ত্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু সম্প্রতি আপনি বংশান্তর হইতেও [পূর্বে] রাক্ষসদিগের উৎপত্তির কথা বলিলেন ॥ ৪ ॥

রাবণ, কুন্তকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট এবং রাবণের পুত্রগণ হইতেও কি তাহারা অধিকতর বলবান্ ছিল ? ॥ ৫ ॥

১। ছ ‘ক্লেয়ং’। ২। ছ ‘-মিতীব হি’। ৩। ছ ‘ত্রিগ্নিসমবিগ্রহম্’। ৪। ক ‘-মৌষেবা’। ৫। ছ ‘-সীৎ’। ৬। ছ ‘পুনঃ’। ৭। ছ ‘-ভূৎপন্ন’।

ক এষাং পূর্বকো ব্রহ্মন্ কিংনামা কিংবলাশ্চ তে ।
 অপরাধং চ কং প্রাপ্য বিষ্ণুনা দ্রাবিতাঃ কথম্ ॥ ৬ ॥
 এতদ্বিস্তরতঃ সর্বং কথয়স্ব মমানঘ ।
 কোতূহলমিদং ত্বং মে নুদ ভানুর্যথা তমঃ ॥ ৭ ॥
 রাঘবশ্চ বচঃ শ্রুত্বা সংস্কারালঙ্কৃতং শুভম্ ।
 ঈষদ্বিস্ময়মানস্ত তমগন্ত্যোহভ্যভাষত ॥ ৮ ॥
 প্রজাপতিঃ পুরা সৃষ্ট্বা অপো রাঘবনন্দন ।
 তাসাং গোপায়নে সত্বানসৃজৎ পদ্মসন্তবঃ ॥ ৯ ॥
 তে সত্বাঃ সত্বকর্তারং বিনীতবদ্রুপস্থিতাঃ ।
 কিং কুশ্ম ইত্যভাষন্ত ক্ষুৎপিপাসাভয়াদিতাঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। কিং নাম যেষাং তে কিম্মানঃ অস্ত্রীলিঙ্গেহপি ভাদেশঃ। 'কিম্মানো বলাৎকটা' ইতি বা পাঠঃ।

৭। লো-টী। নুদ দূরীকুরু।

ব্রহ্মন্, ইহাদের পূর্বপুরুষ কে ছিল এবং তাহাঁর নাম কি? তাহাদের কিরূপ বল ছিল এবং কোন্ অপরাধে ও কিরূপে রাক্ষসগণ বিষ্ণুকর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

হে অনঘ, এই সমস্ত সবিস্তারে আমার নিকট বলিয়া শ্রব্য যেমন অন্ধকার দূর করেন, সেইরূপ আপনি আমার কোতূহল দূর করুন ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্রের এই সুপরিপূর্ণ উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য ঈষৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন— ॥ ৮ ॥

হে রঘুনন্দন, পুরাকালে পদ্মযোনি প্রজাপতি জল সৃজন করিয়া তাহার রক্ষার্থ প্রাণিসমূহ সৃজন করিলেন ॥ ৯ ॥

সেই প্রাণিগণ ক্ষুধা, পিপাসা এবং ভয়ে প্রপীড়িত হইয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার

প্রজাপতিস্ত তান্ প্রাহ সৰ্বাংশ্চ প্রহসন্নিব ।

আভায়াপঃ প্রযত্নেন রক্ষধ্বমিতি মানদাঃ ॥ ১১ ॥

রক্ষাম ইতি তত্রাত্মৈঃ ক্ষিণুমশ্চেত্যথাপঠৈঃ ।

ক্ষুধিতাক্ষুধিতৈরুক্তস্ততস্তান্ প্রাহ ভূতকৃৎ ॥ ১২ ॥

ক্ষিণুম ইতি যৈরুক্তং তে তু যক্ষা ভবন্তু বঃ ।

রক্ষাম ইতি যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ ॥ ১৩ ॥

তত্র হেতিঃ প্রহেতিশ্চ রাক্ষসৌ ভ্রাতরাবুভৌ ।

মধু-কৈটভসক্ষাসৌ বভূবতুররিন্দমৌ ॥ ১৪ ॥

প্রহেতির্ধাম্মিকস্তত্র ন দারানভিকাঙ্কতি ।

হেতির্দারক্রিয়ার্থং তু যত্নং পরমথাকরোৎ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। হে মানদাঃ।

১২। লো-টী। রক্ষাম ইত্যাক্ষুধিতৈঃ ক্ষিণুমঃ ক্ষয়ং কুম্ভ ইতি ক্ষুধিতৈঃ।

নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—‘আমরা কি করিব?’ ॥ ১০ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতে তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা যত্নসহকারে সমস্মানে জল রক্ষা কর ॥ ১১ ॥

তখন তাহাদের মধ্যে অক্ষুবর্ত প্রাণিগণ ‘রক্ষা করিব’ বলিলে এবং অপর কতকগুলি ক্ষুবর্ত প্রাণী ‘ক্ষয় করিব’ বলিলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন— ॥ ১২ ॥

তোমাদের মধ্যে যাহারা বলিয়াছে ‘ক্ষিণুমঃ’ (ক্ষয় করিব) তাহারা যক্ষ হও এবং যাহারা বলিয়াছে ‘রক্ষামঃ’ (রক্ষা করিব) তাহারা রাক্ষস হও ॥ ১৩ ॥

তাহাদের মধ্যে ‘হেতি’ এবং ‘প্রহেতি’ নামে মধু-কৈটভসদৃশ শত্রুদমনকারী দুই ভ্রাতা রাক্ষস হইল ॥ ১৪ ॥

তাহাদের দুইজনের মধ্যে ধার্মিক ‘প্রহেতি’ বিবাহ করিল না; কিন্তু ‘হেতি’

১। হ ‘স্বান্ প্রজাহ’। ২। হ ‘রক্ষতেতি চ’। ৩। হ ‘ক্ষণুম’। ৪। হ ‘-স্তানাহ’। ৫। চ ‘ক্ষণুম’। ৬। হ ‘জমেতে’। ৭। হ ‘ততঃ প্রহেতির্হেতিশ্চ’। ৮। হ ‘ন-সোভিকা’।

স কালভগিনীং পত্নীং ভয়াং নাম ভয়াবহাম্ ।

উদাবহদমেয়াত্মা স্বঃমেব মহামতিঃ ॥ ১৬ ॥

স তস্তাং জনয়ামাস হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।

পুত্রং পুত্রবতাং শ্রেষ্ঠে বিদ্যাৎকেশমিতি শ্রুতম্ ॥ ১৭ ॥

স হেতিপুত্রো বিক্রান্তঃ প্রদীপ্তাগ্নিসমপ্রভঃ ।

ব্যবর্দ্ধত মহাতেজাস্তোয়মধ্যে যথাম্বুজঃ ॥ ১৮ ॥

স যদা যৌবনং ভদ্রমনুপ্রাপ্তো নিশাচরঃ ।

ততো দারক্রিয়াং তস্য কর্তুং ব্যবসিতঃ পিতা ॥ ১৯ ॥

সন্ধ্যাছুহিতরং সৌহৃৎ নাম সালঙ্কটকটাম্

বরয়ামাস পুত্রার্থে হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ ২০ ॥

১৬। লো-টা। মহদ্বয়ং যন্তাস্তাং মহাভয়াম্। অমেয়ঃ মাতুং জ্ঞাতুমশকাঃ আত্মা বুদ্ধিধন্য।

১৮। লো-টা। অম্বুজো জলজন্তুঃ।

বিবাহ করিবার জন্য অতিশয় চেষ্টা করিঃ লাগিল ॥ ১৫ ॥

অমেয়াত্মা মহামতি ‘হেতি’ নিজেই [কালের নিকট প্রার্থনা করিয়া] কালের ভগিনী ভয়াবহা ‘ভয়া’কে বিবাহ করিল ॥ ১৬ ॥

অনন্তর পুত্রবানের অগ্রগণ্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই ‘হেতি’ সেই জ্বীর গর্ভে ‘বিদ্যাৎকেশ’ নামে বিখ্যাত এক পুত্র উৎপাদন করিল ॥ ১৭ ॥

প্রজ্বলিত অগ্নির গ্রায় দীপ্তিশালী পরাক্রান্ত মহাতেজস্বী হেতিপুত্র জলমধ্যে জলজন্তুর গ্রায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

সেই রাক্ষস যখন সুন্দর নবযৌবন প্রাপ্ত হইল, তখন তাহার পিতা ‘হেতি’ তাহার বিবাহের জন্য সচেষ্ট হইল ॥ ১৯ ॥

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ‘হেতি’ সালঙ্কটকটা-নাম্নী সন্ধ্যা-কন্যাকে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিল ॥ ২০ ॥

অবশ্যমেব দাতব্য। বরায়েষেতি সক্ষ্যা।

চিস্তয়িত্বা স্তুতা দত্তা বিদ্যাৎকেশায় রাঘব ॥ ২১ ॥

সক্ষ্যায়ান্তনয়াং লব্ধ্বা বিদ্যাৎকেশো মহাবলঃ ।

রেমে স বৈ তয়া সার্কিং পোলোম্যা মঘবানিব ॥ ২২ ॥

কেনচিত্ত্বথ কালেন রাম সালঙ্কটঙ্কটা ।

বিদ্যাৎকেশাদ্ গর্ভমাপ মেঘরাজিরিবার্ণবাৎ ॥ ২৩ ॥

ততঃ সা রাক্ষসী গর্ভং মেঘগর্ভসমপ্রভম্ ।

প্রসূতা মন্দরং গত্বা গঙ্গা গর্ভমিবাগ্নিজম্ ॥ ২৪ ॥

সমুৎসৃজ্য তু সা গর্ভং বিদ্যাৎকেশাদ্রতার্থিনী ।

রেমে পত্যা তু সা সার্কিং বিস্মৃত্য স্তুতমাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

২৩। লো-টা। মেঘরাজির্ধ্বা অর্ণবাৎ সমুদ্রাদ্ গর্ভং প্রাপ্নোতি তথা, সমুদ্রজন্মেনৈব মেঘস্ত বর্ণনাৎ ।

২৪। লো-টা। ঘনগর্ভো জলং তস্তেব সমা স্বচ্ছা প্রভা যন্ত তম্ ।

২৫। লো-টা। বিদ্যাৎকেশাদ্রতার্থিনী রতং সুরতং সন্তোগ ইতি যাবৎ, তদর্থিনী। 'বিদ্যাৎকেশপ্রিয়ার্থিনী'তি পাঠঃ কচিং। 'রতং সুরতগুহ্যে'রিতি কোষঃ ।

হে রাঘব, 'ইহাকে অবশ্যই পাত্রসাৎ করিতে হইবে' এই চিন্তা করিয়া সক্ষ্যা বিদ্যাৎকেশকে নিজকন্যা প্রদান করিল ॥ ২১ ॥

মহাবলশালী সেই বিদ্যাৎকেশ সক্ষ্যার কন্যাকে বিবাহ করিয়া, শচীর সহিত ইন্দ্রের আয় তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

হে রাম, কিছুদিন পরে সমুদ্র হইতে মেঘরাজির আয় সালঙ্কটঙ্কটা বিদ্যাৎকেশ হইতে গর্ভলাভ করিল ॥ ২৩ ॥

পরে গঙ্গা যেমন বহ্নিনিষ্কিপ্ত শিববীর্ষ্য [শরবনে] ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই রাক্ষসী মন্দর-পর্বতে গিয়া মেঘ-গর্ভতুল্য গর্ভ প্রসব করিল ॥ ২৪ ॥

সেই রাক্ষসী গর্ভ পরিত্যাগ করিয়াই বিদ্যাৎকেশের সহিত সুরতাভিলাষে

১। হ 'বরায়েষেতি'। ২। হ 'নিশাচরঃ'। ৩। হ 'বৈ স তয়া'। ৪। হ '-শাল-'। ৫। হ 'মঘরাজি-'। ৬। হ 'তস্মিন্মুৎসৃজ্য তং গর্ভং'। ৭। হ 'তদা'।

ତତ୍ରୋଂଶ୍ଚକ୍ତଃ ସ ତୁ ଶିଶୁଃ ପ୍ରଦୀପ୍ତାଗ୍ନିସମଦ୍ଭାତିଃ ।

ଆଶ୍ଚେ ପାଣିଂ ସମ୍ମିଧାୟ ମେଘବଦ୍ଭିରୁରାବ ହ ॥ ୨୬ ॥

ଅଥୋପରିକ୍ତାଦାଗଚ୍ଛନ୍ ରୁଷଭସ୍ତୋ ମହେଶ୍ବରଃ ।

ଅପଞ୍ଚାଦୁମୟା ସାର୍ଦ୍ଧଂ ରୁଦନ୍ତଂ ରାକ୍ଷସାତ୍ମଜମ୍ ॥ ୨୭ ॥

କାର୍ତ୍ତବ୍ୟାଦଥ ପାର୍ବତ୍ୟା ଭବନ୍ତିପୁରସୂଦନଃ ।

ତଂ ରାକ୍ଷସାତ୍ମଜଂ ଚକ୍ରେ ପିତୁରେବ ବୟଃସମମ୍ । ୨୮ ॥

ଅମରଂ ଚୈବ ତଂ କୃତ୍ବା ମହାଦେବୋଽକ୍ଷୟାବ୍ୟୟମ୍ ।

ପୁରମାକାଶଗଂ ପ୍ରାଦାଂ ପାର୍ବତ୍ୟାଃ ପ୍ରିୟକାମ୍ୟା ॥ ୨୯ ॥

ଉମୟାପି ବରୋ ଦନ୍ତୋ ରାକ୍ଷସୀନାଂ ନୃପାତ୍ମଜ ।

ଗର୍ଭୋପଲବ୍ଧିଃ ସଦୃଶ ପ୍ରସୂତିଃ ସଦ୍ର ଏବ ଚ ।

ସଦ୍ର ଏବ ଚ ଜାତସ୍ତ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତିଶ୍ଚ କାମତଃ ॥ ୩୦ ॥

ନିଜେର ପୁତ୍ରେର କଥା ବିସ୍ମୃତ ହଇଁୟା ପତିର ସହିତ ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରିତେ
ଲାଗିଲ ॥ ୨୫ ॥

ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିର ଶ୍ରାୟ ଦୀପ୍ତିଶାଳୀ ସେହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁ ମୁଖମଧ୍ୟେ ହସ୍ତ ଦିଆ
ମେଘେର ଶ୍ରାୟ ଗନ୍ତୀର ଶ୍ବରେ ରୋଦନ କରିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୨୬ ॥

ଅନନ୍ତର ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀର ସହିତ ରୁଷେ ଆରୋହଣ କରିଆ ଆକାଶମାର୍ଗେ
ଆଗମନ କରିତେ କରିତେ ରାକ୍ଷସ-ପୁତ୍ରକେ ରୋଦନ କରିତେ ଦେଖିଲେ ॥ ୨୭ ॥

ତখন ପାର୍ବତୀର କରୁଣାୟ ତ୍ରିପୁରହନ୍ତା ମହାଦେବ ସେହି ରାକ୍ଷସ-ପୁତ୍ରକେ ତାହାର
ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବୟସ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ॥ ୨୮ ॥

ମହାଦେବ ତାହାକେ ଅମର କରିଆ ପାର୍ବତୀର ପ୍ରିୟ କାମନାୟ ଆକାଶଗାମୀ
ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ପୁର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ॥ ୨୯ ॥

ହେ ନୂପନନ୍ଦନ, ଉମାଓ ରାକ୍ଷସୀଦିଗକେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ, ତାହାରା ସଦୃଶି ଗର୍ଭ

୧ । ଡ 'ତସ୍ୟୋ' । ୨ । ଛ 'ସମାଧାୟ' । ୩ । ଛ 'ଦୃବିରୋଦ ହ' । ୪ । ଛ 'ଶ୍ରୀତି' । ୫ । ଛ 'ସାନାଂ' ।

ততঃ স্ককেশো বরদানগর্বিতঃ শ্রিয়ং প্রভোঃ প্রাপ্য হরস্ম পার্শ্বতঃ ।

চচার সর্বত্র মহামতিঃ ক্ষণাৎ খগং পুরং প্রাপ্য পুরন্দরো যথা ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে স্ককেশবরদানং নাম

চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

লাভ করিবে, সচ্চই প্রসব করিবে এবং জাতশিশু সচ্চই ইচ্ছানুসারে বয়স প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩০ ॥

তার পর বরলাভে গর্বিত মহামতি স্ককেশ (বিদ্যাৎকেশের পুত্র) প্রভু মহাদেবের নিকট হইতে [তাদৃশ] সম্পদ এবং আকাশগামী পুর লাভ করিয়া পুরন্দরের আয় সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে স্ককেশবরদান-নামক

৪র্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

(৫) পঞ্চমঃ সর্গঃ

সুকেশং ধার্মিকং জ্ঞাত্বা বরলব্ধং চ রাক্ষসম্ ।

গ্রামগীর্নাম গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুসমপ্রভঃ ॥ ১ ॥

তস্মৈ দেববতী নাম দ্বিতীয়া শ্রীরিবাক্তজা ।

তাং তস্মৈ স দদৌ প্রীতঃ কৃষ্ণায়েবোদধিঃ শ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

বরদানকৃতৈশ্বর্য্যং সা তং প্রাপ্য পতিং প্রিয়ম্ ।

আসীদেববতী হৃষ্টা ধনং প্রাপ্যেব দুর্গতঃ ॥ ৩ ॥

স তয়া সহ স্প্রীতো রেমেহং রজনীচরঃ ।

অঞ্জনাভিনিজ্ঞান্তো গজো বাসিতয়েব হ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টা। দুর্গতো ধনধানঃ ।

৪। লো-টা। অঞ্জনাঙ্গিগজাং অভিনিপ্পন্নো জাতঃ বাসিতয়া করিণ্যা সহ ইবেতি
লুপ্তোপমা। “বাসিতা ধেনুকা চৈব বশা চ করিণী মতা” ইতি হারাভলী ।

সমুদ্রে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্মী সম্প্রদান করিয়াছিলেন, বিশ্বাবসুতুল্য দৌণ্ডিমান্ গ্রামগী-নামক গন্ধর্ব্ব সেইরূপ রাক্ষস সুকেশকে ধার্মিক এবং বরপ্রাপ্ত অবগত হইয়া প্রীতি-সহকারে তাহাকে দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর আয় দেববতী নামী স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন ॥ ১-২ ॥

ধন লাভ করিয়া দরিদ্রের যেরূপ আনন্দ হয়, বরপ্রদানে ঐশ্বর্য্যশালী প্রিয় পতি লাভ করিয়া সেই দেববতীর সেইরূপ আনন্দ হইল ॥ ৩ ॥

অনন্তর হস্তিনীর সহিত বিহারকারী ‘অঞ্জন’ (দিগ্গজ)-বংশোদ্ভূত হস্তীর আয় সেই রজনীচর সুকেশ দেববতীর সহিত পরম প্রীতিসহকারে রতিক্রীড়া করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

দেববত্যাং স্কেশস্ত জনয়ামাস রাঘব ।

ত্রীংস্ত্রিনেত্রসমান্ পুত্রান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসাধিপঃ ।

মাল্যবস্তং স্মালিং চ মালিনং চ মহাবলম্ ॥ ৫ ॥

ত্রয়ো লোকা ইবাব্যগ্রো দীপ্তাস্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ ।

ত্রয়ো মন্ত্রা ইবাত্যুগ্রাস্ত্রয়ো ঘোরা ইবাহয়ঃ ॥ ৬ ॥

৪
ত্রয়ঃ স্কেশস্ত স্ত্রীত্রেতাগ্নিসমতেজসঃ ।

বিরুদ্ধিমগমংস্তত্র ব্যাধয়ঃ প্রবলা ইব ॥ ৭ ॥

বরপ্রাপ্ত্যা ততস্তে তু জ্ঞাত্বৈশ্বর্য্যং পিতুর্মহৎ ।

তপস্তপ্তং গতা মেরুং ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। ত্রিনেত্রসমান্ ত্রিনেত্রাং শ্রীমহেশাং মন্ত্রণাধারেণ সমং সাধ্বসং ভয়ং
যেমাং তান্, ন তু ত্রিনেত্রতুল্যান্ । উগ্রতয়া সাম্যং বা

৬-৭। লো-টী। মাল্যবদাদয়স্ত্রয়ো লোকা জনাঃ প্রীতেরাধিক্যাদেকীভূতা অপি দেহ-
সম্বন্ধেন অন্তঃ ভিন্নং গতাঃ প্রাপ্তা ইব । ‘অত্যর্থ’মিতি পাঠে ত্রয়ো ভিন্নত্বেন প্রতীয়মানা অপি
সাক্ষপেণ ঐকমত্যাদিনা চ অত্যর্থম্ ‘অর্থমভেদরূপমতিশয়েন গতা ইব । ত্রয়োহগ্নয় ইব ‘পাবকঃ
পবমানশ্চ শুচিশ্চেত্যগ্নয়স্ত্রয়’ ইতীব, গার্হপত্যাদয়ো বা । উগ্রা মন্ত্রা ইব ত্রৌষো দৃষ্টান্তঃ, অদ্রয়
ইব ভয়াংশে, ‘অহং’ ইতি বা পাঠঃ । ত্রেতাগ্নির্গার্হপত্যাদিগ্নয়ত্রয়ং তেজসঃ ।

৮। লো-টী। বরং প্রাপ্য পিতুর্মহদৈশ্বর্য্যং জ্ঞাত্বা ।

হে রাঘব, রাক্ষসাধিপতি স্কেশ দেববতীর গর্ভে মহাবলশালী মাল্যবান্,
স্মালি এবং মালি-নামক ত্রাসকতুল্য তিনটি রাক্ষস উৎপাদন করিল ॥ ৫ ॥

অব্যাকুল লোকত্রয়ের হ্রায়, প্রদীপ্ত অগ্নিত্রয়ের হ্রায়, অত্যাগ্রে মন্ত্রত্রয়ের হ্রায়
এবং ভয়ঙ্কর সর্পত্রয়ের হ্রায় স্কেশের পুত্রত্রয় ত্রেতাগ্নি (গার্হপত্যাদি)-সদৃশ তেজস্বী
হইয়া প্রবল ব্যাধির হ্রায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৬-৭ ॥

মেই ভ্রাতৃত্রয় পিতার বরলব্ধ ঐশ্বর্য্যের কথা অবগত হইয়া স্থিরসিদ্ধান্ত
হইয়া তপস্তা করিতে মেরুপর্ব্বতে গমন করিল ॥ ৮ ॥

১। হ ‘মালিক্ স্মহা-’ । ২। অতঃ পরং ৩ ‘এয়ঃ স্কেশস্ত স্ত্রীত্রেতাগ্নিসমতেজসঃ’ । ইত্যাদিকম্ ।

৪। হ ‘অন্তঃ গতাগ্নয়ঃ’ । ৫। হ ইদমর্দ্ধমত্র নাস্তি ।

প্রগৃহ্য নিয়মান্ ঘোরান্ রাক্ষসানুপসত্তম ।
 চেরুস্তত্র তপো ঘোরং সৰ্বভূতভয়াবহম্ ॥ ৯ ॥
 সত্যার্জ্জবদমোদুতঃ স তু তেযাং তপোহনলঃ ।
 নির্দদাহেব লোকাংস্ত্রীন্ সদেবান্সরমানুযান্ ॥ ১০ ॥
 ততো দেবশ্চতুৰ্বক্তো বিমানবরমাস্থিতঃ ।
 স্নকেণপুত্রানামন্ত্য বরদোহস্মীত্যভাষত ॥ ১১ ॥
 ব্রহ্মাণং বরদং জাহ্না দৃষ্ট্বাবন্দ্য চ রাক্ষসাঃ ।
 উচুঃ প্রাজ্জলয়ঃ সৰ্বে বেপমানা ক্রমা ইব ॥ ১২ ॥
 তপসারাধিতো দেব দদাসি যদি নো বরান্ ।
 অজেয়াঃ শক্রহস্তারস্তথৈব চিরজীবিনঃ ।
 প্রভবিষো ভবিষ্যামঃ পরস্পরমনুব্রতাঃ ॥ ১৩ ॥

১২। লো-টা। আবন্দ্য নমস্কৃত্য।

১৩। লো-টা। পরস্পরম্ অনুব্রতাঃ প্রীতমাণাঃ।

হে নুপসত্তম, সেই রাক্ষসগণ কঠোর নিয়ম গ্রহণ করিয়া সেইস্থানে সৰ্বপ্রাণীর ভয়জনক ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

তাহাদের সত্য, সরলতা এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হইতে উৎপন্ন তপস্যারূপ অগ্নি দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যগণের সহিত ত্রিভুবন যেন দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

পরে চতুরানন ব্রহ্মা উত্তম বিমানে আরোহণ করিয়া স্নকেশের পুত্র-দিগকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি বরদান করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১১ ॥

রাক্ষসগণ ব্রহ্মাকে বরদানাভিলাষী অবগত হইয়া তাঁহাকে দর্শনপূর্বক বন্দনা করিয়া কম্পমান বৃক্ষের শ্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাজলিপুটে বলিল—॥ ১২ ॥

হে দেব, হে প্রভো, তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া যদি আপনি আমাদের বরদান করেন, তবে আমরা যেন অজেয়, শক্রসংহারক, চিরজীবী এবং পরস্পর প্রীতিমান হই ॥ ১৩ ॥

এবং ভবিষ্যথেতুভ্যক্তা স্বকেশতনয়াংস্তদা ।

স যযৌ ব্রহ্মলোকায ব্রহ্মা ব্রাহ্মণবৎসলঃ ॥ ১৪ ॥

বরং লব্ধ্বা তু তে সর্বৈ রাম রাত্তিকরেশ্বরঃ ।

স্বরাস্তরান্ প্রবোধন্তে বরদানাং স্তনির্ভয়াঃ ॥ ১৫ ॥

তৈর্বাধ্যমানাস্ত্রিদশা ঋষিসঙ্ঘাঃ সচারণাঃ ।

ত্রোতারং নাধিগচ্ছন্তি নিরয়স্থা যথা নরাঃ ॥ ১৬ ॥

অথ তে বিশ্বকর্মাণং শিল্পিনাং প্রভুমব্যয়ম্ ।

প্রোচুরাহুয় সহিতা রাক্ষসা রঘুনন্দন ॥ ১৭ ॥

ওজস্তেজো বলং বুদ্ধা মহতা চাত্মতেজসা ।

গৃহকর্তা ভবান্ নিত্যং দেবানাং হৃদয়েষ্পিতান্ ।

অস্মাকমপি দেব ত্বং গৃহান্ কর্তুমিহাহঁসি ॥ ১৮ ॥

তখন ব্রাহ্মণবৎসল ব্রহ্মা স্বকেশের পুত্রদিগকে 'তোমরা এইরূপ' হইবে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥

হে রাম, সেই নিশাচরগণ সকলে বরলাভ করিয়া নিতাস্ত নির্ভয় হইয়া দেবতা এবং অসুরদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

রাক্ষসগণকর্তৃক উৎপীড়িত চারণগণ, দেবগণ এবং ঋষিগণ নরকস্থ নরগণের স্তায় অসহায় হইয়া পড়িলেন ॥ ১৬ ॥

হে রঘুনন্দন, একদা সেই রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া শিল্পীদিগের প্রভু চির-স্তন বিশ্বকর্মাণকে ডাকিয়া বলিল— ॥ ১৭ ॥

আপনি স্বীয় প্রভাবে প্রতাপ এবং বলবীৰ্য্য অবগত হইয়া [তদনুসারে] সর্বদা দেবতাদিগের গৃহ নির্মাণ করেন ; অতএব হে দেব, আমাদেরও মনঃপূত গৃহরাজি নির্মাণ করুন ॥ ১৮ ॥

১। ছ 'তু'। ২। ছ 'চরে'। ৩। ছ 'নবাধন্ত'। ৪। ছ 'সর্ষিস'। ৫। ছ 'নাধাগচ্ছন্তে'।
৬। ছ 'ইদমকং নাস্তি'। ৭। ছ 'দেবো'। ৮। ছ 'স্ত'।

হিমবন্তং সমাপ্তিত্য মেরুং মন্দরমেব বা ।

অরেশ্বরগৃহপ্রখ্যান্ গৃহান্ নঃ কুরু বিশ্বকৃৎ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বকস্মা ততস্তেযাং রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্ ।

নিবাসং কথয়ামাস শক্রাবাসোপমং তদা ॥ ২০ ॥

দক্ষিণশ্চোদধে তীরে ত্রিকূটো নাম পর্বতঃ ।

অবেল ইতি চাপ্যন্তো দ্বিতায়ো রাক্ষসর্বভাঃ ॥ ২১ ॥

শিখরে তস্মৈ শৈলস্মা মধ্যমেহম্বুদসমিভে ।

শকুনৈরপি দুস্ত্রাপে টঙ্কচ্ছিন্নে চতুর্দিশি ॥ ২২ ॥

ত্রিংশদযোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা ।

তত্র লঙ্কেতি নগরী ময়া শক্রাদ্ভয়া কৃতা ॥ ২৩ ॥

তস্যাং বসত দুর্দর্শাঃ পুর্যাং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ ।

অমরাবতীমাগাচ্চ সেন্দ্রা ইব দিবৌকসঃ ॥ ২৪ ॥

২২। লো-টী। টঙ্কচ্ছিন্নে টঙ্কোহম্বুদারণং তেন ছিন্নে দারিতে।

হে বিশ্বকর্ষন, মেরু, মন্দর অথবা হিমালয়-পর্বতের উপরে দেবরাজের গৃহতুল্য আমাদের গৃহরাজি নির্মাণ করুন ॥ ১৯ ॥

তখন বিশ্বকর্ষা সেই মহাত্মা রাক্ষসদিগের ইন্দ্রের আবাসতুল্য বাসস্থান নির্দেশ করিয়া কহিলেন—॥ ২০ ॥

হে রাক্ষসপুঙ্গবগণ, সমুদ্রের দক্ষিণ-তীরে ত্রিকূটনামক একটা পর্বত এবং অবেল নামে অপর একটা পর্বত আছে ॥ ২১ ॥

ঐ পর্বতের মধ্যবর্তী পক্ষিগণেরও ছরারোহ চতুর্দিকে টঙ্কাস্ত্র (পাষণবিদারক অস্ত্র) দ্বারা কণ্ঠিত মেঘসদৃশ একটা শৃঙ্গ আমি ইন্দ্রের আদেশে দৈর্ঘ্যে শতযোজন এবং বিস্তারে ত্রিংশদ-যোজনব্যাপী লঙ্কানামক নগরী নির্মাণ করিয়াছি ॥ ২২-২৩ ॥

হে দুর্দর্শ রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ, অমরাবতীতে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের আয় তোমরা সেই লঙ্কানগরীতে বাস কর ॥ ২৪ ॥

লঙ্কাভূগং সমাসাঢ় রাক্ষসৈর্বহুভিরুতাঃ ।

ভবিষ্যথ হুতুর্ধ্বাঃ শক্রভিঃ শক্রসূদনাঃ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বকর্ষ্মব্যচঃ শ্রুত্বা ততস্তে রাক্ষসোত্তমাঃ ।

সহস্রানুচরা ভূত্বা পুরীং তামবসংস্তুদা ॥ ২৬ ॥

দৃঢ়প্রাকারপরিখাং হৈমৈর্গৃহশতৈর্বর্তাম্ ।

লঙ্কামবাপ্য তে হৃষ্টা শ্রবসন্ রজনীচরাঃ ॥ ২৭ ॥

এতস্মিন্নেব কালে তু যথাকামচরানঘ ।

নশ্বদা নাম গন্ধর্ব্বা বভূব রঘুনন্দন ।

তস্থাঃ কন্যাভ্রয়ং হাসীং হ্রীশ্রীকান্তিসমদ্যাতি ॥ ২৮ ॥

জ্যেষ্ঠক্রমেণ সা তেযাং রাক্ষসানামরাক্ষসী ।

কন্যাস্তাঃ প্রদদৌ হৃষ্টা পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ ॥ ২৯ ॥

২৮। লো-টী। হ্রীধর্ম্মশ্রু পত্নী, শ্রীবিঃষাঃ, কাহ্নিচন্দ্রশ্রু, তাভিঃ সমা দ্যতির্থশ্রু তৎ।

শক্রসূদন রাক্ষসগণ, তোমরা বহু রাক্ষস-পরিবৃত হইয়া লঙ্কাভূগে অবস্থান পূর্ব্বক শক্রগণের অতিশয় দুর্জয় হইবে ॥ ২৫ ॥

সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ বিশ্বকর্ষ্মার কথা শুনিয়া সহস্র সহস্র অনুচরের সহিত সেই লঙ্কানগরীতে গিয়া বাস করিল ॥ ২৬ ॥

দৃঢ় প্রাচীর ও পরিখায় পরিবেষ্টিতা শত শত সুবর্ণগৃহশোভিতা লঙ্কানগরীতে উপনীত হইয়া রাক্ষসগণ হুষ্টিচিত্তে বাস করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

হে নিষ্পাপ রামচন্দ্র, এই সময়ে স্বচ্ছন্দগতি নশ্বদানাম্নী এক গন্ধর্ব্বা ছিল এবং তাহার হ্রী (ধর্ম্মের পত্নী), লক্ষ্মী (বিষ্ণুর পত্নী) এবং কান্তির (চন্দ্রের পত্নী) শ্রায় দ্যতিমতী তিনটি কন্যা ছিল ॥ ২৮ ॥

সেই গন্ধর্ব্বা সম্ভুত হইয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশমুখী সেই কন্যা তিনটীকে জ্যেষ্ঠক্রমে রাক্ষসদিগকে প্রদান করিল ॥ ২৯ ॥

ত্রয়াণাং রাক্ষসেন্দ্ৰাণাং তিস্রো গন্ধর্ব্বকন্যকাঃ ।

দত্তা মাত্রা মহাভাগা নক্ষত্রে ভগদৈবতে ॥ ৩০ ॥

কৃতদারাস্ত তে রাম স্কেশতনয়াস্তুদা ।

চিক্রীড়ুঃ সহ ভার্য্যাভিরপ্সরোভিরিবামরাঃ ॥ ৩১ ॥

তত্র মাল্যবতো ভার্য্যা স্তন্দরী নাম স্তন্দরী ।

স তস্তাং জনয়ামাস যদপত্যং নিবোধ তৎ ॥ ৩২ ॥

বজ্রমুষ্টিবিরূপাক্ষো দুমুখশ্চাপি রাক্ষসঃ ।

সুপ্তনো যজ্জকেতুশ্চ মন্তোন্মন্তো তথৈব চ ।

সুবেলা চাভবৎ কন্যা স্তন্দরী নাম স্তন্দরী ॥ ৩৩ ॥

সুমালিনোহপি ভার্য্যাসীৎ পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ।

নান্না কেতুমতী রাম প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ॥ ৩৪ ॥

৩০ । লো-টা । ভগদৈবতে সবিত্তদৈবতে হস্তে

সৌভাগ্যবতী গন্ধর্ব্বকন্যা তিনটি হস্তানক্ষত্রে তিনজন শ্রেষ্ঠ রাক্ষসের হস্তে
মাতাকর্তৃক প্রদত্ত হইল ॥ ৩০ ॥

হে রাম, তখন স্কেশপুত্রগণ দারপরিগ্রহ করিয়া অঙ্গরাগণের সহিত
দেবতাদিগের স্থায় জীবগণের সহিত সুরতক্রীড়ায় আসক্ত হইল ॥ ৩১ ॥

মাল্যবান্ তাহার স্তন্দরীনাম্নী অতিস্তন্দরী ভার্য্যার গর্ভে যে সন্তান উৎ-
পাদন করিয়াছিল, তাহার কথা শ্রবণ করুন ॥ ৩২ ॥

হে রাম, স্তন্দরীর গর্ভে রাক্ষস বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুমুখ, সুপ্তন, যজ্জকেতু,
মন্ত, উন্মন্ত এবং সুবেলানাম্নী একটি স্তন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩৩ ॥

হে রাম, সুমালীরও পূর্ণচন্দ্রনিভাননা কেতুমতীনাম্নী ভার্য্যা প্রাণাধিক প্রিয়-
তমা ছিল ॥ ৩৪ ॥

সুমালী জনয়ামাস যদপত্যং নিশাচরঃ ।

কেতুমত্যাং মহারাজ তন্নিবোধানুপূর্ব্বশঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রহস্তোহকম্পনশ্চৈব বিকটঃ কালিকামুখঃ ।

ধূম্রাক্ষশ্চৈব দণ্ডশ্চ সুপার্ষশ্চ মহামতিঃ ॥ ৩৬ ॥

সংহ্রাদী প্রঘসশ্চৈব ভাসকর্ণশ্চ রাক্ষসঃ ।

রাকা পুষ্পোৎকটা চৈব নৈকসী চ শুচিস্মিতা ।

কুন্তীনসী তথৈত্যেতে সুমালিপ্রসবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥

মালিনো বসুদা নাম গন্ধর্ব্বী রূপশালিনী ।

ভার্য্যাসীং পদ্মপত্রাক্ষী মুখ্যা পদ্মসমাননা ॥ ৩৮ ॥

সুমালিনোহনুজন্তুশ্চাং জনয়ামাস যৎ প্রভো ।

অপত্যং কথ্যমানং তন্নিবোধ মম রাঘব ॥ ৩৯ ॥

৩৭। লো-টী। প্রসবা অপত্যানি। 'প্রসবন্ত ফলে পুষ্পেইপ্যপত্যে গর্ভমোচনে' ইতি ভূরি०।

মহারাজ, নিশাচর সুমালী কেতুমতীর গর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল তাহার কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করুন ॥ ৩৫ ॥

রাক্ষস প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, মহামতি সুপার্ষ, সংহ্রাদী, প্রঘস, ভাসকর্ণ, রাকা, পুষ্পোৎকটা, চারুহাসিনী নৈকসী এবং কুন্তীনসী, ইহারা সুমালীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

পদ্মপলাশাক্ষী পদ্মাননা সৌন্দর্য্যশালিনী বসুদানামী ঐষ্ঠী গন্ধর্ব্বী মালীর ভার্য্যা ছিল ॥ ৩৮ ॥

প্রভো রামচন্দ্র, সুমালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা (মালী) তাহার গর্ভে যে সন্তান

১। হ 'বলঃ'। ২। হ 'হ্রাদিঃ'। ৩। হ 'শাচ'। ৪। হ 'প্রভবাঃ'। ৫। হ 'সাক্ষাৎ'।

৬। হ 'নন্ত নিবোধ'।

অনিলশ্চানলশ্চৈব ভীমঃ সম্পাতিরেব চ ।

এতে বিভীষণামাতা মালেয়াস্তে নিশাচরাঃ ॥ ৪০ ॥

৩তস্ত তে রাক্ষসপুঙ্গবাস্ত্রয়ো নিশাচরৈঃ পুত্রশতৈশ্চ সংব্রতাঃ ।

সুরান্ সহেন্দ্রানৃষিণাগদানবান্ ববাধিরে তেহতিবলাতিগবিভাঃ ॥ ৪১ ॥

জগদ্ ভ্রমন্তোহনিলবদু রাসদা রণে প্রচণ্ডাঃ শতশাঃ সদৌঘতাঃ ।

বরপ্রদানাদভিবর্জিতা ভূশাং ক্রতুক্রিয়াণাং প্রশমং প্রচক্রিরে ॥ ৪২ ॥

ইত্যর্ধে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাক্ষসোৎপত্তিনাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

১১। লো-টা। 'তে পুত্রশতঃ সংব্রতা' ইত্যেকং বাক্যম্। 'তে ববাধিব' ইত্যপরম্
রাক্ষসোৎপত্তিঃ ॥ ৫ ॥

উৎপাদন করে, তাহার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥

বিভীষণের মন্ত্রী সেই অনিল, অনল, ভীম এবং সম্পাতি, এই রাক্ষসগণ
মালীর পুত্র ॥ ৪০ ॥

পরে বলাধিক্যবশতঃ অতিশয় গবিত শত শত রাক্ষসপুত্রপরিবৃত সেই
শ্রেষ্ঠ রাক্ষসত্রয় ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, নাগগণ এবং দানবগণকে
উৎপীড়িত করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

বায়ুর ন্যায় ছুরাক্রমণীয়, সর্বদা ভ্রমণে ভ্রমণশীল, যুদ্ধহৃদ এবং সর্বদা
উদ্বাসিত শত শত রাক্ষস বরপ্রদানে অতিশয় শক্তিশালী হইয়া যজ্ঞক্রিয়ার ধ্বংস
সাধন করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে রাক্ষসোৎপত্তিনামক
৫ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

(৬) ষষ্ঠঃ সর্গঃ

তৈর্বাধ্যমানা দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।

ভয়াভীঃ শরণং জগ্মুর্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

তে সমেত্য নমস্কৃত্য ত্রিপুরারিং ত্রিলোচনম্ ।

উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ো দেবা ভয়াদ্ গদগদভাষিণঃ ॥ ২ ॥

স্বকেশপুত্রৈর্ভগবন্ পিতামহবরোদ্ধতৈঃ ।

প্রজাধ্যক্ষ প্রজাঃ সর্বা বাধ্যন্তে রিপুবাধন ॥ ৩ ॥

অশরণ্যাঃ ক্রিয়ন্তে বৈ শরণ্যাঃ সর্ব আশ্রমাঃ ।

স্বর্গাচ্চ দেবান্ প্রচ্যাব্য স্বর্গে ক্রীড়ন্তি দেববৎ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টা। রিপুবাধনাং পীড়াতঃ, বাধ্যন্তে পীড়িতা ভবন্তি।

৪। লো-টা। শরণং রক্ষিতারমহত্ত্বাতি শরণ্যাঃ সম্বাসিকাঃ আশ্রমাঃ অস্বাসিকাঃ ক্রিয়ন্তে।

সেই রাক্ষসগণকর্তৃক বিতাড়িত দেবগণ এবং তপোধন ঋষিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরের শরণাগত হইলেন ॥ ১ ॥

সেই দেবগণ মিলিত হইয়া ত্রিপুরারি ত্রিলোচনের সমীপে গমনপূর্বক নমস্কার করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে ভয়ে গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন— ২ ॥

হে শক্রসংহারক ভগবন্ জগদীশ্বর, ব্রহ্মার বরে উদ্ধৃত স্বকেশের পুত্রগণ সমস্ত প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিতেছে ॥ ৩ ॥

তাহারা স্বর্গ হইতে দেবতাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গে ক্রীড়া করিতেছে, আমাদের রক্ষণ-নিরত সমস্ত আশ্রমকে রক্ষণে অসমর্থ করিয়া তুলিয়াছে ॥ ৪ ॥

১। চ 'বধ্য-'। ২। চ 'জগন্নাথ'। ৩। চ 'বাধিতাঃ অ হতশ্চ হ'। ৪। চ 'নাশন'। ৫। চ 'শরণাগতগণাচ্চ কৃতাজ্ঞে রাক্ষসৈর্পিড়িতা'। ৬। চ 'স্বর্গাৎ প্রচ্যাব্য তে শক্'।

অহং বিষ্ণুরহং রুদ্রো ব্রহ্মাহং দেবরাজহম্ ।
 অহং যমোহহং বরুণশ্চন্দ্রোহহং রবিরপ্যহম্ ॥ ৫ ॥
 ইতি তে রাক্ষসা দেব বরদানেন দর্পিতাঃ ।
 ভাষন্তে সমরোৎকর্ষান্তেষাং যে চ পুরঃসরাঃ ॥ ৬ ॥
 তস্মো দেব ভয়ার্তানামভয়ং দাতুমর্হসি ।
 অশিবাং বপুরাস্থায় জহি তান্ দেবকণ্টকান্ ॥ ৭ ॥
 ইত্যুক্তঃ স সুরৈঃ সর্ষৈঃ কপদৌ নীললোহিতঃ ।
 স্কেশঃ প্রতি সাপেক্ষঃ প্রাহ দেবগণান্ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥
 নাহং তান্ নিহনিষ্যামি মমাবধ্যা হি তে সুরাঃ ।
 কিন্তু মস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যো বৈ তান্ নিহনিষ্যতি ॥ ৯ ॥
 এবমেব সমুদ্যোগং পুরস্কৃত্য সুরর্ষয়ঃ ।
 গচ্ছধ্বং শরণং বিষ্ণুং হনিষ্যতি স তান্ প্রভুঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। সমরে উক্ৰঃ উদগতঃ হর্ষো যেষাং তে। ‘সমরোৎকর্ষা’দিত্যি বা পাঠঃ।

১০। লো-টী। এবমেব ইমমেব।

সেই রাক্ষসগণের মধ্যে রণনিপুণ প্রধান রাক্ষসগণ বরলাভে গর্বিত হইয়া “আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা, আমি দেবরাজ, আমি যম, আমি বরুণ, আমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য” এইরূপ বলিতেছে ॥ ৫-৬ ॥

অতএব হে দেব, উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করত দেবশত্রু সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া ভয়ঙ্গীড়িত আমাদিগকে আপনার অভয় দান করা উচিত ॥ ৭ ॥

দেবগণ এইরূপ বলিলে নীললোহিত প্রভু মহাদেব স্কেশের প্রতি [পূর্ব্বানু-কম্পা স্মরণ করিয়া তাহার পুত্রগণের সম্বন্ধে] নিরাপেক্ষ হইতে না পারিয়া দেবগণকে বলিলেন— ॥ ৮ ॥

আমি সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিব না, হে দেবগণ, তাহারা আমার অবধ্য ; কিন্তু আমি পরামর্শ বলিয়া দিব, যে তাহাদিগকে বধ করিবে ॥ ৯ ॥

দেবগণ এবং ঋষিগণ, আপনারা এইরূপ উত্তম এই বিষ্ণুর শরণাগত হউন, সেই

ততন্তে জয়শব্দেন বন্দিত্বা বৈ মহেশ্বরম্ ।

বিষোঃ সমীপমাজগ্মু নিশাচরভয়াদিতাঃ ॥ ১১ ॥

শঙ্খচক্রধরং তে তু প্রণম্য বহুমান্ চ ।

উচুঃ সস্ত্রাস্তবদ্ বাক্যং শ্লোকেশতনয়ান্ প্রতি ॥ ১২ ॥

শ্লোকেশতনয়ৈর্দেব ত্রিভিস্ত্রেতাগ্নিসম্মিতৈঃ ।

আক্রম্য বরদানেন বশ্যাত্তস্ত কৃতা বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

লঙ্কা নাম পুরী দুর্গা ত্রিকূটশিখরে স্থিতা ।

তত্র স্থিতাঃ প্রবাধন্তে সর্বান্ নঃ ক্রণদাচরাঃ ॥ ১৪ ॥

স ত্বমস্মৎপ্রিয়ার্থং বৈ জহি তান্ মধুসূদন ।

চক্রকৃতানুগ্রবলান্ নিবেদয় যমায় বৈ ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টী। ত্রেতাগ্নিরগ্নিঃস্বয়ং গার্হপত্যগ্নির্বা। বশ্য। অধীনাঃ।

১৪। লো-টী। রম্যা ‘দুর্গে’তি বা পাঠঃ।

১৫। লো-টী। ‘চক্রকৃতান্তকমলানি’তি পাঠঃ। ‘চক্রকৃতান্তে’তি বা পাঠঃ।

প্রভু বিষ্ণু তাহাদিগকে নিহত করিবেন ॥ ১০ ॥

তখন রাক্ষসদিগের ভয়ে পীড়িত সেই দেবগণ ‘জয়’শব্দ উচ্চারণপূর্বক মহেশ্বরকে বন্দনা করিয়া বিষ্ণুর সমীপে আগমন করিলেন ॥ ১১ ॥

তাহারা শঙ্খ-চক্রধারী বিষ্ণুকে সম্মানপূরঃসর প্রণাম করিয়া শ্লোকেশপুত্র-দিগের [উৎপীড়নের] কথা সসম্মমে বলিতে লাগিলেন—॥ ১২ ॥

হে দেব, গার্হপত্যাदि অগ্নিত্রয়সদৃশ শ্লোকেশতনয়গণ বরপ্রভাবে আমাদের আক্রমণ করিয়া বশীভূত করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

ত্রিকূট-পর্বতের শিখরে লঙ্কানামে এক দুর্গম নগরী আছে, রাক্ষসগণ সেই-খানে অবস্থান করিয়া আমাদের সকলকে উৎপীড়িত করিতেছে ॥ ১৪ ॥

হে মধুসূদন, আপনি আমাদের প্রীতির জন্য সেই প্রচণ্ড বলশালী

১। হ ‘বলিষ্ঠা’। ২। হ ‘-মানতঃ’। ৩। হ ‘-সাদিতাঃ’। ৪। হ ‘বৈজ্ঞা দেব কৃতা’। ৫। হ ‘রম্যা’।
৬। হ ‘কৃতান্তকমলান্’।

ভয়েশ্চভয়দেহিস্মাকং নাশোহিস্তি ভবতা সমঃ ।

নুদ হং নো ভয়ং দেব নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যেবং তৈঃ সুরৈরুক্তো দেবদেবো জনার্দনঃ ।

অভয়ং ভয়ভীতানাং দত্ত্বা দেবানুবাচ হ ॥ ১৭ ॥

স্বকেশং রাক্ষসং জানে দ্ধিশানবরগর্বিতম্ ।

ত্রীনশ্চ তনয়ান্ জানে যেবাং জ্যেষ্ঠঃ স মাল্যবান্ ॥ ১৮ ॥

তানহং সমতিক্রান্তমৰ্য্যাদান্ রাক্ষসাধমান্ ।

সূদয়িষ্যামি সংগ্রামে সুরা ভবত বিজ্বরাঃ ॥ ১৯ ॥

ইতুক্তান্তেহমরাঃ সর্বৈ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।

যথাবাসং যযুর্হৃক্টাঃ প্রশংসন্তো জনার্দনম্ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টা। হৃদ দূরীকৃত।

রাক্ষসদিগকে বধ করুন, চক্রদ্বারা তাহাদিগকে ছেদন করিয়া যমরাজকে উপহার দিন ॥ ১৫ ॥

হে দেব, আমাদের ভয়ে অভয় দান করিতে আপনার তুল্য আর কেহ নাই, সূর্য্য যেরূপ তুষার নাশ করেন, আপনিও সেইরূপ আমাদের ভয় দূর করুন ॥ ১৬ ॥

সেই দেবগণ এইরূপ বলিলে দেবদেব জনার্দন ভয়ভীত দেবতাদিগকে অভয়দান করিয়া বলিলেন— ॥ ১৭ ॥

আমি মহাদেবের বরে গর্বিত স্বকেশ-রাক্ষসকে জানি এবং তাহার পুত্রত্রয়কে জানি, যাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সেই মাল্যবান্ ॥ ১৮ ॥

হে দেবগণ, আমি সেই মৰ্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী রাক্ষসাধমদিগকে যুদ্ধে নিহত করিব, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন ॥ ১৯ ॥

প্রভাবশালী বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ বলিলে, তাঁহারা সকলে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

বিবুধানাং সমুদযোগং মালাবান্ স নিশাচরঃ ।

শ্রুত্বা তৌ ভ্রাতরৌ জ্যেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

অমরা ধায়শ্চৈব সমেত্য কিল শঙ্করম্ ।

অস্মদ্বধং পরীপ্সন্ত ইদমুচুস্ত্রিলোচনম্ ॥ ২২ ॥

সুকেশতনয়া দেব বরদানবলোকিতাঃ ।

বাধস্তেহস্মান্ সমুদযুক্তা ঘোররূপাঃ পদে পদে ॥ ২৩ ॥

রাক্ষসৈরভিভূতাস্তু ন শক্তাঃ স্ম উমাপতে ।

শ্বেষু ধর্মেষু সংস্হাতুং ভয়াভেযাং ছুরাঅনাম্ ॥ ২৪ ॥

তদস্মাকং হিতার্থায় জহি তাংস্তু ত্রিলোচন ।

রাক্ষসান্ হৃক্ষৃতেনৈব দহ প্রদহতাং বর ॥ ২৫ ॥

ইত্যেবং ত্রিদশৈরুক্তো নিশম্যাক্ষকসূদনঃ ।

শিরঃ করং চ ধুয়ান ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥

২৩। লো-টী। পদে পদে স্থানে স্থানে।

২৬। লো-টী। ধুয়ানঃ কম্পধনু।

সেই রাক্ষস মালাবান্ দেবতাদিগের এইরূপ উদ্ভোগের বিষয় শ্রবণ করিয়া প্রিয় ভ্রাতৃদ্বয়কে এই কথা বলিল— ॥ ২১ ॥

দেবগণ এবং ঋষিগণ নাকি সম্মিলিত হইয়া আমাদের বধাকাজক্ষায় ত্রিলোচন শঙ্করের নিকট গমন করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন— ॥ ২২ ॥

প্রভো, বরদানে গর্বিত উদ্ধত বিকটাকৃতি সুকেশের পুত্রগণ পদে পদে আমাদের উৎপীড়ন করিতেছে ॥ ২৩ ॥

হে উমাপতে, আমরা রাক্ষসগণকর্তৃক অভিভূত হইয়া সেই ছুরাাদিগের ভয়ে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥

হে ত্রিলোচন, অতএব আমাদের মঙ্গলের জন্য সেই রাক্ষসদিগকে বধ করুন, হে ভাস্কর-প্রবর, আপনার হৃদ্ধার দ্বারাই তাহাদিগকে ভস্ম করুন ॥ ২৫ ॥

মহাদেব দেবতাদিগের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্তক এবং

অবধ্যা মম তে দেবাঃ স্নকেশতনয়া রণে ।

মদ্রং তু বঃ প্রবক্ষ্যামি যন্ত তান্ নিহনিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

যোহসৌ চক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনার্দনঃ ।

হরিনারায়ণঃ শ্রীমান্ শরণং স প্রপদ্যতাম্ ॥ ২৮ ॥

রুদ্রাদবাপ্য তে মদ্রং কামারিমভিবাণু চ ।

নারায়ণালয়ং প্রাপ্য তস্মৈ সর্বং স্তবেদয়ন্ ॥ ২৯ ॥

তে তু নারায়ণেনোক্তা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।

সুরারীংস্তান্ হনিষ্যামি সুরা ভবত বিজ্বরাঃ ॥ ৩০ ॥

দেবানাং ভয়ভীতানাং হরিণা রাক্ষসর্ষভৌ ।

প্রতিজ্ঞাতৌ বধোহস্মাকং চিন্ত্যতাং যদিহ ক্রমম্ ॥ ৩১ ॥

২৮। লো-টী। প্রতিপদ্যতাং 'প্রতিপদ্যত' ইতি বা পাঠঃ।

৩১। লো-টী। হে রাক্ষসর্ষভৌ।

হস্ত কল্পিত করত এই কথা বলিয়াছেন—॥ ২৬ ॥

হে দেবগণ, সেই স্নকেশপুত্রগণ সংগ্রামে আমার অবধ্য, কিন্তু যিনি তাহা-
দিগকে বধ করিবেন, তাঁহার বিষয় আমি তোমাদিগকে পরামর্শ দিব ॥ ২৭ ॥

যিনি চক্রহস্ত গদাপাণি পীতাস্বর জনার্দন, সেই শ্রীমান্ নারায়ণ হরির
শরণাগত হউন ॥ ২৮ ॥

দেবগণ রুদ্রের নিকট হইতে উপায় অবগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন
করত নারায়ণের আশ্রয় আসিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

নারায়ণ ইন্দ্রপ্রমুখ সেই দেবগণকে বলিয়াছেন, হে দেবগণ, আমি দেবশত্রু
সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিব, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন ॥ ৩০ ॥

হে শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদ্বয়, হরি আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া ভয়ান্ত্র দেবগণের
মিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এ বিষয়ে যাহা কর্তব্য তাহা চিন্তা কর ॥ ৩১ ॥

হিরণ্যকশিপোমু^১ত্ব্যরন্যোবাং চ সুরদ্বিষাম্ ।

নমুচিঃ কালনেমি^২চ সংহ্রাদো বীরসত্তমঃ ॥ ৩২ ॥

রাধেয়ো বহুমায়ী চ লোকপালোহথ ধার্মিকঃ ।

যমলার্জু^৩নো চ হার্দিক্যঃ শুশ্রুশৈচব নিশুস্তুকঃ ॥ ৩৩ ॥

অশুরা দানবান্শৈচব সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ ।

সৰ্বে^৪ সমরমাসাত্ত শ্রয়ন্তে চ পরাজিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

সৰ্বে^৫ঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সৰ্বে^৬ মায়াবিদস্তথা ।

সৰ্বে^৭ সৰ্ব্বাস্ত্রকুশলাঃ সৰ্বে^৮ শক্রভয়ঙ্করাঃ ।

নারায়ণেন নিহতাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৩৫ ॥

এতজ্জাত্বা তু সৰ্বে^৯বাং ক্লেমং কৰ্ত্তুমিহাহঁথঃ ।

দুখং নারায়ণং জেতুং যো নো হস্তমিহেচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

৩২। লো-টী। প্রহ্রাদো ভক্তাদিত্যোহসুরঃ।

৩৩। লো-টী। লোকপালো দৈত্যবিশেষঃ, স কীদৃশঃ? ধৰ্ম্মেণ স্বভাবসিদ্ধাচারেণ দীব্যভীতি ধার্মিকঃ। ‘ধৰ্ম্মোহস্মী পুণ্য আচারে স্বভাবোপমগোঃ ক্রতা’বিত্তি কোষঃ।

৩৪-৩৫। লো-টী। অমরাশ্চিরজীবিনোহপি, যৈঃ শতক্রতুনা শক্রেণেব শতৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং তেহপি মায়াবিনো নিহতা ইত্যমরঃ।

হিরণ্যকশিপু ও অন্যান্য দৈত্যাদিগের মৃত্যু হইয়াছে এবং নমুচি, কালনেমি, বীরশ্রেষ্ঠ সংহ্রাদ, অতিশয় মায়াবী রাধেয়, ধার্মিক লোকপাল, যমল, অর্জুন, হার্দিক্য, শুশ্রু, নিশুস্তু প্রভৃতি সত্ত্বসম্পন্ন মহাবলশালী অশুর এবং দানবগণ সকলেই যুদ্ধে বিষ্ণুর নিকট পরাজিত হইয়াছেন, শুনিয়াছি ॥ ৩২-৩৪ ॥

তঁাহারা সকলেই ক্রতুশতদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সকলেই মায়াভিজ্ঞ ছিলেন, সকলেই সর্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে সুদক্ষ ছিলেন, সকলেই শক্রর নিকট ভয়ঙ্কর ছিলেন; নারায়ণ তাদৃশ শত শত সহস্র সহস্র দানবকে বধ করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

যিনি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সেই নারায়ণকে

ততঃ সূমালী মালী চ শ্রুত্বা মাল্যবতো বচঃ ।

উচতুভ্রা^১তরং জ্যেষ্ঠমশ্বিনাবিব বাসবম্ ॥ ৩৭ ॥

অধীতং দত্তমিক্টঞ্চ ঐশ্বর্যং পরিপালিতম্ ।

আয়ুর্নিরাময়ং প্রাপ্তং ধর্মশ্চাপি কুলোচিতঃ ॥ ৩৮ ॥

দেবসাগরমক্শোভ্যং শস্ত্রো^২ঘৈঃ পরিগাহ্য চ ।

জিতা দ্বিষো হুপ্রতিমা ন নো মৃত্যুকৃতং ভয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

নারায়ণশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি যমস্তথা ।

অস্মাকং প্রমুখে স্নাতুং সর্বৈ বিভ্যতি সর্বদা ॥ ৪০ ॥

বিষোদোষশ্চ নাস্ত্যত্র কারণং ত্রিদশেশ্বরঃ ।

দেবানামেব দোষেণ বিষোঃ প্রচলিতং মনঃ ৪১ ॥

৩৮। লো-টী। ক্ষেমবতা কল্যাণবতা যুক্তং যোগ্যং দীর্ঘমায়ুশ্চ পরিপালিতং লব্ধম্।*

জয় করা কষ্টকর, ইহা অবগত হইয়া সকলের কল্যাণ সাধন কর ॥ ৩৬ ॥

তখন সূমালী এবং মালী মাল্যবানের কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট বলিল—॥ ৩৭ ॥

আমরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান করিয়াছি এবং অভিপ্রেত ঐশ্বর্য, নীরোগ আয়ুঃ ও কুলোচিত ধর্মও লাভ করিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

শস্ত্রসমূহদ্বারা অক্শোভ্য দেবরূপ সমুদ্র আলোড়ন করিয়া অতুলনীয় শক্র-সমূহ জয় করিয়াছি ; আমাদের মৃত্যুভয় নাই ॥ ৩৯ ॥

নারায়ণ, রুদ্র, ইন্দ্র ও যম, ইহারা সকলে আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে সর্বদাই ভয় পান ॥ ৪০ ॥

বিষ্ণুর কোন দোষ নাই, দেবতারা ই মূল ; দেবতাদের দোষেই বিষ্ণুর অন্তঃকরণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

১। চ 'শস্ত্রেঃ সমবগাহ্য চ'। ২। ছ 'রাক্ষসেশ্বরঃ'।

* লোকনাথমতে 'আয়ুঃ ক্ষেমবতা যুক্ত'মিতি পাঠোহত্র প্রতিষ্ঠাতি ।

তস্মাদগ্ৰৈব সহিতাঃ সৰ্ব্বসৈন্যসমারুতাঃ ।

দেবানেব জিঘাংসামো যেভ্যো দৌষঃ সমুখিতঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি তে রাম সংমন্ত্য সৰ্ব্বোদ্যোগেন রাক্ষসাঃ ।

যুদ্ধায় নিৰ্যযুঃ ক্রুদ্ধা মহাকায়া মহাবলাঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রুত্বনৈৰ্ব্বারণৈশ্চৈব হ্যৈশ্চ করিসম্মিভৈঃ ।

খরৈর্গোভিরথোষ্ট্রৈশ্চ শিশুমারৈর্ভূজঙ্গমৈঃ ॥ ৪৪ ॥

মকরৈঃ কচ্ছপৈর্মৌনৈর্বিহঙ্গৈর্গরুড়োপমৈঃ ।

সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈর্বরাহৈশ্চ শৃমরৈশ্চমরৈরপি ॥ ৪৫ ॥

ভ্যক্ত্ব লঙ্কাং ততঃ সৰ্ব্বে রাক্ষসা বলগর্বিভাঃ ।

প্রয়াতা দেবলোকায নিস্ত্রিংশা দেবশত্রবঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৪ । লো-টী । শ্রুত্বনৈঃ সাধারণরূপেঃ ।

৪৫ । লো-টী । বরাহৈঃ শ্বেতবরাহৈঃ ।

৪৬ । লো-টী । 'নিস্ত্রিংশো নির্দয়ে খড়্গে' ইতি ভূরি ।

অতএব অত্ৰই সমস্ত সৈন্যগণের সহিত আমরা সকলে মিলিত হইয়া
যাহারা এই অনর্থের মূল, সেই দেবতাদিগকে নিহত করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪২ ॥

হে রাম, সেই বিশালকায় মহাবলশালী ক্রুদ্ধ রাক্ষসগণ এইরূপ মন্ত্ৰণা
করিয়া সর্বপ্রকার উদ্যোগের সহিত বহু রথ, হস্তী, হস্তীর আয় বড় বড় অশ্ব,
গর্দভ, গো, উষ্ট্র, শিশুমার, সর্প, মকর, কচ্ছপ, মংস্ত্র, গরুড়সদৃশ পক্ষী, সিংহ,
ব্যাঘ্র, বরাহ, শৃমর (পশুবিশেষ) এবং চমর (মৃগবিশেষ) সমভিব্যাহারে
যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল ॥ ৪৩-৪৫ ॥

বলগর্বিভূত নির্দয় দেবশত্রু রাক্ষসগণ লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া
দেবলোকাভিমুখে গমন করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

১
লঙ্কাবিপর্যায়ং দৃষ্ট্বা যানি লঙ্কালয়ান্মথ ।

২
ভূতানি ভয়দর্শীনি বিমনস্কানি সর্বশঃ ॥ ৪৭ ॥

রথোত্তমৈরুহমানাঃ শতশোহিথ সহস্রশঃ ।

৩
প্রয়াতা রাক্ষসাস্তূর্ণং দেবলোকং প্রযত্নতঃ । ৪৮ ॥

ভৌমার্শৈচবাস্তুরীক্ষাশ্চ কালাজ্ঞপ্তা ভয়াবহাঃ ।

উৎপাতা রাক্ষসেন্দ্রাণামভাবায় সমুখিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

অস্থীনি মেঘা বরষুকৃষ্ণং শোণিতমেব চ ।

৪
বেলাং সমুদ্রশ্চোৎক্রান্তশ্চেলুশ্চাপ্যথ ভূধরাঃ ॥ ৫০ ॥

৪৭। লো-টী। রক্ষসামেব মার্গেণ রক্ষসাং দেবানাং হেষণমার্গেণ অহেষণেন লঙ্কায়াঃ বিপর্যায়ং অতিক্রমং দৃষ্ট্বা যানি দৈবতানি তানি অপচক্রমুঃ প্রচলন্তি অ। ‘মার্গো যুগপদে মাস-প্রভেদেহ্বেষণাধ্বনো’রিতি কোষঃ। ‘পর্যায়োহতিক্রমস্তস্মিন্নতিপাত উপাত্য’ ইত্যমরঃ। সর্বশঃ সর্বাণি রক্ষাংসি বিমনস্কানি ভয়দর্শীনি চ কৃতানি দৈবতানাং চলনেনেত্যর্থঃ।

৪৮। লো-টী। কালাজ্ঞপ্তাঃ কালপ্রেরিতাঃ।

লঙ্কার বিপর্যায় দেখিয়া লঙ্কাবাসী প্রাণিগণ সকলেই ভয়ের আশঙ্কায় উদ্ভিগ হইয়া উঠিল ॥ ৪৭ ॥

শত শত এবং সহস্র সহস্র রাক্ষস উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া যত্নসহকারে দেবলোকাভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৪৮ ॥

রাক্ষসপুঞ্জবদিগের বিনাশের জন্তু কালপ্রেরিত ভৌম এবং আন্তরীক্ষ ভয়াবহ উৎপাতসমূহ সমুখিত হইল—॥ ৪৯ ॥

মেঘবৃন্দ অস্থি এবং উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল, সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করিল এবং পর্বতসমূহ কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

১। হ ‘-য়াঃ পর্যায়’। ২। ক ‘রক্ষসামেব মার্গেণ দৈবতান্তপচক্রমুঃ’। ৩। অতঃ পরং হ ‘রাষ্ট্রসা দেবমার্গেণ দৈবতান্তপচক্রমুঃ’। ইত্যাদিকম্। ৪। ক ‘বেলা সমুদ্রাভিমুখা চেলুঃ’।

অট্টহাসান্ বিমুঞ্চন্তো ঘননাদসমম্বনাঃ ।

ভূতাশ্চ পরিনৃত্যন্তি উত্তমন্তে সহস্রশঃ ॥ ৫১ ॥

গৃধ্রচক্রসহস্রাণি প্রজ্বালোদগারিভিস্মু^১তৈঃ ।

রক্ষোগণশ্চোপরিষ্ঠাদ্ ভ্রমন্তে কালচক্রবৎ ॥ ৫২

কপোতা রক্তপাদাশ্চ সারিকা বিক্রতা যযুঃ

হা হা বাশ্চন্তি তত্রৈব বিড়লা বৈ দ্বিপাদিকাঃ ।

বাশ্চন্ত্যশ্চ শিবাস্তত্র দারুণং ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৫৩ ॥

৫১। লো-টী ভূতা দেবযোনয়ঃ উত্তমন্ত উত্তমং কুর্ত্তন্তঃ ।

৫২। লো-টী গৃধ্রচক্রং কর্ত্ত্ব, রক্ষঃ ভ্রাতৃভ্রমং কর্ম, আশ্চ আক্ষিপ্য ভ্রমন্তে ভ্রমতে ।

এষ এব বা পাঠঃ ।

৫৩। লো-টী। বিক্রতা উদ্ভিগাঃ। ‘হা হা বাশ্চন্তি তত্রৈব বিড়লা বৈদ্বিপাদিকাঃ’ ইত্যদ্বপত্ত্বং কচিচ্চ নাস্তি, ব্যাখ্যায়তে চ—তত্রৈবানিষ্টদর্শনকালে পাদিকাঃ পদাতয়ঃ হা হা হে হে সখে ভ্রাতঃ যোদ্ধুমেহীতি বাশ্চন্তি বদন্তি, কে ইব ? বিড়লা বা ; তে যথা আহারমানীয় শিশুন্ প্রতি এহীতি বদন্তি তথা । ‘পদাতপত্তিপাদাতপদাতিগপদাতয়ঃ । পদাতিঃ পাদিকশ্চেতি কথ্যন্তে পাদচারিণঃ ॥’ ইতি রত্নমালা । যযুরেব, নো নিষেধে ।

জলদগম্ভীর শব্দকারী উত্তমশীল সহস্র সহস্র ভূত (দেবযোনি) অট্টহাস্য করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

সহস্র সহস্র গৃধ্র মুখদ্বারা অগ্নিশিখা উদ্দিগরণ করিতে করিতে রাক্ষসগণের উপরিভাগে কালচক্রের স্রায় চক্রাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

কপোত এবং লোহিতচরণ সারিকাসমূহ উদ্ভিগ হইয়া পলায়ন করিল, বিড়ালগণ সেইস্থানে ছুই পায়ে দাঁড়াইয়া ‘হা হা’ ইত্যাকার শব্দ করিতে লাগিল এবং বিকটাকৃতি শৃগালগণও ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥

১। এতদর্কিত স্থানে হ ‘বাসন্ত্যবাঃ শিবাস্তত্র দারুণং ঘোরদর্শনাঃ । সম্প্রতস্তাং ভূতানি দৃষ্টন্তে চ যথাক্রমং’ ॥ ইতি পাঠঃ । ২। হ ‘গৃধ্রচক্রং মহচ্চত্র’ । ৩। হ ‘-পরিভ্রমন্তি কালবৎ’ । ৪। হ ‘বাসন্তি’ । ৫। হ ‘ইদমর্কং নাস্তি’ ।

উৎপাতাংস্তাননাদৃত্য^১ রাক্ষসা বলগর্বিতাঃ ।

যান্ত্যেব ন নিবর্তন্তে মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

মাল্যবাংশচ স্মালী চ মালী চ রজনীচরাঃ ।

পুরঃসরা রাক্ষসানাং জ্বলিতা^২ ইব পাবকাঃ ॥ ৫৫ ॥

মাল্যবন্তং তু তে সর্বৈ মাল্যবন্তমিবাচলম্ ।

নিশাচরা আশ্রয়ন্তি ধাতারমিব দেহিনঃ ॥ ৫৬ ॥

তদ্বলং রাক্ষসেন্দ্ৰাণাং মহাব্ভ্রঘননাদিনাম্ ।

জয়েৎসয়া দেবলোকং যযৌ মালিবশে স্থিতম্ ॥ ৫৭ ॥

রাক্ষসানাং সমুদ্বোধোং তং তু নারায়ণঃ প্রভুঃ ।

দেবদূতাদুপশ্রত্য চক্রে যুদ্ধে তদা মনঃ ॥ ৫৮ ॥

৫৭। লো-টী। ‘মহাব্ভ্রঘননাদিনা’মিতি পাঠঃ। ‘মহাভ্রঘননাদিনা’মিতি পাঠে মহতী-
রপো বিত্তর্জীতি মহাব্ভ্রো যো ঘনস্তশ্চৈব নাদিনাম্।

রাক্ষসদিগের অগ্রগামী প্রদীপ্ত অগ্নির আয় মাল্যবান্, স্মালী, মালী এবং
অগ্ন্যাশ্রয় বলগর্বিত ও মৃত্যুপাশবদ্ধ রাক্ষস সেই সমস্ত উৎপাত উপেক্ষা করিয়া
গমন করিতে লাগিল, নিবর্তিত হইল না ॥ ৫৪-৫৫ ॥

প্রাণিগণ যেরূপ বিধাতার আশ্রয় গ্রহণ করে, নিশাচরগণও সেইরূপ
মাল্যবান্ পর্বতের আয় মাল্যবান্ রাক্ষসকে আশ্রয় করিল ॥ ৫৬ ॥

বর্ষণোন্মুখ মেঘের আয় গর্জ্জনকারী রাক্ষসপুঞ্জবদিগের সেই সৈন্য মালীর
অধীনে থাকিয়া বিজয়াভিলাষে দেবলোকে গমন করিল ॥ ৫৭ ॥

প্রভু নারায়ণ দেবদূতগণের নিকট হইতে রাক্ষসদিগের সেই যুদ্ধোত্তোগের
কথা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

১। ছ ‘পাশবশং গতাঃ’। ২। ছ ‘মহাবলঃ’। ৩। ক ‘জ্বলিতামিব’। ৪। ছ ‘দেবতাঃ’। ৫। ক
‘ভ্রমিব না-’।

স সজ্জায়ুধতুণীরো বৈনতেয়োপরি স্থিতঃ ।

রাক্ষসানামভাবায় যযৌ তুর্গতরং প্রভুঃ ॥ ৫৯ ॥

সুপর্ণপৃষ্ঠে স বভৌ শ্যামঃ পীতাম্বরো হরিঃ ।

কাঞ্চনশ্চ গিরেঃ শৃঙ্গে সতড়িতোয়দো যথা ॥ ৬০ ॥

স দেবসিদ্ধির্ষিমহোরগৈশ্চ গন্ধর্ব্বযৈক্ষরুপগীয়মানঃ ।

সমাসসাদামরশাক্রসৈন্যং চক্রাসিশার্ঙ্গায়ুধশাস্ত্রপাণিঃ ॥ ৬১ ॥

সুপর্ণপক্ষানিলধূতবস্ত্রং ভ্রমৎপতাকং প্রবিকীর্ণশস্ত্রম্ ।

চচাল তদ্রাক্ষসরাজসৈন্যং দৃষ্ট্বা হরিং সান্দ্রপয়োদনীলম্ ॥ ৬২ ॥

৫৯। লো-টী। স প্রভুরিতাম্বরঃ। সজ্জৌ সমুত্তৌ আয়ুধতুণীরো যেন সঃ।

‘সজ্জায়ুধতুণীর’ ইতি পাঠে জ্যা গুণঃ, ‘আয়ুধং ধনুঃ, তুণীরশ্চ, তৈঃ সহ বর্তমানঃ।

৬১। লো-টী। গন্ধর্ব্বদিবৈঃ দিব্যগন্ধর্ব্বৈঃ।

৬২। লো-টী। সুপর্ণপত্রং গরুড়পক্ষস্তত্ত্বেন বায়ুনা তুন্নপত্রং বাধিতবাহনম্। ‘সুপর্ণপক্ষানিলে’তি ক্চিৎ পাঠঃ। ‘ভ্রমৎপত্র’মিতি পাঠে প্রেরিতবাহনম্, প্রবিকীর্ণানি নানাবিধানি শস্ত্রাণি যস্মিন্ তৎ। চলাচ্চকলা উপলাঃ প্রসুতরা যস্মিন্ তৎ অচলাগ্রমিব।

প্রভু নারায়ণ সজ্জিত তুণ এবং অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া গরুড়ের উপর আরোহণ করত রাক্ষসদিগের বিনাশার্থ অতি দ্রুত গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

গরুড়ের পৃষ্ঠে সমারুঢ় পীতবসনধারী শ্যামবর্ণ হরি কাঞ্চনময় গিরিশৃঙ্গে বিদ্যুৎরাজি-বিরাজিত মেঘের আয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

শঙ্খ, চক্র, খড়্গ এবং শার্ঙ্গায়ুধধারী সেই হরি দেবতা, সিদ্ধ, ঋষি, মহোরগ, গন্ধর্ব্ব এবং যক্ষগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া রাক্ষস-সৈন্যগণের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন ॥ ৬১ ॥

রাক্ষসরাজের সেই সৈন্যগণ নিবিড় মেঘের আয় কৃষ্ণবর্ণ হরিকে দেখিয়া বিচলিত হইল এবং গরুড়ের পক্ষবায়ুতে তাহাদের বস্ত্র স্থানভ্রষ্ট, পতাকাসমূহ আঘূর্ণিত ও অস্ত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত হইল ॥ ৬২ ॥

১। হ ‘মতবার’। ২। হ ‘স সিদ্ধ’। ৩। ক ‘গীতৈক’। ৪। হ ‘পত্র’। ৫। হ ‘চলোপলাং নীলমিবাচলোপলাং’।

ততঃ শিতৈঃ শোণিতমাংসরুষিতৈষু'গাস্তবৈশ্বানরতুল্যবিগ্রহৈঃ ।

নিশাচরাঃ সংপরিবার্য মাধবং বরায়ুধৈর্নির্বিভিদ্ধুঃ সহস্রশঃ ॥ ৬৩ ॥

ইত্যার্থে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মালাবদাদিরাক্ষসনির্ধাণং নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

৬৩। লো-টী। বৈশ্বানরোহগ্নিঃ ।

রাক্ষসনির্ধাণম্ ॥ ৬ ॥

অনন্তর রাক্ষসগণ রক্ত-মাংস-বিলিপ্ত যুগাস্তকালীন অগ্নির ছায় আকৃতিবিশিষ্ট
সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ উৎকষ্ট অস্ত্র দ্বারা বিমুগ্ধকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মালাবানাди রাক্ষসের যুদ্ধযাত্রা-নামক
৬ষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

(৭) সপ্তমঃ সর্গঃ

নারায়ণগিরিং তে তু গর্জন্তো রাক্ষসাস্বদাঃ ।

বাণবর্ষণে সিসিচূর্বর্ষণেবাদ্রিমস্বদাঃ ॥ ১ ॥

শ্যামাবদাত্তৈবিস্মূর্নোঁলৈর্নক্তকরেশ্বরৈঃ ।

রেজেহজ্জনগিরিঃ শ্রীমান্ বর্ষন্তিরিষ ভোয়দৈঃ ॥ ২ ॥

শলভা ইব কেদারং মশকা ইব পর্বতম্ ।

যথামৃতঘটং দংশা মকরা ইব চার্ণবম্ ॥ ৩ ॥

তথা রক্ষোধনুমু'ক্তা বজ্রানিলমনোজবাঃ ।

হরিং বিশস্তি স্ম শরা লোকা ইব বিপর্য্যয়ে ॥ ৪ ॥

৪। লো-টা। বিপর্য্যয়ে বিশ্বস্তাতিক্রমে প্রলয়ে ইত্যর্থঃ। ভং হরিম্।

মেঘ যেরূপ পর্বতে বৃষ্টি বর্ষণ করে সেইরূপ সেই গর্জনকারী
রাক্ষসরূপ মেঘসমূহ নারায়ণরূপ পর্বতে বাণরূপ বৃষ্টি বর্ষণ করিতে
লাগিল ॥ ১ ॥

নির্ম্মল শ্যামবর্ণ বিষ্ণু [শরবর্ষণকারী] সেই কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসবৃন্দদ্বারা বর্ষণকারী
মেঘসমূহদ্বারা শোভমান অঞ্জন পর্বতের স্থায় শোভিত হইলেন ॥ ২ ॥

যেমন পঙ্কপালসমূহ শস্ত্রক্ষেত্রে, মশকগণ পর্বতে, বনমক্ষিকা মধুকলসে এবং
মকরগণ যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ বজ্র, বায়ু এবং মনের স্থায় বেগশালী
শরসমূহ রাক্ষসগণের ধনুক হইতে মুক্ত হইয়া প্রলয়কালে লোক-সকলের স্থায়
নারায়ণ-শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল ॥ ৩-৪ ॥

১। ছ '-তা-'। ২। ছ '-করোত্তমৈঃ'। ৩। ছ 'ইদমর্কঃ পরলোকপূর্ব্বাঙ্কি নাস্তি'। ৪। ছ
'লোকাভ্যমিব প-'।

শ্রুদনৈঃ শ্রুদনগতা গজৈর্গজধুরং গতাঃ ।

অশ্বারোহাস্তথাশৈশ্চ পদাতাশ্চ পদাতিভিঃ ॥ ৫ ॥

রাক্ষসেন্দ্রা গিরিনিভাঃ শরশত্রুষ্টিতোমরৈঃ ।

নিরুচ্ছাসং হরিং চক্রুঃ প্রাণায়ামা ইব দ্বিজম্ ॥ ৬ ॥

নিশাচরৈস্তৃণমানো মৌনৈরিব মহাতিমিঃ ।

শার্ঙ্গমানম্য গাত্রাণি রাক্ষসানাং মহাহবে ॥ ৭ ॥

শরৈঃ কর্ণায়তোংসৃষ্টৈর্বিজ্রবত্কের্মনোজর্ভৈঃ ।

চিচ্ছেদ তিলশো বিষ্ণুঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥

বিদ্রাব্য শরবর্ষং তু বর্ষং বায়ুরিবোথিতঃ ।

পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং দধৌ স পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯ ॥

৫-৬। লো-টা। শ্রুদনৈর্হবিং নিরুচ্ছাসং নিশ্চেষ্টিতং চক্রুরিতি দ্ব্যত্য়ামন্থঃ ।

এবমন্তত্র ।

[লো-টা।] স্বন্দ্যমানো বেষ্ট্যমানঃ তন্ত্বেবাং শরবর্ষম্ ।

প্রাণায়াম যেরূপ ব্রাহ্মণের শ্বাস রোধ করে, সেইরূপ রথারূঢ় রাক্ষসগণ রথদ্বারা, গজারূঢ় রাক্ষসগণ গজদ্বারা, অশ্বারূঢ় রাক্ষসগণ অশ্বদ্বারা, পদাতিক রাক্ষসগণ পদাতিক সৈন্যদ্বারা এবং [সেই] পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণ [সকলেই] শর, শক্তি, ঋষ্টি ও তোমরদ্বারা নারায়ণের শ্বাসরোধ করিল ॥ ৫-৬ ॥

মৎস্যসমূহদ্বারা আহত প্রকাণ্ড 'তিমি'র ন্যায় রাক্ষসগণকর্তৃক আহত হইয়া বিষ্ণু ধনুক আনত করত কর্ণ পর্যাস্ত আকর্ষণপূর্বক [তদ্বারা] নিক্ষিপ্ত মনের ন্যায় গতিশীল বজ্রমুখ শরসমূহদ্বারা যুদ্ধে শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষসের গাত্র তিল করিয়া ছেদন করিলেন ॥ ৭-৮ ॥

বাত্যা যেমন ঋষ্টি নিবারণ করে, সেইরূপ পুরুষোত্তম বিষ্ণু [তাহাদের] বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া পাঞ্চজন্য নামক মহাশঙ্খ ধ্বনিত করিলেন ॥ ৯ ॥

সৌহিন্দুজো হরিণা ধাতঃ সর্বপ্রাণেন শঙ্খরাট্ ।

ননাদ ভীমনিহ্রাদং যুগান্তে জলদো যথা ॥ ১০ ॥

শঙ্খরাজরবঃ সৌহিং ত্রাসয়ামাস রাক্ষসান্ ।

যুগরাজরবোহরণ্যে সমদানিব কুঞ্জরান্ ॥ ১১ ॥

ন শেকুরশ্বাঃ সংস্থাতুং বিমদাঃ করিণোহভবন্ ।

অন্দনেভ্যোহপতন্ যোধাঃ শঙ্খশব্দেন মোহিতাঃ ॥ ১২ ॥

শাঙ্গ'চাপবিনিস্মৃক্তা বজ্রতুল্যাননাঃ শরাঃ ।

বিদার্য্য তানি রক্ষাংসি সুপুঞ্জা বিবিশুঃ ক্ষিতিম্ ॥ ১৩ ॥

ভিত্তমানাঃ শরৈশ্চাত্তে নারায়ণধনুশ্চ্যুতৈঃ ।

নিপেতু রাক্ষসা ভীতাঃ শৈলা বজ্রহতা ইব ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। সর্বপ্রাণেন সর্ববলেনেব।

[লো-টী।] নাস্পন্দন্ত স্পন্দনং নাকুর্ভূত।

সেই জলজাত সর্বোত্তম শঙ্খ হরিকর্তৃক সর্বপ্রযত্নে বাদিত হইয়া প্রলয়-
কালীন মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদে নিনাদিত হইল ॥ ১০ ॥

অরণ্যমধ্যে যুগাধিপতি সিংহের গর্জনে যেমন মদমত্ত গজসমূহকে সন্ত্রস্ত করে,
সেই শঙ্খরাজের ধ্বনি সেইরূপ রাক্ষসগণকে ভীত করিল ॥ ১১ ॥

শঙ্খশব্দ শ্রবণে মূচ্ছিত হইয়া রথে সংযোজিত অশ্বগণ স্থির থাকিতে
সমর্থ হইল না, হস্তিগণ মদহীন হইল এবং যোদ্ধৃগণ রথ হইতে পতিত
হইল ॥ ১২ ॥

বজ্রতুল্য ফলক-সমন্বিত সুপুঞ্জ শরসমূহ বিষ্ণুর ধনুক হইতে নির্গত হইয়া
সেই রাক্ষসদিগকে বিদারণ পূর্বক ভূগর্ভে প্রবেশ করিল ॥ ১৩ ॥

নারায়ণের ধনুশ্মৃক্ত শরসমূহে বিদারিত এবং [তত্রত্য] অপরাপর ভীত
রাক্ষসগণ বজ্রাহত পর্বতের আয় ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ১৪ ॥

ব্রণানি পরগাত্রেভ্যো বিষ্ণুচক্রকৃতানি হি ।

অস্বক্ করন্তি ধারাভিঃ স্বর্ণরাশিমিবাচলাঃ ॥ ১৫ ॥

শঙ্খরাজরবশ্চাপি শাঙ্গ'চাপরবস্তথা ।

এসন্তে বৈষ্ণবা বাণাস্তেষাং ধ্বজবতামসূন্ ॥ ১৬ ॥

তেষাং করান্ শরাংশ্চৈব শিরোধ্বজধনুংষি চ ।

রথান্ পতাকাশ্চুণীরান্ চিচ্ছেদ স হরিঃ শরৈঃ ॥ ১৭ ॥

সূর্যাদিব ময়ূখোঘাঃ সাগরাদিব চোর্ময়ঃ ।

পাতালাদিব নাগেন্দ্রা বার্যোঘা ইব চাম্বুদাৎ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। বিষ্ণুবাণকৃতানি কৃতানি ব্রণানি। স্বঃ নিব'রঃ নীরসং নিঃশেষেণ রসং জলম্ অচলাৎ পর্ততাৎ অবতি মুকতি, তথা, 'সুঃ স্ত্রিয়াং নিব'রে অব' ইতি কোষঃ।

১৬। লো-টী। ধ্বজবতামপি তেজস্বিনামপি। 'বৈজয়ন্ত্যামথাজ্ঞাং ধ্বজশ্চিহ্নে চ তেজসী'তি নির্ঘণ্টঃ।

১৮। লো-টী। পর্ততাঃ মৎস্তপ্রভেদাঃ। 'পর্ততঃ স্তাৎ পুমান্ শাকভেদমৎস্ত-প্রভেদয়ো'রিত্তি কোষঃ। 'সাগরাদিব চোর্ময়' ইতি কচিং পাঠঃ।

পর্তুতসমূহ যেরূপ স্বর্ণরাশি প্রসব করে, বিষ্ণুচক্রকৃত কৃতসমূহ শত্রুর গাত্র হইতে সেইরূপ রক্তধারা ক্ষরণ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

শঙ্খরাজের ধ্বনি এবং বিষ্ণুর ধনুকের টঙ্কার ও বিষ্ণুর বাণসমূহ সেই তেজস্বী রাক্ষসদিগেরও প্রাণকে গ্রাস করিয়া ফেলিল ॥ ১৬ ॥

সেই হরি শরসমূহ দ্বারা তাহাদের হস্ত, শর, মস্তক, ধ্বজ, ধনুক, রথ, পতাকা এবং তুণ সকল ছেদন করিলেন ॥ ১৭ ॥

সূর্য্য হইতে কিরণসমূহের আয়, সমুদ্র হইতে তরঙ্গমালার আয়, পাতাল হইতে উথিত মহাসর্পসমূহের আয় এবং মেঘ হইতে জলপ্রবাহের আয় শাঙ্গ'চাপ

১। হ 'বরনাগান'। ২। হ 'বাণকৃতানি চ'। ৩। ক 'স্বমীরস'। ৪। হ 'রবোহপি চ'। ৫। হ 'ধ্বজধনুংষি চ'। ৬। হ 'পরানুকূল'। ৭। হ-ট 'পর্তুতাদিব'। ৮। হ 'বার্যোঘা'।

তথা গাঢ়বিন্মুক্তাঃ শাঙ্গ^১ান্নারায়ণেরিতাঃ
 নির্ধাবন্তি^২ শরভ্রাতাঃ শতশোহথ সহস্রাঃ ॥ ১৯ ॥
 শরভেণ যথা সিংহাঃ সিংহেন দ্বিরদা যথা ।
 দ্বিরদেন যথা ব্যাভ্রাঃ শাদ্দ^৩ুলেনেব দ্বীপিনঃ ২০
 দ্বীপিনা চ যথা স্থানঃ শুনা মার্জ্জারকা যথা
 মার্জ্জারেণ যথা সর্পাঃ সর্পেণ চ যথা খগাঃ ২১
 তথা তে রাক্ষসা যুদ্ধে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
 দ্রাবিতা বিদিশৈশ্চব শায়িতাশ্চ মহীতলে ২২
 রাক্ষসানাং সহস্রাণি নিহত্য মধুসূদনঃ ।
 বারিজং ধ্যাপয়ামাস থে বায়ুরিব তোয়দম্ ॥ ২৩

১৯। লো-টী। গাঢ়া দৃঢ়াশ্চ তে শাঙ্গান্নারায়ণেরিতাঃ, তে শরাঃ । ‘নির্ধাবন্তীষব’ ইতি বা পাঠঃ

২০। লো-টী। শাদ্দুলেন ব্যাভ্রেণ দ্বীপিনঃ ক্ষুদ্রব্যাভ্রাঃ ‘নেক্ড়াব্যাভ্র’ ইতিখ্যাভাঃ ।

২১। লো-টী। দ্বীপিনা ক্ষুদ্রব্যাভ্রেণ । কোকা বনস্থানঃ, শুনা বনভ্রমা ইতি সৰ্ব্বজ্ঞঃ ।

হইতে নারায়ণকর্তৃক দৃঢ়ভাবে নিষ্কিপ্ত শত-সহস্র শর নির্গত হইতে লাগিল ॥ ১৮-১৯ ॥

উষ্ট্র যেরূপ সিংহকে, সিংহ যেরূপ হস্তীকে, হস্তী যেরূপ ব্যাভ্রকে, ব্যাভ্র যেরূপ নেক্ড়ে বাঘকে, নেক্ড়ে বাঘ যেরূপ কুকুরকে, কুকুর যেরূপ মার্জ্জারকে, মার্জ্জার যেরূপ সর্পকে এবং সর্প যেরূপ পক্ষীকে পরাজিত করে, প্রভু বিষ্ণু সেইরূপ যুদ্ধে সেই রাক্ষসদিগকে চারিদিকে বিদ্রাবিত করিলেন এবং [অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে] ধরাশায়ী করিলেন ॥ ২০-২২ ॥

মধুসূদন সহস্র সহস্র রাক্ষসকে নিহত করিয়া আকাশে বায়ুকৃত মেঘধ্বনির আয় শব্দধ্বনি করিলেন ॥ ২৩ ॥

১। ছ ‘-রাঙ্গ’। ২। ক ‘তথা’। ৩। ছ ‘ভুজগৈর্মুখিকা যথা’।

নারায়ণশরধ্বস্তং শঙ্খনাদপ্রবিহ্বলম্ ।

যযৌ তল্লঙ্কাভিমুখং প্রভগ্নং রাক্ষসং বলম্ ॥ ২৪ ॥

প্রভগ্নে রাক্ষসবলে নারায়ণশরাহতে ।

সুমালী শরজ্বালে^২ন আববার রণে হরিম্ ॥ ২৫ ॥

স তু তং ছাদয়ামাস নীহার ইব ভাস্করম্ ।

রাক্ষসাঃ সত্বসম্পন্নাঃ পুনর্ধৈর্য্যং সমাদধুঃ ॥ ২৬ ॥

অথ সৌহৃদ্যপতদ্রোষাদ্রাক্ষসো বলদর্পিতঃ ।

মহানাং প্রকুর্বাণো রাক্ষসান্ জীবয়ন্নিব ॥ ২৭ ॥

উৎক্লিপ্য স্বর্ণাভরণং করং করমিব দ্বিপঃ ।

রুরাব রাক্ষসো হর্ষাৎ সতড়িৎ তোয়দৌ যথা ॥ ২৮ ॥

২৬। লো-টী। নীহারেণ নীহার ইত্যর্থঃ।

২৭। লো-টী। তন্ত নারায়ণস্ত রোষাৎ তদ্রোষাৎ রক্ষোহননেন ক্রোধাৎ

নারায়ণের শরাঘাতে জর্জরিত এবং শঙ্খধ্বনি শ্রবণে অতিশয় বিহ্বল হইয়া সেই পরাজিত রাক্ষসবাহিনী লঙ্কাভিমুখে গমন করিল ॥ ২৪ ॥

নারায়ণের শরে আহত হইয়া সেই রাক্ষসসৈন্যগণ পলায়ন করিলে সুমালী শরসমূহ দ্বারা যুদ্ধে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল ॥ ২৫ ॥

সুমালী বিযুগ্ধে তুহিনাবৃত ভাস্করের আয় আচ্ছাদিত করিলে বীৰ্য্যবান্ রাক্ষসগণ পুনরায় ধৈর্য্য ধারণ করিল ॥ ২৬ ॥

তারপর সেই বলগর্বিত রাক্ষস ক্রোধবশতঃ ভীষণ শব্দ করত রাক্ষসদিগকে যেন পুনরুজ্জীবিত করিয়াই ধাবিত হইল ॥ ২৭ ॥

রাক্ষস সুমালী হস্তীর শুণ্ডের আয় স্বর্ণাভরণভূষিত হস্ত উত্তোলনপূর্বক আনন্দে বিহ্বাদ্যুক্ত মেঘের আয় গর্জন করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

১। ছ 'তু ল'। ২। ছ 'জ্ঞান'। ৩। ক 'নীহারমিব'। ৪। ছ 'তদৈব তন্ত তৎক্রোধাদ্রা'।
৫। ছ 'ননা'।

তস্মানানর্দতন্তু^১চ্চৈঃ শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্ ।

চিচ্ছেদ যন্তরস্থাশ্চ প্রোদ্ভ্রান্তান্তস্ম্য রক্ষসঃ ॥ ২৯ ॥

অশ্বৈরুদ্ভ্রাম্যতে ভ্রান্তৈস্তৈঃ সুমালী নিশাচরঃ ।

ইন্দ্রিয়ার্থৈঃ পরিভ্রান্তৈর্বৃন্তিহীনঃ পুমানিব ॥ ৩০ ॥

স তু তান্ সংনিয়ম্যাস্থানি^২ন্দ্রিয়ার্থান্ যথা যতিঃ ।

স্থিতোহভূদচলো ভূত্বা স্থাপয়িত্বাগ্রতো রথম্ ॥ ৩১ ॥

ততো^৩ হরিং মহাবাহুং প্রপতন্তং রণাজিরে ।

মালী হৃত্যদ্রবদ্বীরঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ॥ ৩২ ॥

২৯। লো-টী। নানদতঃ নানতমানস্ তস্মান্ সুমালিনঃ, যন্তঃ সারথৈঃ; ততশ্চ তস্ম্য রক্ষসঃ অস্থাঃ প্রোদ্ভ্রান্তাঃ বলয়ুঃ ।

৩০। লো-টী। অভ্রাম্যত বলমে। ইন্দ্রিয়ার্থৈরিন্দ্রিয়ভোগ্যৈঃ ধনৈঃ পরিভ্রষ্টৈর্থৈঃ বৃন্তিহীনো দরিদ্রঃ ইতস্ততো ভ্রমতি তথা ।

৩১। লো-টী। ইন্দ্রিয়ার্থান্ ইন্দ্রিয়পদাভিধেয়ান্ ইন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। রথং স্থাপয়িত্বা অচলশ্চ ভূত্বা বিষ্ণোরগ্রতঃ স্থিতোহভূদিত্যর্থঃ ।

হরি উচ্চৈঃশ্বরে গর্জনকারী ‘সুমালি’ রাক্ষসের সারথির উজ্জ্বল-কুণ্ডলশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন; তাহার অশ্বগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

দরিদ্র ব্যক্তি যেরূপ অনিয়ত (অস্থির) ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়দ্বারা অস্থির হয়, সেইরূপ সেই সুমালী সারথিবিহীন ভ্রাম্যমাণ অশ্ববৃন্দদ্বারা ভ্রামিত হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মচারী যেরূপ ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করেন, সেইরূপ সুমালী সেই অশ্ব-দিগকে সংযত করিয়া সম্মুখে রথ স্থাপনপূর্বক নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর মহাবীর মালী শরযুক্ত কাম্বুক গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হরির প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৩২ ॥

ମାଲିଚାପଚ୍ୟାତା ବାଘାଃ କାର୍ତ୍ତିସ୍ବରବିଭୃଷିତାଃ ।

ବିବିଶ୍ବହରିମାମାତ୍ର କ୍ରୌଞ୍ଚଃ ପତ୍ରରଥା ଇବ ॥ ୩୩ ॥

ଅର୍ଦ୍ଦ୍ୟମାନଃ ଶରୈଃ ସୋହଥ ମାଲିମୁକ୍ତୈଃ ସହସ୍ରଶଃ ।

ଚୁକ୍ଷୁଭେ ନ ରଣେ ବିଫୁଞ୍ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଇବାବିଭିଃ ॥ ୩୪ ॥

ଅଥ ମେଘରାଶ୍ବନଂ କୃତ୍ବା ଭଗବାନ୍ ଭୂତଭାବନଃ ।

ମାଲିନଂ ପ୍ରାପ୍ତି ବାଘୋଘାନ୍ ସମର୍ଜ୍ଜାମିଗଦାଧରଃ ॥ ୩୫ ॥

ମାଲିନୋ ଦେହମାମାତ୍ର ବଞ୍ଚବିଦ୍ୟୁଃପ୍ରଭାଃ ଶରାଃ ।

ବହୁ ରକ୍ତଂ ପପୁଷ୍ଟସ୍ତ ନାଗା ଇବ ପୁରାୟତମ୍ ॥ ୩୬ ॥

୩୩ । ଲୋ-ଟୀ । କ୍ରୌଞ୍ଚଃ ପର୍ବତଂ ପତ୍ରରଥାଃ ପକ୍ଷିଣଃ ।

୩୪ । ଲୋ-ଟୀ । ଆବିଭିଃ ପ୍ରତ୍ୟାଶାଭିର୍ବାସନୈର୍ବା । 'ଆଧିଃ ପୁମାନ୍ ଚିତ୍ତପୀଢ଼ା-
ପ୍ରତ୍ୟାଶାବନ୍ଧକେଷୁ ଚ । ବାସନେ ଚାପାଧିଷ୍ଠାନେ' ଇତି କୋଷଃ ।

୩୫ । ଲୋ-ଟୀ । ନାଗା ଗଜାଃ ଋଷାଃ ଅମୃତଂ ଋଷାତୁଲ୍ୟାଂ ଜଳମ୍ । 'ଅମୃତଂ ଶ୍ବାଦ୍ ବଞ୍ଚଶେଷେ
ପିୟୂଷେ ସଲିଳେ ହୃତେ' ଇତି କୋଷଃ ।

ମାଲୀର ଧନୁକ ହସିତେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ଶୁଭର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତ ବାଘସମୂହ ପକ୍ଷିଗଣ ଯେରୂପ କ୍ରୌଞ୍ଚ-
ପର୍ବତେ ପ୍ରାବେଶ କରେ, ସେହିରୂପ ହରିର ଶରୀରମଧ୍ୟେ ପ୍ରାବେଶ କରିଲ ॥ ୩୩ ॥

ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମନ ଚିତ୍ତପୀଢ଼ାୟ ବିଫୁକ୍ତ ହ'ନ ନା, ତখন ହରି ସେହିରୂପ
ମାଲୀର ନିକ୍ଷିପ୍ତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଶରଦ୍ବାରା ନିପୀଡ଼ିତ ହଇয়া ଓ ଯୁଦ୍ଧେ ବିଫୁକ୍ତ ହଇଲେନ ନା ॥ ୩୪ ॥

ଅନନ୍ତର ଖଢ଼ଗ ଏବଂ ଗଦାଧାରୀ ଭଗବାନ୍ ବିଫୁ ଜ୍ୟାଶକ୍ତ କରିয়া ମାଲୀର ଉପରେ
ଶରସମୂହ ନିକ୍ଷେପ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥ ୩୫ ॥

ପୁରାକାଳେ ସର୍ପଗଣ ଯେରୂପ ଅମୃତ ପାନ କରିয়াଛିଲ, ସେହିରୂପ ବଞ୍ଚ ଏବଂ
ବିଦ୍ବ୍ୟାତର ଶ୍ରାୟ ପ୍ରଭାବିଶିଷ୍ଟ ଶରସମୂହ ମାଲୀର ଶରୀରେ ପ୍ରାବେଶ କରିয়া ତାହାର ଗ୍ରହଣ
ରକ୍ତ ପାନ କରିଲ ॥ ୩୬ ॥

মালিনং বিমুখং কৃৎস্না শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।

শিঠিতঃ শরৈর্ধ্বজং চাপং বাজিনশ্চাপ্যপাতয়ৎ ॥ ৩৭ ॥

গদামাদায় বিরথস্ততো মালী নিশাচরঃ ।

আপুপ্পু বে গদাপাণির্গির্ঘ্যাগ্রাদিব কেশরী ॥ ৩৮ ॥

স তদা গরুড়ং সঙ্খ্যে ঈশানং বৈ যথাক্রকঃ ।

জঘান শিরসি ক্রুদ্ধো বজ্রেণেন্দ্র ইষাচলম্ ॥ ৩৯ ॥

গদয়াভিহতস্তেন মালিনা গরুড়ো ভূশম্ ।

রণাং পরাঙ্ঘ্রুখং দেবং কৃতবান্ বেদনাতুরঃ ॥ ৪০ ॥

পরাঙ্ঘ্রুখে কৃতে দেবে গরুড়েন পতত্রিণা ।

বভূব রক্ষসাং নাদঃ সিংহানামিব গর্জ্জতাম্ ॥ ৪১ ॥

৩৮। লো-টা। গিঘ্যাগ্রাং গিরেঃ শৃঙ্গাং ।

তখন শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণ মালীকে পরাঙ্ঘ্রুখ করিয়া তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা তাহার ধ্বজ, কাম্বুক এবং অশ্ব সকলকে পাতিত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর রাক্ষস মালী রথহীন হইয়া গদা গ্রহণ করত পর্বতশৃঙ্গ হইতে সিংহের আয় গদাহস্তে উল্লম্বন করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

অন্ধকাম্বুর যেমন মহাদেবকে আঘাত করিয়াছিল এবং ইন্দ্র যেমন পর্বতের উপর বজ্রাঘাত করিতেন, সেইরূপ সেই রাক্ষস তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গরুড়ের মস্তকে আঘাত করিল ॥ ৩৯ ॥

সেই মালীর গদাঘাতে গরুড় অত্যন্ত অভিভূত এবং বেদনায় কাতর হইয়া হরিকে যুদ্ধ হইতে পরাঙ্ঘ্রুখ করিল ॥ ৪০ ॥

পক্ষিপ্ৰবর গরুড় হরিকে পরাঙ্ঘ্রুখ করিলে সিংহসমূহের গর্জনের আয় রাক্ষসগণ ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

রক্ষসাং নদতাং নাদং শ্রুত্বা হরিহয়ানুজঃ ।

পরাদ্বুখোহপ্যুৎসসর্জ চক্রং মালিজিঘাংসয়া ॥ ৪২ ॥

তৎ সূর্য্যমণ্ডলাভাসং স্বভাসা ভাসয়ন্ নভঃ ।

কালচক্রনিভং চক্রং মালিশীর্ষমপাহরৎ ॥ ৪৩ ॥

তচ্ছিরো রাক্ষসেন্দ্রশ্চ চক্রোৎকৃভং বিভীষণম্ ।

পপাত রুধিরোদগারি পুরা রাহুশিরো যথা ॥ ৪৪ ॥

ততঃ স্তরৈঃ স্তসংহৃষ্টৈঃ সর্বপ্রাণসমীরিতঃ ।

সিংহনাদরবো মুক্তঃ সাধু দেবেতিবাদিভিঃ ॥ ৪৫ ॥

মালিনং নিহতং দৃষ্ট্বা স্তুমালী মাল্যবানপি ।

সবলৌ শোকসন্তপ্তৌ লক্ষাং প্রতি বিধাবিতৌ ॥ ৪৬ ॥

৪২। লো-টী। হরিহয়ো বাসবস্তানুজঃ।

[লো-টী।] বিষৃক্তাঃ প্রাণেভ্যো বিযোজিতাঃ ‘বিযুক্তা’ ইতি বা পাঠঃ।

৪৫। লো-টী। সর্ব প্রাণসমীরিতঃ কৃতঃ যুক্তস্তংকালোচিতঃ।

ইন্দ্রানুজ বিষু ভীষণশব্দকারী রাক্ষসদিগের গর্জ্জন শুনিয়া পরাদ্বুখ হইয়াও মালীর বধকামনায় চক্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪২ ॥

সূর্য্যমণ্ডলতুল্য প্রভাময় কালচক্র-সদৃশ সেই চক্র স্বীয় প্রভায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মালীর মস্তক ছেদন করিল ॥ ৪৩ ॥

চক্রদ্বারা কণ্ঠিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মালীর সেই ভয়ঙ্কর মস্তক পুর্ব্বাকালে রাহুর মস্তকের তায় শোণিত ক্ষরণ করিতে করিতে পতিত হইল ॥ ৪৪ ॥

তখন সমস্ত দেবগণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া ‘দেব, সাধু সাধু’ এই বলিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

মালীকে নিহত দেখিয়া স্তুমালী এবং মাল্যবান্ শোকসন্তপ্ত হইয়া সেনা-সমভিব্যাহারে লক্ষার দিকে ধাবিত হইল ॥ ৪৬ ॥

গরুড়স্ত সমাশ্বস্তঃ সংনিবৃত্ত্য যথামনঃ ।

রাক্ষসান্ পাতয়ামাস পক্ষবাতেন কোপিতঃ ॥ ৪৭ ॥

নারায়ণোহপ্যাপ্ত বরেযুভিঃ প্রভুঃ বিদারয়ামাস ধনুর্বিষ্মুক্তৈঃ ।

নৃত্তকরান্ মুক্তবিধূতকেশান্ যথাশনিভিস্ত নগান্ মহেন্দ্রঃ ॥ ৪৮ ॥

ভিন্নাতপত্রং প্রতিবিক্ষান্ত্রং শরৈঃ সমস্তাদভিভিন্নদেহম্ ।

বিনির্গতান্ত্রং ভয়লোলনেত্রং বলং তদুন্মত্তনিভং বভূব ॥ ৪৯ ॥

সিংহাদিতানামিব কুঞ্জরাণাং নিশাচরাণাং সহকুঞ্জরাণাম্ ।

রবশ্চ বেগশ্চ সমং বভূব পুরা নৃসিংহেন ভয়াদ্দিতানাম্ ॥ ৫০ ॥

সংবাদ্যমানা হরিবাণজালৈস্তে বাণজালানি সমুৎসৃজন্তঃ ।

ধাবন্তি নৃত্তকরকালমেঘা বায়ুপ্রণুমা ইব কালমেঘাঃ ॥ ৫১ ॥

৪৭। লো-টী। যথা মনঃ তথৈব পীড়য়ামাস।

৪৯। লো-টী। পতমানবস্ত্রং ভয়াদসংবৃতবস্ত্রং সমারোপিতানি সম্যক্ কাম্পিতানি ভীমানি পত্রাণি বাহনানি যন্ত তৎ।

৫০। লো-টী। রবঃ শব্দঃ সমম্ একদৈব পুরাণসিংহেন পূর্বনরসিংহমুপ্তিনা।

৫১। লো-টী। নৃত্তকরকালমেঘা নৃত্তকরাঃ কৃষ্ণবর্ণমেঘাঃ কালমেঘাঃ কৃষ্ণবর্ণা বা।

গরুড় আশ্বস্ত এবং প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রোষবশতঃ পক্ষবায়ুদ্বারা যথেষ্টভাবে রাক্ষসদিগকে ভূপাতিত করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

ইন্দ্র যেরূপ বজ্রদ্বারা পর্বতসমূহ বিদারণ করিতেন প্রভু নারায়ণও সেইরূপ ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত উৎকৃষ্ট শরদ্বারা রাক্ষসদিগকে বিদারিত করিতে লাগিলেন। [শরবেগে] তাহাদের কেশ উৎপাটিত ও কাম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

সেই রাক্ষসসৈন্য উন্মত্তের স্থায় হইল, শরাঘাতে তাহাদের ছত্র বিদৌর্ণ হইল, শস্ত্র প্রতিহত হইল, গাত্র ক্ষতবিক্ষত হইল, অস্ত্র (নাড়িভূঁড়ি) বাহির হইয়া পড়িল এবং চক্ষুঃ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

সিংহাক্রান্ত হস্তিগণের ন্যায় সেই হস্তিযুগ্মসম্বিত রাক্ষসগণের বেগ ও আর্দ্রনাদ পুরাকালে নৃসিংহমুপ্তিধারী বিষ্ণুর ভয়ে পীড়িত রাক্ষসগণের [বেগ ও আর্দ্রনাদের] সমান হইল ॥ ৫০ ॥

বিষ্ণুর শরসমূহে পীড়িত হইয়া কালমেঘসদৃশ রাক্ষসগণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে

১। ক 'নিগ'। ২। হ 'পাতেন'। ৩। হ 'মুঃশ্'। ৪। হ 'বিধ্বস্তচাপাসিনিবৃত্তবাণান্'। ৫। হ 'ক্লিন্ন'। ৬। হ 'পতমান'। ৭। হ 'ভ্রুঃখেন লকো বিজয়ো হি দেবৈঃ'। ৮। হ 'বুদ্ধে স্থিতানাং হি বয়ঃস্থিতানাং'। ৯। ক 'সংমদিতা বৈ'। ১০। হ 'লৈঃ স্বা'।

চক্রপ্রহারৈর্বিবিন্ধুর্ভীষাঃ সংচূর্ণিতাঙ্গাশ্চ গদাপ্রহারৈঃ ।

অসিপ্রহারৈর্বিবিধৈর্বিভিন্নাঃ পতন্তি শৈলা ইব রাক্ষসেন্দ্রাঃ ॥ ৫২ ॥

চক্রোৎকৃভাস্ত্রকমলা গদাসংচূর্ণিতোরসঃ ।

লাঙ্গলাকর্ষিতগ্রীবা মুষলৈর্ভিন্নমস্তকাঃ ॥ ৫৩ ॥

কেচিচ্চৈবাসিনা চ্ছিন্নাস্তথান্মে শরপীড়িতাঃ ।

নিপেতুরম্বরাতূর্ণং রাক্ষসাঃ সাগরাস্তসি ॥ ৫৪ ॥

ততোহম্বরং প্রচ্যুতহারকুণ্ডলৈর্নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ ।

নিপাত্যমানৈর্দদৃশে নিরন্তরং বিশীর্ণ্যমাণৈরিব নীলপর্বতৈঃ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যর্ধে বায়্মাকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মালিবধো নাম

সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

৫৩। লো-টী। চক্রোৎকৃভাস্ত্রানি ছিন্নানি অস্ত্রকমলানি যেবাং তে। আকলিতা ভগ্না।

৫৫। লো-টী। প্রচ্যুতা গাত্রেভ্যাঃ নিঃসৃতা হারাঃ কুণ্ডলানি চ যেবাং তৈঃ, বিঘূনা নিপাত্যমানৈর্নিরন্তরং নিশিচ্ছদ্রং দদৃশে ভূতলং সাগরাস্তো বেতি শেষঃ।

মালিবধঃ ॥ ৭ ॥

করিতে বায়ুচালিত কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ধাবিত হইল ॥ ৫১ ॥

চক্রপ্রহারে রাক্ষসদিগের মস্তক ছিন্ন হইল, গদাঘাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল, তাহারা নানাপ্রকার খড়্গাঘাতে বিদারিত হইয়া পর্বতের আয় পতিত হইল ॥ ৫২ ॥

তাহাদের মুখকমল চক্রদ্বারা ছিন্ন, বক্ষঃস্থল গদাঘাতে বিচূর্ণিত, গ্রীবা লাঙ্গলদ্বারা আকর্ষিত এবং মস্তক মুষলদ্বারা বিদারিত হইল; কোন কোন রাক্ষস অসিদ্বারা ছিন্ন এবং কেহ কেহ শরদ্বারা আহত হইয়া অতিক্রান্ত আকাশ হইতে সমুদ্রজলে নিপতিত হইল ॥ ৫৩-৫৪ ॥

তখন বিশীর্ণ্যমাণ নীলপর্বতের আয় হার ও কুণ্ডলবিহীন নীলমেঘতুলা নিপতিত রাক্ষসবৃন্দে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন দেখা গেল ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বায়্মাকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মালিবধ-নামক

৭ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

(৮) অষ্টমঃ সর্গঃ

হস্তমানে বলে তস্মিন্ পদ্মনাভেন পৃষ্ঠতঃ ।

মাল্যবান্ সংনিবৃত্যথ বেলাতিগ ইবার্গবঃ ॥ ১ ॥

সংরক্তনয়নঃ কোপাচ্চলম্মৌলিনিশাচরঃ ।

পদ্মনাভমিদং প্রাহ বচনং পরমং তদা ॥ ২ ॥

নারায়ণ ন জানীষে ক্ত্রয়ধর্ম্যং সনাতনম্ ।

অযুদ্ধমনসো যমো ভগ্নান্ হংসি যথৈতরঃ ॥ ৩ ॥

পরাদ্ব্যুথবধং পাপং যঃ করোতি স ইতরঃ ।

ন হস্তা ন হতঃ স্বর্গং লভতে তেন কর্ম্মণা ॥ ৪ ॥

যুদ্ধশ্রদ্ধাথবা তেহস্তু চক্রশার্ঙ্গ'গদাধর ।

অহং স্থিতোহস্মি পশ্যামি বলং দর্শয় যন্তব ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। পৃষ্ঠতো হস্তমানে বেলাতিগ ইবার্গবঃ লজ্জিতমর্ধ্যাদ ইব জুদ্ধঃ

৪। লো-টী। ন হস্তা ন হতঃ উভয়ম্।

সেই সৈন্যগণ বিষ্ণুকর্তৃক পশ্চাৎ হইতে নিহত হইলে বেলাভূমি অতিক্রম-
কারী সমুদ্রের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত মাল্যবান্ ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া মস্তক
সঞ্চালনপূর্বক বিষ্ণুকে এইরূপ কর্কশবাক্য বলিল—॥ ১-২ ॥

নারায়ণ, তুমি সনাতন ক্ত্রিয়ধর্ম্য অবগত নও ; কারণ, তুমি যুদ্ধে
অমনোযোগী ও পলায়ননিরত আমাদিগকে ইতরের আয় বধ করিতেছ ॥ ৩ ॥

যে পরাদ্ব্যুথ ব্যক্তির বধরূপ পাপ করে, সে ইতর ; তাদৃশ কার্য্যদ্বারা নিহস্তা
অথবা নিহত ব্যক্তি, কেহই স্বর্গলাভ করে না ॥ ৪ ॥

অথবা হে চক্র-শার্ঙ্গ'-গদাধর ! যদি তোমার যুদ্ধের বাসনা থাকে, তবে
তোমার যত বল আছে দেখাও, আমি অবস্থিত হইয়া তাহা দেখিতেছি ॥ ৫ ॥

১। হ 'তোষ'। ২। হ 'অয়ং স্থিতোহহং'।

মাল্যবন্তং স্থিতং দৃষ্ট্বা মাল্যবন্তমিবাচলম্ ।

উবাচ রাক্ষসেন্দ্রং তং দেবরাজানুজো বলী ॥ ৬ ॥

যুগ্মভো ভয়ভীতানাং দেবানামভয়ং ময়া ।

রাক্ষসোৎসাদনং দত্তং তদেতদমুপালাতে ॥ ৭ ॥

প্রাণৈরপি প্রিয়ং কার্যং দেবতানাং সদা ময়া ।

সৌহৃৎ বো নিহনিষ্যামি রসাতলগতানপি ॥ ৮ ॥

বিষ্ণুমেবং ক্রবাণং তু স তদা পুরুষোত্তমম্ ।

শক্ত্যা বিভেদ সংক্ৰুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রো ননাদ চ ॥ ৯ ॥

মাল্যবন্তুজনিষ্মুক্তা শক্তির্ঘণ্টাকৃতম্বনা ।

হরেকরসি বজ্রাজ মেঘশ্বেব শতহুদা ॥ ১০ ॥

১০। লো-টী। শতহুদা বিজ্ঞাৎ।

বলশালী বিষ্ণু মাল্যবান্ পর্বতের আয় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই মাল্যবান্কে অবস্থিত দেখিয়া তাহাকে বলিলেন— ॥ ৬ ॥

আমি তোমাদের ভয়ে ভীত দেবগণকে রাক্ষসনাশের প্রতিশ্রুতি দিয়া অভয়দান করিয়াছি, এখন তাহাই প্রতিপালন করিতেছি ॥ ৭ ॥

প্রাণ দিয়াও দেবতাদের প্রিয়কার্য্য সর্বদা আমার কর্তব্য, তোমরা পাতালে প্রবেশ করিলেও আমি তোমাদিগকে বধ করিব ॥ ৮ ॥

পুরুষোত্তম বিষ্ণু এইরূপ বলিলে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মাল্যবান্ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শক্তিদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করত গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

মাল্যবানের বাহুনিষ্কণ্ট শক্তি ঘণ্টাদ্বারা শকায়মান হইয়া মেঘস্থিত বিজ্ঞাতের ন্যায় বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১০ ॥

ততস্তামেব নিষ্কৃষ্য শক্তিং শক্তিধরপ্রিয়ঃ ।

মালাবস্তং সমুদ্दिश्य চিত্তেপান্মুরূহেক্ষণঃ ॥ ১১ ॥

স্বন্দোৎসৃষ্টেব সা শক্তির্গোবিন্দকরনিঃসৃতা ।

কাজ্জন্তৌ রাক্ষসং প্রায়াৎ মহোন্ধেবাজ্ঞনাচলম্ ॥ ১২ ॥

সা তস্যোরসি বিস্তীর্ণে হারভাভিঃ প্রভাসিতে ।

অপতদ্রাক্ষসেন্দ্রস্য গিরিকূটে যথাশনিঃ ॥ ১৩ ॥

তয়া ভিন্নতনুদ্রাণঃ প্রাবিশদ্বিপুলং তমঃ ।

মালাবান্ পুনরাশ্বস্তস্তস্মৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১৪ ॥

ততঃ কাষায়সং শূলং কণ্টকৈর্বহুভিশ্চিতম্ ।

প্রগৃহ্য আবধীদেবং স্তনয়োরন্তরে দৃঢ়ম্ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। অভিনিষ্কৃষ্য উরসো নিঃসার্য্য, শক্তিধরপ্রিয়ঃ শক্তিধরোহয়িঃ তৎপ্রিয়ো যজ্ঞঃ 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু' র্মিত শ্রুতেঃ।

১২। লো-টী। স্বন্দেন গুহেন উৎসৃষ্টা শক্তিরিব, অজ্ঞনাচলং কৃষ্ণপর্বতম্।

১৪। লো-টী। তমো মোহম্।

শক্তিধরপ্রিয় কমললোচন বিষ্ণু সেই শক্তিই উত্তোলিত করিয়া মালাবান্ রাক্ষসের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১ ॥

কার্ত্তিকেয়-নিষ্কিপ্ত শক্তির ন্যায় গোবিন্দের হস্ত হইতে নিষ্কিপ্ত সেই শক্তি অজ্ঞনপর্বতের প্রতি বৃহৎ উদ্ধার ন্যায় সেই রাক্ষসের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ১২ ॥

হারপ্রভায় উদ্ভাসিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মালাবানের বিশাল বক্ষঃস্থলে সেই শক্তি পর্বতশৃঙ্গেপরি বজ্রের ন্যায় পতিত হইল ॥ ১৩ ॥

সেই শক্তির প্রহারে বর্ষ্য বিদীর্ণ হওয়ায় মালাবান্ বিষম মোহে আবিষ্ট হইল, কিন্তু পুনরায় আশ্বস্ত হইয়া অটল পর্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

তার পর সে বহুকণ্টক-পরিব্যাপ্ত লোহনির্মিত শূল গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃঢ়ভাবে প্রহার করিল ॥ ১৫ ॥

তথৈব রণরক্তস্ত মুষ্টিনা সোহরুণান্নুজম্ ।

তাড়য়িত্বা ধনুর্মাত্রমপক্রান্তো নিশাচরঃ ॥ ১৬ ॥

ততোহন্বরে মহান্ শব্দঃ সাধু সাধ্বি^১তি চোথিতঃ ।

আহত্য রাক্ষসো বিষ্ণুং গরুড়ং চাপ্যতাড়য়ৎ ॥ ১৭ ॥

বৈনতেয়স্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পক্ষবাতেন রাক্ষসম্ ।

ব্যবাহ বলবান্ বায়ুঃ শুক্ষপর্গচয়ং যথা ॥ ১৮ ॥

দ্বিজেশপক্ষবাতেন বীক্ষ্য দ্রাবিতমগ্রজম্ ।

সুমালী স্ববলৈঃ সার্কং লক্ষ্যমভিমুখো যযৌ ॥ ১৯ ॥

পক্ষবাতসমুদ্ভূতো মাল্যবানপি রাক্ষসঃ ।

স্ববলেন সমাগম্য যযৌ লক্ষ্যং হ্রিয়া বৃতঃ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। 'রণরক্ত' ইতি পাঠঃ। 'রণরক্ত' ইতি পাঠে রণাহরক্তঃ। ধনুর্মাত্রং
হস্তচতুষ্টয়ম্।

১৮। লো-টী। উবাহ দ্ব্যন্তো নীতবান্ 'ব্যবাহ' ইতি বা পাঠঃ।

২০। লো-টী। হ্রিয়া লজ্জয়'।

রণপ্রিয় সেই রাক্ষস গরুড়কেও মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিয়া হস্তচতুষ্টয়
মাত্র পশ্চাৎপদ হইল ॥ ১৬ ॥

তখন আকাশে 'সাধু সাধু' ইত্যাকার মহান্ শব্দ উথিত হইল, রাক্ষস
মাল্যবান্ বিষ্ণুকে আহত করিয়া গরুড়কেও প্রহার করিল ! ॥ ১৭ ॥

তার পর গরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবল বায়ু যেমন শুক্ষপত্ররাশি উড়াইয়া লইয়া
যায়, সেইরূপ পক্ষবায়ুদ্বারা সেই রাক্ষসকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৮ ॥

গরুড়ের পক্ষবায়ুতে অগ্রজ মাল্যবান্কে বিভাড়িত দেখিয়া সুমালী স্বীয়
সৈন্যগণের সহিত লক্ষ্যভিমুখে গমন করিল ॥ ১৯ ॥

পক্ষসমুত্ত বায়ুদ্বারা উৎক্ষিপ্ত মাল্যবান্-রাক্ষসও লজ্জিত হইয়া সৈন্যগণের
সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্যভিমুখে প্রস্থান করিল ॥ ২০ ॥

১। হ 'তাথোথিতঃ'। ২। ৬ 'বাতাড়য়ৎ'। ৩। ৮ 'সুদা'। ৪। ৫ 'তাড়িতমগ্রজম্'।

এবং তে রাক্ষসা রাম হরিণা হরিণেক্ষণ ।

বহুশঃ সমরে ভগ্না হতপ্রবরনায়কাঃ ॥ ২১ ॥

অশকু বস্তুস্তে বিষুং প্রতিষোকুং ভয়াদ্ভিতাঃ ।

ত্যক্তা লক্ষাং গতা বস্তুং পাতালং পন্নগালয়ম্ ॥ ২২ ॥

সুমালিনং সমাসাণ্ড রাক্ষসং রঘুনন্দন ।

স্থিতঃ প্রখ্যাতবীৰ্য্যো বৈ বংশঃ শালঙ্কটকটঃ ॥ ২৩ ॥

কথিতা রাক্ষসা রাম এতে শালঙ্কটকটঃ ।

যে ভয়া নিহতাস্তে বৈ পৌলস্ত্যা নাম রাক্ষসাঃ ॥ ২৪ ॥

সুমালী মাল্যবান্ মালী যে চ তেষাং পুরঃসরাঃ ।

সর্বৈ হেতে মহাভাগা রাবণাদ্বলবত্তরাঃ ॥ ২৫ ॥

২২। লো-টী। ‘অশকুবস্তু’ ইতি পাঠঃ, ‘অশকুবস্তু’ ইতি বা।

হে আয়তলোচন রামচন্দ্র, এইরূপে হরি প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে নিহত করিয়া বহুবার সেই রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন ॥ ২১ ॥

ভয়ার্ত্ত সেই রাক্ষসগণ বিষুর সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া লক্ষা পরিভ্যাগপূর্বক সর্পের আশ্রয় পাতালে বাস করিতে গমন করিল ॥ ২২ ॥

হে রঘুনন্দন, বিখ্যাত বীৰ্য্য শালঙ্কটকটের বংশে [একমাত্র] রাক্ষস সুমালীই অবশিষ্টে রহিল ॥ ২৩ ॥

রামচন্দ্র, যাহাদের কথা বলিলাম সেই রাক্ষসগণ শালঙ্কটকটী-বংশীয়, আপনি যাহাদিগকে নিহত করিয়াছেন তাহারা পুলস্ত্যবংশ-সম্ভূত ॥ ২৪ ॥

সুমালী, মাল্যবান্, মালী এবং তাহাদের অনুচরগণ, সকলেই রাবণ হইতে অধিকতর বলবান্ এবং সৌভাগ্যবান্ ছিল ॥ ২৫ ॥

ন চান্যো রক্ষসাং হস্তা হরেষস্তু রিপুঞ্জয় ।

স্বাতে নারায়ণাদ্বেচ্ছাচ্ছাঙ্গগদাধরাৎ ॥ ২৬ ॥

ভবান্ নারায়ণো দেবশ্চতুর্শ্মৃতিঃ সনাতনঃ ।

রাক্ষসান্ হস্তমুৎপমো হৃজেয়ঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ২৭ ॥

নষ্টধর্মব্যবস্থাতা কালে কালে প্রজাকরঃ ।

নিত্যোত্ততো দম্যবধে শরণাগতবৎসলঃ ॥ ২৮ ॥

এষা ময়া তব নরাধিপ রাক্ষসানাম্

উৎপত্তিরত্ব কথিতা সকলা যথাবৎ ।

ভূয়ো নিবোধ রঘুনন্দন রাবণশ্চ

জন্ম প্রভাবমতুলং সমুত্তম্য সর্বম্ ॥ ২৯ ॥

২৭। গো-টী। চতুর্শ্মৃতিঃ রাম-লক্ষণ-ভরত-শত্রুঘ্নরূপঃ ।

প্রহেত্যাখ্যানম্ । ৮ ।

হে শত্রুঞ্জয়, দেবগণের মধ্যেও শাঙ্গ-চক্র-গদাধর নারায়ণ ভিন্ন অন্য কেহ রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পারেন না ॥ ২৬ ॥

আপনিই অপরাজেয়, সর্বনিয়ন্তা এবং সর্ববিকারশূন্য সনাতন, নারায়ণ দেব
✓ চতুর্শ্মৃতি (রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্নরূপ) হইয়া রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য জন্মিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

আপনিই যুগে যুগে নষ্টধর্মের উদ্ধারকর্তা, প্রজাসৃষ্টিকারক এবং সর্বদা দম্যবধে উত্তম ও শরণাগতবৎসল ॥ ২৮ ॥

রাজন্, আজ আমি আপনার নিকট রাক্ষসদিগের উৎপত্তির এই সকল বিবরণ আত্মপূর্বিক বলিলাম ; হে রঘুনন্দন, পুনরায় রাবণ ও তাহার পুত্রদের জন্ম এবং অতুল প্রভাবের বিষয় আত্মপূর্বিক শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥

চিরাৎ স্মালী ব্যচরদ্‌সাতলে

স রাক্ষসো বিষ্ণুভয়াদিতস্তদা ।

পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সমন্বিতো বলী

ততস্ত লঙ্কামবিশদ্বনেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গ্রহেত্যাখ্যানং নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

বিষ্ণুর ভয়ে ভীত সেই বলবান্ রাক্ষস স্মালী যখন দীর্ঘকাল পুত্র-পৌত্র
সমভিব্যাহারে রসাতলে বিচরণ করিতেছিল, সেই সময়ে ধনেশ্বর কুবের লঙ্কায়
প্রবেশ করেন ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বান্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গ্রহেত্যাখ্যান-নামক
৮ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

(৯) নবমঃ সর্গঃ

কশ্চচিৎকথ কালশ্চ স্মালী স তু রাক্ষসঃ ।

রসাতলামৃত্যলোকং সর্বং বৈ বিচচার হ ॥ ১ ॥

নীলজীমূতসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ ।

সুতামাদায় কল্যাণীং বিনা পদ্মমিব শ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

রাক্ষসেন্দ্রঃ স তু তদা বিচরন্ বৈ মহীতলে ।

গচ্ছন্তং গগনেহপশ্যৎ পুষ্পকেণ ধনেশ্বরম্ ।

পিতরং দ্রষ্টুকামং স মাতরঞ্চ রঘুব্রহ ॥ ৩ ॥

তং দৃষ্ট্বা সুরসংকাশং বিমানে পাবকোপমম্ ।

হিতার্থং চিন্তয়ামাস রাক্ষসানাং নিশাচরঃ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টা। পিতরং মাতরঞ্চ দ্রষ্টুং গগনে গচ্ছন্তং ধনেশ্বরং স তু রাক্ষসেন্দ্রো নিশাচরোহপশ্যদিতি সাক্ষেনাঘঃ। গগনে কীদৃশে? আ সম্যক্ কাশতে ইত্যাকাশে মেঘাদিভি-
রনাবৃতে ইত্যর্থঃ।

কিছুদিন পরে উজ্জল সুবর্ণকুণ্ডল-ভূষিত নীলমেঘসদৃশ সেই রাক্ষস স্মালী পদ্মবিহীন লক্ষ্মীর ন্যায় সুলক্ষণা কন্যাকে সঙ্গে করিয়া রসাতল হইতে সমগ্র মৃত্যলোকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১-২ ॥

হে রাম, তখন সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ স্মালী ভূতলে বিচরণ করিতে করিতে ধনপতি কুবেরকে পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া পিতা এবং মাতার সন্দর্শনার্থে গগনমার্গে গমন করিতে দেখিল ॥ ৩ ॥

রাক্ষস স্মালী পুষ্পকরথে অগ্নিতুল্য এবং দেবোপম সেই ধনেশ্বর কুবেরকে দেখিয়া রাক্ষসদিগের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

১। হ 'রসাতলতলাৎ সর্বং মৃত্যলোকং চচার হ'। ২। হ 'ভূষণঃ'। ৩। হ 'কজাত' ৪।
হ '-মাকালে মাতরঞ্চ নিশাচরঃ'। ৫। হ '-সরসং-'।

কিমু কৃত্বা ভবেচ্ছে যো বর্দ্ধেমহি কথং বয়ম্ ।

সুতাং বিশ্রবসে দদ্যাং রাক্ষসীং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৫ ॥

স তু রাক্ষসশার্দূলঃ শার্দূলসমবিক্রমঃ ।

অথাত্রবীৎ সুতাং তত্র নৈকসীং নাম নামতঃ ॥ ৬ ॥

পুত্রি প্রদানকালন্তে যৌবনং চাতিবর্ততে ।

ত্বৎকৃতে চ বয়ং সর্বৈ যন্ত্রিতা ধর্মবুদ্ধয়ঃ ।

ত্বয়ি পুত্রি সমায়ুক্তং কস্ম্যং সংপৎস্তুতেহচিরাৎ ॥ ৭ ॥

ত্বং হি সর্বগুণোপেতা শ্রীরপদ্যেব নঃ কুলে ।

প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈস্ত্বং নাস্তরৈর্হ্রিয়সে শুভে ॥ ৮ ॥

৬। লো-টা। নাম প্রসিদ্ধে।

৭। লো-টা। অতি অতিশয়েন বর্ততে। যন্ত্রিতাঃ বশ্যৈ ভবতী দেয়া ইতি ব্যাকুলচিত্তাঃ
কামঃ মনোরথবিষয়ঃ, 'কস্ম্যে'তি বা পাঠঃ।

কি করিয়া আমাদের মঙ্গল হয় এবং কি প্রকারেই বা আমরা উন্নত হইতে পারি? [এই] সুন্দরী রাক্ষসী কন্যাকে বিশ্রবার হস্তে সম্প্রদান করা বর্তব্য ॥ ৫ ॥

অতঃপর শার্দূলসদৃশ বিক্রমশালী সেই রাক্ষসশার্দূল সুমালী নৈকসীনামে প্রসিদ্ধা স্বীয় ছুহিতাকে বলিল—বৎসে, তোমার সম্প্রদানকাল এবং যৌবন অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। বৎসে, আমরা সকলে ধর্মবুদ্ধি হইয়া তোমার উপযুক্ত পতিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি; তোমার উপর এই কার্যের ভার দিলে তাহা শীঘ্রই সফল হইবে ॥ ৬-৭ ॥

বৎসে, সমস্ত গুণে বিভূষিতা তুমি আমাদের বংশে পদ্মবিহীন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর নায়; প্রত্যাখ্যানের ভয়ে অনুরগণ তোমাকে হরণ করিতেছে না ॥ ৮ ॥

১। ক 'বৈশ্রবণে'। ২। হ 'হাস্ত'। ৩। হ 'দীং'। ৪। হ 'যুক্তঃ কামঃ'। ৫। ক 'শ্রীঃ সপদ্যেব'।

৬। অতঃপরম্ হ 'ন জ্ঞাতে বয়ঃ পুত্রি বজ্রানাং চারুদর্শনঃ।' ইত্যধিকম্।

‘কন্যাপিতৃং হুংখং হি সর্বেষাং মানকাজ্জিগাম্ ।

ন জায়তে বরঃ পুত্রি কন্যানাং চারুদর্শনে ॥ ৯ ॥

মাতুঃ কুলং পিতৃকুলং যত্র চৈব প্রদীয়তে ।

কুলত্রয়ং সদা কন্যা সংশয়স্থং কুরুতি হি ॥ ১০ ॥

সা ত্বং মুনিবরশ্রেষ্ঠং প্রজাপতিকুলোদ্ভবম্ ।

গচ্ছ বিশ্ববসং পুত্রি পৌলস্ত্যং বরয় স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

ঐদৃশাস্তে ভবিষ্যন্তি পুত্রাঃ পুত্রি ন সংশয়ঃ ।

তেজসা ভাস্করোদগ্ৰা যাদৃশোহয়ং ধনেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা কন্যকা পিতৃগৌরবাৎ ।

গত্বাশ্রমপদং তস্মৈ যত্রাস্তে স তু বিশ্ববাঃ ॥ ১৩ ॥

৯। গো-টী। কন্যাপিতৃং হুংখং হীতি বহুস্তং তদ্ বিবৃণোতি ‘ন জায়তে’ ইতি সার্কেন। কন্যানাং চারুদর্শনং যথা ভবতি তথা বরো ন জায়তে ন লভাতে।

১০। লো-টী। কিঞ্চ যত্র ভর্তৃকুলে, তৎকুলঞ্চ, এতৎ কুলত্রয়ং কন্যা চেদভদ্রা সংশয়ঃ নরকস্থম্।

১২। লো-টী। ভাস্করোদগ্ৰাঃ ভাস্করাদপি ভাস্করা ইব বা উদগ্ৰাস্তেজস্বিনঃ।

কন্যার পিতা হওয়া সমস্ত মানাকাজ্জী ব্যক্তির পক্ষেই হুংখজনক, বৎসে, চারুদর্শনে, কন্যাদিগের বর নিরূপণ করা যায় না ॥ ৯ ॥

মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল—এই কুলত্রয়কে কন্যা সর্বদা সংশয়াকুল করিয়া রাখে ॥ ১০ ॥

অতএব বৎসে, তুমি প্রজাপতি-কুলসম্ভূত মুনিবরশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যানন্দন বিশ্ববার নিকট গমন করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে পতিত্ব বরণ কর ॥ ১১ ॥

বৎসে, এই ধনেশ্বর কুবের যেমন তেজস্বী, তোমার পুত্রগণও এইরূপ ভাস্কর অপেক্ষাও তেজস্বী হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

সেই কন্যা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতার প্রতি গৌরববশতঃ বিশ্ববা-মুনির আশ্রমস্থানে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

এতশ্চিন্মন্তরে রাম পুলস্ত্যভনয়ো দ্বিজঃ ।

অগ্নিহোত্রমুপাতিষ্ঠচ্চতুর্থ ইব পাবকঃ ॥ ১৪ ॥

সা তু তং দারুণং কালমবুদ্ধা পিতৃগৌরবাৎ ।

উপসৃত্যগ্রতস্তস্য চরণেহধোমুখী স্থিতা ॥ ১৫ ॥

স তু তাং বীক্ষ্য ধর্ম্মাত্মা পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ।

অত্রবীৎ পরমোদারো দীপ্যমান ইবোজসা ॥ ১৬ ॥

ভদ্রে কন্তাসি দুহিতা কুতো বা ত্বমিহাগতা ।

কিং কার্য্যং কন্ত বা হেতোস্তত্ত্বতো ক্রহি তচ্ছূভে ॥ ১৭ ॥

এবমুক্তা তু সা কন্তা কৃতাজ্জলিরথাত্রবীৎ ।

রাক্ষসীং বিদ্ধি মাং ব্রহ্মন্ শাসনাৎ পিতুরাগতাম্ ॥ ১৮ ॥

নৈকসীমিতি নান্না বৈ শেষং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ।

তপঃপ্রভাবেণ মুনে যদর্থমহমাগতা ॥ ১৯ ॥

হে রাম, সেই সময়ে চতুর্থ অগ্নির ন্যায় পুলস্ত্যনন্দন দ্বিজবর বিশ্ববাঃ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥

সুমালীর কন্যা। সেই নিদারুণ সময় বুঝিতে না পারিয়া পিতৃগৌরব বশতঃ তাঁহার অগ্রে উপস্থিত হইয়া পদপ্রান্তে অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান পরম উদারপ্রকৃতি ধর্ম্মাত্মা মুনি পূর্ণচন্দ্রমুখী সেই কন্তাকে দেখিয়া বলিলেন— ॥ ১৬ ॥

ভদ্রে, তুমি কাহার কন্তা এবং কোথা হইতে কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছ ? আমাকেই বা কি করিতে হইবে ? কল্যাণি, তুমি এই সকল বিষয় যথাযথভাবে বল ॥ ১৭ ॥

মুনির এই কথায় সেই কন্তা কৃতাজ্জলিপুটে বলিল, ব্রহ্মন্, পিতার আদেশে আগতা রাক্ষসী বলিয়া আমাকে অবগত হউন ॥ ১৮ ॥

হে মুনে, আমার নাম নৈকসী, অবশিষ্ট বিষয়—যে জন্ত আমি আসিয়াছি, তাহা আপনি তপঃপ্রভাবে জানিতে পারিবেন ॥ ১৯ ॥

তোভো গহ্না মুনির্ধ্যানং বাক্যমেতচ্ছবাচ হ ।

বিজ্ঞাতং তে ময়া ভদ্রে কারণং যন্মনোগতম্ ।

সুতাভিলাষো মন্ত্ৰেণ মন্ত্ৰমাতঙ্গগামিনি ॥ ২০ ॥

দারুণায়াং তু বেলায়াং যস্মাদ্বং^১ মামুপস্থিতা ।

শৃণু তস্মাৎ স্তান্ ভদ্রে যাদৃশান্ জনয়িষ্যসি ॥ ২১ ॥

দারুণান্ দারুণাচারান্ দারুণাভিজনপ্রিয়ান্ ।

জনয়িষ্যসি স্ত্রোত্রোণি রাক্ষসান্ ক্রুরকর্ষণঃ ॥ ২২ ॥

স। তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রণিপত্যাঃ^২বীদ্বচঃ ।

ভগবনাদৃশান্ পুত্রাংস্তুভোহহং ব্রহ্মবাদিনঃ ।

নেচ্ছামি স্তুরাচারান্ প্রসাদং কৰ্ত্তুমহিসি ॥ ২৩ ॥

২০। লো-ট। কারণমভিপ্রায়ঃ ।

২২। লো-ট। দারুণোহভিজনঃ কুলং স প্রিয়ো যেষাং তান্। 'কুলেহপ্যভিজন' ইত্যধরঃ ।

২৩। লো-ট। ব্রহ্মা চতুর্মুখঃ পুত্রাংস্তা বা যোনিরুৎপত্তিস্থানং যস্ত তস্মাৎ বদতঃ ।

অতঃ পর মুনি ধ্যানস্থ হইয়া এই কথা বলিলেন, ভদ্রে, আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি ; হে মন্ত্ৰমাতঙ্গগামিনি, তুমি আমার ঔরসে পুত্রলাভের অভিলাষ করিতেছ ॥ ২০ ॥

হে ভদ্রে, যে হেতু তুমি এই দারুণ সময়ে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, সেই হেতু যাদৃশ পুত্র তুমি উৎপাদন করিবে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥

হে স্ত্রোত্রোণি, তুমি অতিভয়ঙ্কর ক্রুরাচারসম্পন্ন ক্রুরবংশপ্রিয় এবং ক্রুরকর্ষণা রাক্ষস-সকল প্রসব করিবে ॥ ২২ ॥

সেই কথা তাঁহার কথা শুনিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, ভগবন্, আপনি ব্রহ্মবাদী। আপনার নিকট হইতে এতাদৃশ অতীব দুরাচার সম্ভব ইচ্ছা করি না, [যাহাতে সংপুত্র লাভ করিতে পারি, সেই বিষয়ে] দয়া প্রকাশ করুন ॥ ২৩ ॥

১। হ 'সমুপ'। ২। চ 'শ্রেণীঃ পুত্রাংস্তা ব্রহ্মবাদিনঃ'। ৩। 'ইদমহং নাস্তি'।

স কন্যৈবমুক্তস্ত বিপ্রবা মুনিপুঞ্জবঃ ।

উবাচ নৈকসীং ভূয়ঃ পূর্ণেন্দুরিব রোহিণীম্ ॥ ২৪ ॥

পশ্চিমো যন্তব স্ততো ভবিষ্যতি শুভাননে ।

মম বংশানুরূপঃ স ধর্ম্মাচারো ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

এবমুক্তা তু সা কন্যা রাম কালেন কেনচিৎ ।

জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সূদারুণম্ ॥ ২৬ ॥

দশলীৰ্ঘং মহাদঃষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ।

তাত্রৌষ্ঠং বিংশতিভুজং মহাস্ত্রং দীপ্তমূর্ধজম্ ॥ ২৭ ॥

জাতমাত্রৈ ততস্তস্মিন্ সজ্জালকবলাঃ শিবাঃ ।

ক্রব্যাদাশ্চাপসব্যানি মণ্ডলানি বিচক্রমুঃ ॥ ২৮ ॥

২৮। লো-টী। জালসহিতঃ কবলো ঘাসাং তাঃ, সজ্জালং জালসমৃদ্ধিঃ কবলো ঘাসাং
বিস্তৃতি বা ।

মুনিশ্রেষ্ঠ বিপ্রবাঃ সেই কন্যার এইরূপ কথা শুনিয়া রোহিণীকে পূর্ণচন্দ্রের
আয় নৈকসীকে পুনরায় কহিলেন—॥ ২৫ ॥

শুভাননে, তোমার কনিষ্ঠপুত্র আমার বংশানুরূপ ধর্ম্মাচার-পরায়ণ হইবে,
সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥

হে রাম, মুনি এইরূপ বলিলে সেই কন্যা কিছুদিন পরে অতিদারুণ
বীভৎসাকৃতি দশ-মস্তক ভীষণ-দন্ত নীলাঞ্জন-রাশিতুল্য তাত্রবর্ণ ওষ্ঠযুক্ত বিংশতি
বহুসম্বিত্ত বিশালবদন প্রদীপ্তকেশ এক রাক্ষস প্রসব করিল ॥ ২৬-২৭ ॥

সেই রাক্ষস জন্মিবামাত্র মুখমধ্যে অগ্নিশিখাধারী শৃগালগণ এবং
অশ্বক-মাংসভোজী প্রাগিগণ চক্রাকারে বামাবর্তে বিচরণ করিতে
লাগিল ॥ ২৮ ॥

ববর্ষ^১ কুধিরং দেবো^২ মেঘাশ্চ খরনিম্বনাঃ ।
 প্রবভৌ^৩ ন চ বৈ সূর্যো^৪ মহোক্ষাশ্চাপতন্ ভূবি ॥ ২৯ ॥
 চকম্পে^৫ জগতী চৈব ববুর্বা^৬তাশ্চ দারুণাঃ ।
 অক্ষোভ্যঃ^৭ ক্ষুভিতশ্চৈব সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥ ৩০ ॥
 অথ নামাকরোত্তম^৮ পিতামহসমঃ পিতা ।
 দশশীর্ষঃ^৯ প্রসূতোহয়ং দশগ্রীবো^{১০} ভবত্বিতি ॥ ৩১ ॥
 তস্মৈ^{১১} ত্বনন্তরং জাতঃ কুন্তকর্ণো^{১২} মহাবলঃ ।
 প্রমাণাদ^{১৩} যস্মৈ বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে ॥ ৩২ ॥
 ততঃ শূর্পখা^{১৪} নাম সংজ্ঞে^{১৫} বিকৃতাননা ।
 বিভীষণশ্চ^{১৬} ধর্ম্মাত্মা নৈকস্তাঃ পশ্চিমঃ সূতঃ ॥ ৩৩ ॥
 তস্মিন্^{১৭} জাতে মহাসত্ত্বে^{১৮} পুষ্পবর্ষং^{১৯} পপাত হ ।
 নভঃস্থানে^{২০} ছন্দুভয়ো^{২১} দেবানাং প্রাণদংস্তথা ॥ ৩৪ ॥

৩১। লো-টী। দশশীর্ষঃ সন্ প্রসূতো জাতঃ।

দেবতারার বক্তব্যষ্টি করিলেন, মেঘ সকল ঘোর গর্জন করিতে লাগিল, সূর্য্য
 গ্লান হইলেন এবং বৃহৎ বৃহৎ উক্ষা-সমূহ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, দারুণ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং
 অক্ষোভ্য সরিৎপতি সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৩০ ॥

অনন্তর দশ-মস্তকবিশিষ্ট হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া পিতামহতুল্য পিতা তাহার
 নাম 'দশগ্রীব' রাখিলেন ॥ ৩১ ॥

তার পরে কুন্তকর্ণনামক অতিশয় বলবান্ অপর এক পুত্র জন্মিল,
 যাহার প্রমাণ অপেক্ষা বিপুল পরিমাণ সংসারে নাই ॥ ৩২ ॥

তাহার পর নৈকসৌর বিকৃতমুখী শূর্পখানাম্নী কন্যা এবং কনিষ্ঠ পুত্র
 ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করিল ॥ ৩৩ ॥

সেই মহাসত্ত্ব বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করিলে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং আকাশমণ্ডলে

১। চ 'সূর্য্যে বৈ'। ২। ছ 'ববুর্বা'তাঃ হু-'। ৩। ছ 'প্রাণঃ'। ৪। চ 'ভবত্বিতি'। ৫। চ
 'হাশ্চ ছ-'। ৬। অতঃ পরং চ 'বাক্যং চৈবাস্তরীক্ষে চ সাধু সাধিত্তি তন্তদা' ইত্যধিকম্।

তো তু তত্র মহারণ্যে বরুধাতে মহোজসৌ ।

কুন্তকর্ণদশগ্রীবৌ লোকোদ্বৈগকরৌ তদা ॥ ৩৫ ॥

কুন্তকর্ণঃ প্রমত্তস্ত মহর্ষীন্ ধর্মবৎসলান্ ।

ত্রৈলোক্যে নিত্যশঃ ক্রুদ্ধো ভক্ষয়ন্ বিচচার হ ॥ ৩৬ ॥

বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা নিত্যং ধর্ম্যে ব্যবস্থিতঃ ।

স্বাধ্যায়ী নিয়তাহার উপবাসজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অথ বৈশ্রবণো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ ।

আয়াতঃ পিতরং দ্রষ্টুং পুষ্পকেণ মহোজসম্ ॥ ৩৮ ॥

তং দৃষ্ট্বা নৈকসী তত্র জ্বলন্তমিব তেজসা ।

আগম্য রাক্ষসীং বুদ্ধিং দশগ্রীবমুবাচ হ ॥ ৩৯ ॥

৩৫। লো-টা। মহর্ষীন্ ভক্ষয়ন্ ত্রৈলোক্যে বিচচার হ। নিত্যসংক্ৰষ্টঃ 'নিত্যসংক্ৰষ্টো' বা পাঠঃ।

৩৭। লো-টা। স্বাধ্যায়ী স্বাধ্যায়বান্ 'স্বাধ্যায়নিয়তাহার' ইতি পাঠে স্বাধ্যায়বান্ নিয়তাহারশ্চ।

৩৯। লো-টা। 'আগম্য রাক্ষসী'তি পাঠঃ, 'আগম্য রাক্ষসীং বুদ্ধি'মিতি পাঠে আগম্য প্রাপ্য।

দেবতাদিগের ছন্দুভি বাজিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

অতঃ পর প্রাণিগণের উদ্বৈগজনক অতিশয় বলবান্ কুন্তকর্ণ এবং দশগ্রীব সেই মহারণ্যে বুদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

ক্রুদ্ধ এবং প্রমত্ত কুন্তকর্ণ সর্বদা ধর্মবৎসল মহর্ষিদিগকে ভক্ষণ করত ত্রিভুবনে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

কিন্তু ধর্মাত্মা বিভীষণ সর্বদা ধর্মকার্য্যে ব্যাপৃত, বেদাধ্যয়নশীল, আহার-সংযমনিরত ও উপবাস দ্বারা ইন্দ্রিয়জয়ী হইল ॥ ৩৭ ॥

তার পর কিছুকাল পরে একদিন বিশ্ববার পুত্র কুবের পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া মহাতেজস্বী পিতাকে দর্শন করিবার জন্ম সেইস্থানে আসিলেন ॥ ৩৮ ॥

নৈকসী তেজদ্বারা দীপ্যমান সেই কুবেরকে তথায় দেখিয়া রাক্ষসী

পুত্র^১ বৈশ্রবণং পশ্য ভাতরং তেজসারুতম্ ।

ভ্রাতৃত্বাবে সমে চাপি পশ্যাত্মানং ত্বমৌদৃশম্ ॥ ৪০ ॥

দশগ্রীব তথা যত্নং কুরুষ্বামিতিবিক্রম ।

যথা ত্বমপি মে পুত্র ভবে^২বৈশ্রবণোপমঃ ॥ ৪১ ॥

মাতুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।

অমৰ্ষমতুলং লেভে প্রতিজ্ঞাং চাকরোত্তদা ॥ ৪২ ॥

সত্যং তে প্রতিজ্ঞানামি ভ্রাতুস্তল্যোহধিকোহপি বা ।

ভবিষ্যাম্যোজসা চৈব সস্তাপং ত্যজ হৃদগতম্ ॥ ৪৩ ॥

ততঃ ক্রোধেন তেনৈব দশগ্রীবঃ সহানুজঃ ।

চিকীৰ্ষু^৩র্দুষ্করং কৰ্ম্ম তপসে ধৃতমানসঃ ॥ ৪৪ ॥

৪০। লো-টী। সমে ভ্রাতৃত্বাবে সতি ত্বমপি ঈদৃশং পশ্য কৰ্ত্তুং বতস্বৈত্যর্থঃ ।

রাবণোৎপত্তিঃ ॥ ৯ ॥

বুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক দশগ্রীবকে বলিল— ॥ ৫৯ ॥

বৎস, ভ্রাতৃত্ব সমান হইলেও ভ্রাতা বৈশ্রবণকে তেজঃপুঞ্জ-পরিবৃত এবং নিজেকে এতাদৃশ (নিস্তেজ) অবলোকন কর ॥ ৪০ ॥

হে অমিতবিক্রম পুত্র দশগ্রীব, তুমিও তাদৃশ চেষ্টা কর, যাহাতে বৈশ্রবণতুলা তেজস্বী হইতে পার ॥ ৪১ ॥

প্রতাপশালী দশগ্রীব মাতার সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিল— ॥ ৪২ ॥

মাতঃ, আমি আপনার নিকট যথার্থ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভ্রাতার তুলা অথবা তদপেক্ষা অধিক তেজস্বী হইব; অতএব আপনি আন্তরিক সস্তাপ ত্যাগ করুন ॥ ৪৩ ॥

পরে সেই ক্রোধের বশবর্তী হইয়া দশগ্রীব অনুজগণের সহিত ছুঙ্কর কৰ্ম্ম করিবার অভিলাষে তপস্যা করিতে মনঃস্থির করিল ॥ ৪৪ ॥

প্রাপ্স্যামি তপসা কামমিতি কৃত্বাধ্যবশ্চ চ ।

অগচ্ছদাত্তসিদ্ধার্থং গোকর্ণশ্চাশ্রমং শুভম্ ॥ ৪৫ ॥

স রাক্ষসস্তত্র সহানুজস্তদা তপশ্চচারাভুলমুগ্রবিক্রমঃ ।

অতোষয়চ্চাপি পিতামহং বিভুং দদৌ স তুষ্টিশ্চ বরান্ জয়াবহান্ ॥ ৪৬ ॥

ইত্যার্থে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাবণোৎপত্তি-নাম

নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

‘তপস্তা দ্বারা অভীষ্ট লাভ করিব’ এইরূপ স্থির করিয়া [সে] অধ্যবসায়
অবলম্বন পূর্বক আত্মসিদ্ধার্থে রমণীয় গোকর্ণাশ্রমে গমন করিল ॥ ৪৫ ॥

সেই প্রচণ্ড-বিক্রমশালী রাক্ষস দশগ্রীব সেই স্থানে অনুজগণের সহিত
অতুলনীয় তপস্তা করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিল, পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়া
বিজয়জনক অনেকগুলি বর প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণোৎপত্তি-নামক

৯ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

(୧୦) ଦଶମଃ ସର୍ଗଃ

ଅଥାବ୍ରବୀଦ୍ ଦ୍ଵିଜଃ ରାମସ୍ତଃ ଗନ୍ତାଶ୍ରମମଣ୍ଡଳମ୍ ।

ଆଚକ୍ଷୁ କୀଦୃଶଂ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତପତ୍ତେର୍ପୁର୍ଣ୍ଣହୋଜସଃ ॥ ୧ ॥

ଅଗନ୍ତାସ୍ତବ୍ରବୀଦାମଃ ଭୃଃ ପ୍ରୟତମାନସଃ ।

ତାଂସ୍ତାନ୍ ଧର୍ମାବିଧୀଂସ୍ତତ୍ର ଭ୍ରାତରସ୍ତେ ସମାଶ୍ରିତାଃ ॥ ୨ ॥

କୁସ୍ତକର୍ଣ୍ଣସ୍ତନାତ୍ୟର୍ଥଂ ସତ୍ୟଧର୍ମପରାୟଣଃ ।

ଅତପ୍ୟାଦ୍ ଐଶ୍ଵକାଳେ ବୈ ମୋହିଗ୍ନିଭିଃ ସୂର୍ଯ୍ୟପକ୍ଠମୈଃ ॥ ୩ ॥

ମେଘାନ୍ସୁସିଲୋ ବର୍ଷାସ୍ତ ବୀରାସନମସେବତ ।

ନିତାଂ ଚ ଶିଶିରେ କାଳେ ଜଳମଧ୍ୟାପ୍ରତିଶ୍ରୟଃ ॥ ୪ ॥

୧ । ଲୋ-ଟୀ । ‘ଆଚକ୍ଷୁ’ହିତି ପାଠଃ । ‘ଆତନ୍ତ୍ର’ତିତି ପାଠେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ତା ଆଶ୍ରମ-
ମଣ୍ଡଳମାତ୍ରଂଚକ୍ଷୁଃ, ତତଃ କୀଦୃଶଂ ତପତ୍ତେପୁଃ ?

୪ । ଲୋ-ଟୀ । ବୀରାସନମୁର୍ଦ୍ଧାବସ୍ଥାନମ୍, ଜଳମଧ୍ୟଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟୋ ଷଷ୍ଠ ସଃ ।

ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଗନ୍ତାଙ୍କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, ବ୍ରହ୍ମାନ୍, ସେହି ମହାବୀରଗଣ ସେହି
ଆଶ୍ରମମଣ୍ଡଳେ ଗମନ କରିয়া କିରୁପ ତପସ୍ତା କରିয়াଛିଲ, ତାହା ବଲୁନ ॥ ୧ ॥

ସଂଯତମନାଃ ଅଗନ୍ତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କେ ପୁନରାୟ ବଳିତେ ଲାଗିଲେନ—ସେହି ଭ୍ରାତୃଗଣ
ସେହିସ୍ଥାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଧାନସକଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଲ ॥ ୨ ॥

ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମପରାୟଣ କୁସ୍ତକର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ଵକାଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଚାରିଟି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡଦ୍ଵାରା
ପରିବୃତ ହইয়া ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରତ କଠୋର ପକ୍ଷାଗ୍ନି-ତପସ୍ତା
କରିଲ ॥ ୩ ॥

ବର୍ଷାକାଳେ ବୀରାସନ କରିয়া ମେଘଜଳେ ସିକ୍ତ ହইয়া ଏବଂ ଶୀତକାଳେ ସର୍ବଦା
ଜଳମଧ୍ୟେ ବାସ କରିয়া ତପସ୍ତା କରିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୪ ॥

এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তস্মা তদা যযুঃ ।

সত্যে ধর্ম্মে চ রক্তস্য সংপথাধিষ্ঠিতস্য চ ॥ ৫ ॥

বিভীষণস্ত ধর্ম্মাত্মা নিত্যং ধর্ম্মব্রতঃ শুচিঃ ।

পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিবান্ ॥ ৬ ॥

সমাপ্তে নিয়মে তস্মিন্ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ।

পপাত পুষ্পবর্ষঃ চ তুন্মবুশ্চৈব দেবতাঃ ॥ ৭ ॥

পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি সূর্য্যমেবানুবর্তয়ন্ ।

তস্থাবুর্দ্ধিশিরোবাহুঃ স্বাধ্যায়াসক্তচেতনঃ ॥ ৮ ॥

এবং বিভীষণস্তাপি গতানি স্মমহাত্মনঃ ।

দশ বর্ষসহস্রাণি স্বর্গস্থশ্চৈব নন্দনে ॥ ৯ ॥

৫। লো-টা। রক্তস্য অমুরক্তস্য ।

৮। লো-টা। স্বর্ঘ্যামেবানুবর্তয়ন্ স্বর্ঘ্য্যভিমুখো ভবন্, স্বাধ্যায়াসক্তচেতনঃ বেদপাঠনিরত-
পুংসঃ ।

সংপথাবলম্বী সত্য এবং ধর্ম্মে অমুরক্ত কুস্তকর্ণের এইরূপে দশ-সহস্র বর্ষ
প্রতিগাহিত হইল ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সর্বদা শুচি হইয়া ধর্ম্মব্রত অনুষ্ঠান করত পঞ্চ-সহস্র বর্ষ
একপদে অবস্থান করিল ॥ ৬ ॥

তাহার সেই ব্রত সমাপ্ত হইলে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং পুষ্প-
বৃষ্টি হইল ও দেবতাগণ তাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

[পরে বিভীষণ] বেদপাঠে মনোনিবেশপূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু এবং সূর্য্য্যভিমুখ
হইয়া পঞ্চ সহস্র বর্ষ অবস্থান করিল ॥ ৮ ॥

এইরূপে মহাত্মা বিভীষণেরও দশ সহস্র বর্ষ নন্দনকাননে স্বর্গবাসীর শ্রায়
অতিবাহিত হইল ॥ ৯ ॥

দিব্যং বর্ষসহস্রস্ত নিরাহারো দশাননঃ ।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শীর্ষমগ্নৌ জুহাব সঃ ॥ ১০ ॥

এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্তাতিচক্রমুঃ ।

শিরাংসি নব চাপ্যস্ত প্রবিষ্টানি হুতাশনে ॥ ১১ ॥

অথ বর্ষসহস্রান্তে দশমে দশমং শিরঃ ।

ছেতু কামস্ত ধর্মাত্মা প্রাপ্তস্তত্র প্রজাপতিঃ ॥ ১২ ॥

পিতামহস্ত স্মৃত্তীতঃ সহ দেবৈরুপস্থিতঃ ।

বৎস বৎস দশগ্রীব শ্রীতস্তেহস্মীত্যভাষত ॥ ১৩ ॥

শীঘ্রং বৃগীষ ধর্মজ্ঞ বরো যস্তেহভিকাজ্জিহ্বতঃ ।

তং তং কামং করোম্যচ্ছ ন বৃথা তে পরিশ্রমঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টা। শীর্ষং শিরঃ।

১৪। লো-টা। তন্তে তং তং কামং 'তং তং কাম'মিতি বা পাঠঃ।

দশানন অনাহারে থাকিয়া দিব্য সহস্র বর্ষ তপস্তা করিতে লাগিল এবং এক সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে একটি মন্তক অগ্নিতে আহুতি দিল ॥ ১০ ॥

এইরূপে তাহার নয় হাজার বৎসর গত হইল এবং তাহার নয়টি মন্তক অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১১ ॥

অতঃপর দশম সহস্র বর্ষের অন্তে রাবণ দশম মন্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে, ধর্মাত্মা প্রজাপতি তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১২ ॥

পিতামহ অতিশয় শ্রীত হইয়া দেবগণের সহিত উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে বৎস, হে বৎস দশগ্রীব, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ১৩ ॥

হে ধর্মজ্ঞ, তোমার যে বর অভিপ্রত তাহা শীঘ্র কামনা কর, আমি আজ সেই সমস্ত কামনা পূর্ণ করিব, তোমার পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে না ॥ ১৪ ॥

ততোহব্রবীদশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনাস্তরাত্মনা ।

প্রণম্য শিরসা দেবং হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ১৫ ॥

ভগবন্ প্রাণিনাং নিত্যং নান্নত্র মরণাস্তয়ম্ ।

ন চ মৃত্যুসমঃ শত্রুরমরত্বমতো বৃণে ॥ ১৬ ॥

এবমুক্তস্ততো ব্রহ্মা দশগ্রীবমুবাচ হ ।

নাস্তি সর্বামরত্বং তে বরমন্যং বৃগীষ বৈ ॥ ১৭ ॥

এবমুক্তস্তদা রাম ব্রহ্মণা লোককারিণা ।

দশগ্রীব উবাচেদং কৃতাজ্জলিরথাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

স্বপর্গযক্ষনাগানাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্ ।

অবধ্যঃ স্মাং প্রজাধাক্ষ দেবতানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ১৯ ॥

ন হি চিন্তা মমান্যেষু প্রাণিষু প্রপিতামহ ।

তৃণভূতা হি তে সর্বৈ প্রাণিনো মানুষ্যাদয়ঃ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। সর্বামরত্বং সর্কাবচ্ছেদেনামরত্বম্।

তার পর দশগ্রীব সন্তুষ্টচিত্তে অবনত মস্তকে পিতামহকে প্রণাম করিয়া
আহ্লাদগদ্গদ বাক্যে বলিল—॥ ১৫ ॥

ভগবন্, প্রাণীদিগের সর্বদা মরণ ভিন্ন অল্প কোন বিষয়ে ভয় নাই এবং
মৃত্যুর তুল্য শত্রু নাই, অতএব অমরত্ব কামনা করি ॥ ১৬ ॥

দশগ্রীব এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, তোমার সকলের নিকট
অমরত্ব নাই, অতএব অল্প বর প্রার্থনা কর ॥ ১৭ ॥

হে রাম, লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে দশগ্রীব কৃতাজ্জলি হইয়া তাঁহার
সম্মুখে এইরূপ বলিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

হে প্রজাধাক্ষ, আমি গরুড়, যক্ষ, নাগ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং সমস্ত
দেবগণের অবধ্য হইব ॥ ১৯ ॥

হে প্রপিতামহ, অল্প কোন প্রাণীর বিষয়ে আমার চিন্তা নাই, মনুষ্য প্রভৃতি

এবমুক্তস্ত ব্রহ্মাসৌ দশগ্রীবো রক্ষস।

উবাচ বচনং রাম সহ দেবৈঃ পিতামহঃ ॥ ২১ ॥

ভবিষ্যত্যেতদেবং বৈ তব রাক্ষসপুঙ্গব।

শৃণু চাপি বচো ভূয়ঃ প্রীতশ্চোহ হিতং মম ॥ ২২ ॥

হৃতানি যানি শীর্ষাণি পূর্বমগ্নৌ ত্বয়ানঘ।

অক্ষ্যাণি ভবিষ্যন্তি তথৈব তব সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥

বিতরামি চ তে সৌম্য বরমন্যং স্নহলভম্।

ছন্দতো বিন্দ ভদ্রং তে রূপমন্যদ্ যদিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥

এবং পিতামহোল্লস্তু দশগ্রীবস্তা রক্ষসঃ।

অগ্নৌ হৃতানি শীর্ষাণি যানি তান্যুপ্তিতানি বৈ ॥ ২৫ ॥

সেই সমস্ত প্রাণী [আমার নিকট] তৃণতুল্য ॥ ২০ ॥

হে রাম, রাক্ষস দশগ্রীব ব্রহ্মাকে এইরূপ বলিলে তিনি দেবগণের সহিত এই কথা বলিলেন—॥ ২১ ॥

হে রাক্ষসপুঙ্গব, তোমার এই প্রার্থনা সফল হইবে, আমি [তোমার প্রতি] সন্তুষ্ট হইয়াছি ; আমার আরও হিতকথা শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥

হে অনঘ, তুমি পূর্বে যে-সকল মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তোমার সেই সকল মস্তক পূর্বের ন্যায়ই অক্ষয় হইবে ॥ ২৩ ॥

হে সৌম্য, তোমাকে অতিশয় ছলভ অপর একটা বর দিতেছি যে, তোমার অভিপ্রায় অনুসারে অথ যে কোন সুন্দর রূপ ইচ্ছা করিবে, তাহাই লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥

পিতামহ রাক্ষস দশগ্রীবকে এইরূপ বলিলে, তাহার যে-সকল মস্তক অগ্নিতে অর্পিত হইয়াছিল সেইগুলি উপ্তিত হইল ॥ ২৫ ॥

এবমুক্তা তু তং রাম দশগ্রীবং প্রজ্ঞাপতিঃ ।

বিভীষণমথোবাচ বাক্যং লোকপিতামহঃ ॥ ২৬ ॥

বিভীষণ ত্বয়া বৎস ধর্মসংহিতবুদ্ধিনা ।

আরাধিতোহস্মি ধর্মজ্ঞ বরং বরয় সূত্রত ॥ ২৭ ॥

বিভীষণস্ত ধর্মান্না প্রাজ্ঞলির্বাক্যমব্রবীৎ ।

বৃতঃ সর্বেশ্বরৈর্গৈর্নিত্যং চন্দ্রমা রশ্মিভির্ঘথা ॥ ২৮ ॥

ভগবন্ কৃতমেতাবদ্ যন্মে লোকেশ্বরঃ প্রভুঃ ।

প্ৰীতো 'ম যদি দাতব্যো ববোধয়ঃ শৃণু সূত্রত ॥ ২৯ ॥

পরমাপদগতস্তাপি ধর্ম এব ধৃতির্ভবেৎ ।^১

অশিক্ষিতং চ ভগবন্ ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাতু মে ॥ ৩০ ॥

২৯ । লো-টা । ভগবন্নিতি হে ভগবন্ যদি লোকেশ্বরঃ স্বং প্ৰীতঃ তদা এতাবৎ
এত-তৈব মম কৃতং সর্বং পর্যাগুং প্রাপ্তববোধহর্মগার্থঃ । তথাপি যদি দেয়স্তহি তং শৃণুতাম্বয়ঃ ।

হে রাম, লোকপিতামহ ব্রহ্মা দশগ্রীবকে এইরূপ বলিয়া পরে বিভীষণকে
বলিলেন— ॥ ২৬ ॥

বৎস বিভীষণ, ধর্মাসক্ত-বুদ্ধি তোমাদ্বারা আমি আরাধিত হইয়াছি ; অতএব
হে ধর্মজ্ঞ সূত্রত, বর প্রার্থনা কর ॥ ২৭ ॥

রশ্মিজালে সমাবৃত চন্দ্রের ছায় সর্বদা সর্বগুণে বিভূষিত ধর্মান্না বিভীষণ
করজোড়ে বলিলেন— ॥ ২৮ ॥

ভগবন্, সর্বলোকেশ্বর প্রভু আপনি যে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন,
ইহাতেই আমার বরলাভ হইয়াছে ; হে সূত্রত, তথাপি যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন,
তবে এই বর দিবেন, শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥

হে ভগবন্, অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেও আমি যেন ধর্মচ্যুত না হই^২
; এবং শিক্ষা না করিলেও ব্রহ্মাস্ত্র আমার নিকট প্রতিভাত হউক ॥ ৩০ ॥

যা যা জায়েত মে বুদ্ধিস্তেষু তেষাশ্রমেষু চ ।

সা সা ভবতু ধর্মিষ্ঠা তং তং ধর্মং ভজেত চ ॥ ৩১ ॥

এষ মে পরমোদারো বরঃ পরমকো মতঃ ।

ন হি ধর্ম্যানুরক্তানাং কিঞ্চিল্লোকেহস্তু দুর্লভম্ ॥ ৩২ ॥

অথ প্রজাপতিঃ প্রীতো বাক্যমেতদ্বাচ হ ।

ধর্মিষ্ঠস্ত্বং যথা বৎস তথৈতন্তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

যস্মাদ্রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্থামিত্রকর্ষণ ।

নাধর্ম্যে বর্ততে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে ॥ ৩৪ ॥

এষ এষ চ তে কামো ভবিষ্যতি নিশাচর ।

অশিক্ষিতক ব্রহ্মাস্ত্রং যথাবৎ প্রতিপৎস্বসে ॥ ৩৫ ॥

৩২। লো-টা। পরমচ্চাসৌ উদারো মহাংশচ পরমোদারঃ। পরমং কং সুখং যস্মাৎ সং।

আর, আশ্রমসমূহে আমার যে যে মতি হইবে সেই সেই মতি ধর্ম-শালিনী হউক এবং তত্তদাশ্রমোচিত ধর্ম অনুষ্ঠিত হউক ॥ ৩১ ॥

[ভগবন্,] অতিমহান্ এবং অতিশয় সুখকর এই বর আমার অভিপ্রেত ; কারণ, জগতে ধর্ম্যানুরক্ত ব্যক্তিগণের কিছুই দুর্লভ নহে ॥ ৩২ ॥

পরে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিলেন, হে বৎস, তুমি যেমন অতিশয় ধার্মিক, তোমার সেইরূপ ধর্মলাভ হইবে ॥ ৩৩ ॥

হে শত্রুপীড়ক, রাক্ষসকূলে জন্মিয়াও যেহেতু তোমার অধর্ম্যে মতি নাই, সেই জন্তু তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিতেছি ॥ ৩৪ ॥

হে নিশাচর, তোমার এই ইচ্ছাও সফল হইবে, তুমি শিক্ষা না করিয়াও যথাযথরূপে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিবে ॥ ৩৫ ॥

১। হ 'বিহ'। ২। হ 'হ'। ৩। হ 'এব'। ৪। ক 'দেব'। ৫। হ '-ঠ ভূ'। ৬। হ 'দদানি'।

৭। হ 'বৎস ভবিষ্যতি'।

কুন্তকর্ণায় তু বরং দাতুকামমরিন্দম ।

প্রজাপতিং সুরাঃ সর্বৈ বাক্যং প্রাঞ্জলয়োহব্রবন্ ॥ ৩৬ ॥

ন তাবৎ কুন্তকর্ণায় প্রদাতব্যো বরস্তয়া ।

জানাসি হি যথা লোকাঃস্ত্রাসয়তোষ রাক্ষসঃ ॥ ৩৭ ॥

নন্দনেহ্পরসঃ সপ্ত মহেন্দ্রানুচরা দশ ।

অনেন ভঙ্কিতা ব্রহ্মন্ ঋষয়ো মানুযাস্তথা ॥ ৩৮ ॥

তচ্ছাপো বরনামাস্মৈ দীয়তামমিতপ্রভ ।

লোকেভ্যঃ স্বস্তি চৈবং শ্রাদ্ধবেত্তস্য চ সম্মতিঃ ॥ ৩৯ ॥

এবমুক্তঃ সুরৈব্রহ্মাহচিস্তয়ৎ পদ্মসম্ভবঃ ।

দেবীং সরস্বতীং দেব পদ্মাক্ষীং পদ্মসম্ভবাম্ ॥ ৪০ ॥

৩৯। লো-টা। বরনামা ইতি পাঠঃ 'বরনামা' বা। স্বস্তি কল্যাণং তদা শ্রাৎ। সম্মতিরাত্মীয়া বাগ্ ইতি সৰ্ব্বজ্ঞঃ। ঋষা, সমাগ্ মতিঃ স্বধ্বিষয়েহপি শ্রাৎ।

হে অরিন্দম, অনন্তর কুন্তকর্ণকে বরদান করিতে অভিলাষী ব্রহ্মাকে দেবগণ কৃতাজ্জলি হইয়া বলিলেন—॥ ৩৬ ॥

আপনি এই কুন্তকর্ণকে বর প্রদান করিবেন না, যে হেতু আপনি জানেন যে, এই রাক্ষস ত্রিলোককে সন্ত্রাসিত করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

হে ব্রহ্মন্, এই রাক্ষস নন্দনবনে সাতজন অপ্সরাঃ, ইন্দ্রের দশজন অনুচর এবং ঋষিগণ ও মনুগ্রগণকে খাইয়া ফেলিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

হে অমিতপ্রভ, অতএব ইহাকে বররূপে অভিসম্পাত প্রদান করুন, তাহা হইলে প্রাণিগণের কল্যাণ হইবে এবং উহারও সম্মতি হইবে ॥ ৩৯ ॥

হে দেব, দেবগণ এইরূপ বলিলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা কমলাক্ষী কমলসম্ভবা সরস্বতীদেবীকে চিস্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

ত্রৈলোক্যে সৰ্বভূতেষু জিহ্বা বুদ্ধিধৃতিঃ স্মৃতিঃ ।

চিস্তিতা চোপতস্বে সা পার্শ্বে দেবী সরস্বতী ॥ ৪১ ॥

প্রাঞ্জলিঃ সা তু পার্শ্বস্থা প্রাহ বাক্যং সরস্বতী ।

ইয়মশ্র্যাগতা দেব কিং কার্য্যং করবাণি তে ॥ ৪২ ॥

প্রজাপতিস্ত সংপ্রাপ্তাঃ প্রাহ দেবীং সরস্বতীম্ ।

বাণি ত্বং রাক্ষসশ্চ ভব বাগ্ দেবতেপ্সিতা ॥ ৪৩ ॥

ইতুক্তা সা প্রণম্যাথ তং বিবেশ নিশাচরম্ ।

ততো রাঘব তদ্রক্ষো ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৪ ॥

কুন্তকর্ণ মহাবাহো বরং বরয় যো মতঃ ।

কুন্তকর্ণস্ততো হৃষ্টঃ শ্রুত্বা বাক্যমুবাচ হ ॥ ৪৫ ॥

৪১। লো-টী। ত্রৈলোক্যে সৰ্বভূতেষু জিহ্বা-বুদ্ধাদিরূপা।

৪২। লো-টী। ইয়মশ্রি ইয়মহম্।

৪৩। লো-টী। দেবতেপ্সিতা ঐ ভবেথাঃ।

ত্রিভুবনে সমস্ত প্রাণীর জিহ্বা, বুদ্ধি, ধৃতি এবং স্মৃতিরূপা সরস্বতীদেবী চিস্তা
মাত্রেই সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪১ ॥

সেই সরস্বতী ব্রহ্মার পার্শ্বে অবস্থান করত করজোড়ে কহিলেন,
দেব, এই আমি আসিয়াছি, আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে ? ॥ ৪২ ॥

তখন ব্রহ্মা সেই সমাগতা সরস্বতীদেবীকে বলিলেন, বাণি, তুমি এই
রাক্ষসের বাক্যস্বরূপিণী হও, যে বাক্য দেবতাদের অভিলষিত ॥ ৪৩ ॥

সরস্বতীকে এইরূপ বলিলে তিনি প্রণামপূর্বক সেই নিশাচর কুন্তকর্ণের
শরীরে প্রবেশ করিলেন ; হে রাঘব, পরে ব্রহ্মা সেই রাক্ষসকে বলিলেন— ॥ ৪৪ ॥

হে মহাবাহো কুন্তকর্ণ, তোমার অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর ; তখন কুন্তকর্ণ
সেই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইয়া বলিল— ॥ ৪৫ ॥

স্বপ্তুং বর্ষণ্যনেকানি দেবদেব মমেপ্সিতম্ ।

যথাসৌহৃন্তে ভবেদেব দিনমেকস্তু^২ ভোজনম্ ॥ ৪৬ ॥

এবমস্তুতি চোক্তু^৩ তং সহ দেবৈঃ পিতামহঃ ।

দেবী সরস্বতী চাপি মুক্তা তং প্রযযৌ দিবম্ ॥ ৪৭ ॥

গতেষু ব্রহ্মপূর্বেষু দৈবভেষু নভঃস্থলম্ ।

বিমুক্তোহসৌ সরস্বত্যা স্বাং সংজ্ঞাং পুনরাগমৎ ॥ ৪৮ ॥

কুন্তকর্ণস্তু ছুষ্ঠাত্মা চিন্তয়ামাস ছুঃখিতঃ ।

ঐদৃশং কিমিদং বাক্যং বদনান্মম নিঃসৃতম্ ॥ ৪৯ ॥

অনভিপ্রেতপূর্বং হি সংমোহাদিব ভাষিতম্ ।

ভক্ষয়ামীতি বদতা স্বপ্যামীতু্যদিতং ময়া ॥ ৫০ ॥

৪৬। লো-টী। স্বপ্তুমিতি পাঠঃ। 'স্বপ্ত'মিতি পাঠে বর্ষণ্যনেকানি ব্যাপ্য স্বপ্তং যাপো নিদ্রেতি যাবৎ।

৪৭। লো-টী। তং বাক্যং মুক্তা তাক্তা।

হে দেব, বহুবৎসর ধরিয়া নিদ্রা যাইতে আমার অভিলাষ; হে দেব, আমার নিদ্রা ছয় মাস হইবে এবং অবশেষে একদিন ভোজন হইবে ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তাহাকে 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং সরস্বতী দেবীও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ নভোমণ্ডলে গমন করিলে সরস্বতীকর্তৃক পরিত্যক্ত ঐ বাক্য পুনরায় স্বকীয় বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল ॥ ৪৮ ॥

পরে ছুষ্ঠাত্মা কুন্তকর্ণ ছুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, এ কি! এতাদৃশ বাক্য আমার মুখ হইতে বহির্গত হইল ॥ ৪৯ ॥

আমি যাহা কখনও ইচ্ছা করি নাই, যেন মোহবশতঃ তাদৃশ বাক্য বলিয়া ফেলিয়াছি; 'ভোজন করিব' বলিতে যাইয়া 'নিদ্রা যাইব' বলিয়াছি ॥ ৫০ ॥

১। হ-'বর্ষণ্যন'। ২। হ-'ক'। ৩। হ-'তং চোক্তু'। ৪। হ-'দেব'। ৫। হ-'নভঃস্থলম্'।
'পূর্বং প্রকৃতিমাগতঃ'।

সংতপ্যমানো দুঃখার্থো বিধুহ্ন চরণৌ করৌ ।

আত্মানমেব বহুশঃ শ্বসন্ নিন্দন্ পপাত হ ॥ ৫১ ॥

এবং লব্ধবরাঃ সর্বৈ ভ্রাতরৌ দীপ্ততেজসঃ ।

শ্লেষ্মাতকং বনং গঙ্গা তত্র তে শ্ববসংশ্চিরম্ ॥ ৫২ ॥

ইত্যর্থে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে রাবণাদিবরদানং নাম
দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

৫২। লো-টী। শ্লেষ্মাতকংনং স্থানবিশেষম্।

বরদানম্ ॥ ১০

কুস্তকর্ণ অত্যন্ত সন্তপ্ত এবং দুঃখার্থ হইয়া হস্ত এবং পদ সঞ্চালিত করত
নিজেকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে করিতে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক [ভূতলে]
পতিত হইল ॥ ৫১ ॥

সেই প্রবল-পরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণ সকলেই এইরূপে বরলাভ করিয়া শ্লেষ্মাতক
বনে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিল ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণাদিবরদান নামক
১০ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

(১১) একাদশঃ সর্গঃ

সুমালী বরলক্ষাংস্ত জাহ্না তান্ বৈ নিশাচরান্ ।

উদতিষ্ঠন্তয়ং ত্যক্ত্বা সানুগঃ স রসাতলাৎ ॥ ১ ॥

মাল্যবাংশচ প্রহস্তশ্চ বিরূপাক্ষো মহোদরঃ ।

সচিবাঃ পরিবার্যৈনগুদতিষ্ঠন্ সুমালিনম্ ॥ ২ ॥

প্রস্থিতঃ স চ তৈঃ সর্ষৈর্কবৃত্তো রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ ।

অভিগম্য দশগ্রীবং পরিষজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

দিক্ট্যা তে পুত্র সম্প্রাপ্তশ্চিস্তিতোহয়ং মনোরথঃ ।

যন্তুং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠাল্লক্যবান্ বরমীপ্সিতম্ ॥ ৪ ॥

যৎকৃতে চ বয়ং লক্ষাং ত্যক্ত্বা যাতা রসাতলম্ ।

তদ্ গতং নো মহাবাহো দিক্ট্যা বিযুক্তং ভয়ম্ ॥ ৫ ॥

১ । লো-টী । এনং সুমালিনম্ ।

সুমালী সেই সকল রাক্ষসের বরলাভের বিবরণ অবগত হইয়া ভয় পরিত্যাগ পূর্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে পাতাল হইতে উত্থিত হইল ॥ ১ ॥

মাল্যবান্, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ এবং মহোদর এই সচিবগণও সেই সুমালীকে পরিবেষ্টন পূর্বক উত্থিত হইল ॥ ২ ॥

সুমালী সেই সকল প্রধান প্রধান রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া প্রশ্নান করত দশগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইয়া আলিঙ্গনপূর্বক কহিল— ॥ ৩ ॥

বৎস, তুমি যে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট হইতে ভাগ্যক্রমে অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছ, ইহা আমাদের [বহুদিনের] চিন্তিত মনোরথ ॥ ৪ ॥

হে মহাবাহো, যাহার যন্তু আমরা লক্ষা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে গিয়া-

১ । চ 'নিশাচরঃ' । ২ । হ 'মারীচশ্চ' । ৩ । হ '-মুপাতিষ্ঠন্' । ৪ । হ 'সহ' । ৫ । চ '-মীদৃশম্' ।

৬ । হ 'মহৎ বিযুক্তং' ।

অসকৃৎনে ভগ্না হি পরিত্যজ্য স্বমালয়ম্ ।

বিদ্রুতাঃ সহিতাঃ সর্বৈ প্রবিষ্টাঃ স্মো রসাতলম্ ॥ ৬ ॥

অস্মদীয়া চ লঙ্কেয়ং নগরী রাক্ষসোষিতা ।

নিবেশিতা তব ভ্রাতা ধনাধ্যক্ষেন ধীমতা ॥ ৭ ॥

যদি নামাত্র শক্যং স্মাৎ সান্না দানেন চানঘ ।

তরসা বা মহাবাহো প্রত্যানেতুং কৃতং ভবেৎ ॥ ৮ ॥

ত্বং তু লঙ্কেশ্বরস্তাত ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।

সর্বেষাং নঃ প্রভুশ্চৈব ভবিষ্যসি মহাবল ॥ ৯ ॥

অথাত্রীদশগ্রীবো মাতামহনুপস্থিতম্ ।

বিত্তেশো গুরুরস্মাকং নাইশ্চোবং প্রভানিতুম্ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টা। ‘সান্না বস্তঃ স্বয়ানঘ’ ইতি পাঠঃ। ‘সান্না সা দারুণেন বে’ ইতি পাঠে দারুণেন নৈষ্ঠুর্যেণ। তরসা বলেন, কৃতমস্মাকং কার্যং ভবেৎ। স্বদা, কৃতং তপসঃ ফলং ভবেৎ। ‘কৃতং যুগে চ পৰ্য্যাপ্তে বিহিতে হিংসিতে ফলে’ ইতি ভূরিং।

ছিলাম, ভাগ্যক্রমে আমাদের সেই বিয়ুৎকৃত ভয় দূর হইল ॥ ৫ ॥

আমরা পুনঃ পুনঃ নারায়ণকর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপূর্বক সকলে মিলিত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছিলাম ॥ ৬ ॥

এই লঙ্কানগরী পূর্বে আমাদের ছিল এবং উহাতে রাক্ষসগণ বাস করিত, কিন্তু তোমার ভ্রাতা ধনাধ্যক্ষ এক্ষণে উহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

হে অনঘ, হে মহাবাহো, সাম, দান, অথবা বলদ্বারা যদি [লঙ্কানগরী] প্রত্যানয়ন করা সম্ভব হয়, তবে [আমাদের] কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥ ৮ ॥

বৎস, তুমি লঙ্কার অধীশ্বর হইবে সন্দেহ নাই ; হে মহাবল, তুমি আমাদের সকলের প্রভু হইবে ॥ ৯ ॥

পরে দশানন উপস্থিত মাতামহকে বলিল, ধনেশ্বর আমাদের গুরুজন, স্মৃতরাং আপনার এইরূপ বলা উচিত নয় ॥ ১০ ॥

ইত্যেবমুক্তঃ স তদা স্মালী রাবণেন হ ।

নোবাচ কিঞ্চিভূতৈব শ্রবসচ্ছ স্তহদ্বৃতঃ ॥ ১১ ॥

কেনচিদ্ধ্ব কালেন বসন্তং তত্র রাবণম্ ।

প্রহস্তঃ প্রসৃতং বাক্যমিদং রাক্ষসমত্রবীৎ ॥ ১২ ॥

দশগ্রীব মহাবাহো যৎ পুরা প্রোক্তবানসি ।

বিত্তেশো গুরুরস্মাকমিতি তচ্চ নিবোধ মে ॥ ১৩ ॥

ননু বীর মহাবাহো নারীস্বং বক্তুমীদৃশম্ ।

সৌভ্রাত্ৰং নাস্তি শূরাণাং শৃণু ভূয়ো বচশ্চ মে ॥ ১৪ ॥

অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব দ্বে ভগিন্যৌ বভূবতুঃ ।

ভার্য্যো পরমরূপিণ্যৌ কশ্যপস্ত প্রজাপতেঃ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। কত্ৱচিৎ কালস্ত অথ অনন্তঃম্।

রাবণ এইরূপ বলিলে স্মালী কিছু না বলিয়াই স্তহদগ্গণে পরিবৃত্ত হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

কিছুকাল পরে প্রহস্ত সেই স্থানে বাসকারী রাক্ষস রাবণকে বিনীত ভাবে বলিল—॥ ১২ ॥

মহাবাহো দশানন, আপনি যে ‘ধনেশ্বর আমাদের গুরু’ এই কথা পূর্বে বলিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥ ১৩ ॥

হে বীর মহাবাহো, আপনি এইরূপ বলিতে পারেন না, কারণ, বীরদিগের সৌভ্রাত্ৰ নাই; আমার আরও বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥

দিতি এবং অদিতি নামক পরম রূপবতী দুই ভগিনী প্রজাপতি কশ্যপের ভার্য্যা ছিল ॥ ১৫ ॥

১। হ ‘কত্ৱচিৎ’। ২। হ ‘কালস্ত’। ৩। হ ‘প্রস্রিতং’। ৪। হ ‘বিত্তেশো’। ৫। হ ‘বীরাণাং’। ৬। হ ‘এতে সহিতে কিল’।

অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্তদা ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ।

দিতিস্বজনয়দৈত্যান্ কশ্যপাদাত্মসম্ভবান্ ॥ ১৬ ॥

দৈত্যানাং কিল ধর্মজ্ঞ পুরেয়ং সর্বনার্হবা ।

আসীৎ সপর্বতা ভূমিস্তেহভবন্ প্রভবিষুণাঃ ॥ ১৭ ॥

ততস্তে নিহতাঃ সর্পে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।

দেবানাঞ্চ বশং নীতং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

তথা বৈরমপর্যাস্তং গরুড়শ্চোরগৈঃ সহ ।

ভ্রাতৃভিঃ সংপ্রসক্তং হি সংহারো যশ্চ নাভবৎ ॥ ১৯ ॥

নৈতদেকো ভবানঘ করিণ্যতি বিপর্যয়ম্ ।

সুতৈরাচরিতং পূর্বং কুরুষ্বেতদ্রচো নম ॥ ২০ ॥

১৯। লো-টী। উরগৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহ অপর্যাপ্তং বৈরং প্রসক্তম্, যশ্চ বৈরশ্চ সংহারো নাশো নাভবৎ ।

২০। লো-টী। 'যচ্চ' ইতি পাঠঃ, 'পূর্ন'মিতি বা ।

অদিত্যের গর্ভে ত্রিভুবনের ঈশ্বর দেবগণ জন্মিয়াছিলেন এবং দিতি কশ্যপের ঔরসজাত দৈত্যগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

হে ধর্মজ্ঞ, পুরাকালে বন, পর্বত এবং সমুদ্রের সহিত এই পৃথিবী দৈত্যদিগের অধিকারে থাকায় তাহাদের অত্যন্ত প্রভাব হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

তার পর প্রভু বিষ্ণু তাহাদের সকলকে নিহত করিয়া এই অব্যয় ত্রৈলোক্য দেবতাদিগের বশে আনয়ন করেন ॥ ১৮ ॥

তা ছাড়া, ভ্রাতা সর্পগণের সহিত গরুড়ের অসীম শত্রুতা প্রসক্ত হইয়াছে, সেই শত্রুতার অবসান [অগ্ৰাবধি] হইল না ॥ ১৯ ॥

আপনি একাই কেবল এইরূপ ভ্রাতৃবিরোধ করিবেন, তাহা নয়, পুরাকালে দেবগণ এইরূপ আচরণ করিয়াছেন ; সুতরাং আমার এই কথা প্রতিপালন করুন ॥ ২০ ॥

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহস্তেন ছুরাঅনা ।

চিন্তয়িত্বা মুহূৰ্ত্তং বৈ বাঢ়মিত্যেব সোহব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

স তু তেনৈব হর্ষণে তন্নিম্নহনি বীৰ্য্যবান্ ।

লঙ্কাং যাতো দশগ্রীবঃ সহ তৈঃ ক্কাদাচরৈঃ ॥ ২২ ॥

ত্রিকূটস্থঃ স তু তদা দশগ্রীবো নিশাচরঃ ।

প্রেষয়ামাস দৌত্যেন প্রহস্তং বাক্যকোবিদম্ ॥ ২৩ ॥

প্রহস্ত শীঘ্রং গচ্ছ ত্বং ক্রহি রাক্ষসপুঞ্জব ।

বচনান্মম বিত্তেশং সামপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২৪ ॥

ইয়ং লঙ্কাপুরী নাম রাক্ষসানাং মহাঅনাম্ ।

নিবাসো দেববিহিতঃ সৰ্ব্বলোকপরিজ্ঞাতঃ ॥ ২৫ ॥

২৫। লো-টা। 'স্বরলোকপরিজ্ঞাত' ইতি পাঠঃ। 'সৰ্বলোক' ইতি বা।

ছুরাঅা প্রহস্ত এইরূপ বলিলে দশগ্রীব মুহূৰ্ত্তকাল চিন্তা করিয়া 'তাহাই হইবে' এইরূপ বলিল ॥ ২১ ॥

বীর দশগ্রীব সেই উল্লাসে সেই দিনেই রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কায় গমন করিল ॥ ২২ ॥

তখন সেই রাক্ষস দশানন ত্রিকূটে অবস্থান করত বাকপটু প্রহস্তকে দূতরূপে প্রেরণ করিল— ॥ ২৩ ॥

রাক্ষসপুঞ্জব প্রহস্ত, তুমি শীঘ্র গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে প্রিয়-বাক্যপুংসর ধনেশ্বরকে এই কথা বলিবে ॥ ২৪ ॥

এই লঙ্কানগরী যে মহাঅা রাক্ষসদিগের বাসভূমি, ইহা দেবগণকর্তৃক নির্দিষ্ট এবং সৰ্ব্বলোকপরিজ্ঞাত ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চিৎ কারণমুদ্दिश्य ত্যক্তাসীদ্রাক্ষসৈরিয়ম্ ।

তে পুনঃ কালসময়ে স্বং নিবাসমুপাগতাঃ ॥ ২৬ ॥

ত্বয়া নিবেশিতা চেয়ং তন্তে ন সদৃশং কৃতম্ ।

তন্তুবান্ যদি নান্মৈতাং দদ্যাদতুলবিক্রমঃ ।

কৃত্য ভবেম্মম শ্রীতির্ধর্মশ্চৈবানুপালিতাঃ ॥ ২৭ ॥

ইতুক্তঃ স তদা গত্বা প্রহস্তো বাক্যকোবিদঃ ।

দশগ্রীববচঃ সর্বং বিত্তেশায় ত্বেবেদয়ৎ ॥ ২৮ ॥

প্রহস্তাদভিসংশ্রুত্য সর্বং বৈশ্রবণো বচঃ ।

উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ প্রহস্তং স নিশাচরম্ ॥ ২৯ ॥

সর্বং কর্তাস্মি ভদ্রং তে রাক্ষসেশবচোহচিরাৎ ।

কিন্তু তাবৎ প্রতীক্ষস্ব পিতৃর্ধাবন্নিবেদয়ে ॥ ৩০ ॥

২৬। লো-টী। কালসময়ে কালশাস্ত্রো সময়শব্দসমস্তস্মিন্ অবসরকাল ইত্যর্থঃ।

‘সময়ঃ শপথে কালে সঙ্কেতেহবসরেহপি চে’ত্যজয়ঃ। স্বং স্বীয়ম্।

২৭। লো-টী। যন্নিবেশিতা তৎ তে ত্বয়া ন সদৃশং কৃতম্।

রাক্ষসগগণ কোন কারণে এই লঙ্কানগরী ত্যাগ করিয়াছিল, পুনরায় তাহার অবসর সময়ে স্বীয় বাসভূমিতে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

আপনি লঙ্কানগরীতে বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আপনি ভাল করেন নাই; অতুলবিক্রমশালী আপনি যদি এই লঙ্কানগরী ছাড়িয়া দেন, তবে আমার প্রতি শ্রীতি প্রদর্শন করা হইবে এবং ধর্মও রক্ষিত হইবে ॥ ২৭ ॥

এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বাক্যবিশারদ প্রহস্ত তখন গমন করত ধনেশ্বরের নিকট সমস্ত রাবণবাক্য নিবেদন করিল ॥ ২৮ ॥

বাক্যজ্ঞ বৈশ্রবণ প্রহস্তের নিকট হইতে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সেই রাক্ষস প্রহস্তকে বলিলেন— ॥ ২৯ ॥

শীঘ্রই রাক্ষসেশ্বরের কথানুযায়ী সমস্ত করিব, তোমার মঙ্গল হউক, কিন্তু

এবমুক্তা ধনাধ্যক্ষো জগাম পিতুরন্তিকম্ ।

অভিবাচ্যত্রবীক্তঞ্চ রাবণস্ত যদীপ্সিতম্ ॥ ৩১ ॥

এষ তাত দশগ্রীবো দূতং প্রেষিতবান্মম ।

মমেয়ং দীয়তাং লক্ষা পূর্বং রক্ষোগণোষিতা ।

তস্ময়া যদনুষ্ঠেয়ং তদাচক্ষু মমানঘ ॥ ৩২ ॥

ধনদেনৈবমুক্তস্ত বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ ।

সোহত্রবীদ্ধচনং তত্র শৃণু পুত্র বচো মম । ৩৩ ॥

দশগ্রীবো মমাপ্যোতছুক্তবান্ মুনিসন্নিধৌ ।

ময়া নির্ভৎসিতশ্চাপি বহু চোক্তঃ স দুঃস্মৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥

স ক্রোধেন পুনশ্চোক্তো ধ্বংস ধ্বংসেতি বৈ পুনঃ ।

তচ্ছৃণু ত্বং বচঃ পুত্র মম ধর্ম্মার্থসংযুতম্ ॥ ৩৫ ॥

৩২। লো-টা। অনুষ্ঠেয়ং কর্তব্যম্।

৩৫। লো-টা। ধ্বংস ধ্বংস অপসর। 'অপধ্বংসে'তিপাঠে দূরং গচ্ছ।

কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণে পিতার নিকটে [এই বিষয়] জ্ঞাপন করি ॥ ৩০ ॥

এই বলিয়া ধনাধ্যক্ষ পিতার নিকটে গমন করত অভিবাদনপূর্বক রাবণের অভিপ্রেত বিষয় তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৩১ ॥

পিতঃ, এই দশগ্রীব আমার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছে, [এবং দূত-মুখে বলিয়াছে যে] পূর্বের রাক্ষসগণকর্তৃক অধ্যুষিতা এই লঙ্কানগরী আমাকে প্রদান করুন। হে অনঘ, অতএব আমার যাহা কর্তব্য তাহা আদেশ করুন ॥ ৩২ ॥

কুবের এই কথা বলিলে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবাঃ বলিলেন, বৎস, এ বিষয়ে আমার কথা শ্রবণ কর ॥ ৩৩ ॥

সেই ছুরায়া দশগ্রীব মুনিদিগের সমীপে আমার নিকটেও এইকথা বলিয়াছিল; আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বহু কথা বলিয়াছি ॥ ৩৪ ॥

পুনরায় ক্রোধের সহিত 'ধ্বংস হও, ধ্বংস হও' এই কথা বলিয়াছি, অতএব

১। হ 'তঃ সোহপি'। ২। হ 'খোক্তঃ'। ৩। হ 'অনু-'। ৪। হ 'ক্রোধেন চ'। ৫। হ 'বহুঃ'। 'তচ্ছৃণু'।

বরপ্রদানাং সংযুতো মান্য়ামান্য়ং ন বেত্তি সঃ ।

ন বিভেতি চ মে শাপাং প্রকৃতিং দারুণাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

তস্মাং প্রযাহি ভদ্রং তে কৈলাসং ধরণীধরম্ ।

নিবেশয় নিকেতার্থং ত্যজ লঙ্কাং সহানুগঃ ॥ ৩৭ ॥

তত্র মন্দাকিনী নাম নদীনাং প্রবরা নদী ।

কাঞ্চনৈঃ সূর্যাসঙ্কাশৈঃ পঙ্কজৈর্মণ্ডিতোদকা ॥ ৩৮ ॥

তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সান্সরোগগন্ধিনরাঃ ।

বিহারশীলাঃ সততং রমন্তে ধরণীধরে ॥ ৩৯ ॥

রমস্ব পুত্র ত্বমপি রম্যে তস্মিন্ শিলোচ্চয়ে ।

ন হি ক্রমং ত্বানেন বৈরং ধনদ রক্ষসা ।

জানীষে চ যথা তেন লক্শঃ পরমকো বরঃ ॥ ৪০ ॥

৩৭ । লো-টী । নিবেশয় আশ্রয়, নিকেতার্থং বাসার্থম্ ।

পুত্র, তুমি আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

সেই দুর্ম্মতি, বরলাভে মোহিত হইয়া মান্য়ামান্য় জ্ঞান করে না এবং অত্যন্ত দারুণ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আমার অভিশাপকেও ভয় করিতেছে না ॥ ৩৬ ॥

সুতরাং তুমি অনুচরগণের সহিত লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন কর এবং বসতি স্থাপন কর, তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ৩৭ ॥

সেই পর্ব্বতে নদীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মন্দাকিনীনাম্নী নদী আছে, তাহার জল সূর্যাসদৃশ স্বর্ণকমলে ভূষিত ॥ ৩৮ ॥

সেই কৈলাসপর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরাঃ এবং কিন্নরগণের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ দেবগণ সর্ব্বদা বিহার করেন ॥ ৩৯ ॥

পুত্র, তুমিও সেই রমণীয় কৈলাসপর্ব্বতে বিহার কর ; ধনদ, এই রাক্ষস দশগ্রীবের সহিত তোমার বিরোধ করা উচিত নয় এবং তুমি অবগত আছ যে, সে উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়াছে ॥ ৪০ ॥

তথেষুত্বা স পিতরমভিবাণ্য ধনেশ্বরঃ ।
 যযৌ লঙ্কাং পুনস্তূর্ণং প্রহস্তং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪১ ॥
 ক্রহি গচ্ছ দশগ্রীবং পুরীং রাজ্যঞ্চ যন্মম ।
 তবাপ্যোতম্মহাবাহো ভুঙ্ক্ষু চৈতদকণ্টকম্ ।
 অবিভক্তং ত্বয়া সার্কং রাজ্যং যচ্চাস্তি মে বহু ॥ ৪২ ॥
 অহং গচ্ছামি কৈলাসং নিবাসায় মহাগিরিম্ ।
 লঙ্কামাবস ভদ্রং তে স্বধর্ম্মং তত্র পালয় ॥ ৪৩ ॥
 এবমুক্ত্বা ধনাধ্যক্ষো বলেন মহতা বৃতঃ ।
 সপৌরদারঃ সামাত্যঃ সবাহন-ধনো গতঃ ॥ ৪৪ ॥
 প্রহস্তোহথ দশগ্রীবং গত্বা বচনমব্রবীৎ ।
 প্রহৃষ্টাত্মা মহাত্মানং সহামাত্যং সহানুজম্ ॥ ৪৫ ॥
 শূণ্ডা সা নগরী লঙ্কা ত্যক্তৈন্দ্রনাং ধনদো গতঃ ।
 প্রবিশ ত্বং মহাবাহো স্বধর্ম্মং তত্র পালয় ॥ ৪৬ ॥

সেই ধনেশ্বর, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পিতাকে অভিবাদন পূর্বক অতিক্রান্ত লঙ্কায় গমন করিয়া প্রহস্তকে এই কথা বলিলেন— ॥ ৪১ ॥

তুমি দশগ্রীবের সমীপে গমন করিয়া বলিবে যে, হে মহাবাহো, আমার পুরী এবং রাজ্য যাহা আছে, তাহা তোমারও বটে, তুমি নিকটকে এই সমস্ত ভোগ কর; আমার রাজ্য এবং ধন যাহা কিছু আছে তাহা তোমার সহিত অবিভক্ত ॥ ৪২ ॥

আমি মহাপর্বত কৈলাসে বাস করিবার জন্ম যাইতেছি, তুমি লঙ্কায় বাস করিয়া স্বধর্ম্ম পালন কর; মঙ্গল হইবে ॥ ৪৩ ॥

এই বলিয়া ধনাধ্যক্ষ বিপুল সৈন্য পরিবৃত্ত হইয়া পৌরজন, কলত্র, অমাত্য, ধন এবং বাহন সমভিবাহারে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৪ ॥

পরে সন্তুষ্টচিত্ত প্রহস্ত অমাত্য এবং অনুজগণের সহিত বর্তমান মহাত্মা দশগ্রীবের নিকটে গমন করিয়া বলিল ॥ ৪৫ ॥

হে মহাবাহো, সেই লঙ্কানগরী শূণ্ডা পড়িয়া রহিয়াছে, ধনেশ্বর লঙ্কা

এবমুক্তঃ প্রহস্তেন দশগ্রীবো নিশাচরঃ ।

নিবেশয়ামাস পুরীং সভ্রাতা সবলানুগঃ ।

ধনদেন পরিত্যক্তাং সুবিভক্তমহাপথাম্ ॥ ৪৭ ॥

স চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচরৈস্তদা নিবেশয়ামাস পুরীং দশাননঃ ।

নিকামপূর্ণা চ বভূব সা পুরী নিশাচরৈর্নৌলবলাহকোপমৈঃ ॥ ৪৮ ॥

ধনেশ্বরৌহপাথ পিতৃবাক্যগৌরবান্মবেশয়চ্ছশিবিমলে গিরৌ পুরীম্ ।

স্বলঙ্কৃতৈর্ভবনবরৈর্বিভূষিতাং পুরন্দরঃ অপূরমিবামরাবতীম্ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লঙ্কাধ্যায়ো নাম

একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

৪৭। লো-টী। সহ ভ্রাতা সভ্রাতৃকঃ, 'সহ ভ্রাতা বলাভুগ'ইতি পাঠে বলং সৈন্তম্ অনুগ-
মভুবর্তি যন্ত সঃ। পূর্কপাঠে বলাভুগঃ সেনাপতিঃ।

৪৮। লো-টী। নিকামপূর্ণা নিকামং যথেষ্টং যন্ত যন্ত যথা ইচ্ছা তন্ত তন্ত তৎপূর্ণা
ইচ্ছানুরূপফলপ্রদেত্যর্থঃ। যদ্বা, নিতরাং কামং কামাং তৎপূর্ণা।

৪৯। লো-টী। 'শশিবিমলে গিরা'বিতি পাঠঃ। 'নিবেশয়ামাস বিমল'ইতি বা।

লঙ্কাপ্রবেশঃ ॥ ১১ ॥

পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আপনি এই নগরীতে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ধর্ম পালন
করুন ॥ ৪৬ ॥

প্রহস্ত এইরূপ বলিলে রাক্ষস দশগ্রীব ভ্রাতা এবং সৈন্তগণের সহিত কুবের-
পরিত্যক্ত সুবিভক্ত-বিশাল-পথযুক্ত লঙ্কানগরীতে বসতি স্থাপন করিল ॥ ৪৭ ॥

তখন দশানন রাক্ষসগণকর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া পুরী স্থাপন করিল, সেই
পুরী কৃষ্ণমেঘতুল্য রাক্ষসগণে অতিশয় পরিপূর্ণ হইল ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর ধনেশ্বরও পিতৃবাক্যের প্রতি গৌরববশতঃ পুরন্দর যেক্রপ স্বীয়
অমরাবতী নগরী স্থাপিত করিয়াছেন সেইরূপ চন্দ্রের আয় নির্ম্মল কৈলাসপর্বতে
সুশোভিত উত্তম গৃহরাজিদ্ধারা বিভূষিতা নগরী স্থাপন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লঙ্কাপ্রবেশ-নামক

১১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

(১২) দ্বাদশঃ সর্গঃ

রাক্ষসেন্দ্রোহভিষিক্তস্ত ভ্রাতৃত্যাং সহিতস্তদা ।

ততঃ প্রদানং রাক্ষস্যা ভগিন্যাঃ সৌহভ্যরোচয়ং ॥ ১ ॥

স্বসারং কালকেয়ায় দানবেন্দ্রায় রাক্ষসীম্ ।

দদৌ শূৰ্পণখাং রাজা বিছ্যজ্জিহ্বায় নামতঃ ॥ ২ ॥

অথ দত্ত্বা স্বসারং তাং যুগয়াং পর্যাটন্ নৃপঃ ।

অপশ্যৎ স বনে রাম ময়ং নাম দিতেঃ স্ততম্ ॥ ৩ ॥

কন্যাসহায়ং তং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো নিশাচরঃ ।

অপৃচ্ছৎ কো ভবানত্র নিৰ্ম্মলুপ্তমুগে বনে ॥ ৪ ॥

ময়স্তথাব্রবীদ্রাম পৃচ্ছস্তং তং নিশাচরম্ ।

শ্রুয়তাং সৰ্ব্বমাখ্যাশ্চে যথাবৃত্তমিদং মম ॥ ৫ ॥

পরে অভিষিক্ত রাক্ষসরাজ রাবণ ভ্রাতৃত্বের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাক্ষসী ভগিনীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিল ॥ ১ ॥

রাক্ষসরাজ শূৰ্পণখানায়ী রাক্ষসী ভগিনীকে কালকেয় দানবরাজ বিছ্যজ্জিহ্বাকে সম্প্রদান করিল ॥ ২ ॥

হে রাম, রাক্ষসরাজ সেই ভগিনীকে সম্প্রদান করিয়া পরে যুগয়া-বিহার করিতে করিতে বনমধ্যে দিতির পুত্র ‘ময়’কে দেখিতে পাইল ॥ ৩ ॥

রাক্ষস দশগ্রীব তাহাকে কন্যাসহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পশু এবং মানবের স্কারবিহীন এই বনে আপনি কে ? ॥ ৪ ॥

হে রাম, রাক্ষস রাবণ প্রশ্ন করিলে ময়-দানব তাহাকে বলিল, আমার যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

হেমা নামাপ্সরাঃ স্তম্ভঃ শ্রুতপূৰ্বা যদি ত্বয়া ।

দেবৈৰ্মহমসৌ দত্তা পৌলোমীব বিড়োজসে ॥ ৬ ॥

তস্তাং সক্তমনাশ্চাসং দশ বর্ষশতাত্মহম্ ।

সা চ দৈবতকার্যেণ গতা বর্ষত্রয়োদশে ॥ ৭ ॥

তস্তাঃ কৃতে চ হেমায়া হৈমাঃ প্রাসাদপঙ্ক্তয়ঃ ।

বজ্রবৈদূর্যবর্ণাশ্চ নির্মিতা মায়ায়া ময়া ॥ ৮ ॥

তত্রাহং ন রতিং বিন্দংস্তয়া হীনঃ স্তম্ভুঃখিতঃ ।

ভবনাং স্বাং হুহিতরং গৃহীত্বা বনমাগতঃ ॥ ৯ ॥

ইয়ং মমাত্মজা রাজংস্তস্তাঃ কুঙ্কিসমুদ্ভবা ।

ভর্তারমস্তাঃ সদৃশং প্রাপ্তবানস্মি মার্গিতুন্ম : ১০ ॥

৬। লো-টী। বিড়োজসে শক্রায়।

৭। লো-টী। সক্তমনাঃ আসক্তমনাঃ। বর্ষে ত্রয়োদশে সতি কন্যয়া ইতি শেষঃ।

২। লো-টী। তত্র তাসু প্রাসাদপঙ্ক্তিষু অরতিং প্রীত্যাভাবং বিন্দন্ লভমানঃ।
'ন রতিং বিন্দম্' ইতি পাঠে রতিং প্রীতিম্।

১০। লো-টী। প্রাপ্তবানস্মি বরমিতি শেষঃ।

হেমানামী অতি সুন্দরী অপ্সরার কথা সম্ভবতঃ আপনি পূর্বে শুনিয়া থাকিবেন ; ইন্দ্রকে পৌলোমীর দ্বারা দেবগণ ঐ অপ্সরাকে আমাকে প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

আমি সহস্র বৎসর যাবৎ ঐ অপ্সরাতে আসক্তচিত্ত ছিলাম, [তাহার পর এই কন্যার] ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সের সময় সেই হেমা দেবকার্যের জন্ত প্রস্থান করিয়াছে ॥ ৭ ॥

সেই হেমার জন্ত আমি মায়াদ্বারা হীরক এবং বৈদূর্য্যখচিত কাঞ্চনময় প্রাসাদশ্রেণী নির্মাণ করিয়াছিলাম ॥ ৮ ॥

সেই স্থানে আমি তাহার বিরহে প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া গৃহ হইতে স্বীয় হুহিতাকে সঙ্গে লইয়া বনে আসিয়াছি ॥ ৯ ॥

রাজন, এই আমার কথা সেই হেমার গর্ভসমুত্তা, আমি ইহার উপযুক্ত পতি

১। ছ-'সাত্ত'। ২। ছ-'না হাস'। ৩। ছ-'ত্রয়োদশ সবা গতাঃ'। ৪। ছ-'বিলে তয়া'।
৫। ছ-'নস্তাং হুহিতরং'। ৬। ছ-'প্রারক্শাস্মি'।

কন্যাপিতৃৎ^১ ছুঃখং হি নরাণাং মানকাজ্জিণাম্ ।

দে কুলে সংশয়ে কৃত্বা^২ নিত্যং কন্যা হি তিষ্ঠতি ॥ ১১ ॥

পুত্রদ্বয়ং মমাপ্যস্তাং^৩ ভার্য্যায়াং সংবভূব হ ।

মায়াবী প্রথমস্তত্র ছন্দুভিস্তদনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

এতন্তে সৰ্ব্বমাপ্যাতং^৪ বাথাতথেন পৃচ্ছতঃ ।

ত্বামিদানীং কথং তাত জানীয়াং কো ভবানিতি ॥ ১৩ ॥

এবমুক্তো রাক্ষসেন্দ্রো^৫ বিনীতমিদমব্রবীৎ ।

অহং পৌলস্ত্যতনয়ো দশগ্রীবশ্চ^৬ নামতঃ ॥ ১৪ ॥

রাজা রাক্ষসমুখ্যানাং মৃগয়াস্মি নির্গতঃ ।

এবমুক্তস্তদা রাম রাক্ষসেন্দ্রেণ^৭ দানবঃ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। নরাণাং সংশয়নপ্রাণিণাম্। সংশয়ং সংশয়পক্ষে।

অদ্বৈষণ করিবার জন্ত আসিয়াছি ॥ ১০ ॥

সম্মানান্তিলাষী মনুষ্যদিগের কন্যার পিতা হওয়া ছুঃখজনক, কন্যা সৰ্ব্বদা পিতৃকুল এবং মাতৃকুলকে সংশয়মগ্ন করত অবস্থান করে ॥ ১১ ॥

এই জ্ঞীর গর্ভে আমার দুইটি পুত্রও জন্মিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথমটী 'মায়াবী' এবং দ্বিতীয়টি 'ছন্দুভি' নামে খ্যাত ॥ ১২ ॥

হে তাত, আপনার প্রশ্নানুসারে যথাযথ সমস্ত বলিলাম ; এক্ষণে আপনি কে, তাহা কি প্রকারে জানিব ॥ ১৩ ॥

এইরূপ বলিলে রাক্ষসরাজ রাবণ বিনীতভাবে বলিল, আমি পৌলস্ত্যপুত্র, আমার নাম দশগ্রীব ॥ ১৪ ॥

আমি শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদিগের রাজা, আমি মৃগয়া করিতে বহির্গত হইয়াছি। হে রাম, রাক্ষসরাজ রাবণ তখন দানবকে এইরূপ বলিল ॥ ১৫ ॥

১। ছ 'সংশয়'। ২। ছ '-কৃত্বা'। ৩। ছ 'সমজায়ত'। ৪। ছ '-স্ত'। ৫। ছ 'ইদমব্রবীৎ নাস্তি'।

ব্রহ্মর্ষেস্তং স্মৃতং জ্ঞাত্বা ময়ো দৈত্য্যধিপস্ততঃ ।

প্রদানং দুহিতুস্তস্মৈ রোচয়মাস বৈ তদা ॥ ১৬ ॥

করেণাদায় কণ্ঠাং স ময়স্তমমিতৌজসম্ ।

প্রহসন্নিব দৈত্যেদ্ভ্রো রাক্ষসেন্দ্রমভাষত ॥ ১৭ ॥

ইয়ং মমাত্মজা রাজন্ হেমায়াঃ পয়সা ভূতা ।

কণ্ঠা মন্দোদরী নাম ভার্য্যার্থে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

বাটমিত্যেব তং রাম দশগ্রীবোহিব্রবীদ্বচঃ ।

প্রজ্জাল্য চ বনে বহ্নিং পাণিং জগ্রাহ ধর্ম্মতঃ ॥ ১৯ ॥

ন হি তস্মা ময়ো রাজন্ শাপং জানাতি দুর্ম্মতেঃ ।

বিদিত্বা তস্মা সা দত্তা তেন পৈতামহং কুলম্ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। প্রহসন্নিব ইবশব্দেন মুখপ্রসাদো জ্যোত্যতে, প্রসন্নমুখঃ সন্ ।

২০। লো-টী। শাপং নরবানরজং বধম্ ।

তখন দৈত্য্যধিপতি ময় তাহাকে ব্রহ্মর্ষির পুত্র জানিয়া তাহার নিকট কণ্ঠা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিল ॥ ১৬ ॥

সেই দৈত্যেদ্ভ্র ময় হস্তদ্বারা কণ্ঠাকে গ্রহণ করিয়া অমিতবলশালী রাক্ষসরাজ রাবণকে হাসিতে হাসিতে বলিল— ॥ ১৭ ॥

রাজন্, হেমার স্তম্ভত্বকে পুষ্টা আমার ঔরসজাতা মন্দোদরী নামে এই কণ্ঠাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন ॥ ১৮ ॥

হে রাম, দশগ্রীব তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বনে অগ্নি প্রজ্জালনপূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ তাহার পাণিগ্রহণ করিল ॥ ১৯ ॥

রাজন্, দৈত্যরাজ ময় সেই ছুষ্টাত্মা দশগ্রীবের অভিষাপের বিষয় জানিত না, সে পিতামহের বংশে তাহার উৎপত্তি জানিয়া সেই কণ্ঠাকে প্রদান করিল ॥ ২০ ॥

অমোঘাং তস্ম শক্তিং চ প্রদদৌ পরমাদ্বিত্যম্ ।

পরেণ তপসা লক্কাং জন্মিবান্ লক্ষ্মণং যয়া ॥ ২১ ॥

এবাং স কৃতদারো হি লক্কা পত্নীং ময়াভদ্রা ।

গত্বা স্বাং নগরীং ভার্য্যে ভ্রাতৃভ্যাংমুদবাহয়ৎ ॥ ২২ ॥

বৈরোচনস্ম দৌহিত্রী বিদ্যাজ্জ্বালেতি বিপ্রতা ।

তাং ভার্য্যাং কুম্ভকর্ণস্ম দশগ্রীবো ব্যবাহয়ৎ ॥ ২৩ ॥

গন্ধর্ব্বরাজস্ম স্ততাং শৈলুষস্ম মহাত্মনঃ ।

সরমাং নাম ধর্ম্মভো লেভে ভার্য্যাং বিভীষণঃ ॥ ২৪ ॥

তীরে বৈ সরসঃ সা হি মানসস্ম ব্যজায়ত ।

মানসং চ সরস্তৃদ্বৈ বরুধে জলদাগমে ॥ ২৫ ॥

মাত্রা তস্মাস্ত কন্যায়াঃ পুরা স্নেহাভয়া বচঃ ।

উক্তং সরো মা বর্কেতি ততঃ সা সরমাভবৎ ॥ ২৬ ॥

২৫। লো-টী। তন্তদা।

২৬। লো-টী। হে সরঃ, মা বর্ধ বর্ধস্ব।

ময় অত্যাগ্র তপস্থা-লক্ক অত্যাশ্চর্য্যজনক অব্যর্থ 'শক্তি' তাহাকে প্রদান করিল, রাবণ সেই শক্তি দ্বারা লক্ষ্মণকে আহত করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

এইরূপে সেই দশগ্রীব ময়দানবের নিকট হইতে পত্নী লাভ করিয়া বিবাহ করত স্বীয় নগরীতে গমন করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে পত্নীদ্বয় বিবাহ করাইল ॥ ২২ ॥

দশগ্রীব বিদ্যাজ্জ্বালা নামে বিখ্যাতা বৈরোচনের দৌহিত্রীকে কুম্ভকর্ণকে বিবাহ করাইল ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মভ ভিভীষণ গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা শৈলুষের রমানাম্নী কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিল ॥ ২৪ ॥

মানস-সরোবরের তীরে সেই কন্যা জন্মিয়াছিল এবং [তৎকালে] সেই মানসসরোবর বর্ষাসমাগমে বৃদ্ধি পাইতেছিল ॥ ২৫ ॥

তখন সেই কন্যার মাতা স্নেহবশতঃ বলিয়াছিলেন, 'সরো মা বর্ধ' অর্থাৎ

এবং তে কৃতদারা বৈ রেমিরে তত্র রাক্ষসাঃ ।

স্বাং স্বাং ভার্য্যাগুপাদায় গন্ধৰ্ব্বা ইব কাননে ॥ ২৭ ॥

ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমজীজনং ।

য এষ রাম যুগ্মাভিরিন্দ্রজিৎ সমভিশ্রুতঃ ॥ ২৮ ॥

জাতমাত্রেণ হি পুরা তেন রাক্ষসসূনুনা ।

রুদত। সংপ্রযুক্তোহভূন্নাদো জলভৃতাং যথা ॥ ২৯ ॥

সৰ্ব্বা সা নগরী তেন সঠৈলবনকাননা ।

জড়ীকৃতভূমদতা সান্টালগৃহগোপুরা ॥ ৩০ ॥

জড়ীকৃতাতাং লঙ্কায়াং তেন নাদেন তস্ম বৈ ।

পিতা তস্তাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি প্রভো ॥ ৩১ ॥

২৯। লো-টা। সংপ্রযুক্তঃ তাত্ত্বঃ। ‘সংপ্রযুক্ত’ ইতি বা পাঠঃ।

ইন্দ্রজিৎজয় ॥ ১২ ॥

‘সরোবর, বন্ধিত হইও না’ তাহাতে সেই কন্যার নাম সরমা হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

এইরূপে সেই রাক্ষসগণ বিবাহিত হইয়া কাননে গন্ধৰ্ব্বগণের আয় স্বীয় স্বীয় ভার্য্যাসমভিব্যাহারে তথায় বিহার করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

অতঃপর মন্দোদরী মেঘনাদ নামে পুত্র প্রসব করিল; রাম, সেই মেঘনাদকেই আপনারা ইন্দ্রজিৎ নামে শুনিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

পূর্বে সেই রাক্ষসপুত্র জন্মিবামাত্রই কান্দিতে কান্দিতে মেঘের শব্দের আয় শব্দ করিয়াছিল ॥ ২৯ ॥

ক্রন্দনরত সেই শিশু পর্বত, অরণ্য, অট্টালিকা, গৃহ এবং দ্বারের সহিত সমস্ত লঙ্কানগরীকে স্তব্ধ করিয়াছিল ॥ ৩০ ॥

হে প্রভো! শিশুর সেই ক্রন্দনশব্দে লঙ্কানগরী নিস্তব্ধ হওয়ায় তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিল ‘মেঘনাদ’ ॥ ৩১ ॥

সোহবর্দ্ধিত তদা রাম রাবণাস্তঃপুরে শিশুঃ ।

রক্ষ্যমাণঃ প্রযত্নেন ছন্নঃ কঠৈরিবানলঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীক্যে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রজিৎ নাম

দ্বাদশ: সর্গ:॥ ১২ ॥

হে রাম, রাবণের অন্তঃপুরে সযত্নে পালিত সেই শিশু কাষ্ঠাচ্ছন্ন বহির
হায় বদ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকি-প্রণীত আদিকাণ্ড রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রজিৎ নামক

১২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

(১৩) ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

অথ লোকেশ্বরোৎসৃষ্টা তত্র কালেন কেনচিৎ ।

নিদ্রা সমভবন্তীত্রা কুম্ভকর্ণশ্চ রূপিণী ॥ ১ ॥

ততো ভ্রাতরমাসীনং কুম্ভকর্ণোহিব্রবীদিদম্ ।

নিদ্রা মাং বাধতে রাজন্ কারয়স্ব মমালয়ম্ ॥ ২ ॥

বিনিযুক্তান্ততো রাজ্ঞা শিল্পিনো বিশ্বকৰ্ম্মবৎ ।

অকুৰ্ব্বন্ কুম্ভকর্ণশ্চ কৈলাসাকারমালয়ম্ ॥ ৩ ॥

দ্বিকিঙ্কুশতবিস্তীর্ণং ততঃ ষড়্গুণমায়তম্ ।

শয়নীয়ং মহাকাংকঃ কুম্ভকর্ণশ্চ চক্রিরে ॥ ৪ ॥

কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈশ্চৈব স্তম্ভৈঃ সৰ্ব্বত্র শোভিতম্

বৈদূর্য্যকৃতসোপানং কিঙ্কিণীজালশোভিতম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। লোকেশ্বরোৎসৃষ্টা দস্তা।

৩। লো-টী। বিশ্বকৰ্ম্মবৎ বিশ্বকৰ্ম্মেব।

তার পর কিছুদিন পরে কুম্ভকর্ণের লোকেশ্বরকর্তৃক প্রদত্ত মুর্ত্তিমতী ঘোর নিদ্রা আবিস্কৃত হইল ॥ ১ ॥

তখন কুম্ভকর্ণ সমাসীন ভ্রাতাকে বলিল, রাজন্, নিদ্রা আমাকে পীড়িত করিতেছে, সুতরাং আমার জন্ম গৃহ নির্মাণ করাইয়া দিন ॥ ২ ॥

তখন বিশ্বকৰ্ম্মার তুল্য শিল্পিগণ রাজ্যজায় নিযুক্ত হইয়া কুম্ভকর্ণের নিমিত্ত কৈলাসপৰ্ব্বতসদৃশ গৃহ নির্মাণ করিল ॥ ৩ ॥

কুম্ভকর্ণের জন্ম বৃহদাকাংক সেই শয়নগৃহ প্রস্থে দ্বিশত হস্ত এবং দৈর্ঘ্যে তাহার ছয়গুণ করিল ॥ ৪ ॥

[সেই গৃহ] কাঞ্চন এবং স্ফটিকনির্মিত স্তম্ভে ও কিঙ্কিণী সমূহে

দাস্তোতোরণবিম্বস্তং বজ্রগ্রথিতবেদিকম্ ।

সর্ব্বভূ^২সুখদং নিত্যং মেরোঃ প্রাগ্র্যা^৩ গুহামিব ॥ ৬ ॥

তত্র নিদ্রাসমাক্রান্তঃ কুন্তকর্ণো নিশাচরঃ ।

বহুশব্দসহস্রাণি প্রস্রপ্তো ন বিবুধ্যতে ॥ ৭ ॥

নিদ্রাভিভূতে তু তদা কুন্তকর্ণে দশাননঃ ।

দেবর্ষিয়ক্ষগন্ধর্কানবাধত নিশাচরঃ ॥ ৮ ॥

উদ্যানানি বিচিত্রাণি নন্দনাদীনি যানি চ ।

তানি গহ্বা স্রসংক্রুদ্ধো ভিনতি স্ম দশাননঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টা। দাস্তা হস্তিদন্তব্যাপ্তা যে তোরণাস্তেবাং বিম্বস্তং বিম্বাসো যত্র তৎ, বজ্রং হীরকেণ গ্রথিতা বেদিকা যত্র তৎ ।

৭। লো-টা। তত্র শব্দনীয়গৃহে, 'নিদ্রাসমাক্রান্ত' ইতি পাঠঃ। 'নিদ্রাং সমস্রাত' ইতি পাঠে উপাস্তে স্ম ।

সর্ব্বত্র শোভিত ; তাহার সোপানশ্রেণী বৈদূর্য্যমণি-নির্ম্মিত, তোরণ সকল গজদন্ত-রচিত ; তাহা হীরকখচিত-বেদিকায়ুক্ত এবং মেরুপর্ব্বতের উত্তম গুহার আয় সর্ব্বদা সর্ব্বস্থভূতে সুখপ্রদ ॥ ৫-৬ ॥

নিদ্রাক্রান্ত রাক্ষস কুন্তকর্ণ সেই শয়নগৃহে নিদ্রিত হইয়া বহু সহস্র বৎসর জাগরিত হইল না ॥ ৭ ॥

কুন্তকর্ণ নিদ্রাভিভূত হইলে তখন রাক্ষস দশানন দেবর্ষি, যক্ষ এবং গন্ধর্ব্ব-দিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

নন্দনকানন প্রভৃতি যে সমস্ত বিচিত্র উদ্যান ছিল, দশানন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎসমস্ত ভগ্ন করিল ॥ ৯ ॥

১। হ '-বিস্তৃতবজ্র-'। ২। হ 'দিব্য'। ৩। হ 'প্রাগ্র্যা গুহা যথা'। ৪। হ '-ক্রাং সমস্রাত'। ৫। হ '-যাত'। ৬। ক '-নানি চ'।

নদীর্গজ ইবাক্রীড়ন্ বৃক্ষান্ বায়ুরিবাঙ্কিপন্ ।
 অদ্রীন্ বজ্র ইবাঙ্কিপ্তো ব্যধ্বংসয়ত নিত্যশঃ ॥ ১০ ॥
 তথারুভং তু বিজ্ঞায় দশগ্রীবং ধনেশ্বরঃ ।
 কুলানুরূপং ধর্ম্মজ্ঞো বৃভমশীক্ষ্য চাত্মনঃ ॥ ১১ ॥
 সৌভ্রাত্রং দর্শয়ংশৈচব দূতং বৈশ্রবণো নৃপঃ ।
 লঙ্কাং সংপ্রেময়ামাস দশগ্রীবহিতায় বৈ ॥ ১২ ॥
 স গত্বা নগরং লঙ্কামাসাদ বিভীষণম্ ।
 মানিতস্তেন ধর্ম্মেণ পৃষ্ঠশ্চাগমনং প্রতি ॥ ১৩ ॥
 স পৃষ্ঠা কুশলং রাজ্ঞো জ্ঞাতীনাং চৈব সর্ব্বশঃ ।
 সভায়াং দর্শয়ামাস তস্মাসীনং দশাননম্ ॥ ১৪ ॥

সে সর্ব্বদা নদীসমূহে হস্তীর আয় ক্রীড়া করিতে লাগিল, বায়ুর আয় বৃক্ষরাজি উৎপাটন করিতে লাগিল এবং নিম্মিপ্ত বজ্রের আয় পর্ব্বতসমূহ ধ্বংস করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ধনাধিপতি রাজা বৈশ্রবণ দশগ্রীবের তাদৃশ চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া এবং স্বীয় কুলানুরূপ ব্যবহার স্বরণ করিয়া সৌভ্রাত্র দেখাইবার জন্ত দশগ্রীবের হিতার্থে লঙ্কায় দূত প্রেরণ করিলেন ॥ ১১-১২ ॥

সেই দূত লঙ্কানগরীতে গমন করিয়া বিভীষণের নিকট উপস্থিত হইল এবং বিভীষণ ধর্ম্মানুসারে তাহাকে সম্মানিত করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১৩ ॥

বিভীষণ রাজার (কুণের) এবং জ্ঞাতিগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া সেই দূতকে সভায় সমাসীন দশাননকে দেখাইয়া দিল ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'নদীং গজ'। ২। ছ 'বিধ্বংসয়তি'। ৩। ছ 'হৃদ্বীক্ষ্য'। ৪। ছ 'লঙ্কাং সমাসাদ'।

৫। ছ 'দশাননম'। ৬। ছ 'সমাসীনং'।

স দৃষ্ট্বা তত্র রাজানং দীপ্যমানমিব শ্রিয়া ।

জয়েন চাভিনন্দ্যৈনং তুষণীমাসীন্মুহূর্তকম্ ॥ ১৫ ॥

তস্তোপনীতঃ পর্য্যঙ্কঃ স্বাস্তীর্ণো রাবণাদনু ।

তত্রোপবিষ্ট রাজানং দূতো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥

রাজন্ বক্ষ্যামি তে সর্বং ভ্রাতৃসন্দেশমপি তম্ ।

উভয়োঃ সদৃশং সমাগ্ বৃত্তস্ত চ কুলস্ত চ ॥ ১৭ ॥

সামু পর্য্যাপ্তমেতাবৎ কৃতং চামিত্রকৰ্ষণম্ ।

সামু ধর্মো ব্যবস্থানং ক্রিয়তাং যদি শক্যতে ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-চী। উপনীতঃ সমর্পিতঃ রাবণাদনু রাবণস্ত পশ্চাৎ অথ ইত্যর্থঃ। যথা, রাবণস্ত অনু সমীপে।

১৭-১৮।। লো-চী। আদৌ ধনেশং দশগীবঞ্চ প্রশংসতি—উভাত্যামিতি। বৃত্তস্ত সজরিতস্ত কুলস্ত চ বিশ্রবসঃ কুলস্ত সম্যক্ সমীচীনত্বম্ উভাত্যাং ভ্রাতৃত্যাং বিহিতং কৃতম্, এতন্মু উচিতমিত্যাহ—সামিতি। এতাবদ্ বৃত্তকুলয়োঃ সমীচীনত্ববিধানং যতঃ সাধোর্জনস্ত পর্য্যাপ্তং যথেষ্টং যথাবদিচ্ছাবিষয়ঃ। যথা, কুলস্ত বৃত্তস্ত চেতি সঙ্কঃ। ‘বৃত্তং পশ্চে চরিত্রে চে’ত্যমরঃ। ‘পর্য্যাপ্তং ত্র যথেষ্টং ত্যাং তুষ্টৌ শক্তৌ নিবারণে’ ইতি ভূরি। অতোহহুমীয়তে চরিত্রমেব চারিত্র্যং শং ভজ্যং করোতীতি তথা কুলচরিত্তস্ত ভজ্যকারিণেন ভবান্ স চ ধনদঃ কৃতঃ বিধাতা নিরূপিত ইত্যর্থঃ। ‘উভয়োহি হিত’মিতি পাঠঃ। কুলস্ত বৃত্তস্ত সম্যক্ সমীচীনত্বং উভয়োহিতম্, কৃতত্তজ্জাহ—সামু পর্য্যাপ্তমিতি, সমানমন্ত্ৰং। ‘সঙ্কর’ ইতি দন্ত্যপাঠে সং সম্যক্ করোতীতি তথা।

সেই দূত প্রভাভরে দীপ্যমান রাজাকে সভায় দেখিয়া জয়শব্দ উচ্চারণপূর্বক অভিনন্দিত করত মুহূর্তকাল নীরব রহিল ॥ ১৫ ॥

অতঃপর রাবণের সমীপে তাহাকে বসিবার জন্য সুন্দরভাবে আস্তরণাবৃত পর্য্যঙ্ক প্রদান করা হইলে সেই দূত তাহাতে উপবেশন করিয়া রাজাকে বলিল—॥ ১৬ ॥

রাজন্, বংশ এবং চরিত্র উভয়ের অত্যন্ত অনুরূপ আপনার ভ্রাতা যে-সমস্ত বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত আপনার নিকট বলিব—॥ ১৭ ॥

“[রাজন্] এ পর্য্যাপ্ত যে শত্রু পীড়ন করিয়া আসিয়াছে, ইহাই

দৃষ্টং মে নন্দনং ভগ্নমুষয়ো নিহতাঃ শ্রুতাঃ ।

দেবতানাং সমুদ্বগন্ত্বন্তো রাজন্ শ্রুতশ্চ মে ॥ ১৯ ॥

নিবারিতস্ত্বং ভূয়ো হি ময়া ভূয়ো নিবার্যসে ।

অপরাধাচ্চ বালত্वाद্রক্ষণীয়ো হি বান্ধবঃ ॥ ২০ ॥

অহং হি হিমবৎপৃষ্ঠং গতৌ ধর্ম্মমুপাসিতুম্ ।

রৌদ্রং ব্রতমুপাস্থায় নিয়মেনোষিতং ময়া ॥ ২১ ॥

তত্র দেবো ময়া রুদ্রো দৃষ্টৌ দেব্যা সহ প্রভুঃ ।

সব্যং চক্ষুর্ম্ময়া চৈব তত্র দেব্যাং নিপাতিতম্ ॥ ২২ ॥

কেয়ং স্থিতি মহারাজ ন খল্বন্থেন হেতুনা ।

রূপং হনুপমং কৃৎস্না তত্রাক্রীড়ত পার্বতী ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। অপরাধাৎ দেববিহিংসাতঃ।

২১। লো-টী। উষিতং স্থিতম্।

সর্বতোভাবে যথেষ্ট ; অতঃপর যদি পার ধর্ম্মে সম্যকরূপে অবস্থান কর ॥ ১৮ ॥

রাজন্, তুমি নন্দন-কানন ভগ্ন করিয়াছ দেখিয়াছি, ঋষিগণকে নিহত করিয়াছ শুনিয়াছি, তোমা হইতে দেবগণের উদ্বগের কথাও শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৯ ॥

তোমাকে আমি পুনঃ পুনঃ বারণ করিয়াছি এবং পুনরায় বারণ করিতেছি ; বলবানিবন্ধন আত্মীয়কে রক্ষা করা উচিত ॥ ২০ ॥

আমি ধর্ম্মোপাসনা করিবার জন্ত হিমালয়ে গিয়াছিলাম, [সেস্থানে] আমি নিয়মপূর্ব্বক রৌদ্রব্রত আচরণ করত অবস্থান করিয়াছিলাম ॥ ২১ ॥

সেই স্থানে আমি দেবীর সহিত প্রভু রুদ্রকে দেখিতে পাই, সেই সময়ে দেবী পার্বতী অনুপম রূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন ; মহারাজ, 'ইনি কে' এইমাত্র জানিবার অভিপ্রায়ে, অথ কোন কারণে নয়, আমি সেই দেবীর প্রতি বামচক্ষুদ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম ॥ ২২-২৩ ॥

ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବ୍ୟାଃ ପ୍ରଭାବେନ ଦକ୍ଷଃ ସବ୍ୟଃ ମମେକ୍ଷଣମ୍ ।

ରେଖୁକ୍ଷସ୍ତମିବ ଜ୍ୟୋତିଃ ପିଙ୍ଗଳହ୍ୱୟମୁପାଗତମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ତତୋହହମନ୍ତାଦ୍ବିକ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣଂ ଗହ୍ୱା ତସ୍ତା ଗିରେନ୍ତଟମ୍ ।

ଅକ୍ତୌ ବର୍ଷଣତାନ୍ୟାଂ ତପ୍ତବାନ୍ ହ୍ରମହତପଃ ॥ ୨୫ ॥

ସମାପ୍ତେ ନିୟମେ ତସ୍ମିନ୍ନିନ୍ଦା ଦେବୋ ମହେଶ୍ୱରଃ ।

ଶ୍ରୀତଃ ଶ୍ରୀତେନ ମନସା ବାକ୍ୟମେତଦ୍ଭୁବାଚ ହ ॥ ୨୬ ॥

ଶ୍ରୀତୋହହମନ୍ତା ଧର୍ମଞ୍ଜୟଃ ସଦେତତ୍ତେ ତପଃ କୃତମ୍ ।

ମୟା ଚୈତଦ୍ ବ୍ରତଂ ଚୀର୍ଣ୍ଣଂ ହ୍ୱୟା ଚାନ୍ତୁପମଂ ମହଂ ॥ ୨୭ ॥

ତୃତୀୟଃ ପୁରୁଷୋ ନାସ୍ତି ଯଶ୍ଚରେନ୍ଦ୍ରତମୀଦୃଶମ୍ ।

ବ୍ରତଂ ହ୍ରଦୁଞ୍ଚରଂ ହୌଦଂ ମୟୈବୋଽପାଦିତଂ ପୁରା ॥ ୨୮ ॥

୨୪ । ଲୋ-ଟୀ । ରେଖୁକ୍ଷସ୍ତଂ ଧୂଳିକ୍ଷସ୍ତମ୍ ।

ଦେବୀର ପ୍ରଭାବେ ଆମାର ସେହି ବାମଚକ୍ଷୁଃ ଦକ୍ଷ ହଇଁଆ ଧୂଳିସମାଛନ୍ନ ତେଜେର
ଆୟ ପିଙ୍ଗଳବର୍ଣ୍ଣ ହଇଲ ॥ ୨୪ ॥

ତାର ପର ଆମି ସେହି ପର୍ବତେର ଅପର ଏକଟି ବିକ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ସାନ୍ତୁତେ ଗମନ କରିଆ
ଅଷ୍ଟଶତ ବଂସର ଅତ୍ୟାତ୍ମ ତପସ୍ତା କରିଆଛିলাম ॥ ୨୫ ॥

ସେହି ତପସ୍ତା ସମାପ୍ତ ହଇଲେ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଇଁଆ ଶ୍ରୀତଚିନ୍ତେ ଏହି କଥା
ବଲିଲେ—॥ ୨୬ ॥

“ହେ ଧର୍ମଞ୍ଜୟ, ତୁମି ସେ ଏହି ତପସ୍ତା କରିଆଛ, ତାହାତେ ଆମି ଶ୍ରୀତ ହଇଁଆଛି;
ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ମହଂ ବ୍ରତ ଆମି ଆଚରଣ କରିଆଛିলাম ଏବଂ ତୁମି ଆଚରଣ
କରିଲେ ॥ ୨୭ ॥

ତୃତୀୟ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହି, ଯିନି ଏହିରୂପ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିତେ ପାରେନ;
ଏହି ଅତିଶୟ ହୁକ୍‌ର ବ୍ରତ ପୁରାକାଳେ ଆମିହି ସୃଷ୍ଟି କରିଆଛିলাম ॥ ୨୮ ॥

সখিত্বং তন্ময়া সাক্ষং রোচয়স্ব ধনেশ্বর ।

তপসা নির্জিতহৃদ্বাক্ষি সখা মম ভবান্ মতঃ ॥ ২৯ ॥

দেব্যা দক্ষঃ প্রভাবাচ্চ তব যৎ সব্যমীক্ষণম্ ।

একপিক্ষেক্ষণ ইতি নাম তে স্থাস্ততি ধ্রুবম্ ॥ ৩০ ॥

এবং গত্বা সখিত্বং হি রুদ্রেণ সহ ধীমতা ।

আগতেন ময়েতচ্চ শ্রুতং তে পাপচেষ্টিতম্ ॥ ৩১ ॥

তদধর্ম্মিষ্ঠসংযোগাদ্বিনিবর্ত্তস্ব কিল্বিয়াং ।

চিস্ত্যতে হি বধোপায়ঃ সর্ম্মিসজ্জৈঃ সুরৈস্তব ॥ ৩২ ॥

এবমুক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ ।

হস্তান্ দস্তাংশ্চ সংপীড়্য বাক্যমেতদ্ব্যচ হ ॥ ৩৩ ॥

২৯। লো-টী। ‘সখিত্বং স্ব’মিতি পাঠঃ ‘সখিত্বং তদি’তি বা ।

৩২। লো-টী। অধর্ম্মিষ্ঠা অধর্ম্মিকান্তেবাং সংযোগাৎ যৎ কিম্বিৎ তন্মাং ।

হে ধনেশ্বর, অতএব [তুমি] আমার সহিত সখ্য কামনা কর, তপস্বীদ্বারা
জয় (সমতা অর্জন) করিয়াছ বলিয়া তুমি আমার মনোনীত সখা ॥ ২৯ ॥

দেবীর প্রভাবে তোমার যে বাম চক্ষুঃ দক্ষ হইয়াছে, তজ্জন্তু তোমার
‘একপিক্ষেক্ষণ’ এই নাম চিরস্থায়ী হইবে” ॥ ৩০ ॥

এইরূপে ধীমান্ রুদ্রের সহিত বন্ধুত্ব লাভ করত ফিরিয়া আসিয়া আমি
তোমার পাপকার্য্যের বিষয় শ্রবণ করিলাম ॥ ৩১ ॥

অতএব [তুমি] ধর্ম্মবিরুদ্ধ পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হও, ঋষিগণের সহিত
দেবগণ তোমার বধের উপায় চিন্তা করিতেছেন” ॥ ৩২ ॥

[দূত] এইরূপ বলিলে রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষুঃ আরক্ত করত
হস্ত এবং দস্ত পীড়ন করিয়া এই কথা বলিল— ॥ ৩৩ ॥

বিজ্ঞাতং তে ময়া বাক্যং দূত যত্নং প্রভাষসে ।

নৈব ত্বমপি নৈবাসৌ যেন ত্বং প্রহিতো মম ॥ ৩৪ ॥

হিতমেতন্ম মে বাক্যমুক্তবান্ ধনরক্ষিতা ।

মহেশ্বরসখিত্বং হি মাং শ্রাবয়তি বিস্মিতঃ ॥ ৩৫ ॥

যচ্চ দূত ময়া কাল এতাবাস্তুশ্চ মর্ষিতঃ ।

ভ্রাতা কিল গুরুর্জ্যেষ্ঠো মমায়মিতি জানতা ॥ ৩৬ ॥

তশ্চ ত্বিদানীং বাক্যেন বরোন্মত্তশ্চ রোষিতঃ ।

ত্রীন্ লোকানপি জেয়ামি বাহুবীৰ্য্যসমাপ্তিতঃ ॥ ৩৭ ॥

তস্মিন্ মুহূর্ত্তে একশ্চ কৃতে তস্মাহমেব বৈ ।

চতুরো লোকপালাস্তান্ নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৩৮ ॥

৩৫ । লো-টী । বিস্মিতোহহঙ্কৃতঃ সন্ ।

৩৮ । লো-টী । কৃতে নির্মত্তে ।

ধনদং প্রতি যাত্রা ॥ ১৩ ॥

হে দূত, তুমি যে কথা বলিলে আমি তোমার সেই কথা বুঝিতে পারিয়াছি, তুমিও থাকিবে না এবং তোমাকে যিনি প্রেরণ করিয়াছেন তিনিও থাকিবেন না (অর্থাৎ তোমাদের উভয়কেই বিনাশ করিব) ॥ ৩৪ ॥

ধনরক্ষক (কুবের) আমাকে এই হিতোপদেশ প্রদান করেন নাই, পরন্তু গর্ভিত হইয়া মহেশ্বরের সহিত বন্ধুত্বের কথা শুনাইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

হে দূত, আমি এতকাল পর্য্যন্ত যে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছি, তাহা কেবল তিনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অতএব গুরু, এই মনে করিয়াই ॥ ৩৬ ॥

ইদানীং বরলাভে উন্মত্ত তাঁহার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া আমি বাহুবলে ত্রিভুবন জয় করিব ॥ ৩৭ ॥

এই মুহূর্ত্তে একমাত্র তাঁহার জন্তই আমি বিখ্যাত চারিজন লোকপালকেও যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৩৮ ॥

ହିତ୍ବା ସ ରୋଷତାତ୍ରାକ୍ତୋ ଦୂତଂ ଧୃଢ଼େନ ରାବଣଃ ।

ଦର୍ଦ୍ଦୋ ଭଞ୍ଜୟିତୁଂ ତତ୍ର ରାକ୍ଷସେଭ୍ୟୋ ନିଶାଚରଃ ॥ ୭୯ ॥

ତତ ଉତ୍ଥାୟ ସଂକ୍ରୁଦ୍ଧୋ ମନ୍ତ୍ରିଗନ୍ତାନ୍ ସମାଗତାନ୍ ।

ଆଜ୍ଞାପୟାମାସ ତଦା ନିର୍ଯାତେତି ନିଶାଚରଃ ॥ ୮୦ ॥

ତତଃ କୃତସ୍ବସ୍ତ୍ରାୟନୋ ରଥମାରୁହ୍ୟ ରାବଣଃ ।

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାବିଜୟାକାଞ୍ଚୀ ଯଯୌ ଯତ୍ର ଧନେଶ୍ବରଃ ॥ ୮୧ ॥

ইত্যର୍ধে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ধনদং প্রতি যাত্রা নাম

ত্রয়োদশଃ সର୍ଗଃ ॥ ୧୦ ॥

କ୍ରୋଧେ ରକ୍ତଚକ୍ଷୁଃ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ଧୃଢ଼ାଦ୍ବାରା ଦୂତକେ ହେଦନ କରିয়া সেইସ୍ଥାନେ
ରାକ୍ଷସଦିଗକେ ଭଞ୍ଜନ କରିତେ ଦିଲ ॥ ୭୯ ॥

ପରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ରାବଣ ଉତ୍ଥିତ ହଇয়া ସମାଗତ সেই ମନ୍ତ୍ରୀଦିଗକେ ଯାତ୍ରା କରିତେ
ଆଦେଶ କରିଲ ॥ ୮୦ ॥

ତତ୍ପରେ ରାବଣ ମଙ୍ଗଳାମୁଚ୍ଚାନପୂର୍ବକ ରଥେ ଆରୋହଣ କରିয়া ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାବିଜୟାଭି-
ଲାଷେ ଧନେଶ୍ବରର ସମୀପେ ଗମନ କରିଲ ॥ ୮୧ ॥

महर्षि बाम्बिकीप्रणीत आदिकाव्ये रामायणेर उত্তरकाण्डे धनदप्रतियाज्ञानामक

୧୩ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ॥ ୧୦ ॥

(১৪) চতুর্দশঃ সর্গঃ

ততঃ স সচিবৈঃ সাক্ষিঃ ষড়্ভিঃ ক্রুরৈর্বলোৎকটৈঃ ।

মহোদরপ্রহস্তাভ্যাং মারীচশুকসারণৈঃ ॥ ১ ॥

ধুত্ৰাক্ষেণ চ বীরেণ নিত্যং সমরসেবিনা ।

বৃতঃ সংপ্রযযৌ ধীমান্ ক্রোধাল্লোকান্ দহম্ভিব ॥ ২ ॥

স পুরাণি নদীঃ শৈলান্ বনান্যুপবনানি চ ।

অতিক্রম্য মুহূর্তেন কৈলাসং গিরিমাগমৎ ॥ ৩ ॥

সংনিবিষ্টং গিরৌ তস্মিন্ রাক্ষসেন্দ্রঃ নিশম্য তু ।

যুদ্ধেহত্যর্থং কৃতোৎসাহং ছুরাঅানং সমস্ত্রিণম্ ॥ ৪ ॥

যক্ষা ন শেকুঃ সংস্হাতুং প্রমুখে তস্মৈ রক্ষসঃ ।

রাক্ষো ভ্রাতেতি বিজ্ঞায় গতা যত্র ধনেশ্বরঃ ॥ ৫ ॥

১-২ লো-চী । বলোৎকটৈঃ বলমর্ভৈঃ উৎকটং সংহরন্ । সচিবৈঃ সাক্ষিঃ ততো ব্যাপ্ত
ইত্যেকং বাক্যম্, পশ্চাৎ ভৈরবতঃ প্রযাবিত্যপম্ ।

ধীমান্ দশানন মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ এবং সর্বদা সংগ্রাম-
পরায়ণ বীর ধুত্ৰাক্ষ—এই ছয়জন বলোদ্ভূত নিষ্ঠুর মন্ত্রী সহিত [সৈন্য-]পরিবৃত
হইয়া ক্রোধে যেন ব্রহ্মাণ্ড দহ করিতে করিতে যাত্রা করিল ॥ ১-২ ॥

সেই রাক্ষস নগর, নদী, পর্বত, বন, উপবন প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া
মুহূর্তমধ্যে কৈলাসপর্বতে আগমন করিল ॥ ৩ ॥

যুদ্ধ করিতে অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন ছুরাঅা রাক্ষসরাজকে মন্ত্রিগণের সহিত
কৈলাসপর্বতে সন্নিবিষ্ট শুনিয়া যক্ষগণ তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ
না হইয়া [তাহাকে] রাজার (কুবেরের) ভ্রাতা বলিয়া অবগত হইয়া
ধনেশ্বরের (কুবেরের) নিকট গমন করিল ॥ ৪-৫ ॥

১। হ 'গবিনা'। ২। হ 'স'। ৩। হ 'লোকানুৎকটম্ভিব'। ৪। হ '-নাসদ'। ৫। হ
'বলোৎকট'।

তে গহ্না সৰ্ব্বমাচখ্যাত্ৰীতুস্তস্মৈ চিকীৰ্ষিতম্ ।
 অনুজ্ঞাতা যযুর্হৃক্টা যুদ্ধায় ধনদেন তে ॥ ৬ ॥
 ততো বলানাং সংক্ষোভো বরুধে তোয়ধৈরিব ।
 তস্মৈ নৈল্লীতরাজস্মৈ শৈলং সঞ্চালয়ন্নিব ॥ ৭ ॥
 ততো যুদ্ধং সমভবদ্ যক্ষরাক্ষসসংকুলম্ ।
 ব্যথিতাশ্চাভবন্তুত্র সচিবা রাক্ষসস্মৈ তে ॥ ৮ ॥
 স দৃষ্ট্বা তাদৃশং সৈন্যং দশগ্রীবো নিশাচরঃ ।
 হর্ষান্নাদান্ বহুন্ কৃহ্মা স[ং]ক্রোধাদভ্যধাবত ॥ ৯ ॥
 যে তু তে রাক্ষসেন্দ্রস্মৈ সচিবা ঘোরবিক্রমাঃ ।
 তেষাং সহস্রমেকৈকো যক্ষাণাং সমযোধ্যৎ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। সংক্ষোভঃ সংমর্দঃ 'শৈলং সঞ্চালয়ন্নি'তি পাঠঃ। 'শৈলসম্ম নয়ন্নি'তি পাঠে শৈলসম্ম শৈলগৃহম্।

তাহারা গমন করিয়া তাঁহার ভ্রাতার যুদ্ধেচ্ছার কথা বলিল, পরে তাহার কুবেরের অনুমতি লাভ করিয়া হৃষ্টাশ্রুতকরণে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল ॥ ৬ ॥

তার পর কৈলাসপর্বত যেন সঞ্চালিত করিয়াই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের আয় রাক্ষসরাজ রাবণের সৈন্যগণের সংক্ষোভ বদ্ধিত হইল ॥ ৭ ॥

তার পর যক্ষগণের সহিত রাক্ষসগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, রাবণের সেই মল্লিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যথিত হইল ॥ ৮ ॥

সেই রাক্ষস দশানন সৈন্যদিককে তাদৃশ (পীড়িত) দেখিয়া সোল্লাসে বহু সিংহনাদপূর্বক ক্রোধের সহিত ধাবিত হইল ॥ ৯ ॥

[তখন] রাক্ষসরাজ রাবণের যে সমস্ত ভয়ঙ্কর-বিক্রমশালী মন্ত্রী ছিল, তাহারা এক একজনই সহস্র সহস্র যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

ততো গদাভিন্মুর্ষলৈরসিভিঃ শক্তিতোমরৈঃ ।

বধ্যমানো দশগ্রীবস্তৎ সৈন্যং সমগাহত ॥ ১১ ॥

নিরুক্ষাসোহভবত্তত্র বধ্যমানো দশাননঃ ।

বর্ষন্তিরিব জীমুতৈঃ স নিরুদ্ধো মহাবলঃ ॥ ১২ ॥

ন চকার ব্যার্থাকৈব যক্ষশত্রুৈঃ সমাহতঃ ।

মহৌধর ইবাভ্যোদৈর্ধারাশতসমুক্ষিতঃ ॥ ১৩ ॥

স মহাত্মা সমুদ্রম্য কালদণ্ডোপমাং গদাম্ ।

প্রবিবেশ ততঃ সৈন্যং নয়ন্ যক্ষান্ যমক্ষয়ম্ ॥ ১৪ ॥

স কক্ষমিব বিস্তীর্ণং শুক্লেদ্ধনসমাকুলম্ ।

বাভেনাগ্নিরিবাক্ষিপ্তো যক্ষসৈন্যং দদাহ তৎ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। সংব্যুৎপাত সংরুদ্ধ ইত্যর্থঃ। 'সংনিরুদ্ধো মহাবল' ইতি বা পাঠঃ।

১৩। লো-টী। সমুদ্রম্য গৃহীত্বা।

১৫। লো-টী। কক্ষং তৃণম্।

পরে দশানন গদা, মুষল, অসি, শক্তি এবং তোমরদ্বারা আহত হইয়া সেই সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১১ ॥

মহাবীর দশানন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রহৃত হইয়া যেন বর্ষণশীল মেঘসমূহে সন্নিরুদ্ধ হইয়া নিঃস্পন্দ হইল ॥ ১২ ॥

[দশানন] যক্ষগণের শস্ত্রসমূহদ্বারা আহত হইয়া মেঘরাজিকর্তৃক শত ধারায় অভিসিক্ত পর্বতের ন্যায় ব্যথা অনুভব করিল না ॥ ১৩ ॥

পরন্তু মহাকায় দশানন কালদণ্ডসদৃশ গদা উত্তোলিত করিয়া যক্ষদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে করিতে সৈন্যগণमध्ये প্রবেশ করিল ॥ ১৪ ॥

বায়ুদ্বারা পরিচালিত অগ্নি যেমন শুক্লেচ্ছা-সমাকুল বিস্তীর্ণ তৃণরাশি দহ করে, দশানন সেইরূপ সেই যক্ষসৈন্যকে দহ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

১। হ 'স নিরুদ্ধাসংভব'। ২। ক 'ব্যধমানো'। ৩। হ 'ভৈরবাত্তিরিব কথ্য'। ৪। হ 'বৈকঃ পয়সমাহতঃ'। ৫। হ 'দ্ধনবিধানলঃ'। ৬। হ 'দীপ্তো'।

তৈস্ত তত্র সহামাঠৈশ্চোদরশুকাদিভিঃ ।

অল্লাবশেষান্তে যক্ষা হতা বাঠৈরিবান্মুদাঃ ॥ ১৬ ॥

কেচিৎ সমাগমে ভগ্নাঃ পতিতাঃ সমরে ক্ষিতৌ ।

ওষ্ঠান্ অদশনৈস্তীক্ষ্ণৈরদশন্ কুপিতা রণে ॥ ১৭ ॥

প্রাস্তান্ত্রোত্তমালোক্য ভ্রষ্টশস্ত্রা রণাজিরে ।

সীদন্তি স্ম তত্র যক্ষাঃ কুলানীব জলেন হ ॥ ১৮ ॥

হতানাং গচ্ছতাং স্বর্গং যুধ্যতামথ ধাবতাম্ ।

পশুতামৃষিসজ্জানাং বভূব হি তদদ্ভুতম্ ॥ ১৯ ॥

ভগ্নাংস্ত তান্ সমালক্ষ্য যক্ষেন্দ্রান্ স্তমহাবলান্ ।

ধনাধ্যক্ষো মহাবাহুঃ প্রেষয়ামাস নায়কান্ ॥ ২০ ॥

১৮। লো-টী। গ্রাহাঃ নক্ষাঃ 'কুলানীব জলেন হ' ইতি বা পাঠঃ।

১৯। লো-টী। হতানাং হতান্, এবমন্তেষাং বিশেষণানাং দ্বিতীয়ার্থে বর্ত্যঃ।

মহোদর এবং শুক প্রভৃতি অমাত্যগণ সম্মিলিত হইয়া বাতাপসারিত মেঘসমূহের ন্যায় অল্প অবশিষ্ট সেই যক্ষদিগকে বিদূরিত করিল ॥ ১৬ ॥

কেহ কেহ সংঘর্ষের ফলে আহত হইয়া ভগ্নদেহে সংগ্রামক্ষেত্রে পতিত হইল এবং কৃদ্ধ হইয়া স্ব স্ব তীক্ষ্ণ দন্তসমূহদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

[সেই] যক্ষগণ সেই রণক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে অবলোকন করত জলাঘাত-বিধ্বস্ত তটভূমির ত্রায় অবসন্ন হইল, তাহাদের শস্ত্র স্থলিত হইয়া পড়িল ॥ ১৮ ॥

যুদ্ধ করিতে করিতে ধাবমান এবং নিহত হইয়া স্বর্গে গমনকারী যোদ্ধৃবর্গকে দেখিয়া ঋষিগণের আশ্চর্য্য বোধ হইল ॥ ১৯ ॥

ধনাধ্যক্ষ মহাবাহু কুবের সেই যক্ষগণকে বিনষ্ট দেখিয়া অভিশয় বলবান্ যক্ষনেতৃবর্গকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২০ ॥

১। হ 'কুল'। ২। হ 'সমাহতা'। ৩। হ 'তাং দশ'। ৪। হ 'শান্তোত্তমালিনা'।

৫। হ 'চ'। ৬। হ 'ভগ্না'। ৭। হ 'ভদ্রাভুত'। ৮। হ 'প্রাস্ত'। ৯। হ 'বককান'।

এতস্মিন্মন্তরে রাম বিস্তীর্ণবলবাহনঃ ।

প্রেমিতোহভ্যাপতদ্ যক্ষো নাম্না যো গণ্ডবিল্বকঃ ॥ ২১ ॥

তেন চক্রেণ মারীচো বিষ্ণুনেব রণে হতঃ ।

পতিতঃ পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ ॥ ২২ ॥

সসংজ্ঞস্ত মুহূর্তেন স বিশ্রম্য নিশাচরঃ ।

তং যক্ষং যোধয়ামাস স চ ভগ্নঃ প্রহুজ্জবে ॥ ২৩ ॥

ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদূর্য্যরজতোক্ষিতম্ ।

মর্য্যাদাং প্রতিহারাণাং তোরণং স সমাবিশৎ ॥ ২৪ ॥

ততো রাজন্ দশগ্রীবং প্রবিশন্তং নিশাচরম্ ।

সূর্য্যভানুরিতি খ্যাতো দ্বারপালো ন্যবারয়ৎ ॥ ২৫ ॥

২১। লো-টী। অন্তরে অবসরে, বিস্তীর্ণং বহলং বলং সৈন্তং বাহনমখাদিকং যন্ত সঃ ।

২৪। লো-টী। প্রতিহারাণাং দ্বারপালানাং মর্য্যাদামবস্থিতিস্থানং তোরণং বহির্দ্বারং স এবং সমাবিশৎ জগাম ।

হে রাম, ইত্যবসরে গণ্ডবিল্বক নামক এক যক্ষ প্রেরিত হইয়াছিল, সে বিপুল সৈন্ত এবং বাহন সমভিব্যাহারে [যুদ্ধক্ষেত্রে] অবতীর্ণ হইল ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুর আয় সেই যক্ষের চক্রাঘাতে আহত হইয়া [রাক্ষস] মারীচ ক্ষীণপুণ্য গ্রহের আয় ভূতলে পতিত হইল ; রাক্ষস মারীচ মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত বিশ্রাম করিয়া সেই যক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে যক্ষ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ২২ ॥

তার পর রাবণ সুবর্ণচিত্রিত এবং বৈদূর্য্য ও রজতখচিত দ্বারপালদিগের বাসস্থান—তোরণমধ্যে (বহির্দ্বারে) প্রবেশ করিল ॥ ২৪ ॥

হে রাজন্, তখন সূর্য্যভানু নামক দ্বারপাল [তাহাদের গৃহে] প্রবেশকারী

স বার্যমাণো যক্ষ্ণেণ প্রবিবেশ নিশাচরঃ ।

যদা তু বারিতো রাম ন ব্যতিষ্ঠৎ স রাক্ষসঃ ॥ ২৬ ॥

ততস্তোরণমুৎপাট্য তেন যক্ষ্ণেণ তাড়িতঃ ।

রুধিরং স শ্রবন্ ভাতি শৈলো ধাতুশ্রবৈরিব ॥ ২৭ ॥

স শৈলশিখরাভেণ তোরণেন সমাহতঃ ।

জগাম ন ক্ষিতিং বীরো বরদানাং স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২৮ ॥

হেনৈব তোরণেনাথ যক্ষস্তেনাভিতাড়িতঃ ।

নাদৃশ্যত তদা যক্ষো ভস্মীভূততনুস্তদা ॥ ২৯ ॥

২৭। লো-টা। তোরণং তোরণস্থং স্তম্ভমিত্যর্থঃ।

২৮। লো-টা। ক্ষিতিং ক্ষয়ং। ‘ক্ষিতিনিবাসে মেদিত্তাং কলাভেদে ক্ষয়ে দ্বিগাম্’
ইতি কোষঃ।

যক্ষযুদ্ধম্ ॥ ১৪ ॥

রাক্ষস দশগ্রীবকে নিবেধ করিল ॥ ২৫ ॥

হে রাম, সেই নিশাচর যক্ষকর্তৃক নিষিক্ত হইয়াও প্রবেশ করিল; যখন
নিবারিত হইয়াও নিবৃত্ত হইল না, তখন যক্ষ তোরণস্তম্ভ উৎপাটিত করিয়া প্রহার
করিলে রাবণ [গৈরিক] ধাতুক্ষরণে [রঞ্জিত] পর্বতের স্থায় রক্তাক্ত হইয়া
শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৬-২৭ ॥

পর্বতশৃঙ্গসদৃশ সেই তোরণপ্রহারে আহত হইয়াও বীর রাবণ ব্রহ্মার বর-
প্রভাবে ক্ষয় (নিধন) প্রাপ্ত হইল না ॥ ২৮ ॥

রাবণ সেই তোরণদ্বারাই যক্ষকে প্রহার করিলে তাহার শরীর ভস্মীভূত
হওয়ায় সে অদৃশ্য হইল ॥ ২৯ ॥

ততঃ প্রহুক্রবুঃ সর্বৈ দৃষ্টা যক্ষাঃ পরাক্রমম্ ।

নভো নদীশু^১ হাশৈচব বিবিশু^২র্ভয়গীড়িতাঃ ।

ত্যক্তপ্রহরণাঃ শ্রাস্তা বিবর্ণবদনাস্থথা ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে কৈলাসধ্বজঃ নাম

চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

তার পর [রাবণের] পরাক্রম দেখিয়া যক্ষগণ সকলেই ভয়ান্ত হইয়া পলায়ন করিল এবং অস্ত্র পরিভ্যাগপূর্বক ক্লান্তিহেতুক মলিনমুখে গগনমণ্ডল, নদী ও গুহামধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কৈলাসধ্বজ-নামক

১৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

(১৫) পঞ্চদশঃ সর্গঃ

তান্ সমালক্ষ্য বিব্রস্তান্ যক্ষেন্দ্রান্ শতসজ্জাশঃ ।

ধনাধ্যক্ষো মহাযক্ষঃ মাণিভদ্রমথাত্রবীৎ ॥ ১ ॥

রাবণং জহি যক্ষেন্দ্র দুর্বৃত্তং পাপচেতসম্ ।

শরণং ভব বীরাণাং যক্ষাণাং যুদ্ধশালিনাম্ ॥ ২ ॥

এবমুক্তো মহাবাহুমাণিভদ্রঃ স্তূর্জয়ঃ ।

ব্রূতো যক্ষসহস্রৈঃ স চতুর্ভিঃ সমযোধয়ৎ ॥ ৩ ॥

তে গদামুষলপ্রাসৈঃ শক্তিতোমরমুদগরৈঃ ।

অভিন্নস্তস্তদা যক্ষা রাক্ষসান্ সমুপাদ্রবন্ ॥ ৪ ॥

কুর্ব্বন্তস্তমূলং যুদ্ধং চরন্তঃ শৌনবল্লঘু ।

বাঢ়ং প্রযচ্ছ নেচ্ছামি দীযতামিতিভামিণঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টা। মাণিভদ্রং তন্নামানম্ ।

৫। লো-টা। যুদ্ধং প্রহারং প্রযচ্ছ দেহি। বাঢ়ং স্বীকৃতং, দন্তে চ প্রহারে নেচ্ছামিঃ
প্রহারোহস্মাকং যোগ্যো ন ভবতীতি কৃত্বা নেচ্ছামঃ, ততশ্চ মহাপ্রহারো দীযতামিত্যুক্তে তে মাণি
ভদ্রাদয়ঃ 'সহতা'মিতি বাদিনঃ ।

পরে শত শত যক্ষপতিকে পলায়িত দেখিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবের মাণিভদ্রনামক
মহাযক্ষকে বলিলেন— ॥ ১ ॥

হে যক্ষেন্দ্র, ছুরাচার পাপিষ্ঠ রাবণকে বধ করিয়া যুদ্ধরত বীর যক্ষগণের
রক্ষক হও ॥ ২ ॥

[কুবের] এইরূপ বলিলে অতিশয় তুর্জয় মহাবাহু মাণিভদ্র চারি সহস্র
যক্ষে পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥

তখন সেই যক্ষগণ গদা, মুষল, প্রাস, শক্তি, তোমর এবং মুদগরদ্বারা রাক্ষস-
দিগকে প্রহার করিতে করিতে ধাবিত হইল ॥ ৪ ॥

[তাহারা] 'আচ্ছা', [যুদ্ধ] 'প্রদান কর', 'চাই না', 'দাও' এই রূপ

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ।

দৃষ্ট্বা তত্ তুমুলং যুদ্ধং পরং বিস্ময়মাপমন্ ॥ ৬ ॥

যক্ষাণাং তু প্রহস্তেন সহস্রং নিহতং রণে ।

মহোদরেণ গদয়া সহস্রমপরং হতম্ ॥ ৭ ॥

ধৃত্রাক্ষেণ চ ক্রুদ্ধেন যক্ষাণাং সমরে যুধি ।

ক্রুদ্ধেন চ তদা রাজন্ মারীচেন যুযুৎসতা ।

নিমেষান্তুরনাত্রেণ হে সহস্রে নিপাতিতে ॥ ৮ ॥

ক চার্জ্জবং যক্ষযুদ্ধং ক চ মায়াবলাশ্রয়ম্ ।

রাক্ষসাঃ পুরুষব্যূত্র তেন তেহভ্যধিকা যুধি ॥ ৯ ॥

৮। লো-টা। সহস্রে হে সহস্রে ।

৯। লো-টা। তেন মায়াবলেন তে রাক্ষসাঃ

বলিতে বলিতে শ্বেনপক্ষীর আয় ক্রত বিচরণ করত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সেই তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৬ ॥

প্রহস্ত সহস্র যক্ষকে যুদ্ধে বধ করিল এবং মহোদর গদা দ্বারা অপর এক সহস্র যক্ষ বধ করিল ॥ ৭ ॥

রাজন্, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ ধৃত্রাক্ষ এবং যুদ্ধাভিলাষী ক্রুদ্ধ মারীচ তখন নিমেষ-মধ্যে দুই সহস্র যক্ষ বিনাশ করিল ॥ ৮ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সরলতাপূর্ণ যক্ষদিগের যুদ্ধই বা কোথায় এবং মায়াবলাঞ্জিত রাক্ষসদিগের যুদ্ধই বা কোথায়, (অর্থাৎ উভয়ের তুলনা হয় না ;) রাক্ষসেরা সেই মায়াবলে অধিক প্রবল হইল ॥ ৯ ॥

ধূত্ৰাক্ষেণ সমাগম্য মাণিভদ্রো মহারণে ।

মুঘলেনোরসি ক্রোধাৎ তাড়িতো ন চকম্প হ ॥ ১০ ॥

ততো গদাং সমাবিধ্য মাণিভদ্রেণ রাক্ষসঃ ।

ধূত্ৰাক্ষস্তাড়িতো মুৰ্দ্ধি বিহ্বলঃ স পপাত হ ॥ ১১ ॥

ধূত্ৰাক্ষঃ তাড়িতং দৃষ্ট্বা পতিতং শোণিতোক্ষিতম্ ।

অভ্যধাবত সংগ্রামে মাণিভদ্রং দশাননঃ ॥ ১২ ॥

তং ক্রুদ্ধমভিধাবন্তং মাণিভদ্রো দশাননম্ ।

শক্তিভিস্তাড়য়ামাস তিস্থভির্বক্ষপুঙ্গবঃ ॥ ১৩ ॥

সোহপি রাক্ষসরাজেন তাড়িতো গদয়া রণে ।

তস্ম তেন প্রহারেণ মুকুটঃ পার্শ্বমাগমৎ ।

ততঃ প্রভৃতি যকোহসৌ পার্শ্বমৌলিরভূৎ কিল ॥ ১৪ ॥

মাণিভদ্র সেই মহাযুদ্ধে ধূত্ৰাক্ষের সহিত মিলিত (সংঘর্ষে প্রবৃত্ত) হইয়া ক্রোধে [তৎকর্তৃক] বক্ষঃস্থলে মুঘলদ্বারা আহত হইয়াও কম্পিত হইল না ॥ ১০ ॥

পরে মাণিভদ্র গদা উত্তোলন করিয়া ধূত্ৰাক্ষ-রাক্ষসের মস্তকে আঘাত করিল, [সেই আঘাতেই] সে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল ॥ ১১ ॥

ধূত্ৰাক্ষকে আহত এবং রক্তাক্ত-কলেবরে পতিত দেখিয়া দশানন যুদ্ধক্ষেত্রে মাণিভদ্রের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ১২ ॥

যক্ষশ্রেষ্ঠ মাণিভদ্র ক্রুদ্ধ দশাননকে ধাবিত দেখিয়া তিনটি শক্তিদ্বারা আঘাত করিল ॥ ১৩ ॥

সেও রাক্ষসরাজ রাবণের গদার আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইল এবং তাহার মুকুট সেই আঘাতে একপার্শ্বে চলিয়া গেল, তদবধি না কি ঐ যক্ষের নাম 'পার্শ্বমৌলি' হইল ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্স্থ বিমুখীভূতে মাণিভদ্রে মহাত্মনি ।

সংবাদঃ স্তমহান্ রাজ্ঞস্তস্মিন্ শৈলে ব্যবৰ্জিত ॥ ১৫ ॥

ততো দূরাং স দদৃশে ধনাধ্যক্ষো গদাধরঃ ।

শুক্ৰপ্রোষ্ঠপদাভ্যাং পদ্মশঙ্খসমাবৃতঃ ॥ ১৬ ॥

স দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং সংখ্যে^১ পাপাঘ্নিভ্রষ্টগৌরবম্ ।

উবাচ বচনং ধীমান্ যুক্তং পৈতামহে কুলে ॥ ১৭ ॥

যস্ময়া বার্ষ্যমাণস্তং নাবগচ্ছসি দুৰ্ম্মতে ।

পশ্চাদস্ম্য ফলং প্রাপ্য ভ্রাতৃসে নিরয়ং গতঃ ॥ ১৮ ॥

যো হি মোহাদ্বিষং পীত্বা নাবগচ্ছতি দুৰ্ম্মতিঃ ।

স তস্ম্য পরিণামান্তে জানীতে কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। শুক্রঃ (৭) প্রোষ্ঠপদাভ্যাং বধা সমাবৃতঃ তথা শঙ্খপদ্মৈঃ শঙ্খপদ্মাভ্যাং নিধিভ্যাং সমাবৃতঃ।

১৭। লো-টী। শাপাং পিতৃঃ শাপাং বিভ্রষ্টং নষ্টমন্তকৃতং গৌরবং বস্ত তম্।

১৬। টিপ্পনী। ‘শুক্ৰপ্রোষ্ঠপদৌ মজ্জিণা’বিত্তি গোবিন্দরাজঃ। রামায়ণশিরোমণৌ তু অনয়োনিধিরক্ষকভ্রমুক্তম্। “পদ্মশঙ্খসমাবৃতঃ শঙ্খপদ্মনিধাভিঃ নিদেবসংবৃত” ইতি তিলকটীকা।

হে রাজন্, সেই মহাত্মা মাণিভদ্র পরাভূত হইলে ঐ পর্বতমধ্যে অতিশয় কোলাহল বদ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

তার পর দূর হইতে শুক্র এবং প্রোষ্ঠপদ নামক মজ্জিষয়ের সহিত পদ্ম এবং শঙ্খনামক নিধিদেবতা-পরিবৃত সেই ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে গদাহস্তে দেখা গেল ॥ ১৬ ॥

পাপবশতঃ গৌরবভ্রষ্ট ভ্রাতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ কুবের পিতামহকুলের উপযুক্ত কথা বলিতে লাগিলেন— ॥ ১৭ ॥

রে দুৰ্ম্মতে, তুই আমাকর্তৃক [অসং কার্য্য হইতে] নিবারিত হইয়াও [আমার কথার তাৎপর্য্য] বুঝিতেছিস না, পরিণামে নরকে গমন করিয়া ইহার ফললাভ করিলে [তখন] বুঝিতে পারিবি ॥ ১৮ ॥

যে দুৰ্ম্মতি মোহবশতঃ বিষপান করিয়া জানিতে পারে না, সে বিষ পরিপাকান্তে সেই বিষপানের ফল বুঝিতে পারে ॥ ১৯ ॥

দৈবতানি ন নন্দন্তি ধর্মযুক্তেন কেনচিৎ ।

যেন ত্বমীদৃশং ভাবং নীতস্তচ্চ ন বুধ্যসে ॥ ২০ ॥

মাতরং পিতরং বিপ্রমাচার্য্যং যৌহবমন্ততে ।

স পশ্চাতি ফলং তস্য প্রেতরাজবশং গতঃ ॥ ২১ ॥ ✓

✓ অধ্রুবে হি শরীরে যো ন করোতি তপোহর্জ্জনম্ ।

স পশ্চাত্তপ্যতে মূঢ়ো মূঢ়ো গহ্বাত্মনো গতিম্ ॥ ২২ ॥

কশ্চিৎ হি দুর্বুদ্ধে ছন্দতঃ ক্রীয়তে মতিঃ ।

✓ যাদৃশং কুরুতে কর্ম্য তাদৃশং ফলমশ্নুতে ॥ ২৩ ॥

বুদ্ধিং রূপং বলং পুত্রান শৌর্য্যং শৌচীর্ঘ্যমেব চ ।

প্রাপ্নু বন্তি নরা লোকে নির্জিতং পুণ্যকর্ম্মভিঃ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। নিন্দন্তি নিন্দ্যন্তে বা পাঠঃ, যেন দৈবতনিবন্ধনেন ।

২১। লো-টী। অবমন্ততে ষঃ ।

২৩। লো-টী। ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ । দৈবেন হতোহস্তেন হস্ততে ।

২৪। লো-টী। শৌচীর্ঘ্যং সর্বোপরিশাসনং শৌর্য্যং বিপক্ষপ্রাতিভবকর্তৃত্বম্ ।

ধর্মযুক্ত কোন কারণ বশতঃ দেবগণ [তোর প্রতি] সন্তুষ্ট নহেন, সেই হেতু তুই ঈদৃশ অবস্থা (প্রবৃত্তি) লাভ করিয়াছিস এবং তাহা বুঝিতে পারিতেছিস না ॥ ২০ ॥

✓ যে-ব্যক্তি মাতা, পিতা, ব্রাহ্মণ এবং আচার্য্যকে অবমানিত করে, সে যমরাজের বশীভূত হইয়া তাহার ফল দেখিতে পায় ॥ ২১ ॥

বিনশ্বর শরীর ধারণ করিয়া যে তপস্যা অর্জন করে না, সেই মূর্থ মরিয়া স্বীয় [কর্ম্মানুসারে] গতি লাভ করত শেষে অন্ততপ্ত হয় ॥ ২২ ॥

হে দুর্বুদ্ধে, কাহারও বুদ্ধি স্বেচ্ছায় বিলুপ্ত হয় না, যে যেরূপ কাজ করে তদনুরূপ ফল পায় ॥ ২৩ ॥

মানবগণ ইহলোকে পুণ্যকার্য্য দ্বারা অর্জিত পুত্র, বুদ্ধি, রূপ, বল, প্রভৃৎ

১। হ 'চাষমন্ত বৈ'। ২। হ 'তো হীরতে'। ৩। হ অতঃ পরং 'দৈবেন হস্তেনে সর্বং হতো দৈবেন হস্ততে' ইত্যধিকম্ ।

এবং নিরয়গামী ত্বং যন্ত তে মতিরীদৃশী ।

ন ত্বাং সমভিভাষিষ্যে সঙ্ক^১ভেষ্যে^২ নির্ণয়ঃ ॥ ২৫ ॥

দৃষ্ট্বা^৩ ধনদং রাম রাক্ষসাঃ স্তম্হাবলাঃ ।

মারীচপ্রমুখাঃ সর্বের্ বিমুখা বিপ্রহুদ্রবুঃ ॥ ২৬ ॥

ততস্তেন দশগ্রীবো যক্কেন্দ্রেণ মহাত্মনা ।

গদয়াভিহতো মূর্দ্ধি^৪ নাস্তাত্তুচ্চাশ্চ রক্ষসঃ ॥ ২৭ ॥

ততস্তৌ রাম নিঘ্নস্তৌ তদান্যোন্মং মহায়ুধে ।

ন ব্যহ্বলেতাং ন শ্রান্তৌ^৫ তাবুভৌ যক্ষরাক্ষসৌ ॥ ২৮ ॥

২৫। লো-টী। যন্ত তে তব যা দৃশী মতি‘যন্তে’তি বা পাঠঃ। যতঃ দুর্ভূতস্ত জনস্ত
বিষয়ে এষ নিশ্চয়ঃ মমোত্তরঃ।

২৭। লো-টী। নাস্তাত্তুং ধনদেন অন্তা ক্ৰিপ্যপি গদা নাস্তাত্তুং বেদনয়া অজনাৎ।

এবং বীরত্ব লাভ করে ॥ ২৪ ॥

যেহেতু তোর এতাদৃশ দুর্ভুদ্বি হইয়াছে, তজ্জন্তু তুই নরকে গমন করিবি ;
তোর সহিত বাক্যলাপ করিব না, [দুর্ভূতের প্রতি] সাধুদিগের ব্যবহারে
ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২৫ ॥

হে রাম, অনন্তর অতিশয় বলবান্ মারীচপ্রভৃতি রাক্ষসগণ সকলেই কুবেরকে
দেবিয়া [সংগ্রামে] পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ২৬ ॥

যক্ষরাজ মহাত্মা কুবেরের গদার আঘাতে দশানন মস্তকে আহত হইল,
তাহাতেও এই রাক্ষসের আস্তা (কুবেরের বীরত্বে শ্রদ্ধা) হইল না ॥ ২৭ ॥

হে রাম, তৎপরে সেই মহায়ুদ্ধে পরস্পরকে আঘাত করিয়াও সেই যক্ষ এবং
রাক্ষস উভয়েই বিহ্বল বা পরিশ্রান্ত হইল না ॥ ২৮ ॥

১। হ ‘-স্তে হ্রস্ব’। ২। অতঃ পরং হ ‘এবমুক্তে ততস্তেন তত্তামাতাঃ সমাগতাঃ’। ইত্যধিবন্। ৩। হ
‘বিসলৌ ন চ শ্রান্তৌ’।

আগ্নেয়মস্ত্রং তস্মৈ চ যুমোচ ধনদন্তদা ।

রাক্ষসেন্দ্রো রাবণোহসৌ তদস্ত্রং পর্য্যবারয়ৎ ॥ ২৯ ॥

ততো মায়াং প্রবিষ্টোহসৌ রাক্ষসো রাক্ষসীং তদা ।

রূপাণাং শতসাহস্রং স চকার ননাদ চ ॥ ৩০ ॥

ব্যাঘ্রো বরাহো জীমূতঃ পর্বতঃ সাগরো দ্রুমঃ ।

যক্ষৈর্দৈত্যৈশ্চরূপী চ সোহদৃশ্যত দশাননঃ ॥ ৩১ ॥

প্রতিগৃহ্য ততো রাম মহদস্ত্রং দশাননঃ ।

জঘান মুদ্ধি ধনদং ব্যাবিধ্য মহতীং গদাম্ ॥ ৩২ ॥

এবং স তেনাভিহতো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ ।

কৃতমূল ইবামোকো নিপপাত ধনাধিপঃ ॥ ৩৩ ॥

৩১। লো-টী। জীমূতো মেঘঃ। স ধনদঃ দশাননমেবং স্বরূপমপশ্যত।

৩৩। লো-টী। স ধনদঃ মায়ানিহতঃ।

তখন কুবের তাহার প্রতি আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ সেই অস্ত্র নিবারণ করিল ॥ ২৯ ॥

পরে রাক্ষস দশানন রাক্ষসী মায়া অবলম্বন করিয়া শত-সহস্র রূপ ধারণ করত গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

তখন যক্ষগণ দশাননকে ব্যাঘ্র, বরাহ, মেঘ, পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ এবং কৈতরূপে দেখিতে পাইল ॥ ৩১ ॥

হে রাম, পরে দশানন শক্তিশালী অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মহতী গদা ভেদ করত কুবেরের মস্তকে আঘাত করিল ॥ ৩২ ॥

দশাননকর্তৃক এইরূপে আহত ধনাধিপতি কুবের রক্তাক্ত-কলেবরে অচেতন হইয়া ছিন্নমূল অশোকবৃক্ষের শ্রায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

ততঃ পদ্মাদিভিস্তুত্র^১ নির্ধিভিঃ স তদাবৃতঃ ।
 আশ্বাসিতো ধনপতির্বনমানীয় নন্দনম্ ॥ ৩৪ ॥
 নির্জিত্য^২ রাক্ষসেন্দ্রস্ত^৩ ধনদং হৃষ্টমানসঃ ।
 পুষ্পকং তশ্চ জগ্রাহ বিমানং জয়লক্ষণম্ ॥ ৩৫ ॥
 কাঞ্চনস্তম্ভসংবীতং বৈদূর্য্যমণিতোরণম্ ।
 মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩৬ ॥
 মনোজবং কামগমং কামরূপং বিহঙ্গমম্ ।
 মণিকাঞ্চনসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্ ॥ ৩৭ ॥
 দেবোপবাহমক্ষুরূং সদা দৃষ্টিমনঃসুখম্ ।
 বহ্নাশ্চর্য্যং ভক্তিচিত্রং ব্রহ্মণা পরিনির্মিতম্ ॥ ৩৮ ॥

৩৪। লো-টী। নিধানৈর্নির্ধিভির্নন্দনং বনমানীয় আশ্বাসিতঃ, তৈশ্চ তত্র সমাবৃতঃ ।

৩৬। লো-টী। সর্বং যৎ কামফলং ইচ্ছাবিষয়ভূতং ফলং তৎপ্রদম, যতঃ সর্বকামৈঃ
 নির্জিতম্ ।

তখন পদ্মপ্রভৃতি নির্ধি [-দেবতা] গণ ধনাধিপতি কুবেরকে পরিবেষ্টন করত
 নন্দনবনে লইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল ॥ ৩৪ ॥

রাক্ষসরাজ দশানন কুবেরকে পরাজিত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে বিজয়চিহ্নস্বরূপ
 তাঁহার সুবর্ণনির্মিত স্তম্ভযুক্ত, বৈদূর্য্যমণিখচিত্ত-তোরণসমন্বিত, মুক্তাজাল-সমাচ্ছন্ন,
 সমস্ত অভিলাষপ্রদ, মনের আয় বেগশালী, কামগামী, কামরূপী, আকাশগামী,
 মণি এবং কাঞ্চননির্মিত সোপানশ্রেণীবিশিষ্ট, উজ্জ্বল সুবর্ণনির্মিত বেদিকায়ুক্ত,
 দেবগণের আরোহণযোগ্য, প্রশান্ত, সর্বদা নয়ন এবং মনের শ্রীতিজনক, নানা-
 প্রকার আশ্চর্য্য বস্তু সমন্বিত, উপযুক্ত গৃহবিভাগদ্বারা রমণীয়, ব্রহ্মার নির্মিত,
 সমস্ত কাম্যবস্তুদ্বারা সুগঠিত, মনোরম, সর্বোৎকৃষ্ট, অমুক্ষাশীত এবং সর্বঐশ্বর্য্য

নিশ্চিতং সৰ্ব্বকামৈস্ত মনোরমমনুভমম্ ।

ন চ শীতং ন চৈবোষ্ণং সৰ্ব্বভূসুখদং শুভম্ ॥ ৩৯ ॥

স তং রাজা সমারুহ্য কামগং বীৰ্য্যনিজ্জিতম্ ।

জিতং ত্রিভুবনং মেনে দৰ্পোৎসেকাৎ সুদুঃস্বত্বিঃ ।

জিত্বা বৈশ্রবণং দেবং কৈলাসাৎ সমবাতরৎ ॥ ৪০ ॥

স তেজসা বিপুলমবাপ্য তং জয়ং প্রতাপবান্ বিমলকিরীটবর্ষভুং ।

ররাজ বৈ পরমবিমানমাস্থিতো নিশাচরঃ সদসি গতৌ যথানলঃ ॥ ৪১ ॥

ইত্যাৰ্ধে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৈশ্রবণবিজয়ো নাম

পঞ্চদশঃ সৰ্গঃ ॥ ১৫ ॥

৩৯। লো-টী। সৰ্ব্বভূঃখানাং সৰ্ব্বেষাং ভূঃখবতামপি সুখং সুখপ্রদম্ ‘সৰ্ব্বভূঃসুখদং’মিতি
বা পাঠঃ ।

[লো-টী।] শিবং নিশ্চলম্ ।

৪০। লো-টী। তং পুষ্পকবিমানং বৈশ্রবণং কৈলাসাৎ হিত্বা হাপয়িত্বা তাংজয়িত্বা
সমবাতরয়ৎ স্বজনান্ আবৃণোৎ ।

৪১। লো-টী। সদসি কুণ্ডে ।

বৈশ্রবণজয়ঃ ॥ ১৫ ॥

সুখকর পুষ্পকনামক সুন্দর রথ গ্রহণ করিল ॥ ৩৫-৩৯ ॥

সেই দুঃস্বত্বি রাজা দশানন পরাক্রমলব্ধ সেই কামগামী রথে আরোহণ করত
গর্বাধিক্যবশতঃ ‘ত্রিভুবন জয় করিলাম’ এইরূপ মনে করিল এবং বৈশ্রবণ-
দেবকে পরাভূত করিয়া কৈলাস-পর্বত হইতে অবতরণ করিল ॥ ৪০ ॥

বিমল কিরীট এবং বর্ষ-পরিহিত প্রতাপশালী রাবণসেই বিপুল
জয়লাভ করিয়া উত্তম বিমানে আরোহণপূর্বক কুণ্ডস্থিত অগ্নির আয় শোভা
পাইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বায়্বীকপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৈশ্রবণবিজয়-নামক

১৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

(১৬) ষোড়শঃ সর্গঃ

তং জিহ্বা ভ্রাতরং রাম ধনদং রাক্ষসাদিপঃ ।

মহাসেনপ্রসূতিং স যযৌ শরবণং ততঃ ॥ ১ ॥

অথাপশ্যদশগ্রীবো রৌক্সঃ শরবণং মহৎ ।

গভস্তিজালসংবীতং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ ॥ ২ ॥

স পর্বতং সমাসাচ্চ কিকিদ্ৰৌক্সবনান্তদা ।

অপশ্যৎ পুষ্পকং রাম তত্র বিষ্টস্তিতং স্থিতম্ ॥ ৩ ॥

বিষ্টক্সং পুষ্পকং দৃষ্ট্বা কামগং হৃগমং কৃতম্ ।

অচিস্তদ্রাক্ষসেন্দ্রস্ত সচিবৈস্তৈঃ সমারূতঃ ॥ ৪ ॥

কিমিদং যন্নিমিত্তস্ত নেদং গচ্ছতি পুষ্পকম্ ।

পর্বতস্তোপরিষ্ঠাচ্চ কশ্চেদং কস্মৈ বৈ ভবেৎ ॥ ৫ ॥

১। লো-টা। মহাসেনঃ কার্তিকেয়ঃ, তং প্রসূতিং প্রসূতিস্থানং, কিং তৎ ? শরবণমিতি, বুদ্ধিগণকারঃ।

৩। লো-টা। রৌক্সবনান্তরং বহিঃ বিষ্টস্তিতং নিষ্ক্রিয়ম্।

হে রাম, তার পর রাক্ষসাদিপতি রাবণ ভ্রাতা কুবেরকে পরাজিত করিয়া কার্তিকেয়ের জন্মভূমি শরবনে গমন করিল ॥ ১ ॥

দশানন করণসমূহে আচ্ছন্ন দ্বিতীয় সূর্য্যের আয় সুবর্ণময় বিশাল শরবন দেখিতে লাগিল ॥ ২ ॥

হে রাম, দশানন সুবর্ণময় শরবন হইতে পর্বতের নিকটস্থ হইয়া তথায় পুষ্পকরথকে নিশ্চল অবস্থায় অবস্থিত দেখিল ॥ ৩ ॥

রাক্ষসরাজ দশানন ইচ্ছানুসারে গমনশীল পুষ্পকরথকে গতিরহিত, প্রতিকূদ্ধ দেখিয়া সেই মন্ত্রিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল— ॥ ৪ ॥

কি কারণে এই পুষ্পকরথ পর্বতের উপরে যাইতেছে না, ইহা কান্ধার

১। হ 'জিহ্বা'। ২। হ 'মহৎ'। ৩। হ 'সোহপশ্যত দশ'। ৪। হ 'ততঃ'। ৫। হ 'নাশ্রয়'।

৬। হ 'অচিস্তদ্রাক্ষসেন্দ্রঃ'। ৭। হ 'কিরি'।

তমব্রবীভতো^১ রাম মারীচো বুদ্ধিমত্তমঃ ।

নৈতম্মিষ্কারণং রাজন্^২ বিমানং যম্ গচ্ছতি ॥ ৬ ॥

ইদং হি^৩ পুষ্পকং নাম ধনদাম্নান্ধবাহি বৈ ।

ভেনেদং বিষ্ঠিতং বোয়ান্নি নান্ধদন্তীহ কারণম্ ॥ ৭ ॥

এবং মন্ত্রয়তাং^৪ তেবাং রাক্ষসানাং নরাধিপ ।

ততঃ পার্শ্বমুপাগম্য ভবস্থানুচরন্তদা ॥ ৮ ॥

দশাননমুবাচেদং রাক্ষসেন্দ্রমশঙ্কিতঃ ।

নিবর্তস্য দশগ্রীব শৈলে ক্রৌড়তি শঙ্করঃ ॥ ৯ ॥

সর্বেষাং ভেন ভূতানাং দুর্গমঃ পর্বতঃ কৃতঃ ।

সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্ ।

তন্নিবর্তস্য দুর্বুন্ধে মা^৫ বিনাশমবাপ্যসি ॥ ১০ ॥

১০। লো-টী। দুর্গমঃ কৃতো ভবেন ইত্যর্থঃ। সুপর্ণনাগাদীনাং বিশেষতো দুর্গমঃ কৃত ইত্যর্থঃ। যদি বিনাশং মা অব্যপ্যসি তৎ তদা নিবর্তস্য।

কার্য্য হওয়া সম্ভব ? ॥ ৫ ॥

হে রাম, অতঃ পর অতিশয় বুদ্ধিমান্ মারীচ তাহাকে বলিল, মহারাজ, বিগান যে চলিতেছে না—ইহার কারণ আছে ॥ ৬ ॥

এই পুষ্পকরথ কুবের ভিন্ন অশ্ব কাহাকেও বহন করে না, সেই হেতু ইহা আকাশে নিশ্চল অবস্থায় রহিয়াছে, অশ্ব কোন কারণ নাই ॥ ৭ ॥

হে রাজন, (রাম) সেই রাক্ষসগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিতেছে, এমন সময়ে মহাদেবের অনুচর তাহাদের পার্শ্বে আগমন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে রাক্ষসরাজ দশাননকে বলিল, দশানন, নিবর্তিত হও, এই পর্বতে শঙ্কর ক্রৌড়া করিতেছেন ॥ ৮-৯ ॥

তিনি এই পর্বতকে সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস প্রভৃতি

স রোষতান্নয়নস্ববরুহাথ পুষ্পকাং ।

কোহয়ং শঙ্কর ইতু্যক্তা শৈলমূলমুপাগমৎ ॥ ১১ ॥

নন্দিনং স তদাপশ্চদবিদূরে স্থিতং প্রভুং ।

শূলং দীপ্তমবষ্ঠভ্য দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্ ॥ ১২ ॥

দৃষ্ট্ৱা তং বানরমুখমবজ্জায় স রাক্ষসঃ ।

প্রহাসং মুমুচে তত্র সতোয় ইব ভোয়দঃ ॥ ১৩ ॥

স ক্রুদ্ধো ভগবান্ নন্দী শঙ্করস্তাপরা তমুঃ ।

অত্রবীজাক্ষসেন্দ্রকং দশগ্রীবমুপস্থিতম্ ॥ ১৪ ॥

যস্মাদ্বানরমূর্ত্তিং মাং দৃষ্ট্ৱা রাক্ষস ছুৰ্ম্মতে ।

মোহাদিহ ন জানীষে প্রহাসং চৈব মুঞ্চসি ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। অবরুহেতি বিসন্ধিরার্থঃ

১২। লো-টী। অবষ্ঠভ্য অবলম্বা।

সমস্ত প্রাণীর পক্ষে হুর্গম করিয়াছেন, অতএব হে ছুৰ্ম্মকে, নিবর্ত্তিত হও, বিনাশপ্রাপ্ত হইও না ॥ ১০ ॥

ক্রোধে রক্তচক্ষুঃ দশানন পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করত ‘কে এই শঙ্কর ?’ এই বলিয়া পর্ব্বতের মূলদেশে উপস্থিত হইল ॥ ১১ ॥

তখন সেই দশানন অনতিদূরে উজ্জল-শূলধারী দ্বিতীয় শঙ্করের আয় প্রভু নন্দীকে দেখিতে পাইল ॥ ১২ ॥

রাক্ষস দশানন বানরমুখ সেই নন্দীকে দেখিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক জলপূর্ণ মেঘের আয় (অতিশয় গম্ভীর ধ্বনিতে) হাসিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

তখন শঙ্করের দ্বিতীয় শরীরস্বরূপ ভগবান্ নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া সমুপাগত রাক্ষসরাজ দশাননকে বলিলেন— ॥ ১৪ ॥

রে ছুৰ্ম্মতে রাক্ষস, যে হেতু বানরমূর্ত্তি আমাকে দেখিয়া মোহবশতঃ বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করিতেছিস, সেই হেতু আমার ন্যায় মূর্ত্তিমান্ এবং আমার আয় তেজস্বী নথ এবং দন্তরূপ অস্ত্রধারী মন এবং বায়ুর আয় বেগবান্

তস্মান্মদ্রপসংযুক্তা মদ্বীর্ঘ্যসমতেজসঃ ।

উৎপৎস্বন্তে বধার্থং তে কুলস্ত ভুবি বানরাঃ ॥ ১৬ ॥

নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ শূরা মনঃপবনরংহসঃ ।

যুদ্ধোন্মত্তা বলোদগ্ৰাঃ শৈলা ইব বিসর্পিণঃ ॥ ১৭ ॥

তে রাক্ষস বলং দর্পমুৎসেধকং পৃথগ্বিধম্ ।

ব্যপনেষ্যন্তি সংভূয় সহামাত্যস্তুতস্ত তে ॥ ১৮ ॥

কিং ত্বিদানীং ময়া শক্যং কর্তুং যম্ ময়া ভবান্ ।

হন্তব্যো হত এব ত্বং পূর্বমেব স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ১৯ ॥

অচিন্তয়িত্বা স তদা নন্দিবাক্যং মহামনাঃ ।

তচ্ছাপাগ্নিবিনির্দগ্ধো বাক্যম্নেতছুবাচ হ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। তে তব কুলস্ত।

১৭। লো-টী। বলম্ উদগ্ৰম্ অত্যাগ্ৰং যেষাং তে। শৈলা ইব ইব-শব্দোহপ্যর্থঃ, শৈলা অপি শৈলতুল্যা অপি বিসর্পিণঃ শীঘ্রগামিনঃ।

১৮। লো-টী। উৎসেকমুৎসাং তে তু বানরাঃ। তে তব।

১৯। লো-টী। হতস্বং বা স্বং হত এব।

৭. অতিশয় বলশালী এবং পূর্বতের ত্রায় বিশালকায় যুদ্ধোন্মত্ত দ্রুতগামী বানরগণ তোর বংশ বিনাশ করিবার জন্য পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবে ॥ ১৬-১৭ ॥

হে রাক্ষস, সেই বানরগণ মিলিত হইয়া অমাত্য এবং পুত্রগণের সহিত তোর বল, দর্প এবং বহুবিধ ঔদ্ধত্য দূর করিবে ॥ ১৮ ॥

আমি আর এখন কি করিতে পারি? যে হেতু তোকে আমার বধ করিতে হইবে না; কারণ, তুই স্বীয় কর্ম্মদ্বারা পূর্ব হইতেই নিহত হইয়া আছিস ॥ ১৯ ॥

তখন সেই মহামনাঃ রাবণ নন্দীর কথা চিন্তা না করিয়া নন্দীর অভিশাপানলে

১। হ 'তবান্নবলং'। ২। হ 'মুৎসেধক'। ৩। হ 'হ'। ৪। হ 'বহুবিধ'। ৫। হ 'ন হন্তব্যো হতস্বং বা'। ৬। হ 'বা'। ৭। হ 'বলঃ'। ৮। ক 'গ্নিনা নি'।

পুষ্পকস্য গতিশ্চিহ্না যৎকৃতে মম গচ্ছতঃ ।
 করিষ্যাম্যহমপ্যস্ম্য প্রতিকারং স্মদারুণাম্ ॥ ২১ ॥
 তদেষ শৈলমুন্মূলং কৰোমি তব গোপতে ।
 কেন প্রভাবে ভবান্ ক্রীড়ত্যত্র স লীলয়া ॥ ২২ ॥
 আপীড়্যেতাং ততস্তস্ম্য শৈলস্তম্ভোপমৌ ভূজো ।
 বিস্মিতাশ্চাভবংস্তত্র সচিবাস্তস্ম্য রক্ষসঃ ॥ ২৩ ॥
 রক্ষসা তেন রোমাচ্চ ভূজানামবপীড়নাৎ ।
 মুক্তো বিরাবঃ স্মহাহংস্ত্রৈলোক্যং যেন কম্পিতম্ ।
 মেনিরে বজ্রনিষ্পেষং মর্ত্য্য দৈত্য্য যুগক্ষয়ে ॥ ২৪ ॥

২২। লো-টী। গোপতে পশুপতে ।

[লো-টী।] যথা প্রভুঃ প্রভুরিব ।

২৩। লো-টী। শৈলস্তম্ভয়োঃরিব উপমা সাদৃশ্যং যয়োস্তৌ । বিস্মিতা বিগতাহঙ্কারাঃ ।

২৪। লো-টী। বিরাবো মহান্ শব্দঃ । তমেব বিরাবং যুগক্ষয়ং যুগক্ষয়কালীনং
 বজ্রনিষ্পেষং বজ্রসংঘটজক্ষয়িং । ‘ক্ষুর্জুর্খজ্রনিষ্পেষো বজ্রসংঘটজৈ ধ্বনা’বিত্যজয়ঃ ।

দক্ষ হইয়া [শঙ্করের উদ্দেশে] এই কথা বলিল—॥ ২০ ॥

হে পশুপতে, যে জন্য আমার গতিশীল পুষ্পকরথের গতি রোধ করিয়াছ, আমিও তাহার অতি কঠোর প্রতিবিধান করিব; সুতরাং এই আমি তোমার পর্বতকে উন্মূলিত করিতেছি, [দেখি] কোন্ প্রভাবে সেই তুমি এই পর্বতে লীলাসহকারে বিহার কর ॥ ২১-২২ ॥

পরে সেই রাক্ষস রাবণের পর্বতস্তম্ভসদৃশ বাহু অতিশয় পীড়িত হইল এবং তাহার মস্ত্রিগণ বিস্মিত হইল ॥ ২৩ ॥

সেই রাক্ষস রাবণ ক্রোধে এবং বাহুর পীড়াবশতঃ অতিশয় ভীষণ শব্দ করিতে

১। হ ‘তবঃ’ । ২। হ ‘যথা প্রভুঃ’ । ৩। হ ‘অপী-’ । ৪। হ অতঃ পরম্ ‘বর্জনীয়াং ন জানীতে ভয়হানং ন বুধ্যতে । এবমুক্ত্য ততো রাজম্ ভূজো নিক্রিয়া পর্বতে । তোলয়ায়াস তং শৈলং স চ শৈলো যাকম্পত । ততো রাম মহাধেবো দেবানাং প্রবরো হসন্ । পাদানুষ্ঠেন তং শৈলং পীড়নানাস লীলয়া’ ॥ ইত্যধিকম্ ।
 ৫। হ ‘ভূজয়োঃ পীড়নাস্তথা’ । ৬। হ ‘দৈত্যা মর্ত্যা যু-’ ।

আসনেভ্যশ্চ চলিতা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।

যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কিমেতদিতি চাক্রবন্ ॥ ২৫ ॥

তোষয়স্ব মহাদেবং নীলকণ্ঠমুমাপতিম্ ।

তমুতে শরণং নাশ্র্যং পশ্চামোহিত্র দশানন ॥ ২৬ ॥

স্তুতিভিঃ প্রণতো ভূষা তমেব শরণং ব্রজ ।

কৃপালুঃ শঙ্করস্তুক্যৈঃ প্রসাদং তে বিধাশ্রতি ॥ ২৭ ॥

এবমুক্তস্তদামাত্যৈস্তুষ্টিব বৃষভধ্বজম্ ।

সামভির্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ শৈলাগ্রে বিষ্ঠিতঃ প্রভুঃ ।

মুক্তা তস্মা ভুক্তৌ রাজন্নু বাচেদং দশাননম্ ॥ ২৯ ॥

লাগিল ; সেই শবে ত্রিভুবন কম্পিত হইল এবং মনুষ্য ও দৈত্যগণ [সেই শবকে] যুগক্ষয়কালীন বজ্রনিষ্পেষ-শব্দ বলিয়া মনে করিল ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ স্ব স্ব আসন হইতে বিচলিত হইলেন এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ বলিয়া উঠিলেন—“এ কি !” ॥ ২৫ ॥

[মন্ত্ৰিগণ কহিল] দশানন, উমাপতি নীলকণ্ঠ মহাদেবকে সমুপস্থিত করুন, এ বিষয়ে তিনি ব্যতীত অন্য কাহাকেও রক্ষাকর্তা দেখিতে পাই না ॥ ২৬ ॥

স্তুতিদ্বারা প্রণত হইয়া মহাদেবের শরণাগত হউন ; শঙ্কর দয়ালু, তিনি সমুপস্থিত হইয়া আপনার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন ॥ ২৭ ॥

অমাত্যগণ এইরূপ বলিলে সেই দশানন প্রণত হইয়া বিবিধ প্রিয়বাক্যদ্বারা মহাদেবের স্তুত্ব করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

রাজন, তার পর পর্বতশিখরে অবস্থিত প্রভু মহাদেব প্রীত হইয়া রাবণের স্বাহ [গীড়া-] মুক্ত করিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন— ॥ ২৯ ॥

শ্রীতোহস্মি তব বীর্য্যাক্ষ শৌচীর্ঘ্যাক্ষ নিশাচর ।

অরাক্ষসঃ স্বভাবস্তে স্বর এষ হৃদারুণঃ ॥ ৩০ ॥

যস্মাল্লোকত্রয়ং হেতদ্রাবিতং ভয়মাগতম্ ।

তস্মাদ্বং রাবণো নান্না খ্যাতিং রাজন্ গমিষ্যসি ॥ ৩১ ॥

ভবন্তু মানুযা দৈত্যা গন্ধর্বাঃ সহ দৈবতৈঃ ।

সর্ব্ব এবাভিধান্তিস্তি রাবণং লোকরাবণম্ ॥ ৩২ ॥

গচ্ছ পৌলস্ত্য বিশ্রকং পথা যেন ত্বমিচ্ছসি ।

ময়া ত্বমভ্যনুজ্ঞাতো রাক্ষসাধিপ গম্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥

সাক্ষান্মহেশ্বরৈগৈবং কৃতনামা স রাবণঃ ।

অভিবাচ্য মহাদেবমারোহং পুষ্পকং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥

৩০ । লো-টী । শৌচীর্ঘ্যং শৌর্ঘ্যং । এষ তে তব স্বভাবস্বরঃ স্বভাবতঃ স্বরঃ অরাক্ষসঃ
রাক্ষসৈঃ কর্ত্তৃনশক্যঃ ।

৩১ । লো-টী । দ্রাবিতং কম্পিতম্, তব শব্দেন ভয়মাগতং প্রাপ্তম্ ।

৩৩ । লো-টী । যেন পথা ত্বং গমিচ্ছসি তেন পথা বিশ্রকং যথা ভবতি তথা যথাবৎ
দেচ্ছয় গচ্ছ ।

৩৪ । লো-টী । অভিবাচ্য নমস্কৃত্য ।

হে নিশাচর, তোমার শৌর্ঘ্য এবং বীর্য্য আমি প্রীত হইয়াছি ; তোমার এই
অতিশয় ভয়ঙ্কর স্বাভাবিক স্বর সাধারণ রাক্ষসের ত্রায় নহে ॥ ৩০ ॥

হে রাজন্, যে-হেতু তোমার শব্দে এই ত্রিভুবন নিনাদিত এবং ভীত
হইয়াছে, সেই হেতু তুমি 'রাবণ' এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ৩১ ॥

দেবগণের সহিত মনুষ্য, দৈত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ সকলেই তোমাকে লোকরাবণ
রাবণ বলিয়া অভিহিত করিবে ॥ ৩২ ॥

হে পৌলস্ত্য, তুমি যে পথে গমন করিতে ইচ্ছা কর সেই পথে নির্ভয়ে গমন
কর ; হে রাক্ষসাধিপ, আমি অমুমতি করিতেছি তুমি [পুষ্পকরথে আরোহণ
করিয়া] গমন কর ॥ ৩৩ ॥

সেই রাক্ষস সাক্ষাৎ মহেশ্বরকর্ত্তক 'রাবণ' এই নামে আখ্যাত হইয়া

ততো মহীভলং^১ রাম পর্য্যক্রামৎ^২ স রাবণঃ ।

কত্রিয়ান্^৩ স্তমহাভাগান্^৪ বাধমানস্ততন্ততঃ ॥ ৫৫ ॥

কেচিভ্বেজস্বিনঃ শূরাঃ কত্রিয়া যুদ্ধদুর্শ্রদাঃ ।

তচ্ছাসনমকুর্ব্বন্তো^৫ বিনেশুঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৫৬ ॥

অপরে দুর্জয়ং রক্ষো জানন্তুঃ প্রাজ্ঞসম্মতাঃ ।

জিতাঃ স্ম ইত্যভ্যাসন্ত রাক্ষসং বলদর্পিতম্ ॥ ৩৭ ॥

এবং দর্পবলোৎসিক্তো রাবণো লোকরাবণঃ ।

প্রতাপবান্^৬ বশীকুর্ব্বল্লোকাংস্ত^৭ বিচচার হ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যাধে বায়্বাকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কৈলাসোদ্ধরণং নাম

ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

[লো-টী] মাহুষং প্রাপ্য লোকমহীজ্ঞা রাজানস্তমর্দনঃ, বিয়ং নাশম্ উপজবং বা ।

কৈলাসোদ্ধরণম্ ॥ ১৬ ॥

মহাদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক পুনরায় পুষ্পকরথে আরোহণ করিল ॥ ৩৪ ॥

হে রাম, অনন্তর সেই রাবণ অতিশয় বীৰ্যাশালী কত্রিয়দিগকে পীড়িত করিয়া পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥

কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধদুর্শ্রদ কত্রিয়বীর তাহার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া অনুচরগণের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হইল ॥ ৫৬ ॥

অত্যাশ্রু বুদ্ধিমান [কত্রিয়গণ] রাক্ষস রাবণকে দুর্জয় মনে করিয়া বলদর্পিত রাক্ষসের নিকট 'আমরা পরাজিত হইয়াছি' এই কথা বলিলেন ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে দর্প এবং বলগর্ভিত প্রতাপশালী লোকরাবণ রাবণ লোকদিগকে বশীভূত করত বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বায়্বাকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কৈলাসোত্তোলন-নামক

১৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

১। হ 'প্রাপ্য'। ২। হ 'যোদ্ধুকাঃ'। ৩। হ 'বধতে স্ত তত'। ৪। হ 'প্রতাপাবনতান্ কুর্ষ'।

৫। অন্তঃ পরং ছ 'স মাহুষং লোকমহীজ্ঞানো নিশাচরেল্লোহপ্রতিমবন্তেজাঃ। চকার িদ্বং তুরঙ্গা মহীক্ষিতাঃ যুগান্তকালে প্রপতন্তু রবির্বা'। ইত্যধিকম্ ।

(১৭) সপ্তদশঃ সর্গঃ

অথ রাজন্ মহাবাহুর্বিচরন্ বন্থধাতলে ।
 হিমবদ্বনমালোক্য পরিচক্রাম রাবণঃ ॥ ১ ॥
 তত্রোপশৃচ্চ কন্যাং স কৃষ্ণাজিনজটাধরাম্ ।
 আর্ষণেণ বিধিনা যুক্তাং দীপ্যস্তীং দেবতা মিব ॥ ২ ॥
 প্রত্যক্ষমিব সাবিত্রীং জ্বলন্তীং দেবমাতরম্ ।
 প্রভামিব রবেদীপ্তামেকাং মূর্ত্তিমতীমিব ॥ ৩ ॥
 স দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং তাং কন্যাং স্তমহাব্রতাম্ ।
 কামমোহপরীতাত্মা হসন্ পপ্রচ্ছ রাবণঃ ॥ ৪ ॥
 কিমিদং বর্ত্ততে ভীরু বিরুদ্ধং যৌবনশ্চ তে ।
 ন হি যুক্তা তবৈতশ্চ রূপশ্চৈয়ং প্রতিক্রিয়া ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। আর্ষণেণ বিধিনা ঋষির্বেদন্তত্বজেন বিধিনা তপোবিধিনা ।

৩। লো-টী। একাং স্ত্রীণাং মুখ্যাং লক্ষ্মীম্ ।

৪। লো-টী। মোহঃ অর্থঃ ।

হে রাজন্, মহাবাহু রাবণ পৃথিবীতে বিচরণ করিতে করিতে হিমালয়-পর্বতের বন অবলোকন করিয়া [তাহার মধ্যে] ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

রাবণ সেই বনে কৃষ্ণাজিন-পরিহিতা জটাধারিণী তপঃপরায়ণা দেবতার আয় দীপ্তিশালিনী, সাক্ষাৎ দেবমাতা সাবিত্রীর আয় শোভমানা সূর্য্যের প্রভার আয় উজ্জল এবং মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর আয় একটা কন্যাকে দেখিতে পাইল ॥ ২-৩ ॥

রাবণ মহাব্রতশালিনী সেই রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া কাম এবং মোহে অভিভূত হইয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—॥ ৪ ॥

হে স্তম্ভুরি, তোমার যৌবনের বিপরীত এ কি কার্য্য হইতেছে ! এইরূপ

রূপং তেহনুপমং ভদ্রে কামোন্মাদকরং নৃণাম্ ।

ন যুক্তং তপ আস্থাতুং বুদ্ধানামেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥

কন্যাসি দুহিতা ভদ্রে কো বা ভর্তা তবানঘে ।

পৃচ্ছতঃ শংস মে শীঘ্রং কো বা হেতুস্তপোহর্জনে ॥ ৭ ॥

এবমুক্তা তু সা কন্যা তেনানার্যোণ রক্ষসা ।

অত্রবীদ্বিধিবৎ কৃৎস্না তস্ত্যাতিথ্যং তপোধনা ॥ ৮ ॥

কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষির্মে ঋধার্মিকঃ ।

বৃহস্পতিস্বতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধা তুল্যো বৃহস্পতেঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। যত এষ তপোবিধয়ো নিশ্চয়ঃ বুদ্ধানামেব ।

৮। লো-টী। অনাখোণ শঠেন ।

[লো-টী।] এষ ইত্যত্র বুদ্ধিসম্মিক্ষঃ ।

৯। লো-টী। বৃহস্পতিসমো ব্রহ্মণ্যে ।

বিরুদ্ধাচরণ (এতাদৃশ কঠোর তপস্যা) তোমার এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের উপযুক্ত নহে ॥ ৫ ॥

হে ভদ্রে, তোমার অনুপম রূপ মানবদিগকে কামোন্মত্ত করে, তপস্যা করা তোমার যুক্তিযুক্ত নয়, এইরূপ তপস্যা করা বুদ্ধগণেরই শোভা পায় ॥ ৬ ॥

হে ভদ্রে, তুমি কাহার কন্যা? হে পুণ্যশীলে, তোমার স্বামীই বা কে? তোমার তপস্যা অর্জন করিবার কারণই বা কি? আমি [ইহা] প্রশ্ন করিতেছি, শীঘ্র বল ॥ ৭ ॥

সেই অনার্য্য রাক্ষস রাবণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই তাপসী কন্যা যথাবিধানে তাহার আতিথ্যসংকার করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

অতিশয় ধার্মিক বৃহস্পতি-পুত্র বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা ॥ ৯ ॥

তস্মাহং কুর্ব্বতো^১ নীত্যং বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ^২ ।

সম্ভূতা^৩ বাঙ্গায়ী কন্যা নাম্না বেদবতী^৪ স্মৃতা ॥ ১০ ॥

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসদানবাঃ ।

মমাভিগম্য পিতরং বরণং মেহভ্যরোচয়ন্ ॥ ১১ ॥

ন চ মাং স পিতা তেভ্যো দত্তবান্ রাক্ষসেশ্বর ।

কারণং তদ্বদিচ্ছামি নিশাময় মহাভূজ ॥ ১২ ॥

পিতুস্ত^৫ মম জামাতা যোহভিপ্রেতঃ পুরা বিভূঃ ।

শ্রুতো^৬ ময়া যথা রক্ষো বিষ্ণুঃ কিল হরোত্তমঃ ॥ ১৩ ॥

শম্ভুর্নাম ততো রাজা দৈত্যানাং কুপিতোহভবৎ ।

তেন রাত্রৌ প্রহুপ্তো মে পিতা পাপেন হিংসিতঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। বেদাভ্যাসং বেদাবর্জনম্।

১১। লো-টী। মে মম বরণং যাচনমভ্যরোচয়ন্ অকুর্কন্।

১২। লো-টী। নিশাময় পশু শৃণ্বিতার্থঃ।

আমি সর্ব্বদা বেদাভ্যাসরত সেই মহাত্মা কুশধ্বজের বাঙ্গায়ী কন্যা, আমার নাম বেদবতী ॥ ১০ ॥

গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেব, যক্ষ, রাক্ষস ও দানবগণ আমার পিতার নিকট আসিয়া বিবাহ করিবার জন্য আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

হে মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর, আমার পিতা তাহাদিগের নিকট আমাকে দান করিলেন না, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥

হে নিশাচর, আমি যতদূর শুনিয়াছি—আমার পিতার এই অভিলাষ ছিল যে, দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু তাহার জামাতা হ'ন ॥ ১৩ ॥

তাহা অবগত হইয়া দৈত্যরাজ শম্ভু কুপিত হইল এবং রাত্রিতে সেই পাপিষ্ঠ

১। হ-'তত্ত্বাত'। ২। হ 'নিশাচর'। ৩। হ-'ভূতা'। ৪। হ-'পন্নগাঃ'। ৫। হ 'বাহোচয়ন্'।

৬। হ-'হি'। ৭। হ-'শ্রুতং'। ৮। হ 'বাতিতঃ'।

ততো জনিত্রী মম যা সা শরীরং পিতুর্নয়ম ।

পরিগৃহ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্ ॥ ১৫ ॥

ততো মনোরথং শ্রদ্ধা পিতুর্নারায়ণং প্রতি ।

মৃতং চ পিতরং দৃষ্ট্বা মিথ্যাকামং মহাব্রতম্ ॥ ১৬ ॥

অহং প্রেতগতস্ত্যাপি কুর্বতী কাজ্জিকতং পিতুঃ ।

ইতি প্রতিজ্ঞামারুহ্য ধর্ম্মমেতং সমাশ্রিতা ॥ ১৭ ॥

ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং তব রাক্ষসপুঙ্গব ।

নারায়ণঃ পতির্মোহস্থ ন চান্মো মানুষোদ্ভবঃ ।

আশ্রিতাং চাপি মাং বিদ্ধি নারায়ণপরায়াণ্যম্ ॥ ১৮ ॥

বিজ্ঞাতস্বঃ ময়া রাজন্ পৌলস্ত্যকুলসম্ভবঃ ॥

ভানামি তপসা সর্ব্বং ত্রৈলোক্যে বদ্ধি বর্ত্ততে ॥ ১৯ ॥

১৭। গো-টী। কাজ্জিকতং কুর্বতী করিষ্যন্তী ইতি প্রতিজ্ঞা পিতৃণা প্রতিজ্ঞা তাম্

১৮। গো-টী। আশ্রিতাং তপ আশ্রিতাম্।

আমার নিদ্রিত পিতাকে বধ করিল ॥ ১৫ ॥

তার পর মহাভাগাবতী আমাব জননী আমার পিতার দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৫ ॥

তার পর নারায়ণের প্রতি পিতার অভিলাষ শ্রবণ করিয়া এবং মহাব্রত পিতাকে বার্থমনোরথ ও মৃত দেখিয়া আমি 'পরলোকগত পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিব' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া এইরূপ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছি ॥ ১৬-১৭ ॥

হে রাক্ষসপুঙ্গব, তোমার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলাম, নারায়ণ আমার পতি হউন, অথ কোন শ্রেষ্ঠ মনুষ্য নহে ; নারায়ণপরায়াণা আমাকে তপস্বিনী বলিয়া অবগত হও ॥ ১৮ ॥

হে রাজন্, আমি তোমাকে পৌলস্ত্যকুলসম্ভূত বলিয়া বিশেষভাবে অবগত

১। ছ 'গতং'। ২। ছ 'মহান্মানং'। ৩। ছ 'মাশ্রিত্য'। ৪। ছ 'মহং জিতা'। ৫। ছ 'ন হস্তো মানুষো মতঃ'। ৬। ছ 'মহারাজ'। ৭। ছ 'বদ্ধ'।

সোহব্রবৌদ্রাবণস্তত্র তাং কন্যাং স্মহাব্রতাম্ ।

অবতীৰ্য্য বিমানাগ্রাৎ কন্দৰ্পশরপীড়িতঃ ॥ ২০ ॥

অবলিপ্তাসি স্ত্রোশোণি যন্তাস্তে মতিরীদৃশী ।

রুদ্ধানাম্ যুগশাবাক্ষি ভ্রাজতে পুণ্যসঞ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥

ত্বং তু সৰ্ব্বগুণোপেতা নেদৃশং কৰ্ত্তু মৰ্হসি ।

ত্রৈলোক্যসুন্দরী ভূত্বা যৌবনে বার্কিকং বিধিম্ ॥ ২২ ॥

কশ্চ তাবদসৌ যন্ত্বং বিষ্ণুরিত্যভিভাষমে ।

একেনাপি ন তুল্যোহসৌ ভুজেন মম বীৰ্য্যতঃ ।

মা মৈবমিতি সা কন্যা তমুবাচ নিশাচরম্ ॥ ২৩ ॥

২২ । লো-ট। যৌবনে ঈদৃশং বার্কিকং বিধিং কৰ্ত্তুং নার্হসি ।

২৩ । লো-ট। এবং একেনাপীতি যদুক্তং তদেবং মা না, সংগ্রমে নিবেশস্ত দ্বিকৃত্তিঃ ।
এবং বক্তুং নার্হসীত্যর্থঃ ।

আছি, ত্রিভুবনে যাহা কিছু বর্তমান আছে, তৎসমস্তই তপঃপ্রভাবে জানিতে পারি ॥ ১৯ ॥

কামবাণে জর্জরিত সেই রাবণ পুষ্পকরথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই স্মহাব্রত কন্যাকে বলিল— ॥ ২০ ॥

হে স্ত্রোশোণি, তুমি গৰ্ব্বিতা হইয়াছ, যে হেতু তোমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে ; হে বালয়ুগলোচনে, পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধদিগেরই শোভা পায় ॥ ২১ ॥

কিন্তু সৰ্ব্বগুণশালিনী তুমি ত্রিভুবনের মধ্যে সুন্দরী হইয়া যৌবনে এরূপ বার্কিকোচিত অনুষ্ঠান করিতে পার না ॥ ২২ ॥

তুমি যাহাকে বিষ্ণু বলিয়া বলিতেছ, সে কে ? সে পরাক্রমে আমার একটী হস্তেরও তুল্য নহে, [তখন] সেই কন্যা নিশাচর রাবণকে বলিল—“না না, এরূপ বলিও না” ॥ ২৩ ॥

মুর্দ্ধজেযু চ তাং রক্ষঃ করোগোপসমস্পৃশৎ ।

স্ত্রীভাবমনয়চ্চাপি বিস্মু রন্তীং বলাদ্বলী ॥ ২৪ ॥

ততো বেদবতী ক্রুদ্ধা শ্বসন্তী জ্বলিতাননা ।

উবাচাগ্নিং সমাধায় দহন্তী ব নিশাচরম্ ॥ ২৫ ॥

ধর্ষিতায়াস্ত্রয়ানার্য্য নেদানীং মম জীবিতম্ ।

ক্ষমং তস্মাৎ প্রবেক্ষ্যামি পশ্চতন্তে হতাশনম্ ॥ ২৬ ॥

যস্মান্তু ধর্ষিতা তেহহমেকেত্যবমতা বনে ।

তস্মান্তব বধার্থায় সমুৎপৎস্তাম্যহং পুনঃ ॥ ২৭ ॥

ন হি স্ত্রিয়া পুমান্ শক্যো হন্তুং ত্বং তু বিশেষতঃ ।

শপামি ন চ পাপ ত্বাং তপসঃ কিং ব্যয়েন মে ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। অগ্নিং সমাধায় বিধিবৎ কৃত্বা ।

২৬। লো-টী। হে অনার্য্য, তুমি ধর্ষিতায়া মম জীবিতং জীবনং নাস্তি, তস্মাদিদানীমেব পশ্চতঃ তে তব সমক্ষং হতাশনং প্রবেষ্টুং ক্ষমং যুক্তমিত্যর্থঃ ।

বলশালী রাবণ হস্তদ্বারা তাহার কেশসমূহ স্পর্শ করিল এবং বলপূর্ব্বক কম্পমানা সেই কণ্ঠাকে পত্নী হইয়া গ্রহণ করাইল ॥ ২৪ ॥

তখন ক্রোধে অগ্নিমুখী বেদবতী নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া নিশাচর রাবণকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে বলিল— ॥ ২৫ ॥

হে অনার্য্য, তোমাকর্তৃক ধর্ষিত হইয়া এক্ষণে আমার জীবন ধারণ করা উচিত নয়, অতএব তোমার সমক্ষেই অগ্নিতে প্রবেশ করিতেছি ॥ ২৬ ॥

যে হেতু এই বনে তুমি একাকিনী বলিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক আমাকে ধর্ষণ করিয়াছ, সেই হেতু তোমাকে বধ করিবার জন্য পুনরায় আমি উৎপন্ন হইব ॥ ২৭ ॥

নারী পুরুষকে বধ করিতে সমর্থ নহে, বিশেষতঃ তোমাকে ;

১। হ'কণ্ঠাং'। ২। হ'শৈব'। ৩। হ'জৈনাং'। ৪। হ'অলতী'। ৫। হ'নিরাক্ষিতঃ'।

যদি ত্বস্তি ময়া কিঞ্চিৎ কৃতং দত্তং হৃতং তথা

১
তেন হযোনিজা সাক্ষী ভবেয়ং ধর্মিণঃ স্মৃতা ॥ ১৯ ॥

এবমুক্তা প্রবিষ্টা সা প্রজ্বলন্তং হৃতাশনম্ ।

খাং প্রপেতুস্ততো দিব্যাঃ সমস্তাং পুষ্পবৃক্ষয়ঃ ॥ ২০ ॥

২
পুনরেব হি সম্ভূতা পদ্মে পদ্মসমপ্রভা ।

তস্মাদপি পুনঃ প্রাপ্তা পর্যাশ্রিতা চ রক্ষসা ॥ ২১ ॥

কন্যাং পঙ্কজগর্ভাভাং প্রগৃহ্য স্বগৃহং যযৌ ।

প্রবিষ্টা রাবণশৈচনাং দর্শয়ামাস মন্ত্রিণে ॥ ২২ ॥

লক্ষণজ্ঞো নিরীক্ষ্য তামিদমাহ দশাননম্ ।

গৃহস্থো নাইতি শ্রোগীং ত্বমেতাং ত্যক্তুমর্হসি ॥ ২৩ ॥

হে পাপিষ্ঠ, আমি তোমাকে অভিশাপও দিব না ; [অভিশাপ দিয়া] তপঃক্ষয় করিয়া কি হইবে ? ॥ ২৮ ॥

আমি যদি কিঞ্চিৎ সংকর্ম, দান, অথবা হোম করিয়া থাকি, তবে সেই সকল কর্মদ্বারা সতী এবং অযোনিজা হইয়া কোন ধার্মিক ব্যক্তির কন্যারূপে অবতীর্ণ হইব ॥ ২৯ ॥

এই কথা বলিয়া বেদবতী জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, তখন আকাশ হইতে চতুর্দিকে স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

কমলপ্রভা সেই বেদবতী পুনরায় পদ্মের উপর জন্মগ্রহণ করিলে সেই রাবণ তথা হইতেও পুনরায় তাঁহাকে লাভ করিল ॥ ৩১ ॥

রাবণ পদ্মগর্ভপ্রভা দীপ্তিমতী সেই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া গমন করত স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীকে দেখাইল ॥ ৩২ ॥

লক্ষণজ্ঞ মন্ত্রী তাহাকে দেখিয়া দশাননকে বলিল, গৃহস্থের পক্ষে এই কন্যাকে সম্ভোগ করা অনুচিত, অতএব তোমার ইহাকে পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ৩৩ ॥

এতচ্ছূত্বার্ণবে রাম সৌক্ষ্মিপদ্রাক্ষসস্তদা ।

স। ক্ষিপ্তোন্মিভিরানায় যজ্ঞোপবনমস্তিকে ॥ ৩৪ ॥

রাজ্ঞো হলমুখগ্রস্তা পুনরপ্যুদ্বৃতা সতী ।

সৈষা জনকরাজস্র প্রসূতা তনয়া প্রভো ।

তব ভার্য্যা মহাবাহো ত্বং হি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫ ॥

পূৰ্ব্বং ক্রোধহতঃ শত্রুরনয়া যো হতস্তয়া ।

সমুপাশ্রিত্য শৈলাভং তব বীৰ্য্যমমানুষম্ ॥ ৩৬ ॥

এবমেবা মহাভাগা পুনৰ্ম্মৰ্ত্ত্যৈষজায়ত ।

ক্ষেত্রে হলমুখোৎকৃষ্টে বেদীসংস্থানসংস্থিতে ॥ ৩৭ ॥

৩৫। লো-টী। প্রসূতা লাঙ্গলদ্বারেণ জাতা ।

৩৬। লো-টী। তব বীৰ্য্যং বলং শৈলাভং শৈলবৎ দ্রববগাহং সমুপাশ্রিত্য অনৈষব পূৰ্ব্বক্রোধহতঃ ।

৩৭। লো-টী। বেদীসংস্থানং বেদীরূচনা, তেন রূপেণ সংস্থিতে ।

ইহা শ্রবণ করিয়া সেই রাক্ষস রাবণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল ; [তখন] সেই কন্যা তরঙ্গাভিঘাতে [জনকের] যজ্ঞোত্তান সমীপে নিক্ষিপ্ত হইল ॥ ৩৪ ॥

সেই সতী বেদবতী জনকরাজের লাঙ্গলের ফালে আকৃষ্টা এবং [তৎকর্তৃক] উদ্ধৃতা হইয়া তদীয়া কন্যারূপে পুনরায় আবিভূতা হইয়াছেন। হে মহাবাহো, তিনিই আপনার ভার্য্যা, আপনি সনাতন বিষ্ণু ॥ ৩৫ ॥

আপনি যাহাকে বধ করিয়াছেন, সেই শত্রু রাবণকে এই সীতা ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পৰ্ব্বতবৎ অনতিক্রমণীয় অমানুষিক সামর্থ্য আশ্রয় করত পূৰ্ব্বই বধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে এই মহাভাগা সীতা লাঙ্গলাগ্রদ্বারা কৰ্ষিত বেদীনিৰ্ম্মাণের জন্ত নির্দ্ধারিত ক্ষেত্রে পুনরায় মৰ্ত্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

সৈষা বেদবতী নাম পূর্বমাসীং কৃতে যুগে ।

সীতোৎপন্নেতি সীতা সা মানবৈঃ পুনরুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

কৃতে যুগে তু নির্বৃত্তে হ্যেতৎ পরপুরুষায় ।

ত্রেতাযুগমিদং প্রাপ্য তব ভার্য্যা কৃত্য চ সা ॥ ৩৯ ॥

ইত্যার্থে বায়ীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সীতোৎপত্তিনাম
সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

৩৮। লো-টী। সীতয়া লাক্ষলপদ্ধত্যা উৎপন্ন।

৩৯। লো-টী। এতদ্ বৃত্তান্তং নির্বৃত্তং জাতম্। ইয়ং সীতা, স রাবণঃ।

সীতোৎপত্তিঃ ॥ ১৭ ॥

পুরাকালে সত্যযুগে ইহারই নাম বেদবতী ছিল, পুনরায় লাক্ষলপদ্ধতি হইতে
উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া [এখন] ইহাকে লোকে সীতা বলে ॥ ৩৮ ॥

হে পরপুরুষায়, এই ঘটনা সত্যযুগে ঘটিয়াছে, সত্যযুগ অতীত হইলে এই
ত্রেতাযুগ লাভ করিয়া সেই বেদবতী আপনার ভার্য্যা হইয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষি বায়ীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতোৎপত্তিনামক
১৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

(১৮) অষ্টাদশঃ সর্গঃ

প্রবিষ্ঠায়াং হতাশং তু বেদবত্যাং স রাবণঃ ।

পুষ্পকন্তু তমারুহ^১ পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ॥ ১ ॥

ততো মরুভূতং নৃপতিং যজন্তং সহ দৈবতৈঃ ।

উশীরবীজমানাগ্ শৈলমৈক্ষত রাবণঃ ॥ ২ ॥

সংবর্তো নাম বিপ্রার্ষির্বৃহস্পতিকুলোদ্ভবঃ ।

যাজয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বৈত্রাক্ষগুণৈযুতঃ ॥ ৩ ॥

দৃষ্ট্বা দেবাস্ত তদ্রক্ষো বরদানাং হুতুর্জয়ম্ ।

তাং তাং যোনিং সমাবিষ্টাস্তস্ম ধর্মভীরবঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রো ময়ূরঃ সংবর্তো ধর্মরাজস্ত বায়সঃ ।

কুকলাসো ধনাধ্যক্ষো হংসো বৈ বরুণোহভবৎ ॥ ৫ ॥

৩। গো টী। ব্রহ্মগুণৈত্রাক্ষগুণৈঃ।

বেদবতী অগ্নিতে প্রবেশ করিলে সেই রাবণ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

রাবণ উশীরবীজনামক পর্বতে উপস্থিত হইয়া দেবগণের সহিত নরপতি 'মরুভূত'কে যজ্ঞ করিতে দেখিল ॥ ২ ॥

সমস্ত ব্রাহ্মণগুণযুক্ত ধর্মজ্ঞ বৃহস্পতিকুলোৎপন্ন সংবর্তনামক বিপ্রার্ধি পোরোহিত্য করিতেছিলেন ॥ ৩ ॥

বরপ্রভাবে অতিশয় দুর্জয় সেই রাজসকে দেখিয়া তাহার অত্যাচারে ভীত হইয়া দেবগণ নানা যোনিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র ময়ূর হইলেন, ধর্মরাজ কাক হইলেন, কুবের কুকলাস হইলেন এবং বরুণ হংস হইলেন ॥ ৫ ॥

১। চ '-কং তং স'। ২। ছ 'পরিচক্রাম'। ৩। ছ '-বিঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৃহস্পতেঃ'। ৪। ছ 'যা'।

৫। ছ 'দর্শন'।

অশ্রুযোনিগতেষেবং স্তরেষরিনিসূদন ।

রাবণঃ প্রাৰিশদ যজ্ঞং সারমেয় ইবাশুচিঃ ॥ ৬ ॥

তৎ^১ রাজানমাসাশু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

প্রাহ যুদ্ধং প্রযচ্ছেতি নির্জিতোহস্মীতি বা বদ ॥ ৭ ॥

ততো মরুতো নৃপতিঃ কো ভবানিত্যভাষত ।

অবহাসং ততো মুক্ত্বা রক্ষো বচনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

সকুতুহলভাবেন শ্রীতোহস্মি তব পার্শ্বিব ।

ভ্রাতরং ধনদস্তেহ বেৎসি মাং যম রাবণম্ ॥ ৯ ॥

কো হি নাম ত্রিলোকেষু যো ন জানাতি মে বলম্ ।

ধনদং যেন নির্জিত্য বিমানমেতদাহতম্ ॥ ১০ ॥

৯। লো-টা। ধনদস্ত ভ্রাতরং মাং রাবণং ন বেৎসীত্যাচাতে তেন সকুতুহলভাবেন অতি-কুতুহলতয়া।

হে শত্রুসূদন ! এইরূপে দেবগণ অশ্রু [তিৰ্য্যগ্] যোনিমধ্যে প্রবেশ করিলে রাবণ অশুচি কুকুরের তায় যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করিল ॥ ৬ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই মরুত্ত নৃপতির সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল ‘যুদ্ধ কর, অথবা বল—‘পরাজিত হইয়াছি’ ॥ ৭ ॥

তৎপরে রাজা মরুত্ত তাহাকে কহিলেন ‘তুমি কে’? তখন রাবণ বিজ্ঞপ করিয়া তাঁহাকে বলিল—রাজন, কুবেরের ভ্রাতা আমি রাবণ, আমাকে যে হেতু আপনি জানেন না, সেই জন্তু আপনার কৌতুহলে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ৮-৯ ॥

যে-আমি কুবেরকে পরাজিত করিয়া এই পুষ্পকরথ আহারণ করিয়াছি, সেই আমার বলের বিষয় অবগত নহে, ত্রিভুবনে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে ॥ ১০ ॥

১। হ ‘স্তরেষু স্তরস্থানঃ’। ২। ক ‘বুদ্ধং’। ৩। হ ‘তং রাজানং সমাসাত’। ৪। হ ‘অকু-’। ৫। হ ‘স লোকেষু’। ৬। হ ‘-বিশ্বনা-’।

ততো মরুভো নৃপতী রাবণং প্রত্যাচ হ ।

ধন্যঃ খলু ভবান্ যেন জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা রণে জিতঃ ॥ ১১ ॥

নাধর্মসহিতং শ্লাঘ্যং ন চ লোকে বিগর্হিতম্ ।

ত্বং তু দৌরাশ্র্যতঃ কৃত্বা শ্লাঘসে ভ্রাতৃনির্জয়ম্ ॥ ১২ ॥

কিং ত্বং প্রাক্ কেবলো ধাত্রা নির্মিতঃ কুরকর্মকৃৎ ।

শ্রুতপূর্ব্বং হি ন ময়া যাদৃশং ভাষসে স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তিষ্ঠেদানীং ন মে জীবন্ প্রতিযাস্তসি দুর্ন্যতে ।

অথ ত্বাং নিশিতৈর্ব্বাণৈঃ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্ ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। অধর্মসহিতম্ অধর্মজনকং জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজয়াদিকং কর্ম শ্লাঘ্যং কস্তাপি
শ্লাঘনীয়ং ন ভবতি, তথা লোকনিন্দিতং যদন্তং কর্ম ।

১৩। লো-টী। কুরকর্মকর্তৃষ্মেন নির্মিতঃ ।

তখন রাজা 'মরুভ' রাবণকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তুমি যুদ্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে
পরাজিত করিয়াছ, অতএব তুমিই ধন্য ! ॥ ১১ ॥

অধর্মজনক এবং লোকনিন্দিত কার্য্য প্রশংসনীয় নহে, তুমি ছরাত্মা, সেই
জন্ম ভ্রাতাকে পরাভূত করিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ ॥ ১২ ॥

বিধাতা কি কেবল তোমাকেই নিষ্ঠুর-কর্মকারী করিয়া পূর্ব্ব সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন, তুমি নিজমুখে যেরূপ বলিতেছ, এরূপ কথা আমি পূর্ব্ব শ্রবণ
করি নাই ॥ ১৩ ॥

রে দুর্ন্যতে, তুই থাম, তুই আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায়
প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবি না, আজ তোকে ভীষ্ম বাণসমূহ দ্বারা যমালয়ে
প্রেরণ করিব ॥ ১৪ ॥

ইত্যুক্তা ধনুরাদায় শায়কাংশচ স পার্শ্বিণঃ ।

নির্জ্জগাম ততস্তস্ম সংবর্তো মার্গমাবুণোৎ ॥ ১৫ ॥

সোহব্রবীৎ স্নেহসংক্লিষ্টস্তং মরুত্তং মহানৃষিঃ ।

শ্রোতব্যং যদি মদ্বাক্যং সংপ্রহারো ন তে ক্ষমঃ ॥ ১৬ ॥

মাহেশ্বরো হি যজ্ঞোহয়মসমাপ্তঃ কুলং দহেৎ ।

দীক্ষিতস্য কুতো যুদ্ধং ক্রুরস্তং দীক্ষিতে কুতঃ ।

সংশয়শ্চ রণে নিত্যং রাক্ষসশৈচষ দুর্জয়ঃ ॥ ১৭ ॥

স নিবৃত্তো গুরোর্বাক্যাম্মরুত্তঃ পৃথিবীপতিঃ ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং স্নেহো মথমুখঃ স্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। তস্ত মরুত্তস্ত। স সংবর্তঃ।

১৬। লো-টী। স্নেহসংক্লিষ্টং স্নেহযুক্তং যথা ভবতি।

১৮। লো-টী। মথমুখে মথারম্ভে।

এই কথা বলিয়া সেই রাজা 'মরুত্ত' ধনুক এবং শরসমূহ গ্রহণ করত নির্গত হইলেন, তখন সংবর্ত তাঁহার পথ রোধ করিলেন ॥ ১৫ ॥

সেই মহর্ষি সংবর্ত স্নেহপ্রবণ হইয়া সেই মরুত্তকে বলিলেন, যদি আমার কথা শ্রবণ কর, তবে তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয় ॥ ১৬ ॥

এই মহেশ্বরদৈবত যজ্ঞ যদি সমাপ্ত না হয়, তবে কুল দগ্ধ করে, [যজ্ঞে] দীক্ষিত ব্যক্তির যুদ্ধ করা চলে না, দীক্ষিত হইলে নৃশংসতা করা উচিত নয়; যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত এবং এই রাক্ষসকে জয় করাও কষ্টকর ॥ ১৭ ॥

গুরুর কথায় সেই ভূপতি মরুত্ত নিবৃত্ত হইয়া বাণ ও কাম্বুক পরিত্যাগ করত যজ্ঞাভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

১। হ-'সংক্লিষ্টং তং'। ২। 'মে বাক্যং'। ৩। হ-'বিষয়শ্চ'। ৪। হ-'নিবৃত্তো'। ৫। হ-'দৈব'।

৬। হ-'ক্যাশীক্ষিতঃ'। ৭। হ-'মুখে'।

ততস্তং নিজ্জিতং মত্বা ঘোষয়ামাস বৈ শুকঃ ।

রাবণো জয়তাভ্যেবং হর্ষগদগদয়া গিরা ॥ ১৯ ॥

স ভঙ্কয়িত্বা তত্রস্থান ব্রহ্মর্ষীন্ যজ্ঞসংস্থিতান্ ।

বিতৃষণে রুধিরৈস্তেষাং পুনঃ সংপ্রযযৌ মহীম্ ॥ ২০ ॥

জিতকাশিনো নিবৃত্তস্ত রাবণস্তাথ তে সুরাঃ ।

পুনঃ স্বাং যোনিমান্স্থায় তানি সন্তানি তেহব্রবন্ ॥ ২১ ॥

হর্ষাদথাব্রবীদিস্তে ময়ুরং নীলবর্হিণম্ ।

প্রীতোহস্মি তব ধর্ম্যজ্ঞ ভুজঙ্গারে বিহঙ্গম ॥ ২২ ॥

মম নেত্রসহস্রং যৎ তন্তে বর্হে ভবিষ্যতি ।

ময়ি বর্ষতি হর্ষং চ পরং ত্বমুপযাস্তসি ।

এবমিস্তে বরং প্রাদান্ময়ুরস্ত সুরেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টা। বিতৃষণা বিগতভৃষণাঃ।

২১। লো-টা। জিতকাশিনো জিতাহবন্ত।

২২। লো-টা। নীলং বর্হং পুচ্ছমস্ত্যভীতি তথা। নীলাঃ কৃষ্ণাঃ বর্হাঃ পুচ্ছানি পদ্মানি
২। 'বর্হং পুচ্ছং নলেহস্ত্রিয়া'মিতি কোষঃ।

তারপর [রাবণের মন্ত্রী] শুক তাঁহাকে পরাজিত স্থির করিয়া হর্ষগদগদ
বাক্যে 'রাবণের জয়' এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

রাবণ যজ্ঞে দীক্ষিত তদ্রত্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে ভঙ্কণ করিয়া তাঁহাদের রক্তে
ভৃষণা নিবারণ করত পুনরায় ভূমণ্ডলে যাত্রা করিল ॥ ২০ ॥

অনন্তর জয়োদ্ধত রাবণ নিবৃত্ত হইলে সেই দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব যোনিতে
প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই প্রাণীদিগকে [বরদানার্থে নানা কথা] বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

ইন্দ্র আহ্লাদবশতঃ নীলপুচ্ছ ময়ুরকে বলিলেন, হে সর্পশত্রো ধার্মিক
বিহঙ্গ, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ২২ ॥

✓ আমার এই যে নয়ন-সহস্র, ইহা তোমার পুচ্ছ শোভা পাইবে এবং আমি

১। হ 'জাঘা'। ২। হ 'তে'। ৩। হ '-সক্তান্'। ৪। হ 'বিতৃণা'। ৫। হ '-দুর্হীন'।

৬। হ 'বর্হাঃ' বিহঙ্গতি পরং হর্ষমুপৈতসি'। ৭। হ ইদমর্জং নাস্তি।

নীলাঃ কিল পুরা বর্হী ময়ূরাণাং নরাধিপ ।

সুরাধিপাধ্বরং প্রাপ্য গতাঃ সর্বৈ বিচিত্রতাম্ ॥ ২৪ ॥

বরুণস্বত্ৰবোদ্ধংসং গঙ্গাতোয়বিচারিণম্ ।

শ্রয়তাং মে প্রসন্নস্ত বচঃ পত্নরথেশ্বর ॥ ২৫ ॥

বর্ণো মনোহরঃ সৌম্যচন্দ্রমণ্ডলনির্মলঃ ।

ভবিষ্যতি তবোদগ্রঃ শুক্লফেনসমপ্রভঃ ॥ ২৬ ॥

মচ্ছরীরং সমাসাঢ় জলং জলচরেশ্বর ।

লপ্যাসে চাতুলাং শ্রীতিমেততে শ্রীতিলকণম্ ॥ ২৭ ॥

হংসানাং হি পুরা রাজন্ ন বর্ণঃ সর্বপাণ্ডুরঃ ।

পক্ষা নীলাগ্রসংবীতাঃ ক্রোড়পৃষ্ঠং চ পাণ্ডুরম্ ॥ ২৮ ॥

২৬। লো-টী। উদগ্রঃ অতীব শুক্লঃ।

২৭। লো-টী। মচ্ছরীরং জলরূপম্। এতৎ মচ্ছরীরস্ত জলস্ত সমাসাদনম্।

২৮। লো-টী। নীলাগ্রং কৃষ্ণাগ্রং তেন সংবীতা ব্যাপ্তাঃ।

বারিবর্ষণ করিতে লাগিলে তুমি অতিশয় আনন্দ লাভ করিবে। দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরকে এইরূপ বর প্রদান করিলেন ॥ ২৩ ॥

হে নরপতে, পূর্বের ময়ূরগণের পুচ্ছ নীলবর্ণ ছিল, পরে দেবরাজের নিকট হইতে বরলাভ করিয়া সকলে বিচিত্রতা ধারণ করিল ॥ ২৪ ॥

বরুণদেব গঙ্গাজলে বিচরণকারী হংসকে বলিলেন, হে বিহঙ্গরাজ, [তোমার প্রতি] প্রসন্নচিত্ত আমার কথা শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥

তোমার চন্দ্রমণ্ডলতুলা নির্মল, শুক্ল-ফেনসমকাস্তি, অতু্যজ্জল মনোহর বর্ণ হইবে ॥ ২৬ ॥

হে জলচরেশ্বর, তুমি আমার জলরূপ শরীরে বিচরণ করিয়া অতুল শ্রীতি লাভ করিবে, ইহাই তোমার প্রতি আমার শ্রীতির চিহ্ন ॥ ২৭ ॥

রাজন্, পূর্বের হংসগণের বর্ণ সর্বাংশে স্বেত ছিল না, পক্ষসমূহের অগ্রভাগ

১। হ'-পাধ্বর'। ২। হ'-বিহারিণম্'। ৩। হ'-ম্য চন্দ্র-'। ৪। হ'-বর্ণঃ সর্বপাণ্ডুরঃ'। ৫। হ'-পক্ষো নীলাগ্রসংবীতো ক্রোড়ঃ পৃষ্ঠক পাণ্ডুরম্'।

অথাত্রবীর্ষৈশ্রবণঃ কুকলাসং গিরৌ স্থিতম্ ।

হৈরণ্যং সংপ্রযচ্ছামি বর্ণং শ্রীতস্তবাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

সদ্রব্যং চ শিরো নিত্যং ভবিষ্যতি তবাক্ষয়ম্ ।

এষ চাঞ্জনকো বর্ণস্তবেহ ন ভবিষ্যতি ।

রূপমন্যৎ প্রযচ্ছামি তপ্তচামীকরপ্রভম্ ॥ ৩০ ॥

যমস্তথাত্রবীজাম প্রাথংশে বায়সং স্থিতম্ ।

পক্ষিস্তবান্মি স্মশ্রীতঃ শ্রীতস্য শৃণু মে বচঃ ॥ ৩১ ॥

মৃত্যুতো বৈ ভয়ং নাস্তি মত্তস্তব বিহঙ্গম ।

যাবদ্ধাং ন হনিষ্যন্তি পরে তাবদ্ধরিষ্যসে ॥ ৩২ ॥

৩০। লো-টা। দ্রব্যমৌষধং তৎসহিতং শিরঃ অক্ষয়ং বহুকালস্থায়ি। 'দ্রব্যং গুণাশ্রয়ে ভব্যে ক্রবিকারে ধনৌষধে' ইতি কোষঃ। অঞ্জনকো বর্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ।

৩১। লো-টা। প্রাগ্‌বংশে হবির্গেহস্য পূর্বভাগে।

৩২। লো-টা। মন্তো মম মৃত্যুতো মনধীনমৃত্যুতঃ মৃত্যুরূপাং মন্তো বা। পরে অগ্রে ভবিষ্যসি জীবিষ্যসি।

কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্রোড়দেশ ও পৃষ্ঠদেশ শ্বেতবর্ণ ছিল ॥ ২৮ ॥

অনন্তর বৈশ্রবণ পর্বতস্থিত কুকলাসকে বলিলেন, আমি তোমার প্রতি শ্রীত হইয়া তোমাকে সুবর্ণের আয় বর্ণ প্রদান করিতেছি ॥ ২৯ ॥

তোমার মস্তক চিরদিন ঔষধবিশিষ্ট এবং অক্ষয় হইবে, তোমার এইরূপ কৃষ্ণ বর্ণ আর থাকিবে না, তোমাকে তপ্তসুবর্ণের প্রভার আয় অগ্নিবিশিষ্ট রূপ প্রদান করিতেছি ॥ ৩০ ॥

হে রামচন্দ্র, যম হবির্গৃহের পূর্বভাগে অবস্থিত বায়সকে বলিলেন, হে পক্ষিন্, তোমার প্রতি আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমার কথা শ্রবণ কর; হে বিহঙ্গম, মৃত্যুরূপী আমা হইতে তোমার ভয় নাই, অগ্রে তোমাকে যে পর্য্যন্ত / বধ না করিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে ॥ ৩১-৩২ ॥

যথাশ্চে বিবিধৈ রোগৈঃ পীড়্যন্তে প্রাণিনস্তথা ।

ন হ্যমভিভবিষ্যন্তি ময়ি শ্রীতে তু বায়স ॥ ৩৩ ॥

যশ্চ মদ্বিষয়স্থানাং মানবো নির্বপিষ্যতি ।

হয়ি ভুক্তে তু তৃণ্যন্তে ভবিষ্যন্ত্যন্যলোকগাঃ ॥ ৩৪ ॥

এবং দত্তা বরাংস্তেষাং তস্মিন্ যজ্ঞোত্তমে হুতাঃ ।

নির্বৃতে যজ্ঞসময়ে পুনঃ স্বভবনং গতাঃ ॥ ৩৫ ॥

ইত্যার্ষে বাম্প্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে মরুতসমাগমো নাম

অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

৩৩। লো-টী। অভিভবিষ্যন্তি রোগা ইত্যর্থঃ ।

৩৪। লো-টী। নির্বপিষ্যতি শ্রাদ্ধং করিষ্যতি ।

মরুতসমাগমঃ ॥ ১৮ ॥

হে বায়স, অণু প্রাণিগণ যেরূপ বিবিধ রোগে পীড়িত হয়, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকায় রোগ তোমাকে সেইরূপ অভিব্যক্ত করিতে পারিবে না ॥ ৩৩ ॥

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লোকে যে শ্রাদ্ধ করিবে, তুমি ভোজন করিলে সেই লোকাস্তরগত মানবগণ তৃপ্তি লাভ করিবে ॥ ৩৪ ॥

দেবগণ সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে তাহাদিগকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পুনরায় স্ব-গৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষি বাম্প্রীক-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মরুতসমাগম নামক

১৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

(১৯) একোনবিংশঃ সর্গঃ

অথ জিত্বা মরুতং স প্রযযৌ রাক্ষসাধিপঃ ।

নরোত্তমান্ পরাংস্তাংস্তান্ যুদ্ধকাঙ্ক্ষী ছুরাত্মবান্ ॥ ১ ॥

স সমাসাগ্র নৃপতীন্ মহেন্দ্রবরুণোপমান্ ।

অত্রবীজ্রাক্ষসঃ ক্রুরো যুদ্ধাং মে দীয়তামিতি ॥ ২ ॥

জিতাঃ স্ম ইতি বা ক্রত মত্বেতন্মম নিশ্চয়ম্ ।

অন্থথা কুর্ব্বতাং বস্তু নাস্তি মোক্ষোহগ্ৰ জীবতাম্ ॥ ৩ ॥

ততঃ সুবহবঃ প্রাজ্ঞাঃ পার্ধিবা ধর্মবিষ্ঠিতাঃ ।

জিতাঃ স্ম ইত্যভাষন্ত জ্ঞাত্বা পরং বলং রিপোঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। ছুরাত্মবান্ ছট্‌বুদ্ধিঃ।

৩। লো-টা। এতং নিশ্চয়ং মত্বা জ্ঞাত্বা।

৪। লো-টা। পরংলম্ উত্তমং বলম্।

অনন্তর যুগ্মাভিলাষী দুষ্টাত্মা সেই রাক্ষসরাজ রাবণ মরুতকে জয় করিয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ নৃপতিদিগের নিকট গমন করিল ॥ ১ ॥

সেই নিষ্ঠুর রাক্ষস রাবণ ইন্দ্র এবং বরুণসদৃশ নৃপতিদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাকে যুদ্ধ দাও, অথবা আমার এই অধ্যবসায় অবগত হইয়া ‘পরাজিত হইলাম’ এই কথা স্বীকার কর, ইহার অন্তথা করিলে তোমাদের অগ্ন জীবন থাকিতে (অর্থাৎ না মরিয়া) নিষ্কৃতি নাই ॥ ২-৩ ॥

তখন বহু ধার্মিক বিচক্ষণ নৃপতি শত্রুর অত্যধিক বলের বিষয় অবগত হইয়া ‘পরাজিত হইলাম’ এই কথা বলিলেন ॥ ৪ ॥

১। ছ-‘তত্ত্ব’। ২। ছ-‘নরেন্দ্রানপরংস্তাং’। ৩। ‘অথবা’। ৪। ক-‘বিতাৎ’। ৫। ছ-‘নিশ্চয়ঃ’।

দুঃখস্তঃ সুরথো গাধির্গয়ো রাজা পুরুষবাঃ ।

এতে সর্বৈহক্ৰবন্ রাজন্ জিতাঃ স্ম ইতি রাবাম্ ॥ ৫ ॥

অথায়োধ্যাং সমাসাচ্চ রাবণো রক্ষসাধিপঃ ।

সুগুণ্ডামনরণ্যেন শক্রেণেবামরাবতীম্ ॥ ৬ ॥

তমুবাচ স রাজানং যুদ্ধং মে সংপ্রদীয়তাং ।

নির্জিতোহস্মীতি বা ক্রহি মম হেয বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥

অনরণ্যস্ত সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রমথাত্রবীং ।

দীয়তাং দ্বন্দ্বযুদ্ধং মে রাক্ষসাধিপতে ত্বয়া ॥ ৮ ॥

অথ পূর্বং শ্রুতার্থেন সজ্জিতং স্তমহদ্বলম্ ।

নিশ্চক্রাম নরেন্দ্রশ্চ রাক্ষসেন্দ্রবধে দ্রুতম্ ॥ ৯ ॥

৯। লো-টা। শ্রুতো দ্বিগ্বিজয়লক্ষণার্থো যেন তেনানরণ্যেন সজ্জিতং স্তমহাভিতং 'সংহিত'মিতি পাঠে স এবার্থঃ।

রাজন্, দুঃখস্ত, সুরথ, গাধি, গয় এবং রাজা পুরুষবাঃ, ইহারা সকলেই 'পরাজিত হইলাম' এই কথা রাবণকে বলিলেন ॥ ৫ ॥

রাক্ষসাধিপতি রাবণ ইন্দ্রপালিতা অমরাবতীর ন্যায় অনরণ্য কর্তৃক সুরক্ষিত অযোধ্যা নগরীতে উপস্থিত হইয়া সেই রাজা অনরণ্যকে বলিল যে, "আমার সহিত যুদ্ধ কর অথবা 'পরাজিত হইলাম' এই কথা স্বীকার কর, আমার ইহাই সিদ্ধান্ত" ॥ ৬-৭ ॥

তখন অনরণ্য ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিলেন, হে রাক্ষসাধিপতে, তুমি আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ৮ ॥

অনরণ্য পূর্ব্বই রাবণের দ্বিগ্বিজয়-যাত্রার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিপুল সৈন্য সজ্জিত করিয়াছিলেন, [এক্কেণ] তিনি রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিবার জন্য দ্রুত বহির্গত হইলেন ॥ ৯ ॥

১। হ অতঃ পরং 'হয়িস্কল্লোহথ যোহশ্চ লণবিন্দুশ্চ পার্ধবঃ' ইত্যাদিকম্। ২। হ 'দীয়তাং দ্বন্দ্বযুদ্ধে'। ৩। ক 'নিশ্চিতং'। ৪। হ 'ক্রঃ স'। ৫। হ '-বধোক্ততঃ'।

নাগানাং বহুসাহস্রং বাজিনামযুতান্বিতম্ ।

মহীং সংছাদ্য নির্যাতং সপদাতিরথং ক্ষণাৎ ॥ ১০ ॥

ততঃ প্রবৃত্তং সুমহদৃ যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ ।

অনরণ্যনরেন্দ্রশ্চ রাক্ষসেন্দ্রশ্চ চাছুতম্ ॥ ১১ ॥

তদ্রাবণবলং প্রাপ্য বলং তশ্চ মহীপতেঃ ।

প্রাণশ্চ তদা রাজন্ হব্যং হৃতমিবানলে ॥ ১২ ॥

স নশ্চদথ সংপ্রেক্ষ্য নরেন্দ্রস্তদ্বলং মহৎ ।

মহার্ণবং সমাসাদ্য সলিলং সরিতামিব ॥ ১৩ ॥

অনরণ্যেন তেহ্মাত্যা মারীচশুকসারণাঃ ।

প্রহস্তসহিতা ভগ্না বিদ্রবন্তি যুগা ইব ॥ ১৪ ॥

[লো-টী।] আততং বিস্তুতং বহুকালং যথা তথা ।

১০। লো-টী। নশ্চদদর্শনং প্রাপ্নুবৎ সরিতাং [নদ-] নদীনাং সলিলং যথা নশ্চতি তথা ।

বহু-সহস্র গজারোহী এবং দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পদাতিক এবং রথের সহিত পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ [যুদ্ধার্থ] নির্গত হইল ॥ ১০ ॥

হে যুদ্ধবিশারদ, পরে নরপতি অনরণ্যের ও রাক্ষসরাজ রাবণের ঘোরতর অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১১ ॥

রাজন্, সেই মহীপতি অনরণ্যের সেনা রাবণের সেনার সহিত মিলিত হইয়া অগ্নিতে ছত হবির ন্যায় সংহারপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥

নৃপতি অনরণ্য দেখিলেন, নদীর জল ঘেরূপ মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহার বিপুল বাহিনী [রাক্ষসসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া] ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

রাবণের মন্ত্রী মারীচ, শুক, সারণ এবং প্রহস্ত অনরণ্যের নিকট পরাজিত হইয়া যুগযুগের ন্যায় পলায়ন করিল ॥ ১৪ ॥

ততঃ শক্রধনুঃপ্রথ্যং ধনুর্বিবিস্ফারয়ন্ স্বয়ম্ ।

আসসাদ নরেন্দ্রস্তং রাক্ষসেন্দ্রং মহাবলম্ ॥ ১৫ ॥

তস্ম বাণময়ং বর্ষং পাতয়ামাস মূর্দ্ধনি ।

তদা রাক্ষসরাজস্য সোহনরণ্যো নরাধিপঃ ॥ ১৬ ॥

ততো বাণাভিপাতান্তে নাকুর্বন্ রাক্ষসং ক্রতম্ ।

বারিধারা ইবান্ধ্রভ্যঃ পতন্ত্যো নগমূর্দ্ধনি ॥ ১৭ ॥

রাক্ষসেন্দ্রেণ সহসা ক্রুদ্ধেন বহুধাধিপঃ ।

তলেনাভিহতো মূর্দ্ধি স পপাত রথাং স্বকাং ॥ ১৮ ॥

স রাজা পতিতো ভূমৌ বিহ্বলাঙ্গঃ প্রবেপিতঃ ।

বজ্রবেগাহত ইব শালবৃক্ষে মহাবনে ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টা। 'বাণাভিঘাতা' ইতি পাঠঃ। 'বাণাভিপাতা' ইতি বা পাঠঃ।

পরে নরপতি অনরণ্য ইন্দ্রধনুতুল্য একটা ধনুক বিস্ফারণ করত নিজের মহাবলশালী রাবণের সমীপস্থ হইলেন ॥ ১৫ ॥

তার পর নরপতি অনরণ্য রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে বাণ-বৃষ্টি পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

মেঘ হইতে পর্বতশিখরে পতিত জলধারা যেরূপ পর্বতের কোন ক্ষতি করিতে পারে না, সেইরূপ সেই বাণবর্ষণও রাক্ষসের [কোন স্থানেই] ক্ষত সৃষ্টি করিল না ॥ ১৭ ॥

পরে রাক্ষসরাজ রাবণ সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া মহীপতি অনরণ্যের মস্তকে চপেটাঘাত করিলে অনরণ্য স্বীয় রথ হইতে পড়িয়া গেলেন ॥ ১৮ ॥

সেই নরপতি অনরণ্য অবশাঙ্গ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মহারণ্যে বজ্রাহত শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৯ ॥

তং প্রহস্তাত্রবীদ্রক্ষো হনরণ্যঃ মহীপতিম্ ।

কিমিদানীং ত্বয়া প্রাপ্তং ময়া সহ যুযুৎসতা ॥ ২০ ॥

ত্রৈলোক্যে নাস্তি মে দ্বন্দ্বং প্রতিতিষ্ঠেত কোহপি যঃ ।

শঙ্কে প্রমত্তো ভোগেষু ন বিজানাসি মে বলম্ ॥ ২১ ॥

তশ্চৈবং ক্রবতো রাজা মন্দাস্ত্রর্ষাক্যামব্রবীৎ ।

হরারে গর্বিতোহসি ত্বং মাং নিহত্য বিকথসে ॥ ২২ ॥

নহেবং ভাষতে শূরো দৌকুলেয়োহসি রাক্ষস ।

কিন্ম শক্যং ময়া কর্তুং যৎ কালো ছুরতিক্রমঃ ॥ ২৩ ॥

২১। লো-টী। ত্রৈলোক্যে কোহপি কশ্চনাপি নাস্তি যো মে ময়া সহ দ্বন্দ্বং যুদ্ধং প্রতিতিষ্ঠেত ।

২২। লো-টী। মন্দাস্ত্রর্ষায়াঃ 'মন্দাস্ত্র'রিত্যি পাঠে মন্দাঃ স্পন্দরহিতাঃ অসবঃ প্রাণা যন্ত সঃ ।

২৩। লো-টী। ছুরতিক্রমঃ অনতিক্রমণীয়ঃ ।

রাক্ষসরাজ রাবণ উপহাস করিয়া মহীপতি অনরণ্যকে বলিল যে, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া এক্ষণে কি [ফল] লাভ করিলে ? ॥ ২০ ॥

ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই, যে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ; আমার মনে হয়, তুমি ভোগাসক্ত হইয়া আমার বলের বিষয় অবগত হও নাই ॥ ২১ ॥

রাবণ এইরূপ বলিলে যতপ্রায় রাজা অনরণ্য তাহাকে বলিলেন, হে দেবশত্রো রাক্ষস, তুমি গর্বিত হইয়াছ এবং আমাকে নিহত করিয়া আত্মপ্রাণা করিতেছ ॥ ২২ ॥

হে রাক্ষস, তুমি নীচকূলে জন্মিয়াছ, [প্রকৃত] বীরব্যক্তি কখনও এরূপ আত্মপ্রাণা করে না; কালকে অতিক্রম করা ছুঃসাধ্য, অতএব আমি কি করিতে পারি ? ॥ ২৩ ॥

নাহং^১ বিনির্জিতো রক্ষস্বয়েহাভিমানিনা ।
 কালেনৈব বিপমোহস্মি হেতুভূতো হি মে ভবান্ ॥ ২৪ ॥
 কিস্তিদানীং ময়া শক্যং কৰ্ত্তুং^২ প্রাণপরিক্ষয়ে ।
 বাচা হ্ৰাং সংপ্রবক্ষ্যামি ইক্ষাকুপরিভাবিনম্ ॥ ২৫ ॥
 কালপাশস্ত হি যথা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
 এবং বাক্যান্তরে শপ্তুং^৩ মম তিষ্ঠসি রাবণ ॥ ২৬ ॥
 যদি দত্তং যদি হৃতং যদি মে স্বকৃতং কৃতম্ ।
 যদি গুপ্তাঃ প্রজাঃ সম্যক্ তথা সত্যং বচোহস্তু মে ॥ ২৭ ॥
 উৎপৎসতে কুলেহস্মাকমিক্ষাকুণাং মহাত্মনাম্ ।
 রাজা পরমতেজস্বী স তে প্রাণান্ হরিশ্চতি ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। আভিমানিনা আত্মনঃ শূরত্বেনাভিমানবতা ।

২৫। লো টী। প্রাণপরিক্ষয়ে বলক্ষয়ে। ইক্ষাকুপরিভাবিনম্ ইক্ষাকুকুলপরিভব-
কর্ত্তারম্ ।

হে রাক্ষস, আত্মপ্রাণাকারী তুমি আমাকে পরাজিত কর নাই, কালই আমাকে এইরূপ বিপদে ফেলিয়াছে, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র ॥ ২৪ ॥

কিন্তু এখন এই মৃত্যুসময়ে আমি আর কি করিতে পারি ? [কেবল] ইক্ষাকুকুলের পরিভবকারী তোমাকে বাক্যদ্বারা অভিশাপ দিব ॥ ২৫ ॥

হে রাবণ, মানবগণ যেরূপ কালপাশমধ্যে অবস্থান করে, তুমিও সেইরূপ অভিশাপ প্রদানোত্ত আমার বাক্যমধ্যে (অর্থাৎ অভিশাপের বিষয়রূপে) অবস্থান করিতেছ ॥ ২৬ ॥

আমি যদি দান, হোম বা সংকার্য্য করিয়া থাকি, অথবা প্রজাগণকে সম্যক্ রূপে পালন করিয়া থাকি, তবে আমার [এই] বাক্য সত্য হউক— ॥ ২৭ ॥

আমাদের এই মহাত্মা ইক্ষাকুদিগের কুলে অতিশয় তেজস্বী রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং তিনিই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন ॥ ২৮ ॥

ততো জলধরোদগ্রস্তাড়িতো দেবছন্দুভিঃ ।

তন্নিম্নদাহতে শাপে পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত হ ॥ ২৯ ॥

এবং দত্ত্বা তু শাপং স পঞ্চভ্রমগমমূপঃ ।

স্বর্গতে তু নৃপে রাম রাক্ষসঃ সংন্যবর্তত^২ ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্থে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অনরণ্যবধো নাম
একোবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

[লো-টা ।] হৃষা রাজানমিতি শেষঃ ।

অনরণ্যবধঃ ॥ ১৯

সেই শাপ প্রদত্ত হইলে মেঘের ত্রায় গম্ভীর দেবছন্দুভি বাজিতে লাগিল
এবং [আকাশ হইতে] পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল ॥ ২৯ ॥

সেই নৃপতি অনরণ্য এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া পঞ্চভ্রম প্রাপ্ত হইলেন ।
হে রাম, রাজা অনরণ্য স্বর্গগত হইলে রাক্ষস রাবণ প্রত্যাবৃত্ত হইল ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বায়্বীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অনরণ্যবধ-নামক
১৯শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

১। ছ'-আ ভাড়া'। ২। চ অতঃ পরং 'ততঃ স রাজা রজনীচরাহতব্রিষ্টিপং শ্রাপ্য যুযোদ শাস্তপঃ ।
যযৌ স হৃষা রজনীচরন্তদা বিমানমাক্ষ পুনরুৎসৃষ্টা' । ইত্যধিকম্ ।

(২০) ঝিংশঃ সর্গঃ

ততো রামো মহাতেজাঃ শ্রুত্বৈদং পরবীরহা ।

উবাচ প্রহসন্ বাক্যমগস্ত্যমুষিসত্তমম্ ॥ ১ ॥

ভগবন্ কিং তদা লোকাঃ শূন্যা আসন্ দ্বিজোত্তম ।

ধৰ্ম্মণাং যত্র ন প্রাপ্তো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ২ ॥

উতাহো হনবীৰ্য্যাস্তে বভূবুঃ পৃথিবীক্ষিতঃ ।

বহিষ্কৃতা বাস্তুবরৈর্ঘেহবোচন্ নিজ্জিতা ইতি ॥ ৩ ॥

রাঘবস্ত বচঃ শ্রুত্বা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ ।

উবাচ রামং প্রহসন্ পিতামহ ইবেশ্বরম্ ॥ ৪ ॥

শৃণু রাঘব ভদ্রস্তে যত্রাসৌ রাক্ষসেশ্বরঃ ।

ধৰ্ম্মণামভিসং প্রাপ্তো যথা প্রাকৃতপুরুষঃ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। শূন্যাঃ বীরজনশূন্যঃ। ধৰ্ম্মণাং পরাভবম্।

৩। লো-টী। উতাহো অথবা, অস্তুবরৈরস্তুশ্রেষ্ঠৈঃ। 'বহিষ্কৃতা' বা 'বৈষ্কৃতা' বা 'বৈষ্কৃতা' ইতি বা পাঠঃ।

৪। লো-টী। ঈশ্বরং ত্রীনারায়ণম্।

তৎপরে শক্রনিহন্তা মহাতেজস্বী রামচন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্ত সহকারে ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে এই কথা বলিলেন ॥ ১ ॥

হে ভগবন্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তখন কি সমগ্র জগৎ বীরশূন্য ছিল, যেখানে রাক্ষসরাজ রাবণ পরাভূত হইল না ॥ ২ ॥

অথবা সেই নরপতিগণ হীনবীৰ্য্য ছিলেন, কিংবা বীৰ্য্য থাকিলেও দিবাস্ত প্রভাবে বিতাড়িত হইয়া 'পরাজিত হইলাম' এই কথা বলিয়াছিলেন ? ॥ ৩ ॥

ভগবান্ অগস্ত্য-ঋষি রামের কথা শুনিয়া পিতামহ যেমন নারায়ণের নিকট কথা বলেন, সেইরূপ হাস্ত সহকারে রামকে বলিলেন— ॥ ৪ ॥

হে রাঘব, আপনার মঙ্গল হউক—যেখানে ঐ রাক্ষসাধিপতি রাবণ

স এবং বাধমানস্ত পার্শ্ববান্ পার্শ্ববেশ্বর ।

চচার রাবণো রাম পৃথিবীং পর্য্যটন্ বলী ॥ ৬ ॥

ততো মাহিষ্যতীং নাম পুরীং স্বৰ্গপুরীমিব ।

সংপ্রাপ্তো যত্র সান্নিধ্যং পরমং বহুরেতসঃ ॥ ৭ ॥

তুল্য আসীম্ পস্তত্র প্রভাবাদ্বহুরেতসঃ ।

অৰ্জ্জুনো নাম বস্ত্রাঘ্নিঃ শরকাণ্ডাশ্রয়ঃ সদা ॥ ৮ ॥

তমেব দিবসং সোহথ হৈহয়াধিপতির্বলী ।

অৰ্জ্জুনো নৰ্মদাং যাতঃ ক্রীড়ার্থং স্ত্রীভিরাবৃতঃ ॥ ৯ ॥

৭। লো-টী। বহুরেতসোহগ্নেঃ।

৮। লো-টী। শরকাণ্ডাগ্রতঃ শরঙ্গপত্র কাণ্ডস্ত ক্ৰিপ্তস্তাগ্রতঃ ইতি সৰ্ব্বজ্ঞঃ। কেচিৎ শরস্ত ধনুষি সংযোজ্যমানস্ত বাণস্ত কাণ্ডে প্রক্ষেপণাবসরে অগ্রতঃ সদা বর্তমান ইত্যর্থঃ। ‘কাণ্ডঃ স্তম্বে তরুন্ধ্রে বাণেহবসরনীরয়ো’রिति কোষঃ। ‘শরশ্চন্দ্ৰাশয়’ ইতি পাঠে শরে ক্ৰিপ্তে স্তম্বে চ যুদ্ধে প্রবর্তমানায়াং সেনায়াং তেজোবৃদ্ধয়ে শেতে তিষ্ঠতীতি তথা। ‘শ্চন্দ্ৰা কক্স্তংসেনাশ্চ বা’মঃ স্বস্তকুলজিয়োরিত্যমরঃ।

সাধারণ মানবের স্থায় পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা জ্ঞাপন করুন ॥ ৫ ॥

হে পার্শ্ববেশ্বর রাম, সেই বলশালী রাবণ এইরূপে নৃপতিদিগকে নিপীড়ন করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিল ॥ ৬ ॥

অনন্তর [একদা রাবণ] অমরাবতীর স্থায় মাহিষ্যতী নামক নগরীতে উপস্থিত হইল, যেখানে বহুরেতাঃ (অগ্নি) অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

সেই মাহিষ্যতী নগরীতে অগ্নিতুল্য প্রতাপশালী অৰ্জ্জুন নামে এক নৃপতি ছিলেন, অগ্নিদেব সর্বদা তাঁহার শরকাণ্ডে আশ্রিত থাকিতেন ॥ ৮ ॥

সেই হৈহয়াধিপতি বলবান্ অৰ্জ্জুন রমণীবৃন্দে পরিবৃত্ত হইয়া সেই দিবসেই (যেদিন রাবণ মাহিষ্যতীতে গমন করিল,) নৰ্মদা নদীতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

রাবণো রাক্ষসেন্দ্রস্ত তস্মামাত্মানপৃচ্ছত ।

কাজ্জুনো বৈ নৃপঃ সোহৃদ শীঘ্রমাখ্যাতুমর্হথ ॥ ১০ ॥

রাবণোহহমনুপ্রাপ্তো যুদ্ধার্থং নৃবরেণ বঃ ।

মমাগমনমব্যগ্রৈস্তস্মৈ বৈ সংনিবেদ্যতাম্ ॥ ১১ ॥

ইত্যেবং রাবণোক্তান্তে তস্মামাত্মা বিপশ্চিতঃ ।

অভীতাঃ কথয়ামান্নর্নগদাং নৃপতিং গতম্ ॥ ১২ ॥

শ্রদ্ধা বিশ্ববসঃ পুত্রঃ পৌরাণামর্জুনং গতম্ ।

অপস্মৃত্যশ্রিতো বিদ্ব্যং হিমবদৃগিরিসন্নিভম্ ॥ ১৩ ॥

স তমব্ভ্রগাংকীর্ণদুদ্ভান্তমৃগপক্ষিণম্ ।

অপশ্যদ্রাবণো বিদ্ব্যমাহবয়ন্তমিবাচলম্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো টা। অব্যগ্রৈঃ সাবধানৈঃ।

১৩। লো-টা। পৌরাণাং পুরসম্বন্ধিনাং বাক্যমিতি শেষঃ।

১৪। লো-টা। অব্ভ্রগণাবিক্রম 'আকীর্ণ' বা পাঠঃ। উদ্ভান্তা ইত্যন্তশব্দঃ।

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই নৃপতির অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, অহু [তোমাদের] রাজা সেই অর্জুন কোথায়—অবিলম্বে বল ; আমি রাবণ, তোমাদের রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছি ; আমার আগমন-সংবাদ সাবধানতার সহিত তাঁহাকে জ্ঞাপন কর ॥ ১০-১১ ॥

রাবণ এইরূপ বলিলে সেই নৃপতির সুপণ্ডিত অমাত্যগণ ভীত না হইয়া [তাঁহাদের] রাজার নশ্বদা গমন-সংবাদ বলিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্ববার পুত্র রাবণ পুরবাসিগণের মুখে 'অর্জুন নশ্বদায় গিয়াছেন' শুনিয়া তথা হইতে ফিরিয়া হিমালয়পর্বততুল্য বিদ্যাপর্বতে উপস্থিত হইল ॥ ১৩ ॥

সেই রাবণ মেঘরাজিব্যাগু ইত্যন্তঃ বিচরণকারী মৃগপক্ষি-সমাকুল বিদ্যাপর্বত দেখিতে পাইল, সেই পর্বত যেন [দর্শককে] আহ্বান করিতেছিল ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'অর্জুনো বা নৃপঃ কাত্ত'। ২। ৬ 'বাহ্যঃ শীঘ্রং তস্মৈ নিবেদ্যতাম্'। ৩। ছ 'গতো'।
৪। ছ '-বিদ্ব'।

সহস্রশিখরোপেতং সিংহাধ্যুষিতকন্দরম্ ।

প্রপাতপতিতৈঃ শীতৈঃ সাট্টহাসমিবানুভিঃ ॥ ১৫ ॥

দেবদানবগন্ধর্বৈঃ সাস্পরোগগণকিন্নরৈঃ ।

ক্রীড়মানৈঃ সহ স্রোভিঃ স্বর্গভূতং মহোচ্ছ্রয়ম্ ॥ ১৬ ॥

নদীভিঃ শ্রুন্দমানাভিঃ স্ফটিকপ্রতিমং জলম্ ।

স্ফটাভিশ্চলজিহ্বাভিরনন্তমিব চেষ্টিতম্ ॥ ১৭ ॥

গুহাবন্তং দরীবন্তং হিমবচ্ছিখরোপমম্ ।

বীক্ষমাগন্তদা বিক্ষ্যৎ রাবণো নশ্বদাং যযৌ ।

চলোৎপলজলাং পুণ্যাং পশ্চিমোদধিগামিনীম্ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। সিংহরধ্যুষিতা আশ্রিতা কন্দরা গুহা যন্ত তম্, প্রপাতাং নিৰ্বরাং পতিতৈঃ। 'প্রপাতপতিত'রিত পাঠে প্রপাতপতনশীলৈঃ। 'প্রপাতো নিৰ্বরৈ তটে'ইতি কোষঃ।

১৬। লো-টী। ক্রীড়মানং দেবাদিভিঃ ক্রীড়মানমিবেতি পূৰ্বেণাশয়ঃ। 'ক্রীড়মানৈ'রিত পাঠঃ। মহান্ উচ্ছ্রয় উচ্চতা যন্ত তম্।

১৭। লো-টী। জলং শ্রুন্দমানাভিঃ শবস্তীভিঃ বিষ্টিতং বিশেষণে স্থিতং স্ফটাভিঃ ফণাভিরনন্তং শেবমিব। 'স্ফটায়ান্ত ফণা দ্বয়ো'রিত্যমরঃ।

১৮। লো-টী। গুহা দেবখাতং বিগং তদ্বহম্, দরী কন্দরা দেবখাতবিগভিন্না, তদ্বন্তম্। 'দরী তু কন্দরো বা স্ত্রী দেবখাতবিলে গুহা' ইত্যমরঃ। চলানি চলন্তি উৎপলানি। 'চলোৎপলজলা'-মিতি পাঠে উপলাঃ প্রস্তুতঃ।

সেই পর্বত সহস্রশৃঙ্গযুক্ত, তাহার গুহায় সিংহসকল অধিষ্ঠিত ছিল এবং প্রস্রবণ হইতে পতিত শীতলজলদ্বারা (অর্থাৎ জলপ্রপাত-শব্দে) সেই পর্বত যেন অট্টহাস্য করিতেছিল ॥ ১৫ ॥

সস্ত্রীক ক্রীড়াপরায়ণ দেবতা, দানব ও গন্ধর্ববৃন্দে এবং অস্পরাগণের সহিত কিন্নরবৃন্দে সেই অতুলনত পর্বত যেন স্বর্গভূত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

স্ফটিকবৎ নিশ্বল-জলবাহী নদীসমূহদ্বারা ঐ পর্বত চঞ্চল-জিহ্বায়ুক্ত ফণাবিশিষ্ট অনন্তের ন্যায় অবস্থিত ছিল ॥ ১৭ ॥

রাবণ গুহা এবং গহ্বরযুক্ত হিমালয়-শিখরসদৃশ সেই বিদ্যাপর্বত দেখিতে

মহিষৈঃ স্মরৈঃ সিংহৈঃ শার্দূলক্ষগজোত্তমৈঃ ।

উষ্ণাভিতপ্তৈস্তৃষিতৈঃ সংক্ষোভিতজলাশয়াম্ ॥ ১৯ ॥

চক্রবাকৈঃ সকাদর্শৈঃ সহস্রজলকুক্কুভৈঃ ।

সারসৈশ্চ সদামন্তৈঃ কূজস্তিৰ্বিবিধা গিরঃ ॥ ২০ ॥

ফুল্লক্রমকৃতোত্তমাং চক্রবাকযুগন্তনীম্ ।

বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণীং হংসাকলিতমেখলাম্ ॥ ২১ ॥

পুষ্পরেণুনুরক্তাঙ্গীং জলফেনাংলাংশুকাম্ ।

স্নানীতজলসংস্পর্শাং ফুল্লোৎপলশুভেষ্ণাম্ ॥ ২২ ॥

পুষ্পকাদবরুহাথ নৰ্মদাং সরিতাং বরাম্ ।

ইক্ষামিব বরাং নারীং সৌহভ্যাগাহত রাবণঃ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। দ্বিলোত্তমৈরুত্তমৈঃ। উষ্ণা নিদাঘঃ।

২০। লো-টী। চক্রবাকাদিভিবিধিষ্টাং সংক্ষোভিতজলাশয়ামিতি পূর্বেণাঘঃ।

২১-২৩। লো-টী। স রাবণঃ নৰ্মদাম্ ইষ্টাং প্রিয়াং নারীমিব বাগাহত ইতি তৃতীয়ে-
নাঘঃ। নারীসাধৰ্ম্যমাহ—ফুল্লাঃ পুষ্পিতা ক্রমাঃ কৃতা উত্তমাঃ কর্ণভূষণাদি যন্তাঃ তাম্, কৃতপদস্ত
মধ্যপতনমার্ঘম্। হংসা আকলিতাঃ শব্দায়মানা মেখলা যন্তাঃ তাং পুষ্পরেণুভিরনুরক্তমঙ্গং যন্তান্তাম্।

দেখিতে চঞ্চলকমল-শোভিতা পশ্চিম-সমুদ্রগামিনী পুণ্যতোয়া নৰ্মদানদীতে গমন
করিল ॥ ১৮ ॥

নিদাঘসমুপ্ত তৃষার্ত মহিষ, স্মর, সিংহ, শার্দূল, ভল্লুক, উত্তম হস্তিসমূহ,
চক্রবাক, কলহংস, হংস, জলকুক্কুভ এবং নানারূপ কূজননিরত সর্বদা-মত্ত সারসবৃন্দ
ঐ নৰ্মদার সলিল আলোড়িত করিতেছিল ॥ ১৯-২০ ॥

সেই রাবণ বিমান হইতে অবতরণ করিয়া বিকশিত-পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষরাজি
রূপ কর্ণভূষণবিশিষ্টা, চক্রবাকযুগলরূপ স্তনবতী, বিস্তীর্ণ পুলিনরূপ নিতম্বশালিনী,
হংসশ্রোণীরূপ মেখলাপরিবৃত্তা, পুষ্পপরাগ [রূপ অনুলেপন]-লিগুাঙ্গী, সলিলফেনরূপ
শুভ্র-বসনাস্থিতা, অতিশীতল জলরূপ শীতলস্পর্শশালিনী এবং বিকশিত পদ্মরূপ
মনোরম লোচনবিশিষ্টা উত্তমা প্রিয়তমা রমণীর আয় নদীশ্রেষ্ঠা নৰ্মদায় অবগাহন
করিয়াছিল ॥ ২১-২৩ ॥

স তস্তাঃ পুলিনে চিত্রে নানাকুসুমচিত্রিতে ।
 সুথোপবিষ্টঃ সচিবৈঃ সহ রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
 নদীদর্শনজং হর্ষং প্রাপ্তবান্ রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥
 ততঃ সলীলং প্রহসন্ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
 উবাচ সচিবাংস্তত্র মারীচশুকসারণান্ ॥ ২৫ ॥
 এষ রশ্মিসহশ্রেণ জগৎ কৃত্তেব কাঞ্চনম্ ।
 তীক্ষ্ণতাপকরঃ সূর্য্যো নভসো মধ্যমাস্থিতঃ ।
 মাং চাস নং বিদিত্তেহ মন্দং যাতি দিবাকরঃ ॥ ২৬ ॥
 নৰ্ম্মদাজলশীতশ্চ সুগন্ধিঃ শ্রমনাশনঃ ।
 মমুদাদনিলোহপ্যেয প্রবাহীহ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২৭ ॥

২৪। লো-টী। সুথোপবিষ্টঃ। 'উপোপবিষ্টে'রতি পাঠে সমীপে সমীপে বিষ্টেঃ স্থিতৈঃ।

২৫। লো-টী। সলীলং সক্রীড়ং যথা।

২৬। লো-টী। কাঞ্চনপ্রকাশবৎ কুহা। চন্দ্র ইব আচরতি পরৈশ্পদনার্হম্।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাক্ষসাধিপতি রাবণ অমাত্যগণ সহ বিবিধ পুষ্পশোভিত নৰ্ম্মদার রমণীয় পুলিনে সুখে উপবেশন করত নদী দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিল ॥ ২৪ ॥

তার পর রাক্ষসাধিপতি রাবণ সাবলীল হাস্য সহকারে মারীচ, শুক, সারণ প্রভৃতি সচিবগণকে কহিল—॥ ২৫ ॥

এই তীক্ষ্ণতাপকর সূর্য্য সহস্র কিরণদ্বারা পৃথিবীকে যেন সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া আকাশের মধ্যস্থলে আরোহণ করিয়াছে এবং এইস্থানে আমাকে উপবিষ্ট জানিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে ॥ ২৬ ॥

নৰ্ম্মদার সলিলস্পর্শে শীতল এবং ক্লান্তিনাশক এই সুগন্ধি বায়ুও এখানে আমার ভয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে ॥ ২৭ ॥

ইয়ঞ্চাপি সরিচ্ছে^১ষ্ঠা নশ্বদা শশ্ববর্জিনী ।

লীনমীনবিহঙ্গোন্মিঃ সভয়েবাঙ্গনা স্থিতা ॥ ২৮ ॥

তদ্ববন্তঃ ক্ষতাঃ শস্ত্রৈর্নৃপৈরিন্দ্রসমৈর্মুখি ।

চন্দনশ্রু রসেনেব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

তে ঘৃষ্মবগাহধ্বং নশ্বদাং শশ্বদাং নৃণাম্ ।

মহাপদ্মমুখা মত্তা গঙ্গামিব মহাগজাঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রমমশ্রাং মহানদ্যামপনায় নিশাচরাঃ ।

বিচরধ্বং মহোৎসাহাঃ পুষ্পাহরণকারিণাং ॥ ৩১ ॥

অহমপ্যত্র পুলিনে নদ্যাশ্চন্দ্রসমপ্রভে ।

প্রবচ্ছাম্যত্র কুশ্মৈরুপহারমুদাপতেঃ ॥ ৩২ ॥

২৮। লো-টী। শশ্ববর্জিনী সুখবর্জিনী।

[লো-টী]। ধুধ্বং নাশয়ধ্বম্। ইদঞ্চ মত্তোহুগ্রহং প্রাপ্তুম্ অর্হা যোগ্য।

৩২। লো-টী। উপহারং পুষ্পাং প্রবচ্ছামি।

মৎস্য, পক্ষী এবং তরঙ্গসমাকুল এই আনন্দদায়িনী সরিষরা নশ্বদাও ভীতা নায়িকার আয় অবস্থিতা রহিয়াছে ॥ ২৮ ॥

অতএব আপনারা যাহারা ইন্দ্রতুলা-পরাক্রমশালী রাজগণকর্তৃক শস্ত্রদ্বারা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া চন্দনের রসের আয় রক্তে রঞ্জিত হইয়াছেন, তাহারা গঙ্গায় মহাপদ্ম প্রভৃতি উন্মত্ত মহাগজসমূহের আয় লোকের সুখদায়িনী নশ্বদানদীতে অবগাহন করুন ॥ ২৯-৩০ ॥

হে রাঙ্গসগণ, এই মহানদী নশ্বদায় [স্নান করিয়া] শ্রম দূর করত পুষ্প আহরণ করিবার জন্য অতিশয় উৎসাহের সহিত বিচরণ করুন ॥ ৩১ ॥

আমিও আজ চন্দ্রতুলা-প্রভাবিশিষ্ট এই নদীতেটে বহু পুষ্পদ্বারা মহাদেবের পূজা করি ॥ ৩২ ॥

রাবণেনৈবমুক্তাস্তু প্রহস্তশুকসারণাঃ ।

সমহোদরধূত্মাক্ষা নৰ্মদাং বিজগাহিরে ॥ ৩৩ ॥

রাক্ষসেন্দ্রগজেন্দ্রেস্ত সাক্ষোভ্যত মহানদী ।

বামনাঞ্জনপদ্মাতৈর্গঙ্গেব হি মহাগজৈঃ ॥ ৩৪ ॥

ততস্তে রাক্ষসাঃ স্নাতা নৰ্মদায়াঃ শুভে জলে ।

উভৌর্য্য পুষ্পাণ্যাজহু বর্ল্যর্থং রাবণস্ত তু ॥ ৩৫ ॥

নৰ্মদাপুলিনে রম্যে শুভ্রাভ্রসদৃশপ্রভে ।

রাক্ষসেন্দ্রেস্মুহূর্ত্তেন কৃতঃ পুষ্পময়ো গিরিঃ ॥ ৩৬ ॥

পুষ্পেষু পহতেষেবং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।

অবাতরন্নদীং স্নাতুং গঙ্গামিব মহাগজঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৪। লো-টা। রাক্ষসেন্দ্রা এব গজেন্দ্রাস্তৈঃ।

৩৫। লো-টা। বলার্থং পূজার্থম্।

রাবণ এইরূপ বলিলে প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর এবং ধূত্মাক্ষ নৰ্মদায় অবগাহন করিল ॥ ৩৩ ॥

বামন, অঞ্জন, পদ্ম প্রভৃতি দিগ্গজগণ যেরূপ গঙ্গাকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ সেই রাক্ষসপুঙ্গবরূপ গজগণ মহানদী নৰ্মদাকে বিক্ষোভিত করিল ॥ ৩৪ ॥

অতঃপর সেই রাক্ষসগণ নৰ্মদার পবিত্র জলে স্নান করিয়া উঠিয়া রাবণের পূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিল ॥ ৩৫ ॥

শুভ্রমেঘসদৃশ শুক্লবর্ণ রমণীয় নৰ্মদাতীরে রাক্ষসগণ মুহূর্ত্তমধ্যে পুষ্পের পাহাড় প্রস্তুত করিল ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে পুষ্পরাশি আচ্ছত হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ গঙ্গাজলে মহাগজের স্থায় নৰ্মদার জলে স্নান করিবার জন্য অবতরণ করিল ॥ ৩৭ ॥

তত্র স্নাত্বা চ বিধিবজ্জপ্ত্বা জপ্যমনুভমম্ ।

নৰ্মদাসলিলাং তস্মাদুত্তমার স রাবণঃ ॥ ৩৮ ॥

রাবণং প্রাজ্ঞলিং বাস্তুমম্বযুঃ সপ্ত রাক্ষসাঃ ।

মহাবলং সুরপতিং মূর্তিমন্ত ইবানিলাঃ ॥ ৩৯ ॥

মহোদরমহাপার্ষ্ণমারীচশুকসারণাঃ ।

ধূম্রাক্ষশ্চ প্রহস্তশ্চ নিত্যং প্রযতমানসঃ ॥ ৪০ ॥

যত্র যত্র হি যাতি স্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

জাম্বুনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র হি নীয়তে ॥ ৪১ ॥

বালুকাবেদিকামধ্যে লিঙ্গং সংস্থাপ্য রাবণঃ ।

অৰ্চ্চয়ামাস পুষ্পৈশ্চ গন্ধৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ ॥ ৪২ ॥

৩৯ । লে-টী । প্রাজ্ঞলিং বাস্তুম্ উদাপতিং প্রদক্ষিণীকর্তৃমিতি শেষঃ । মূর্তিমন্তোহচলা গিবয় ইব । ‘মূর্তিমন্ত ইবামরা’ ইতি পাঠে সন্ত [মন্তঃ] প্রশংসার্গে, মূর্তিঃ কায়ঃ ।

সেই রাবণ নৰ্মদার জলে যথাবিধি স্নান করিয়া এবং অত্যুত্তম জপ্যমন্ত্র জপ করিয়া নৰ্মদার জল হইতে উত্তীর্ণ হইল ॥ ৩৮ ॥

মহাবলশালী দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগামী মূর্তিমান্ বায়ুগণের আয় মহোদর, মহাপার্ষ, মারীচ, শুক, সারণ, ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্ত—সতত একাগ্রচিত্ত এই সাত জন রাক্ষস [মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিতে] কুণ্ডালিপুটে গমনকারী রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল ॥ ৩৯ ৪০ ॥

রাক্ষসাধিপতি রাবণ যে যে স্থানে গমন করিত, সেই সেই স্থানেই সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ লইয়া যাইত ॥ ৪১ ॥

রাবণ বালুকানির্মিত বেদিমধ্যে [সুবর্ণময় শিব-] লিঙ্গ সংস্থাপিত করিয়া, অমৃতের আয় সুগন্ধি গন্ধ এবং পুষ্পসমৃদ্ধদ্বারা তাঁহার অৰ্চ্চনা করিল ॥ ৪২ ॥

ততঃ স তং মূর্ত্তিধরং বরং হরং বরপ্রদং চন্দ্রকিরীটভূষণম্ ।

তমর্চ্চয়িত্বা মনিশাচরো জগৌ প্রসার্য্য হস্তাংশ্চ ননর্ত্ত সোহগ্রতঃ ॥ ৪৩ ॥

ইত্যাৰ্ধে বাগ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাবো উত্তরকাণ্ডে নন্দদাবগাহো নাম
বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

৪৩। লো টা। মনিশাচরঃ নিশাচরৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ তমর্চ্চয়িত্বা জগৌ ইত্যেকং বাক্যম্,
২ং প্রপূজ্যাগ্রতঃ স ননর্ত্ত ইত্যপৰম্, তং তস্মৈ ইতি বা।

রাবণনন্দদাবগাহঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর সেট রাবণ রাক্ষসগণের সহিত বরপ্রদ দেবশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিমান্ চন্দ্রচূড়
মহাদেবকে অর্চনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে
লাগিল ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নন্দদাবগাহন-নামক
২০শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

(২১) একবিংশঃ সর্গঃ

নৰ্মদাপুলিনে যত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ স রাবণঃ ।
 পুষ্পোপহারং কৃতবাংস্তস্মাদেশাদদূরতঃ ॥ ১ ॥
 অৰ্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো মাহিষ্মত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ ।
 চিক্রীড় সহ নারীভির্নৰ্মদাতোয়মাস্রিতঃ ॥ ২ ॥
 তাসাং মধ্যগতো রাজা ররাজ স তদাৰ্জুনঃ ।
 করেণূনাং সহস্রশ্চ মধ্যস্থ ইব কুঞ্জরঃ ॥ ৩ ॥
 জিজ্ঞাসন্ স তু বাহুনাং সহস্রশ্চোত্তমং বলম্ ।
 রুরোধ নৰ্মদাবেগং বাহুভির্বহুভির্বৃতঃ ॥ ৪ ॥
 কার্তবীৰ্য্যভুজৈঃ সেতুং তজ্জলং প্রাপ্য নিৰ্মলম্ ।
 কূলাপহারং কুৰ্ব্বাণঃ প্রতিশ্রোতঃ প্রধাবিতম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টা। পুষ্পোপহারং পুষ্পৈঃ পূজাম্ ।

৫। লো-টা। তনিৰ্মলং জলং কার্তবীৰ্য্যভুজৈঃ করণৈঃ সেতুং প্রাপ্য প্রতিশ্রোতো যথা
 তথা প্রধাবিতং ধাবতি স্ম ।

সেই রাক্ষসরাজ রাবণ নৰ্মদাতীরে যে-স্থানে পুষ্পদ্বারা [মহাদেবের] পূজা
 করিতেছিল, তাহার অনতিদূরে বিজয়প্রবর মাহিষ্মতীরাজ প্রভাবশালী অৰ্জুন
 রমণীগণের সহিত নৰ্মদাসলিলে ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ১-২ ॥

সেই রাজা অৰ্জুন সেই রমণীবৃন্দের মধ্যে সহস্র হস্তিনীর মধ্যস্থিত হস্তীর আয়
 শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৩ ॥

সেই রাজা অৰ্জুন [স্বীয়] সহস্র বাহুর উত্তম বল জানিতে ইচ্ছা করিয়া বহু
 বাহুদ্বারা আবরণপূৰ্ব্বক নৰ্মদার বেগ রোধ করিলেন ॥ ৪ ॥

নৰ্মদার সেই নিৰ্মল জল কার্তবীৰ্য্যের বাহুদ্বারা সেতুর ন্যায় বাধা প্রাপ্ত
 হইয়া তটদেশ প্লাবিত করত প্রতিকূল শ্রোতে প্রধাবিত হইল ॥ ৫ ॥

১। অন্তঃ পরং চ 'চিক্রীড় সহ নারীভির্নৰ্মদাতোয়মাস্রিতঃ।' ইত্যধিকম্ ।

সমোননক্রমকরঃ সপুষ্পকুশসংস্তরঃ ।

স নৰ্মদাস্তসো বেগঃ প্রারুট্‌কাল ইবাভবৎ ॥ ৬ ॥

স বেগঃ কার্ত্তবীর্যোণ সংপ্রেরিত ইবাস্তসঃ ।

পুষ্পোপহারং তং সৰ্ব্বং রাবণস্ত জহার হ ॥ ৭ ॥

রাবণোহপ্যসমাপ্তং তমুৎসৃজ্য নিয়মং তদা ।

অপশ্চন্নৰ্মদাং রাম প্রতিকূলাং যথা প্রিয়াম্ ॥ ৮ ॥

পশ্চিমে ন তু তং দৃষ্ট্বা সাগরোদগারসম্মিতম্ ।

বিবুদ্ধমস্তসো বেগং দিশং পূৰ্ব্বামবৈক্ষত ॥ ৯ ॥

তত্রানুদ্রাস্তশকুনাং স্বভাবে পরমে স্থিতাম্ ।

নিৰ্ব্বিকারাস্ত্রনাভাসামপশ্চাদ্রাবণো নদীম্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। কুশসংস্তরঃ কুশাসনম্ ।

৭। লো-টী। পুষ্পোপহারং পুষ্পবৃন্তমুপহারমন্তুং পূজাদ্রবাম্ ।

৯। লো-টী। সাগরোদগারসম্মিতং সাগরশব্দতুল্যশব্দমিত্যর্থঃ । নদী পূৰ্ব্বাতিমুখী ।
পশ্চিমে ন পশ্চিমদিগ্‌ভাগেন ।

১০। লো-টী। তত্র পূৰ্ব্বত্যাং দিশং ন উদ্‌ঘাস্তাঃ পশ্চিণো যন্ত্যাং তাম্, স্বভাবেহসত্তে ।

মৎস্ত, কুম্ভীর, মকর এবং [রাবণের পূজার] পুষ্প ও কুশাসনবাহী নৰ্মদার
জলবেগ বর্ষাকালের আয় [ভীষণ] হইল ॥ ৬ ॥

সেই জলবেগ যেন কার্ত্তবীর্যবর্জক প্রেরিত হইয়া রাবণের সেই সমস্ত
পুষ্পোপহার হরণ করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

হে রাম, রাবণও তখন সেই অসমাপ্ত পূজা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকূলা
পত্নীর আয় নৰ্মদা নদীকে দেখিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

রাবণ পশ্চিমদিকে সমুদ্রের জোয়ারের আয় নদীর জলবেগের বৃদ্ধি দেখিয়া
পূৰ্ব্বদিকে অবলোকন করিল ॥ ৯ ॥

রাবণ পূৰ্ব্বদিকে নিরাকুল-পক্ষিগণ-শোভিতা অতিশয় স্থিরভাবে অবস্থিতা

সব্যেতরকরাঙ্গুল্যা^১ অশব্দং চ দশাননঃ ।
 বেগপ্রভবমশ্বেষ্টমুদিশচ্ছুকসারণো ॥ ১১ ॥
 তৌ তু রাবণসন্দির্কৌ ভ্রাতরৌ শুকসারণৌ ।
 ব্যোমান্তরচরৌ বীরৌ প্রস্থিতৌ পশ্চিমায়ুর্থৌ ॥ ১২ ॥
 অর্দ্ধযোজনমাত্রং^২ তু গত্বা তৌ রজনীচরৌ ।
 অপশ্চাতাং^৩ নরং তোয়ে ক্রীড়ন্তং স্ত্রীভিরাবৃতম্ ॥ ১৩ ॥
 বৃহচ্ছালপ্রতীকাশং তোয়ব্যাকুলমূর্দ্ধজম্ ।
 মদরক্তাস্তনয়নং মদনাকারবর্চ্চসম্ ॥ ১৪ ॥
 নদীং বাহুসহশ্রেণ রুদ্ধানমরিমর্দনম্ ।
 গিরিং পাদসহশ্রেণ রুদ্ধস্তগিব মেদিনীম্ ॥ ১৫ ॥

[লো-টী ।] সংজ্ঞাপ্য জ্ঞানং জনয়িত্বা ।

১৪ । লো-টী । মদেন যৌবনমদেন পানমদেন বা রক্তো লোহিতোহস্তো ঘরোস্তে নয়নে যন্ত তম্ । মদনাকারস্ত মদনশরীরস্ত বর্চ্চ ইব বর্চ্চো দোস্তিষ্ঠন্ত তম্ ।

১৫ । লো-টী । পাদাঃ প্রত্যস্তপর্বতাস্তৎসহশ্রেণ মেদিনীং রুদ্ধস্তং গিরিমিব ।

নশ্মদানদীকে প্রকৃতিস্থা রমণীর আয় দেখিতে পাইল ॥ ১০ ॥

দশানন মুখে কোন শব্দ না করিয়া দক্ষিণ করাঙ্গুলিদ্বারা শুক এবং সারণকে [নশ্মদার] বেগবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিল ॥ ১১ ॥

সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয় শুক এবং সারণ রাবণের আদেশে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া শৃগুমার্গে প্রস্থান করিল ॥ ১২ ॥

সেই নিশাচরদ্বয় অর্দ্ধযোজন (২ ক্রোশ) মাত্র যাইয়া দেখিল যে, মহিলাগণে পরিবৃত, বৃহৎ শালতরুর আয় উন্নত, জলদ্বারা বিপর্যাস্ত-কেশরাজি, মন্ততাবশতঃ আরক্তচক্ষুঃ, কামসদৃশ-কাস্তি, শত্রুপীড়ক, সহস্র প্রত্যস্ত-পর্বতদ্বারা পৃথিবীর অবরোধক পর্বতের আয় সহস্রবাহুদ্বারা নদী-শ্রোত-রোধকারী এক ব্যক্তি মদমন্ত

১। হ 'সংজ্ঞাপ্য দশাননঃ'। ২। হ '-মাত্র'। ৩। হ '-স্তাতাং'। ৪। হ '-ব্রিতম্'। ৫। ক 'পাদপ-'।

বালানাং বরনারীণাং সহশ্রেণ সমাবৃতম্ ।

সমদানাং করেণূনাং সহশ্রেণেব কুঞ্জরম্ ॥ ১৬ ॥

তদদ্ভুতং মহদৃক্টু^১। রাক্ষসৌ শুকসারণৌ ।

সম্নিবৃত্তাবুপাগম্য রাবণং তমথোচতুঃ ॥ ১৭ ॥

বৃহচ্ছালপ্রতীকাশঃ কোহপ্যসৌ রাক্ষসেশ্বরঃ ।

বাহু^২ভিন্মদাং রুদ্ধা সংক্রীড়য়তি ঘোষিতঃ ॥ ১৮ ॥

তেন বাহুসহশ্রেণ সম্নিরুদ্ধজলা নদী ।

সাগরোদগারসংকাশানুদগারান্ সৃজতে মুহুঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ নিশম্য শুকসারণৌ ।

রাবণোহর্জুন ইত্যুক্ত^৩। উত্তরৌ যুদ্ধলালসঃ ॥ ২০ ॥

অর্জুনাভিমুখে^৪ তস্মিন্ প্রস্থিতে রাক্ষসেশ্বরে ।

সকৃদেব কৃতো নাদঃ সংবৃত্তঃ স্ফুভিতো যথা ॥ ২১ ॥

সহস্র করিণী পরিবেষ্টিত হস্তীর আয় ঘোড়শবরীয়া সহস্র স্তম্ভরী রমণীতে পরিবেষ্টিত হইয়া জলে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১৩-১৬ ॥

রাক্ষস শুক এবং সারণ সেই অতিশয় অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাবণের নিকট আগমন করিয়া বলিতে লাগিল— ॥ ১৭ ॥

হে রাক্ষসেশ্বর, বিশাল বৃক্ষের আয় উন্নত এক পুরুষ বাহুদ্বারা নৰ্ম্মদানদীকে অবরুদ্ধ করিয়া মহিলাগণকে ক্রীড়া করাইতেছেন ॥ ১৮ ॥

[তাহার] সেই বাহু-সহস্রদ্বারা জল অবরুদ্ধ হওয়ায় নৰ্ম্মদানদী সমুদ্রের বৃদ্ধির আয় পুনঃ পুনঃ বেগ বৃদ্ধি করিতেছে ॥ ১৯ ॥

শুক এবং সারণকে এতাদৃশ কথা বলিতে শুনিয়া ‘অর্জুন’ এই কথা বলিয়া রাবণ যুগাভিলাষে উত্তিত হইল— ॥ ২০ ॥

রাক্ষসাধিপতি রাবণ অর্জুনের উদ্দেশে প্রশ্নান করিলে [তাহার হৃদয়ে]

১। ক ‘রুদ্ধা জলা’। ২। হ ‘-মুখং’। ৩। হ অতঃ পরঃ ‘চণ্ডঃ প্রবাতি পবনঃ সনাদঃ সরলতথা’ ইত্যদিকম্। ৪। হ ‘সংবৃত্তঃ পৃথৈতৎসৈঃ’।

মহোদরমহাপার্ব্বধূত্মাক্ষশুকসারণৈঃ ।

সংব্রতো রাক্ষসেন্দ্রস্ত তত্রাগাদ যত্র সোহর্জুনঃ ॥ ২২ ॥

নাতিদীর্ঘেণ কালেন স ততো রাক্ষসো বলী ।

তং নশ্বদাহুদং ভীষ্মাজগামাঞ্জনপ্রভঃ ॥ ২৩ ॥

স ততঃ স্ত্রীপরিবৃতং বাসিতাভিরিব দ্বিপম্ ।

অপশ্যতত্র তং রাজা রাক্ষসানাং তদাৰ্জুনম্ ॥ ২৪ ॥

স রোষাদ্রক্তনয়নো রাক্ষসেন্দ্রো বলোদ্ধতঃ ।

অভাষতার্জুনাভ্যাত্মান্ নাতিগন্তীরয়া গিরা ॥ ২৫ ॥

অমাত্যাঃ ক্ষিপ্ৰমাখ্যাত হৈহয়স্ত নৃপস্ত হ ।

যুদ্ধার্থিনমনুপ্রাপ্তং রাবণং নাম নামতঃ ॥ ২৬ ॥

২৪। লো-টী। বাসিতাভিঃ করিণীভিঃ। 'বাসিতা করিণীনাং ধ্যোৰ্যাসিতং ভাবিতে রূতে' ইতি কোষঃ।

২৫। লো টী। বলোদ্ধতঃ বলোন্নতঃ। রক্ততেল্লশ্চতিঃ ইতি বক্ষ্যমাণম্।

একবার মাত্র ক্ষুভিতের আয় শব্দ হইল ॥ ২১ ॥

যেখানে অর্জুন অবস্থান করিতেছিলেন রাক্ষসপতি রাবণ মহোদর, মহাপার্ব্ব, ধূত্মাক্ষ, শুক এবং সারণের সহিত সেই স্থানে গমন করিল ॥ ২২ ॥

সেই অঞ্জনপ্রভ বলবান্ রাক্ষস অল্পকাল মধ্যেই সেই ভয়ানক নশ্বদাহুদে আসিয়া উপনীত হইল ॥ ২৩ ॥

তার পর রাক্ষসরাজ দশানন করিণীগণে পরিবেষ্টিত হস্তীর আয় রমণীগণে বেষ্টিত সেই অর্জুনকে সেইস্থানে দেখিতে পাইল ॥ ২৪ ॥

বলগর্বিত রাক্ষসরাজ রাবণ কোপবশতঃ চক্ষুঃ আরক্ত করিয়া অনতিগন্তীর স্বরে অর্জুনের অমাত্যদিগকে বলিল— ॥ ২৫ ॥

অমাত্যগণ, তোমরা হৈহয়রাজ অর্জুনকে শীঘ্র বল “যুদ্ধাভিলাষে রাবণ উপস্থিত হইয়াছে” ॥ ২৬ ॥

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মন্ত্ৰিণৌহথার্জুনস্য তে ।

উভস্থুঃ সায়ুধান্তক রাবণং বাক্যমব্রুবন ॥ ২৭ ॥

রণস্য কালো বিজ্ঞাতঃ সাধু ভোঃ স্তুষ্টু রাবণ ।

যঃ ক্ষীবং স্ত্রীরতং চৈব যোদ্ধুমিচ্ছসি নো নৃপম্ ॥ ২৮ ॥

স্ত্রীসমক্ষং কথং বা ত্বং যোদ্ধুমুৎসহসেহর্জুনম্ ।

বাসিতামধ্যগং মন্তং শার্দূল ইব কুঞ্জরম্ ॥ ২৯ ॥

ক্ষমস্বাত্ত দশগ্রীব হৃষ্য মা সংযুগং প্রতি ।

যুদ্ধশ্রদ্ধাং বিনেতা^২ তে স্বস্তাত সগরেহর্জুনঃ ॥ ৩০ ॥

২৭। লো-টী। সায়ুধাঃ 'সায়ুধং' বা পাঠঃ।

২৮। লো-টী। স্তুষ্টু শোভনং সাধু যথা স্তান্তথা বিজ্ঞাত ইতি সোপহাসবাক্যম্।
যস্মৎ, 'যদি'তি বা পাঠঃ। ক্ষীবং মন্তম্।

২৯। লো-টী। শার্দূলঃ পশুভেদঃ।

৩০। লো-টী। হৃষ্য মা হৃষ্টো মা ভব। যুদ্ধশ্রদ্ধাং যুদ্ধাকাজ্জাম্।

অর্জুনের সেই অমাত্যগণ রাবণের কথা শুনিয়া সশস্ত্রে উঠিয়া তাহাকে বলিল—॥ ২৭ ॥

হে রাবণ, তুমি যুদ্ধের খুব উৎকৃষ্ট সময়ই স্থির করিয়াছ। যেহেতু মন্ত এবং রমণীগণে পরিবেষ্টিত আমাদের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ ॥ ২৮ ॥

করিণী-মধ্যবর্তী মদমন্ত হস্তীর সহিত শার্দূলের ত্রায় তুমি স্ত্রীগণের সমক্ষে অর্জুনের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ ! ॥ ২৯ ॥

দশানন, অতঃ ক্ষমা কর, যুদ্ধের প্রতি উৎসুক হইও না; হে তাত, আগামী কল্যা [আমাদের রাজা] অর্জুন সংগ্রামে তোমার যুদ্ধাকাজ্জা নিবৃত্ত করিবেন ॥ ৩০ ॥

যদি বাতিতরাং শ্রদ্ধা যুদ্ধতৃষ্ণা সমাপ্তিতা ।

বিজিত্যাম্মাংস্ততো যুদ্ধমর্জ্জুনেনোপযাস্তসি ॥ ৩১ ॥

ততঃ^১ রাবণামতৈরমাত্যাঃ পার্থিবস্ত তে ।

শতশো দ্রাবিতা যুদ্ধে ভঙ্কিতাশ্চ বুভুক্ষিতৈঃ ॥ ৩২ ॥

ততো হলহলাশব্দো নশ্মদাতীরমাশ্রিতঃ ।

অর্জুনস্থানুযাত্রাণাং রাবণস্ত চ মন্ত্রিণাম্ ॥ ৩৩ ॥

ইষুভিস্তোমরৈঃ পাতৈশ্চিশূলৈর্বজ্রকল্পকৈঃ ।

আদ্যংস্তে রণে সর্বানজ্জুনানুচরাঃস্তথা ॥ ৩৪ ॥

রাবণেনাদিতানাস্ত সমস্তাদ্বলিনাস্ততঃ ।

হৈহয়াধিপযোধানাং বেগ আসাং হৃদারুণঃ ।

সনক্রমকরস্তেব সমীনস্ত মহোদধেঃ ॥ ৩৫ ॥

৩৩। লো-টা। অর্জুনস্ত অহু পশ্যাৎ যাত্রা গমনং যেষাং ভটানাম্ ।

৩৪। লো-টা। বজ্রবম্পনৈঃ বজ্রমিব কম্পয়ন্তীতি তথা, 'বজ্রকল্পনৈ'রতি পাঠে বজ্রকল্প-
রিতার্থঃ ।

অথবা [ইহা] শুনিয়া যদি যুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, তবে আমাদিগকে পরাজিত করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে ॥ ৩১ ॥

পরে রাবণের সেই ক্ষুধার্ত সচিবগণ নরপতি অর্জুনের শত শত অমাত্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া থাইয়া ফেলিল ॥ ৩২ ॥

তার পর নশ্মদাতীরে অর্জুনের অনুযাত্রিগণ এবং রাবণমন্ত্রিগণের কোলাহল-
ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

রাবণের অমাত্যগণ বজ্রদৃশ বাণ, তোমর, পাশ এবং ত্রিশূল দ্বারা অর্জুনের সমস্ত অনুচরকে আহত করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

পরে রাবণকর্তৃক নিপীড়িত বলবান্ হৈহয়াধিপতির সৈনিকগণের কুন্তীর, মকর এবং মৎস্যযুক্ত মহাসমুদ্রের ত্রায় অতি ভয়ঙ্কর বেগ হইল ॥ ৩৫ ॥

অথ তে রাবণামাত্যাঃ প্রহস্তশুকসারণাঃ ।

কার্ত্তবীৰ্য্যাবলং ক্রুদ্ধা নিজস্বুস্তে মহৌজসঃ ॥ ৩৬ ॥

অৰ্জ্জুনায় চ তৎ কৰ্ম্ম রাবণস্য মমস্ত্রিণঃ ।

ক্রীড়তে কথিতং তস্মৈ পুরুষৈর্দ্বাররক্ষিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

উক্ত্বা ন ভেতব্যমিতি স্ত্রীজনং স ততোহৰ্জ্জুনঃ ।

উত্ততার জলান্তস্মাদ্ গঙ্গাতোয়াদিবাঞ্জনঃ ॥ ৩৮ ॥

ক্রোধদূষিতেনৈব স ততোহৰ্জ্জুনপাবকঃ ।

প্রজজ্বাল যথা ঘোরো যুগান্তেহৰ্ণবপাবকঃ ॥ ৩৯ ॥

স তূর্ণতরমাদায় বরহেমাঙ্গদাং গদাম্ ।

অভিছুদ্রাব রক্ষাংসি তমাংসীব দিবাकरः ॥ ৪০ ॥

৩৮। লো-টী। অঞ্জনো দিগ্‌হস্তী।

৩৯। লো-টী। অৰ্ণবপাবকো বড়বানলঃ।

তার পর অতিশয় বলবান্ প্রহস্ত, শুক, সারণ প্রভৃতি রাবণের অমাত্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীৰ্য্যের সৈন্যদিগকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

পরে দ্বাররক্ষী পুরুষগণ রাবণের মন্ত্রিগণের তাদৃশ কার্য্যের বিষয় ক্রীড়ারত অৰ্জ্জুনের নিকট বলিল ॥ ৩৭ ॥

তখন অৰ্জ্জুন রমণীগণকে 'ভয় করিও না' এই কথা বলিয়া গঙ্গাজল হইতে দিগ্‌হস্তীর আয় সেই নৰ্ম্মদার জল হইতে উথিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

তার পর প্রলয়কালে ভয়ঙ্কর বাড়বানলের আয় সেই অৰ্জ্জুনরূপ অনল ক্রোধে চক্ষুঃ আরক্ত করিয়া জলিয়া উঠিলেন ॥ ৩৯ ॥

অৰ্জ্জুন অবিলম্বে উত্তম শুবর্ণমণ্ডিত গদা গ্রহণ করিয়া অন্ধকারের অভিযুখী সূর্য্যের আয় রাক্ষসগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪০ ॥

১। হ 'সৰ্গমহনগ্নতেন্দ্রা'। ২। হ 'অ চ মন্ত্রিণা'। ৩। ক 'নীর'। ৪। হ 'জ্যৈষ্ঠ'।

৫। হ 'মাগধ'।

বাহুবিক্ষেপকরণঃ সমুদ্রতমহাগদঃ ।

গারুড়ঃ বেগমাস্থায় উৎপপাতাথ সোহজ্জুনঃ ॥ ৪১ ॥

তস্য মার্গং সমাবৃত্য বিদ্যোহর্কশ্চেব পর্বতঃ ।

স্থিতো বিদ্যা ইবাকম্প্যাঃ প্রহস্তো মুষলায়ুধঃ ॥ ৪২ ॥

তত্তস্য মুষলং ঘোরং লৌহবদ্ধং মহোৎকটম্ ।

প্রহস্তঃ প্রেষয়ন্ ক্রোধামনাদ চ যথাস্বদঃ ॥ ৪৩ ॥

তস্যাগ্রে মুষলশাগ্নিরশোকাপীড়সন্নিভঃ ।

বভূব করমুক্তস্য কুর্বাণো বিমলা দিশঃ ॥ ৪৪ ॥

আপতন্তক মুষলং কার্ত্তবীৰ্য্যস্তদাজ্জুনঃ ।

লাঘবান্ধকয়ামাস গদয়া গজবিক্রমঃ ॥ ৪৫ ॥

৪১। লো-টা। বাহুনাং বিক্ষেপং করোতীতি বাহুবিক্ষেপকরণঃ।

৪২। লো-টা। তত্তস্য 'তং তস্তে'তি বা পাঠঃ। মহোৎকটং মহাতীব্রম্।

৪৪। লো-টা। অশোকাপীড়োহশোকভূষণং 'পুষ্প'মিতি যাবৎ, তৎসন্নিভঃ।

৪৫। লো-টা। লাঘবাৎ অস্তশৈথ্র্যাৎ।

অজ্জুন বাহুসকল বিক্ষেপপূর্বক ভীষণ গদা উত্তোলিত করিয়া গরুড়ের আয় বেগে উল্কে উখিত হইলেন ॥ ৪১ ॥

বিদ্যাপর্বত যেক্রপ সূর্য্যের পথ রোধ করিয়া অবস্থিত, বিদ্যাচলের আয় অকম্পনীয় প্রহস্ত সেইরূপ মুষল ধারণপূর্বক অজ্জুনের পথ অবরোধ করিয়া রহিল ॥ ৪২ ॥

পরে প্রহস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সেই অতিশয় তীব্র লৌহবদ্ধ ভীষণ গদা [অজ্জুনের প্রতি] নিক্ষেপ করত মেঘের আয় গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥

প্রহস্ত-করচ্যুত সেই মুষলের সম্মুখভাগে অশোকপুষ্প-স্তবকের আয় অগ্নি-শিখা উৎপন্ন হইল, তাহাতে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ॥ ৪৪ ॥

তখন হস্তীর আয় বিক্রমশালী কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুন সমাগত মুষলকে ক্ষিপ্ৰকারিতা-

ততন্তুমভিছুদ্রাব প্রহস্তং হৈহয়াধিপঃ ।

ভ্রাময়ন্ বৈ গদাং গুব্বাং পঞ্চবাহুশতোচ্ছিতাম্ ॥ ৪৬ ॥

ভেনাহতোহতিবেগেন প্রহস্তো গদয়া তদা ।

নিপপাতাদিতঃ শৈলো বজ্রিবজ্রাহতো যথা ॥ ৪৭ ॥

প্রহস্তং পতিভং দৃষ্ট্বা মারীচশুকসারণাঃ ।

সুমহোদরধূত্রাক্ষা অপযাতা রণজিরাং ॥ ৪৮ ॥

অপক্রান্তেষমাতেষু প্রহস্তে চ নিপাতিতে ।

রাবণোহভ্যদ্রবত্ৰুর্মজ্জুনং নৃপসত্তমম্ ॥ ৪৯ ॥

সহস্রবাহোস্তুদ যুদ্ধং বিংশতিবাহু দারুণম্ ।

নৃপরাক্ষসয়োস্তত্র সংরুদ্ধং লোমহর্ষণম্ ॥ ৫০ ॥

৪৬। লো-টী। পঞ্চবাহুশতং যথা তথা উচ্ছিতাম্ উচ্চাম্।

৫০। লো-টী। যুদ্ধং সংরুদ্ধং জাতম্।

বশতঃ গদা দ্বারা নিবারিত করিলেন ॥ ৪৫ ॥

অবশেষে হৈহয়াধিপতি অর্জুন পঞ্চশত বাহুদ্বারা ভীষণ গদা উত্তোলিত করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই প্রহস্তের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

তখন প্রহস্ত অতি বেগশীল অর্জুনের গদাঘাতে নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা আহত পর্বতের স্থায় [ভূতলে] পতিত হইল ॥ ৪৭ ॥

প্রহস্তকে পতিত দেখিয়া মারীচ, শুক এবং সারণ মহোদর ও ধূত্রাক্ষের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করিল ॥ ৪৮ ॥

প্রহস্ত নিপাতিত হইলে এবং অমাত্যগণ পলায়ন করিলে রাবণ অতিক্রান্ত নৃপসত্তম অর্জুনের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৪৯ ॥

সহস্রবাহু নরপতি অর্জুন এবং বিংশতিবাহু রাক্ষস দশাননের সেই লোম-হর্ষণ দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৫০ ॥

সাগরাবিব সংক্ষুব্ধো চলমুলাবিবাচলো ।

তেজোযুক্তাবিবাদিত্যৌ প্রদহন্তাবিবানলৌ ॥ ৫১ ॥

বলোদ্ধতো যথা নাগৌ বসিতার্থে যথা বৃষৌ ।

মেঘাবিব বিনদন্তৌ সিংহাবিব মদোৎকটৌ ॥ ৫২ ॥

রুদ্রকালাবিবাশ্রান্তৌ তৌ তথাজ্জুনরাবগৌ ।

পরস্পরং গদাপাতৈস্তাড়য়ামাসতুর্ভুশম্ ॥ ৫৩ ॥

গদাপ্রহারান্তৌ তত্র সেহাতে নররাক্ষসৌ ।

বজ্রপ্রহারানচলৌ বথৈব হি হুহুঃসহান্ ॥ ৫৪ ॥

যথাশনিরবেভ্যস্ত জায়তে বৈ প্রতিশ্বনঃ ।

তথা তাভ্যাং গদাপাতৈর্দিশঃ সর্বাঃ প্রসম্বনুঃ ॥ ৫৫ ॥

৫২ । লো-টী । নাগৌ মহাসর্পৌ বসিতার্থে করিণার্থে যথা গজৌ ।

৫৫ । লো-টী । তাভ্যাং ভয়োঃ, প্রসম্বনুঃ প্রতিশব্দ চকুঃ ।

সংক্ষুব্ধিত সাগরদ্বয়, চঞ্চল-মূল পর্বতদ্বয়, তেজোযুক্ত আদিত্যদ্বয়, দহনকারী অনলদ্বয়, করিণীর জঘা যুদ্ধকারী বলোদ্ধত হস্তিদ্বয়, বৃষদ্বয়, গর্জনকারী মেঘযুগল, বলগর্বিত সিংহদ্বয় এবং অপরিশ্রান্ত রুদ্র ও কালের আয় সেই রাবণ এবং অর্জুন উভয়ে পরস্পরকে গদাপ্রহাবে অত্যন্ত আহত করিতে লাগিলেন ॥ ৫১—৫৩ ॥

হুঃসহ বজ্রপ্রহার-সহনকারী পর্বতদ্বয়ের আয় সেই রাক্ষস এবং মনুষ্য যুদ্ধক্ষেত্রে গদাপ্রহার সহ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

বজ্রপতনের শব্দ হইতে যেরূপ প্রতিধ্বনি হয়, অর্জুন এবং রাবণের গদাপাতের শব্দে দিক্ সকল সেইরূপ প্রতিধ্বনিত হইল ॥ ৫৫ ॥

১। হ '-দ্ধতো'। ২। হ '-বিব চ নদন্তৌ'। ৩। হ 'বলোৎ-'। ৪। হ 'রাবণাজ্জুনৌ'। ৫। হ 'গদাপ্রাভ্যাং দার-'। ৬। হ 'নন্তান্'। ৭। হ '-তেঃ প্রতিশব্দ জায়তে'।

অজ্জুনে^১ন গদা সা তু ক্ষিপ্যমাণা মহোরসি ।

কাঞ্চনাভং নভশ্চক্রে^২ বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ॥ ৫৬ ॥

তথৈব রাবণেনাপি পাত্যমানা^৩ মুহুস্মুহুঃ ।

অজ্জুনোরসি ভাতি স্ম গদোক্লেব মহাগিরৌ ॥ ৫৭ ॥

নাজ্জুনঃ^৪ খেদমায়াতঃ স চ রক্ষোগণেশ্বরঃ ।

সমমাসীৎ তয়োযু^৫দ্ধং যথা বলিমহেন্দ্রয়োঃ ॥ ৫৮ ॥

দন্তৈরিব মহানাগৌ শৃঙ্গৈরিব মহারযৌ ।

জয়তুস্তৌ রণে ঘোরৌ তদা রাক্ষসপাথিবৌ ॥ ৫৯ ॥

ততোহজ্জুনে^৬ন ক্রুদ্ধেন সর্বপ্রাণেন সা গদা ।

স্তনয়োরন্তরে মুক্তা রাবণশ্চ মহাহবে ॥ ৬০ ॥

৫৬। লো-টা। মহোরসি রাবণশ্চ উরসি উদ্ভিশ্চ ক্ষিপ্যমাণা নভঃ কাঞ্চনাভং চক্রে। বিদ্যুৎ বিশেষণে দ্ব্যন্ততে ইতি তথা, সৌদামিনী তড়িৎ।

অজ্জুনকর্তৃক রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে নিক্ষিপ্ত সেই গদা অতাজ্জল বিদ্যুতের
আয় গগনমণ্ডলকে স্বর্ণবর্ণ করিয়া তুলিল ॥ ৫৬ ॥

রাবণকর্তৃক অজ্জুনের বক্ষঃস্থলে নিপাতিত গদাও সেইরূপ মহাপর্বতের
উপরে পতিত উষ্ণার আয় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

সেই রাক্ষসগণের রাজা রাবণ এবং অজ্জুন কেহই ক্লান্ত হইলেন না, বলি
এবং দেবরাজ ইন্দ্রের আয় তাঁহাদের যুদ্ধ তুল্যরূপ হইতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥

প্রকাণ্ড হস্তিদ্বয় দন্তদ্বারা এবং প্রকাণ্ড বৃষভদ্বয় শৃঙ্গদ্বারা যেরূপ পরস্পরকে
আঘাত করে, সেইরূপ অতিভয়ঙ্কর সেই রাবণ এবং নৃপতি অজ্জুন যুদ্ধে
[অস্ত্র দ্বারা] পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর অজ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই গদা মহাযুদ্ধে
রাবণের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে (বক্ষঃপ্রদেশে) নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬০ ॥

বরদানকৃতত্ৰাণে সা গদা রাবণোরসি ।

দুৰ্ব্বলেব তদা সেনা দ্বিধাভূতাপতং ক্ষিতৌ ॥ ৬১ ॥

স অৰ্জুনপ্রযুক্তেন গদপাতেন পীড়িতঃ ।

অপস্থত্য ধনুর্মাত্রং বিষমাদ সনিস্থনঃ ॥ ৬২ ॥

তং বিহ্বলিতমালোক্য দশগ্রীবং ততোহৰ্জুনঃ ।

সহস্রাঙ্গুত্য জগ্রাহ গরুত্মানিব পন্নগম্ ॥ ৬৩ ॥

স তং বাহুসহশ্ৰেণ বলাদাদায় রাবণম্ ।

ববন্ধ বলবান্ রাজা বলিং নারায়ণো যথা ॥ ৬৪ ॥

বধ্যমানে দশগ্রীবে সিদ্ধচারণদেবতাঃ ।

সাধিবতি বাদিনঃ পুষ্পৈরকিরম্ভজ্জুনং তদা ॥ ৬৫ ॥

৬১। লো-টী। সা গদা রাবণোরসি পতিত। দ্বিধাভূতাপতং, কেব ? দুৰ্ব্বলা সেনেব।
উরসি কিংভূতে ? বরদানেন কৃতং ত্ৰাণং রক্ষণং যন্ত তস্মিন্। 'বরদানকৃতত্ৰাণে'তি পাঠে বরদানেন
কৃতং ত্ৰাণং প্রাণরক্ষণং যন্তাঃ সকাশাৎ সা।

৬২। লো-টী। ধনুর্মাত্রমপস্থত্য প্রাপ্য নিষসাদ তত্শো, বিনষ্টেব মৃত ইব।

বরদান প্রভাবে সুরক্ষিত রাবণের বক্ষঃস্থলে সেই গদা নিক্ষিপ্ত হইয়া বলহীন
সেনার আয় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬১ ॥

কিন্তু রাবণ অৰ্জুনকর্তৃক নিপাতিত গদাঘাতে পীড়িত হইয়া চারি হাত
পিছনে সরিয়া গিয়া [অফুট] ধনি করিতে করিতে বিষম হইয়া পড়িল ॥ ৬২ ॥

তখন অৰ্জুন দশাননকে অবসন্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ লক্ষ প্রদান করত গরুড়
যে রূপ সর্পদিগকে ধরে, সেইরূপ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৩ ॥

ভগবান্ হরি বলিকে যে রূপ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বলবান্ রাজা
কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন রাবণকে সহস্র বাহুদ্বারা বলপূর্ব্বক ধরিয়া বন্ধন করিলেন ॥ ৬৪ ॥

তখন দশাননকে বন্ধন করিলে সিদ্ধগণ, চারুগণ এবং দেবগণ 'সাধু সাধু'
বলিয়া অৰ্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ॥ ৬৫ ॥

ব্যাঘ্রো যুগমিবাদায় সিংহো বা গজযুথপম্ ।
 ননাদ হৈহয়ো রাজা হর্ষাদম্বুদবম্মুহুঃ ॥ ৬৬ ॥
 প্রহস্তস্ত সমাশ্বস্তো দৃষ্ট্বা বদ্ধং দশাননম্ ।
 সহিতৈ রাক্ষসৈঃ সর্বৈবরভিছুদ্রাব পর্ধিবম্ ॥ ৬৭ ॥
 নক্তকরাণাং বেগস্ত তেষামাপততাং বভৌ ।
 উদ্ধতানাং যুগাপায়ে সমুদ্রাণামিবাভুতঃ ॥ ৬৮ ॥
 মুঞ্চ মুঞ্চেতি ভাষন্তস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাসকৃৎ ।
 মুষলানি শূলানি সশজুস্তে তদাজ্জুনে ॥ ৬৯ ॥
 অপ্রাপ্তান্যেব তাত্যান্ত সোহসংদ্রাস্তস্ততোহজ্জুনঃ ।
 আয়ুধান্মমরারীণাং ভগ্নাহ চ ননাদ চ ॥ ৭০ ॥

৬৬। লো-টা। সিংহো বা সিংহ ইব।

৬৮। লো-টা। উদ্ধতানাম্ উচ্ছলিতানাম্।

ব্যাঘ্র যেক্ষপ যুগকে এবং সিংহ যেক্ষপ হস্তিযুথপতিকে ধরিয়া গর্জন করে,
 হৈহয়াধিপতি কার্তবীৰ্য্যাজ্জুন সেইরূপ রাবণকে ধরিয়া হর্ষবশতঃ মেঘের আয় পুনঃ
 পুনঃ গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

প্রহস্ত চৈতম্বলাভ করিয়া দশাননকে বদ্ধ দেখিয়া সমস্ত রাক্ষসগণের সহিত
 হৈহয়াধিপতির প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৬৭ ॥

সেই রাক্ষসগণের আগমনবেগ প্রলয়কালীন উদ্বেলিত সমুদ্রের আয় অদ্ভুত
 বোধ হইল ॥ ৬৮ ॥

তখন রাক্ষসগণ 'পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর' 'থাম থাম' এরূপ পুনঃ পুনঃ
 বলিতে বলিতে কার্তবীৰ্য্যাজ্জুনের প্রতি মুষল এবং শূল নিক্ষেপ করিতে
 লাগিল ॥ ৬৯ ॥

নির্ভীক কার্তবীৰ্য্যাজ্জুন দেবশত্রু রাক্ষসদিগের সেই অস্ত্রসমূহ তাঁহার
 শরীর স্পর্শ করিবার পূর্বেই তৎক্ষণাৎ সেগুলি ধরিয়া ফেলিয়া গর্জন করিতে
 লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

ততন্তৈরেব রক্ষাংসি শিতধারৈর্বরাযুধৈঃ ।

ভিত্ত্বা বিদ্রাবয়ামাস বায়ুরম্বুধরানিব ॥ ৭১ ॥

রাক্ষসাংস্ত্রাসয়িত্বা^১ কার্তবীৰ্য্যোহজ্জুনস্তদা ।

আদায় রাবণং বীরঃ প্রবিবেশ পুরীং ততঃ ॥ ৭২ ॥

তেহপি সৰ্ব্বে তদামাত্যা রাবণস্ত ভয়াদ্দিতাঃ ।

অতিষ্ঠন্ পুষ্পকং গৃহ স্বামিনো মোক্ষকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৭৩ ॥

স কীর্যমাণঃ কুহুমাক্ষতোৎকরৈর্দ্বিজৈঃ সপোরৈঃ পুরুহুতবিক্রমঃ ।

ততোহজ্জুনঃ স্বাং প্রবিবেশ তাং পুরীং বলিং নিগৃহেব সহস্রলোচনঃ ॥ ৭৪

ইত্যর্ধে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কার্তবীৰ্য্যাজ্জুনের রাবণনিগ্রহো নাম
একবিংশ: সর্গ: ॥ ২১ ॥

৭৩। লো-ট। ভয়যুক্ত ভাষা যেবাং তে, রাবণস্ত তাক্কা গমনে চ ভয়াদ্দিতাঃ ।

৭৪। লো-ট। বলিং নিগৃহ বাননদ্বারেণ ।

রাবণগ্রহণম্ ॥ ২১ ॥

পরে বায়ু যেক্রপ মেঘসমূহকে বিদ্রাবিত করে সেইরূপ [কার্তবীৰ্য্যাজ্জুন] সেই সমস্ত তীক্ষ্ণধার শ্রেষ্ঠ অস্ত্রদ্বারাই রাক্ষসদিগকে বিদ্ধ করিয়া বিদ্রাবিত করিলেন ॥ ৭১ ॥

অনন্তর বীর কার্তবীৰ্য্যাজ্জুন রাক্ষসদিগকে ত্রাসিত করিয়া রাবণকে লইয়া নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭২ ॥

তখন রাবণের সেই অমাত্যগণ সকলেই ভীত হইয়া পুষ্পকরথ গ্রহণ করত প্রভুর মুক্তির অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥

তখন পৌরগণের সহিত ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রতুলা বিক্রমশালী কার্তবীৰ্য্যাজ্জুনের মস্তকে পুষ্প এবং অক্ষত বর্ষণ করিলে তিনি বলি-নিগ্রহকারী সহস্রলোচন ইন্দ্রের স্তায় স্ত্রীয় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কার্তবীৰ্য্যাজ্জুনের রাবণনিগ্রহ-নামক
২১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

(୨୨) ଦ୍ଵାବିଂଶଃ ସର୍ଗଃ

ଶ୍ରୀଂ ରାକ୍ଷସେନ୍ଦ୍ରଂ ତନ୍ନୁ ରାହୁଂ ଶ୍ରୀହୋପମମ୍ ।
 ଶ୍ଵାସିଃ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଃ ଶୁକ୍ରାବ କଥିତଂ ଦିବି ଦୈବତୈଃ ॥ ୧ ॥
 ତତଃ ପୁତ୍ରଂ ସତସ୍ନେହଂ ତ୍ଵରିତଃ ସ ମହାମୁନିଃ ।
 ମାହିଷ୍ଠୀତୀପତିଂ ଦ୍ରୂଫ୍ତଂ ମାଜଗାମ ମହାତପାଃ ॥ ୨ ॥
 ସ ବାୟୁମାର୍ଗମାନ୍ଧ୍ରାୟ ବାୟୁତୁଲ୍ୟଗତିର୍ଦ୍ଵିଜଃ ।
 ପୁରୀଂ ମାହିଷ୍ଠୀତୀଂ ପ୍ରାପ୍ତୋ ମନଃସଂକଳ୍ପବିକ୍ରମଃ ॥ ୩ ॥
 ସୋଽମରାବତୀସଂକାଶଂ ହୃଦ୍ପୁଷ୍ଟଜନାରାମ୍ୟାମ୍ ।
 ପ୍ରବିବେଶ ପୁରୀଂ ବ୍ରହ୍ମା ଯଥେନ୍ଦ୍ରଂ ଶ୍ରୀମରାବତୀମ୍ ॥ ୪ ॥
 ପାଦଚାରମିବାଦିତ୍ୟଂ ପ୍ରବିଶନ୍ତଂ ସ୍ଵହୃଦ୍ ଶମ୍ ।
 ବିଜ୍ଞାୟ ତସ୍ମିନ୍ ଦ୍ଵାଃସ୍ତା ଅଞ୍ଜୁନାୟ ଶ୍ରୀବେଦୟନ୍ ॥ ୫ ॥

- ୧ । ଲୋ-ଟୀ । ବାୟୁଶ୍ରୀହୋପମଂ ବାୟୁଶ୍ରୀହୋପମମ୍ ।
 ୩ । ଲୋ-ଟୀ । ମନସଃ ସଂକଳ୍ପୋ ଗମନମିବ ବିକ୍ରମଃ ପାଦବିକ୍ଷେପୋ ଯନ୍ତ୍ର ସଃ ।
 ୫ । ଲୋ-ଟୀ । ଅମରାବତୀତି ହ୍ରସ୍ଵଃ 'ସାକାର' ଇତ୍ୟାଦିନା ।

ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଶ୍ଵାସି ଅର୍ଗେ ଦେବଗଣେ ନିକଟ ରାହୁକେ ଶ୍ରୀମାନ୍ନାମାସ କରିବାର ତୁଲ୍ୟ ରାକ୍ଷସରାଜ
 ରାବଣକେ ବନ୍ଧନ କରିବାର ସଂବାଦ ଶୁନିଲେ ॥ ୧ ॥

ତାର ପର ମହାତପସ୍ତ୍ରୀ ମହାମୁନି ସେହି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ପୌତ୍ରର ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହବଶତଃ ସହର
 ମାହିଷ୍ଠୀତୀର ରାଜାକେ ଦେଖିତେ ଆସିଲେ ॥ ୨ ॥

ବାୟୁତୁଲ୍ୟଗତି ସେହି ଦ୍ଵିଜବର ବାୟୁପଥ ଧରିଯା ମନୋରଥେର ଶ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀଜଗତିତେ
 ମାହିଷ୍ଠୀତୀ ନଗରୀତେ ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲେ ॥ ୩ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରେର ଅମରାବତୀ ନଗରୀତେ ବ୍ରହ୍ମାର ଶ୍ରୀୟ ସେହି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ହୃଦ୍ପୁଷ୍ଟ ଜନଦ୍ଵାରା
 ପରିବେଷ୍ଟିତ ଅମରାବତୀତୁଲ୍ୟ ମାହିଷ୍ଠୀତୀନଗରୀତେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ॥ ୪ ॥

ଦୌବାରିକଗଣ ପାଦଚାରୀ ଆଦିତ୍ୟେର ଶ୍ରୀୟ ଦୁରାଲୋକ୍ୟ (ଅତି ଡେଜ୍ଞସ୍ତ୍ରୀ) ସେହି

শ্রদ্ধা পুলস্ত্যং সংপ্রাপ্তমজ্জুনঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।

শিরশ্চঞ্জলিমাধায় ততঃ প্রভূদ্যযযৌ মুনিম্ ॥ ৬ ॥

পুরোহিতো গৃহীত্বাৰ্য্যং মধুপৰ্কং তথৈব গাম্ ।

পুরস্তাৎ প্রযযৌ রাজ্ঞঃ শক্রশ্চৈব বৃহস্পতিঃ ॥ ৭ ॥

ততস্তমুষিমায়াস্তমুত্সমিব ভাস্করম্ ।

অজ্জুনো ভৃশসংভ্রাস্তো ববন্দেহৰ্ষপুরঃসরঃ (রম্ ?) ॥ ৮ ॥

স তস্মৈ মধুপৰ্কং গাং পাণ্ডমৰ্য্যং নিবেত চ ।

পুলস্ত্যমত্রবীদ্রাজা হৰ্ষগদগদয়া গিরা ॥ ৯ ॥

অদ্যেয়মমরাবত্যা তুল্যা মাহিষ্মতী কৃতা ।

অত্ৰ চাহং মনুষ্যেন্দ্রো যস্তাং পশ্যামি দুর্দৃশম্ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টী। অৰ্য্যং পুরঃসরং যথা শ্রান্তথা।

ঋষির পরিচয় অবগত হইয়া কার্তবীৰ্য্যাজ্জুনের নিকট নিবেদন করিল ॥ ৫ ॥

কার্তবীৰ্য্যাজ্জুন পুলস্ত্যের আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করত মন্ত্রিণের সহিত সেই মুনির প্রভূদগমন করিলেন ॥ ৬ ॥

পুরোহিত অৰ্য্য, মধুপৰ্ক এবং বৃষ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের অগ্রগামী বৃহস্পতির আয় রাজার অগ্রে চলিলেন ॥ ৭ ॥

তার পর উদীয়মান সূর্য্যের আয় সেই ঋষিকে আসিতে দেখিয়া অজ্জুন অতিশয় সম্ভ্রান্ত হইয়া অৰ্য্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিলেন ॥ ৮ ॥

সেই নৃপতি অজ্জুন পুলস্ত্যের উদ্দেশে মধুপৰ্ক, গো, পাণ্ড এবং অৰ্য্য দিয়া হৰ্ষগদগদস্বরে তাঁহাকে বলিলেন— ॥ ৯ ॥

আজ এই মাহিষ্মতী নগরীকে আপনি অমরাবতীতুল্য করিলেন এবং দুর্লভ-দর্শন আপনার দর্শন পাইয়া আমিও অত্ৰ মনুষ্যমধ্যে ইন্দ্রতুল্য হইলাম ॥ ১০ ॥

অত্র মে কুশলং দেব অত্র মে কুলমুকুতম্ ।

যন্তে দেবশতৈর্বন্দ্যো বন্দেহং চরণাবিমৌ ॥ ১১ ॥

ইদং রাজ্যমিমে পুত্রো ইমে দারাসুখা বয়ম্ ।

ব্রহ্মন্ কিং কুর্ষ্যহে কার্যমাজ্ঞাপয়তু নো ভবান্ ॥ ১২ ॥

তং ধম্মেষপি রাজ্যে চ পৃষ্ঠা কুশলগব্যয়ম্ ।

পুলস্ত্যঃ প্রাহ রাজানং হৈহয়ানাং তদাঙ্গুনম্ ॥ ১৩ ॥

রাজন্ কমলপত্রাক পূর্ণচন্দ্রনিভানন ।

অতুলং তে বলং যেন দশগ্রীবস্বয়া জিতঃ ॥ ১৪ ॥

ভয়াদ্ যস্তাবতিষ্ঠেতাং নিস্পন্দো সাগরানিলৌ ।

সোহয়মত্র ত্বয়া বন্ধঃ পুত্রো মেহতীব দুর্জয়ঃ ॥ ১৫ ॥

হে দেব, অত্র শত শত দেবতার বন্দনীয় আপনার এই চরণযুগল বন্দনা করিয়া আমার মঙ্গল হইল এবং আমার বংশ উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল ॥ ১১ ॥

হে ব্রহ্মন্, এই রাজ্য (রাজ্যের সকল প্রজা), এই দারাপত্য প্রভৃতি এবং আমরা আপনার কোন্ কার্য সাধন করিব, আপনি তাহা আমাদিগকে আজ্ঞা করুন ॥ ১২ ॥

পুলস্ত্য হৈহয়রাজ অঙ্গুনকে ধর্ম এবং রাজ্যবিষয়ে স্থায়ী কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন— ॥ ১৩ ॥

হে পদ্মপাশলোচন পূর্ণচন্দ্রবদন, রাজন্, তোমার শক্তি অতুলনীয়; যেহেতু তুমি দশাননকে পরাজিত করিয়াছ ॥ ১৪ ॥

যাহার ভয়ে সমুদ্র এবং বায়ু স্পন্দনহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে, অতিশয় দুর্জয় আমার সেই পুত্র (পৌত্র)কে অত্র তুমি বন্ধ করিয়াছ ॥ ১৫ ॥

তৎ পুত্রক যশঃ স্ফীতং লোকে বিশ্রাবিতং ত্বয়া ।

মদ্বাক্যং পালয়ন্নত মুঞ্চ তাত দশাননম্ ॥ ১৬ ॥

পুলস্ত্যাজ্ঞাং গৃহীত্বা স নকিকিঞ্চনোহজ্জুনঃ ।

অমুঞ্চৎ পার্থিবেন্দ্রস্তং রাক্ষসেন্দ্রং প্রহর্যবৎ ॥ ১৭ ॥

স তং বিমুচ্য ত্রিদশারিমজ্জুনঃ

প্রপূজ্য দিব্যাভরণান্বরৈঃ শুভৈঃ ।

অহিংসয়া সখ্যমুপেত্য সাগ্নিকম্

প্রণম্য সত্রক্ষসুতং ব্যসজ্জয়ৎ ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্যোনাপি সংগম্য রাক্ষসেন্দ্রঃ স রাবণঃ ।

পরিষজ্য কৃতাতিথ্যো লজ্জমানো বিসজ্জিতঃ ॥ ১৯ ॥

১৮। লো. টা। স তং প্রপূজ্য বাসুন্ধরিতোক্তং বাক্যম্, অহিংসয়া অক্রৌৰ্ণোণ সাগ্নিকং সখ্যমুপেত্য সত্রক্ষসুতং ব্যসজ্জয়তিতাপরম্। 'স তং বিমুচ্যে'তি পাঠে বন্ধনাধিমুচ্য দিব্যাভরণা-
দিভিঃ প্রপূজ্য সখ্যমুপেত্য ত্রক্ষসুতেন সহ প্রণম্য ব্যসজ্জয়ৎ।

১৯। লো. টা। পুলস্ত্যোনাপি সঙ্গম্য সখ্যং প্রাপ্য কারয়িত্বেনি বাবৎ, বিসজ্জিতঃ
কৃতাতিথ্যোহজ্জুনেতি শেষঃ।

বৎস, রাবণকে জয় করিয়া তুমি বিপুল যশঃ বিস্তার করিয়াছ, অতএব
অত আমার কথা পালন করিয়া রাবণকে মুক্ত কর ॥ ১৬ ॥

নরপতি অজ্জুন পুলস্ত্যের আদেশ শ্রবণ করিয়া কিছু না বলিয়াই সেই
রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে সন্তোষের সহিত মুক্ত করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই অজ্জুন দেবশত্রু রাবণকে মুক্ত করিয়া উৎকৃষ্ট অলঙ্কার এবং বস্ত্রদ্বারা
সম্মানিত করত হিংসা ভুলিয়া অগ্নিসমক্ষে [তাহার সহিত] বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া
প্রণামানন্তর ত্রক্ষপুত্র পুলস্ত্যের সহিত বিদায় দিলেন ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্যও সমীপে গমন করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক অজ্জুনের নিকট অতিথি-
সংকারপ্রাপ্ত লজ্জিত রাক্ষসরাজ রাবণকে বিদায় দিলেন ॥ ১৯ ॥

পিতামহস্তৃচাপি পুলস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ।

মোক্ষয়িত্বা দশগ্রীবং ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ২০ ॥

এবং স রাবণঃ প্রাপ্তঃ কার্ত্তবীৰ্য্যাত্ম ধৰ্ম্মবান্ ।

পুলস্ত্যবচনাচ্চাপি পুনর্মোক্ষমবাগুবান্ ॥ ২১ ॥

এবং বলিভ্যো বলিনঃ সন্তি রাঘবনন্দন ।

নাবজ্ঞা হি পুরে কার্য্যা বদীচ্ছেঃ শ্রেয় আত্মনঃ ॥ ২২ ॥

ভতঃ স রাজা পিশিতাশনানাং সহস্রবাহুঃ সমবেক্ষ্য মিত্রম্ ।

পুনর্নরাণাং কদনঙ্ককার চচার সর্ব্বাং পৃথিবীং চ দর্পাৎ ॥ ২৩ ॥

ইত্যর্ধে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাবণমোক্ষো নাম
দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

২২। লো-টা। পুরে শত্রো।

রাবণমোক্ষঃ ॥ ২২

ব্রহ্মপুত্র মুনিসত্তম পুলস্ত্য দশাননকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন
করিলেন ॥ ২০ ॥

সেই রাবণ কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্ঞূনের হস্তে এইরূপে পরাভবপ্রাপ্ত হইয়া পুলস্ত্যের
কথায় পুনরায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

হে রঘুনন্দন, বলবান্ ব্যক্তি অপেক্ষাও এইরূপ অনেক বলবান্ ব্যক্তি
আছেন ; যদি নিজের মঙ্গল কামনা কর, তবে শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা করিও না ॥ ২২ ॥

অনন্তর রাক্ষসরাজ সেই রাবণ সহস্রবাহু কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্ঞূনকে মিত্রভাবাপন্ন
দেখিয়া পুনরায় মনুষ্যদিগকে উৎপীড়িত করিতে করিতে সদর্পে সমস্ত পৃথিবী
বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণমোক্ষ-নামক

২২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

(২৩) ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

অৰ্জুনেন বিমুক্তস্ত রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

চচার পৃথিবীং কৃৎস্নামনির্বিঘ্নস্তথাকৃতঃ ॥ ১ ॥

রাক্ষসঃ বা মনুষ্যঃ বা শ্রুতবান্ যং বলাধিকম্ ।

রাক্ষসঃ স সমাসাচ্চ যুদ্ধায়াহরতে স্ম তম্ ॥ ২ ॥

ততঃ কদাচিৎ কিঙ্কিণ্যঃ নগরীং বালিপালিতাম্ ।

গত্বাহরত যুদ্ধায় বালিনং হেমমালিনম্ ॥ ৩ ॥

ততস্তং বানরামাত্যস্তারস্তারাদিপোপমঃ ।

উবাচ রাবণং বাক্যং যুদ্ধপ্রেপ্সু মুপাগতম্ ॥ ৪ ॥

রাক্ষসেন্দ্র গতো বালী যস্তব প্রবলো যুধে ।

নাচঃ প্রমুখতঃ স্মাতুং তব শক্তঃ প্লবঙ্গমঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। তথাকৃতঃ অৰ্জুনেন পরাভূতোহপি ন নির্বিঘ্নঃ অবিরক্তঃ ।

২। লো-টী। যুদ্ধায় যোদ্ধুম্ ।

অৰ্জুনকর্তৃক পরাজিত এবং বিমুক্ত রাক্ষসাধিপতি রাবণ নির্বেদগ্রস্ত না হইয়া সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

সেই রাক্ষস রাবণ, রাক্ষস অথবা মনুষ্য যাহাকেই অধিক-বলশালী বলিয়া গুণিত, তাহারই সমীপে গমন করিয়া তাহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিত ॥ ২ ॥

একদা রাবণ বালিপালিত কিঙ্কিণ্যানগরীতে গমন করিয়া সুবর্ণমালাধারী বালীকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল ॥ ৩ ॥

তার পর বালিতুল্য বানরমন্ত্রী 'তার' যুদ্ধাভিলাষী সমাগত রাবণকে বলিল— ॥ ৪ ॥

রাক্ষসেন্দ্র, যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বালী [সমুদ্রতীরে] গমন করিয়াছেন, অশ্রু কোন বানর তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নয় ॥ ৫ ॥

চতুষ্পি সমুদ্রে^১ সন্ধ্যামবাস্য রাবণ ।

ইমং মুহূর্তমায়াতি বালী তিষ্ঠ মুহূর্তকম্ ॥ ৬ ॥

এতানস্থিচয়ান্ পশ্য যত্র তে শঙ্খপাণ্ডুরাঃ ।

যুদ্ধার্থিনামিমে রাজন্ বানরাধিপতেজসা ॥ ৭ ॥

অমৃতরসঃ পীতস্থয়া^২ যত্রপি রাবণ ।

তথাপি বালিনং প্রাপ্য তদন্তং তব জীবিতম্ ॥ ৮ ॥

পশ্চেদানো^৩ জগচ্ছিত্রগিদং বিশ্ববসাত্মজ ।

ইমং মুহূর্তং সংপ্রাপ্য^৪ ছলভং তে ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

অথবা স্বরসে মর্তুং^৫ যাহি দক্ষিণসাগরম্ ।

বালিনং দ্রক্ষ্যসে তত্র ভূমিষ্ঠমিব ভাস্করম্ ॥ ১০ ॥

১। লো-টা। প্রাপ্য স্থিত্য। বিশ্ববসাত্মজ সন্ধিরার্থঃ। ‘পশ্চাত্তু’ ইতি পাঠঃ, কচিছু, ‘পশ্চাত্ত’।

রাবণ, তুমি মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর; বালী সমুদ্রচতুষ্টয়ে সন্ধ্যা-বন্দনা সমাপ্ত করিয়া এই মুহূর্তেই আসিবেন ॥ ৬ ॥

রাজন্, এই অস্থিরাশি অবলোকন কর, শঙ্খের স্রাব্য পুত্রবর্ণ এই অস্থিসমূহ বানরাধিপতি বালীর তেজঃপ্রভাবে মৃত যুদ্ধার্থীবৃন্দের ॥ ৭ ॥

রাবণ, তুমি যদি অমৃতরসও পান করিয়া থাক, তথাপি আজ বালীর নিকট উপস্থিত হইলেই তোমার জীবনের অবসান হইবে ॥ ৮ ॥

হে বিশ্ববার তনয়, এক্ষণে এই বিচিত্র জগৎ একবার নিরীক্ষণ করিয়া লও; এক মুহূর্ত পরেই তোমার পক্ষে ইহা ছলভ হইবে ॥ ৯ ॥

অথবা যদি মরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাক, তবে দক্ষিণসমুদ্রে গমন কর, সেখানে ভূতলস্থ সূর্য্যের স্রাব্য বালীকে দেখিতে পাইবে ॥ ১০ ॥

স তু তারং বিনির্ভৎসু রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।

ততঃ পুষ্পকমারুহ প্রববৌ দক্ষিণার্ণবম্ ॥ ১১ ॥

তত্র হেমগিরিপ্রখ্যং তরুণার্কনিভাননম্ ।

বালিনং রাবণোহপশ্যৎ সঙ্কোপাসনতৎপরম্ ॥ ১২ ॥

বদচ্ছয়োন্মীলয়তা বালিনাপি স রাবণঃ ।

আয়াতো লক্ষিতো দূরাচ্চকার ন চ সংভ্রমম্ ॥ ১৩ ॥

সিংহঃ শশমিবালক্ষ্য গরুড়ো বা ভুজঙ্গমম্ ।

নাচিস্তয়ত্তথা দৃষ্ট্বা বালী রাবণমাগতম্ ॥ ১৪ ॥

পুষ্পকাদবরুহাথ রাবণোহঞ্জনসপ্রভঃ ।

গ্রহীতুং বালিনং পশ্চাদাশ্রয়পদমদ্রবৎ ॥ ১৫ ॥

১৩। লো টা। সংভ্রমং সাধবদম্ ।

১৪। লো-টা। গরুড়ো বা গরুড় ইব, তথা 'ভদা' বা পাঠঃ ।

১৫। লো টা। অশ্রয়পদং ন দিগ্ধতে শব্দো যত্র তথা ।

রাক্ষসাধিপতি সেই রাবণ 'তার'কে তিরস্কার করিয়া পুষ্পকরথে আরোহণ করত দক্ষিণসাগরে গমন করিল ॥ ১১ ॥

রাবণ সেখানে কাঞ্চনগিরিসদৃশ বালমূৰ্য্যের ত্রায় আনন-বিশিষ্ট সঙ্কোপাসনায় নিযুক্ত বালীকে দেখিতে পাইল ॥ ১২ ॥

বালীও দৈবাৎ চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া দূর হইতে সেই রাবণকে আসিতে দেখিতে পাইলেন এবং কোনরূপ চাক্ষু্য প্রকাশ করিলেন না ॥ ১৩ ॥

সিংহ যেমন শশককে, বা গরুড় যেমন সর্পকে দেখিয়া উদ্ভিগ্ন হয় না, সেইরূপ বালীও রাবণকে আসিতে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন না ॥ ১৪ ॥

অনন্তর অঞ্জনতুল্য-প্রভাবিশিষ্ট রাবণ পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করিয়া বালীকে ধরিবার জন্ত তাঁহার পশ্চাতে নিঃশব্দ-পদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞাতং বালিনা তস্ম তচ্চ পাপবিচেষ্টিতম্ ।

অসম্ভ্রমমনাশ্চাসৌ চিন্তয়ামাস রাঘব ॥ ১৬ ॥

জিহ্বাক্ষমাণমগ্নৈনং রাবণং পাপচেতসম্ ।

কক্ষাবলম্বিতং কৃৎস্না গমিষ্যে ত্রীন্ মহার্ণবান্ ॥ ১৭ ॥

পশ্চাভ্ধেনং মমাক্ষস্থং প্রস্থতোরুকেরাশ্বরম্ ।

লম্বমানং দশগ্রীবাং গরুড়শ্বেব পন্নগম্ ॥ ১৮ ॥

ইত্যেতাং মতিমাস্থায় বালী নিয়মমাস্থিতঃ ।

জপন্ বৈ নৈগমং মন্ত্রং তস্থৌ পৰ্ব্বতরাড়িব ॥ ১৯ ॥

তাবন্যোন্ম্যং জিহ্বাক্ষন্তৌ হরিরাক্ষসপার্শ্বিবৌ ।

প্রবত্নবন্তৌ তৎ কৰ্ম চেরতুর্বলদর্পিতৌ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-ট। কক্ষাবলম্বিতং 'কক্ষাবলম্বিন'মিতি বা পাঠঃ ।

১৮। লো-ট। প্রস্থতাঃ প্রসারিতা উরবো মহাস্তঃ করা অঙ্গুলয়শ্চ যেন তম্ ।

উরু সন্ধিনী বা ।

১৯। লো-ট। নৈগমং বৈদিকম্ ।

২০। লো-ট। তৎ কৰ্ম পরম্পরগ্রহণরূপং চেরতুঃ চক্রতুঃ ।

হে রাঘব, বালী রাবণের সেই অসদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অব্যাকুলচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অজ্ঞ আমাকে ধরিতে ইচ্ছুক এই পাপিষ্ঠ রাবণকে কক্ষমধ্যে আবদ্ধ করিয়া [অপর] তিনটি মহাসমুদ্রে গমন করিব ॥ ১৬-১৭ ॥

ইহার বিশাল বাহু এবং বস্ত্র প্রসারিত হইয়া পড়ুক, লোকে আমার অঙ্কস্থিত লম্বমান এই দশাননকে গরুড়ধৃত সর্পের ন্যায় অবলোকন করুক ॥ ১৮ ॥

বালী এইরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়া সংযত হইয়া বৈদিক মন্ত্র জপ করিতে করিতে পৰ্ব্বতরাজ হিমালয়ের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

পরম্পরকে ধরিতে অভিলাষী সেই বলদর্পিত বানররাজ বালী এবং রাক্ষস-রাজ রাবণ যত্নপূর্বক সেই কার্য সাধন করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২০ ॥

হস্তপ্রাপ্তস্ত তং দৃষ্ট্বা পদশব্দেন রাবণম্ ।

প্রাপ্তমুখস্তং নিজগ্রাহ বালী সর্পমিবাণ্ডজঃ ॥ ২১ ॥

এহীতুকামমাদায় রক্ষসানীশ্বরং হরিঃ ।

খমুৎপপাত বেগেন কৃত্বা কক্ষাবলম্বিনম্ ॥ ২২ ॥

অভ্যর্থং পীড়্যমানস্ত তদা দন্তনৈধৈর্মুহঃ ।

জহার রাবণং বালী পবনস্তোয়দং যথা ॥ ২৩ ॥

অথ তে রাক্ষসামাত্যা হ্রিয়মাণং দশাননম্ ।

মুমোচয়িববো রাজন্ বালিনং সমুপক্রতাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বায়মানৈস্তুর্ক্বালো বভৌ নীলনিশাচরৈঃ ।

অন্বায়মানো মেঘৌঘৈরন্বরস্থ ইবাংশুমান্ ॥ ২৫ ॥

২১। লো-টা। অণ্ডজো গরুড়ঃ।

২৩। লো-টা। মুখৈর্মুখৈশ্চ বিভূদন্তং ব্যাথাং প্রাপ্তুবন্তম্। 'নৈধৈ'রিত্তি বা পাঠঃ।

২৫। লো-টা। অংশুমান্ হৃথাঃ।

বালী রাবণের পদশব্দদ্বারা হস্ত প্রসারণ করিলেই তাহাকে ধরিতে পারা যাইবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া পূর্বদিকে মুখ রাখিয়াই, গরুড় যেমন সর্পকে ধরে—সেইরূপ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ২১ ॥

বালী ধরিতে অভিলাষী সেই রাক্ষসেশ্বর রাবণকে ধরিয়া কক্ষদেশে ঝুলাইয়া সবেগে আকাশমার্গে উঠিলেন ॥ ২২ ॥

তখন বালী রাবণকর্তৃক দস্ত এবং নখ দ্বারা পুনঃ পুনঃ অতিশয় পীড়িত হইয়াও বায়ু যেরূপ মেঘকে লইয়া যায় সেইরূপ রাবণকে লইয়া চলিলেন ॥ ২৩ ॥

হে রাজন্, সেই রাক্ষসমস্ত্রিগণ অপহ্রিয়মাণ দশাননকে উদ্ধার করিবার অভিলাষে বালীর দিকে ধাবিত হইল ॥ ২৪ ॥

নীলবর্ণ রাক্ষসগণকর্তৃক অনুসৃত হইয়া বালী অনুগামী মেঘসমূহদ্বারা

নাশরু^১ বংশচ সংপ্রাপ্তুং বালিনং রাক্ষসাস্তদা ।

তশ্চ বাহুরুবেগেন পরিশ্রান্তা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥

বালিমার্গাদপক্রান্তাঃ^২ পর্বতেন্দ্রা ইব প্লুতাঃ ।

কিং পুনর্জীবিতং প্রেপ্সু^৩ র্বিভ্রাণো মাংসশোণিতম্ ॥ ২৭ ॥

যো হৃক্ষিপক্ষ্যসংপাতাদানরেন্দ্রো^৪ মনোজবঃ ।

ক্রমতে সাগরান্ সর্বান্ সন্ধ্যাকালঞ্চ বিন্দতি ॥ ২৮ ॥

সভাজ্যমানো ভূতৈস্তু^৫ খেচরৈঃ খেচরো হরিঃ ।

পশ্চিমং সাগরং বালী আজগাম সরাবণঃ ॥ ২৯ ॥

২৭। লো-টী। বালিমার্গাৎ বালিন ইভার্থে বালিপদং লুপ্তবষ্টীকং বালিনো গচ্ছত ইত্যর্থঃ। অপক্রামন্ গমনবেগাৎ স্বস্থানং ত্যক্তু। অস্থত্র গচ্ছন্তি স্ম। জীবিতুং প্রেপ্সুঃ অপক্রাম-
তীতি বাচ্যম্। 'জীবিতং প্রেপ্সু'রিত্যি বা পাঠঃ।

২৮। লো-টী। অক্ষিপক্ষ্যসংপাতাৎ নিমেষমাত্রাৎ সন্ধ্যাকালং প্রাপ্য বিন্দতি প্রাপ্নোতি
অগৃহান্।

২৯। লো-টী। সভাজ্যমানঃ পূজ্যমানঃ।

নভোমণ্ডলস্থ সূর্যোর ত্রায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

রাক্ষসগণ বালীকে ধরিতে সমর্থ হইল না, বরং তাহার হস্ত এবং উরুর বেগে
পরিশ্রান্ত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

বালীর গমনপথ হইতে শ্রেষ্ঠ পর্বত সকল যেন লক্ষপ্রদান করিয়াই সরিয়া
গেল, রক্তমাংসের শরীরধারী বাঁচিতে ইচ্ছুক প্রাণীর কথা আর কি বলিব ॥ ২৭ ॥

মনোগামী বানররাজ বালী নিমেষমাত্রে সমস্ত সাগরে পরিভ্রমণ করেন এবং
সর্বত্র যথাসময়ে সন্ধ্যা করেন ॥ ২৮ ॥

খেচর প্রাণিগণকর্তৃক সম্পূজিত আকাশচারী বানররাজ বালী রাবণের
সহিত পশ্চিম-সমুদ্রে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

১। হ 'তেশরু বংশচ প্রাপ্তুং'। ২। হ '-ক্রামন্ পর্বতাং বালি গচ্ছত'। ৩। হ '-তপ্সু'।
৪। হ 'মহাবলঃ'। ৫। হ 'তৈঃ স'।

তত্র সঙ্ক্যামুপাশ্রাসৌ জপ্তু^১। জপ্যঞ্চ বানরঃ ।

উত্তরং সাগরং প্রায়াদ্বহমানো নিশাচরম্ ॥ ৩০ ॥

বহুযোজনসাহস্রং তমধ্বানং মহাকপিঃ ।

বায়ুবচ্চ মনোবচ্চ জগাম সহ শক্রণা ॥ ৩১ ॥

উত্তরে সাগরে সঙ্ক্যামুপাশ্রৈব বিধানতঃ ।

প্রযযৌ বেগবান্ বালী পূর্বমম্মুহানিধিম্ ॥ ৩২ ॥

তত্রাপি সঙ্ক্যামন্বাশ্র বাসবিঃ স হরীশ্বরঃ ।

কিক্ষিক্ষ্যাভিমুখং রক্ষো গৃহীত্বা পুনরাগমৎ ॥ ৩৩ ॥

চতুষ্পি^৩ সমুদ্রেষু সঙ্ক্যামন্বাশ্র বানরঃ ।

রাবণোদ্বহনশ্রান্তঃ কিক্ষিক্ষ্যোপবনেহপতৎ ॥ ৩৪ ॥

৩২ । লো-টী । বলবদ্বালীভ্যেকং পদম্ 'বলবান্' বা পাঠঃ ।

বালী তথায় সঙ্ক্যা-উপাসনা এবং জপ্যমন্ত্র জপ করিয়া রাবণকে সঙ্গে লইয়া উত্তর-সাগরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩০ ॥

মহাবানর বালী শক্র রাবণকে কক্ষে করিয়া বহুসহস্রযোজন সেই পথ বায়ু এবং মনের আয় দ্রুত গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

বেগগামী বালী উত্তর সমুদ্রে যথাবিধি সঙ্ক্যা-উপাসনা করিয়াই পূর্ব মহা-সাগরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩২ ॥

ইঙ্গুপুত্র সেই বানরেশ্বর বালী সেখানেও সঙ্ক্যা-উপাসনা করিয়া রাবণকে লইয়া পুনরায় কিক্ষিক্ষ্যাভিমুখে আগমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

বানররাজ বালী চারি সমুদ্রে সঙ্ক্যাবন্দনাদি করিয়া রাবণকে বহন করত শ্রান্ত হইয়া কিক্ষিক্ষ্যার উপবনে উপনীত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

রাবণক^১ মুমোচাথ কক্ষ্যাতঃ কপিসত্তমঃ ।

কুতস্থমিতি চোবাচ^২ প্রহসন্ রাবণং পুনঃ ॥ ৩৫ ॥

বিস্ময়ং তু পরং গত্বা শ্রমলোলনিরীক্ষণঃ ।

রাক্ষসেন্দ্রো হরীশং তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

বানরেন্দ্র মহেন্দ্রাভ রাক্ষসেন্দ্রোহিস্মি রাবণঃ ।

যুদ্ধং প্রেপ্সুরিহ প্রাপ্তস্তচ্চাপ্যাসাদিতং ময়া ॥ ৩৭ ॥

অহো বলমহো বীর্যমহো গম্ভীরতা^৩ তব ।

যেনাহং পশুবদ্ গৃহ্য ভ্রামিতশ্চতুরোহর্বান্ ॥ ৩৮ ॥

এবমশ্রান্তবদ্বীরমেবং শীত্রক^৪ বানর ।

মামুদ্বহংশ্চ কোহধ্বানমেতং বীর ক্রমিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

৩৬। লো-টী। শ্রমেণ লোলে চঞ্চলে ঈক্ষণে যন্ত সং।

৩৭। লো-টী। এমো দুঃখম্।

৩৯। লো-টী। বীরং মাম্ এবং শীত্রমুদ্বহন্ অশ্রান্তবৎ এতমধ্বানং কো বীরঃ ক্রমিষ্যতীত্যর্থঃ।

পরে বানরশ্রেষ্ঠ বালী কক্ষ (বগল) হইতে রাবণকে মুক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ উপহাস পূর্বক তাহাকে বলিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? ॥ ৩৫ ॥

পরিশ্রমে চঞ্চল-লোচন রাক্ষসরাজ রাবণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া বানরেন্দ্র বালীকে এই কথা বলিল— ॥ ৩৬ ॥

হে মহেন্দ্রসদৃশ বানররাজ, আমি রাক্ষসাধিপতি রাবণ, [আপনার সহিত] যুদ্ধ করিবার অভিলাষে এই স্থানে আসিয়াছিলাম এবং তাহা আমি লাভ করিয়াছি ॥ ৩৭ ॥

হে বীর, আপনি আমাকে পশুর স্থায় ধরিয়া লইয়া চারিটী সমুদ্রে ভ্রমণ করাইয়াছেন, অতএব আপনার বল-বীর্য ও গাম্ভীর্য অতিশয় অদ্ভুত ॥ ৩৮ ॥

হে বীর বানর, আপনার স্থায় অথ কোন ব্যক্তি এত শীত্র আমার স্থায়

১। হ'গত'। ২। হ 'হোবাচ'। ৩। হ 'হরীশ্রং তমিদং'। ৪। হ '-ক্র-প্র-'। ৫। হ '-পুঃ শ্রমচ্চাদিতত্বয়া'। ৬। হ '-রতা চ তে'। ৭। হ 'বীরঃ'।

এয়াণামেব ভূতানাং গতিরেষা^১ প্লবঙ্গম ।

মনোহনিলস্পর্গানাং তব চাত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

তব দৃষ্টবলঃ সোহহমিচ্ছামি হরিপুঙ্গব ।

ত্বয়া সহ স্থিরং সংখ্যং স্মৃশ্নিকং পাবকাগ্রতঃ ॥ ৪১ ॥

দারারঃ পুত্রাঃ পুরং রাষ্ট্রং ভোগাচ্ছাদনভোজনম্ ।

সর্বমেবাবিতক্তং নো ভবিষ্যতি হরীশ্বর ॥ ৪২ ॥

এবমুক্তস্তদা তেন রাবণেন স বানরঃ ।

তথাস্তিত্যত্রবীকৃষ্টং তং বিভীষণপূর্বজম্ ॥ ৪৩ ॥

ততঃ প্রজ্বাল্য তাবগ্নিং তত্রোভৌ হরিরাক্ষসৌ ।

ভ্রাতৃদ্বমুপসম্প্রামৌ পরিস্রজ্য পরস্পরম্ ॥ ৪৪ ॥

৪০। লো-চী। স্তষ্টং তং রাবণম্ ।

বীরকে এইরূপ অক্ৰেশে বহন করিয়া এতখানি পথ অতিক্রম করিবে ॥ ৩৯ ॥

হে প্লবঙ্গম, মন এবং বায়ু, গরুড়, ও আপনি এই ভূতত্রয়েরই এইরূপ গতি [অপর কাহারও নহে], এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

হে বানরপুঙ্গব, আপনার শক্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে অগ্নি-সমন্বিত আপনার সহিত স্মৃশ্নিক চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪১ ॥

হে বানরেশ্বর, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাষ্ট্র, ভোগ, আচ্ছাদন ও ভোজন এই সমস্তই আমাদের অবিতক্ত হইবে ॥ ৪২ ॥

সেই রাবণ বানর বালীকে এইরূপ বলিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বিভীষণাগ্রজ রাবণকে 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন ॥ ৪৩ ॥

অতঃপর সেই বানর এবং রাক্ষস উভয়ে সেই স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

অন্তোন্মলম্বিতকরৌ ততস্তৌ মিত্রতাং গতো ।

কিঙ্কিয়াং বিশতুর্হর্কৌ সিংহৌ গিরিগুহামিব ॥ ৪৫ ॥

স তত্র মাসমুষিতো বালিনা সহ রাবণঃ ।

অমাত্যৈ রাবণৌ নীতস্ত্রৈলোক্যোৎসাদনার্থিভিঃ ॥ ৪৬ ॥

এবমেতৎ পুরা বৃত্তং বালিনা রাবণঃ প্রভো ।

ধর্মিতশ্চ কৃতশ্চাপি ভ্রাতা পাবকসম্মিধৌ ॥ ৪৭ ॥

বলমপ্রতিমং রাম বালিনোহভবদুত্তমম্ ।

সোহপি ত্বয়া বিনির্দগ্নঃ শলভো বহ্নিনা যথা ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বালিনা রাবণসখ্যং নাম

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

৪৫। লো-টী। অন্তোন্মলম্বিতকরৌ গৃহীতকরৌ ।

৪৬। লো-টী। মাসমুষিতঃ স্থিতঃ। ততশ্চাত্ত্র নীতঃ ।

৪৮। লো-টী। উত্তমম্ অপ্রতিমং বলমভবৎ ।

বালিসখ্যাম্ ॥ ২৩ ॥

তার পর তাঁহারা উভয়ে বন্ধু স্থাপন করিয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্বক গিরিগুহামধ্যে সিংহযুগলের শ্রায় হ্রষ্টচিত্তে কিঙ্কিয়ায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

সেই রাবণ কিঙ্কিয়ায় বালীর সহিত এক মাস অবস্থান করিল, পরে ত্রিভুবন-বিনাশাভিলাষী অমাত্যগণ তাহাকে লইয়া গেল ॥ ৪৬ ॥

হে প্রভো, বালী রাবণকে পরাভূত করিয়া পুনরায় অগ্নিসমীপে তাহার সহিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা পুরাবৃত্ত ॥ ৪৭ ॥

হে রাম, বালীর অতুলনীয় উত্তম বল ছিল, তুমি তাহাকেও অগ্নি যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ন করে, সেইরূপ দগ্ন করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বান্মীকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বালী ও রাবণের সখ্য-নামক

২৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

(২৪) চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

অথ বিক্রাসয়ন্ মর্ত্যান্ পৃথিব্যাং রাক্ষসাধিপঃ ।

আসসাদ বনে পুণ্যে মহর্ষিং নারদং তদা ॥ ১ ॥

নারদস্ত মহাতেজা দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ ।

অত্রবীশ্মেষপৃষ্ঠস্থো রাবণং পুষ্পকে স্থিতম্ ॥ ২ ॥

রাক্ষসাধিপতে বীর তিষ্ঠ বিশ্রবসঃ স্তত ।

প্রীতোহস্ম্যভিজনোপেতবিক্রমৈরুজ্জ্বিতৈস্তব ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুনা দৈত্যমথনৈস্তাক্ষ্যগোরগধর্ষণৈঃ ।

ত্বয়া সমরমর্দৈশ্চ দৃঢ়মস্ম্যভিতোমিতঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। বনে পুণ্যে স্মেরোরিতি শেষঃ ।

৪। লো-টা। যথা বিষ্ণুনা যথা গরুড়েন ধর্ষণৈঃ পীড়নৈঃ তথা ত্বয়া সমরমর্দৈঃ যুদ্ধে বীরাণাং পীড়নৈঃ ।

[লো-টা]। অভিজনোপেতবিক্রমৈঃ কুলোচিতপরাক্রমৈঃ ।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ, পৃথিবীস্থ মানবগণকে ভয়ে ভীত করিয়া [স্মেরুর] পুণ্যারণ্য মধ্যে মহর্ষি নারদের সাক্ষাৎ লাভ করিল ॥ ১ ॥

অমিতাভ মহাতেজাঃ দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠে থাকিয়াই পুষ্পকরথস্থ রাবণকে বলিলেন— ॥ ২ ॥

হে রাক্ষসাধিপতে বিশ্রবার তনয় বীর রাবণ, থাম, (দাঁড়াও,) আমি তোমার কুলোচিত প্রবলপরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুর দৈত্যমর্দন, গরুড়ের সর্পপীড়ন এবং তোমার সংগ্রামোৎসাহে আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি ॥ ৪ ॥

কিঞ্চিদক্ষ্যামি তাবদ্ধাং শ্রোতব্যং যদি মন্যসে ।

তন্মে নিগদতস্তাত সমাধিং শ্রবণে কুরু ॥ ৫ ॥

কিময়ং বধ্যতে লোকস্ত্রয়াবধেয়ং দৈবতৈঃ ।

হত এব হুয়ং লোকো যদা মৃত্যুবশং গতঃ ॥ ৬ ॥

দেবদানবদৈত্যানাং যক্ষগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্ ।

অবধেয়ং ত্রয়া লোকঃ ক্লেষ্ঠুং যোগ্যো ন মানুষ্যঃ ॥ ৭ ॥

নিত্যং শ্রেয়সি সংযুতং মহদ্ভিক্যসনৈর্কৃতম্ ।

হন্যাং কস্ত্বীদৃশং লোকং জরাব্যাদিশিতৈর্কৃতম্ ॥ ৮ ॥

তৈস্তৈরনিষ্টোপগমৈরজস্রং যত্র কুত্র কঃ ।

মতিমান্ মানুষে লোকে যুদ্ধেন প্রায়ী ভবেৎ ॥ ৯ ॥

৫। লো. টা। সমাধিম্ অবধানম্ ।

৬। লো. টা। দৈবতৈরবধেয়ং ।

৭। লো. টা। অনিষ্টানাং কদাপি ইচ্ছায়া অবিশ্বীয়ভূতানাং হুংখানামুপগমঃ প্রাপ্তির্থেভ্যস্তৈস্তৈর্যাধ্যাদিতিঃ সহ যত্র মনুষ্যো অজস্রং নিরন্তরং যুদ্ধং পীড়া বর্ততে তত্র তেন যুদ্ধেন কঃ প্রণয়ী প্রকৃষ্টনীতবান্ ।

হে তাত, তুমি যদি অনুমোদন কর, তবে তোমাকে কিছু বলিব; আমি বলিতেছি, তাহা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

দেবগণেরও অবধ্য তুমি এই লোকদিগকে বধ করিতেছ কেন? এই মনুষ্যগণ যখন মৃত্যুর বশবর্তী, তখন ইহারা নিহত হইয়াই আছে ॥ ৬ ॥

দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষসগণের অবধ্য হইয়া তোমার পক্ষে মনুষ্যদিগকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় ॥ ৭ ॥

নিয়ত মঙ্গলাচরণে পরাভুত, অত্যধিক ব্যাসনে সমাচ্ছন্ন এবং বার্কিক্য ও শত শত ব্যাধিদ্বারা সমাবৃত—এতাদৃশ মনুষ্যদিগকে কে বধ করে? ॥ ৮ ॥

সেই সমস্ত অনিষ্টজালে সর্বদা সর্বত্র পীড়িত এই মনুষ্যদিগের সহিত

১। ছ 'ভতো যে গদত'। ২। ছ 'বীথ'। ৩। ছ 'বীর হস্তং যুক্তং ন মানুষ্যম্'। ৪। ছ 'নৈযু'তম্'।

৫। ছ 'স্তাদৃশো'। ৬। ছ 'বর্ততে'। ৭। ছ 'যুদ্ধং ন তত্র মতিমান্'।

কীয়মাণং সর্দৈবেমং ক্ষুৎপিপাসাজরাতিভিঃ ।

বিষাদশোকসংযুতং মা লোকং ক্ষয়য় প্রভো ॥ ১০ ॥

পশ্য তাবশ্যহাবাহো রাক্ষসেশ্বর মানুষম্ ।

লোকমেতং বিচিত্রার্থং যশ্চ ন জায়তে গতিঃ ॥ ১১ ॥

কচিদ্ধাদিত্রনৃত্যানি সেব্যস্তে মুদিতৈর্জ্ঞানৈঃ ।

রুদ্রতে চাপরৈরার্তৈরশ্রুত্বিক্রেদিতাননৈঃ ॥ ১২ ॥

মাতাপিতৃহৃতশ্লেহান্ধার্যাবক্ষুমনোরথাৎ ।

ন বেত্তি ক্লেশমত্যর্থং লোকো মোহসমাবৃতঃ ॥ ১৩ ॥

তৎ ক্লিষ্টেন কিমেতেন নিত্যং ক্লেশপরেণ তে ।

জিত এব ত্বয়া সৌম্য মর্ত্যলোকো ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

১১ । লো-টা । বিচিত্রার্থং নানা প্রকারকম্, যশ্চ প্রকারস্ত গতিমূলম্ ।

১২ । লো-টা । তমেব বিচিত্রার্থং দর্শয়তি—কচিদিতি স্বাত্ম্যাম্ ।

১৩ । লো-টা । মনোরথাৎ মনোরথসম্পাদনাৎ ।

১৪ । লো-টা । ক্লেশপরেণ ক্লেশরূপোয়ং পরঃ শত্রুস্তেন ক্লিষ্টেন গৃহীতেন তত্ত্বম্বাৎ কিং ন কিমপি, নিসর্গতঃ স্বভাবতঃ ।

কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৯ ॥

হে প্রভাবশালিন্, ক্ষুধা, পিপাসা, জরা প্রভৃতিদ্বারা সর্বদা ক্ষয়প্রাপ্ত এবং বিষাদ ও শোকগ্রস্ত এই লোকদিগকে ক্ষয় করিও না ॥ ১০ ॥

হে মহাবাহো রাক্ষসনাথ, এই নানাবিধ বিচিত্র বিষয়াসক্ত মনুষ্যলোক দেখ, যাহার (যে বিষয়-বৈচিত্র্যের) মূল কারণ অপরিজ্ঞাত ॥ ১১ ॥

কোথাও মানবগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য ও বাজের সেবা করিতেছে, কোথাও বা আতর্জন অশ্রুসিক্ত আননে রোদন করিতেছে ॥ ১২ ॥

মাতা, পিতা ও পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ এবং ভাৰ্য্যা ও বন্ধুবর্গের অভিলাষে মোহাচ্ছন্ন হইয়া মানব নিরতিশয় [সাংসারিক] ক্লেশ উপলব্ধি করিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

হে সৌম্য, ক্লেশরূপ শত্রুদ্বারা সতত ক্লিষ্ট এই মনুষ্যলোককে ক্লেশ দিয়া তোমার কি হইবে? তুমি মনুষ্যলোক জয় করিয়াছ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥

যতো^১ বিনাশো ভূতানাং^২ যেনেদং বধ্যতে জগৎ ।

তং নিগৃহীষ পৌলস্ত্য যমং পরপূরঞ্জয়^৩ ।

তস্মিন্ হি বিজিতে সর্বং জিতং ভবতি ধর্মতঃ ॥ ১৫ ॥

এবমুক্তো রাক্ষসেন্দ্রো দীপ্যমান ইবৌজসা ।

অত্রবীম্নারদং বাক্যং সংপ্রহস্তাভিবাণু চ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষে দেবগন্ধর্ববিহারসমরপ্রিয় ।

অহং খলুগুতো গন্তং জয়ার্থং বসুধাতলম্ ॥ ১৭ ॥

ততো লোকত্রয়ং জিত্বা কৃত্বা নাগান্ সুরান্ বশে ।

সমুদ্রমমৃতার্থং বৈ মথিষ্যামি রসালয়ম্ ॥ ১৮ ॥

অথাত্রবীদ্রশগ্রীবং নারদো ভগবানৃষিঃ ।

কিমিদানীং বিমার্গেণ ত্বয়ান্মেনেহ গম্যতে ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। হে দেবগন্ধর্ববিহার ।

১৯। লো-টী। অত্রত্র শব্দে ইহ লোকে চ ।

হে পরপূরঞ্জয় পুলস্ত্যবংশধর, ষাঁহা হইতে প্রাণিগণের বিনাশ হয়—যিনি এই জগৎকে বধ করেন, সেই যমকে নিগৃহীত কর ; তাঁহাকে জয় করিলেই ধর্মতঃ সমস্ত জগৎ জয় করা হইবে ॥ ১৫ ॥

তখন তেজে দীপ্তপ্রায় রাক্ষসাধিপতি রাবণ নারদের কথা শ্রবণ করিয়া হাস্ত সহকারে অভিবাদন পূর্বক তাঁহাকে এই কথা বলিল—॥ ১৬ ॥

হে দেবগন্ধর্বলোকে ক্রীড়াপরায়ণ, বুদ্ধদর্শনপ্রিয় মহর্ষে ! আমি জয়ের জন্ত পাতালে যাইতে উত্তত হইয়াছি ॥ ১৭ ॥

তার পর ত্রিভুবন জয় করিয়া দেবতা ও নাগদিগকে বশে আনয়নপূর্বক অমৃতের জন্ত সুখালয় সমুদ্র মস্থন করিব ॥ ১৮ ॥

অনন্তর ভগবান্ দেবর্ষি নারদ দশাননকে বলিলেন, তুমি এক্ষণে

১। হ 'জতো'। ২। হ 'যেন বা'। ৩। হ '-য়'। ৪। হ 'ত্রক্ষর্ষে'। ৫। হ 'জয়ার্থ'। ৬। হ 'নাগা'। ৭। হ '-বীধ'। ৮। হ 'রসাতলম্'। ৯। হ 'বাসুধাতলম্'।

সুহৃদগমঃ খলু মহান্ পিতৃরাজপুং প্রতি ।

মার্গো গচ্ছতি দুর্দ্ধৰ্ষ যমস্থামিত্রকৰ্ষণ ॥ ২০ ॥

স তু শারদমেঘাভং যুক্ত্বা হাসং দশাননঃ ।

উবাচ কৃতমিত্যেবং বচনঞ্চৈদমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

অনেনৈব পথা ব্রহ্মন্ বৈবস্বতবধোদ্রুতঃ ।

গচ্ছামি দক্ষিণামাশাং যত্র সূর্য্যাত্তজো নৃপঃ ॥ ২২ ॥

ময়া তু ভগবন্ ক্রোধাৎ প্রতিজ্ঞাতং রণার্থিনা ।

অবজেষ্যামি চতুরো লোকপালানিতি প্রভো ॥ ২৩ ॥

তদেষ্য প্রস্থিতোহহং বৈ ধর্ম্মরাজপুং প্রতি ।

প্রজাসংক্লেশকর্তারং যোজয়িষ্যামি মৃত্যুনা ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। রাবণমুক্তেজয়তি সুহৃদগম ইতি। হে দুর্দ্ধৰ্ষ পিতৃরাজপুং সংযমনীং (?) প্রতি যোহসং মার্গো গচ্ছতি স তু মহান্ সুহৃদগমঃ অতন্তব তত্রৈদানীং গন্তমশ্চেতি।

২১। লো-টী। শারদমেঘাভং শারদমেঘশব্দাত্মিত্যর্থঃ। কৃতং স্বাকামিত্যর্থঃ।

বিপথে গমন করিতেছ কেন ? ॥ ১৯ ॥

হে কৃতাস্তুদুর্দ্ধৰ্ষ শত্রুসংহারক, অতিশয় দুর্গম এই প্রশস্ত পথ যমরাজের নগরের দিকে গিয়াছে ॥ ২০ ॥

পরে দশানন শরৎকালীন মেঘের ন্যায় হাস্য করিয়া নারদকে 'আপনার কথা অঙ্গীকার করিলাম' বলিয়া এই কথা বলিল—॥ ২১ ॥

ব্রহ্মন্, যমের বধার্থে উত্তোগী হইয়া এই পথেই যমরাজ যেদিকে আছেন—সেই দক্ষিণদিকে গমন করিতেছি ॥ ২২ ॥

প্রভো ভগবন্, ক্রোধবশতঃ আমি যুদ্ধার্থী হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, 'লোকপাল-চতুষ্টয়কে জয় করিব' ॥ ২৩ ॥

মৃতরাং আমি এই যমপুরীর প্রতিই গমন করিলাম, প্রাণিগণের ক্লেশদাতা সেই যমকে মৃত্যুর সহিত মিলন করাইব ॥ ২৪ ॥

এবমুক্তা দশগ্রীবো মুনিং তমভিবাণ চ ।

প্রযাতো দক্ষিণামাশাং প্রহৃষ্টঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ২৫ ॥

নারদস্ত মহাতেজা মুহূর্তং ধ্যানতৎপরঃ ।

চিন্তয়ামাস বিপ্রেন্দ্রো বিধুম ইব পাবকঃ ॥ ২৬ ॥

যেন লোকাস্ত্রয়ঃ সেন্দ্রাঃ ক্লিষ্টান্তে সচরাচরাঃ ।

যশ্চ দত্তে কৃতে সাক্ষী দ্বিতীয় ইব পাবকঃ ॥ ২৭ ॥

ভয়ত্রস্তা বিচেষ্টান্তে যস্মাল্লোকা মহাত্মনঃ ।

ত্রৈলোক্যমপি যষ্টাতদ্বশে তিষ্ঠতি সর্বদা ।

তং কথং রাক্ষসেন্দ্রোহয়ং স্বয়মেবাভিযোৎসৃতে ॥ ২৮ ॥

যো বিধাতা চ ধাতা চ স্মৃকৃতে তুষ্কৃতে তথা ।

ত্রৈলোক্যং বিদিতং যস্মা তং কথং তু হনিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

২৬। লো-টী। সধুমঃ পাবকঃ রাবণ ইত্যর্থঃ, যথা সর্বেষামুদ্বৈজকঃ তথা সঃ।

২৭। লো-টী। দত্তে দানে, কৃতে ধর্ম্মাধর্ম্মকর্ম্মণি।

২৮। লো-টী। ভয়েন ত্রস্তাঃ কল্পিতাঃ।

[লো-টী।] অধিগচ্ছতি অভিভবিতুমিচ্ছতি।

দশানন নারদমুনিকে এইরূপ বলিয়া এবং অভিবাদন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মন্ত্রিগণের সহিত দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিল ॥ ২৫ ॥

মহাতেজাঃ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ নারদ মুহূর্তকাল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া ধূমহীন অনলের আয় স্থিরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন— ॥ ২৬ ॥

যিনি চরাচরগণের সহিত ইন্দ্রপ্রমুখ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালবাসীদিগকে ক্লেণ দেন, যিনি দ্বিতীয় অগ্নির আয় [জীবগণের] দান ও পাপ-পুণ্য কার্যের সাক্ষী, যে মহাত্মার ভয়ে লোকসকল সন্ত্রস্ত হইয়া কার্য করে এবং এই ত্রিভুবনও ঈশ্বার অধীনে সর্বদা অবস্থান করে, তাঁহার সহিত কিরূপে রাক্ষসাদিগণের রাবণ নিজেই যুদ্ধ করিবে ॥ ২৭-২৮ ॥

যিনি পুণ্য এবং পাপের স্রষ্টা এবং ফলদাতা, ত্রিভুবন ঈশ্বার বিদিত, সেই

যমক্ষয়ন্তু সম্প্রাপ্তে দশগ্রীবে নিশাচরে ।

অপরং কিন্তু তত্রায়ং বিধানং সংবিধাশ্রুতি ॥ ৩০ ॥

দ্রক্ষুঃ তদদ্রুতং যুদ্ধং রাবণশ্চ যমশ্চ চ ।

কৌতূহলং মমাত্যর্থং যাস্তামি যমসাদনম্ ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্থে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নারদসমাগমো নাম

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

৩০। লো-টা। অয়ং রাবণঃ যমো বা, বিধানং প্রকারম্ ।

[লো-টা।] বহুবী বিধা কুমতিসম্পত্তির্ধ্বস্ত তং রাবণমহু লক্ষীকৃত্য অগমৎ । ভামুহনবে
৩৭ 'ভামুহনমেত'দিত বা পাঠঃ ॥

উত্তরকাণ্ডে নারদসমাগমঃ ॥ কচিচ্চ 'ঐববস্বতং প্রতি যাত্রে'তি পাঠঃ ॥ ২৪ ॥

যমকে কিরূপে নিহত করিবে ॥ ২৯ ॥

রাক্ষসাস্থিপতি দশানন যমালয়ে উপস্থিত হইলে সেই স্থানে যম অপর
কি ব্যবস্থা করিবেন ? রাবণ এবং যমের সেই অদ্রুত যুদ্ধ দেখিবার জন্য আমার
অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে, আমি যমলোকে গমন করিব ॥ ৩০-৩১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নারদসমাগম-নামক

২৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

১। অতঃ পরং হ 'কৌতূহলং সমুৎপন্নং যাস্তামি যমসাদনম্'। ইত্যধিকম্ । ২। অত্রৈতদর্শনং হ
পুস্তকে' ইতি মুদ্রিকয়ো বিচার্য বুদ্ধা অবিধমখম(৭)গান্তদা দানেবস্রম্ । যমসদনমুপেত্য চৈব সর্গং প্রকথিতবান্
স হি ভামুহনবে তৎ' । ইতি পাঠঃ ।

(২৫) পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

এবং সংচিন্ত্য বিপ্রেন্দ্রো যযৌ ত্বরিতবিক্রমঃ ।

আখ্যাভূৎ তদ যথারতং যমস্ম সদনং প্রতি ॥ ১ ॥

ততোহপশ্যদ্ যমং তত্র দেবমগ্নিপুরুঙ্কতম্ ।

বিধানমনুতিষ্ঠন্তং প্রণিনাং যস্ম যাদৃশম্ ॥ ২ ॥

স তু দৃষ্ট্বা যমঃ প্রাপ্তং নারদং দেবপূজিতম্ ।

অত্রবৌ সমুপাসীনমর্য্যমাবেদ্য ধর্ম্মতঃ ॥ ৩ ॥

কচ্চিৎ ক্ষেমং নু দেবর্ষে কচ্চিক্ষ্যে ন নশ্যতি ।

কিমাগমনকৃত্যং তে দেবগন্ধর্ব্বসেবিত ॥ ৪ ॥

তমত্রবৌ তথা পৃষ্ঠৌ নারদৌ ভগবানৃষিঃ ।

ক্ষয়তামভিধাশ্বামি বিধানক বিধীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

৩। লো টী। দেবসম্মতং দেবৈঃ সম্মতং সম্মানিতম্ ।

৪। লো-টী। কিমাগমনকৃত্যং কৃত্যং কারণম্ ।

ক্ষিপ্ৰগামী বিপ্রশ্রেষ্ঠ নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সংবাদ যথাযথরূপে বলিবার জন্য শমনগৃহের প্রতি যাত্রা করিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর নারদ যমালয়ে যাইয়া দেখিলেন, যমদেব অগ্নিকে সম্মুখে রাখিয়া প্রাণিগণের যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তদনুরূপ নিগ্রহানুগ্রহ বিধান করিতেছেন ॥ ২ ॥

যম দেবপূজিত নারদকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া উপবেশন করাইয়া ধর্ম্মানুসারে অর্য্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন— ॥ ৩ ॥

হে দেবগন্ধর্ব্বসেবিত দেবর্ষে, আপনার কুশল ত ? ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে না ত ? আপনার আসিবার কারণ কি ? ॥ ৪ ॥

এইরূপ প্রশ্ন করিলে ভগবান্ নারদঋষি তাঁহাকে বলিলেন—আমি

এষ নান্না দশগ্রীবঃ পিতৃরাজ নিশাচরঃ ।

উঠৈপতি স্বাং বশে নেভুং বিক্রমেণ স্নুহুর্জয়ঃ ॥ ৬ ॥

এতন্তু কারণং যেন স্বরিতোহস্মাহমাগতঃ ।

দগুহস্তস্ত তে যুদ্ধং দ্রষ্টুং তস্য চ রক্ষসঃ ॥ ৭ ॥

এতস্মিন্‌স্তুরে দূরাদংশুমস্তমিবোদিতম্ ।

দদৃশুর্দিব্যমায়ান্তং বিমানং তস্য রক্ষসঃ ॥ ৮ ॥

স ত্বপশ্যাম্‌হাবাহুর্দশগ্রীবস্ততস্ততঃ ।

প্রাণিনঃ স্কৃতং কস্ম ভুঞ্জানান্‌ দুষ্কৃতং তথা ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। উপায়াতি ক'চং 'উঠৈপতি স্বা'মিতি পাঠঃ।

[লো-টী।] অনয়োযু'দ্ধমাস্তর্ধ্যমিতার্থঃ।

৮। লো-টী। উদয়স্মিব ভাস্করঃ উদয়ন্তং ভাস্করমিব।

৯। লো-টী। স্কৃতং পুণ্যং জলিতম্।

[লো-টী।] ত্রপু সীসকম্।

[আগমনের কারণ] বলিতেছি, শ্রবণ করুন এবং [শ্রবণ করিয়া] যাহা কর্তব্য করুন ॥ ৫ ॥

হে পিতৃরাজ, দশগ্রীবনামক নিতান্ত দুর্জয় রাক্ষস বিক্রম প্রকাশ করিয়া আপনাকে বশে আনিবার জন্য আসিতেছে ॥ ৬ ॥

এই কারণেই আমি দগুধারী আপনার এবং সেই রাক্ষস রাবণের যুদ্ধ দেখিতে দ্রুত এইস্থানে আসিয়াছি ॥ ৭ ॥

ইত্যবসরে [সকলে] দূর হইতে উদিত সূর্য্যের ন্যায় সেই রাক্ষস রাবণের স্বর্গীয় বিমান আসিতেছে দেখিলেন ॥ ৮ ॥

মহাবাহু দশানন [যমালায়ে আসিয়া] দেখিতে পাইল যে, চারিদিকে প্রাণিগণ পুণ্য এবং পাপকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে ॥ ৯ ॥

ଦଦର୍ଶ ବଧ୍ୟମାନାନ୍ ସ କ୍ଷ୍ୟାମାଣାଂଚ ଦେହିନଃ ।

ସମସ୍ତ ପୁରୁଷୈର୍ଘୋରୈର୍ନୈକରୂପୈର୍ଭୟଙ୍କରୈଃ ॥ ୧୦ ॥

ତାର୍ଯ୍ୟମାନାନ୍ ବୈତରଣୀଃ ବହୁଃ ଶୋଣିତୋଦକାୟାଃ ।

ବାଲୁକାୟାଂ ତପ୍ତାୟାଂ କ୍ଷ୍ୟାମାଣାନ୍ ମୁହୁର୍ମୁହଃ ॥ ୧୧ ॥

କୃମିଭିର୍ଭକ୍ଷ୍ୟମାଣାଂଚ ସାରମେୟୈଚ ଦାରୁଣୈଃ ।

କ୍ରୋଶତଃଚ ମହାନାଦାଂସ୍ତୀବ୍ରାନ୍ ନିସ୍ବସତଃ ପରାନ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଶ୍ରୋତ୍ରାୟାସକରୀର୍ଷାଚଃ ଶୁଦ୍ରାବ ନଦତାଂ କଚିଂ ।

ଅସିପତ୍ରବନେହପଞ୍ଚଚ୍ଛିଦ୍ଧମାନାନ୍ଧାର୍ମିକାନ୍ ॥ ୧୩ ॥

ରୌରବେ କ୍ଳାରନଦୀଂ କ୍ଳୁରଧାରେ ଚ ଦାରୁଣେ ।

ପାନୀୟଂ ଯାଚମାନାଂଚ ତୃଷିତାନ୍ କ୍ଳୁଧିତାନ୍ କଚିଂ ॥ ୧୪ ॥

[ଲୋ-ଟୀ ।] ‘କାଧିତାନ୍ ବହୁନି’ତି ପାଠେ କାଶୀକୃତାନ୍ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୃତାନିତାର୍ଥଃ ।

୧୨ । ଲୋ-ଟୀ । କ୍ରୋଶତଃ କୁର୍ଷତଃ, ଡୀବ୍ରଂ ମହତ୍ ସଦା ଶ୍ରାନ୍ତତା ନିସ୍ବସତଃ ।

୧୩ । ଲୋ-ଟୀ । ଶ୍ରୋତ୍ରାୟାସକରୀଃ ଶ୍ରୋତ୍ରଞ୍ଚ ଛ୍ଵଃସଞ୍ଜନନୀଃ ।

ସେ ଦେଖିଲ, ବହୁରୂପୀ ଭୟଙ୍କର ଭୀଷଣ ସମଦୂତଗଣକର୍ତ୍ତୃକ ଜୀବସକଳ ଆକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ବଧ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଅନେକେ ଶୋଣିତୋଦକ-ପୂର୍ଣ୍ଣା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି, କେହି କେହି ପୁନଃପୁନଃ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲୁକାର ଉପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଅନେକେ ହିଂସ୍ର ସାରମେୟ ଏବଂ କୃମିଗଣକର୍ତ୍ତୃକ ଭକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଦୀର୍ଘନିଶ୍ବାସ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଅତ୍ୟାଚ୍ଛେଦରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିଥାନ୍ତି । ଦଶାନନ କୋନସ୍ଥାନେ କ୍ରନ୍ଦନରତ ଜୀବଗଣେ କର୍ଣ୍ଣବିଦାରକ ବାକ୍ୟସକଳ ଶୁନିତେ ପାହିଲ ଏବଂ ଅସିପତ୍ର-ବନ ନାମକ ନରକେ ଅଧାର୍ମିକଦିଗକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାୟ ଦେଖିତେ ପାହିଲ ॥ ୧୦-୧୩ ॥

[ରାବଣ ଦେଖିଲ] ରୌରବ, କ୍ଳାରନଦୀ ଏବଂ କ୍ଳୁରଧାରନାମକ ଭୀଷଣ ନରକେ କତକ-ଗୁଳି ପାମ୍ପି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଏବଂ କ୍ଳୁଧାର୍ତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ॥ ୧୪ ॥

শবভূতান্ কৃশান্ দীনান্ বিবর্ণান্ মুক্তমুক্তজান্ ।
 মলপঙ্কধরান্ রুক্ষান্ নগ্নাংশ্চ পরিধাবতঃ ।
 দদর্শ-রাবণো মর্ত্যান্ শতশোহত্ৰ সহস্রশঃ ॥ ১৫ ॥
 কাংশ্চিদ্ গৃহেষু পুণ্যেষু গীতবাদিত্রানিস্বনৈঃ ।
 প্রমোদমানান্দ্রাক্ষীং প্রাণিনঃ স্কৃৎসুঃ স্বকৈঃ ॥ ১৬ ॥
 গোরসং গোপ্রদাতৃশ্চ অন্নকৈবাল্যদায়িনঃ ।
 তত্র তত্রোপভুঞ্জানান্ স্বকর্মফলমগ্নতঃ ॥ ১৭ ॥
 বস্ত্রদান্ বস্ত্রসংচ্ছিন্নান্ গৃহদাংশ্চ গৃহে স্থিতান্ ।
 সুবর্ণমণিমুক্তানাং প্রদাতৃশ্চাত্যলঙ্কৃতান্ ।
 ধার্মিকংশ্চ নরাংস্তত্র দীপ্যমানান্ স্বতেজসা ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। ভূতান্ ভূতানি। কৃশান্ শব্দের দ্বারা 'কৃশানি'তি বা পাঠঃ। রুক্ষান্
 অচিকণান্। স চ রাবণ ইত্যম্বয়ঃ।

১৬। লো-টী।, পুণ্যেষু চাক্ষুঃ।

[১৭। লো-টী।] বর্ণঃ শুক্রাদিঃ, আদিপদেন রসগন্ধাদিঃ।

রাবণ আল্লায়িত-কেশ, বিবর্ণ, দীন, কৃশ, শবভাবাপন্ন, মল ও কদমলিপ্ত,
 রুক্ষকায়, উলঙ্গ, ইত্যন্ততঃ ধাবমান শত-সহস্র মর্ত্যবাসীকে দেখিতে পাইল ॥ ১৫ ॥

রাবণ দেখিল, কোন কোন প্রাণী স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে রমণীয় গৃহে গীত ও
 বাদিত্র-নিদানদ্বারা আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, নিজ নিজ কর্মফলানুসারে ধেনুদান-
 কারিগণ দ্রুক্ষ এবং অন্নদাতৃগণ অন্ন উপভোগ করিতেছে, বস্ত্রদানকারিগণ বস্ত্রপরিহিত
 রহিয়াছে এবং গৃহদানকারিগণ গৃহে অবস্থিত রহিয়াছে, মণি, মুক্তা ও সুবর্ণ-
 দানকারিগণ মণি, মুক্তা ও সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে, ধার্মিক লোকগণ স্বীয়
 তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া আছে ॥ ১৬-১৮ ॥

১। হ 'কৃশান্'। ২। ক 'লগ্নাংশ্চ'। ৩। হ 'মুক্তমুক্ত'। ৪। হ 'বর্ণবিভাগসংযুতান্'। ৫। হ
 'শাপল'।

কচিদন্তর্জলনিভাস্তমসা চাবৃত্যঃ কচিৎ ।

কচিৎ সৌম্যাশ্চ দিব্যাশ্চ পস্থানো দিব্যদর্শনাঃ ॥ ১৯ ॥

তং দেশং প্রভয়া তস্য পুষ্পকস্য মহাবলঃ ।

কৃৎস্না বিতিমিরং সর্বং সমীপমভ্যবর্তত ॥ ২০ ॥

ততস্তান্ বধ্যমানাস্তু প্রাণিনঃ কস্মভিঃ স্বকৈঃ ।

রাবণো মোক্ষয়ামাস বিক্রমেণ মহাবলঃ ॥ ২১ ॥

প্রাণিনো মোক্ষিতাস্তেন দশগ্রীবেণ রক্ষসা ।

সুখমাপুর্নুহৃত্তং তদতর্কিতমচিস্তিতম্ ॥ ২২ ॥

প্রেতেষু মুচ্যমানেষু রাক্ষসেন বলীয়সা ।

প্রেতগোপাঃ স্রংসরা রাক্ষসেন্দ্রমুপাদ্রবন্ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টা। অন্তর্জলনিভাঃ জলমধ্যতুল্যাঃ অগম্যা ইত্যর্থঃ । ‘অন্তর্জলগতা’ ইতি বা পাঠঃ । ‘দৃষ্টিদর্শনাঃ’ ‘দৃষ্টিশোভনাঃ’ ইতি পাঠে নেত্রানন্দজনকাঃ ।

২২। লো-টা। ‘অতর্কিতমকস্মাৎপস্থিতম্’ ।

কোথাও জলমধ্যতুল্য (ভ্রূগম), কোথাও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং কোথাও সুল্লর দিব্যদর্শন পথসকল রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

মহাবীর রাক্ষস তাহার পুষ্পকরথের প্রভায় চারিদিকের অন্ধকার দূর করিয়া [তাহাদের] সমীপে উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

পরে মহাবলশালী রাবণ পরাক্রম প্রকাশপূর্বক স্ব স্ব কস্মানুসারে বধ্যমান সেই প্রাণিগণকে মুক্ত করিয়া দিল ॥ ২১ ॥

প্রাণিগণ রাক্ষস দশাননকর্তৃক বিমুক্ত হইয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য সেই অচিস্তিত ও অতর্কিত সুখ প্রাপ্ত হইল ॥ ২২ ॥

বলবান্ রাক্ষসরাজ প্রেতগণকে বিমুক্ত করিলে, প্রেতরক্ষকগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইল ॥ ২৩ ॥

কুঠৈর্হলহলাশর্দৈঃ সর্বমাবিক্রমাবভৌ ।

ধর্মরাজস্য যোধানাং শূরাণাং সংপ্রধাবতাম্ ॥ ২৪ ॥

তে প্রাশৈঃ পরিঘৈঃ শূলৈশ্চুর্দগৈরৈঃ শক্তিতোমরৈঃ ।

পুষ্পকং সমবর্ষন্ত শূরাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ২৫ ॥

অসংখ্যাসীৎ সংবৃত্তং তস্য সৈন্যং মহাত্মনঃ ।

শূরাণামুগ্রবীৰ্যাণাং সংযুগেষুনিবর্তিনাম্ ॥ ২৬ ॥

ততো বৃক্ষাংশ্চ শৈলাংশ্চ প্রাসাদানাসনানি চ ।

পুষ্পকস্য বভঙ্কুস্তে পুষ্পাগি মধুপা ইব ॥ ২৭ ॥

দেবনির্গ্মাণভূতং তু বিমানং পুষ্পকং তদা ।

ভজ্যমানং তথৈবাত্তদক্ষয়ং ব্রহ্মতেজসা ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টা। সর্বং জগৎ আবিদ্ধং ব্যাপ্তম্।

২৬। লো-টা। তস্য যমস্ত, সংবৃত্তং বিজ্ঞমানম্।

[দশাননের প্রতি] সম্প্রধাবিত যমরাজের বীর যোদ্ধৃবৃন্দের কোলাহল-
ধ্বনিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইল বলিয়া বোধ হইল ॥ ২৪ ॥

সেই শতসহস্র বীর পুষ্পকরথের উপর শূল, মুষল, শক্তি, প্রাস, পরিঘ এবং
তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

মহাত্মা যমের সংগ্রামে অপরাধু উগ্রবীৰ্য্য অসংখ্য বীর সৈন্য যুদ্ধার্থ
সুসজ্জিত ছিল ॥ ২৬ ॥

তার পর ভ্রমর যেমন পুষ্পরাশি লণ্ডভণ্ড করে, তাহারা সেইরূপ বৃক্ষ, পর্বত
এবং পুষ্পকরথের প্রাসাদ ও আসন সকল ভগ্ন করিল ॥ ২৭ ॥

তখন সেই দেবনির্গ্মিত পুষ্পকরথ ভজ্যমান হইয়াও ব্রহ্মতেজে পূর্বের
নায় অক্ষয় রহিল ॥ ২৮ ॥

২। হ 'শূরাণাং যোধানাং'। ২। হ 'প্রাশৈঃ'। ৩। হ 'যমস্য'। ৪। হ 'দান্ সদানি চ'।

৫। হ 'তদৈবাত্ত'।

ততন্তে সচিবাস্তস্ম যথাকামং যথাবলম্ ।

অযুধ্যস্ত মহাবীরা দশগ্রীবস্ত রক্ষসঃ ॥ ২৯ ॥

তে তু শোণিতদিদ্ধাঙ্গাঃ সৰ্ব্বশস্ত্রবিশারদাঃ ।

অমাত্যা রাক্ষসেন্দ্রস্ত চক্রুরাযোধনং মহৎ ॥ ৩০ ॥

অন্যোন্মত্তং তে মহাবেগা জঘ্নুঃ প্রহরণৈর্ভূষণম্ ।

যমস্ত চ মহাসেনা রাক্ষসস্ত চ মস্ত্রিণঃ ॥ ৩১ ॥

অমাত্যাংস্তাংস্ত সংত্যজ্য যমস্তানুচরাস্তদা ।

তমেব সমবর্ষস্ত শূলবর্ষৈর্দর্শাননম্ ॥ ৩২ ॥

ততঃ শোণিতদিদ্ধাঙ্গঃ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ ।

ফুল্লাশোক ইবাজ্জন্নিমানে রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৩৩ ॥

৩১। লো-টা। মহাসৈন্তং জঘ্নুঃ ‘মহাসৈন্তা’ ইতি পাঠে মহাস্তস্ম তে সৈন্তাস্ত সেনায়াং সমবেতাস্তৎপতয়ন্ত। ‘সেনায়াং সমবেতা যে সৈন্তাস্তে সৈনিকাস্ত তে’ ইত্যমরঃ। মহৎ সৈন্তং যেবাং তে ইতি বা।

৩৩। লো-টি। অভ্রাজৎ চকাশে, ‘অরাঙ্গদি’তি বা পাঠঃ।

তার পর রাক্ষস দশাননের মহাবীৰ অমাত্যগণ শক্তি অনুসারে যথেষ্টভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

সৰ্ব্ববিধ শস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ সেই রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্যগণ রক্তাক্ত দেহে ভীষণ যুদ্ধ করিল ॥ ৩০ ॥

যমরাজের সেই মহাবেগশালী দুর্ধৰ্ষ সেনাগণ এবং রাবণের অমাত্যগণ অস্ত্রসমূহদ্বারা পরস্পরকে বিষম প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

যমের অনুচরগণ তখন সেই অমাত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া দশাননের উপরই শূল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

পরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ প্রহারে জর্জরীভূত এবং সৰ্ব্বাঙ্গে রুধিররঞ্জিত হইয়া বিমানমধ্যে পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

ସ ତୁ ଶୂଲାନ ଗଦାଃ ପ୍ରାମାନାୟମାନ ବିବିଧାନ ଶିତାନ ।

ମୁମୋଚ ଚ ଶିଳାରୁକ୍ମାନ ମୁମୋଚାସ୍ତ୍ରବଳାହନୀ ॥ ୩୪ ॥

ତାନି ସର୍ବାଧ୍ୟାବକ୍ଷିପ୍ୟ ତଦସ୍ତ୍ରଂ ବ୍ୟବହତ୍ୟ ଚ ।

ଭିନ୍ନିପାଲୈଶ୍ଚ ଶୂଲୈଶ୍ଚ ନିରୁକ୍ତାସଂ ପ୍ରଚକ୍ରିରେ ॥ ୩୫ ॥

ବିମୁକ୍ତକବଚ: କ୍ରୁଦ୍ଧୋ ମନ୍ତ: ଶୋଣିତବିଶ୍ରବେ: ।

ସନ୍ତାଞ୍ଜ୍ୟା ପୁଷ୍ପକଂ ବୀରଃ ପୃଥିବ୍ୟାମବତିର୍ଠତ ॥ ୩୬ ॥

ତଦ୍ରେସ୍ତଃ କାନ୍ୟୁକୀ ବାଣୀ କ୍ରୋଧସଂରକ୍ତଲୋଚନ: ।

ଲକ୍ଷସଂଜ୍ଞୋ ମୁହୂର୍ତ୍ତେନ କ୍ରୁଦ୍ଧସ୍ତସ୍ତ୍ରୋ ଯଥାସ୍ତକ: ॥ ୩୭ ॥

ତତ: ପାଞ୍ଚପତଂ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ରଂ ସନ୍ଧ୍ୟାୟ କାନ୍ୟୁକେ ।

ଇଦାନୀଂ ତିର୍ଠତେହ୍ୟାକ୍ରୁଦ୍ଧା ତତ୍ତ୍ୱାପଂ ବିଚକର୍ଷ ହ ॥ ୩୮ ॥

ଆ କର୍ଣାଂ ସ ବିକୃନ୍ୟାଧ ଚାପମିନ୍ଦ୍ରାରିରାହବେ ।

ମୁମୋଚ ତଂ ଶରଂ କ୍ରୁଦ୍ଧସ୍ତ୍ରିପୁରେ ଶଙ୍କରୋ ଯଥା ॥ ୩୯ ॥

୩୫ । ଲୋ-ଟୀ । ପ୍ରଚକ୍ରିରେ ସମାନ୍ତରା ଇତି ଶେଷ: ।

ଅସ୍ତ୍ରବଳେ ବଳୀୟାନ ରାବଣ ଶୂଳ, ଗଦା, ଲୋହନିର୍ମିତ ବିବିଧ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରାସ, ଶିଳା ଓ ବୃକ୍ଷସମୂହ ନିଃସ୍ପେଷ କରିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୩୪ ॥

ସମେର ଅସ୍ତ୍ରଚରଣ ସେହି ସମସ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିয়া ଏବଂ ତାହାରହି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିয়া ଭିନ୍ନିପାଳ ଏବଂ ଶୂଳସମୂହଦ୍ୱାରା ତାହାକେ ନିଃସ୍ପନ୍ଦ (ଅସାଢ଼) କରିয়া ଫେଲିଲ ॥ ୩୫ ॥

କବଚ ପତିତ ହେଉଣା ଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ନାନେ ମନ୍ତ ବୀର ରାବଣ ପୁଷ୍ପକରଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଆ ଭୂତଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୩୬ ॥

ଭୂତଳସ୍ଥ ରାବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତମନ୍ତେ ସଂଜ୍ଞାଲାଭ କରିଆ ଧକ୍ଷ ଏବଂ ବାଣ ଧାରଣ କରତ କ୍ରୋଧେ ଚକ୍ଷୁ: ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କରିଆ ଫୁଲ୍ଲ ଅସ୍ତ୍ରକେର ନ୍ୟାୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୩୭ ॥

ତାର ପର ଶରାମନେ ଦିବ୍ୟ ପାଞ୍ଚପତ ଅସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧାନ କରିଆ “ଏକନ ଦାଢ଼ାଓ ଦେଖି” ଏହି ବଳିଆ ସେହି ଧକ୍ଷ ଆକର୍ଷଣ କରଲ ॥ ୩୮ ॥

ଅନନ୍ତର ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରସୂକ୍ତ ରାବଣ କ୍ରୋଧବଶତ: କର୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ୟୁକ ଆକର୍ଷଣ କରିଆ

୧ । ଛ ‘ପ୍ରାମାନାୟମାନ’ । ୨ । ଛ ‘ବାଗାନ୍ ବାଗାନ୍ ଶିଳା ବୃକ୍ମାନ୍ କ୍ଷିପନ୍ କାନ୍ୟୁକବିଚ୍ଛାତାନ୍’ । ୩ । ଛ ‘-ପାରିକ୍ଷ୍ୟା’ । ୪ । ଛ ‘-ସେବ ବିଠିତ:’ ।

তস্য রূপং শরশাসীং সধুমজ্জালমণ্ডলম্ ।

বনং দিধক্ষতঃ শুক্ষমিদ্ধশ্চেব বিভাবসোঃ ॥ ৪০ ॥

জ্বালামালী স তু শরঃ ক্রব্যাদানুগতো রণে ।

মুক্তো গুল্মান্ ক্রমাংশ্চৈব ভস্মীকৃত্যভ্যধাবত ॥ ৪১ ॥

তে তস্য তেজসা দক্ষা যোধা বৈবস্বতস্য তু ।

বলে তস্মিন্ নিপতিতা মাহেন্দ্রা ইব কেতবঃ ॥ ৪২ ॥

ততঃ স সচিবৈঃ সার্কিং রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ ।

ননাদ স্তমহানাদং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৈবস্বতবলবিধ্বংসনং নাম
পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

৪০। লো-টা। ধূমেন জালমণ্ডলেন জালসমূহেন চ বর্তমানম্। ইদ্ধস্ত দীপ্তস্ত।

৪১। লো-টা। ক্রব্যাদানুগতঃ ক্রব্যাদং রাবণম্ অনুগতঃ সম্বন্ধঃ, পশ্চাত্তেন মুক্তঃ
তাত্তঃ। গুল্মান্ সেনাঃ।

বৈবস্বতবলবিধ্বংসনম্ ॥ ২৫ ॥

ত্রিপুরাসুরের প্রতি শিবের ন্যায় যুদ্ধে সেই বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৯ ॥

সেই বাণের আকৃতি [গ্রীষ্মকালে] শুষ্ক-বনদন্ধকারী প্রদীপ্ত দাবানলের
আয় প্রজ্বলিত শিখা ও ধূমযুক্ত হইল ॥ ৪০ ॥

যুদ্ধে রাবণের অনুগত জ্বালামালা-মণ্ডিত সেই নিক্ষিপ্ত শর সেনা এবং
বৃক্ষসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ধাবিত হইল ॥ ৪১ ॥

যমের সেই যোদ্ধৃবৃন্দ সেই বাণের তেজে দক্ষ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের আয় সেই
সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইল ॥ ৪২ ॥

তারপর ভীম-পরাক্রম রাক্ষস রাবণ অমাত্যাগণ সহ ভূমণ্ডল যেন কম্পিত
করিয়াই ঘোরতর শব্দে নিনাদ করিল ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিশ্রীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৈবস্বতবলবিধ্বংস-নামক
২৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

(২৬) ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

স তু তস্ম মহানাদং শ্রুত্বা বৈবস্বতঃ প্রভুঃ ।
 শক্রং বিজয়িনং মেনে শ্ববলস্ম চ সংক্ষয়ম্ ॥ ১ ॥
 স হি যোধান্ হতান্ মত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
 অত্রবীত্বরিতঃ সূতং রথো মে যুজ্যতামিতি ॥ ২ ॥
 তস্ম সূতস্তদা দিব্যমুপস্থাপ্য মহারথম্ ।
 স্থিতঃ স চ মহাতেজা অধ্যারোহত তং রথম্ ॥ ৩ ॥
 প্রাসমুদগরহস্তস্ত যুত্বাস্তশাগ্রতঃ স্থিতঃ ।
 যেন সংক্ষিপ্যাতে সর্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥
 কালদণ্ডস্ত পার্শ্বস্থো মূর্ত্তিমানস্ম চাভবৎ ।
 যমপ্রহরণং দিব্যং তেজসা জ্বলদগ্নিবৎ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। উপস্থাপ্য সমীপে স্থাপয়িত্বা স্থিতঃ। স চ যমঃ।

৫। লো-টী। মূর্ত্তিমানভবৎ, যতঃ যমপ্রহরণং যমস্তাস্ম। কালদণ্ডঃ কীদৃশঃ? যমায় সংযমায় ত্রৈলোক্যনিগ্ৰহায় অস্ত্রমিতি বা।

সূর্য্যাতনয় প্রভু যম রাবণের ভীষণ মিনাদ শ্রবণ করিয়া শক্রকে যুদ্ধে জয়ী এবং নিজসেনার সংক্ষয় বিবেচনা করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি যোদ্ধৃগণকে নিহত মনে করিয়া ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করত তৎক্ষণাৎ সারথিকে বলিলেন, আমার রথ যোজনা কর ॥ ২ ॥

তখন যমের সারথি উৎকৃষ্ট প্রকাণ্ড রথ তাঁহার সমীপে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল; মহাতেজাঃ যমও সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩ ॥

যে যুত্বা অনাদি প্রবাহশালী এই ত্রিভুবন সংহার করেন, সেই যুত্বা প্রাস ও মুদগর হস্তে যমের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তেজঃপ্রভাবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির স্থায় যমের দিব্য অস্ত্র কালদণ্ডও মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

ততো লোকত্রয়ং ক্ষুদ্রমকম্পান্ত দিবৌকসঃ ।

কালং দৃষ্ট্বা তথা ক্রুদ্ধং সৰ্বলোকভয়াবহম্ ॥ ৬ ॥

ততঃ সংচোদয়ন্ সূতস্তান্ হয়ান্ রুচিরপ্রভান্ ।

প্রযযৌ ভীমসংনাদৌ যত্র রক্ষঃপতিঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

মূহূর্তেন যমং তে তু হয়ান্ হরিহয়োপমাঃ ।

প্রাপয়ন্ মনসস্তল্যা যত্র তৎ প্রস্তুতং বলম্ ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা তথৈব বিকৃতং রথং মৃত্যুসমম্বিতম্ ।

সচিবা রাক্ষসেন্দ্রশ্চ সহসান্ বিপ্রদুঃস্রবুঃ ॥ ৯ ॥

লঘুসত্তয়া তে হি নষ্টসংজ্ঞা ভয়াদ্বিতাঃ ।

নেহ যৌকুং সমৰ্থাঃ স্ম ইত্যুক্ত্বা প্রযযুর্দিশঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। ক্ষুদ্রং প্রাপ্তকোভম্।

৮। লো-টী। তৎ প্রস্তুতং রণম্। 'অস্ত্রিয়াং সমরানীকরণাঃ কলহবিগ্রহা'বিত্যমরঃ।

১০। লো-টী। লঘুসত্তয়া অল্পবলতয়া।

তখন সমস্ত লোকের ভয়জনক কৃতান্তকে তাদৃশ ক্রুদ্ধ দেখিয়া ত্রিভুবন ক্ষুব্ধ হইল এবং স্বর্গবাসী দেবতারা কম্পিত হইলেন ॥ ৬ ॥

পরে সারথি রুচিরপ্রভ সেই অশ্বসকলকে চালিত করিয়া ভীষণ ধ্বনি করিতে করিতে রাক্ষসপতি রাবণ যেখানে অবস্থান করিতেছিল, সেইস্থানে গমন করিল ॥ ৭ ॥

মনের তুল্য বেগবান্ ইন্দ্রের অশ্বসদৃশ সেই অশ্বগণ মুহূর্তমধ্যে যমকে সেই শ্মশুজিত সৈন্যমধ্যে উপনীত করিল ॥ ৮ ॥

মৃত্যুসমম্বিত তাদৃশ ভয়ঙ্কর রথ দেখিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্যগণ সহসান্ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

সেই অমাত্যগণ দুর্বলতাবশতঃ ভীত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া 'আমরা এখানে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না' এই বলিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল ॥ ১০ ॥

শবভূতান্ কুশান্ দীনান্ বিবর্ণান্ মুক্তমূৰ্দ্ধজান্ ।

মলপঙ্কধরান্ রুক্ষান্ নগ্নাংশ্চ পরিধাবতঃ ।

দদর্শ রাবণো মৰ্ত্ত্যান্ শতশোহত্ৰ সহস্রশঃ ॥ ১৫ ॥

কাংশ্চিদ্ গৃহেষু পুণ্যেষু গীতবাদিত্রনিশ্বনৈঃ ।

প্রমোদমানান্দ্রাক্ষীং প্রাণিনঃ স্কৃৎসুঃ স্বকৈঃ ॥ ১৬ ॥

গোরসং গোপ্রদাতৃশ্চ অন্নকৈবামদায়িনঃ ।

তত্র তত্রোপভুঞ্জানান্ স্বকর্ষফলমশ্নতঃ ॥ ১৭ ॥

বস্ত্রদান্ বস্ত্রসংচ্ছিন্নান্ গৃহদাংশ্চ গৃহে স্থিতান্ ।

সুবর্ণমণিমুক্তানাং প্রদাতৃশ্চাভ্যলঙ্কৃতান্ ।

ধার্মিকংশ্চ নরাংস্তত্র দীপ্যমানান্ স্ততেজসা ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। ভূতান্ ভূতানি। ক্ষতান্ শত্বেচ্ছিন্নান্ 'কুশানি'তি বা পাঠঃ। রুক্ষান্ অচিকগান্। স চ রাবণ ইত্যর্থঃ।

১৬। লো-টী। পুণ্যেষু চারুষু।

[১৭। লো-টী।] বর্ণঃ শুক্লাদিঃ, আদিপদেন রসগন্ধাদিঃ।

রাবণ আলুলায়িত-কেশ, বিবর্ণ, দীন, কুশ, শবভাবাপন্ন, মল ও কর্দমলিপ্ত, রুক্ষকায়, উলঙ্গ, ইত্যন্ততঃ ধাবমান শত-সহস্র মৰ্ত্ত্যবাসীকে দেখিতে পাইল ॥ ১৫ ॥

রাবণ দেখিল, কোন কোন প্রাণী স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে রমণীয় গৃহে গীত ও বাদিত্র-নিনাদদ্বারা আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, নিজ নিজ কর্মফলানুসারে ধেমুদান-কারিগণ ছক্ষ এবং অন্নদাতৃগণ অন্ন উপভোগ করিতেছে, বস্ত্রদানকারিগণ বস্ত্রপরিহিত রহিয়াছে এবং গৃহদানকারিগণ গৃহে অবস্থিত রহিয়াছে, মণি, মুক্তা ও সুবর্ণ-দানকারিগণ মণি, মুক্তা ও সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে, ধার্মিক লোকগণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া আছে ॥ ১৬-১৮ ॥

১। হ 'কুশান'। ২। ক 'লগ্নাংশ্চ'। ৩। হ 'পুণ্যেষু'। ৪। হ 'বাদিত্রণসংভূতান্'। ৫। হ 'চাপল'।

কচিদন্তুর্জলনিভাস্তমসা চারুতাঃ কচিৎ ।

কচিৎ সৌম্যাশ্চ দিব্যাশ্চ পদ্মানো দিব্যদর্শনাঃ ॥ ১৯ ॥

তং দেশং প্রভয়া তস্য পুষ্পকস্য মহাবলঃ ।

কৃত্বা বিতিমিরং সর্বং সমীপমভ্যবর্তত ॥ ২০ ॥

ততস্তান্ বধ্যমানাস্তু প্রাণিনঃ কশ্মভিঃ স্বকৈঃ ।

রাবণো মোক্ষয়ামাস বিক্রমেণ মহাবলঃ ॥ ২১ ॥

প্রাণিনো মোক্ষিতাস্তেন দশগ্রীবৈশ্চ রক্ষসা ।

সুখমাপুমুহূর্তং তদতর্কিতমচিস্তিতম্ ॥ ২২ ॥

প্রেতেষু মৃত্যুমানেষু রাক্ষসেন বলীয়সা ।

প্রেতগোপাঃ সুসংরক্ষা রাক্ষসেন্দ্রমুপাদ্রবন্ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। অন্তর্জলনিভাঃ জলমধ্যাতুল্যাঃ অগম্যা ইত্যর্থঃ। ‘অন্তর্জলগতা’ ইতি বা পাঠঃ। ‘দৃষ্টিদর্শনাঃ’ ‘দৃষ্টিশোভনাঃ’ ইতি পাঠে নেত্রানন্দজনকাঃ।

২২। লো-টী। অতর্কিতমকস্মাহপস্থিতম্।

কোথাও জলমধ্যাতুল্য (হুর্গম), কোথাও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং কোথাও সুন্দর দিব্যদর্শন পথসকল রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

মহাবীর রাক্ষস তাহার পুষ্পকরথের প্রভায় চারিদিকের অন্ধকার দূর করিয়া [তাহাদের] সমীপে উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

পরে মহাবলশালী রাবণ পরাক্রম প্রকাশপূর্বক স্ব স্ব কশ্মালুসারে বধ্যমান সেই প্রাণিগণকে মুক্ত করিয়া দিল ॥ ২১ ॥

প্রাণিগণ রাক্ষস দশাননকর্তৃক বিমুক্ত হইয়া মুহূর্তকালের জন্য সেই অচিস্তিত ও অতর্কিত সুখ প্রাপ্ত হইল ॥ ২২ ॥

বলবান্ রাক্ষসরাজ প্রেতগণকে বিমুক্ত করিলে, প্রেতরক্ষকগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইল ॥ ২৩ ॥

কুঠৈহলহলাশর্দৈঃ সর্বমাবিক্রমাবর্তো ।

ধর্মরাজস্ত যোধানাং শূরাণাং সংপ্রধাবতাম্ ॥ ২৪ ॥

তে প্রাণৈঃ পরিধৈঃ শূলৈশ্চুর্দগরৈঃ শক্তিতোমরৈঃ ।

পুষ্পকং সমবর্ষন্ত শূরাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ২৫ ॥

অসংখ্যমাসীৎ সংবৃত্তং তস্ত সৈন্যং মহাত্মনঃ ।

শূরাণামুগ্রবীৰ্যাণাং সংযুগেষুনিবর্তিনাম্ ॥ ২৬ ॥

ততো বৃক্ষাংশ্চ শৈলাংশ্চ প্রাসাদানাসনানি চ ।

পুষ্পকস্ত বভঙ্কুস্তে পুষ্পাণি মধুপা ইব ॥ ২৭ ॥

দেবনির্মাণভূতং তু বিমানং পুষ্পকং তদা ।

ভজ্যমানং তথৈবাত্তদক্ষয়ং ব্রহ্মতেজসা ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। সর্বং জগৎ আবিষ্কং ব্যাপ্তম্।

২৬। লো-টী। তস্ত যমস্ত, সংবৃত্তং বিজ্ঞমানম্।

[দশাননের প্রতি] সম্প্রধাবিত যমরাজের বীর যোদ্ধৃবৃন্দের কোলাহল-
ধ্বনিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইল বলিয়া বোধ হইল ॥ ২৪ ॥

সেই শতসহস্র বীর পুষ্পকরথের উপর শূল, মুষল, শক্তি, প্রাস, পরিঘ এবং
তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

মহাত্মা যমের সংগ্রামে অপরাধু উগ্রবীৰ্য্য অসংখ্য বীর সৈন্য যুদ্ধার্থ
সুসজ্জিত ছিল ॥ ২৬ ॥

তার পর ভ্রমর যেমন পুষ্পাশি লণ্ডভণ্ড করে, তাহারা সেইরূপ বৃক্ষ, পর্বত
এবং পুষ্পকরথের প্রাসাদ ও আসন সকল ভগ্ন করিল ॥ ২৭ ॥

তখন সেই দেবনির্মিত পুষ্পকরথ ভজ্যমান হইয়াও ব্রহ্মতেজে পূর্বের
ন্যায় অক্ষয় রহিল ॥ ২৮ ॥

১। হ 'শূরাণাং যোধানাং'। ২। হ 'প্রাণৈঃ'। ৩। হ 'স্ববহৎ'। ৪। হ 'দানু সদনানি চ'।

৫। হ 'তথৈবাত্ত'।

ততস্তে সচিবাস্তস্ম যথাকামং যথাবলম্ ।

অযুধ্যস্ত মহাবীরা দশগ্রীবস্ত রক্ষসঃ ॥ ২৯ ॥

তে তু শোণিতদিক্কাঙ্গাঃ সর্বশস্ত্রবিশারদাঃ ।

অমাত্যা রাক্ষসেন্দ্রস্ত চক্রুরাযোধনং মহৎ ॥ ৩০ ॥

অন্যোন্ম্য তে মহাবেগা জঘ্নুঃ প্রহরনৈর্ভূশম্ ।

যমস্ত চ মহাসেনা রাক্ষসস্ত চ মদ্রিণঃ ॥ ৩১ ॥

অমাত্যাংস্তাংস্ত সংত্যজ্য যমস্তানুচরাস্তদা ।

তমেব সমবর্ষস্ত শূলবর্ষৈর্দর্শাননম্ ॥ ৩২ ॥

ততঃ শোণিতদিক্কাঙ্গঃ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ ।

ফুল্লাশোক ইব্রাজদ্বিমানো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৩৩ ॥

৩১। লো-টী। মহাসৈন্তং জঘ্নুঃ ‘মহাসৈন্তা’ ইতি পাঠে মহাস্তশ্চ তে সৈন্তাশ্চ সেনায়াং সমবেতাংস্তংপতয়শ্চ। ‘সেনায়াং সমবেতা যে সৈন্তান্তে সৈনিকাশ্চ তে’ ইত্যমরঃ। মহৎ সৈন্তং বেষাৎ তে ইতি বা।

৩৩। লো-টী। অত্রাজং চকাশে, ‘অরাজদি’তি বা পাঠঃ।

তার পর রাক্ষস দশাননের মহাবীর অমাত্যগণ শক্তি অনুসারে যথেষ্টভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

সর্ববিধ শস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ সেই রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্যগণ রক্তাক্ত দেহে ভীষণ যুদ্ধ করিল ॥ ৩০ ॥

যমরাজের সেই মহাবেগশালী দুর্দ্বন্দ্ব সেনাগণ এবং রাবণের অমাত্যগণ অস্ত্রসমূহদ্বারা পরস্পরকে বিষম প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

যমের অনুচরগণ তখন সেই অমাত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া দশাননের উপরই শূল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

পরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ প্রহারে জর্জরীভূত এবং সর্বাক্ষে রুধিররঞ্জিত হইয়া বিমানমধ্যে পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

স তু শূলান্ গদাঃ প্রাসানায়সান্ বিবিধান্ শিতান্ ।

মুমোচ চ শিলাবৃক্ষান্ মুমোচান্ধ্রবলাদ্বলী ॥ ৩৪ ॥

তানি সৰ্বাণ্যবক্ষিপ্য তদস্ত্রং ব্যবহৃত্য চ ।

ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চ নিরুদ্ধাসং প্রচক্রিরে ॥ ৩৫ ॥

বিমুক্তকবচঃ ক্রুদ্ধো মত্তঃ শোণিতবিশ্রবৈঃ ।

সন্ত্যজ্য পুষ্পকং বীরঃ পৃথিব্যামবতিষ্ঠত ॥ ৩৬ ॥

তত্রস্থঃ কাম্বুকী বাণী ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।

লক্ষসংজ্ঞো মুহূর্তেন ক্রুদ্ধস্তম্ভো যথাস্তকঃ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ পাশুপতং দিব্যমস্ত্রং সন্ধ্যায় কাম্বুকে ।

ইদানীং তিষ্ঠতেভ্যুক্তা তচ্চাপং বিচক্ৰ হ ॥ ৩৮ ॥

আ কৰ্ণাং স বিকৃষ্যাথ চাপমিস্ত্রারিরাহবে ।

মুমোচ তং শরং ক্রুদ্ধস্ত্রিপূরে শঙ্করো যথা ॥ ৩৯ ॥

৩৫ । লো-টা । প্রচক্রিরে যমান্ চরা ইতি শেষঃ ।

অস্ত্রবলে বলীয়ান্ রাবণ শূল, গদা, লৌহনির্মিত বিবিধ তীক্ষ্ণ প্রাস, শিলা ও বৃক্ষসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

যমের অমুচরণ সেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া এবং তাহারই অস্ত্র ব্যবহার করিয়া ভিন্দিপাল এবং শূলসমূহদ্বারা তাহাকে নিঃস্পন্দ (অসাড়) করিয়া ফেলিল ॥ ৩৫ ॥

কবচ পতিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ এবং রক্তক্ষরণে মত্ত বীর রাবণ পুষ্পকরথ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

ভূতলস্থ রাবণ মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া ধনুক এবং বাণ ধারণ করত ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া ক্রুদ্ধ অস্ত্রকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

তার পর শরাসনে দিব্য পাশুপত অস্ত্র সন্ধান করিয়া “এখন দাঁড়াও দেখি” এই বলিয়া সেই ধনুক আকর্ষণ করিল ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর সেই ইন্দ্রশক্তি রাবণ ক্রোধবশতঃ কর্ণ পর্য্যন্ত কাম্বুক আকর্ষণ করিয়া

১। হ ‘প্রাসান্ দায়কান্’ । ২। হ ‘নগান্ বাণান্ শিলা বৃক্ষান্ ক্ষিপন্ কাম্বু-কবিচুতান্’ । ৩। হ ‘-পাণিক্ষিপ্য’ । ৪। হ ‘-যেব বিষ্টিতঃ’ ।

তস্য রূপং শরশাসীং সধুমজ্জালমণ্ডলম্ ।

বনং দিধক্ষতঃ শুষ্কমিদ্ধশ্চৈব বিভাবসোঃ ॥ ৪০ ॥

জ্বালামালী স^১ তু শরঃ ক্রব্যাদানুগতো রণে ।

মুক্তো গুল্মান্ ক্রমাংশৈচৈব ভস্মীকৃত্যভ্যধাবত ॥ ৪১ ॥

তে তস্য তেজসা দগ্ধা যোধা বৈবশ্বতস্য তু^২ ।

বলে তস্মিন্ নিপতিতা^৩ মাহেন্দ্রা ইব কেতবঃ ॥ ৪২ ॥

ততঃ স সচিবৈঃ সার্কিং রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ ।

ননাদ হুমহানাদং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্থে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৈবশ্বতবলবিক্ষবৎসনং নাম
পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

৪০। লো-টী। ধূমেন জ্বালমণ্ডলেন জ্বালসমূহেন চ বর্তমানম্। ইদ্ধস্য দীপ্তস্য।

৪১। লো-টী। ক্রব্যাদানুগতঃ ক্রব্যাদং রাবণম্ অনুগতঃ সধুমঃ, পশ্চাত্তেন যুক্তঃ
তাস্তঃ। গুল্মান্ সেনাঃ।

বৈবশ্বতবলবিক্ষবৎসনম্ ॥ ২৫ ॥

ত্রিপুরাসুরের প্রতি শিবের ন্যায় যুদ্ধে সেই বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৯ ॥

সেই বাণের আকৃতি [গ্রীষ্মকালে] শুষ্ক-বনদগ্ধকারী প্রদীপ্ত দাবানলের
আয় প্রজ্বলিত শিখা ও ধূমধুক্ত হইল ॥ ৪০ ॥

যুদ্ধে রাবণের অনুগত জ্বালামালা-মণ্ডিত সেই নিক্ষিপ্ত শর সেনা এবং
বৃক্ষসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ধাবিত হইল ॥ ৪১ ॥

যমের সেই যোদ্ধাবৃন্দ সেই বাণের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের আয় সেই
সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইল ॥ ৪২ ॥

তারপর ভীম-পরাক্রম রাক্ষস রাবণ অমাত্যগণ সহ ভূমণ্ডল যেন কম্পিত
করিয়াই ঘোরতর শব্দে নিনাদ করিল ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৈবশ্বতবলবিক্ষবৎস-নামক
২৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

(২৬) ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

স তু তস্ম মহানাদঃ শ্রুত্বা বৈবস্বতঃ প্রভুঃ ।
 শত্রুং বিজয়িনং মেনে স্ববলস্য চ সংক্ষয়ম্ ॥ ১ ॥
 স হি যোধান্ হতান্ মত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
 অত্রবীজ্বরিতঃ সূতং রথো মে যুজ্যতামিতি ॥ ২ ॥
 তস্ম সূতস্তদা দিব্যগুপস্থাপ্য মহারথম্ ।
 স্থিতঃ স চ মহাতেজা অধ্যারোহত তং রথম্ ॥ ৩ ॥
 প্রাসমুদগরহস্তস্ত মৃত্যুস্তস্তাগ্রতঃ স্থিতঃ ।
 যেন সংক্ষিপ্যাতে সর্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥
 কালদগুস্ত পার্থস্থো মূর্ত্তিমানস্য চাভবৎ ।
 যমপ্রহরণং দিব্যং তেজসা জ্বলদগ্নিবৎ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। উপস্থাপ্য সমীপে স্থাপয়িত্বা স্থিতঃ। স চ যমঃ।

৫। লো-টী। মূর্ত্তিমানভবৎ, যতঃ যমপ্রহরণং যমতাস্তম্। কালদগুঃ কীদৃশঃ? যমায় সংঘনায় ত্রৈলোক্যানিগ্রহায় অন্তমিতি বা।

সূর্য্যাতনয় প্রভু যম রাবণের ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া শত্রুকে যুদ্ধে জয়ী এবং নিজসেনার সংক্ষয় বিবেচনা করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি যোদ্ধৃগণকে নিহত মনে করিয়া ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করত তৎক্ষণাৎ সারথিকে বলিলেন, আমার রথ যোজনা কর ॥ ২ ॥

তখন যমের সারথি উৎকৃষ্ট প্রকাণ্ড রথ তাঁহার সমীপে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ; মহাতেজাঃ যমও সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩ ॥

যে মৃত্যু অনাদি প্রবাহশালী এই ত্রিভুবন সংহার করেন, সেই মৃত্যু প্রাস ও মুদগর হস্তে যমের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তেজঃপ্রভাবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শায় যমের দিব্য অস্ত্র কালদগুও মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

ততো লোকত্রয়ং ক্ষুদ্রমকম্পান্ত দিবৌকসঃ ।

কালং দৃষ্ট্বা তথা ক্রুদ্ধং সৰ্বলোকভয়াবহম্ ॥ ৬ ॥

ততঃ সংচোদয়ন্ সূতস্তান্ হয়ান্ রুচিরপ্রভান্ ।

প্রযযৌ ভীমসংনাদো যত্র রক্ষঃপতিঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

মুহূর্তেন যমং তে তু হয়্য হরিহর্যোপমাঃ ।

প্রাপয়ন্ মনসস্তন্য্য যত্র তৎ প্রস্তুতং বলম্ ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা তথৈব বিকৃতঃ রথঃ মৃত্যুসমম্বিতম্ ।

সচিবা রাক্ষসেন্দ্রশ্চ সহস্যা বিপ্রদ্রুতবুঃ ॥ ৯ ॥

লঘুসত্ত্বতয়া তে হি নষ্টসংজ্ঞা ভয়াদ্ধিতাঃ ।

নেহ যোদ্ধুং সমৰ্থাঃ স্ম ইত্যুক্ত্বা প্রযযুর্দ্দিশঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। ক্ষুদ্রং প্রাপ্তকোভম্ ।

৮। লো-টী। তৎ প্রস্তুতং রণম্ । ‘অস্ত্রিয়াং সমরানীকরণাঃ কলহবিগ্রহা’বিত্যমরঃ ।

১০। লো-টী। লঘুসত্ত্বতয়া অল্পবলতয়া ।

তখন সমস্ত লোকের ভয়জনক কৃতান্তকে তাদৃশ ক্রুদ্ধ দেখিয়া ত্রিভুবন ক্ষুদ্র হইল এবং স্বর্গবাসী দেবতারা কম্পিত হইলেন ॥ ৬ ॥

পরে সারথি রুচিরপ্রভ সেই অশ্বসকলকে চালিত করিয়া ভীষণ ধ্বনি করিতে করিতে রাক্ষসপতি রাবণ যেখানে অবস্থান করিতেছিল, সেইস্থানে গমন করিল ॥ ৭ ॥

মনের তুল্য বেগবান্ ইন্দ্রের অশ্বসদৃশ সেই অশ্বগণ মুহূর্তমধ্যে যমকে সেই সুসজ্জিত সৈন্যমধ্যে উপনীত করিল ॥ ৮ ॥

মৃত্যুসমম্বিত তাদৃশ ভয়ঙ্কর রথ দেখিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্যগণ সহস্যা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

সেই অমাত্যগণ দুর্বলতাবশতঃ ভীত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ‘আমরা এখানে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না’ এই বলিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল ॥ ১০ ॥

স তু বৈবস্বতো দেবৈঃ সহ ব্রহ্মপুরোগমৈঃ ।

জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো নারদশ্চ মহামুনিঃ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ষমবিজয়ো নাম
ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

৪৯ । লো-টা । নারদশ্চ হৃষ্টঃ ।

ষমবিজয়ঃ ॥ ২৬

সূর্য্যানন্দন যম এবং মহামুনি নারদ হৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মপুরঃসর দেবগণের সহিত
স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ষমবিজয়-নামক
২৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

(২৭) সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

জিত্বা তু তং দশগ্রীবো যমং ত্রিদশপুঙ্গবম্ ।
 নিষ্ক্রম্য নগরান্তস্মাদ্ যোধাংস্তান্ দদৃশে পুনঃ ॥ ১ ॥
 জয়েন বর্দ্ধয়িত্বা তং মারীচপ্রমুখাস্তদা ।
 পুষ্পকং তং সমারুঢ়াঃ সাস্ত্রিতা রাবণেন তে ॥ ২ ॥
 ততো রসাতলং রক্ষো বিবেশ পয়সাং নিধিম্ ।
 দৈত্যোরগগর্গৈর্জু'কং বরুণেন সুরক্ষিতম্ ॥ ৩ ॥
 তত্র ভোগবতীং জিত্বা পুরীং বাসুকিপালিতাম্ ।
 স্থাপয়িত্বা বশে নাগান্ যযৌ মণিবতীং পুরীম্ ॥ ৪ ॥
 নিবাতকবচাস্তত্র দৈত্যা লব্ধবরাঃ স্থিতাঃ ।
 রাক্ষসস্তান্ সমাসাণ্ড যুদ্ধায় স সমাহ্বয়ৎ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। পুষ্পকং তং পুংস্বমার্ষম্। 'বিমানন্ত পুষ্পক'মিত্যমরঃ।

৩। লো-টী। পয়সাং নিধিঃ প্রযিশ্বেতি শেষঃ।

দশানন দেবশ্রেষ্ঠ যমকে পরাজিত করিয়া সেই যমপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় নিজ সৈন্যদিগকে দর্শন করিল ॥ ১ ॥

তখন সেই মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসগণ রাবণকর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া জয়-বাক্যদ্বারা তাহাকে সংবর্দ্ধিত করত সেই পুষ্পকরথে আরোহণ করিল ॥ ২ ॥

তার পর রাবণ সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া দৈত্য এবং নাগগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত বরুণকর্তৃক সুরক্ষিত রসাতলে প্রবেশ করিল ॥ ৩ ॥

সেখানে বাসুকিরক্ষিত পাতালস্থ ভোগবতী নামক নাগপুরী জয় করিয়া সর্পদিগকে নিজবশে আনয়নপূর্বক মণিবতী পুরীতে গমন করিল ॥ ৪ ॥

তথায় অবস্থিত বরপ্রাপ্ত নিবাত-কবচ প্রভৃতি দৈত্যগণের সমীপে গমন করিয়া দশানন তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল ॥ ৫ ॥

তেহপি সৰ্বে স্ববিক্রান্তা দৈতেয়া বাহুশালিনঃ ।

নানাপ্রহরণাস্তত্র প্রযযুর্দ্ধতুর্মদাঃ ॥ ৬ ॥

শূলৈস্ত্রিশূলৈঃ কুলিশৈঃ পট্টিশামিপরশ্বধৈঃ ।

অগ্নোত্ত্বং বিভিছুঃ ক্রুদ্ধা রাক্ষসা দানবাস্তথা ॥ ৭ ॥

তেষাং তু যুধ্যমানানাং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ ।

ন চান্নতময়োস্তত্র জয়ো বাসীৎ ক্ষয়োহপি বা ॥ ৮ ॥

ততঃ পিতামহো দেবত্বেলোক্যপতিরব্যয়ঃ ।

আজগাম দ্রুতং তত্র বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ৯ ॥

নিবাতকবচানাং তু নিবার্য রণকর্ম তৎ ।

বৃদ্ধঃ পিতামহো বাক্যমুবাচ বিদিতান্নবান্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। বাহুশালিনঃ বাহবঃ সমরে শালিনঃ শ্রেষ্ঠা যেষাং তে।

৮। লো-টী। ক্ষয়ঃ পরাজয়ঃ।

১০। লো-টী। রণকর্মতঃ রণকর্ম নিবাধা উবাচ রাবণমিত্যর্থঃ। বিদিতান্নবান্ বিদিতঃ অপরোক্ষীকৃতঃ আত্মা দৈবরো বিদ্বতে যন্ত সঃ।

অতিশয় পরাক্রমশালী শ্রেষ্ঠ বাহুসম্পন্ন যুদ্ধতুর্মদ নানাবিধ অস্ত্রধারী সেই সমস্ত দৈত্যগণও [যুদ্ধার্থে] বহির্গত হইল ॥ ৬ ॥

পরে রাক্ষসগণ এবং দানবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শূল, ত্রিশূল, কুলিশ, পট্টিশ, তরবারি এবং পরশ্বদ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

সেই রাক্ষস এবং দৈত্যগণের যুদ্ধ করিতে করিতে এক বৎসরেরও অধিক অতীত হইল, কিন্তু কোন পক্ষেরই সেই যুদ্ধে জয় বা পরাজয় হইল না ॥ ৮ ॥

তখন ত্রিলোকপতি অবিনশ্বর পিতামহদেব উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিয়া সেইস্থানে দ্রুত আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

আশ্রতবৃদ্ধ বৃদ্ধ পিতামহ নিবাত-কবচদিগের সেই যুদ্ধ নিবারণ করিয়া [রাবণকে এই] কথা বলিতে লাগিলেন—॥ ১০ ॥

ন হুং রাবণ সংগ্রামে জেতুং শক্যঃ সুরাসুরৈঃ ।

ন চেমেহপি ক্ষয়ং নেতুং শক্যাঃ সৈন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥

তৎ সখিত্বস্তু ভবতাং রাক্ষসেশ্বর রোচয়ে ।

অবিভক্তা হি সর্বেহর্থ্যাঃ সুরদাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

ততোহগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং কৃৎস্বা তত্র দশাননঃ ।

নিবাতকবচৈঃ সার্কং শ্রীতিমানভবদ্দদা ॥ ১৩ ॥

পূজিতৈস্তৈর্যথান্যায়ং সংবৎসরসুখোষিতঃ ।

স্বপূরান্নির্বিশেষাং হি শ্রীতিং লেভে দশাননঃ ॥ ১৪ ॥

স তু তেভ্যস্তু মায়ানাং শতমেকং সমাপ্তবান্ ।

সলিলেশপূরাশ্বেষী ভ্রমতি স্ম রসাতলম্ ॥ ১৫ ॥

১৫। লো-টী। 'স চ তেভ্যস্ত মায়ানাং শতমেকোনমাপ্তবানি'তি পাঠঃ। 'স তু-
পদার্থ্য মায়ানাং শতমেকোনমাপ্তবানি'তি পাঠে মায়ানামেকোনশতমুপদার্থ্য জ্ঞাত্বা রসাতলং
ভ্রমতি স্মেত্যশ্বয়ঃ। আশ্ববান্ বুদ্ধিমান্।

হে রাবণ, দেবতা বা অসুরগণ কেহই তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না
এবং ইহারাও সুরাসুর এবং দেবরাজেরও অবধ্য ॥ ১১ ॥

সুতরাং হে রাক্ষসরাজ, তোমাদিগের বন্ধুত্ব করা উচিত, ইহাই আমার
অভিলাষ। ভোগ্যপদার্থ-সমস্ত বন্ধুদিগের অবিভক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ
নাই ॥ ১২ ॥

পরে রাবণ তথায় অগ্নিসমক্ষে নিবাত-কবচদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া
তৎকালে অতিশয় আনন্দিত হইল ॥ ১৩ ॥

দশানন সেই দৈত্যগণকর্তৃক আয়ানুসারে সম্মানিত হইয়া এক বৎসরকাল
সুখে বাস করত স্ব গৃহে বাসের তুল্য শ্রীতি লাভ করিল ॥ ১৪ ॥

দশানন সেই দৈত্যদিগের নিকট হইতে এক শত মায়ী লাভ করিল,

১। হ 'চৈতেহপি'। ২। ক 'রাক্ষসস্ত সখিত্বং বৈভবন্তিঃ সহ রোচতে'। ৩। হ 'সপূরানি'।
৪। হ 'স তুপলভা'। ৫। হ 'পূরীং জেতুং'।

^১ ততোহশ্মানগরং নাম দৈত্যানাং পুরমাৰিষৎ ।

^২ তাং স জিত্বা মুহূৰ্ত্তেন হত্বা দৈত্যাযুতং বলী ॥ ১৬ ॥

^৩ ততঃ পাণ্ডুরমেঘাভং কৈলাসাকারসংস্থিতম্ ।

বরুণস্থালয়ং দিব্যমপশ্যদ্রাক্ষসাদিধিঃ ॥ ১৭ ॥

পয়ঃ ক্ষরন্তীং সততং তত্র গাং চ দদর্শ সঃ ।

^৪ যত্থাঃ পয়োভিবিম্বনৈঃ ক্ষীরোদো নাম সাগরঃ ॥ ১৮ ॥

যতশ্চন্দ্রঃ প্রভবতি শীতরশ্মিঃ প্রজাপতিঃ ।

^৫ যং সমাপ্রিত্য জীবন্তি ফেনপাঃ পরমৰ্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

১৬-১৭। লো-টী। দৈত্যানামযুতং হত্বা তাক পুরং জিত্বা বরুণস্থালয়মপশ্যদিত
সাক্ষেনাধিঃ ।

১৮-১৯। লো-টী। নিম্বনৈঃ পতিতৈঃ ক্ষীরোদঃ প্রভবতি জায়তে, যতঃ ক্ষীরোদাৎ
চন্দ্রশ্চ। যং ক্ষীরোদম্ ।

পরে জলাধিপতি বরুণের পুরী অয়েষণে অভিলাষী হইয়া পাতালে ভ্রমণ করিতে
লাগিল ॥ ১৫ ॥

পরে বলবান্ রাক্ষসাদিধিপতি রাবণ অশ্মানগর নামক দৈত্যাপুরীমধ্যে প্রবেশ
করিল। তার পর মুহূর্ত্তমধ্যে দশ সহস্র দৈত্য নিহত করিয়া সেই পুরী জয়
করত কৈলাসপর্বতের স্থায় অবস্থিত পাণ্ডুর-মেঘাভ রমণীয় বরুণালয় দেখিতে
পাইল ॥ ১৬-১৭ ॥

যে ক্ষীরোদ-সমুদ্র হইতে শীতরশ্মি প্রজাপতি চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছেন
এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া ফেনপায়ী মহর্ষিগণ বাঁচিয়া আছেন, যে-সমুদ্র হইতে
[দেবতাদিগের] অমৃত ও সুরাপায়ী [দৈত্য] দিগের সুরা উৎপন্ন হইয়াছিল,
যাঁহার [স্তন হইতে] ক্ষরিত দুগ্ধদ্বারা সেই ক্ষীরোদনামক সমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে,

যস্মাদিত্যুতমুৎপন্নঃ সুধা চাপি সুধাশিনাম্ ।

ক্রবন্তি যাং নরা লোকে সুরভীমিতি নামতঃ ॥ ২০ ॥

প্রদক্ষিণং তু তাং কৃত্বা রাবণঃ পরমাদৃত্যাম্ ।

প্রবিবেশ মহাবীরৈর্গুপ্তং যাদোগগৈঃ পুরম্ ॥ ২১ ॥

তত্র ধারাশতাকীর্ণং শারদাজনিভং তদা ।

নিত্যং প্রহুষ্ঠং দদৃশে যত্রাস্তে বরুণো গৃহে ॥ ২২ ॥

ততো হুত্বা বলাধ্যক্ষান্ সমরে তৈশ্চ তাড়িতঃ ।

অত্রবীৎ সচিবান্ রাজা গহ্না শীঘ্রং নিবেগতাম্ ॥ ২৩ ॥

যুদ্ধার্থী রাবণঃ প্রাপ্তস্তস্মৈ যুদ্ধং প্রদীয়তাম্ ।

বদ বা ন ভয়ং তেহস্তু নির্জিতোহস্ম্যীতি সাজ্জলিঃ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। সুধা৩ সুরা, সুরাশিনাং দৈত্যানাং সুরা চ উৎপন্ন।

২২। লো-টী। ধারায়াঃ শতং যন্ত জন[ল?]স্ত তেনাকীর্ণং ব্যাপ্তং গৃহং নিত্যং প্রহুষ্ঠং প্রকর্ষাশ্রয়ম্।

জগতে মহুগুণ যাহাকে ‘সুরভি’ বলিয়া অভিহিত করে, সেই সতত তৃষ্ণাকরণকারিণী সুরভি গাভীকে রাবণ সেইস্থানে দেখিতে পাইল ॥ ১৮-২০ ॥

রাবণ সেই পরমাদৃত্য গাভীকে প্রদক্ষিণ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর জলজন্তুগণ কর্তৃক সুরক্ষিত বরুণালয়ে প্রবেশ করিল ॥ ২১ ॥

বরুণদেব যে গৃহে বাস করেন, রাবণ সেই গৃহ শত শত জলধারাসমাকীর্ণ, শরৎকালীন মেঘমালার স্তায় প্রভাবিশিষ্ট এবং সর্বদা আনন্দিত জনপূর্ণ দেখিল ॥ ২২ ॥

পরে রাবণ সৈন্যধ্যক্ষগণকর্তৃক তাড়িত হইয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে নিহত করত মন্ত্রিগণকে বলিল, তোমরা শীঘ্র যাইয়া রাজাকে বল যে “রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত যুদ্ধ করুন, অথবা আপনার ভয় নাই, কৃতাজলি-পুটে ‘পরাজিত হইলাম’ এই কথা বলুন” ॥ ২৩-২৪ ॥

১। হ ‘-রিত’। ২। হ ‘-বীর’। ৩। হ ‘ততো’। ৪। হ ‘নিত্যং-’। ৫। হ ‘ঃ’ প্রহুষ্ঠিতঃ’। ৬। হ ‘-জনসং’। ৭। হ ‘গতঃ’। ৮। ক ‘বরণালয়ঃ’।

এতন্নিম্নস্তরে ক্রুদ্ধা বরুণশ্চ মহাত্মনঃ ।

পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ নিজ্ঞাস্তা গৌরপুঙ্কররোচিষঃ ॥ ২৫ ॥

নিজ্ঞম্য স্তমহাবীৰ্য্যা বলৈঃ পরিবৃত্তাঃ স্বকৈঃ ।

যুক্তা রথান্ কামগমান্ তুল্যান্ পুঙ্করতেজসা ॥ ২৬ ॥

ততো যুদ্ধং সমভবৎ তুম্ভলং লোমহর্ষণম্ ।

সলিলেন্দ্রশ্চ পুত্রাণাং রাবণশ্চ চ রাক্ষসঃ ॥ ২৭ ॥

অমাত্যৈস্তম্ভ মহাবীৰ্য্যৈর্দিশগ্ৰীবশ্চ রাক্ষসঃ ।

বারুণং তম্ভলং কৃৎস্নং ক্রণেন বিনিপাতিতম্ ॥ ২৮ ॥

ততস্তে তান্ সমাসাদ্য বরুণশ্চ স্ততাঃস্তদা ।

অর্দিতান্ধৈঃ শরৌঘেণ নিবৃত্তা রণকর্ম্মতঃ ॥ ২৯ ॥

২৫। লো-টী। গৌরাঃ গৌরবর্ণাঃ।

২৮। লো-টী। কৃৎস্নং সৰ্ব্বম্।

২৯। লো-টী। সমীক্ষ্য চুক্রধুরিতি শেষঃ। ততশ্চ তে রাক্ষসাঃ তৈরেবাদিতাঃ।

ইত্যবস্কুর গৌরবর্ণ পদ্মকাস্তি মহাবীৰ্য্যশালী স্বীয়সৈন্যপরিবেষ্টিত মহাত্মা বরুণদেবের পুত্র এবং পৌত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুঙ্করের তেজের তুল্য কামগামী রথসমূহ যোজনা করত বহির্গত হইলেন ॥ ২৫-২৬ ॥

পরে বরুণদেবের পুত্রগণ ও রাক্ষস রাবণের মধ্যে রোমাঞ্চজনক তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

রাক্ষস দশাননের মহাবীৰ্য্যশালী অমাত্যগণ বরুণদেবের সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে মুহূর্ত্তমধ্যে নিপাতিত করিল ॥ ২৮ ॥

তার পর সেই রাক্ষসগণ বরুণ-পুত্রগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহাদের শরজালে পীড়িত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল ॥ ২৯ ॥

১। হ 'গৌরঃ পুঙ্কর এবচ'। ২। হ 'কামগান্ত তু'। ৩। হ 'রাক্ষসৈঃ'। ৪। ক 'সমীক্ষ্য তম্ভলং তম্ভলং বরুণশ্চ স্ততাঃস্তদা'। ৫। ক '-ক্'।

অর্দিতেষথ রক্ষঃসু তদা বরুণসূনুভিঃ ।

রাবণঃ ক্রোধতাত্রাক্ষ আকাশে সমতিষ্ঠত ॥ ৩০ ॥

দৃষ্ট্বাকাশগমং তন্তু রাবণং গগনে স্থিতম্ ।

আকাশমেব বিবিশুস্তে রথৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ ॥ ৩১ ॥

তদাসীন্তু মূলং যুদ্ধং তুল্যং বিজয়মিচ্ছতাম্ ।

তদা স্তমহদাকাশে বৃত্রবাসবয়োরিব ॥ ৩২ ॥

ততস্তে রাবণং যুদ্ধে শিঠৈঃ পাবকসন্নিভৈঃ ।

বিমুখীকৃত্য সংহৃষ্টাঃ শরৈর্গর্গস্যতাড়য়ন্ ॥ ৩৩ ॥

ততো মহোদরঃ ক্রুদ্ধো রাজানং বীক্ষ্য ধর্মিতম্ ।

তাত্ত্বা মৃত্যুভয়ং শূরো যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ব্যলোকয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

৩২। লো-ট। বৃত্রবাসবয়োর্থথা মহদ্ যুদ্ধম্ ।

৩৪। লো-ট। ধর্মিতং পরিভূতম্ ।

পরে বরুণদেবের পুত্রগণকর্তৃক রাক্ষসগণ পীড়িত হইলে রাবণ ক্রোধে চক্ষুঃ
তাম্রবর্ণ করিয়া আকাশে আরোহণ করিল ॥ ৩০ ॥

সেই রাবণকে আকাশে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে
দেখিয়া তাঁহারা ক্রতুগামী রথারোহণে আকাশনগলেই প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩১ ॥

তখন সমানভাবেই বিজয়াকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের আকাশে বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের
যুদ্ধের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

পরে আনন্দিত বরুণপুত্রগণ যুদ্ধে অগ্নিতুল্য তীক্ষ্ণ শরসমূহে রাবণের মর্শ্বস্থল
আহত করিয়া তাহাকে পরাভূত করিলেন ॥ ৩৩ ॥

পরে বীর 'মহোদর' রাক্ষসরাজ রাবণের পরাভব দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মৃত্যুভয়
পরিতাগপূর্বক যুদ্ধাভিলাষে অবলোকন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

তেন তেষাং হয়ঃ সৰ্বে কামগাঃ পবনোপমাঃ ।

মহোদরেণ সহসা হতাস্তে পেতুরম্বরাতং ॥ ৩৫ ॥

হত্বা রথাংশ্চ যোধাংশ্চ বারুণীয়ান্ স রাক্ষসঃ ।

মুমোচ স্তমহানাদং বিরথান্ বীক্ষ্য তান্ স্থিতান্ ॥ ৩৬ ॥

তে তু তেষাং রথাঃ সান্থাঃ সহ সারথিভির্বরৈঃ ।

মহোদরেণ নিহতাঃ পতিতাঃ পৃথিবীতলে ॥ ৩৭ ॥

তে তু ত্যক্ত্বা রথান্ পুত্রা বরুণস্য মহাত্মনঃ ।

আকাশে বিষ্ঠিতাঃ সৰ্বে স্বপ্রভাবান্ন বিব্যথুঃ ॥ ৩৮ ॥

ধনুষি কৃত্বা সজ্যানি নিবর্ত্য চ মহোদরম্ ।

রাবণং সমরে ক্রুদ্ধাঃ সহিতাঃ সমভিফ্রতাঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৬। লো-টী। মুমোচ চকার।

৩৭। লো-টী। সারথিভির্বরৈঃ সহ মহোদরেণ নিহতাঃ।

৩৮। লো-টী। বিষ্ঠিতাঃ বিশেষণ স্থিতাঃ। ‘স্বপ্রভাবান্ন বিব্যথু’রিত্তি পাঠঃ। ‘ন বিব্যথে’ ইতি পাঠে তেষাং পুত্রাণাং মধ্যে ন কোহপি বিব্যথে ইত্যর্থঃ।

৩৯। লো-টী। সজ্যানি জ্যাসহিতানি, বিনিবর্ত্য পরাশ্রয়ং কৃত্বা।

সেই মহোদর বরুণপুত্রদের পবনতুল্য স্বেচ্ছাগামী সমস্ত অশ্বকে সহসা নিহত করায় তাঁহারা আকাশ হইতে পতিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

সেই রাক্ষস মহোদর তাঁহাদের রথ এবং যোদ্ধগণকে আহত করিয়া তাঁহাদিগকে রথশূন্য দেখিয়া অতিশয় [উল্লাস-] ধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

তাঁহাদের সেই সকল রথ উত্তম সারথি এবং অশ্বগণের সহিত বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৭ ॥

কিন্তু মহাত্মা বরুণদেবের পুত্রগণ রথ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করত স্বীয় প্রভাবে ব্যথিত হইলেন না ॥ ৩৮ ॥

তাঁহারা ক্রোধবশতঃ শরাসনে জ্যা আরোপণ করিয়া মহোদরকে নিবর্ত্তিত

১। হ ‘পতয়া’। ২। হ ‘ভেজ’। ৩। হ ‘পুত্রৈর্ক’। ৪। হ ‘ভিঃ’। ৫। হ ‘-ঐতঃ পুত্রৈঃ’। ৬। হ ‘-থে’। ৭। হ ‘বিনিবর্ত্ত্য মহো-’।

তে শরৈশচাপনিম্মু^১ কৈবজ্জকলৈঃ^২ স্মদারুণৈঃ ।

দারয়ন্তি দশগ্রীবং মেঘা ইব মহাগিরিম্ ॥ ৪০ ॥

ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবো যুগান্তাগিরিব স্থিতঃ ।

শরবর্ষং মহাবেগং তেষাং মর্শস্বতাড়য়ৎ ॥ ৪১ ॥

মুষলানি বিচিত্রাণি ততো ভল্লশতানি চ ।

পট্টিশাংশৈশ্চ শক্তিশ্চ শতস্রীর্মহতীরপি ॥ ৪২ ॥

পাতয়ামাস লঙ্কেশাস্তেবামুপরি বিষ্ঠিতঃ ।

তন্তস্তুনৈব সহসা স্রাসীদংস্তে পদাতয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ততো রক্ষো মহানাদং মুক্ত্বা^৩ হস্তি স্র বাহুগান্ ।

নানাগ্রহরণৈর্ঘোরৈর্ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥ ৪৪ ॥

[৪২ । লো-টী ।] উপশাঃ প্রস্তরাঃ ।

৪৩ । লো-টী । স্রাসীদন্ নিবল্লাঃ, বিষল্লা ইত্যর্থঃ ।

করত সকলে মিলিয়া রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

তাঁহারা পর্বতবিদারণকারী মেঘের ন্যায় ধমুক হইতে নিম্মুক্ত বজ্রকল স্মদারুণ শরজালে দশাননকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

পরে দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় অবস্থান করত তাঁহাদের মর্শস্থলে অতিশয় বেগশীল শর বর্ষণপূর্বক আঘাত করিল ॥ ৪১ ॥

লঙ্কেশ্বর [রথোপরি] স্থিরভাবে অবস্থান করত বিচিত্র মুষল, শত শত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি এবং মহতী শতস্রী তাঁহাদের উপরে পাতিত করিল এবং তাহাতেই পদচারী তাঁহারা সহসা বিষল হইয়া পড়িলেন ॥ ৪২-৪৩ ॥

পরে রাক্ষস রাবণ গর্জন করিয়া মেঘের ত্রায় ধারাপ্রবাহে নানাবিধ ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বরুণ-পুত্রদিগকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

১ । হ 'শরৈঃ' । ২ । হ 'বজ্জকলৈঃ' । ৩ । হ 'সঃ কাশাগিরিব বিষ্ঠিতঃ' । ৪ । হ 'পল-' ।
৫ । হ 'শানি চ' । ৬ । হ 'রক্ষসশক্তিতে বীরা স্র-' । ৭ । হ 'মুক্ত্বা' । ৮ । হ 'হাসমুক্ত্বা জঘান তান্' ।

ততস্তে^১ ঘাতিতাঃ সৰ্বৈ^২ পতিতা ধরণীতলে ।

যুদ্ধাৎ সৈঃ পুরুষৈঃ শীঘ্রং গৃহানেষ প্রবেশিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

তানব্রবীত্ততো রক্ষো বরুণায় নিবেগ্যতাম্ ।

রাবণঃ ত্বব্রবীন্মন্ত্রী প্রহাসো নাম বারুণঃ ॥ ৪৬ ॥

গতঃ খলু মহারাজো ব্রহ্মলোকং জলেশ্বরঃ ।

গান্ধর্বং হি স্ত্রৈঃ সার্কং শ্রোশ্বতে পদ্মযোনিনা ॥ ৪৭ ॥

তদলং তে বৃথা বীর পরিশ্রম্য গতে নৃপে ।

যেহত্র সংনিহিতা বীরাঃ কুমারাস্তে ত্বয়া জিতাঃ ॥ ৪৮ ॥

এবং শ্রদ্ধা রাক্ষসেন্দ্রো নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ ।

হর্ষান্নাদানবশ্চজন্ নিজ্ঞাস্তো বরুণালয়াৎ ॥ ৪৯ ॥

তার পর সেই বরুণ-পুত্রগণ আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে অমুচরগণ
কৃত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাদিগকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল ॥ ৪৫ ॥

পরে রাক্ষস দশানন তাঁহাদিগকে বলিল—‘বরুণকে সংবাদ দাও’। তখন
প্রহাস নামক বরুণের মন্ত্রী বাবণকে বলিলেন— ॥ ৪৬ ॥

জলেশ্বর মহারাজ বরুণদেব ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তথায় তিনি
পদ্মযোনি ব্রহ্মা ও দেবগণের সহিত গান্ধর্বদিগের গান শ্রবণ করিবেন ॥ ৪৭ ॥

হে বীর, মহারাজ চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তোমার বৃথা পরিশ্রমে
প্রয়োজন কি ? যে-সমস্ত বীর এখানে আছেন, সেই কুমারদিগকে তুমি
জয় করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ ইহা শ্রবণ করিয়া আপনার নাম প্রচারপূর্বক আনন্দে
ধ্বজ করিতে করিতে বরুণালয় হইতে নিজ্ঞাস্ত হইল ॥ ৪৯ ॥

১। হ ‘সহিতা’। ২। হ ‘পতিতা’। ৩। হ ‘ততস্তানবব্রাহ্মণো’। ৪। হ ‘নৃপে গতে’। ৫। হ
‘তু সংনিহিতা’। ৬। হ ‘বিশ্রাব্য’। ৭। ক ‘-স্বজা’।

ମହୋଦରେଣ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟଃ ହର୍ଷଗଦଗଦୟା ଗିରା ।

ଦ୍ଵିତୀୟଃ ଜିତବୀଲ୍ଲୋକଃ ବାରୁଣଃ ରାକ୍ଷସେଶ୍ଵରଃ ॥ ୫୦ ॥

ସୈନେବ ତେ ଗତାସ୍ତତ୍ର ତେନୈବାଶୁ ବିନିଃସ୍ତତାଃ ।

ଲଙ୍କାମଭିଯୁକ୍ତା ହୃଷ୍ଟା ନଭସ୍ତଲକୃତେକ୍ଷ୍ମଣାଃ ॥ ୫୧ ॥

ଇତ୍ୟାର୍ଥେ ବାନ୍ଧୀକୀୟେ ରାମାୟଣେ ଆଦିକାବ୍ୟେ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ଚାବଣଞ୍ଚ ରମାତଲବିଜୟୋ ନାମ
ସମ୍ପୁର୍ବିଂଶଃ ସର୍ଗଃ ॥ ୨୧ ॥

୫୦ । ଲୋ-ଟୀ । ଦ୍ଵିତୀୟଃ ଲୋକଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକଃ ପାତାଳଲୋକଃ, ସହା, ଦ୍ଵିତୀୟଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଃ
ସମଂ ବରୁଣଃ ଲୋକଂ ଲୋକପାଳମ୍ ।

୫୧ । ଲୋ-ଟୀ । ସୈନେବ ଅଶ୍ଵନଗରବନ୍ଧୁନା । ନଭସ୍ତଲକୃତେକ୍ଷ୍ମଣାଃ ଆକାଶଜ୍ଞାୟ କୃତୋଽସାହାଃ ।
'କୃତେକ୍ଷ୍ମଣା' ଇତି ପାଠେ କୃତଦୃଷ୍ଟୟଃ ।

ରମାତଲବିଜୟଃ ॥ ୨୧ ॥

ମହୋଦରଓ ହର୍ଷଗଦଗଦ ବାକ୍ୟେ 'ରାକ୍ଷସେଶ୍ଵର ବରୁଣପାଳିତ ଦ୍ଵିତୀୟ [ପାତାଳ-] ଲୋକ
ଜୟ କରିয়াଛେନ' ଏହି କଥା ଘୋଷଣା କରିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୫୦ ॥

ସେହି ରାକ୍ଷସଗଣ ସେ ପଥେ ଆସିଯାଇଲ ସେହି ପଥେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହିର୍ଗତ ହଇଯା
ଗଗନମଣ୍ଡଳେ ଦୃଷ୍ଟିପାତପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦେ ଲଙ୍କାଭିଯୁକ୍ତେ ଗମନ କରିଲ ॥ ୫୧ ॥

ମହର୍ଷି ବାନ୍ଧୀକି-ପ୍ରଣୀତ ଆଦିକାବ୍ୟ ରାମାୟଣେ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ଚାବଣେର ପାତାଳବିଜୟ ନାମକ
୨୧ଶ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ॥ ୨୧ ॥

(২৮) অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

ততোহশ্মানগরং ভূয়ো বিচেরুর্দ্বললসাঃ ।
 স তু তত্র দশগ্রীবো গৃহং পশ্যতি ভাস্বরম্ ॥ ১ ॥
 বৈদূর্য্যতোরণাকীর্ণং মুক্তাজালবিভূষিতম্ ।
 সুবর্ণস্তম্ভগহনং বেদিকাভিঃ সমস্ততঃ ॥ ২ ॥
 বজ্রফটিকসোপানং কিঙ্কণীজালশোভিতম্ ।
 বহ্নাসনযুতং রম্যং মহেন্দ্রভবনোপমম্ ॥ ৩ ॥
 তত্র গৃহবরং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।
 কশ্চেদং ভবনং রম্যং মেরুমন্দরসমিভম্ ॥ ৪ ॥
 গচ্ছ প্রহস্ত শীত্ৰং ত্বং জানীষ ভবনোত্তমম্ ।
 এবমুক্তঃ প্রহস্তস্ত প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। পাতালনির্গমং সংক্ষেপেণ উক্ত। তৎপ্রাক্কালীনকথায়াঃ কথনং পুনরায়ং কথয়তি—তত ইতি ।

২। লো-টী। তোরণং বহির্দ্বারং বন্দনমালা বা । সুবর্ণস্তম্ভানাং গহনং বনং যত্র তৎ, অনেকসুবর্ণস্তম্ভযুক্তমিতার্থঃ ।

পরে যুদ্ধলোলুপ রাক্ষসগণ পুনরায় অশ্মানগরে বিচরণ করিতে লাগিল । দশানন তথায় বৈদূর্য্যমণিময়-তোরণযুক্ত, মুক্তারজ্জিবিমণ্ডিত, সুবর্ণস্তম্ভবহুল, চতুর্দিকে বেদিকাসমষ্টিত, হীরকখচিত-ফটিকনির্মিত-সোপানবিশিষ্ট, বহু আসনযুক্ত, ইন্দ্রভবনের স্থায় একটা রমণীয় উজ্জল গৃহ দেখিল ॥ ১-৩ ॥

প্রতাপশালী দশানন তথায় উৎকৃষ্ট গৃহ দেখিয়া 'মেরু ও মন্দরতুল্য এই রমণীয় গৃহ কাহার ? হে প্রহস্ত, তুমি শীত্ৰ গমন করিয়া এই উত্তম গৃহের বিষয় অবগত হও' এইরূপ বলিলে, প্রহস্ত সেই উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৪-৫ ॥

স শূন্যং প্রেক্ষ্য তদ্দূরং পুনঃ কক্ষ্যাস্তরং যযৌ ।

সপ্তকক্ষ্যাস্তরং গত্বা ততো জ্বালামপশ্যত ॥ ৬ ॥

ততো দৃষ্টঃ পুমাংস্তত্র হৃষ্টো হাসং মুমোচ সঃ ।

ত্রস্তঃ স তু মহাত্মা বৈ উর্দ্ধরোমাভবৎ তদা ॥ ৭ ॥

জ্বালামধ্যে স্থিতস্তত্র হেমমালী বিমোহনঃ ।

আদিত্য ইব দুশ্প্রেক্ষ্যঃ সাক্ষাদিব যমঃ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥

তথা দৃষ্ট্বা তু বৃন্তাস্তং ত্বরমাণো বিনির্গতঃ ।

বিনির্গম্যাত্রবীৎ সর্বং রাবণায় নিশাচরঃ ॥ ৯ ॥

অথ রাজা দশগ্রীবঃ পুষ্পকাদবরুহ সঃ ।

প্রবেষ্ট কামো বেষ্মাথ ভিন্নাঙ্গনচয়োপমঃ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। তত্র তস্তাং জ্বালাম্। স পুমান্ প্রহস্তং দৃষ্ট্বা হাসং মুমোচ। ততঃ স মহাত্মা প্রহস্তঃ তস্তঃ পশ্যত্ব স উর্দ্ধরোমাভবদিতি সদ্ব্যায়ঃ।

১০-১১। লো-টী। বেষ্ম প্রবেষ্টকামঃ, অথ অনন্তরং তস্তাগ্রতঃ পুরুষঃ স্থিতঃ বপুমান্

প্রহস্ত সেই গৃহদ্বার শূন্য দেখিয়া পুনরায় কক্ষাস্তরে গমন করিল ; ক্রমে ক্রমে সাতটি প্রকোষ্ঠমধ্যে গমন করিয়া একটি জ্বালা (অগ্নিশিখা) দেখিতে পাইল ॥ ৬ ॥

পরে সেই জ্বালামধ্যে একটি পুরুষকে দেখিতে পাইল, সেই পুরুষ আচ্ছাদিত হইয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন, তখন সেই মহাত্মা প্রহস্ত ভীত হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবর হইল ॥ ৭ ॥

সূর্যের ন্যায় হ্রস্বীক্য মনোমুগ্ধকর হেমমালী এক পুরুষ সাক্ষাৎ প্রভু যমের ন্যায় সেই জ্বালামধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥

রাক্ষস প্রহস্ত তাদৃশ ব্যাপার দেখিয়া অতি ক্রত তথা হইতে বহির্গত হইয়া রাবণের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল ॥ ৯ ॥

তৎপরে রাক্ষসরাজ দশানন পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করিয়া গৃহমধ্যে

বন্ধমৌলিকর্ব্বপুস্মাংশ্চ পুরুষোহস্তাগ্রতঃ স্থিতঃ ।

দ্বারমাবৃত্য সহসা জ্বলাজিহ্বা ভয়ানকঃ ॥ ১১ ॥

২ রক্তাক্ষঃ শ্বেতদশনো বিস্বোষ্ঠশ্চারুদর্শনঃ ।

মহাভীষণনাসশ্চ কন্মুগ্ৰীবো মহাহনুঃ ॥ ১২ ॥

দৃঢ়শ্মশ্রুর্নিগূঢ়াশ্চিদংষ্ট্রালো লোমহর্ষণঃ ।

গৃহীত্বা লোহমুঘলং দ্বারং বিষ্ঠভ্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

অথ সংদর্শনান্তস্ত উর্দ্ধরোমা বভূব সং ।

হৃদয়ং কম্পতে চাস্ত্র বেষথুশ্চাপ্যজায়ত ॥ ১৪ ॥

প্রশস্তাকৃতিমান্ । ‘বপুঃ ক্রীং তনৌ শস্তাকৃতাবপী’তি কোষঃ । জ্বলাজিহ্বাঃ জ্বালাসংযুক্ত-
ভিহ্বাঃ ।

১২ । লো-টা । শ্বেতাক্ষোহপি চারুদর্শনঃ চারুনেত্রঃ । মহাভীষণা নাসা নাসিকা যন্ত
সঃ । ‘নাস’ ইতি তালব্যশকারপাঠে মহাভীষণানাং দৈতাদীনাম্ নাশো বিনাশো বস্মাৎ সঃ ।
মহাভয়ং মহৎ ভয়ং ভক্তানাং বস্মাৎ সঃ । ‘অমহাভয়’ ইতি বা ছেদঃ । অতক্তানাং ভয়ানকোহপি
তদতক্তানামমহাভয় ইত্যর্থঃ । ‘ভয়াবহ’ ইতি কচিং পাঠঃ ।

১৩ । লো-টা । গূঢ়ানি গুহ্যানি অলঙ্কিতানি শ্মশ্রুণি যন্ত সঃ, গূঢ়ানি সংহতানি নিবিষ্টানীতি
বা । ‘গূঢ়ং রহসি গুহ্যে চ ন দ্রয়োঃ সংহতে ত্রিষিতি কোষঃ । ‘দৃঢ়শ্মশ্রু’রिति পাঠে দৃঢ়ানি
নিবিড়ানীত্যর্থঃ । নিগূঢ়ানি অদৃশ্যানি অস্থানি নিগূঢ়াশ্বীনি দংষ্ট্রাশ্চ তথান্, বিষ্ঠভ্য আবৃত্য ।

প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে, ভিন্নাজন-সদৃশ (কৃষ্ণবর্ণ), বন্ধমৌলি, বিশালকায়,
জ্বলাজিহ্বা, সেই ভয়ানক পুরুষ সহসা দ্বাররোধ করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান
হইলেন,—তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দন্তসকল শুভ্র, ওষ্ঠ বিষফলের আয় প্রিয়দর্শন,
নাসিকা অতীব ভীষণ, গ্রীবা কন্মুর আয়, হনু (চোয়াল) বিশাল ॥ ১০-১২ ॥

সেই নিবিড়-শ্মশ্রু নিগূঢ়াশ্চি রোমহর্ষণ দংষ্ট্রাল পুরুষ লোহমুঘল গ্রহণ করিয়া
দ্বাররোধপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন তাঁহাকে দেখিয়া রাবণের শরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং তাহার হৃদয়
ও দেহ কাঁপিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

১। হ ‘বস্ত্রাগ্রতঃ’ । ২। হ ‘বেতাক্ষঃ’ । ৩। হ ‘বদনো’ । ৪। হ ‘বিস্বোষ্ঠ’ । ৫। হ ‘নাসশ্চ’ ।
৬। হ ‘ভয়াবহঃ’ । ৭। হ ‘দংষ্ট্রাভিলোম’ । ৮। হ ‘বিষ্ঠিতঃ’ । ৯। চ ‘ব্যম্বারত’ ।

নিমিত্তান্মনোজ্ঞানি দৃষ্ট্ৱা রাম ব্যচিস্তয়ৎ ।

অথ চিস্তয়তস্তস্য স এব পুরুষোহব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥

কিং ত্বং চিস্তয়সে রক্ষো ক্রহি বিশ্বক্ৰমানসঃ ।

যুদ্ধাতিথ্যমহং বীর করিষ্যে রজনীচর ॥ ১৬ ॥

এবমুক্ত্ৱা স তদ্রক্ষঃ পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ ।

যোৎস্বসে বলিনা সার্ক্ৰমথবা মন্যসে কথম্ ॥ ১৭ ॥

রাবণোহভিহিতো ভূয় উর্দ্ধরোমা ব্যজায়ত ।

অথ ধৈর্য্যং সমালম্ব্য রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

গৃহেষু তিষ্ঠতে কো হি তদ্ ক্রহি বদতাং বর ।

তেনৈব সার্ক্ৰং যোৎস্বামি যথা বা মন্যতে ভবান্ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টা। বিশ্বক্ৰমানসঃ বিশ্বস্তমানসঃ।

১৮। লো-টা। লোকান্ রাবয়তীতি রাবণঃ।

হে রাম, রাবণ অমনোজ্ঞ নিমিত্তসকল দেখিয়া চিস্তাস্থিত হইল; ইতিমধ্যে সেই পুরুষই চিস্তাকুল রাবণকে বলিলেন—॥ ১৫ ॥

হে রাক্ষস, তুমি কি চিস্তা করিতেছ, বিশ্বস্তচিত্তে [আমার নিকট তাহা] বল, হে নিশাচর-বীর, আমি তোমার যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব ? ॥ ১৬ ॥

তিনি এইরূপ বলিয়া পুনরায় সেই রাক্ষসকে বলিতে লাগিলেন,—তুমি কি বলির সহিত যুদ্ধ করিবে ? না কি মনে করিতেছ ? ॥ ১৭ ॥

রাবণ এই কথা শুনিয়া পুনরায় রোমাঞ্চিত হইল, পরে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক বলিল— ॥ ১৮ ॥

হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, গৃহমধ্যে কে আছেন তাহা বলুন, তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিব; অথবা আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিব ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'তু'। ২। ছ '-র্দ্ধং ময়া বা তদ্ বিধীয়তাম্'। ৩। ছ '-ণো হি ভতো'। ৪। ছ 'পৃহেয়'।

৫। ছ 'অনেন'।

স এনং পুনরপ্যাহ দানবেদ্রোহত্র তিষ্ঠতি ।

এষ বৈ পরমোদারঃ শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২০ ॥

বীরো বহুগুণোপেতঃ পাশহস্ত ইবাস্তকঃ ।

বালার্ক ইব তেজস্বী সমরেঘনিবর্তকঃ ॥ ২১ ॥

অমর্যী দুর্জয়ো জেতা বলবান্ গুণসাগরঃ ।

প্রিয়ংবদঃ সংবিভাগী গুরুপ্রিয়করঃ সদা ॥ ২২ ॥

কালাকাঙ্ক্ষী মহাসত্ত্বঃ সত্যবাক্ সৌম্যদর্শনঃ ।

দক্ষঃ সর্বগুণোপেতঃ শূরঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। পরমোদারঃ পরমো দাতা শূরো বোদ্ধা ।

২১। লো-টী। বীরঃ বিশিষ্টা বিবিধা বা ইরা সরস্বতী যন্ত সঃ। ‘দীপ্ত’ ইতি বা পাঠঃ।
বহবো গুণা যেষু তৈর্বিশুদ্ধিরূপেতো ব্যাপ্তঃ।

২২। লো-টী। গুণসাগরঃ গুণানামাশ্রয়ঃ। ভূতেভ্যঃ সংবিভক্ত্য ভূক্তে ইতি
সংবিভাগী।

২৩। লো-টী। কালাকাঙ্ক্ষী সাবর্ণিমন্তররূপকালাকাঙ্ক্ষী, সত্ত্ববান্ ধৈর্য্যবান্, সর্ব-
গুণোপেতঃ গুণঃ সত্ত্বং সম্পূর্ণসত্ত্বগুণোপেতঃ। শূরঃ পরাক্রমশীলঃ। ‘শুষ্ক’ ইতি পাঠে গোপ্যঃ
ন কস্তাপি ‘বলি’রয়মিতি জ্ঞানবিষয়ঃ।

সেই পুরুষ পুনরায় রাবণকে বলিলেন—“এখানে দানবরাজ অবস্থান
করিতেছেন, ইনি নিতান্ত উদারস্বভাব, সত্যপরাক্রম, শূর, বহুগুণযুক্ত, পাশহস্ত
অস্ত্রকের দ্বারা বীর, নবোদিত সূর্য্যের দ্বারা তেজস্বী, সংগ্রামে অপরাধী; ইনি
গুণসাগর, বলবান্, ক্রোধী, জয়শীল এবং দুর্জয়; ইনি গুরু প্রিয়কারী সত্য
প্রিয়বাদী এবং সর্ববস্তুর বিভাগ করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২০-২২ ॥

ইনি সর্বগুণযুক্ত, সৌম্যদর্শন, সত্যবাদী, মহাসত্ত্ব, শূর, স্বাধ্যায়নিরত কার্য্য-
দক্ষ এবং কালের প্রতীক্ষাকারী ॥ ২৩ ॥

এষ গচ্ছতি বাত্যেয জ্বলতে তপতে তথা ।

দেবৈশ্চ ভূতসংজ্ঞৈশ্চ পন্নগৈঃ সপতত্রিভিঃ ।

ভয়ং যো নাভিজানাতি তেন ত্বং যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥

বলিনা রোচতে যুদ্ধং যদি তে রাক্ষসেশ্বর ।

প্রবিশ ত্বং মহাসত্ত্ব সংগ্রামং কুরু মা চিরম্ ।

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রবিবেশ যতো বলিঃ ॥ ২৫ ॥

স বিলোক্য তু লঙ্কেশং জহাস দহনোপমঃ ।

আদিত্য ইব দুশ্প্রেক্ষ্যঃ স্থিতো দানবসত্তমঃ ॥ ২৬ ॥

অথ সম্ভর্শনাদেব বলির্বৈ বিশ্বরূপবান্ ।

তদ্ গৃহীত্বা করে রক্ষ উৎসঙ্গে স্থাপ্য চাত্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

২৪। লো-টী। বর্ধতি ইজ্জরূপেণ, বাতি বায়ুরূপেণ, জ্বলতেহগ্নিরূপেণ, তপতে প্রকাশয়তি সূর্য্যরূপেণ, দেবৈরিত্যাদিকরণভূতৈঃ ।

২৫। লো-টী। তে তুভ্যম্ । যতো যত্র ।

২৬-২৭। লো-টী। বলিনা বলবতা বিষ্ণুরূপিণা বামনেন করে গৃহীতং তদ্রক্ষঃ দানবসত্তমঃ উৎসঙ্গে ক্রোড়ে সংস্থাপ্য চাত্রবীৎ । ‘গৃহীত্ব’তি পাঠে বিষ্ণুনা বিশিষ্টং রক্ষঃ করে গৃহীত্বা । ‘বিশ্বরূপিণে’তি বা পাঠঃ ।

ইনি দেবগণ, ভূতগণ, পন্নগগণ এবং পক্ষিগণের সহিত মিলিত হ’ন, [বায়ুরূপে] প্রবাহিত হন, [সূর্য্যরূপে] উত্তাপ দান করেন এবং [অগ্নিরূপে] প্রজ্বলিত হন (অর্থাৎ ইনি বিশ্বরূপী) । যিনি ভয় কাহাকে বলে জানেন না, সেই বলির সহিত তুমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ । হে মহাসত্ত্ব রাক্ষসরাজ, বলির সহিত যদি তোমার যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হয়, তবে অচিরেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংগ্রামে লিপ্ত হও” । এইরূপ বলিলে দশানন বলির সমীপে উপস্থিত হইল । তথায় অবস্থিত সূর্য্যের স্থায় হুনিরীক্ষ্য অনলতুল্য সেই দানবসত্তম বলি লঙ্কেশ্বরকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন ॥ ২৪-২৬ ॥

পরে সেই বিশ্বরূপী বলি সেই রাক্ষসকে দেখিবামাত্রই তাহাকে হস্তদ্বারা ধরিয়া ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন— ॥ ২৭ ॥

দশগ্ৰীব মহাবাহো কিস্তে কার্য্যং করোম্যহম্ ।

কিমাগমনকৃত্যং তে ক্রহি ত্বং রাক্ষসেশ্বর ॥ ২৮ ॥

এবমুক্তস্ত বলিনা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ।

শ্রুতং ময়া মহাভাগ বদ্ধস্ত্বং বিমুণ্ণা পুরা ॥ ২৯ ॥

সোহহং মোচয়িতুং শক্তো বন্ধনাং ত্বাং ন সংশয়ঃ ।

এবমুক্তস্ততো হাসং বলিন্মু^১ ত্তৈ^২ নমব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥

শ্রয়তামভিধাম্যামি যৎ ত্বং পৃচ্ছসি রাবণ ।

য এষ পুরুষঃ শ্যামো দ্বারি তিষ্ঠতি নিত্যদা ॥ ৩১ ॥

এতেন দানবেন্দ্রাশ্চ তথান্যে বলদর্পিণঃ ।

বশং নীতা বলবতা পূর্ব্বে পূর্ব্বতরাশ্চ যে ॥ ৩২ ॥

বদ্ধশ্চাহমনৈনৈব কৃতান্তো দুরতিক্রমঃ ।

ক এনং পুরুষং লোকে বঞ্চয়িষ্যতি রাবণ ॥ ৩৩ ॥

৩৩। লো-টা। কৃতান্ত দ্বন্দ্বঃ ।

মহাবাহো দশানন, আমি তোমার কি কার্য্য করিব? হে রাক্ষসেশ্বর, তোমার আগমনের প্রয়োজন কি, তাহা বল ॥ ২৮ ॥

রাবণ বলির এইরূপ কথা শুনিয়া বলিল,—মহাভাগ, আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে বিষ্ণু আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

আমি আপনাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ, ইহাতে সন্দেহ নাই। রাবণ এই কথা বলিলে বলি হাসিয়া তাহাকে বলিলেন— ॥ ৩০ ॥

রাবণ, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, এই যে শ্যামবর্ণ পুরুষটী দ্বারদেশে সর্বদা অবস্থান করিতেছেন, বলবান্ ইনি পূর্ব্ববর্তী ও পূর্ব্বপূর্ব্ববর্তী দানবগণ এবং বলদর্পিত অপর অনেককেই স্ববশে আনিয়াছিলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

ইনিই আমাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, অদৃষ্ট দুরতিক্রমণীয়। হে রাবণ,

১। হ 'বধা মহারাজ'। ২। হ '-ভদ্র-'। ৩। হ '-শ:'। ৪। হ '-তা:'। ৫। হ 'পূর্ব্বপূর্ব্ব-'।

৬। হ অতঃ পরং 'ন ত্বং চৈব ন চৈবাহং কৃতং ভবাক সর্ব্বদা' ইত্যধিকং ।

সর্বভূতাপহর্তা চ য এষ দ্বারি তিষ্ঠতি ।

কর্তা কারয়িতা চৈব ধাতা চ ভুবনেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥

ন ত্বং বেদ ন চৈবাহং ভূতভব্যঞ্চ নিত্যদা ।

কালশ্চৈব হি কালেশো লোকরক্ষাকরন্তথা ॥ ৩৫ ॥

লোকত্রয়স্য সর্বস্য হস্তা শ্রক্টা তথৈব চ ।

ইন্দ্রাণাঞ্চ সহস্রাণি স্মরণামমৃতানি চ ॥ ৩৬ ॥

ঋষীণাকৈব মুখ্যানাং শতান্মথ সহস্রশঃ ।

বশং নীতানি সর্বাণি য এষ দ্বারি তিষ্ঠতি ॥ ৩৭ ॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাবণোহথ তমব্রবীৎ ।

ময়া প্রেতেশ্বরো দৃষ্টঃ কৃতান্তঃ সহ মৃত্যুনা ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। ন ত্বং চৈব ন চৈবাহং ভুবনেশ্বর ইত্যম্বয়ঃ। ভূতং ভব্যঞ্চ যৎ প্রাণি-
মাত্রম্। কালেশঃ সৃষ্টাদিকালানামীশঃ। লোকত্রয়করঃ পালনেন সুরকরঃ।

৩৭। লো-টী। বশং নীতানি প্রভুত্বং প্রাপিতানি। 'বশমিচ্ছাপ্রভুত্বায়ত্ততাসু ত্রিষধীনকে'
ইতি ছুরিঃ।

জগতে কোন্ ব্যক্তি এই পুরুষকে বধনা করিবে ? ॥ ৩৩ ॥

যিনি দ্বারে অবস্থান করিতেছেন এই ত্রৈলোক্যনাথই সমস্ত প্রাণিগণের
স্রষ্টা, পালক, সংহারকর্তা এবং [শুভাশুভ কর্মের] কারয়িতা ॥ ৩৪ ॥

ভূত, ভবিষ্যৎ ও নিত্য বর্তমান ইহাকে তুমিও জান না এবং আমিও জানি
না, ইনিই কাল এবং কালের অধিপতি ও লোকপালক ॥ ৩৫ ॥

যিনি এই দ্বারে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সমস্ত ত্রিভুবনের স্বজন ও সংহার
করেন ; সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অযুত অযুত দেবতা এবং শত-সহস্র শ্রেষ্ঠ ঋষিকে ইনি
বশীভূত করিয়াছেন ॥ ৩৬-৩৭ ॥

পরে রাবণ বলির সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল, আমি মৃত্যুর সহিত

১। হ 'হস্ততি'। ২। হ 'ইন্দ্রমর্জ্য' নাস্তি। ৩। হ 'কালঃ কালাবিশিষ্টেব কালকর্তা চ সোহম্বয়ঃ'।

৪। হ 'ইন্দ্রমর্জ্য' নাস্তি'। ৫। হ '-মেব'। ৬। অতঃ পরং হ 'সর্বলোকস্বরূপেব সর্বজ্ঞানস্বরূপা'। ইত্যধিকম্।

৭। হ 'সর্বদেবিনাম্'।

পাশহন্তো মহাজ্বালোহপূর্ক্ললোমা ভয়ানকঃ ।

দংষ্ট্রালো বিদ্যাজ্জিহ্বাশ্চ সর্পবৃশ্চিকরোষরুট্ ॥ ৩৯ ॥

২
রক্তাক্ষো ভীমবেগশ্চ সর্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ ।

আদিত্য ইব দুশ্প্রেক্ষ্যঃ সমরেষ্মনিবর্তকঃ ॥ ৪০ ॥

পাপানাং শাসিতা চৈব স ময়া যুধি নির্জিতঃ ।

৩
ন চ মে তত্র ভীঃ কাচিদ্ ব্যথা বা দানবেশ্বর ॥ ৪১ ॥

এতং তু নাভিজানামি তদ্ ভবান্ বক্তুমহীতি ।

৪
রাবণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা বলির্কৈরোরোচনোহব্রবীৎ ॥ ৪২ ॥

৫
‘এষ বৈ লোকধাতা চ হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ ।

অনন্তঃ কপিলো বিষ্ণুর্নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৪৩ ॥ ৬

৩৯। লো-টী। সর্পবৃশ্চিকরোষবৎ রুট্-রোষো যন্ত সঃ।

৪০। লো-টী। অনন্তঃ শেষঃ কপিলঃ কপিলাবতারঃ। যথা, অনন্তো বলভদ্রঃ
কপিলো বাসুদেবঃ। ‘কপিলো বাসুদেবে চ নলয়ুনিপ্রভেদয়ো’রিত্তি যতুমালী।

প্রেতরাজ যমকে দেখিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

হে দানবেশ্বর, নিরতিশয় জ্বালাসম্বিত, পাশহন্ত, উর্ক্লরোমা, বৃহদন্তযুক্ত, বিদ্যুতের স্থায় জিহ্বাবিশিষ্ট, সর্প এবং বৃশ্চিকের স্থায় ক্রোধী, রক্তচক্ষুঃ, অতিশয় বেগশালী, সমস্ত প্রাণীর ভয়জনক, সূর্য্যের স্থায় ছিন্নিরীক্ষ্য, যুদ্ধে অপরাযুধ, পাপীদের শাস্তিদাতা সেই ভয়ানক যমকে আমি যুদ্ধে জয় করিয়াছি; আমার তাহাতে কোন ভয় বা ব্যথা হয় নাই ॥ ৩৯-৪১ ॥

এই পুরুষকে আমি জানি না, সুতরাং আপনি ইহার বিষয়ে বলুন। তখন রাবণের কথা শুনিয়া বিরোচনপুত্র বলি কহিলেন—॥ ৪২ ॥

ইনি জগতের পালনকর্তা প্রভু নারায়ণ হরি, ইনিই অনন্ত, কপিল,

ঋতধামা স্রুধামা চ পাশহস্তো ভয়ানকঃ ।

দ্বাদশাদিত্যসদৃশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৪ ॥

নীলজীমূতসংকাশঃ সুরনাথঃ সুরোত্তমঃ ।

জ্বালামালী মহানাদো যোগী ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

সংহরত্যেয ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ।

পুনশ্চ সৃজতে সর্বমনাগন্তুমহেশ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥

ইক্ষং চৈব হি দত্তং চ হৃতং চৈব নিশাচর ।

সর্বশ্চৈব তু লোকেশো ধাতা গোপ্তা ন সংশয়ঃ ।

নৈবংবিধং মহদভূতং বিদ্যতে ভুবনত্রেয়ে ॥ ৪৭ ॥

৪৪। লো-টা। ঋতং সর্ষেঃ পূজিতং ধাম বৈকুণ্ঠস্থানং যন্ত সঃ। 'ঋতমুহশিলে জলে।
সত্যো দীপ্তে পূজিতেহপি ত্রাদি'তি কোষঃ। শোভনং ধাম তেজো যন্ত সঃ।

৪৫। লো-টা। জ্বালা আমলিতুং আবায়িতুং শীলং যন্ত সঃ, তেজঃস্বরূপঃ।

৪৬। লো-টা। সর্বং জগৎ সৃজতে অতো জগৎ অনাত্ত্বং প্রবাহরূপেণ আত্মশূন্যম্।

৪৭। লো-টা। সর্বন্ত ইষ্টাদেখ্যতা ধারয়িতা।

বিষ্ণু, মহাত্ম্যতি নরসিংহ, সর্বলোকপূজিত বৈকুণ্ঠধামনিবাসী, তেজস্বী, পাশহস্ত
এবং ভয়ানক, ইনি দ্বাদশ সূর্যোর তুল্য এবং পুরাতন পুরুষোত্তম ॥ ৪৩-৪৮ ॥

ইনি সুরেশ্বর এবং সুরশ্রেষ্ঠ, ইহার দীপ্তি নীলমেঘসদৃশ, ইনি তেজঃস্বরূপ,
ইহার নিনাদ অতি ভীষণ, ইনি যোগী ও ভক্তজনপ্রিয় ॥ ৪৭ ॥

ইনি স্থাবর ও জঙ্গম জীবসমূহের সংহার করেন এবং পুনরায় সমস্ত জগৎ
সৃজন করেন, ইনিই আদি ও অন্ত-রহিত মহেশ্বর ॥ ৪৬ ॥

হে নিশাচর, এই লোকেশ্বর যজ্ঞ, দান এবং হোম এই সকলেরই প্রবর্তক
এবং রক্ষক—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্রিভুবনে এতাদৃশ মহৎ অপর কিছু বিদ্যমান
নাই ॥ ৪৭ ॥

অহং স্বকৈব রাজেন্দ্র যে চাশ্বে পূর্ববত্তরাঃ ।

নেতা ছেবাং যথা সিংহঃ পশূনাং যমসাদনম্ ॥ ৪৮ ॥

বৃত্তো দমুঃ শুকঃ শস্ত্রনিশুস্তঃ শুস্ত এব চ ।

কালনেমি^১শ্চ সংহ্রাদঃ কূটো বৈরোচনো যুহুঃ ॥ ৪৯ ॥

যমলার্জুন-কংসশ্চ কৈটভো মধুনা সহ ।

এতে তপস্তি ত্রোতস্তি বাস্তি বর্ষস্তি চৈব হি ॥ ৫০ ॥

সর্বৈন্দ্রি^২দশরাজ্যানি কারিতানি মহাত্মভিঃ ।

যুদ্ধে হুরগণাঃ সর্বৈ নির্জিতাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৫১ ॥

প্রমত্তা ভোগসক্তাশ্চ বালার্কসমতেজসঃ ।

তে চ সর্বৈ ক্রয়ং নীতা বলিনঃ কামরূপিণঃ ॥ ৫২ ॥

৪৯। লো-টী। প্রহ্লাদঃ তক্তাদমুঃ ।

৫২। লো-টী। বালার্কসমতেজসঃ পীতবর্ণা রক্তবর্ণা বা ইত্যর্থঃ

হে রাজেন্দ্র, সিংহ যেরূপ পশুদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করে, ইনিও সেইরূপ তুমি, আমি এবং পূর্ব-পূর্ববর্তী অশ্রাশ্র দানবগণ—ইহাদের (অর্থাৎ আমাদের) সকলকেই যমালয়ে প্রেরণ করেন ॥ ৪৮ ॥

বৃত্ত, দমু, শুক, শস্ত্র, নিশুস্ত, শুস্ত, কালনেমি, সংহ্রাদ, কূট, বৈরোচন, যুহু, যমলার্জুন, কংস, মধু এবং কৈটভ—ইহারা সকলেই [সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও ইন্দ্রকে জয় করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে] তপন, ত্রোতন, প্রবহণ এবং বর্ষণকার্য্য [নিষ্পাদন] করিতেন ॥ ৪৯-৫০ ॥

সেই মহাত্মাদের সকলেই সহস্র সহস্র দেবতাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বর্গরাজ্য সকল ভোগ করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

সেই বালমুর্য্যের শ্রায় তেজোবিশিষ্ট প্রমত্ত এবং বিষয়ভোগে আসক্ত কামরূপী বালবান্ দানবৈন্দ্রগণ সকলেই [এই পুরুষের হস্তে] ক্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫২ ॥

সমরে চ দুরাধৰ্ষাঃ শ্রয়ন্তে চাপরাজিতাঃ ।

তেহপি সৰ্বে মহদুভূতাঃ কৃতান্তবলমোহিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

এষ ধারয়তে লোকান্ এষ বৈ সৃজতে প্রভুঃ ।

এষ সংহরতে চৈব কালো ভূত্বা মহাবলঃ ॥ ৫৪ ॥

এষ যজ্ঞা চ যাজ্যশ্চ চক্রায়ুধধরো হরিঃ ।

সৰ্ববেদময়শ্চৈষ সৰ্বভূতময়স্তথা ॥ ৫৫ ॥

সৰ্বরূপী মহারূপী বলদেবো মহাভুজঃ ।

বীরহা বীর চক্ষুশ্রান্ত্রৈলোক্যগুরুরব্যয়ঃ ৫৬ ॥

এনং মুনিগণাঃ সৰ্বে চিস্তয়ন্তি হি মোক্ষিণঃ ।

য এনং বেত্তি পুরুষং সৰ্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।

স্বহৃদা শ্রদ্ধা তথেষ্টা চ সৰ্বকামানবাঞ্ছয়াং ॥ ৫৭ ॥

৫৩। লো-টী। মহদুভূতাঃ সর্বাংশেন মহত্ত্বং প্রাপ্তাঃ কৃতান্তেন দ্বন্দ্বেরণানেন বলমোহিতাঃ মোহং প্রাপিতাঃ ।

৫৪। লো-টী। এষ ধারয়তে পালয়তি ।

৫৫। লো-টী। যাজ্যঃ পূজ্যঃ । বলেন দীব্যতীতি বলদেবঃ ।

৫৬। লো-টী। হে বীর, চক্ষুশ্রান্ত্র জ্ঞানী, বীরগণং দেবানাং জ্ঞানোপদেষা (৭) ইতি বা ।

শোনা যায়, যঁাহারা সমরে অজেয় এবং দুর্দর্শ ছিলেন, সেই সর্বাংশে মহত্ত্বপ্রাপ্ত বীরগণও কৃতান্তরূপী এই মহাত্মার বলে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

এই প্রভুই লোকসমূহ সৃজন করিয়াছেন, ইনিই আবার তাহাদিগকে পালন করিতেছেন, এই মহাবলই আবার কাল হইয়া সমস্ত সংহার করেন ॥ ৫৪ ॥

ইনিই যাগকর্ত্তা এবং যাজ্য (পূজক এবং পূজ্য) ও চক্রায়ুধধারী হরি, ইনিই সমস্ত বেদস্বরূপ ও অখিল ভূতময় ॥ ৫৫ ॥

হে বীর, ইনি মহারূপী, সর্বময়, ইনি বীরহস্তা, মহাবাহু, স্বীয় [মায়া] শক্তিপ্রভাবে [সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ] ক্রীড়াপরায়ণ এবং জ্ঞানী, ত্রৈলোক্যগুরু ও অব্যয় ॥ ৫৬ ॥

মোক্ষাভিলাষী সমস্ত মুনিগণ ইহাকেই চিন্তা করেন এবং যিনি এই পুরুষের

১। ক 'এতে'। ২। অতঃ পরং হ 'ইন্দ্রাণাঞ্চ সংপ্রাপ্তিঃ হৃদাশাসনমুতানি চ' ইত্যধিকৃৎ। ২। হ 'বজ্রশ্চ'। ৩। হ '-শ্চৈব'। ৪। হ 'মহাদেবো'। ৫। হ 'এবং'।

এতচ্ছূভা তু বচনং রাবণো নির্ঘযৌ তদা ।

ন চ তং পুরুষং তত্র পশ্যতে রজনীচরঃ ॥ ৫৮ ॥

হর্ষান্নাদং বিমুক্তং বৈ নিজ্জানন্তো বরুণালয়াং ।

গত এবাগতো যেন পথা তেন নিবৃত্ত্য তু ॥ ৫৯ ॥

ইত্যার্ষে বায়ীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বলিদর্শনং নাম
অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

৫৯। লো-টী। যেন অশ্বনগরবান্ধনা বরুণলোকং গতঃ, তেন পথা নিবৃত্ত্য আগতঃ।
বলিদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥

স্বরূপ বিদিত হইতে পারেন, তিনি সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন এবং ইহাঁর যজ্ঞন,
নামশ্রবণ এবং স্মরণ করিলে সমস্ত অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায় ॥ ৫৭ ॥

তখন রাক্ষস রাবণ এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া [তথা হইতে] নির্গত হইল,
কিন্তু সেই পুরুষকে সেখানে দেখিতে পাইল না ॥ ৫৮ ॥

সুতরাং আনন্দিত মনে সিংহনাদ করিতে করিতে বরুণের আশ্রয় হইতে
বাহির হইয়া যে-পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল, সেই পথেই ফিরিয়া চলিয়া
গেল ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বায়ীকপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বলিদর্শন-নামক
২৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

(২৯) একোনত্রিংশঃ সর্গঃ

অথ সক্ষিস্ত্য লক্ষেশঃ সৌমলোকং জগাম হ ।

মেরুশৃঙ্গবরে রম্যে রজনীমুগ্ধ বীৰ্য্যবান্ ॥ ১ ॥

অথ শ্রুতান্নমারুতো দিব্যভ্রগমুলেপনঃ ।

অপ্সরোগণমুখ্যেন সেব্যমানস্ত গচ্ছতি ॥ ২ ॥

রতিশ্রাস্তোহপ্সরোহঙ্গেষু চুম্বিতঃ স বিবুধ্যতে ।

দৃষ্টস্ত পুরুষস্তেন দৃষ্ট্বা কোতূহলাস্বিতঃ ॥ ৩ ॥

অথাপশ্যদৃষিৎ তত্র দৃষ্ট্বা চৈবমুবাচ তম্ ।

স্বাগতং তব দেবর্ষে কালেনেহাগতো হসি ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। রক্ষেশঃ সক্ষিস্ত্যঃ, স্বগণরক্ষায়ামিস্তো বা। ‘রক্ষোহসা’বিতি পাঠে অসৌ
ব্যবশ্যে রক্ষঃ উচ্য উচিষ্য।

৩। লো-টা। অপ্সরোহঙ্গেষু বর্তমানশ্চুম্বিতৈরপ্সরোগণচুম্বনৈঃ। তেন রাবণেন।

পরে বলবান্ লঙ্কাধিপতি রাবণ চিন্তা করিয়া সুমেরুর শ্রেষ্ঠতম রমণীয় শিখরে
রাত্রিযাপন করত চল্ললোকে গমন করিল ॥ ১ ॥

সেই সময়ে দিব্যমালা এবং গন্ধদ্রব্যে ভূষিত এক পুরুষ প্রধান প্রধান
অপ্সরাগণকর্তৃক সেব্যমান হইয়া রথারোহণে যাইতেছিলেন ॥ ২ ॥

সেই পুরুষ রতিশ্রাস্ত হইয়া অপ্সরাগণের অঙ্গে শয়ান থাকিয়া তাহাদের
চুম্বনে জাগরিত হইতেছিলেন। রাবণ সেই পুরুষকে দেখিল, দেখিয়া কোতূহলাস্বিত
হইল ॥ ৩ ॥

ইত্যবসরে তথায় [পর্বতনামক] এক ঋষিকে দেখিতে পাইল, দেখিয়া
তাঁহাকে বলিল,—দেবর্ষে, আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনি কালক্রমে
এস্থানে আসিয়াছেন ॥ ৪ ॥

কোহয়ং শ্রুন্দনমারুড়ো হৃৎসরোগংসেবিতঃ ।

নির্লজ্জ ইব সংযাতি ভয়স্থানং ন বিন্দতি ॥ ৫ ॥

রাবণেনৈবমুক্তস্ত পর্বতো বাক্যমব্রবীৎ ।

শৃণু বৎস যথাতত্ত্বং বক্ষ্যে চাহং মহাত্ম্যতে ॥ ৬ ॥

এতেন নির্জিজ্ঞাতা লোকা ব্রহ্মা চৈবাভিতোষিতঃ ।

এষ গচ্ছতি মোক্ষায় সুস্থখং স্থানমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

তপসা নির্জিজ্ঞাতা যদ্বদ্বত রাক্ষসাধিপ ।

প্রয়াতি পুণ্যকুৎ তদ্বৎ সোমং পীত্বা ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

ত্বস্ত রাক্ষসশার্দূল শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ ।

নৈবেদ্যশেষে কুপ্যন্তি বলিনো ধর্মচারিষু ॥ ৯ ॥

[লো-টা।] স্বা স্বাম্ ।

৭। লো-টা। সু শোভনম্ অতীব সুখং যত্র তৎ ।

৮। লো-টা। ভবতা যথা লোকা নির্জিতাঃ, লুপ্তোপমা ।

৯। লো-টা। ঈদৃশেষু ঈদৃগত্যঃ, ব্রহ্মচারিষু তপস্বিষু ।

অঙ্গরাগণে সেবিত হইয়া রথারোহণপূর্বক নির্লজ্জভাবে যাইতেছে এবং ভয়স্থান অবগত হইতেছে না—এই ব্যক্তি কে ? ॥ ৫ ॥

পর্বত-ঋষি রাবণের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, বৎস, প্রকৃত বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

ইনি [তপোবলে] সমস্তলোক নির্জিত এবং ব্রহ্মাকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন, অতএব মোক্ষাভিলাষে অতীব সুখাম্পদ উত্তম স্থানে যাইতেছেন ॥ ৭ ॥

হে রাক্ষসাধিপ, আপনি যেমন তপস্বীদ্বারা [সমস্তলোক] জয় করিয়াছেন, এই পুণ্যাশ্রা ব্যক্তিও সেইরূপ ; ইনি সোমরস পান করিয়া যাইতেছেন, সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥

হে রাক্ষসশার্দূল, আপনি বীর এবং সত্যপরাক্রম ; বলবান্ ব্যক্তিগণ

অথাপশ্চাদ্রথবরং মহাকাংক্ষং মহোজসম্ ।

জাজ্বল্যমানং বপুষা গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥ ১০ ॥

কোহয়ং গচ্ছতি দেবর্ষে শোভমানো মহাদ্ব্যতিঃ ।

কিন্নরৈশ্চ প্রগায়ন্তিন্ ত্যক্তিশ্চ মনোরমম্ ॥ ১১ ॥

ঐহা চেদমুবাচাথ পর্বতৌ মুনিসত্তমঃ ।

এষ শূরো রণে যোদ্ধা সংগ্রামেষ নিবর্তকঃ ॥ ১২ ॥

যুধ্যমানস্তথৈবৈষ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ ।

কৃতী শূরো রণে জেতা স্বাগ্যার্থং ত্যক্তজীবিতঃ ॥ ১৩ ॥

সংগ্রামে নিহতোহমিত্রৈর্হিহা চ সমরে বহুন্ ।

ইন্দ্রস্ত্যতিথিরৈবৈষ অথবা যত্র গচ্ছতি ।

নৃত্যগীতপরৈর্লোকৈঃ সেব্যতে নরসত্তমঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী । বপুষা প্রশস্তাকৃত্য, গীতাদিভির্বিশিষ্টম্ ।

১১। লো-টী । কিন্নরৈশ্চ শোভমানঃ । 'কিন্নরৈঃ শোভমানোহসৌ স্বচ্ছন্নব্রজগামিতিঃ । গদ্যকৈশ্চ প্রগায়ন্তিন্ ত্যক্তিশ্চ মনোরমম্' । [ইতি পাঠো বা ।]

এতাৎদশ ধার্মিক জনগণের প্রতি রুপ্ত হন না ॥ ৯ ॥

অনন্তর রাবণ গীত ও বাজ্যধ্বনিতে পরিপূর্ণ উজ্জলকাস্তি তেজঃসম্পন্ন একখানি বৃহৎ উত্তম রথ দেখিতে পাইল ॥ ১০ ॥

[তখন রাবণ বলিল] দেবর্ষে, মনোরম নৃত্যগীতপরায়ণ কিন্নরগণের সহিত মহাদ্ব্যতিবিশিষ্ট এই যে সুন্দর ব্যক্তিটী যাইতেছেন, ইনি কে ? ॥ ১১ ॥

পরে মুনিবর পর্বত ইহা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, ইনি একটী বীর যোদ্ধা, ইনি [কখনও] সংগ্রামে পরাজুথ হন নাই ॥ ১২ ॥

এই কার্যাকুশল রণজয়ী বীর [শত্রুর] প্রহারে জর্জরীকৃত হইয়াও যুদ্ধ করিয়া প্রভুর জন্ত প্রাণবিসর্জন করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

ইনি যুদ্ধে বহু শত্রু বধ করিয়া শত্রুকর্তৃক নিহত হইয়া ইন্দ্রের অতিথি

পপ্রচ্ছ রাবণো ভূয়ঃ কোহয়ং যাত্যর্কসন্নিভঃ ।

রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা পর্বতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥

য এষ দৃশ্যতে রাজন্ বিমানে সর্বকাক্ষনে ।

অঙ্গরোগংসংযুক্তে পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ ॥ ১৬ ॥

সুবর্ণদো মহারাজ বিচিত্রাভরণাম্বরঃ ।

এষ গচ্ছতি শীঘ্রেণ যানেন স্তমহাদ্ভাতিঃ ॥ ১৭ ॥

পর্বতস্ত বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ।

এতে যে বাস্তি রাজানো ক্রহি ত্বম্বিসত্তম ।

কো হেমাং যাচিতো দদ্যাদ যুদ্ধাতিথ্যং মমাগ্ন বৈ ॥ ১৮ ॥

তৎ সমাখ্যাহি ধর্মাজ্ঞ পিতা মে ত্বং হি ধর্মতঃ ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রাবণঃ পর্বতস্তদা ॥ ১৯ ॥

১৭ । লো-টী । শীঘ্রেণ শীঘ্রগণ ।

হইয়াছেন, অথবা এই নরশ্রেষ্ঠ যেখানেই যান সেইখানেই নৃত্যগীতপরায়ণ লোকসকল দ্বারা সেবিত হন ॥ ১৪ ॥

রাবণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, সূর্য্যের স্থায় দীপ্তিবিশিষ্ট এই যে ব্যক্তি যাইতেছেন, ইনি কে ? পর্বতঋষি রাবণের প্রশ্ন শুনিয়া তাহাকে বলিলেন—॥ ১৫ ॥

রাজন্, অঙ্গরোরাজি-পরিশোভিত সর্ব্বাংশে সুবর্ণমণ্ডিত বিমানে ষাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন, ইনি সুবর্ণদাতা । মহারাজ, পূর্ণচন্দ্রতুল্য এই মহাতেজস্বী ব্যক্তি বিচিত্র ভূষণ এবং বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দ্রুতগামী যানে গমন করিতেছেন ॥ ১৬-১৭ ॥

পর্বতমুনির কথা শুনিয়া রাবণ বলিল, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, এই যে-সকল রাজা যাইতেছেন, ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যাচিত হইয়া অগ্ন আমাকে যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিবেন, তাহা আপনি বলুন ॥ ১৮ ॥

হে ধর্মাজ্ঞ, ধর্ম্মানুসারে আপনি আমার পিতা, আপনি আমার

শর্ম্মার্থিনো মহারাজ নৈতে যুদ্ধার্থিনো নৃপাঃ ।

বক্ষ্যামি তে মহাভাগ যন্তে যুদ্ধং প্রদাস্থতি ॥ ২০ ॥

এষ রাজা মহাতেজাঃ সপ্তদ্বীপেশ্বরো মহান্ ।

মাক্ষাতা যোহভিবিখ্যাতঃ স তে যুদ্ধং প্রদাস্থতি ॥ ২১ ॥

পৰ্ব্বতস্থ বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ।

কুত্রাসৌ দৃশ্যতে রাজা তন্মমাচক্ষুঃসুত্রত ॥ ২২ ॥

সোহহং যাস্থামি তত্রৈব যত্রাসৌ নরপুংসবঃ ।

রাবণস্থ বচঃ শ্রুত্বা মুনিৰ্বচনমব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥

যুবনাশ্বসুতো রাজা মাক্ষাতা রাজসন্তমঃ ।

সপ্তদ্বীপসমুদ্রাস্তাং জিত্বেহাভ্যাগমিস্থতি ॥ ২৪ ॥

২২ । লো-টা । অসৌ রাজা মম যুদ্ধমাতা ইত্যর্থঃ ।

নিকট তাহা বলুন । তখন পৰ্ব্বতমুনি এই কথা শুনিয়া রাবণকে বলিলেন— : ২০ ॥

মহারাজ, এই সকল নরপতি সুখাভিলাষী, ইহার। যুদ্ধাভিলাষী নহেন ।
হে মহাভাগ, যিনি আপনাকে যুদ্ধ প্রদান করিবেন, আপনার নিকট তাঁহার কথা
বলিতেছি ॥ ২০ ॥

সপ্তদ্বীপ মধ্যে প্রধান বীর অতিশয় তেজস্বী মাক্ষাতা নামে বিখ্যাত যে
রাজা আছেন, তিনিই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥ ২১ ॥

পৰ্ব্বতমুনির কথা শুনিয়া রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুত্রত, ঐ রাজার
দর্শন কোথায় পাওয়া যায়—আপনি আমার নিকট তাহা বলুন ॥ ২২ ॥

সেই নরপুংসব যেখানে থাকেন, আমি সেইখানে যাইব । পৰ্ব্বতমুনি রাবণের
কথা শুনিয়া বলিলেন— ২৩ ॥

যুবনাশ্বপুত্র রাজশ্রেষ্ঠ রাজা মাক্ষাতা সমাগরা সপ্তদ্বীপা মেদিনী জয়
করিয়া এইস্থানেই আসিবেন ॥ ২৪ ॥

অথাপশ্চান্মহাবাহুস্ত্রৈলোকে বন্দপিতঃ ।

অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং মাক্ষাতারং নরোত্তমম্ ॥ ২৫ ॥

সপ্তদ্বীপাধিপং যাস্তং স্তন্দনেন বিরাজতা ।

হেমদণ্ডেন চিত্রেণ শ্বেতচ্ছত্রেণ রাজ্জিতম্ ॥ ২৬ ॥

জাজ্বল্যমানং রূপেণ দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।

তমুবাচ দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ॥ ২৭ ॥

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহসন্তদমুবাচ হ ।

যদি তে জীবিতং নেক্ষং ততো যুধ্যস্ব রাক্ষস ॥ ২৮ ॥

মাক্ষাতুর্বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ।

বরুণস্য কুবেরস্য যমস্তাপি ন বিব্যাধে ।

কিং পুনশ্চানুঘাত্তন্তো রাবণো ভয়মাবিশেৎ ॥ ২৯ ॥

২৬। লো-টী। বিরাজতা বিরাজমানেন। মণ্ডোজ্জাহ্নব মহেন্দ্রযোগেন, ভাষতা জাজ্বল্যমানেন।

পরে ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ গর্বিত মহাবাহু রাবণ সপ্তদ্বীপের অধিপতি, বিচিত্র সুবর্ণদণ্ড এবং শ্বেতচ্ছত্রে শোভিত, দিব্যগন্ধ এবং অমুলেপনে রঞ্জিত, সৌন্দর্য্য প্রভাবে দীপ্যমান, অযোধ্যাপতি নরোত্তম বীরবর মাক্ষাতাকে শোভমান বিমানারোহণে যাইতে দেখিল। তখন রাবণ তাঁহাকে বলিল, ‘আমার সহিত যুদ্ধ কর’ ॥ ২৫-২৭ ॥

মাক্ষাতা রাবণের কথা শ্রবণ করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাক্ষস, যদি তোমার বাঁচিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৮ ॥

মাক্ষাতার কথা শুনিয়া রাবণ বলিল,—বরুণ, কুবের এবং যমের নিকটেও রাবণ কাতর হয় নাই; তুমি ত’ মাহুয, তোমাকে ভয় করিবে? ॥ ২৯ ॥

এবমুক্তা^১ রাক্ষসেন্দ্রঃ ক্রোধাৎ সংপ্রজ্বলন্নিব ।

আজ্ঞাপয়ামাস তদা রাক্ষসান্ যুদ্ধদুর্মদান্ ॥ ৩০ ॥

অথ ক্রুদ্ধাস্ত সচিবা রাবণস্ত দুরাত্মনঃ ।

বহু^২যুঃ শরজালানি ক্রোধাদ্ যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৩১ ॥

অথ রাজ্ঞা বলবতা কঙ্কপত্নৈঃ শিলাশিতৈঃ ।

ইষুভিস্তাড়িতাঃ সর্বৈ প্রহস্তশুকসারণাঃ ।

মহোদরবিরূপাক্ষা হৃকম্পনপুরোগমাঃ ॥ ৩২ ॥

অথ প্রহস্তস্ত নৃপং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ।

অপ্রাপ্তানৈব তান্ সর্বান্ প্রচিচ্ছেদ নৃপোত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥

ভুশুণ্ডাভিচ্চ ভল্লৈচ্চ ভিন্দিপালৈঃ সতোমরৈঃ ।

নররাজেন দহন্তে তৃণভারা ইবাগ্নিনা ॥ ৩৪ ॥

৩১ । লো-টী । ক্রুদ্ধাঃ সচিবা ইত্যেকং বাক্যম্, ততশ্চ ক্রুদ্ধাস্তে শরজালানি বহুব্রুত্যা-
পরম্ ।

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ বলিয়া তখন ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়া রণদুর্মদ
রাক্ষসদিগকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিল ॥ ৩০ ॥

পরে দুরাত্মা রাবণের রণবিশারদ ক্রুদ্ধ অমাত্যগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
বাণজাল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর বলবান্ রাজা মাক্ষাতা শিলাশাণিত কঙ্কপত্রবিশিষ্ট বাণসমূহে প্রহস্ত,
শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি অকম্পনের অমুগামী যোদ্ধৃন্দকে আহত
করিলেন ॥ ৩২ ॥

পরে প্রহস্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া নরপতিকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল ।
নরশ্রেষ্ঠ মাক্ষাতা সেই সকল বাণ আসিতে না আসিতেই তাহা কাটিয়া
ফেলিলেন ॥ ৩৩ ॥

অগ্নি যেরূপ তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ নররাজ মাক্ষাতা ভুশুণ্ডী, ভল্ল,
ভিন্দিপাল এবং তোমরসমূহদ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

ততো নৃপবরঃ ক্রুদ্ধঃ পঞ্চভিঃ প্রবিভেদ তম্ ।

তোমরৈঃ হুমহাবেগৈঃ পুনঃ ক্রৌঞ্চমিবাগ্নিজঃ ॥ ৩৫ ॥

ততো মুহুর্ভ্রামিস্বা মুদগরং যমসম্মিতম্ ।

প্রাহরৎ সোহতিবেগেন রাক্ষসস্ত রথং প্রতি ॥ ৩৬ ॥

স পপাত মহাবেগো মুদগরো বজ্রসম্মিতঃ ।

স তুর্গং রাবণস্তেন পাতিতঃ শক্রকেতুবৎ ॥ ৩৭ ॥

ততো মর্ত্যপতিঃ প্রীত্যা হর্ষোদগতবলো বভৌ ।

সকলেন্দুকলাঃ স্পৃষ্টা যথাস্থ লবণাস্তমঃ ॥ ৩৮ ॥

৩৬। লো-টা। অগ্নিা অগ্নিপুত্রেন শুভেনেত্যর্থঃ। 'সেনানীঃ শ্রাদ্ধঘূত্বর্বাহলেদ্যন্ত কার্ত্তিক' ইত্য রত্নমালা।

৩৮। লো-টা। হর্ষণ উত্ততং বৃন্দং বলং যন্ত সঃ, অথ জলং সকলা সর্বা বা ইন্দুবলা

।

পরে অগ্নিতনয় কার্ত্তিকেয় যেমন বাণদ্বারা ক্রৌঞ্চপর্বত বিদারণ করিয়া-
ছিলেন, সেইরূপ নৃপবর মাক্ষাতা ক্রুদ্ধ হইয়া অতিশয় বেগশালী পাঁচটা তোমরদ্বারা
পুনরায় রাবণকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন ॥ ৩৫ ॥

পরে তিনি যমতুল্য মুদগর বারম্বার ঘুরাইয়া বিষমবেগে রাক্ষসরাজের
রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

সেই বজ্রসদৃশ মুদগর মহাবেগে পতিত হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্রধ্বজের শ্রায়
রাবণকে পাতিত করিল ॥ ৩৭ ॥

তার পর লবণসমুদ্রের জল যেরূপ চন্দ্রের সকল কলা (পূর্ণচন্দ্রের কর) স্পর্শ
করিয়া ক্ষীণ হয়, সেইরূপ ভূপতি মাক্ষাতা আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং তাঁহার
সৈন্যগণ হর্ষোদ্গু হইয়া উঠিল ॥ ৩৮ ॥

১। হ 'সৈন্য মহা'। ২। হ 'পাতিতকেন'। ৩। হ 'রাবণ'। ৪। হ 'তদা স নৃপতিঃ'।
৫। হ 'ক্ষত'। ৬। হ 'কলা'।

ততো রক্ষোবলং সর্বং হাহাভূতং বিচেতনম্ ।

পরিবার্যাথ সংতপ্তৌ রাক্ষসেন্দ্রঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৯ ॥

ততশ্চিরাৎ সমাশ্বস্ত রাবণো লোকরাবণঃ ।

মাক্ষাতুঃ পীড়য়ামাস দেহং লঙ্কেশ্বরো ভূশম্ ॥ ৪০ ॥

রথং সাম্বয়ুগাক্ষং তং বভঞ্জ চ মহাবলঃ ।

বিরথঃ স রথাৎ প্রাপ্য শক্তিং ঘণ্টাট্টহাসিনীম্ ।

মাক্ষাতা প্রতিচিক্বেপ তাং বলাদ্রাবণং প্রতি ॥ ৪১ ॥

মরীচিমিব চার্কস্তু চিত্রভানোঃ শিখামিব ।

দীপ্যন্তোঃ রুচিরাভাসাং মাক্ষাতুঃ করবিচ্যুতাম্ ॥ ৪২ ॥

তামাপতন্ত্যোঃ শূলেন পৌলস্ত্যো রজনীচরঃ ।

দদাহ শক্তিং রক্ষেন্দ্রঃ পতঙ্গমিব পাবকঃ ॥ ৪৩ ॥

৪১। লো-ট। ঘণ্টায়া ইব অট্টো হাসঃ শব্দো বর্ততে যন্তান্তাম্ ।

৪২। লো-ট। রুচিরাভাসাং চার্ককাস্তিম্ ।

তখন সমস্ত রাক্ষসসেনা হাহাকার করিয়া সেই অচেতন রাক্ষসরাজের চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিল ॥ ৩৯ ॥

পরে লোকরাবণ লঙ্কাধিপতি রাবণ বহুবিলম্বে আশ্বস্ত হইয়া মাক্ষাতার গাত্রে প্রহার করিল ॥ ৪০ ॥

মহাবীর রাবণ অশ্ব, যুগদণ্ড ও অক্ষের সহিত সেই [মাক্ষাতার] রথ ভগ্ন করিল, তখন সেই মাক্ষাতা রথবিহীন হইয়া রথ হইতে ঘণ্টার শ্রায় অট্টধ্বনি-কারিণী শক্তি গ্রহণ করিয়া সেই শক্তি রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪১ ॥

অগ্নি বেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করে, সেইরূপ পুলস্ত্যনন্দন রাক্ষসরাজ রাবণ মাক্ষাতার করচ্যুত সূর্য্যাকিরণ ও অগ্নিশিখার শ্রায় দীপ্যমান চার্ককাস্তি সেই আপতিত শক্তিকে শূলদ্বারা ভস্মীভূত করিল ॥ ৪২-৪৩ ॥

যমদন্তং তু নারাচং বিকৃষ্য স দশাননঃ ।

পাতয়ামাস বেগেন স চ তেন হতো ভৃশম্ ॥ ৪৪ ॥

মূচ্ছিতং তং নৃপং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টাস্তে নিশাচরাঃ ।

চুক্রুশুঃ সিংহনাদাংশ্চ প্রক্ষেলন্তো মহাবলাঃ ॥ ৪৫ ॥

লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন অযোধ্যায়াঃ পতিস্তদা ।

দৃষ্ট্বা তং মন্ত্রিভিঃ শত্রুং পূজ্যমানং মুদাস্মিতৈঃ ॥ ৪৬ ॥

জাতকোপো ছুরাধ্বশ্চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিঃ ।

মহতা শরবর্ষণে পীড়য়দ্রাক্ষসং বলম্ ॥ ৪৭ ॥

মাক্ষাতুস্ত নিনাদেন রক্ষসস্ত রবেণ চ ।

সংচাল ততঃ সৈন্যমুদ্ধৃত ইব সাগরঃ ।

তদ যুদ্ধমভবদ্ বোরং নররাক্ষসসংকুলম্ ॥ ৪৮ ॥

৪৪ । লো-টী । স মাক্ষাতা ।

৪৫ । লো-টী । প্রক্ষেলন্তঃ ক্রীড়ন্তঃ ।

৪৭ । লো-টী । পীড়য়ন্ যুগ্মে ইতি শেষঃ । ‘পীড়য়দ্রাক্ষস’মিতি পাঠে অপীড়য়দিত্যর্থঃ

৪৮ । লো-টী । উদ্ধৃতঃ অতীব বর্জমানঃ ।

দশানন যমপ্রদন্ত নারাচ আকর্ষণ করিয়া বেগে নিক্ষেপ করিল, তাহা দ্বারা মাক্ষাতা অতিশয় আহত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

মহাবলশালী রাক্ষসগণ সেই নরপতি মাক্ষাতাকে মূচ্ছিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আফালন সহকারে সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

তখন সূর্য্য এবং চন্দ্রের ন্যায় কাস্তিমান্ ছুরাধ্ব অযোধ্যাধিপতি মাক্ষাতা মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সংজ্ঞালাভ করত সেই শত্রুকে আনন্দিত মন্ত্রিগণকর্তৃক সেবিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া নিরন্তর বাণবর্ষণ দ্বারা রাক্ষসবাহিনীকে আহত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৭ ॥

পরে সেই সৈন্যসকল মাক্ষাতার নিনাদ এবং রাক্ষসের শব্দে উদ্ভুলিত

১। হ ‘দণ্ড’। ২। হ ‘নিষ্ক’। ৩। হ ‘স তেনাস্তিহতো’। ৪। হ ‘তু’। ৫। হ ‘স্তে’।

৬। হ ‘অযোধ্যাধিপতি’। ৭। হ ‘নিশাচরৈঃ’। ৮। হ ‘পাতয়ামাস’। ৯। ক ‘চ রবেণ’।

অথাবিষ্ঠৌ মহাত্মানৌ নররাক্ষসসন্তমৌ ।

কান্মূকাসিধরৌ বীরৌ বীরাসনগতো তদা ॥ ৪৯ ॥

মাক্ষাতা রাবণকৈব রাবণশ্চৈব তং নৃপম্ ।

ক্রোধেন মহতাবিষ্ঠৌ শরবর্ষণ মুমোচতুঃ ॥ ৫০ ॥

তোঁ পরস্পরসংক্রোভাৎ প্রহারৈঃ ক্ষতবিক্ষতোঁ ।

কান্মূকেহস্ত্রং সমাধায় রৌদ্রমস্ত্রমমুৰুতাম্ ॥ ৫১ ॥

আগ্নেয়েন তু মাক্ষাতা তদস্ত্রং পর্যবারয়ৎ ।

গাক্ষর্বেণ দশগ্রীবো বারুণেন চ রাজরাট ॥ ৫২ ॥

৪৯। লো-টী। বীরাসনং যুদ্ধবেশমিত্যর্থঃ ।

৫০। লো-টী। মুমোচতুঃ মুমুচতুঃ ।

৫১। লো-টী। পরস্পরসংক্রোভাৎ ক্রোভাৎ রৌদ্রং ভয়ানকমস্ত্রবিশেষম্, ন তু পাশপতম্ ।

৫২। লো-টী। তদস্ত্রং মাক্ষাতা আগ্নেয়েন দশগ্রীবস্ত গাক্ষর্বেণ বারুণেন চ ষাভ্যাং পর্যবারয়ৎ ।

সাগরের জায় সর্বতোভাবে বিচলিত হইল, মনুষ্য এবং রাক্ষসসঙ্কুল সেই ১৬ ভীষণ আকার ধারণ করিল ॥ ৪৮ ॥

পরে মহাত্মা বীর নরবর মাক্ষাতা এবং রাক্ষসবর দশানন বীরাসনে অবস্থিত হইয়া ধনুক এবং তরবারদ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট রাবণ মাক্ষাতার প্রতি এবং অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট মাক্ষাতা রাবণের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

তঁাহারা পরস্পর ক্রোধবশতঃ প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ধনুকে রৌদ্র অস্ত্র সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫১ ॥

মাক্ষাতা আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিলেন, দশানন গাক্ষর্বাস্ত্র এবং বারুণাস্ত্রদ্বারা [সেই অস্ত্র নিবারণ করিল] ॥ ৫২ ॥

গৃহীত্বা স তু ব্রহ্মাজ্ঞং সৰ্ব্বভূতভয়াবহম্ ।

চোদয়ামাস মাক্ষাতা দিব্যং পাশুপতং মহৎ ॥ ৫৩ ॥

তদজ্ঞং ঘোররূপং তু ত্রৈলোক্যভয়বৰ্দ্ধনম্ ।

দৃষ্ট্বা ত্রস্তানি ভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ॥ ৫৪ ॥

বরদানাতু রুদ্রশ্চ তপসারাবিহিতং মহৎ ।

ততঃ সংকম্পতে সৰ্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৫৫ ॥

দেবান্‌চ কম্পিতাঃ সৰ্ব্বে লয়ং নাগান্‌চ সংগতাঃ ।

অথ তৌ মুনিশার্দ্দুলৌ ধ্যানযোগাদপশ্যতাম্ ॥ ৫৬ ॥

পুলস্ত্যো গালবশ্চৈব বারয়ামাসভুনপম্ ।

নোপালম্ভৈশ্চ বিবিধৈর্বাকৈক্যে রাক্ষসসত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥

৫৩। লো-টী। স তু মাক্ষাতা পাশুপতং মহৎ গৃহীত্বা, কিংভূতং? ব্রহ্মাজ্ঞং ব্রহ্মাজ্ঞত্বস্যম্ ।

৫৪। লো-টী। স্বাবরাণি চরাণি চ প্রাণিনঃ তদজ্ঞং দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বঃ পশুপতিঃ, তং ভূতানি শরণতয়া প্রাপ্তানি ।

৫৫। লো-টী। কীদৃশমন্ত্রম্? রাজস্বতপসা রুদ্রশ্চ বরদানাং মহৎ যথা তথারাবিহিতং পুণ্ড্রিতম্ ।

৫৬। লো-টী। বিলং গৰ্ভম্ ।

৫৭। লো-টী। স পুলস্ত্যো গালবশ্চ নশং [নৃপং] বারয়ামাসতুঃ রাক্ষসসত্তমম্ অপারম্ভৈর্বাকৈক্যঃ 'দেবাদীনামবধ্যাৎসেহপি মাহুযাদ্ ভয়মভী'ত্যেবংক্লটৈঃ ।

পরে মাক্ষাতা সৰ্ব্বপ্রাণীর ভয়াবহ ব্রহ্মাজ্ঞত্বল্য দিব্য পাশুপত-মহাজ্ঞ গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

তপশ্চায় সন্তুষ্ট রুদ্রের বরে প্রাপ্ত ত্রিভুবনের ভয়বৰ্দ্ধন সেই ভীষণাকার মহাজ্ঞ দেখিয়া চরাচর প্রাণিগণ ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত চরাচরসমষ্টি ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল ॥ ৫৪-৫৫ ॥

সমস্ত দেবতাগণ কম্পিত হইলেন এবং নাগগণ [গৰ্ভমধ্যে] বিলীন হইল । জনস্তর মুনিবর পুলস্ত্য এবং গালব ধ্যানযোগে [ত্রিভুবনের আসের কারণ]

ভৌ তু কৃতা পরাং শ্রীতিং নররাক্ষসয়োন্তদা ।

সংপ্রস্থিতৌ হুসংহর্ষৌ পথা যেনৈব চাগতৌ ॥ ৫৮ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বিকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে মাক্ধাতৃযুজ্ঞং নাম
একোনিত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

৫৮। লো-ট। কৃতা কারয়িত্বা।

মাক্ধাতৃরাবণযুজ্ঞম্ ॥ ২২ ॥

জানিতে পারিয়া বিবিধ ভৎসনাবাক্যদ্বারা রাবণকে এবং নরনাথ মাক্ধাতাকে
নিবারণ করিলেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥

তঁাহারা সেই সময়ে মামুষ এবং রাক্ষসের [রাবণ ও মাক্ধাতার] পরম
সম্প্রীতি স্থাপন করিয়া যে-পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই হুষ্ঠিচিন্তে প্রস্থান
করিলেন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বায়্বিকীপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মাক্ধাতা ও রাবণের যুজ্ঞনামক
২৯শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

(৩০) ত্রিংশঃ সর্গঃ

গতাভ্যামথ বিপ্রাভ্যাং রাবণো রাক্ষসাদিপঃ ।

দশযোজনসাহস্রং প্রথমং তু মরুৎপথম্ ।

যত্র তিষ্ঠন্তি নিত্যস্থা হংসাঃ সৰ্ব্বগুণাস্বিতাঃ । ১ ।

অত উৰ্দ্ধং তু গতা বৈ মরুৎপথমনুত্তমম্ ।

দশযোজনসাহস্রং তদেব পরিগণ্যতে ॥ ২ ॥

তত্র সন্নিহিতা মেঘাস্ত্রিবিধা নিত্যসংস্থিতাঃ ।

আগ্নেয়াঃ পক্ষিণো ব্রাহ্ম্যাস্ত্রিবিধাস্তত্র তে স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥

১। লো-টী। গতাভ্যাং বিপ্রাভ্যামথ তয়োর্গতয়োৱনন্তং মরুৎপথং গম্বৈতি সধকঃ। ততশ্চ ক্রমেণ চক্ষমসো লোকং গতা স্থিতং দশগ্রীবাং চক্ষমাঃ প্রাদহদ্বিতি পঞ্চদশল্লোকেনাঘঃ। হংসাঃ পক্ষিণো নির্লোভা যোগিনো বা। ‘হংসঃ প্রাণাশ্বনোবিক্ষৌ নির্লোভে বিহগে রবা’বিত ভূরি০। নিত্যং নিরন্তরং তত্র তিষ্ঠন্তীতি নিত্যস্থাঃ।

২। লো-টী। তদেব তদপি।

৩। লো-টী। সন্নিহিতাঃ বিধিনা স্থাপিতাঃ। ত্রৈবিধ্যমাহ—আগ্নেয়া ইত্যাদি। ত্রিবিধাঃ তামস-রাজস-সাত্বিকাঃ, আগ্নেয়াঃ প্রলয়েহ্মিবর্ষণঃ সংহারকাঃ, সৃষ্টিকালে চ পক্ষিণঃ সৃষ্টিং বিবর্দ্ধয়িতুং বলবন্তঃ সহায় বা। ‘পক্ষঃ সহায়ে মাসাঙ্কে পার্শ্বে সাধাবিরোধয়োঃ। বলে চেতি’ ভূরি০। পালনে চ ব্রহ্মণঃ ব্রহ্ম তপঃ তত্পকারকাঃ, মেঘবজ্রশস্ত্রাদিনা বজ্রাদিতপসো নির্ঝাণ্য।

বিপ্রদ্বয় চলিয়া গেলে, রাক্ষসাদিপতি রাবণ যেখানে সৰ্ব্বগুণযুক্ত হংসসকল সত্তত অবস্থান করে, সেই দশহাজার যোজনপরিমিত প্রথম বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া উহার উর্দ্ধে সেই অত্যুত্তম দ্বিতীয় বায়ুপথে গমন করিল—যেখানে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাত্মক ত্রিবিধ মেঘ সৰ্ব্বদা অবস্থিত; তাহারও পরিমাণ দশহাজার যোজন বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ১-৩ ॥

অথ গহ্বা তৃতীয়ং তু বায়োঃ পস্থানমুক্তমম্ ।

নিত্যং যত্র স্থিতাঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ মনস্বিনঃ ॥ ৪ ॥

দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ ।

চতুর্থং বায়ুমার্গং তু শীঘ্রং গহ্বা ততঃ পরম্ ।

বসন্তি যত্র নিত্যস্থা ভূতাস্ত সৰ্বিনায়কাঃ ॥ ৫ ॥

অথ গহ্বা স বৈ শীঘ্রং পঞ্চমং বায়ুগোচরম্ ।

দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ ॥ ৬ ॥

গঙ্গা যত্র সরিচ্ছেষ্ঠা নাগা বৈ কুমুদাদয়ঃ ।

কুঞ্জরাস্তত্র তিষ্ঠন্তি যে তু মুকুন্তি শীকরম্ ।

গঙ্গাতোয়েষু ক্রৌড়ন্তি পুণ্যং বর্ষন্তি সর্বশঃ ॥ ৭ ॥

৪। লো-টী। মনস্বিনো নির্মলমনসঃ।

৭। লো-টী। কুমুদাদয়ো নাগা গঙ্গাঃ যে চ কুঞ্জরাঃ শীকরং মুকুন্তি তেহপি। পুণ্যং শোভনং স্বাহ ইত্যর্থঃ। পুণ্ড্রমিতি পাঠে পুণ্ড্রং চিরং মনোহারীত্যর্থঃ। যথা, পুণ্ড্রম্ ইক্ষম্, ইক্ষুসতুল্যমিত্যর্থঃ। ‘পুণ্ড্রশ্চিহ্নেহতিমুক্তেক্ষেণাঃ লুপ্তাঃ স্থানীয়দন্তরে’ ইতি ভূরিঃ।

পরে যেস্থানে মনস্বী সিদ্ধ এবং চারণগণ সর্বদা অবস্থান করেন, দশ-সহস্র যোজন পরিমিত সেই উত্তম তৃতীয় বায়ুপথে গমন করিল ॥ ৪ ॥

তার পর সেইরূপ দশ সহস্র যোজনপরিমিত চতুর্থ বায়ুপথে শীঘ্র গমন করিল, সেখানে ভূত এবং বিনায়কগণ সর্বদা বাস করে ॥ ৫ ॥

পরে অতি শীঘ্র পঞ্চম বায়ুমার্গে গমন করিল, তাহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন ॥ ৬ ॥

সেখানে নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কুমুদ প্রভৃতি নাগসমূহ বর্তমান এবং সেখানে জলকণা-বর্ষণকারী হস্তিগণ অবস্থান করে, গঙ্গাজলে ক্রৌড়া করে ও চতুর্দিকে পুণ্য বর্ষণ করে ॥ ৭ ॥

ততো রবিকরভ্রষ্টং বায়ুনা পেলবীকৃতম্ ।

জনং পুণ্যং নিপততি হিমবর্ষং তু রাঘব ॥ ৮ ॥

ততো জগাম ষষ্ঠং তু বায়ুমার্গং মহাদ্রাতে ।

যোজনানাং সহস্রাণি দশৈব তু স রাক্ষসঃ ।

যত্রাস্তে গরুড়ো নিত্যং জ্ঞাতিবান্ধবসংকৃতঃ ॥ ৯ ॥

দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথোপরি ।

সপ্তমং বায়ুমার্গং চ যত্র তে ঋষয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ১০ ॥

অত উর্দ্ধং তু গন্তা বৈ সহস্রাণি দশৈব তু ।

অষ্টমং বায়ুমার্গং তু যত্র গঙ্গা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১১ ॥

৮। লো-টী। রবিকরভ্রষ্টং ‘করিকরভ্রষ্টং’ বা পাঠঃ। জনং পেলবীকৃতং বিরগীকৃতম্। ‘পেলবং বিরলং তল্প’রিতামরঃ। পুণ্যেষ্ণু পুণ্যস্থানেষু ‘পুণ্ড্রে’ষিতি পাঠে আকাশপ্রদেশান্তেষু হিমবদ্ বর্ষং পতনং যন্ত তৎ।

৯। লো-টী। সংকৃতঃ পূজিতঃ।

১০। লো-টী। তে ঋষয়ঃ স্বর্গিণো নক্ষত্রভূতাঃ।

১১। লো-টী। প্রতিষ্ঠিতা পঞ্চমে মার্গে পতন্তীতি বিশেষঃ।

হে রাঘব, তথায় শিশিরপাতের আয় বায়ুদ্বারা পৃথক্কৃত সূর্য্যকরভ্রষ্ট পবিত্র জল পতিত হয় ॥ ৮ ॥

হে মহাদ্রাতে, পরে সেই রাক্ষস দশানন দশসহস্র যোজন-পরিমিত ষষ্ঠ বায়ুপথে গমন করিল, যেখানে গরুড় জ্ঞাতি এবং বান্ধবগণকর্তৃক সংকৃত হইয়া নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

পরে রাবণ উর্দ্ধদেশে দশ সহস্রযোজন পরিমিত সপ্তম বায়ুপথে গমন করিল, যে স্থানে সেই (বিখ্যাত) ঋষিসকল অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১০ ॥

রাবণ ইহার দশ সহস্রযোজন উর্দ্ধে অষ্টম বায়ুপথে গমন করিল, যে স্থানে গঙ্গা বিরাজিতা আছেন ॥ ১১ ॥

আকাশগঙ্গা বিখ্যাতা আদিত্যপথসংস্থিতা।

বায়ুনা ধার্যমাণা সা মহাবেগা মহাস্বনা ॥ ১২ ॥

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রমা যত্র তিষ্ঠতি।

অশীতিং তু সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ।

চন্দ্রমাস্তিষ্ঠতে যত্র গ্রহনক্ষত্রসংযুতঃ ॥ ১৩ ॥

শতং শতসহস্রাণি রশ্ময়শ্চন্দ্রমণ্ডলাৎ।

প্রকাশয়ন্তি লোকাংস্তু সর্বসদ্বস্থাবহাঃ ॥ ১৪ ॥

ততো দৃষ্ট্বা দশগ্রীবং চন্দ্রমা নির্দহন্নিব।

স তু শীতাগ্নিনা শীঘ্রং প্রাদহদ্রাবণং তদা।

নাসহংস্তস্য সচিবাঃ শীতাগ্নিভয়পীড়িতাঃ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। আদিত্যপথমাকাশম্, তত্র স্থিতা।

১৩। লো-টী। চন্দ্রমাঃ চন্দ্রমণ্ডলম্। অশীতিমিতি। পূৰ্বে চোক্তা অশীতিঃ, তু-শব্দেন
অস্রাভ্যপি চত্বারিংশং সহস্রাণিতি বোধ্যম্, ততশ্চ দ্বিলক্ষযোজনে চন্দ্রমা ইতি। ‘দ্বিগুণঃ সূৰ্য্যবিত্তারা-
বিত্তারঃ শশিনঃ সূতঃ’ ইতি বিষ্ণুপুরাণম্। কল্পভেদবিবক্ষ্যা বা ষষ্টিসহস্রযোজনাবিকলক্ষযোজনে
চন্দ্রমা ইতি। গ্রহনক্ষত্রসংযুত ইতি একচক্রাবস্থানাৎ।

১৪। লো-টী। শতং শতসহস্রাণি রশ্ময়ঃ অসংখ্যরশ্ম্যাভ্যকং চন্দ্রমণ্ডলমিত্যর্থঃ।

১৫। লো-টী। নির্দহন্নিব অগ্নিরিব প্রাদহৎ।

সেই মহাবেগবতী মহাকল্লোলকারিণী সুপ্রসিদ্ধা আকাশগঙ্গা বায়ুকর্জ্বক
ধৃত হইয়া সূর্য্যপথে (শূন্যে) অধিষ্ঠিতা আছেন ॥ ১২ ॥

ইহার আশী হাজার যোজন পরিমাণ উর্দ্ধে যেস্থানে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত,
তাহার বিষয় বর্ণন করিতেছি; সেখানে চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া
বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

সর্বজীবের সুখাবহ লক্ষ লক্ষ রশ্মি চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া
সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে ॥ ১৪ ॥

পরে চন্দ্র দর্শাননকে দেখিয়া শীতরূপ অগ্নিধারা অগ্নির দ্বায় তাহাকে দর্শ

রাবণং জয়শব্দেন প্রহস্তোহথৈনমব্রবীৎ ।
 রাজন্ শীতেন বধ্যামো নিবর্তাম ইতো বয়ম্ ॥ ১৬ ॥
 চন্দ্ররশ্মিপ্রতাপেন রক্ষসাং ভয়মাবিশং ।
 স্বভাব এষ রাজেন্দ্র শীতাংশুর্দহনাত্মকঃ ॥ ১৭ ॥
 এতচ্ছ্রুত্বা প্রহস্তস্ত রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 বিস্ফার্য ধনুরুদ্রম্য নারাইচৈস্তমপীড়য়ৎ ॥ ১৮ ॥
 অথ ব্রহ্মা তদাগচ্ছৎ সৌমলোকং হ্রাস্বিতঃ ।
 দশগ্রীব মহাবাহো সাক্ষাদ্বিশ্রবসঃ সূত ॥ ১৯ ॥
 গচ্ছ শীত্মনিতঃ সৌম্য মা চন্দ্রং পীড়য়স্ব বৈ ।
 লোকস্ত হিতকামো বৈ দ্বিজরাজো মহাদ্রাতিঃ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টা। বধ্যামঃ বধ্যামহে, ইতো যুগ্মাৎ ।

১৮। লো-টা। উদ্রম্য গৃহীত্বা, বিস্ফার্য টকারগ্নিষা, প্রাপীড়য়ৎ প্রাপীড়য়দিত্যর্থঃ ।

করিতে লাগিলেন ; তখন তাহার মস্ত্রিগণ শীতান্নির ভয়ে পীড়িত হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল ॥ ১৭ ॥

অনন্তর প্রহস্ত জয়শব্দ উচ্চারণপূর্বক রাবণকে কহিল, রাজন্, আমরা শীতে মরিয়া যাইতেছি, অতএব এই স্থান হইতে নিবর্তিত হইব ॥ ১৬ ॥

হে রাজেন্দ্র, শীতাংশুযুক্ত চন্দ্রের স্বভাবই দহনাত্মক। চন্দ্রের রশ্মির প্রতাপে রাক্ষসগণের ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

প্রহস্তের এই কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে হতবুদ্ধি হইয়া ধনুক উত্তোলনপূর্বক বিস্ফারিত করিয়া নারচসমূহ দ্বারা চন্দ্রকে পীড়ন করিতে উদ্যত হইল ॥ ১৮ ॥

সেই সময়ে ব্রহ্মা হ্রাস্বিত হইয়া চন্দ্রলোকে আসিয়া রাবণকে বলিলেন, হে বিশ্রবাস তনয় মহাবাহো সৌম্য দশগ্রীব, তুমি এইস্থান হইতে শীত চলিয়া যাও ; চন্দ্রকে পীড়িত করিও না ; কারণ, এই মহাদ্রাতি চন্দ্র নিখিল জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী ॥ ১৯-২০ ॥

মন্ত্রং চ সংপ্রদাত্বামি প্রাণাত্যয়গতির্যদা ।

যন্ত্ৰিমং সংস্মরেন্মন্ত্রং নাসৌ মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাজ্জলির্দেবমব্রবীৎ ।

যদি তুষ্কোহসি মে দেব লোকনাথ মহাব্রত ॥ ২২ ॥

যদি মন্ত্রশ্চ মে দেয়ো দীয়তাং মম ধার্মিক ।

যং জপ্ত্বাহং মহাভাগ সর্বদেবেষু নির্ভয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অসুরেষু চ সর্বেষু দানবেষু পতত্রিষু ।

ত্বৎপ্রসাদাত্তু দেবেশ স্তামজেয়ো ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ।

প্রাণাত্যয়েষু জপ্তব্যো ন নিত্যং রাক্ষসাধিপ ॥ ২৫ ॥

অক্ষসূত্রং গৃহীত্বা তু জপেন্মন্ত্রমিমং শুভম্ ।

জপ্ত্বা তু রাক্ষসপতে ত্বমজেয়ো ভবিষ্যসি ॥ ২৬ ॥

অধিকন্তু, তোমাকে এক মন্ত্র দিব ; প্রাণনাশের অবস্থা উপস্থিত হইলে
যে এই মন্ত্র স্মরণ করে, তাহার মৃত্যু হয় না ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে দশানন যোড়হাতে তাঁহাকে বলিল, হে লোক-
নাথ, হে মহাব্রত, মহাভাগ, ধার্মিক ! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং
যদি আমাকে মন্ত্রদান করা উচিত হয়, তবে সেই মন্ত্র আমাকে দিন, যে মন্ত্র জপ
করিয়া আমি আপনার প্রসাদে দেবগণ, দানবগণ, অসুরগণ এবং পতত্রিগণের মধ্যে
নির্ভয় এবং অপরায়ে হইতে পারি ॥ ২২-২৪ ॥

রাবণ এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, হে রাক্ষসাধিপ ! প্রাণনাশ
সময়েই মন্ত্র জপ করা কর্তব্য, নিত্য জপ করা উচিত নয় ॥ ২৫ ॥

হে রাক্ষসপতে, অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়াই এই মন্ত্রটি জপ করিতে হয় ;
তুমি এই মন্ত্র জপ করিয়া [সকলের] অজেয় হইতে পারিবে ॥ ২৬ ॥

অজপ্তা। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ন তে সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ।

শৃণু মন্ত্ৰং প্রবক্ষ্যামি যেন রাক্ষসপুঙ্গব ।

মন্ত্ৰস্ত কীৰ্ত্তনাদেব প্রাপ্যসে সমরে জয়ম্ ॥ ২৭ ॥

নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত ।

ভূত ভব্য মহাদেব হরিপিঙ্গললোচন ॥ ২৮ ॥

বালস্তং বৃদ্ধরূপী চ বৈয়াত্ৰবসনচ্ছদ ।

অৰ্চনীয়োহসি দেব ত্বং ত্রৈলোক্যপ্রভুরীশ্বরঃ ॥ ২৯ ॥

হরৌ হরিতনেমৌ চ যুগান্তকরণোহনলঃ ।

গণেশৌ লোকশাস্তৃশ্চ লোকপালৌ মহাবলঃ ।

মহাভাগৌ মহাশূলৌ মহাদংষ্ট্রৌ মহেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

২৭। লো-টী। যেন যন্ত, সৃণাং শৃণ্।

২৮। লো-টী। হরিঃ কপিঃ, তন্ত্বেব পিঙ্গলানি লোচনানি যন্ত সঃ।

২৯। লো-টী। বৈয়াত্ৰং ব্যাঘ্রচর্ম, তদেব বসনং বস্ত্রং তেন চ্ছদ আবরণং যন্ত সঃ।

৩০। লো-টী। হরিভৌ হরিদ্বর্ণৌ নেমোহর্দ্ধভাগৌ যন্তান্তি সঃ। অর্দ্ধনারীশ্বরত্বাৎ।

যুগন্তান্তো নাশো যন্তাঃ সা কমলা বরদ্রৌ যন্ত সঃ। অনিলো বায়ুরূপঃ।

উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মপ্রোক্তমহাস্তবঃ ॥ ৩০ ॥

হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, মন্ত্ৰ জপ না করিয়া তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। হে রাক্ষসপুঙ্গব, আমি মন্ত্ৰ বলিতেছি শ্রবণ কর, যে-মন্ত্ৰের কীৰ্ত্তন মাত্রেই যুদ্ধে তুমি জয়লাভ করিবে ॥ ২৭ ॥

✓ [মন্ত্ৰটী এই]—হে সুরাসুরনমস্কৃত দেবদেবেশ, ভূত ও ভবিষ্যৎস্বরূপ, বানরের ন্যায় পিঙ্গলনেত্র মহাদেব, তোমায় নমস্কার করি ॥ ২৮ ॥

✓ হে ব্যাঘ্রচর্ম-বসনধারিন, তুমি বালক এবং বৃদ্ধ, হে দেব, তুমি ত্রৈলোক্যের প্রভু এবং ঈশ্বর, অতএব তুমি অৰ্চনীয় ॥ ২৯ ॥

তুমি হর, তুমি হরিতনেমী (অর্থাৎ তোমার শরীরার্ক হরিদ্বর্ণ), তুমি যুগান্তকারী অনল, গণেশ, লোকশাস্ত্র, মহাবল, লোকপাল, মহাভাগ, মহাশূলী,

କାଳଞ୍ଚ କାଳରୂପୀ ଚ ନୀଳଗ୍ରୀବୋ ମହୋଦରଃ ।

ଦେବାସ୍ତକସ୍ତପୋହସ୍ତଞ୍ଚ ପଶୁନାଂ ପତିରବ୍ୟୟଃ ॥ ୩୧ ॥

ଶୂଳପାଣିର୍ବିଷକେତୁର୍ନେତା ଗୋମ୍ତା ହରୋ ହରିଃ ।

ଜଟୀ ମୌଞ୍ଜୀ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚ ମୁକୁଟୀ ଚ ମହାୟଶାଃ ॥ ୩୨ ॥

ଭୂତେଶ୍ବରୋ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷଃ ସର୍ବବାହ୍ନା ସର୍ବଭାବନଃ ।

ସର୍ବଗଃ ସର୍ବକାରୀ ଚ ଅକ୍ଷୀ ଚ ଶୁକ୍ରରବ୍ୟୟଃ ॥ ୩୩ ॥

କମଣ୍ଡଳୁଧରୋ ଦେବଃ ପିଙ୍ଗାକୀ ତ୍ରିଶରୀ ତଥା ।

ମାନନୀୟଞ୍ଚ ଓଞ୍ଜାରୋ ବରିଷ୍ଠୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠସାମଗଃ ॥ ୩୪ ॥

ସ୍ବତ୍ୟୁଞ୍ଚ ସ୍ବତ୍ୟୁଭୂତଞ୍ଚ ପାରିପାତ୍ରଞ୍ଚ ସ୍ବତ୍ରତଃ ।

ବ୍ରହ୍ମାଚାରୀ ଶୁଭାବାସୀ ବୀଣାପଣବତ୍ସୁଗବନ୍ ॥ ୩୫ ॥

ଅମରୋ ଦର୍ଶନୀୟଞ୍ଚ ବାଲସୂର୍ଯ୍ୟାନିଭସ୍ତଥା ।

ଶ୍ୟାମାନଚାରୀ ଭଗବାନ୍ ଉମାପତିରନିନ୍ଦିତଃ ॥ ୩୬ ॥

ଭଗନ୍ତାକ୍ଷିନିପାତୀ ଚ ପୁଷ୍ଟୋ ଦଶନନାଶନଃ ।

ହରହସ୍ତା ପାଶହସ୍ତଃ ପ୍ରଲୟଃ କାଳ ଏବ ଚ ॥ ୩୭ ॥

ଉକ୍ଳାସ୍ବଖୋହସ୍ମିକେତୁଞ୍ଚ ମୁନିସିନ୍ଧୋ ବିଶାମ୍ପତିଃ ।

ଉଷ୍ମାଦୋ ବେପନକରଞ୍ଚତୁର୍ଥୋ ଲୋକସନ୍ତମଃ ॥ ୩୮ ॥

ମହାଦଂଡ଼, ମହେଶ୍ବର, କାଳ, କାଳରୂପୀ, ନୀଳଗ୍ରୀବ, ମହୋଦର, ଦେବାସ୍ତକ, ତପୋହସ୍ତକ (ତପସ୍ତାର ପାରଗାମୀ), ଅବ୍ୟୟ, ପଶୁପତି, ଶୂଳପାଣି, ବିଷକେତୁ, ନେତା, ଗୋମ୍ତା, ହର, ହରି, ଜଟୀ, ମୌଞ୍ଜୀ, ଶିଖଣ୍ଡୀ, ମହାୟଶାଃ, ମୁକୁଟୀ, ଭୂତେଶ୍ବର, ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସର୍ବବାହ୍ନା, ସର୍ବଭାବନ, ସର୍ବଗ, ସର୍ବକାରୀ, ଅକ୍ଷୀ, ଅବ୍ୟୟ, ଶୁକ୍ର, କମଣ୍ଡଳୁଧର, ଦେବ, ପିଙ୍ଗାକୀ,

୧। ହ 'ନୀଳ' । ୨। ହ 'ହରି ଚ' । ୩। ହ 'ତ୍ରିଶରୀ' । ୪। ହ 'ବାଣୀ' । ୫। ହ 'ହସ୍ତା' ।

୬। ହ 'ନୀଶୋ' ।

বামনো বামদেবশ্চ প্রাচ্যদক্ষিণবামনঃ ।

ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপী চ ত্রিদণ্ডী জটিলঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

শক্রহস্তপ্রবিষ্টস্তী বসুনাং স্তম্ভনস্তথা ।

ঋতুঋতুকরঃ কালো মধুমধুকরো বরঃ ॥ ৪০ ॥

বানস্পাত্যো বাজিসেনো নিত্যমাশ্রমপূজিতঃ ।

জগদ্ধাতা চ কর্ত্তা চ পুরুষঃ শাস্ততো ধ্রুবঃ ॥ ৪১ ॥

ধর্মাধ্যক্ষো বিরূপাক্সত্রিধর্ম্মো ভূতভাবনঃ ।

ত্রিনেত্রো বহিরূপশ্চ সূর্য্যায়ুতসমপ্রভঃ ॥ ৪২ ॥

দেবদেবোহতিদেবশ্চ চন্দ্রাঙ্কিতজটস্তথা ।

নর্ত্তকো লাসকশ্চৈব পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ ॥ ৪৩ ॥

ত্রক্ষাণ্যশ্চ বরেণ্যশ্চ সর্ববীজময়স্তথা ।

সর্বভূতবিনোদো চ সর্বভূতবিমোক্ষণঃ ॥ ৪৪ ॥

মোহনো বন্ধনশ্চৈব সর্বদো নিধনোহব্যয়ঃ ।

পুষ্পদন্তো বিভাগশ্চ মুখ্যঃ সর্বহরস্তথা ॥ ৪৫ ॥

ত্রিশরী, মাননীয় ওঙ্কার, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠসামগ, মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিপাত্র, সুত্রত, ত্রক্ষচারী, গুহাবাসী, বীণা পণব এবং তুণধারী, বালসূর্য্যাসদৃশ দর্শনীয়, অমর, আশানচারী, ভগবান, উমাপতি, অনিন্দিত, ভগনয়নপাতী, পুষ্প, দশননাশন, অরহস্তা, পাশহস্ত, প্রলয়রূপ কাল, উদ্ধামুখ, অগ্নিকেতু, মূনি, সিদ্ধ, বিশাম্পতি, উদ্ভাদ, বেপনকর, চতুর্থ লোকসত্তম, বামন, বামদেব, প্রাচ্যদক্ষিণ-বামন, ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিদণ্ডী, জটিল, শক্রহস্ত-প্রবিষ্টস্তী, বসুস্তম্ভন, ঋতু, ঋতুকরক, মধু, ত্রৈষ্ঠ

১। হ 'প্রাক্-প্রদক্ষিণ-'। ২। হ 'ত্রিগটী'। ৩। হ 'কলোচনঃ'। ৪। হ 'বাজসেনো'। ৫। হ 'ধর্ম্মা'। ৬। হ 'বহু-'। ৭। হ 'শরণাশ্র'। ৮। হ '-নিবাসী চ'। ৯। হ '-বন্ধ-'। ১০। হ '-নোভয়ঃ'।

হরিশ্চন্দ্রধর্ম্মধারী ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।

ময়া প্রোক্তমিদং পুণ্যং নামাষ্টশতমুত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥

সর্বপাপহরং পুণ্যং শরণ্যং শরণার্থিনাম্ ।

জপ্যমেতদশগ্রীব কুর্য্যাচ্ছত্রবিনাশনম্ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মপ্রোক্তমহাস্তবো নাম
ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

মধুকর, বানস্পত্য, বাজিসেন, সর্বদা আশ্রমপূজিত, জগতের খাতা, কর্তা, শাস্ত্রত পুরুষ, ধ্রুব, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম্মা, ভূতভাবন, ত্রিনেত্র, অগ্নিমূর্ত্তি, অযুত-সূর্য্যসমপ্রভ, দেবদেব, অতিদেব, চন্দ্রাঙ্কিতজট, নর্ত্তক, লাসক, পূর্ণচন্দ্রানন, ব্রহ্মণ্য, বরেণ্য, সর্ববীজময়, সর্বভূতবিনোদী, সর্বভূতবিনোক্ষণ, মোহন, বন্ধন, সর্বদ (সর্বার্থদাতা), নিধন, অব্যয়, পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য, সর্বহর, হরিশ্চন্দ্র, ধর্ম্মধারী, ভীম, ভীমপরাক্রম, [তোমাকে নমস্কার করি ;]—আমার কথিত পবিত্র এই উত্তম অষ্টোত্তরশত নাম সর্বপাপের অপহারক, পুণ্যপ্রদ এবং শরণার্থীদিগের শরণ্য । হে দশগ্রীব, ইহা জপ করিলে শত্রুবিনাশ হয় ॥ ৩০-৪৭ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মপ্রোক্ত মহাস্তব-নামক
৩০শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

(৩১) একত্রিংশঃ সর্গঃ

দত্ত্বা তু রাবণশ্চৈবং বরং স কমলোদ্ভবঃ ।
 পুনরেবাগমৎ ক্ষিপ্ৰং ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ।
 রাবণোহপি বরং লব্ধ্বা পুনরেবাগমৎ তথা ॥ ১ ॥
 কেনচিত্ত্বথ কালেন রাবণো লোকরাবণঃ ।
 পশ্চিমার্গবমাগচ্ছৎ সচিবৈঃ সহ রাক্ষসঃ ॥ ২ ॥
 দ্বীপস্থো দৃশ্যতে তত্র পুরুষঃ পাবকপ্রভঃ ।
 মহাজান্মনদপ্রখ্য এক এব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩ ॥
 দৃশ্যতে ভীষণাকারো যুগাস্তানলসন্নিভঃ ।
 দেবানামিব দেবেশো গ্রহাণামিব ভাস্করঃ ॥ ৪ ॥

৪। লো-টা। ভীষণঃ আকারঃ শরীরং যন্ত সঃ। যুগাস্তানলসন্নিভঃ প্রলয়কালীন-
 বায়ুবলসমবলঃ।

সেই পদ্মযোনি ব্রহ্মা রাবণকে এইরূপ বর দিয়া শীঘ্রই পুনরায় সনাতন
 ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। দংশাননও ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া পুনরায় পূর্ববৎ
 গমন করিল ॥ ১ ॥

তার পর কিছুদিন পরে লোকরাবণ রাক্ষস রাবণ একদিন মন্ত্রিগণ সহ পশ্চিম-
 সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২ ॥

সেইস্থানে অগ্নির আয় প্রভাশালী এক পুরুষকে দ্বীপমধ্যে দেখা গেল।
 দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের আয়, গ্রহদিগের মধ্যে সূর্য্যের আয়, পশুগণের মধ্যে
 সিংহের আয়, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবতের আয়, পর্ব্বতগণের মধ্যে সূমেরুর ন্যায়,
 বৃক্ষরাজির মধ্যে পারিজাতের আয় [পুরুষগণ মধ্যে প্রধান] উজ্জ্বল কাকনাভ

মৃগাশাস্ত্র যথা সিংহো হস্তিষৈরাবতো যথা ।
 পর্বতানাং যথা মেরুঃ পারিজাতশ্চ শাখিনাম্ ॥ ৫ ॥
 তথা তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্থিতং মধ্যে মহার্গবে ।
 অত্রবীৎ তং দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ॥ ৬ ॥
 অভবৎ তস্মৈ সা দৃষ্টিগ্রাহমালা ইব দ্রুতম্ ।
 দন্তান্ সংদশতঃ শব্দো যন্ত্রশ্চেবাভিভিত্তঃ ।
 জগজ্জ্জ্বলন্তো চোচ্চৈর্বলবান্ সহামাত্যো দশাননঃ ॥ ৭ ॥
 স গজ্জন্ বিবিধৈর্নাদৈর্লম্বহস্তং ভয়ানকম্ ।
 দংষ্ট্রালাং বিকটকৈব কল্পগ্রীবং মহোরসম্ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। শরভাণামৃগাণাম্। ‘শরভো মৃগরাটকীশভেদোষ্ট্রে বৃষভো বৃষে’ ইতি ভূরিঃ। ‘মৃগাণাঞ্চ’তি কচিং পাঠঃ।

৬। লো-টী। মধ্যে দ্বীপमध्ये।

৭। লো-টী। তস্মৈ দ্বীপস্থপুরুষস্মৈ গ্রহায় রাবণায়গ্রহায় মানোহৃতিমানো বস্তাঃ সা দৃষ্টবুদ্ভিঃ, গ্রহায় গ্রহণায় বা। ‘মালা’ ইতি পাঠে গ্রহমালা গ্রহপঙ্ক্তিঃ।

৮। লো-টী। স দশাননঃ। সোহঞ্জনাচলসঙ্গভো গজ্জন্ প্রাহরদিত পঞ্চমেনাঘঃ। লম্বহস্তমাজামূলম্বিতবাহুং, বিকটং তুঙ্গম্।

প্রলয়াগ্নিসদৃশ ভীষণাকৃতি একমাত্র সেই পুরুষই সেই স্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন [দেখা গেল] ॥ ৫-৬ ॥

মহাসমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত সেই পুরুষকে দেখিয়া দশানন তাঁহাকে কহিল, আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৬ ॥

তখন সেই পুরুষের চক্ষুঃ দ্রুত গ্রহরাজির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বিদীর্ঘ্যমাণ যন্ত্রের শব্দের ন্যায় দন্তদংশনের ধ্বনি উথিত হইল। [তখন] বলবান্ রাবণও মন্ত্রিগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গজ্জন্ করিয়া উঠিল ॥ ৭ ॥

অঞ্জনাচলসদৃশ সেই দশানন নানারূপ শব্দে গজ্জন্ করিয়া আজামূলম্বিত-

মণ্ডু ককুক্ষিং সিংহাক্ষং কৈলাসশিখরোপমম্ ।

পদ্মপাদতলং ভীমং রক্ততালুকরান্মুজম্ ॥ ৯ ॥

মহানাদং মহাকাযং মনোহিনিলসমং জবে ।

ভীমমাবদ্ধতুগীরং সঘণ্টাবদ্ধচামরম্ ॥ ১০ ॥

জ্বালামালাপরিষ্কিপ্তং কিষ্কিণীকৃতনিষ্মনম্ ।

মালয়া স্বর্ণপদ্মানাং কণ্ঠদেশাবলম্বয়া ॥ ১১ ॥

ঋগ্বেদমিব শোভন্তং পদ্মমালাবিভূষিতম্ ।

সোহঞ্জনাচলসংকাশঃ কাঞ্চনাচলসন্নিভম্ ।

প্রাহরদ্রাক্ষসপতিঃ শূলশক্ত্যুষ্টিপট্টিশৈঃ ॥ ১২ ॥

দ্বীপিনা স সিংহ ইব শরভেণেব কুঞ্জরঃ ।

সুমেরুরিব নাগৈর্দৈর্ঘ্যদীর্ঘৈর্গৈরিবার্ণবঃ ॥ ১৩ ॥

৯। লো-টী। মণ্ডু ককুক্ষিং শোণোদরং 'মণ্ডু কঃ শোণভেকয়ো'রিত্তি ভূরি० ।

১১। লো-টী। বক্ষোদেশাবলম্বয়া বক্ষএব উদ্দেশো দেশস্তদবলম্বয়া, সন্ধিরার্থঃ ।

১২। লো-টী। ঋগ্বেদমতিশুদ্ধমিতি নারায়ণঃ । যথা, ঋচাং বেদানাং বেদঃ পাঠতোহর্থতশ্চ জ্ঞানং যন্ত সং, সর্ববেদজ্ঞ ইত্যর্থঃ । পদ্মমালায়া পদ্মীয়জপমালায়া বিভূষিতম্ ।

১৩। লো-টী। দ্বীপিনা ক্ষুদ্রব্যাগ্রাণ যথা সিংহঃ [ন] প্রজতে, শরভেণ উদ্ভেগে, নাগৈর্দৈর্ঘ্য-মন্তহস্তিভিঃ ।

বাহু, ভীষণ, বিকটাকার, বিকট দশন-বিশিষ্ট, কল্মষতুল্য গ্রীবাযুক্ত, বিশালবক্ষাঃ, ভেকের স্থায় উদরবিশিষ্ট, সিংহনেত্র, কৈলাসপর্বতসদৃশ, পদ্মতুল্য পদতলবিশিষ্ট, ভীমাকৃতি, রক্তবর্ণ তালু এবং করকমলশালী, উৎকট নিনাদপরায়ণ, বিশালকায়, মন এবং বায়ুতুল্য দ্রুতগামী, আবদ্ধ-তুগীর, ঘণ্টাযুক্ত চামরশালী, জ্বালামালা-পরিবেষ্টিত, কিষ্কিণীর শব্দে শব্দায়মান, কণ্ঠদেশে বিলম্বিত স্বর্ণপদ্মের মালাদ্বারা বিভূষিত, জপ-মালাধারী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় শোভমান, কাঞ্চন-গিরিসদৃশ সেই পুরুষকে শূল, শক্তি, ঋষ্টি এবং পট্টিশ অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিল ॥ ৮-১২ ॥

সিংহ যেরূপ নেকড়ে বাঘদ্বারা, হস্তী যেরূপ উদ্ভেদদ্বারা, সুমেরুপর্বত যেরূপ

১। হ 'সিংহান্তঃ'। ২। হ 'মনোহনল-'। ৩। হ - জাল-'। ৪। ক 'বক্ষোদেশাবলম্বয়া'।

৫। ক 'ভঃ'।

অকম্পমানঃ পুরুষো রাক্ষসং বাক্যমব্রবীৎ ।

যুদ্ধশ্রদ্ধাং হি তে রক্ষো নাশয়িষ্যামি দুশ্মতে ॥ ১৪ ॥

রাবণস্য চ যো বেগঃ সর্বলোকভয়ঙ্করঃ ।

তথা বেগসহস্রাণি সংশ্রিতানি তমেব হি ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্যস্তস্য তপশ্চৈব জগতঃ সিদ্ধিহেতুকৌ ।

উরু সংশ্রিত্য তস্মাতে মন্থথঃ শিশ্নুমাশ্রিতঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বেদেবাঃ কটীভাগে মরুতো বস্তিনীর্ঘয়োঃ ।

মধ্যেহর্কৌ বসবস্তস্য সমুদ্রোঃ কুক্ষিসংস্থিতাঃ ॥ ১৭ ॥

পার্শ্বয়োশ্চ দিশঃ সর্বাঃ পর্বসন্ধিসু মাতরঃ ।

পিতরশ্চাশ্রিতাঃ পৃষ্ঠং হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। তমেব হি তমেব পুরুষম্।

১৭। লো-টী। বস্তিনীর্ঘয়োঃ। 'বস্তিনীর্ঘয়োঃ' দ্বয়ো'রিত্যমরঃ। মরুতঃ পঞ্চ প্রাণাঃ

মত হস্তীদ্বারা এবং সমুদ্র যেরূপ নদীবেগদ্বারা বিচলিত হয় না, সেইরূপ সেই পুরুষ [রাবণের অজ্ঞাঘাতে] কম্পিত না হইয়া সেই রাক্ষসকে বলিলেন—রে দুশ্মতি রাক্ষস ! আমি তোঁর যুদ্ধানুরাগ দূর করিব ॥ ১৩-১৪ ॥

ত্রিভুবনের ভয়জনক রাবণের যে বেগ (বল), তদপেক্ষাও সহস্রগুণ বেগ সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥

জগতের সিদ্ধিপ্রদ ধর্ম এবং তপস্যা তাঁহার উরুদ্বয় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং কামদেব তাঁহার শিশ্নু আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহার কটীদেশে, বায়ুগণ বস্তি এবং নীর্ঘদেশে, অষ্ট বস্তু তাঁহার মধ্যভাগে, সমুদ্রগণ কুক্ষি-দেশে, দিক্ সকল পার্শ্বদেশে, মাতৃবৃন্দ পর্বসন্ধিসমূহে, পিতৃগণ পৃষ্ঠদেশে এবং পিতামহ হৃদয়ে আশ্রয়পূর্বক অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৬-১৮ ॥

১। হ 'হাস্রিত্য'। ২। হ '-মাছিতঃ'। ৩। হ 'মাকতো'। ৪। হ '-পার্শ্বয়োঃ'। ৫। হ '-তঃ'। ৬। হ 'পার্শ্বায়ি'। ৭। ক 'মরুতঃ'। অন্তঃ পরং হ 'পৃষ্ঠঞ্চ ভগবান্ ক্রমো হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ ইত্যদিকম্। ৮। ক 'বিস্তর'।

গোদানানি পবিত্রাণি ভূমিদানানি যানি চ ।

সুবর্ণধনদানানি হোল্লোমান্যমুগানি বৈ ॥ ১৯ ॥

হিমবান্ হেমকূটশ্চ মন্দরো মেরুরেব চ ।

নরং তং তু সমাশ্রিত্য চান্ধিত্বতা^১ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২০ ॥

পার্শ্বক্ৰোহভবন্তশ্চ শরীরে দৌরবস্থিতা ।

ক্লুকাটিকায়াং সঙ্ক্যা চ জলবাহাশ্চ যে ঘনাঃ ।

বাহৌ ধাতা বিধাতা চ তথা বিদ্যাধরাদয়ঃ ॥ ২১ ॥

শেষশ্চ বাহুকীর্শ্চৈব বিশালাক্ষ ইরাবতঃ ।

কম্বলাশ্বতরৌ চোভৌ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ ॥ ২২ ॥

স চ ঘোরবিষো নাগস্তক্ষকঃ সোপতক্ষকঃ ।

করজানাশ্রিতাশ্চৈব বিষবীর্যং মুমুক্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। যক্লং মাংসবিশেষঃ, লোমানি চ, তলমুগানি ।

২০। লো-টী। তং নরং পুরুষম্ ।

২১। লো-টী। ক্লুকাটিকায়াং ঘাটায়াম্ । ‘অবতুঘাটা ক্লুকাটিকে’ভ্যমরঃ ।

২৩। লো-টী। উপতক্ষকেণ নাগবিশেষেণ সহ বর্তমানঃ ।

গোদান, ভূমিদান এবং সুবর্ণরূপ ধনদান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য-সকল তাঁহার বক্ষের লোম আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

হিমবান্, হেমকূট, মন্দর এবং মেরুপর্ব্বত সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অস্থি-রূপে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২০ ॥

বজ্র তাঁহার হস্ত হইয়াছে এবং দ্ব্যলোক তাঁহার শরীরে, জলবাহী মেঘসমূহ ও সঙ্ক্যা গ্রীবাদেশে এবং ধাতা, বিধাতা, বিদ্যাধর প্রভৃতি বাহুদ্বয়ে অবস্থান করিতেছে ॥ ২১ ॥

শেষনাগ, বাহুকি, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়

১। হ ‘বর’। ২। হ ‘কব[খ]লোমান্যানি’। ৩। হ ‘তু তং’। ৪। হ ‘স্তব’। ৫। হ ‘বাহু’। ৬। হ ‘-বিজ-’।

অগ্নিরাশ্রমভূতশ্চ স্কন্ধো রুদ্রৈরধিষ্ঠিতো ।

পক্ষমাসভবশ্চৈব দ্রংষ্ট্রয়োরুভয়োঃ স্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥

নাসে কুহুরমাবস্থা তচ্ছিত্রেষু চ বায়বঃ ।

গ্রীবা তস্তাভবদেবী বাণী চাপি সরস্বতী ॥ ২৫ ॥

নাসত্যো^১ শ্রবণে চোভো^২ নেত্রে চ শশিভাস্করো ।

বেদাঙ্গানি চ যজ্ঞাশ্চ তারারূপাণি যানি চ ॥ ২৬ ॥

সুব্রতানি চ বাক্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ ।

এতানি নররূপশ্চ তশ্চ দেহাশ্রিতানি বৈ ॥ ২৭ ॥

তেন বজ্রপ্রভাবে^৩ লক্ষ্মণেন লীলয়া ।

পাণিনি পীড়িতং রক্ষো নিপপাত মহীতলে ॥ ২৮ ॥

এবং ভয়ানক বিষধর সর্প তক্ষক ও উপতক্ষক বিষবীৰ্য্য মুমুকু হইয়া তাঁহার অঙ্গুলি সকল আশ্রয়পূর্বক অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২২-২৩ ॥

অগ্নি তাঁহার মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে, রুদ্রগণ স্কন্ধযুগল আশ্রয় করিয় ছেন এবং পক্ষ, মাস ও ঋতু সকল দশনশ্রেণীদ্বয়ে অবস্থান করিতেছে ॥ ২৪ ॥

কুহু এবং অমাবস্থা নাসিকারন্ধ্রদ্বয়ে, বায়ুনিবহ ছিত্রসমূহে এবং বাগ্‌দেবতা সরস্বতী তাঁহার গ্রীবারূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ২৫ ॥

অশ্বিনীকুমারদ্বয় [তাঁহার] শ্রবণযুগল এবং চন্দ্র ও সূর্য্য [তাঁহার] নয়ন-যুগল আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছেন । বেদাঙ্গ সকল, যজ্ঞ সকল, তারকানিকর, সুব্রত বাক্যাবলী, তেজঃপুঞ্জ এবং তপস্তা—সেই নররূপধারীর দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ২৬-২৭ ॥

সেই পুরুষ বজ্রতুল্য প্রভাবশালী লক্ষ্মণ বান্ধুদ্বারা অনায়াসে রাবণকে নিপীড়িত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥ ২৮ ॥

১। হ 'ন্য'। ২। হ 'নাসে কুহুরমাবস্থা'। ৩। ক 'শ্রবণে'। ৪। হ '-প্রভাবে'।
৫। হ 'লক্ষ্মণপ্রণ'।

পতিতং রাক্ষসং দৃষ্ট্ৱা বিদ্রাব্য স নিশাচরান্ ।
 ঋত্বেদপ্রতিমঃ সোহিথ পদ্মমালাবিভূষিতঃ ।
 প্রবিবেশ চ পাতালং নিজং পৰ্ব্বতসন্নিভঃ ॥ ২৯ ॥
 উথায় চ দশগ্রীব আছুয় সচিবান্ স্বয়ম্ ।
 ক গতঃ সহসা ক্রত প্রহস্তশুকসারণাঃ ॥ ৩০ ॥
 এবমুক্তা রাবণেন রাক্ষসাস্তমথাক্রবন্ ।
 প্রবিষ্টঃ স নরোহৈত্রৈব দেবদানবদৰ্পহা ॥ ৩১ ॥
 অথ সংগৃহ্য বেগেন গরুত্মানিৰ পন্নগম্ ।
 স তু শীত্রং বলিদ্বারং প্রবিবেশ স্তুত্বশ্রুতিঃ ॥ ৩২ ॥
 সংপ্রবিষ্ট চ তদ্বারং রাবণো নির্ভয়স্ততঃ ।
 অপশ্যৎ স নরাংস্তত্র নীলাঞ্জনচয়োপমান্ ॥ ৩৩ ॥
 কেশ্বরধারিণঃ শূরান্ রক্তমাল্যানুলেপনান্ ।
 বরহাটকরত্নাট্ঠৈর্কিৰ্বিধৈশ্চ বিভূষিতান্ ॥ ৩৪ ॥

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণসদৃশ পদ্মমালা-বিভূষিত পৰ্ব্বতপ্রমাণ সেই পুরুষ রাবণকে নিপতিত দেখিয়া রাক্ষসদিগকে বিধ্বস্ত করত স্বীয় পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৯ ॥

পরে রাবণ উঠিয়া সচিবগণকে স্বয়ং আহ্বানপূর্বক বলিল—হে প্রহস্ত, শুক এবং সারণ, সেই পুরুষ সহসা কোথায় গেল, বল ॥ ৩০ ॥

তখন রাক্ষসমন্ত্ৰিগণ রাবণের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাহাকে বলিল—সেই দেবতা ও দানবের দৰ্পহারী নর এই স্থানেই প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৩১ ॥

গরুড় যেমন সর্প লইয়া বেগে গমন করে, সেইরূপ সেই তুত্বশ্রুতি রাক্ষস রাবণ শীত্র বিবরদ্বারে প্রবেশ করিল ॥ ৩২ ॥

নির্ভীক রাবণ সেই বিবরের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই তথায় নীলাঞ্জনরাশি-

১। হ 'জ্ঞাব্য'। ২। হ 'দঃ প্র-'। ৩। হ 'ক্রত'। ৪। হ '-প্তে তদা-'। ৫। হ 'সংপ্রবিষ্ট চ দ্রষ্টা'। ৬। হ 'প্রবিবেশ চ'। ৭। হ '-স্তদা'। ৮। হ 'স প্রবিষ্ট তপস্ত্ব বৈ নীলা-'।

দৃশ্যন্তে তত্র নৃত্যন্ত্যস্তিঃ কোট্যো মহান্ননাম্ ।

নিত্যোৎসবা বীতভয়া বিমলাঃ পাবকপ্রভাঃ ॥ ৩৫ ॥

ক্রীড়তঃ পশ্যতে তাংস্তু রাবণো ভীমবিক্রমঃ ।

দ্বারস্থো রাবণস্তত্র তিস্রঃ কোর্টির্বিনির্ভয়ঃ ।

যথা দৃষ্টঃ স তু নরস্তল্যাংস্তানপি সর্বশঃ ॥ ৩৬ ॥

একবর্ণানেকবেশানেকরূপান্ মহৌজসঃ ।

চতুর্ভুজান্ মহোৎসাহাংস্তত্রাপশ্যৎ স রাক্ষসঃ ॥ ৩৭ ॥

তান্ দৃষ্ট্বাথ দশগ্রীব উর্দ্ধরোমা বভূব হ ।

স্বয়ম্ভুবা দন্তবরস্ততঃ শীত্রং বিনির্ঘয়ো ।

অথাপশ্যৎ পরং তত্র পুরুষং শয়নে স্থিতম্ ॥ ৩৮ ॥

সদৃশ, কেয়ুরধারী, রক্তবর্ণ মাল্য এবং চন্দনাদিদ্বারা রঞ্জিত, বিমল সুবর্ণ এবং রত্নাদিদ্বারা বিভূষিত বীরপুরুষগণকে দেখিতে পাইল ॥ ৩৩-৩৪ ॥

সেখানে অগ্নিও ছায় প্রভাবিশিষ্ট বিমলছাতি ভয়শূন্য তিনকোটি মহাকায পুরুষ নিয়ত উৎসবাসক্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, দেখা গেল ॥ ৩৫ ॥

তখন ভীম-পরাক্রম নির্ভীক রাবণ দ্বারদেশে থাকিয়া সেই নৃত্যপরায়ণ তিনকোটি পুরুষকে দেখিতে লাগিল ; সেই পুরুষ যেক্রপ দৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহারাও সর্ববতোভাবে তদনুরূপ ॥ ৩৬ ॥

রাক্ষস রাবণ সেইস্থানে মহোৎসাহ-সম্পন্ন অতীব তেজস্বী চতুর্ভুজ পুরুষ সকলের বর্ণ, বেশ এবং আকৃতি একই রকমের দেখিল ॥ ৩৭ ॥

পরে ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্ত রাক্ষস রাবণ সেই পুরুষদিগকে দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থান হইতে বহির্গত হইল, পরে সেইস্থানে শয্যা উপর শয়ান এক পুরুষকে দেখিতে পাইল ॥ ৩৮ ॥

পাণ্ডুরেণ মহার্হেণ শয়নাসনবেশ্যনা ।

শেতে স পুরুষস্তত্র পাবকেনাবগুচ্ছিতঃ ॥ ৩৯ ॥

দিব্যঅঙ্গনুলেপা চ দিব্যাভরণভূষিতা ।

দিব্যান্মরধরা সাধ্বী ত্রৈলোক্যৈশ্চৈব ভূষণম্ ॥ ৪০ ॥

বালব্যঞ্জনহস্তা চ দেবী তত্র ব্যবস্থিতা ।

লক্ষ্মীরিব সপত্ন্যা বৈ ভ্রাজতে লোকমুন্দরী ॥ ৪১ ॥

প্রবিষ্টঃ স তু রক্ষেন্দ্রে দৃষ্ট্ৱা তাং চারুহাসিনীম্ ।

জিহ্বক্ষুঃ সহসা সাধ্বীং সিংহাসনসমাপ্তিতাম্ ॥ ৪২ ॥

বিনা তু সচিবৈস্তত্র রাবণে দুর্শ্শতিন্দুদা ।

হস্তে গ্রহীতুমন্নিচ্ছাম্যম্মথেন বশীকৃতঃ ।

সুপ্তমাশীবিষং যদ্বদ্রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥ ৪৩ ॥

সেই পুরুষ সেইস্থানে বহিঁদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া মহামূল্য খেতবর্ণ গৃহমধ্যে মহামূল্য শুভ্র আসনযুক্ত শয্যায়া শুইয়া আছেন ॥ ৩৯ ॥

ত্রিভুবনের ভূষণস্বরূপা উত্তম-বসন-পরিধানা এক লোকমুন্দরী সাধ্বী দেবী দিব্যমাল্য এবং আভরণে ভূষিতা এবং দিব্য অঙ্গুলেপনে অঙ্গুলিগুণ্ডা হইয়া হস্তে বালব্যঞ্জন (চামর) ধারণপূর্বক তথায় অবস্থান করিয়া পদ্মহস্তা লক্ষ্মীর আয় শোভা পাইতেছেন ॥ ৪০-৪১ ॥

পাতালপ্রবিষ্ট রাক্ষসরাজ রাবণ সেই সুচারুহাসিনীকে দেখিয়া সিংহাসনে উপবিষ্টা সেই সাধ্বীকে সহসা ধরিতে ইচ্ছা করিল ॥ ৪২ ॥

কোন ব্যক্তি যেমন কালপ্রেরিত হইয়া নিদ্রিত সর্পকে ধরিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ মন্ত্রবিহীন দুর্শ্শতি দশানন মদনের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে হাতে ধরিতে ইচ্ছা করিল ॥ ৪৩ ॥

অথ স্পো মহাবাহুঃ পাবকেনাবশুষ্টিতঃ ।

গ্রহীতুকামং তং জাহ্না ব্যপবিক্রপটং তদা ।

জহাসোচ্চৈর্ভৃশং দেবস্তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৪৪ ॥

তেজসা সহসা দীপ্তো রাবণো লোকরাবণঃ ।

কৃতমূলো যথা শাখী নিপপাত মহীতলে ॥ ৪৫ ॥

পতিতং রাক্ষসং দৃষ্ট্বা বচনং চেদমব্রবীৎ ।

উত্তিষ্ঠ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মৃত্যুস্তে নাগ্ৰ বিগতে ॥ ৪৬ ॥

প্রজাপতিবরো রক্ষ্যন্তেন জীবসি রাক্ষস ।

গচ্ছ রাবণ বিশ্রব্ধো নাধুনা মরণং তব । ৪৭ ॥

লক্ষসংজ্ঞো মুহূর্তেন রাবণো ভয়মাবিশৎ ।

এবমুক্তস্তদোথায় রাবণো দেবকণ্টকঃ ।

লোমহর্ষণমাপনো হব্রবীভং মহাদ্যুতিম্ ॥ ৪৮ ॥

পরে অনলাচ্ছাদিত নিদ্রিত সেই মহাবাহু পুরুষ বিগলিতবসন রাক্ষসাধিপতি রাবণকে [সেই দেবীকে] গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত উচ্চহাস্য করিলেন ॥ ৪৪ ॥

লোকরাবণ রাবণ সহসা [সেই মহাপুরুষের] তেজে দম্ব হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ৪৫ ॥

তখন [সেই মহাপুরুষ] রাক্ষস রাবণকে পতিত দেখিয়া এই কথা বলিলেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! তুমি ওঠ, আজ তোমার মৃত্যু হইবে না ॥ ৪৬ ॥

হে রাক্ষস, প্রজাপতি ব্রহ্মার বর [-বাক্য] অবশ্যই রক্ষণীয়, সেইজন্যই তুমি বাঁচিয়া রহিলে। হে রাবণ, এক্ষণে তোমার মৃত্যু নাই, তুমি বিশ্বস্তভাবে প্রস্থান কর ॥ ৪৭ ॥

দেবকণ্টক রাবণ মুহূর্তকাল মধ্যে চৈতন্যলাভ করিয়া ভীত হইল এবং এই কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত দেহে উত্থিত হইয়া সেই মহাতেজোময় পুরুষকে বলিল— ॥ ৪৮ ॥

কো ভবান্ শৌর্য্যসম্পন্নো যুগান্তানলসন্নিভঃ ।

ক্রহি ত্বং কো ভবান্ দেব কুতো ভূত্বা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥

এবমুক্তঃ স তেনাথ রাবণেন দুরাত্মনা ।

প্রত্যুবাচ হসন্ দেবো মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৫০ ॥

কিং তে ময়া দশগ্রীব বধ্যোহসি নচিরান্মম ।

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাজ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥

প্রজাপতেস্তু বচনান্নাহং মৃত্যুপথং গতঃ ।

ন স জাতো জনিষ্যো বা মম তুলাঃ সুরেষপি ॥ ৫২ ॥

প্রজাপতিবরং যো হি লজ্জয়েদ্বীৰ্য্যমাপ্রিতঃ ।

ন তত্র পরিহারোহস্তি প্রযত্নশ্চাপি দুর্বলঃ ॥ ৫৩ ॥

ন তং পশ্যামি ত্রৈলোক্যে যো মে কুর্য্যাদ্বরং বৃথা ।

অগরোহহং সুরশ্রেষ্ঠ তেন মাং নাবিশন্তয়ম্ ॥ ৫৪ ॥

প্রলয়কালীন অগ্নির ছায় দীপ্তিসম্পন্ন এবং বলশালী আপনি কে ? হে দেব, আপনি বলুন, আপনি কে এবং কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

পরে সেই দেব দুৰ্ম্মতি রাবণের প্রশ্ন শুনিয়া হাস্তপূর্বক মেঘের ছায় গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন— ॥ ৫০ ॥

দশানন ! আমার পরিচয়ে তোমার কি হইবে ? তুমি অচিরেই আমার বধ্য হইবে । দশানন এই কথা শুনিয়া করযোড়ে কহিল— ॥ ৫১ ॥

প্রজাপতির বাক্যানুসারে আমি মৃত্যুপথের পথিক হই নাই ; কিন্তু যিনি বীৰ্য্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মার বর উল্লঙ্ঘন করিবেন, আমার সমকক্ষ [পরাক্রান্ত] সেই পুরুষ দেবতাদের মধ্যেও কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং করিবেনও না । সেই বরের পরিহার নাই (অর্থাৎ তাহা মিথ্যা হইবার নহে), সে বিষয়ে প্রযত্নও ব্যর্থ হইবে ॥ ৫২-৫৩ ॥

হে দেবশ্রেষ্ঠ, যিনি আমার বর বিফল করিবেন সেরূপ লোক ত্রিভুবনে

অথাপি চ ভবেন্মৃত্যুস্ত্বক্স্তান্মাততঃ প্রভো ।

যশস্ত্বং শ্লাঘনীয়ং চ ত্বক্স্তান্মরণং মম ॥ ৫৫ ॥

অথাস্ত গাত্রে সম্পশ্চদ্রাবণো ভীমবিক্রমঃ ।

তস্ত দেবস্ত সকলং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৫৬ ॥

আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যা বসবোহথাশ্বিনাবপি ।

রুদ্রাশ্চ পিতরশ্চৈব যমো বৈশ্রবণস্তথা ॥ ৫৭ ॥

সমুদ্রা গিরয়ো নদ্রো বেদা বিদ্যাস্ত্রয়োহগ্নয়ঃ ।

ঐহাস্তারাগণা ব্যোম সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণাঃ ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষয়ো বেদবিদো গরুড়োহথ ভুজঙ্গমাঃ ।

যে চাস্ত্রে দেবতা যক্ষাঃ সংস্থিতা দৈত্যরাক্ষসাঃ ।

গাত্রেষু শয়নস্থস্ত দৃশ্যন্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

৫৬। লো-টী। সম্পশ্চৎ সমপশ্চৎ ।

৫৯। লো-টী। যাক্সান্যা দেবতাঃ, তা অপি তস্য গাত্রে সংস্থিতা দৃশ্যন্তে ।

দেখি না, আমি অমর, সেইজন্য আমার ভয় নাই ॥ ৫৪ ॥

হে প্রভো, তথাপি যদি আমাকে মরিতে হয়, তবে আপনার হস্ত
ব্যতীত যেন অপর কাহারও হস্তে না হয়, আপনার হস্তে মরণও আমার যশস্ত্ব
এবং শ্লাঘনীয় ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর ভীমবিক্রম রাবণ সেই দেবতার দেহে সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোকা
দেখিতে পাইল ॥ ৫৬ ॥

আদিত্যগণ, মরুদগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, রুদ্রগণ,
পিতৃগণ, যম, বৈশ্রবণ, সাগরসকল, পর্ব্বতসমুদয়, নদীনিবহ, সমস্ত বেদ, বিদ্যা,
অগ্নিত্রয়, ঐহগণ, তারাগণ, সিদ্ধগণ, আকাশ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব এবং চারণগণ, বেদজ্ঞ
মহর্ষিগণ, গরুড়, সর্পগণ এবং অস্ত্রাশ্রয়িতা, যক্ষ, রাক্ষস ও দেবতাগণ সূক্ষ্মমূর্ত্তি
হইয়া সেই শয়ান পুরুষের শরীরে দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ৫৭-৫৯ ॥

আহ রামোহ্থ ধৰ্ম্মাত্মা হৃগন্ত্যং মুনিসত্তমম্ ।

দ্বীপস্থঃ পুরুষঃ কোহসৌ তিস্রঃ কোটিস্তু কাশ্চ তাঃ ।

শয়ানঃ পুরুষঃ কোহসৌ দৈত্যদানবদৰ্পহা ॥ ৬০ ॥

রামস্ত বচনং শ্রুত্বা অগন্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ।

শ্রুত্ব্যত্মাভিধান্মামি দেবদেবঃ সনাতনম্ ॥ ৬১ ॥

ভগবান্ কপিলো নাম দ্বীপস্থো নর উচ্যতে ।

যে তু নৃত্যস্তি বৈ তত্র স্থরাস্তে তস্ত ধীমতঃ ।

তুল্যতেজঃপ্রভাবাস্তে কপিলস্ত নরস্ত বৈ ॥ ৬২ ॥

নাসৌ ক্রুদ্ধেন দৃষ্টস্ত রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ ।

ন বভূব তদা তেন ভস্মসাদ্রাম রাবণঃ ॥ ৬৩ ॥

৬০। লো-টী। ‘অগন্ত্যো’ ‘অগন্ত্যং’ ‘অগন্ত্য’ ইতি বা পাঠঃ।

৬২। লো-টী। শয়ানঃ পুরুষো নোক্তোহপি, তথাপি য এব শয়ানঃ স এব দ্বীপস্থ ইতি বোদ্ধব্যম্। তে তস্ত স্থরাস্তদীরমূৰ্গয়ঃ। তে চ তুল্যতেজঃপ্রভাবা ইতাপরং বাক্যম্।

৬৩। লো-টী। শব্দঃ ‘দৃষ্টো’ বা পাঠঃ। তেন কারণেন।

অনন্তর ধৰ্ম্মাত্মা রাম মুনিবর অগন্ত্যকে বলিলেন, দ্বীপস্থিত পুরুষ কে ? আর অপর যে তিনকোটি পুরুষের কথা বলিলেন তাহারাই বা কে ? দৈত্য এবং দানবের দৰ্পহারী শয়ান পুরুষই বা কে ? ॥ ৬০ ॥

তখন অগন্ত্যমুনি রামের কথা শুনিয়া বলিলেন, সেই দেবদেব সনাতনের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬১ ॥

সেই দ্বীপস্থিত পুরুষের নাম ভগবান্ কপিল, যে সকল দেবতারা তথায় নৃত্য করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই ধীমান্ নর কপিলেরই মূৰ্ত্তি। তাঁহারা কপিলের শ্রায়ই তেজ ও প্রভাবাধিত ॥ ৬২ ॥

হে রাম, তিনি তৎকালে পাপবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প সেই রাক্ষসকে কোপদৃষ্টিতে দেখেন নাই, সেই কারণে রাবণ ভস্মীভূত হয় নাই ॥ ৬৩ ॥

স্বিমগাত্রো নগপ্রথ্যো রাবণঃ পতিতো ভূবি ।

অথ দৌর্ধেণ কালেন লব্ধসংজ্ঞঃ স রাক্ষসঃ ।

আজগাম মহৌজাশ্চ যত্র তে সচিবাঃ স্থিতাঃ ॥ ৬৪ ॥

ইত্যার্থে বাগ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মহাপুরুষদর্শনং নাম

একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

[লো-টা] । স্তম্ভিতেবাস্তু স্তম্ভিত ইবেতি সর্কজঃ । স্তম্ভিতেতি তৃক্স্তং পদম্ । রহস্তং
রহস্তবিজ্ঞাদিকং যথা পিণ্ডনে জ্ঞানবন্ধকে স্তম্ভিতং ভবতি, তথা ।

মহাপুরুষদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥

পৰ্বতপ্রমাণ রাবণ ঘর্মান্তকলেবরে ভূতলে পতিত হইল । তার পর দীর্ঘকাল
পরে সেই মহাতেজস্বী রাক্ষস সংজ্ঞালাভ করিয়া যেখানে অমাত্যবর্গ অবস্থিতি
করিতেছিল তথায় আগমন করিল ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মহাপুরুষদর্শন-নামক

৩১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

১। ছ 'ধিম্'-। ২। অতঃ পরং চ 'বাক্শরৈস্তং বিভেদান্তু রহস্তং পিণ্ডনো যথা' । ইত্যাদিকম্ ।

৩। ছ 'মহাতেজা' ।

(৩২) দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

নিবর্তমানঃ সংহৃষ্টো রাবণঃ স দুরাভ্যবান্ ।

জহ্রে পথি নরেন্দ্রমিদ্দৈত্যগন্ধর্বকন্যকাঃ ॥ ১ ॥

দর্শনীয়াং হি যাং কন্যাং রক্ষঃ স্ত্রীং বাথ পশ্যতি ।

হত্বা বন্ধুজনং তস্তা বিমানে তাং রুরোধ সঃ ॥ ২ ॥

এবং পন্নগকন্যাশ্চ রাক্ষসাসুরমানুষীঃ ।

যক্ষদানবকন্যাশ্চ বিমানে সৌহৃদ্যরোপয়ৎ ॥ ৩ ॥

তা হি সর্বাঃ সমঃ দুঃখান্মুচুর্নেত্রজং জলম্ ।

তুল্যমগ্ন্যর্চিষাং তত্র শোকাগ্নিভয়সম্ভবম্ ॥ ৪ ॥

তাভিঃ সর্বানবত্যাভিন্দীভিরিব সাগরঃ ।

আপূরিতং বিমানং তু শোকজৈরশ্রবিন্দুভিঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টা। দুরাভ্য দুঃখভাবস্তদান্।

৪। লো-টা। সমমেকদা অগ্ন্যর্চিষা অগ্নিশিখয়া।

৫। লো-টা। সর্বাণি অঙ্গানি অনন্তানি নির্দোষাণি বাসাং তাভিঃ।

নিতান্ত দুঃখচরিত্র রাবণ হৃষ্টচিত্তে নিবর্তিত হইয়া পথিমধ্যে রাজকন্যা, ঋষিকন্যা, দৈত্যকন্যা এবং গন্ধর্বকন্যাদিগকে ধারণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

সেই রাক্ষস কন্যা বা স্ত্রী (কুমারী বা বিবাহিতা) যাহাকে সুন্দরী দেখিল, তাহার আত্মীয়জনকে বধ করিয়া তাহাকে বিমানমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল ॥ ২ ॥

এইরূপে রাবণ রাক্ষসকন্যা, অসুরকন্যা, মনুষ্যকন্যা, নাগকন্যা, যক্ষকন্যা এবং দানবকন্যা-সকলকে রথে আরোহণ করাইতে লাগিল ॥ ৩ ॥

সেই কন্যাগণ সকলেই তথায় দুঃখবশতঃ যুগপৎ অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল, সেই ভয় ও শোকানলস্তুত অশ্রু অগ্নিজ্বালার ন্যায় অতি উষ্ণ ছিল ॥ ৪ ॥

নদীর জলে যেরূপ সমুদ্র পূর্ণ হয়, সেইরূপ সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণের

নাগগন্ধর্বকন্যাশ্চ মহর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ ।

দৈত্যদানবকন্যাশ্চ বিমানে শতশোহরুদন ॥ ৬ ॥

দীর্ঘকেশ্যঃ সূচাৰ্বজ্যঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ ।

পীনস্তনতটা মধ্যে বজ্রবেদীসমপ্রভাঃ ॥ ৭ ॥

রথকুবরসংকটেশঃ শ্রোগীদৈশৈশ্মনোহরাঃ ।

স্ত্রিয়ঃ সুরাঙ্গনাপ্রখ্যাস্তপ্তকাঞ্চনসপ্রভাঃ ।

শোকদুঃখভয়ত্রস্তা বিহ্বলাশ্চ স্মমধ্যমাঃ ॥ ৮ ॥

তাসাং নিখাসবাতেন সর্বতঃ সংপ্রদীপিতম্ ।

অম্বরীষমিবাভাতি দীপ্তিমৎ পুষ্পকং তদা ॥ ৯ ॥

৭। লো-টী। পীনস্তনো তটো স্তনয়োরধোভাগো যাসাং তাঃ। মধ্যে দেহমধ্যে বজ্রং বেদিশ্চ যুগ্মজুলিঃ (?) তয়োঃ সমা প্রভা যাসাং তাঃ।

৮। লো-টী। রথা অবয়বাঃ কুবরাস্কারবঃ, চারুভিরবয়বৈঃ সংকশস্তে যে শ্রোগীভায়াঃ তৈর্বিশিষ্টাঃ। “রথঃ পুমানবয়বে স্তননে বেতসেহপি চ” ইতি ‘কুবরস্ত্রিযু চারৌ না কুলকেশজী যুগন্ধরে’। ইতি চ কোষঃ। শোকো বজ্রজনত্যাগঃ। শব্দঃ খাসং তভ্যজুঃ। ‘বিহ্বলা’ ইতি পাঠে তত্রৈব পতিতাঃ।

৯। লো-টী। অম্বরীষং ভ্রাত্ত্বং বস্ত্র। ‘অম্বরীষং রণে ভ্রাত্ত্বৈ ক্লীবাং পুংসি নৃপান্তরে’ ইতি কোষঃ। দীপ্তিমদপি পুষ্পকম্ অম্বরীষমিব প্রদীপিতমভবদिति শেষঃ।

শোকাশ্রুতে [রাবণের] পুষ্পকরথ পরিপূর্ণ হইল ॥ ৫ ॥

সেই বিমানমধ্যে শত শত নাগকন্যা, গন্ধর্বকন্যা, মহর্ষিকন্যা, দৈত্যকন্যা এবং দানবকন্যা ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

দীর্ঘকেশী, সূন্দরাক্ষী, পূর্ণচন্দ্রমুখী, সূপীনস্তনতটশালিনী, মধ্যদেশে হীরক-যুক্ত বেদীর আয় দীপ্তিমতী, রথকুবরসদৃশ নিতম্বদেশদ্বারা মনোহারিনী, তপ্তকাঞ্চনের আয় প্রভাশালিনী, সুরসুন্দরীর আয় সেই স্মমধ্যমা কন্যাগণ শোক, দুঃখ এবং ভয়ে বিত্রস্ত হইয়া উঠিল ॥ ৭-৮ ॥

তখন তাহাদের নিখাসবায়ুদ্বারা সর্বতোভাবে উদ্ভাপিত হইয়া সেই তেজোময় পুষ্পকরথ অম্বরীষের (ভর্জুনপাত্রে, ভাজনা-খোলার) আয় প্রতিভাত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

দশগ্রীববশং প্রাপ্তাস্তাস্ত শোকাকুলাঃ স্ত্রিয়ঃ ।

দীনবন্ধৈরুপাঃ শ্রামা মৃগ্যঃ সিংহবশা ইব ॥ ১০ ॥

কাচিচ্চিস্তয়ত্তত্র কিমু মাং ভক্ষয়িষ্যতি ।

কাচিদ্রুধ্যো হুহুঃখার্ভা অপি মাং মারয়েদয়ম্ ॥ ১১ ॥

ইতি মাতৃঃ পিতৃন্ স্মৃদ্ধা ভর্তৃন্ ভ্রাতৃঃস্তুর্ধৈব চ ।

দুঃখশোকসমাবিগ্না বিলেপুঃ সহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥

কথং নু খলু মে পুত্রো ভবিষ্যতি ময়া বিনা ।

কথং মাতা কথং ভ্রাতা নিমগ্নাঃ শোকসাগরে ॥ ১৩ ॥

হা কথং নু ভবিষ্যামি ভর্তৃ স্তস্মাদহং বিনা ।

মৃত্যো প্রসাদয়ামি হ্রাং নয় মাং দুঃখভাগিনীম্ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টা। ময়া বিনা মে পুত্রঃ কথং নু ভবিষ্যতি মরণাবস্থায় প্রাপ্যতি ।

১৪। লো-টা। প্রসাদয়ামি প্রার্থয়ামি ।

সেই দীনবদনা কাতরনয়না শ্রামা ললনাগণ রাবণের বশীভূতা হইয়া সিংহাক্রান্তা হরিণীর ছায় শোকাকুলা হইল ॥ ১০ ॥

তখন কোন দুঃখিতা রমণী ভাবিতে লাগিল, এই রাবণ কি আমাকে খাইয়া ফেলিবে? কেহ চিন্তা করিতে লাগিল, রাবণ কি আমাকে মারিয়া ফেলিবে? ॥ ১১ ॥

সেই রমণীগণ শোক এবং দুঃখে আকুল হইয়া মাতা, পিতা, পতি এবং ভ্রাতাদিগকে স্মরণ করত মিলিত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল— ॥ ১২ ॥

হায়, আমার বিরহে আমার পুত্রের কি দশা হইবে এবং আমার মাতা এবং ভ্রাতাও আমাকে না দেখিয়া কিরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন? ॥ ১৩ ॥

হায়, আমি আমার সেই পতি বিনা কিরূপে জীবিত থাকিব? হে মৃত্যু, তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এই দুঃখভাগিনী আমাকে লইয়া যাও ॥ ১৪ ॥

১। হ 'কামা'। ২। হ 'কাচিচ্চিস্তয়তী তত্র'। ৩। হ 'মাতৃপিতৃন্'। ৪। হ 'করিষ্যামি'।

কিম্ম তদুচ্ছৃতং কৰ্ম পূৰ্ণা দেহান্তরে কৃতম্ ।

যেন শ্মো দুঃখিতাঃ সৰ্ব্বাঃ পতিতাঃ শোকসাগরে ॥ ১৫ ॥

ন খল্বিদানীং পশ্যামো দুঃখস্তাস্তাস্তমাত্মনঃ ।

১ অহো ধিঙ্ মানুষং লোকং ন খল্বন্ত্যপরোহধমঃ ॥ ১৬ ॥

২ যদুর্বলা বলবতা বান্ধবা রাবণেন নঃ ।

সূর্য্যোণোদয়তা কালে নক্ষত্রাণীব নাশিতাঃ ॥ ১৭ ॥

অহো স্তবলবদ্রক্ষো বধোপায়েষু রজ্যতে ।

অহো দুৰ্ভতমাস্থায় নাত্মানং বৈ জুগুপ্সতে ॥ ১৮ ॥

সৰ্ব্বথা সদৃশস্তাবদ্বিক্রমোহিস্ত দুরাত্মনঃ ।

ইদং ত্বসদৃশং কৰ্ম পরদারাভিমৰ্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। নো বান্ধবাঃ।

১৯। লো-টী। স ব্রহ্মবরঃ সদৃশো যোগ্যঃ।

পূৰ্বে দেহান্তরে কি মন্দকাৰ্য্য করিয়াছি, যাহার ফলে আমরা সকলে শোকসাগরে পতিত হইয়া দুঃখভোগ করিতেছি ॥ ১৫ ॥

এখন নিজ নিজ দুঃখের অবসান দেখিতে পাইতেছি না; অহো, মনুষ্যলোকে ধিক্, ইহা হইতে আর অধম লোক নাই ॥ ১৬ ॥

কারণ, যথাসময়ে সূর্য্য উদিত হইয়া যেমন নক্ষত্রগণকে বিনাশ করেন, বলবান্ রাবণ আমাদের দুৰ্ব্বল বান্ধবগণকে সেইরূপ বধ করিয়াছে ॥ ১৭ ॥

অতিশয় বলবান্ রাক্ষস রাবণ বধসম্পাদক পাপকাৰ্য্যে লিপ্ত হইতেছে, দুৰ্ব্বন্তের আচরণ করিয়াও নিজেকে নিন্দিত মনে করিতেছে না ॥ ১৮ ॥

এই দুরাচার পরাক্রম সৰ্ব্বপ্রকারে [ব্রহ্মার বরের] অনুরূপ; কিন্তু এই পরজীৰ্ণ অতিশয় বিসদৃশ কাৰ্য্য ॥ ১৯ ॥

যস্মাদেয পরজীযু রমতে রাক্ষসাধমঃ ।

তস্মাদ্ধৈ জীকৃতেনৈব বধং প্রাপ্যতি দুর্ন্যতিঃ ॥ ২০ ॥

শপ্তঃ জীভিঃ স তু সমং হতৌজা ইব নিম্প্রভঃ ।

পতিব্রতাভিঃ সাধ্বীভির্বভূব বিমনা ইব ॥ ২১ ॥

এবং বিলপিতং তাসাং শৃণ্বন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।

প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ ॥ ২২ ॥

এতস্মিন্নস্তরে ঘোরা রাক্ষসী কামরূপিণী ।

সহসা পতিতা ভূমৌ ভগিনী রাবণস্ত সা ॥ ২৩ ॥

তাং স্বসারং সমুখাপ্য রাবণঃ পরিসাস্ত্রয়ন্ ।

অত্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে বন্ধুকামাসি মাং দ্রুতম্ ॥ ২৪ ॥

২১। লো-টা। সমম একদৈব।

যেহেতু এই রাক্ষসাধম পরজীতে রমণ করিতেছে, সেই হেতু এই দুর্ন্যতি রাক্ষস জীলোকের জন্তু নিধনপ্রাপ্ত হইবে ॥ ২০ ॥

রাবণ সূচরিত্রা পতিব্রতা রমণীগণ কর্তৃক এককালে অভিশপ্ত হইয়া নিস্তেজ-ব্যক্তির স্থায় নিম্প্রভ এবং যেন বিমনাঃ হইল ॥ ২১ ॥

রাক্ষস রাবণ তাহাদিগের এইরূপ বিলাপবাক্য শুনিতে শুনিতে রাক্ষসগণ-কর্তৃক সম্মানিত হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল ॥ ২২ ॥

এই সময়ে রাবণের ভগিনী কামরূপিণী বিকটাকৃতি রাক্ষসী হঠাৎ ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৩ ॥

রাবণ সেই ভগিনীকে উঠাইয়া সাস্থনাপূর্বক বলিল, ভদ্রে, এ কি ! তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ॥ ২৪ ॥

১। অতঃ পরং হ 'সত্যতীর্করণার্থীভিরেবং বাক্যে স্থায়ীকৃতং । বেদব্দ-সুভয়ঃ যথাঃ পুশ্ববৃষ্টিঃ পপাত চ' । ইত্যধিকম্ । ২। হ 'দ্রুতম্' ।

সা বাপ্পপরিরুদ্ধাকী রক্তাকী বাক্যমব্রবীৎ ।

কৃতাস্মি বিধবা রাজংস্তুয়া বলবতা বলাৎ ॥ ২৫

যে তে রাজংস্তুয়া বীর্য্যাদৈত্যা বিনিহতা রণে ।

কালকঞ্জা ইতিখ্যাতাঃ শতানি চ সহস্রশঃ ॥ ২৬ ॥

প্রাণেভ্যোহপি গরীয়ান্ মে তত্র ভর্তা মহাবলঃ ।

সোহপি ত্বয়া হতস্তাত রিপুণা ভ্রাতৃগন্ধিনা ॥ ২৭ ॥

তৎ ত্বয়াস্মি হতা রাজন্ স্বয়মেবেহ বন্ধুনা ।

রাজন্ বৈধব্যশব্দং চ ভোক্যামি ত্বৎকৃতে হৃদম্ ॥ ২৮ ॥

ননু নাম ত্বয়া রক্ষ্যো জামাতা সমরেষপি ।

স ত্বয়া নিহতো যুদ্ধে স্বয়মেব ন লজ্জসে ॥ ২৯ ॥

২৫। লো-টী। বাপ্পেণ অশ্রুণা পরিরুদ্ধে ব্যাপ্তে অক্ষিপী যন্তাঃ সা।

২৭। লো-টী। ভ্রাতৃগন্ধিনা ভ্রাতৃগন্ধি গন্ধঃ সম্বন্ধো বর্ততে যন্ত তেন, বস্তৃতন্ত রিপুণা।

২৮। লো-টী। স্বয়মেব স্বীধেন। যদ্বা, স্বয়ং স্বীয়াহৃদম্। বক্ষ্যামি বহুধাতোঃ প্রয়োগঃ।

২৯। লো-টী। জামাতা পিতুরিতি শেষঃ।

সেই বাপ্পাবরুদ্ধনেত্রা আরক্তনয়না রাক্ষসী বলিল, রাজন্, বলশালী আপনি বলপূর্ব্বক আমাকে বিধবা করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

রাজন্, আপনি বীর্য্যবলে কালকঙ্কনামে বিখ্যাত যে শত সহস্র দৈত্যকে বধ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মহাবলশালী আমার প্রাণাধিক স্বামী ছিলেন; ভ্রাতঃ! আপনি তাঁহাকেও বধ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি কেবল সম্বন্ধমাত্রেই ভ্রাতা, কার্য্যতঃ শত্রু ॥ ২৬-২৭ ॥

রাজন্, অতএব আপনি বন্ধু হইলেও আপনাদ্বারাই আমি হতা হইলাম এবং আপনার জন্তই আমি বৈধব্য-সংজ্ঞা ভোগ করিব ॥ ২৮ ॥

যুদ্ধে [আপনার পিতার] জামাতাকে রক্ষা করাই আপনার

এবমুক্তস্তয়া রক্ষো ভগিন্যা ক্রোশমানয়া ।
 অত্রবীৎ সান্ত্বয়িত্বা তাং সামপূর্বমিদং বচঃ ॥ ৩০ ॥
 অলং বৎসে রুদিত্বা তে ন ভেতব্যঞ্চ সর্বশঃ ।
 দানমানপ্রসাদৈস্ত্বাং তোষয়িষ্যামি যত্নতঃ ॥ ৩১ ॥
 যুদ্ধে প্রমত্তো ব্যাক্ষিপ্তো জয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষিপন্ শরান্ ।
 নাহমজ্ঞাসিষ্য যুদ্ধান্ স্বান্ পরান্ বাপি সংযুগে ॥ ৩২ ॥
 জামাতরং ন জানে স্ম প্রহরন্ যুদ্ধহর্ষদঃ ।
 তেনাসৌ নিহতঃ সংখ্যে ময়া ভর্তা তব স্বসঃ ॥ ৩৩ ॥
 অগ্নিন্ কালে তু যৎ প্রাপ্তং তৎ করিষ্যামি তে হিতম্ ।
 ভ্রাতুরৈশ্বর্য্যাসংস্থস্ত খরস্ত বস পার্শ্বতঃ ॥ ৩৪ ॥

৩২। লো-টী। প্রমত্তো যুদ্ধোৎসাহবান্ ব্যাক্ষিপ্তঃ পরৈর্বিশেষেণ শট্টৈরাক্ষিপ্তঃ, যুদ্ধে কীদৃশে? সংযুগে সমকং [সমাক?] যুগং ঘোষণাং যত্র তে (?) তথা 'পরান্ বা যদি বা স্বকানি'তি বা পাঠঃ।

৩৪-৩৫। লো-টী। চতুর্দশানাং সহস্রাণাং রক্ষসামৈশ্বর্য্যাসংস্থস্ত ভ্রাতুরথান্যম্ ভ্রাতুঃ কর্তব্য, [তাহা না করিয়া] আপনি নিজেই তাঁহাকে বধ করিয়াছেন, তথাপি লজ্জিত হইতেছেন না ॥ ২৯ ॥

রাবণ রোদনকারিণী সেই ভগিনীর এই কথা শুনিয়া তাহাকে সাশ্বনাদান করিয়া মধুর বাক্যে বলিল— ॥ ৩০ ॥

বৎসে, বিলাপ করিও না, তুমি কাহাকেও ভয় করিও না, দান, মান এবং প্রসাদনদ্বারা যত্নপূর্বক আমি তোমার সমস্তোষ বিধান করিব ॥ ৩১ ॥

আমি যুদ্ধে জয়াভিলাষে প্রমত্ত এবং শত্রুর আঘাতে বিচলিত হইয়া শর নিক্ষেপ পূর্বক যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রু-মিত্র বুঝিতে পারি নাই ॥ ৩২ ॥

ভগিনি, আমি রণমত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলাম, জামাতাকে চিনিতে পারি নাই, সেইজন্য তোমার পতি যুদ্ধে আমার হস্তে নিহত হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

বর্তমানে তোমার যে উপকার করা উচিত, তাহা আমি করিব; তুমি ঐশ্বর্য্যশালী ভ্রাতা খরের নিকট বাস কর ॥ ৩৪ ॥

চতুর্দশানাং ভ্রাতা তে সহস্রাণাং ভবিষ্যতি ।

প্রভুঃ প্রয়াণে যানে চ রাক্ষসানাং মহৌজসাম্ ॥ ৩৫ ॥

তত্র মাতৃষসেয়ন্তে ভ্রাতায়াং বৈ খরঃ প্রভুঃ ।

ভবিষ্যতি তবাদেশং সদা কুর্বন্ নিশাচরঃ ॥ ৩৬ ॥

শীঘ্রং গচ্ছত্বয়ং শূরো দণ্ডকং পরিরক্ষিতুম্ ।

দুষণোহস্ত বলাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি মহাবলঃ ॥ ৩৭ ॥

স হি শপ্তো বনোদ্দেশঃ ক্রুদ্ধেনোশনসা পুরা ।

রাক্ষসানামধীবাসো ভবেতি স্তমহাত্মনাম্ ॥ ৩৮ ॥

তত্র তে বচনং শূরঃ করিষ্যতি সদা খরঃ ।

রক্ষসাং কামরূপাণাং প্রভুরেষ ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

ধরন্ত ভ্রাতা দুষণস্তব পার্শ্বে ভবিষ্যতি স্বাস্ততি । তে তব স ভ্রাতা রাক্ষসানাং প্রয়াণে যুদ্ধাদৌ
প্রেরণে, দানে প্রসাদরূপদানে, প্রভুরীশ্বরঃ ।

৩৭ । লো-টা । অস্ত ধরন্ত বলাধ্যক্ষো বাহিনীপতিদূষণঃ ।

৩৮ । লো-টা । বনোদ্দেশো বনপ্রদেশঃ । অয়ং দণ্ডকঃ ।

তোমার সেই ভ্রাতা মহাবলশালী চতুর্দশ-সহস্র রাক্ষসের যুদ্ধযাত্রা এবং
যানবাহন বিষয়ে প্রভু হইবে ॥ ৩৫ ॥

তোমার মাতৃষসেয় ভ্রাতা এই রাক্ষস ‘খর’ সর্বদা তোমার আদেশ প্রতিপালন
পূর্বক তাহাদের উপর প্রভু করিতে থাকিবে ॥ ৩৬ ॥

এই বীর সত্ত্বর দণ্ডকারণ্য রক্ষা করিতে গমন করুক, মহাবলশালী দুষণ
ইহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইবে ॥ ৩৭ ॥

পুরাকালে উশনাঃ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরণ্যপ্রদেশকে “বিশালকায় রাক্ষসদিগের
বাসভূমি হও” এইরূপ শাপ দিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

এই বীর খর তথায় কামরূপী রাক্ষসদিগের প্রভু হইয়া সর্বদা তোমার বাক্য

এবমুক্ত্বা দশগ্রীবঃ সৈন্যমস্থাদিদেশ হ ।

চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং বীর্যশালিনাম্ ॥ ৪০ ॥

স তৈঃ পরিত্যক্তঃ সর্বৈব রাক্ষসৈর্ভীমবিক্রমৈঃ ।

সমাগচ্ছৎ খরঃ শীঘ্রং দণ্ডকানকুতোভয়ঃ ॥ ৪১ ॥

স তত্র কারয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।

সা চ শূর্ণগথা তত্র ন্যবসদগুকে বনে ॥ ৪২ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে জীপরিদেবিতং নাম
দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

৪০। লো-টী। বলশালিনাং বলং শালি শ্রেষ্ঠং যেবাং তে। 'শালী তু শ্রেষ্ঠঃ শ্রেয়ানি'তি
রত্নমালা। 'বীর্যশালিনা'মিতি বা পাঠঃ।

জীপরিদেবনম্। কচিচ্চ খরবাণম্ ॥ ৩২ ॥

প্রতিপালন করিবে ॥ ৩৯ ॥

রাবণ এইরূপ বলিয়া বীর্যবান্ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে খরের সৈন্য হইতে
আদেশ করিল ॥ ৪০ ॥

খর সেই সকল অতিশয় পরাক্রমশালী রাক্ষসসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া
অকুতোভয়ে অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে গমন করিল ॥ ৪১ ॥

সেই খর সেইস্থানে নিষ্কণ্টক রাজ্য স্থাপন করিল এবং শূর্ণগথাও সেই
দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে জীপরিদেবন-নামক
৩২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

(৩৩) ব্রহ্মসিংহঃ সর্গঃ

স তু দত্তা দশগ্রীবো বলং ঘোরং খরস্ম তৎ ।

ভগিনীং চ সমাশ্বাস্ত হৃদ্যঃ স্বস্বতরোহভবৎ ॥ ১ ॥

ততো নিকুস্তিলা নাম লঙ্কোপবনমুক্তম্ ।

তদ্রাক্ষসেন্দ্রো বলবান্ প্রবিবেশ সহানুগঃ ॥ ২ ॥

ততো যুপশতাকীর্ণঃ সৌম্যচৈত্যোপশোভিতঃ ।

দদৃশে বিষ্ঠিতো যজ্ঞঃ শ্রিয়া সংপ্রজ্বলন্নিব ॥ ৩ ॥

ততঃ কৃষ্ণাস্বরধরং কমণ্ডলুশিখিধ্বজম্ ।

দদর্শ স্বসুতং তত্র মেঘনাদং ভয়াবহম্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। লঙ্কোপবনং কীদৃশম্? নিকুস্তিলা নাম।

৩। লো-টী। সৌম্যচৈত্যোপশোভিতঃ সৌম্য সৌম্যাগায় সৌম্যপানায় বা যশ্চৈত্যোহগ্নিঃ তেন তথা। 'সৌম্যচৈত্যোপশোভিত' ইতি পাঠে সৌম্যং যৎ চৈত্যায়াতনং তেন শোভিতঃ বিষ্ঠিতঃ বিশেষণে স্থিতঃ। শ্রিয়া অমুষ্ঠানশ্রিয়া।

৪। লো-টী। কমণ্ডলুশিখিধ্বজম্ কমণ্ডলুঃ শিখী শরচ্ ধ্বজো চিহ্নো যন্ত তম্। 'শিখী কেতুগৃহে বর্হিঃশরাগ্নিবিষকুণ্ডে' ইতি ভূরি।

রাবণ খরকে সেই ভীষণ বাহিনী প্রদান করিয়া ভগিনীকে আশ্বস্ত করত হৃষ্টচিত্ত এবং [বিশ্রাম পূর্বক] অতিশয় সুস্থ হইল ॥ ১ ॥

তার পর সেই বলশালী রাক্ষসরাজ রাবণ অমুগামী জনগণ সমভিব্যাহারে নিকুস্তিলানামক লঙ্কার রমণীয় উপবনमध्ये প্রবেশ করিল ॥ ২ ॥

রাবণ দেখিল, অমুষ্ঠানশোভায় সমুজ্জ্বল সুন্দর আয়তনে সুশোভিত শতযুপ-সমাকীর্ণ যজ্ঞ অমুষ্ঠিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

পরে রাবণ কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত শর এবং কমণ্ডলুধারী ভয়াবহ নিজপুত্র মেঘনাদকে তথায় দেখিতে পাইল ॥ ৪ ॥

তং সমাসাগ্র লক্ষণঃ পরিষজ্য চ বাহুভিঃ ।

অত্রবীৎ কিমিদং বৎস বর্ততে ক্রহি তত্ত্বতঃ ॥ ৫ ॥

উশনাস্ত্রবীৎ তূর্ণং গুরুষজ্জসমুদ্বয়ে ।

রাবণং রাক্ষসশ্রেষ্ঠং দ্বিজশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ ॥ ৬ ॥

প্রিয়ং ভবতু তে রাজন্ শ্রয়তাং বচনং মম ।

যজ্ঞান্তে সপ্ত পুত্রেণ প্রাপ্তাঃ স্ববহুবিস্তরাঃ ॥ ৭ ॥

অগ্নিষ্টোমোহখমেধশ্চ তথা বহুস্রবর্ণকঃ ।

রাজসূয়স্তথা যজ্ঞো গোসবো বৈষ্ণবস্তথা ॥ ৮ ॥

মাহেখরে প্রবৃন্তে তু যজ্ঞে পুন্ডিঃ সূহর্লভে ।

বরাংস্তে লক্শবান্ পুত্রঃ সাক্ষাৎ পশুপতেরিহ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। যজ্ঞসমুদ্বয়ে যজ্ঞসমুদ্বিঃ শ্রাবয়িতুম্।

৭। লো-টী। প্রিয়ং স্রমিত্যশীর্বাদঃ। বহুবিস্তরাঃ। বহুবোহবিস্তরা ধেবাং তে।

৮। লো-টী। বহুস্রবর্ণকো নাম কশ্চন যজ্ঞঃ।

লক্ষ্মণর দশানন নিকটে গিয়া তাহাকে বাহুসকল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিল, বৎস, ইহা কি কার্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা যথাযথরূপে বল ॥ ৫ ॥

তখন মহাতপাঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠ [দৈত্যকুল-] গুরু শুক্রে যজ্ঞলক্ক সমুদ্বির কথা শুনাইবার জন্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে ক্রুত বলিলেন— ॥ ৬ ॥

রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন, আপনার পুত্র বহু অনুষ্ঠানসাধ্য সুদীর্ঘ সপ্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অগ্নিষ্টোম, অখমেধ, বহুস্রবর্ণক, রাজসূয়, গোসব, বৈষ্ণব;—লোকহর্লভ

১। হ 'বহাখ'। ২। ক '-ল'। ৩। হ 'পুন্ডিঃ সূহর্লভাঃ'। ৪। হ 'গোমেধা'। ৫। হ 'বরাং তে'।

কামগং স্তন্দনং দিব্যমস্তরীক্ষচরং শুভম্ ।

মায়াং চ তামসিং নাম তমসঃ প্রভবো যতঃ ॥ ১০ ॥

এতয়া কিল সংগ্রামে মায়য়া রাক্ষসেশ্বর ।

^১ প্রযুক্তয়া গতিঃ শক্যা নহি বেত্তুং সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥

^২ অক্ষয়্যাবিসুধী বাণৈশ্চাপং চাপি সূদুর্জয়ম্ ।

অস্ত্রাণি হি সমগ্রাণি শত্রুবিধ্বংসনানি চ ॥ ১২ ॥

এবং সর্বান্ বরান্ লব্ধ্বা পুত্রস্তেহয়ং দশানন ।

মহাযজ্ঞসমাপ্তৌ চ স্বপ্রতীক্ষঃ স্থিতো বিভো ॥ ১৩ ॥

ততোহত্রবীন্দশত্রীবো ন শোভনমিদং কৃতম্ ।

পূজিতাঃ শত্রবো যস্মৈ হবৈরিন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। যতো যন্তা মায়ায়াঃ।

১২। লো-টী। অস্ত্রাণি লব্ধ্বানিত্যেনে লব্ধকঃ।

১৩। লো-টী। স্বয়ি প্রতীক্ষা অপেক্ষা যন্ত সঃ।

মাহেশ্বর যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে আপনার পুত্র মেঘনাদ এইস্থানে সাক্ষাৎ পশুপতির নিকট বিস্তর বর লাভ করিয়াছেন ॥ ৮-৯ ॥

হে রাক্ষসেশ্বর, আকাশচারী শুভাবহ কামগামী সুন্দর রথ এবং তামসী মায়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি হয়। যুদ্ধে এই মায়া প্রয়োগ করিলে, দেবতা বা অসুরেরাও ইহার গতিবিধি জানিতে পারিবে না ॥ ১০-১১ ॥

প্রভো দশানন, আপনার এই পুত্র অজ্ঞ যজ্ঞসমাপ্তিকালে অক্ষয় তুণীরঘন, সূদুর্জয় ধনুক এবং শরসমূহ, শত্রুবিনাশক সমগ্র অস্ত্র, এই সকল বরলাভ করিয়া আপনার অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ১২-১৩ ॥

পরে রাবণ বলিল, ইন্দ্রপ্রভৃতি আমার শত্রুদিগকে হব্য প্রদানদ্বারা অর্চনা করিয়া ভাল কাজ করা হয় নাই ॥ ১৪ ॥

১। হ 'অযুক্ত' ন শক্যা বৈ গতির্ভেদং'। ২। হ 'ইন্দ্রকঃ' নাড়ি। ৩। হ 'চ'। ৪। হ 'দ্বানি'। ৫। হ 'দেব'।

এহীদানীং কৃতং যন্তে ন কর্তব্যমজানতা ।

জহীহি সোম্য গচ্ছামঃ স্বমেব ভবনং প্রতি ॥ ১৫ ॥

ততো গত্বা দশগ্রীবঃ সপুত্রঃ সবিভীষণঃ ।

ত্রিয়োহবতারয়ামাস সৰ্ব্বাস্তা বাম্পগদগদাঃ ॥ ১৬ ॥

দৈত্যোরগাণাং রত্নানি যান্তথো যক্ষরক্ষসাম্ ।

নানান্তরণযুক্তানি ভাসমানানি তেজসা ॥ ১৭ ॥

বিভীষণোহথ তা দৃষ্ট্বা নারীঃ শোকসমাকুলাঃ ।

তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা ধর্মাত্মা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

ঐদৃশৈস্তে সমাচারৈঃ কুলান্তগুণনাশনৈঃ ।

ধর্মণং প্রাপিতা রাজন্ সমং হি বিনিপাতনম্ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টা। তে স্বা অজানতা যৎ কৃতং তদিদানীং জহীহি, পুনর্ন কর্তব্যম্। এহি আগচ্ছ।

১৬। লো-টা। শোকবিস্রগাঃ শোকাকুলাঃ।

১৭। লো-টা। রত্নানি অবতারয়ামাসেতি পূর্বক্রিয়য়াব্যয়ঃ।

১৯। লো-টা। কুলমধ্যে গুণস্ত তেষাং নাশনৈঃ। ধর্মণং পরিভবং প্রাপিতা বয়ম্। সমং হি বিনিপাতনং পরিভবঃ, যথা পরস্ত ক্রিয়তে তথা আত্মনোহপি ভবতি। ‘বিনিপাতিতং’ বা পাঠঃ।

বৎস, তুমি না জানিয়া বাহা করিয়াছ, তাহা এক্ষণে পরিত্যাগ কর ; [পুনরায় আর করিও না ;] এস, এখন আমরা স্বগৃহে গমন করি ॥ ১৫ ॥

পরে দশানন বিভীষণ এবং পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহে যাইয়া সেই বাম্পগদগদ (অর্থাৎ শোকাবেগে বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে অক্ষুটস্বরে রোরুধ্যমান) রমণীগণকে এবং যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য এবং উরগগণের নানাবিধ অলঙ্কার ও ভাস্বর রত্নসমূহ [বিমান হইতে] অবতারিত করিল ॥ ১৬-১৭ ॥

অনন্তর ধর্মাত্মা বিভীষণ সেই শোকাচ্ছন্ন রমণীদিগকে দেখিয়া এবং তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন— ॥ ১৮ ॥

রাজন্, বংশের এবং নিজের গুণনাশক আপনার এতাদৃশ ব্যবহার দ্বারা

১। ‘সোম্য’। ২। হ ‘ততঃ’ শোকবিস্রগাঃ’। ৩। হ ‘ততঃ তৎকর্তব্যং বিজ্ঞান’। ৪। হ অতঃ পরম্ ‘অনন্তর’ পাণ্ডব কর্তব্যঃ কলমাগতম্। ইত্যধিকম্। ৫। হ ‘পাং’। ৬। অতঃ পরম্ হ ‘পরান্ ধর্মজতা রাজন্ ধর্মণা নহুগচ্ছিতা’। ইত্যধিকম্।

পর৷ হি ধৰ্ম্ময়িত্বেমাস্থয়ানীতা বরাজ্জনাঃ ।

তব চাক্রম্য মধুনা রাজন্ কুন্তীনসী হতা ॥ ২০ ॥

রাবণস্তব্রবীভত্র কিমিদং নাধিগম্যতে ।

কো বায়ং যস্তুয়াখ্যাতো মধুরিত্যেব চোচ্যতে ॥ ২১ ॥

ততো বিভীষণঃ ক্রুদ্ধো ভ্রাতরং বাক্যমব্রবীৎ ।

শ্রয়তামশু পাপশু কৰ্ম্মণঃ ফলমাগতম্ ॥ ২২ ॥

যোহসৌ মাতামহোহস্মাকং বুদ্ধো বৈ রজনীচরঃ ।

মাল্যবান্ নাম বিখ্যাতো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা শুমালিনঃ ॥ ২৩ ॥

তাতে জ্যেষ্ঠো জনন্তা হি যোহসাবস্মাকমার্য্যকঃ ।

তশ্চ কুন্তীনসী নাম দুহিতুর্দুহিতাহভবৎ ॥ ২৪ ॥

২১। লো-টী। সা মম ভগিনীতি ময়া নাধিগম্যতে ন জ্ঞায়তে ।

২২। লো-টী। অশু পাপশু স্বংকৃতপরস্বীধৰ্ণরূপশ্চ ।

২৪। লো-টী। আর্য্যকঃ পুণ্যো মাতামহঃ, তশ্চ দুহিতুঃ সুবেলায়া দুহিতা কুন্তীনসী ।

পরের পরাভবের ঠায় আমরা নিজেরাও পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥

হে রাজন্, আপনি এই সকল পরকীয়া সুন্দরী রমণীদিগকে বলাৎকার পূর্বক আনিয়াছেন, কিন্তু বর্তমানে আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া ‘মধু’রাক্ষস আক্রমণপূর্বক কুন্তীনসীকে হরণ করিয়াছে ॥ ২০ ॥

তদুত্তরে রাবণ বলিল, ইহা কি [বলিতেছ] বুঝিতে পারিতেছি না ।
তুমি যাহাকে ‘মধু’ বলিলে, সেই ব্যক্তিই বা কে ? ॥ ২১ ॥

তখন বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাকে বলিলেন, শুমন, আপনার এই পাপ-কার্য্যের ফল ফলিয়াছে ॥ ২২ ॥

শুমালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাল্যবান্ নামে বিখ্যাত আমাদের মাতামহ সেই যে বৃদ্ধ

১। হ ‘বখা হি’। ২। হ ‘-দ্বাক্য’। ৩। হ ‘দাব’। ৪। হ ‘রাবণ’। ৫। হ ‘জ্যেষ্ঠভ্রাতা’।

৬। হ ‘বাহসামস্মাক-(৭)’।



ମାତୁଃସା ହି ସାନ୍ଧାକଂ ଜାତା ପୁମ୍ପୋଂକଟା ଯତଃ ।

ଭ୍ରାତୃଣାଂ ଧର୍ମତୋହନ୍ଧାକଂ ସା ଶୁଭା ଭବତି ସ୍ବସା ॥ ୨୫ ॥

ସା ହତା ମଧୁନା ରାଜମହରେଣ ଛୁରାନ୍ନନା ।

ଯଜ୍ଞପ୍ରବୃତ୍ତେ ତୈ ପୁତ୍ରେ ମୟି ଚାନ୍ତର୍ଜ୍ଜ୍ଵଳୋଷିତେ ॥ ୨୬ ॥

ନିହତ୍ୟ ରାକ୍ଷସଶ୍ରେଷ୍ଠାନମାତ୍ୟାନ୍ ବଲ୍ଲଭାଂସ୍ତବ ।

ଧର୍ଷୟିତ୍ବା ହତା ରାଜନ୍ ଶୁଣ୍ଠାପ୍ୟନ୍ତଃପୁରେ ତବ ॥ ୨୭ ॥

ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ୟୋତମ୍ଭୟା କ୍ଳାନ୍ତଃ ପୂର୍ବମେବ ହତୋ ନ ସଃ ।

ୟନ୍ମାଦବଶ୍ୟଂ ଦାତବ୍ୟା କନ୍ଥାନ୍ତନ୍ତ୍ରୈ ସ୍ବବନ୍ଧୁଭିଃ ॥ ୨୮ ॥

୨୫ । ଲୋ-ଟା । ସା ସୁବେଳା । ଯତଃ ଯନ୍ତାଃ ସୁବେଳାଃ ପୁମ୍ପୋଂକଟା ଜାତା ।

୨୬ । ଲୋ-ଟା । ଡ଼ପୋହର୍ମ୍ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଜ୍ଵଳୋଷିତେ ମୟି ।

୨୭ । ଲୋ-ଟା । ଶୁଣ୍ଠାପି, ଅନ୍ତଃପୁରମ୍ ତଂହମ୍ ଜନଂ ଧର୍ଷୟିତ୍ବା ରୋଦୟିତ୍ବା ।

ରାକ୍ଷସ, ଯିନି ମାତାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠତାତ ବଳିଆ ଆମାଦେର ପୂଜନୀୟ ମାତାମହ, କୁଣ୍ଡିନସୀ ତାହାର କନ୍ଧାର (ସୁବେଳାର) କନ୍ଧା (ଦୌହିତ୍ରୀ) ଛିଳ ॥ ୨୫-୨୮ ॥

ଆମାଦେର ସେହି ମାତୃସାର (ସୁବେଳାର) ଗର୍ଭେହି ପୁମ୍ପୋଂକଟା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛାନ୍ତି । ସେହି କଲ୍ୟାଣୀୟା କୁଣ୍ଡିନସୀ ଧର୍ମତଃ ଆମାଦେର ଭ୍ରାତୃବର୍ଗେର ଭଗିନୀ ॥ ୨୬ ॥

ରାଜନ୍, ଆପନାର ପୁତ୍ର ଯଜ୍ଞକାର୍ଯ୍ୟେ ନିରତ ହିଲେ ଏବଂ ଆମି [ତପସ୍ଥାପ] ଜଳମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଛୁରାନ୍ନା 'ମଧୁ'ରାକ୍ଷସ ସେହି କୁଣ୍ଡିନସୀକେ ହରଣ କରିଛାନ୍ତି ॥ ୨୭ ॥

ମହାରାଜ, ଆପନାର ଅନ୍ତଃପୁରେ ରକ୍ଷିତା ହିଲେଓ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାକ୍ଷସଦିଗକେ ବଧ କରିଛା ଏବଂ ଆପନାର ପ୍ରିୟ ଅମାତ୍ୟଦିଗକେ ପରାଭୂତ କରିଛା [ମଧୁ] ତାହାକେ ହରଣ କରିଛା ॥ ୨୭ ॥

ଇହା ଶୁନିଆଓ ଆମି ତାହାକେ କ୍ଷମା କରିଛାହି, ପୂର୍ବେହି ବଧ କରି ନାହି ; କାରଣ, ଅବିବାହିତା କୁମାରୀକେ ତାହାର ବନ୍ଧୁଗଣେର ଅବଶ୍ୟାହି ଅନ୍ତେର ନିକଟ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିତେ ହିବେ ॥ ୨୮ ॥

তদেতৎ কৰ্ম্মণস্তস্য পাপস্য ফলমাগতম্ ।
 অগ্নিয়েব তু সংপ্রাপ্তং লোকে বিদিতমস্ত তে ॥ ২৯ ॥
 ততোহত্রবীদশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ ।
 কল্লাতাং মে রথঃ শীত্রং শূরাঃ সঙ্জীভবস্ত নঃ ॥ ৩০ ॥
 ইন্দ্রজিৎ কুম্ভকর্ণশ্চ যে চ মুখ্যা নিশাচরাঃ ।
 নানাগ্রহরণাঃ সৰ্বে বাহনেষধিরোহত ॥ ৩১ ॥
 অথ তং সমরে হত্বা মধুং রাবণনির্ভয়ম্ ।
 ইন্দ্রলোকং গমিষ্যামি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী স্তম্ভতঃ ॥ ৩২ ॥
 ততো নির্জিত্য ত্রিদিবং বশং কৃত্বা পুরন্দরম্ ।
 নির্বতো বিচরিষ্যামি ত্রৈলোক্যৈশ্বর্যাদপিভঃ ॥ ৩৩ ॥

২৯। লো-টা। তস্য পরজীহরণস্ত, আগতম্ উপস্থিতম্, তদপি অগ্নিয়েব লোকে ইহৈব দেহে সম্প্রাপ্তমিতি তে তব বিদিতং জ্ঞাতমস্ত ।

সেই [পরজীহরণরূপ] পাপকার্যের এই [ভগিনীহরণরূপ] ফল ইহ-লোকেই প্রাপ্ত হইলেন, ইহা আপনি অবগত হউন ॥ ২৯ ॥

পরে দশানন ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, শীত্র আমার রথ সুসজ্জিত কর এবং বীরগণও সজ্জিত হউক ॥ ৩০ ॥

ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ এবং অপরাপর প্রধান রাক্ষসগণ, তোমরা সকলেই নানাবিধ অস্ত্র গ্রহণপূর্বক বাহনে আরোহণ কর ॥ ৩১ ॥

অথ রাবণের নিকট নির্ভীক মধুকে যুদ্ধে বধ করিয়া বহুগুণে পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধাভিলাষে ইন্দ্রলোকে গমন করিব ॥ ৩২ ॥

পরে স্বর্গ জয় করিয়া দেবরাজকে বশে আনয়ন করত ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যে মত্ত হইয়া স্তখে বিচরণ করিতে থাকিব ॥ ৩৩ ॥

১। হ 'তমেব'। ২। অতঃ পরং হ 'বিতীৰ্ণবচঃ শ্রবণা রাক্ষসস্ত্রঃ প্রতাপবান্'। দৌরাত্ম্যবাহুবোদ্ধ তদন্তকম্প ইব সাগরঃ।' ইত্যধিকম্। ৩। হ 'বিজিত্য ত্রি-'।

অকৌহিনীসহস্রাণি তত্র চত্বারি রাক্ষসাম্ ।
 নানামুখানাং হৃদ্যানাং প্রযযুর্দ্ধকাজ্জিগাম্ ॥ ৩৪ ॥
 মেঘনাদস্ত সেনাথে সৈনিকঃ প্রযযৌ তদা ।
 রাবণঃ পৃষ্ঠতো বীরঃ কুম্ভকর্ণশ্চ রাক্ষসঃ ॥ ৩৫ ॥
 বিভীষণস্ত ধর্ম্মাত্মা লঙ্কায়ান্ ধর্ম্মমাচরৎ ।
 শেযাঃ সর্ব্বৈ মহাবেগা যযুর্মধুবনং প্রতি ॥ ৩৬ ॥
 রথৈর্নান্যৈর্গইয়ৈরুট্টৈঃ খরৈশ্চৈব মহারথৈঃ ।
 রাক্ষসাঃ প্রযযুঃ সর্ব্বৈ কৃত্বাকাশং নিরন্তরম্ ॥ ৩৭ ॥
 দৈত্যশ্চ বহুবস্ত্রা কৃতবৈরাঃ স্তরৈঃ সহ ।
 রাবণং বীক্ষ্য গচ্ছন্তং তে চাপ্যনুসমীযিরে ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টা। সৈনিকঃ সেনারক্ষঃ সেনাপতিরিত্যি যাবৎ। 'সৈনিকঃ সৈন্তরকে স্তাৎ সেনায়াং সমবেতকে' ইতি কোষঃ।

৩৭। লো-টা। নিরন্তরং নিশ্চিহ্নম্।

নানাবিধ অস্ত্রধারী আনন্দিত যুদ্ধাভিলাষী চারি সহস্র অকৌহিনী রাক্ষস প্রস্থান করিল ॥ ৩৪ ॥

তখন মেঘনাদ সেনাপতি হইয়া সৈন্তগণের অগ্রে গমন করিল এবং বীর রাবণ ও রাক্ষস কুম্ভকর্ণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ॥ ৩৫ ॥

কিন্তু ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ লঙ্কায় থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন, মহাবেগ-শালী অবশিষ্ট রাক্ষসগণ মধুবনের প্রতি যাত্রা করিল ॥ ৩৬ ॥

রাক্ষসগণ রথ, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, এবং গর্দভবাহিত মহারথে আরোহণ করিয়া গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করত প্রস্থান করিল ॥ ৩৭ ॥

দেবতাদিগের চিরশত্রু বহু দৈত্য রাবণকে গমন করিতে দেখিয়া তাহার

১। হ 'রাক্ষসাঃ'। ২। হ 'যুধাঃ একষ্টাশ্চ'। ৩। হ '-পঃ'। ৪। হ 'মধ্যতঃ'। ৫। হ '-শ্চ'। লঙ্কায়ান্ ধর্ম্মাত্মা সংস্থিতো হি সঃ'। ৬। হ 'তে তু'। ৭। হ 'গতা মধুপুরং প্রতি'। ৮। হ 'মহোহরৈঃ'। ৯। হ 'বিধা-'।

স তু গহ্বা মধুপুরং প্রবিষ্টা চ দশাননঃ ।

নাপশ্যৎ তং মধুং তত্র ভগিনীমিব চৈক্ষত ॥ ৩৯ ॥

সাঁ চ প্রহ্লাঞ্জলিভূঁহা শিরসা পাদয়োর্গতা ।

তস্ত রাক্ষসরাজস্ত ত্রস্তা কুন্তীনসী তদা ॥ ৪০ ॥

তাং সমুত্থাপয়মাস ন ভেতব্যমিতি ব্রুবন্ ।

রাবণো রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ কিঞ্চ বৈ তে করোম্যহম্ ॥ ৪১ ॥

সাত্রবীদু যদি মে রাজন্ প্রসন্নস্ত্বং দশানন ।

ভর্তারং ন মমেহাণ্ড হস্তমর্হসি মানদ ॥ ৪২ ॥

সত্যবাগ্ ভব রাজেন্দ্রে যাচমানামবেক্ষ মাম্ ।

হ্রয়োক্তান্মি মহাবাহো ন ভেতব্যমিতি প্রভো ॥ ৪৩ ॥

৪০। লো-ট। প্রহ্লা কিঞ্চিদানতশিরাঃ প্রাঞ্জলিঃ কৃতাজলিভূঁহা। 'প্রহ্লাঞ্জলিঃ বহু'তি বা পাঠঃ।

৪২। লো-ট। ভর্তারং হস্তং নার্ষসীতি বক্তব্যে 'ইহ অণ্ডে'তুক্তিঃ সন্নাংসে।

৪৩। লো-ট। স্বয়ং স্বয়মেব, ন তু পরমুখেন।

অজস্ররূপে করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

রাবণ মধুপুরে গমনপূর্বক তথায় প্রবেশ করিয়া সেই মধুকে দেখিতে পাইল না, কেবল ভগিনী কুন্তীনসীকেই দেখিতে পাইল ॥ ৩৯ ॥

তখন সেই কুন্তীনসী ভয়ে কৃতাজলি হইয়া অবনত মস্তকে ত্রাতা রাক্ষসরাজের পদতলে মস্তক পাতিত করিয়া রাখিল ॥ ৪০ ॥

'ভয় নাই, তোমার কি [প্রিয়কার্য্য] করিব, [বল]' এই বলিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ সেই কুন্তীনসীকে উঠাইলেন ॥ ৪১ ॥

সেই কুন্তীনসী রাবণকে বলিল, এখনই এইস্থানে আমার মানরক্ষক মহারাজ দশানন, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার পতিকে বধ করিবেন না ॥ ৪২ ॥

হে রাজেন্দ্রে, আপনি প্রার্থনাকারিণী আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

১। হ 'সাঁ প্রহ্লা প্রাঞ্জলি'। ২। হ 'তে করবাণ্যহম্'। ৩। হ 'স্বয়ম্'।

রাবণেহখাত্রবীকৃষ্টঃ স্বসারমভিতঃ স্থিতাম্ ।

ক তে ভর্তা গতো ভদ্রে তস্মৈ শীত্রং নিবেদয় ॥ ৪৪ ॥

তেন সার্কিং প্রযাত্যামি সুরাণাং বিজয়ায় বৈ ।

তব কারুণ্য-সৌহার্দ্যমিবৃত্তোহস্মি মধোবর্ষণাৎ ॥ ৪৫ ॥

শয়নে তং প্রাপ্তুং তু সমুত্থাপ্য তদাসুরম্ ।

অত্রবীৎ সংগ্রহকী সা রাক্ষসী সুবিচক্ষণা ॥ ৪৬ ॥

এষ প্রাপ্তো দশগ্রীবো ভ্রাতা মম নিশাচরঃ ।

দেবলোকজয়াকাজ্জী সহায়ং ত্বাং বৃণোতি হি ॥ ৪৭ ॥

তদস্তু ত্বং সহায়ার্থং রক্ষঃসম্বন্ধিনো ব্রজ ।

স্নিগ্ধস্তু ভজমানস্তু যুক্তমর্থায় কল্পিতুম্ ॥ ৪৮ ॥

৪৪। লো-টী। অভিতঃ সম্মুখে অস্তিকে বা। ‘অভিতঃ শীত্র-সাকল্য-সংযুথোত্তর্যতো-হস্তিকে’ ইতি কোষঃ। নিবেদয় বিজ্ঞাপয় দর্শয়েতি বা।

৪৫। লো-টী। বিজয়ায় বিজেতুং সুরমিত্যর্থঃ। কারুণ্যাৎ কৃপাতঃ, সৌহার্দ্যাৎ ভগিনী-স্নেহাৎ।

৪৮। লো-টী। তস্তু তব রক্ষঃসম্বন্ধিনঃ রাক্ষসস্ত শ্রীলস্ত অর্থায় প্রয়োজনায় কল্পিতুং কর্তুং যুক্তমুচিতম্।

সত্যবাদী হউন। হে মহাবাহো, হে প্রভো! আপনি আমাকে ‘ভয় নাই’ [এই কথা] বলিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর রাবণ শ্রীত হইয়া সমীপবর্তিনী ভগিনীকে বলিল, ভদ্রে, তোমার স্বামী কোথায় আছে তাহা আমাকে শীত্র বল ॥ ৪৪ ॥

আমি তাহার সহিত দেবতাদিগকে জয় করিতে যাইব। তোমার প্রতি কৃপা এবং সৌহার্দ্যবশতঃ ‘মধু’র বধসাধনে নিবৃত্ত হইলাম (অর্থাৎ মধুকে বধ করিলাম) ॥ ৪৫ ॥

তখন সেই সুচতুরা রাক্ষসী শয্যায় নিদ্রিত মধু-রাক্ষসকে উঠাইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিল— ॥ ৪৬ ॥

এই আমার ভ্রাতা রাক্ষস রাবণ আসিয়াছেন। তিনি দেবলোকের জয়ভিলাষী হইয়া তোমাকে সহায়রূপে বরণ করিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

অতএব তুমি এই রাক্ষস শ্রীলকের সাহায্যার্থ গমন কর। স্নেহপরায়ণ

১। হ ‘গব্রবীধাক্য ভক্তঃ কৃত্তীনসীং বলী’। ২। হ ‘ভক্তঃ শয়নং শয়নে’। ৩। হ ‘তস্তু ত্বং তু’।

তশ্চাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা তথৈত্যাং স তাং মধুঃ ।

দদর্শ রাক্ষসশ্রেষ্ঠং যথাশ্রায়মুপেত্য সঃ ।

পূজয়ামাস ধর্ম্মেণ রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ৪৯ ॥

প্রাপ্য পূজাং দশগ্রীবো মধুবেশ্মনি বীর্য্যবান্ ।

উষিষ্টৈকাং নিশাং তত্র গমনায়োপচক্রমে ॥ ৫০ ॥

ততঃ কৈলাসমাগত শৈলং বৈশ্রবণালয়ম্ ।

রাক্ষসেন্দ্রো মহেন্দ্রাভঃ সসৈন্ত্যং সমুপাविशत् ॥ ৫১ ॥

ইত্যার্ষে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মধুপুরগমনং নাম
ত্ৰয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

৪৯। লো-টী। ধর্ম্মেণ আতিথ্যধর্ম্মেণ।

মধুপুরগমনম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুরক্ত ব্যক্তির (অর্থাৎ স্নেহবশতঃ তোমার প্রতি জামাতৃভাব পোষণকারীর)
উপকার করা উচিত ॥ ৪৮ ॥

সেই মধু তাহার (স্ত্রীর) সেই কথা শুনিয়া ‘তাহাই করিব’ এইরূপ তাহাকে
বলিল। অবশেষে সেই মধুদৈত্য যথারীতি সমীপে যাইয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে
দেখিয়া আতিথ্য ধর্ম্মানুসারে তাহার সৎকার করিল ॥ ৪৯ ॥

বীর্য্যবান্ দশানন ‘মধু’র গৃহে সম্মান লাভ করিয়া তথায় এক রাত্রি বাস
করিয়া গমন করিতে উত্তত হইল ॥ ৫০ ॥

পরে মহেন্দ্রতুল্য রাক্ষসেন্দ্র রাবণ বৈশ্রবণের বাসভূমি কৈলাসপর্ব্বতে
উপস্থিত হইয়া সৈন্তগণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বান্দীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মধুপুরগমন-নামক
৩৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

১। হ ‘দৃষ্ট’। ৮ রাবণং তত্র সমেতা ৮ বখাবিধি’। ২। হ ‘রাক্ষসপর্ব্বতম্’। ৩। হ ‘প্রাপ্যৈব তু’। ৪। হ
‘মখোন্ত গৃহমুত্তমম্’। ৫। হ ‘তত্র চৈকাং নিশামুত’।

(৩৪) চতুষ্টিংশঃ সর্গঃ

স তু তত্র দশগ্রীবঃ সহ সৈন্যেন বীৰ্য্যবান্ ।

অস্তং প্রাপ্তে দিনকরে নিবাসং সমরোচয়ৎ ॥ ১ ॥

উদিত্তে বিমলে চন্দ্রে সবিতুস্তল্যবর্চসি ।

প্রাপ্তে চ মহাসৈন্যে নানাপ্রহরণায়ুধে ॥ ২ ॥

রাবণঃ স্তমহাবীৰ্য্যো নিষল্লঃ শৈলমূৰ্দ্ধনি ।

অপশ্যচ্চ বহুন্ ভাবান্ প্রদোষে বিমলে গিরৌ ॥ ৩ ॥

কর্ণিকারবনৈর্দ্বৈব্যৈঃ কদম্বগহনৈস্তথা ।

পদ্মিনীভিঃ সরিস্তিষ্ঠ মন্দাকিন্যাদিভিষু^১তে ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। অস্তম্ অস্তাচলম্ ।

২। লো-টা। সবিতুরিত্যেনে ন পৌর্ণমাসীদিনং সূচ্যতে ।

৩। লো-টা। [নন্দনং হর্ষজনকং বনমিতি শেষঃ ।] প্রদোষবিমলে প্রদোষঃ পূর্ণিমোপ-
লক্ষিতঃ কালস্তেন ।

৪। লো-টা। বনং বিশিনষ্টি—কণীতি । কদম্বগহনৈঃ নিবিড়কদম্বৈঃ, পদ্মিনীভিঃ
প্রশস্তপদ্মাভিঃ ।

সূর্য্য অস্তগমন করিলে সেই বীৰ্য্যশালী রাবণ সেনাগণের সহিত তথায়
বাস করিবার অভিলাষ করিল ॥ ১ ॥

পরে সূর্য্যতুল্য কিরণসম্পন্ন নির্মল চন্দ্র উদিত হইলে এবং নানাবিধ প্রহরণ-
ধারী আয়ুধসম্বিত সৈন্যসমূহ নিদ্রিত হইলে মহাবীৰ্য্যশালী রাবণ পর্বতশিখরে
উপবিষ্ট হইয়া রাজ্যিকালে নির্মল পর্বতে বহু পদার্থ দেখিতে লাগিল ॥ ২-৩ ॥

রমণীয় কর্ণিকারবন, নিবিড় কদম্ববৃক্ষ এবং পদ্মবনশোভিত মন্দাকিনী

১। হ 'বিত্তে'। ২। হ 'পশু মহা-'। ৩। হ 'স্তং স চ তত্রঃ'। ৪। হ '-বি-'। ৫। হ
'-বনং দিব্যং' ৬। হ 'নত্থা'। ৭। হ 'বৃত্ত'।

প্রবৰো চ স্তথো বায়ুঃ পুষ্পগন্ধবহঃ শুচিঃ ।

তস্মিন্ গিরিবরে রম্যে চন্দ্রপাদোপশোভিতে ॥ ৫ ॥

ঘণ্টানামিব সন্মাদঃ শুশ্রুবে মধুরস্বনঃ ।

গায়ন্তীনাং নৃত্যন্তীনাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং প্রভো ॥ ৬ ॥

বরষুঃ পুষ্পবর্ষাগি নাগাঃ পবনঘূর্ণিতাঃ ।

বাসয়ন্তোহথ শৈলং তং মধুমাধবগন্ধিনঃ ॥ ৭ ॥

স তু পুষ্পসমৃদ্ধ্যা চ শিশিরস্থানিলস্ত চ ।

প্রবৃত্তায়াং রজন্তাং তু চন্দ্রশোদয়নং প্রতি ॥ ৮ ॥

রাবণঃ স্তমহাবীৰ্য্যঃ কানমোহবশং গতঃ ।

বিনিশ্চস্ত বিনিশ্চস্ত চন্দ্রং মুহুরদৈক্ষত ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। চন্দ্রপাদাশ্চন্দ্ররশ্ময়ঃ ।

[৬। লো-টী।] গায়তাং গায়ন্তীনাম্ উপ অধিকং নৃত্যং বাসাং তাসাম্ ।

৭। লো-টী। মধুমাধবগন্ধিনঃ চৈত্রবৈশাখসম্বন্ধিন ইব সম্বন্ধিনঃ। ‘গন্ধো গন্ধক
আমোদে লেশে সম্বন্ধগর্কয়ো’রিত্তি ভূরি। যথা, মধুমাধবীয়াণাং পুষ্পিতবৃক্ষাণাং গন্ধা ইব গন্ধা
যেষু তে। ‘মধুমাধবমাসনিমিত্তকগন্ধবস্ত’ ইতি সর্বজ্ঞঃ ।

৮। লো-টী। শিশিরস্ত শীতলস্ত ।

প্রভৃতি নদীবিশিষ্ট চন্দ্রকিরণশোভিত মনোরম সেই শ্রেষ্ঠ কৈলাসপর্বতে পুষ্পগন্ধ-
বাহী পবিত্র সুখকর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৪-৫ ॥

হে প্রভো, তথায় নৃত্যগীতপরায়ণা গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরাগণের মধুর স্বর ঘণ্টা-
ধ্বনির শ্রায় শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত বসন্তকালীন বৃক্ষসমূহ সেই কৈলাস পর্বতকে সুরভিত
করিয়া পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

[ক্রমশঃ] রাত্রি হইলে পুষ্পের সমৃদ্ধি, শীতল বায়ুর প্রবাহ এবং চন্দ্রের

১। হ ‘সংবাদঃ’। ২। হ ‘গায়তামৃগনৃত্তানাং’। ৩। হ ‘বরষুঃ’। ৪। হ ‘-নদীব তং শৈলং’।

৫। হ ‘ভেদাঃ’।

এতস্মিন্মন্তরে রাম দিব্যমালাভুলেপনা ।

সর্বাপ্সরোবরা রম্ভা গচ্ছন্তী তেন লক্ষিতা ॥ ১০ ॥

কৃতৈর্বিশেষকৈর্গাঐঃ সর্বর্ভুক্ষুমোজ্জ্বলৈঃ ।

বিভ্রতী কাস্তিমজ্জপং কাস্তা কাস্তিমতীঃ শ্রিয়ম্ ।

নীলতোয়দবর্ণেন সা পটেনাবগুষ্ঠিতা ॥ ১১ ॥

বক্সমস্তাঃ শশিপ্রখ্যং ভ্রবৌ চাপনিভে শুভে ।

উরু করিকরাকরৌ করৌ পল্লবকোমলৌ ।

গাত্রং চাম্বীকরপ্রখ্যং শ্রোণী পুলিনবিস্তৃতা ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। হে রাম, লক্ষিতা দৃষ্টা।

১১। লো-টী। বিশেষকৈক্সিমলৈকঃ কৃতৈর্বৈগৈঃ [বৈশৈঃ?] কাস্তিমজ্জপং বিভ্রতী। বিশেষকৈকঃ কৌদৃশৈঃ? সর্বর্ভুক্ষুমোজ্জ্বলৈঃ। 'বিশেষকোহস্তী তিলকে বিশেষায়িতরি ত্রিধি'তি কোষঃ। যথা, বিশেষকৈকঃ বিশেষায়িত্তিভিঃ, বেশবিশেষকর্ভুভিঃ ভনৈঃ কৃতৈর্বৈশৈস্তৈঃ সর্বর্ভুক্ষুমোজ্জ্বলৈঃ। 'বিশেষকৈর্গাঐ'রিতি পাঠে কৃতৈর্বিশেষকৈকঃ গাঐত্রজাবয়বৈশ্চ সর্বর্ভুক্ষুমোজ্জ্বলৈ-বিশিষ্টাম্। 'আঐ'রিতি পাঠে বিশেষকবিশেষণম্। পুনঃ কৌদৃশী? কাস্তিং চক্ষুস্ত দ্ব্যতিং প্রভাং স্ব্যস্ত শ্রিয়মলঙ্কারস্ত চ প্রভাম্ অতি অতিক্রম্য কাস্তিমজ্জপং বিভ্রতী। 'কাস্তিদ্ব্যতি'মিতি পাঠে কাস্তিবৃক্তা দ্ব্যতিভ্যাং কাস্তিং দ্ব্যতিক্ষেত্যাৰ্থঃ। অবগুষ্ঠিতা বেষ্টিতা।

[১২। লো-টী।] লতোপমং লতামিব ক্ষীণম্। 'চাপতলোপম'মিতি পাঠে চাপস্ত কান্দুকস্ত তলং মধ্যং তদুপমমিতি সর্কজঃ। বিপুলা বিস্তৃতা চ।

উদয়ে সেই মহাবীৰ্য্যশালী রাবণ কামের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ছাড়িয়া
বারংবার চক্ষুকে দেখিতে লাগিল ॥ ৮-৯ ॥

হে রাম, এই সময়ে রাবণ দেখিতে পাইল, মনোহর মালাধারিণী এবং দিব্য
অভুলেপনে অভুলিপ্তা অঙ্গরঃপ্রধানা রম্ভা সমস্ত ঋতুর পুষ্প এবং হরিচন্দনরচিত
তিলকাদি চিত্রদ্বারা শোভিত শরীরে সমুজ্জ্বল রূপ-লাবণ্য ধারণ করিয়া নীলবর্ণ
বসনে অবগুষ্ঠিতা হইয়া [অভিসারে] যাইতেছে ॥ ১০-১১ ॥

তাহার বদন চক্ষুতুল্য সুন্দর, ক্রয়ুগল ধনুর আয় আয়ত, উরুদ্বয় হস্তিশৃণ্ডের

১। হ 'রাঐঃ'। ২। হ 'কাস্তিদ্ব্যতিসমাজিরম্'। ৩। হ 'বক্সং বস্তাঃ'। ৪। হ 'মধ্যং চাপি
লতোপমম্'। ৫। হ ইত্যং পাদটীকং নাস্তি।

পাদাবপ্যরবিন্দাভাবঙ্গুলী শুভলক্ষণা ।

রুতে বীণা গতো হংসী কুন্দপুষ্পনিভা দ্বিজাঃ ॥ ১৩ ॥

ঐদৃশামপ্যুত্তমজ্ঞীণাং স্বর্গেহপি বরবর্ণিনী ।

বভাসে ত্রির্দ্বিতীয়া সা কৃত্য ত্রিবিধ রূপিণী ।

সৈশ্চামধ্যেন সা রম্ভা শীত্ৰং গজ্জৈব গচ্ছতী ॥ ১৪ ॥

তাং সমুখায় লঙ্কেশঃ কামবাণবলাদ্বিতঃ ।

করে গৃহীত্বা সত্রীড়াং বদনং বাক্য্য সৌহত্রবাৎ ॥ ১৫ ॥

ক গচ্ছসি বরারোহে কাং সিদ্ধিং ভজসে স্বয়ম্ ।

কস্ত্যভ্যুদয়কালোহু যন্ত্যং সমুপভোক্ত্যতে ॥ ১৬ ॥

১৩। লো-টী। রুতে বীণা ইব, গতো হংসীব।

১৪। লো-টী। স্বর্গে চ স্বর্গেহপি বরবর্ণিনী স্ত্রীরত্নং সা রম্ভা দ্বিতীয়া ত্রীঃ, যতঃ রূপিণী ত্রিবিধ বভাসে প্রকাশতে।

১৬। লো-টী। অভ্যুদয়কালঃ আনন্দকালঃ।

শ্রায়, করযুগল পল্লবের শ্রায় কোমল, গাত্র সুবর্ণসদৃশ (উজ্জ্বল), নিতম্বদেশ পুলিনের শ্রায় বিশাল, পদযুগল পদ্মের শ্রায় (মনোহর), অঙ্গুলীসকল সুলক্ষণাক্রান্ত, কণ্ঠস্বর বীণার শ্রায় (মধুর), গমন হংসীর শ্রায় এবং দন্তরাশি কুন্দপুষ্পের শ্রায় সুন্দর ॥ ১২-১৩ ॥

স্বর্গেও এতাদৃশ সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ রমণীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা মূর্তিমতী দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর শ্রায় সেই রম্ভা দ্রুতগামিনী গজার শ্রায় সৈশ্চামধ্যে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

কামবাণে পীড়িত লঙ্কেশ্বর রাবণ উত্তিত হইয়া লজ্জিতা সেই রম্ভার হস্ত ধারণপূর্বক মুখের দিকে তা কাইয়া বলিতে লাগিল— ॥ ১৫ ॥

সুন্দরি, তুমি কোথায় যাইতেছ এবং স্বয়ং কাহার বাসনা চরিতার্থ করিতে উত্তত হইয়াছ? আজ কাহার অভ্যুদয়কাল উপস্থিত যে তোমার সহিত রত্নসম্ভোগ করিবে ॥ ১৬ ॥

মদ্বিশিষ্টতরঃ কোহন্য ইন্দ্রো বিষ্ণুরথাশ্বিনো ।

গচ্ছসি ত্বমতিক্রম্য যশ্মাং তন্তে ন শোভনম্ ॥ ১৭ ॥

বিশ্রাম ত্বং বরারোহে শিলাতলমিদং শুভম্ ।

ত্রিষু লোকেষু ন হস্তি যো মে তুল্যঃ পরাক্রমে ॥ ১৮ ॥

তদেষ প্রাঞ্জলিঃ প্রহো যাচতে ত্বাং দশাননঃ ।

যঃ প্রভুঃ সংবিভক্তা চ ত্রৈলোক্যস্য ভজস্য মাম্ ॥ ১৯ ॥

এবমুক্তা তু সা রস্তা বেপমানাব্রবীদ্বচঃ ।

স্মৃযাহং তব মা চৈবং ভাবিষ্ঠাস্থং হি মে গুরুঃ ॥ ২০ ॥

[লো-টী।] নিরন্তরো নিষিদ্ধো ।

১৭। লো-টী। সংবিভক্তা দানাদানকর্তা ।

২০। লো-টী। মা মাং মা ভাবিষ্ঠাঃ, গুরুঃ স্বগুরুঃ ।

আমা অপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তি অপর কে? ইন্দ্র, বিষ্ণু, না অশ্বিনীকুমার? তুমি যে আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছ, ইহা তোমার শোভা পায় না ॥ ১৭ ॥

হে সুন্দরি, এই সুন্দর শিলাতল, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর; ত্রিভুবনে এতাদৃশ কেহ নাই, যিনি পরাক্রমে আমার সমকক্ষ ॥ ১৮ ॥

ত্রিভুবনের প্রভু এবং সম্যক্ বিভাগকারী এই দশানন বিনয় পূর্বক করষোড়ে তোমার নিকট 'আমাকে ভজনা কর' এই প্রার্থনা করিতেছে ॥ ১৯ ॥

এই রূপ বলিলে [তাহা শুনিয়া] সেই রস্তা কাঁপিতে কাঁপিতে এই কথা বলিল, আমি আপনার পুত্রবধু এবং আপনি আমার স্বগুরু, অতএব একরূপ বলিবেন না ॥ ২০ ॥

১। হ 'তব'। ২। হ 'মাং'। ৩। হ 'তুল্যপরাক্রমঃ'। ৪। ক 'ভবেব'। ৫। হ 'কৃতপ্রাঞ্জলিঃ'। অতঃ পরং হ 'অব্রবীৎ নার্সে রাজন্ বাচিভুং ত্বং গুরুহি মে' ইত্যধিকম্। ৬। হ 'রক্ষস্'। ৭। হ 'সত্যমেতৎ ব্রবীমাহম্'। অতঃ পরং 'অজ্ঞেভ্যোহিং বরা-রম্যা নার্সে বক্তৃনৌশব'। ইত্যধিকম্।

এবমুক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রত্যাচ শুভাননাম্ ।

কিং ত্বং স্ততশ্চ মে ভার্য্যা যেন মে ভবসি স্মৃষা ॥ ২১ ॥

বাচমিত্যেব তং রম্ভা প্রত্যাচ শুভাননা ।

ধন্মতন্তে স্ততশ্চাহং ভার্য্যা রাক্ষসপুঙ্গব ॥ ২২ ॥

পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রাণৈর্ভ্রাতুবৈর্বেশ্রবণশ্চ তে ।

খ্যাতো যজ্ঞিষু লোকেষু নলকুবর ইতু্যত ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মতো যো ভবেদ্বিপ্রঃ ক্রত্ৰিয়ো বীৰ্য্যতো ভবেৎ ।

ক্রোধেন যোহগ্নিনা তুলাঃ ক্রান্ত্যা চ বহুধোপমঃ ॥ ২৪ ॥

তশ্চান্মি কৃতসঙ্কেতা লোকপালস্ততশ্চ বৈ ।

তমেব চ সমুদ্दिষ্টা বিভূষণমিদং কৃতম্ ।

যথা তস্মাদ্বিনাশ্যত্র ভাবো মে ন প্রতিষ্ঠতে ॥ ২৫ ॥

২১। লো-টী। কিম্মশ্বোহত্র অবায়ঃ, কিং স্ততশ্চ ত্বং ভার্য্যা, যেন কারণেন ।

২২। লো-টী। স্ততশ্চ পুত্রশ্চাহং ভার্য্যাম্মিতি । বাচমিত্যেব স্বীকৃত্যেব ।

২৩। লো-টী। প্রাণৈঃ প্রাণেভ্যঃ । উত পাদপূরণে ।

২৫। লো-টী। যথা যেন প্রকারেণ, ভাবশ্চিন্তম্ ।

ইহা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ স্মৃখী রম্ভাকে বলিল, তুমি কি আমার পুত্রের ভার্য্যা, যে পুত্রবধু হইবে ? ॥ ২১ ॥

রম্ভা তাহাকে প্রত্যুত্তরে এইরূপ বলিল,—হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মানুসারে আমি আপনার পুত্রের ভার্য্যা ॥ ২২ ॥

আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম নলকুবর নামে ত্রিভুবন-বিখ্যাত যে পুত্র আছেন, যিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণতুল্য, পরাক্রমে ক্রত্ৰিয়তুল্য, ক্রোধে অগ্নিতুল্য এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য, লোকপালপুত্র সেই নলকুবরের আমার সহিত সঙ্কেত হইয়াছে (অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার স্থান ও সময় নিরূপিত হইয়াছে), এবং তাঁহারই উদ্দেশে এই বেশভূষা করিয়াছি, নলকুবর ভিন্ন অন্য কাহারও উপর আমার আশঙ্কি নাই ॥ ২৩-২৫ ॥

তেন সত্যেন মাং রাজন্ মোক্তুর্মহেশ্বরিন্দম ।

স সম্প্রতি হি ধর্মাত্মা মৎপ্রতীক্ষোহবতিষ্ঠতে ॥ ২৬ ॥

তন্ন বিদ্বং স্ততশ্চেহ কৰ্ত্তুর্মহসি মুঞ্চ মাং ।

সন্তিরাচরিতং মার্গং গচ্ছ রাক্ষসপুঞ্জব ॥ ২৭ ॥

ত্বং ময়া মাননীয়ো হি পালনীয়া ত্বয়াপ্যহম্ ।

এবম্প্রকারান্ স্তবহুন্ যাচমানাং তপস্বিনীম্ ॥ ২৮ ॥

নির্ভেদ্য বেপমানাং তাং প্রগৃহ্য চ বলাদ্বলী ।

কামমোহপরীতায়া মৈথুনাযোপচক্রমে ॥ ২৯ ॥

সা বিমুক্তা ততো রম্ভা ভ্রষ্টমাল্যবিভূষণা ।

গজেন্দ্রাক্রীড়মথিতা বাপীবাকুলতাং গতাম্ ॥ ৩০ ॥

২৮। লো-ট। তপস্বিনীং তাপবতীম্ ।

৩০। লো-ট। ততো রাবণাং । গজেন্দ্রশ্রাক্রীড়ন ক্রীড়েনেন মথিতা মদ্বিতা

হে অরিদমন, আপনি সেই সত্যরক্ষার জন্ত আমাকে ছাড়িয়া দিন, বর্তমানে সেই ধর্মাত্মা নলকুবর আমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

অতএব এক্ষণে পুত্রের বিদ্ব উৎপাদন করা উচিত নয়, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, সাধুদিগের অবলম্বিত পথ অনুসরণ করুন, আমাকে ছাড়িয়া দিন ॥ ২৭ ॥

আপনাকে আমার মাগ্ন্য করা উচিত এবং আমাকেও আপনার পালন করা উচিত । কামমোহাক্ত বলবান্ রাবণ এই প্রকার বহু প্রার্থনাকারিণী সেই কম্পিত-কলেবরা হতভাগিনী রম্ভাকে তিরস্কার করিয়া বলপূর্বক ধারণ করত রমণ করিতে উদ্যত হইল ॥ ২৮-২৯ ॥

পরে রম্ভা রাবণের নিকট হইতে যখন মুক্তি লাভ করিল, তখন তাহার মাল্য এবং অলঙ্কার ভ্রষ্ট হইয়াছিল, সে হস্তিরাজগণের ক্রীড়ায় বিমথিত

লুলিতালককেশান্তা করবেপিতপল্লবা ।

পবনেন বিধূতেব লতা কুম্মশোভিতা ॥ ৩১ ॥

লজ্জয়া বেপমানাথ রম্ভা কৃতকরাঞ্জলিঃ ।

পতিতা শিরসা গত্বা যত্র বৈশ্রবণাঙ্গজঃ ॥ ৩২ ॥

তদবস্থাং চ তাং দৃষ্ট্বা মহাত্মা নলকুবরঃ ।

অত্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে পাদয়োঃ পতিতাসি মে ॥ ৩৩ ॥

সা তু নিশ্বসত্য তত্র বেপমানা কৃতাজলিঃ ।

তস্মা সর্বং যথারম্ভমাখ্যাতুমুপচক্রেমে ॥ ৩৪ ॥

৩১। লো-টী। লুলিতা বিকীর্ণা অলকাঃ কেশাশ্চ যন্তাঃ সা, 'লুলিতালককেশান্তে'তি পাঠে কেশান্তাঃ কেশপ্রান্তভাগাঃ করবেপিতপল্লবা বেপিতপল্লবৌ কম্পিতচ্ছদাবিব করৌ যন্তাঃ সা ইতি বিশেষণস্ত পরনিপাতঃ ।

৩২। লো-টী। তদা রম্ভাং 'তদবস্থাং' বা পাঠঃ ।

দীর্ঘিকার ত্রায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার চূর্ণকুম্ভল ও কেশাগ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং করপল্লব কাঁপিতে থাকায় তাহাকে বায়ুসঞ্চালিতা পুষ্প-শোভিতা লতার ন্যায় দেখাইতেছিল ॥ ৩০-৩১ ॥

অনন্তর রম্ভা লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে যে স্থানে কুবেরুতনয় নলকুবর অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে গিয়া অবনত মস্তকে পতিত হইল ॥ ৩২ ॥

মহাত্মা নলকুবর তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, ভদ্রে, এ কি ! তুমি আমার পদতলে পড়িলে কেন ? ॥ ৩৩ ॥

তখন রম্ভা কাঁপিতে কাঁপিতে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৃতাজলি হইয়া তাঁহার নিকটে যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমস্ত বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৪ ॥

এষ এব দশগ্রীবঃ প্রাপ্তো গন্তুং ত্রিপিষ্টপম্ ।
 তেন সৈন্যসহায়েন নিশেয়ং পরিণাম্যতে ॥ ৩৫ ॥
 আয়াস্তৌ তেন দৃষ্টাস্মি ত্বৎসকাশমরিন্দম ।
 গৃহীত্বা চৈব পৃষ্ঠাহং কশ্চ ত্বমিতি রক্ষসা ॥ ৩৬ ॥
 ময়া তু সত্যং কথিতং পৃচ্ছতো রাবণশ্চ হি ।
 কামমোহাৎ তু তৎ সর্বং ন কৃতং তেন মে বচঃ ॥ ৩৭ ॥
 যাচ্যমানেন চ ময়া স্মৃষা তেহহমিতি প্রভো ।
 তৎ সর্বং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বলাৎ তেনাস্মি ধর্মিতা ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টা। হে দেব, যেন পথা ময়া গমাতে তং পন্থানম্ এষ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। তেন রাবণেন তত্র পরিণাম্যতে নিয়তে।

৩৬। লো-টা। পৃচ্ছতঃ স্থানে।

৩৮। লো-টা। তে তব স্মৃষা পুত্রবধূহমিতি ময়া যাচ্যমানেন উচ্যমানোহপি তেন রাবণেন মে মম বচো ন কৃতম্।

প্রভো, এইমাত্র আমি রাবণের সম্মুখে পতিত হইয়াছিলাম, তিনি স্বর্গে গমন করিবার জন্ত [পথিমধ্যে] সন্নিহিত এই রত্ন যাপন করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

হে শত্রুদমন, আপনার সমীপে আসিবার সময় সেই রাক্ষস রাবণ আমাকে দেখিয়া হস্তধারণপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার অভিসারে যাইতেছ ? ॥ ৩৬ ॥

রাবণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহার নিকট সত্য কথাই বলিলাম, তিনি কামজনিত মোহ বশতঃ আমার সেই সকল কথা গ্রাহ্য করিলেন না ॥ ৩৭ ॥

✓ 'হে প্রভো, আমি আপনার পুত্রবধূ' এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেও তিনি

১। হ 'দেব'। ২। হ 'ত্রিবি-'। ৩। ক 'নিশেয়ং পরিণাম্যতে'। ৪। হ 'পৃষ্ঠাহং'। ৫। হ 'কথিতং সত্যং'। ৬। হ 'হ'। ৭। হ 'যাচ্যমানোহপি চ'।

এবং হ্রমপরাধং মে ক্ষম্তমর্হসি স্মৃতত ।

নহি তুল্যং বলং সৌম্য স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষশ্চ চ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুত্বা তদ্বচনং ক্রুদ্ধস্তদা বৈশ্রবণাজ্জঃ ।

ধর্ষণং তাং পরাং শ্রুত্বা ধ্যানং সংপ্রবিবেশ হ ॥ ৪০ ॥

গুরোস্তৎ কশ্ম বিজ্ঞায় তদা বৈশ্রবণাজ্জঃ ।

মুহূর্তাৎ ক্রোধতাত্ৰাক্ষস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনি ॥ ৪১ ॥

গৃহীত্বা সলিলং দিব্যমুপস্পৃশ্য যথাবিধি ।

শাপমুৎসৃজতে তস্মৈ রাবণশ্চ ছুরাসদম্ ॥ ৪২ ॥

৩৯। লো-টী। হে দেব, তুভ্যং স্বস্তঃ স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষশ্চ চ নিরপরাধশ্চ বলমতিক্রমো নাস্তি ।

৪১। লো-টী। মুহূর্তাৎজ্ঞায় ।

৪২। লো-টী। উপস্পৃশ্য আচম্য, ছুরাসদং হ্রস্বজনীয়ম্ ।

সেই সকল অগ্রাহ করিয়া বলপূর্বক আমাকে ধর্ষণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

হে সৌম্য, হে স্মৃতত, আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন, স্ত্রীলোকের ও পুরুষের শক্তি সমান নহে ॥ ৩৯ ॥

তখন বৈশ্রবণপুত্র নলকুবর তাহার কথা শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই বলাৎকারের কথা শুনিয়া ধ্যানস্থ হইলেন ॥ ৪০ ॥

তখন বৈশ্রবণতনয় মুহূর্তমধ্যে গুরুর তাদৃশ কর্মের কথা অবগত হইয়া ক্রোধে আরক্তচক্ষুঃ হইয়া হস্তে জল গ্রহণ করিলেন ॥ ৪১ ॥

পবিত্র জল গ্রহণপূর্বক যথাবিধি আচমন করিয়া রাবণের উদ্দেশে হ্রস্বজনীয় অভিষাপ প্রদান করিলেন ॥ ৪২ ॥

১। হ 'জ্যৈষ্ঠকং ক্ষম্তমর্হসি'। ২। হ 'দেব'। ৩। হ 'অক্লিষ্ট'। ৪। হ 'শ্রোত'। ৫। হ 'শাপং তস্ত সদর্জাণ্ড রাক্ষসশ্চ হ্রদাক্ষণ'।

অকামা তেন যস্মাদ্বং বলান্দ্বে প্রধষিতা ।

তস্মাৎ স যুবতীঃ সৰ্বা নাকামা ধৰ্ষয়িষ্যতি ॥ ৪৩ ॥

যদা ত্বকামাং কামার্ভো ধৰ্ষয়িষ্যতি যোষিতম্ ।

তদাস্ত সপ্তধা মূৰ্দ্ধা স্ফুটিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

তস্মিন্ প্রযুক্তে শাপে তু জ্বলিতাগ্নিসমপ্রভে ।

দেবদুন্দুভয়ো নেহুঃ পুষ্পরষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মণা চ বিমুক্তোহত্র হাসস্তৃষ্ণাশ্চ দেবতাঃ ।

জ্ঞাত্বা লোকগতীঃ সৰ্ব্বাস্তস্মৈ মৃত্যুং চ রক্ষসঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৩। লো-টী। তেন রাবণেন ।

৪৫। লো-টী। জলনস্তায়েঃ অর্কস্ত স্বর্ধাস্ত চ সমা প্রভা যন্ত তস্মিন্ ।

৪৬। লো-টী। লোকগতীঃ লোকানাং পতিব্রতাজনানাং বলাৎকারেণ গতীঃ ধর্ষণাভাব-
প্রকারান্ মৃত্যুঞ্চ স্ত্রীনিবন্ধনম্ ।

হে ভদ্রে, তুমি অকামা হইলেও যেহেতু সেই রাবণকর্তৃক বলপূর্বক ধর্ষিতা হইয়াছ, সেইজন্য সেই রাবণ কোন অকামা যুবতীকে [আর ভবিষ্যতে] ধর্ষণ করিতে পারিবেন না ॥ ৪৩ ॥

যদি কখনও সেই রাবণ কামার্ভ হইয়া অকামা স্ত্রীকে ধর্ষণ করেন, তখনই উহার মস্তক সপ্তধা বিদৌর্ণ হইবে ॥ ৪৪ ॥

জলন্ত অগ্নির স্তায় প্রভাময় সেই শাপ প্রদত্ত হইলে দেবগণের দুন্দুভি বাজিতে লাগিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পরষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

ইহাতে পতিব্রতা স্ত্রীলোকদিগের [সতীত্বরক্ষার] উপায় এবং [বলাৎকার করিলে] সেই রাবণের মৃত্যু [হইবে, ইহা] অবগত হইয়া ব্রহ্মা হাস্ত করিলেন এবং দেবগণ সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৪৬ ॥

ভ্রাতৃ^১ চ স দশগ্রীবন্তং শাপং লোমহর্ষণম্ ।

নারীষু মৈথুনীভাবং নাকামাস্তভ্যবর্তয়ৎ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বিকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে নলকুবরশাপো নাম
চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

৪৭। লো-ট। অভ্যপত্তত প্রাবর্তত ।

নলকুবরশাপঃ ॥ ৩৪ ॥

দশানন সেই রোমাঞ্চকর শাপের বিষয় অবগত হইয়া অকামা রমণীদিগকে
[আর বলপূর্বক] সম্ভোগ করিত না ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বায়্বিক প্রণীত রামায়ণের আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে
নলকুবরশাপ নামক চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

(৩৫) পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

কৈলাসং লজ্জয়িত্বা তু সসৈন্যবলবাহনঃ ।

আসসাদ মহাতেজা ইন্দ্রলোকং দশাননঃ ॥ ১ ॥

তস্য রাক্ষসসৈন্যস্য সমস্তাদুপযাস্ততঃ ।

দেবলোকে বভৌ শকো ভিগ্ধমানার্গবোপমঃ ॥ ২ ॥

শ্রুত্বা তু রাবণং প্রাপ্তমিन्द्रশ্চলিত আসনাৎ ।

দেবানথাত্রবীতত্র সৰ্বানেষ সমাগতান্ ॥ ৩ ॥

আদিত্যাংশ্চ বসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদগণান্ ।

সজ্জীভবত যুদ্ধার্থং রাবণস্য দুরাশ্বনঃ ॥ ৪ ॥

এবমুক্তান্ত শক্রেণ দেবাঃ শক্রসমা যুধি ।

সমহন্ত মহাসত্ৰা যুদ্ধশ্রদ্ধাসমম্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

২। লো-টা। ভিগ্ধমানানাম্ অৰ্ণবানাং শব্দস্য উপমা যন্ত সঃ।

৪। লো-টা। সজ্জীভবত সমরুদ্ধীভবত কবচিত। ভবতেতার্থঃ। 'সজ্জা' ইতি বা পাঠঃ।

৫। লো-টা। সমহন্ত সমনহন্ত।

মহাতেজাঃ দশানন সেনা, সেনাপতি এবং বাহনের সহিত কৈলাসপর্বত অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে পৌঁছিল ॥ ১ ॥

চতুর্দিকে গমনকারী সেই রাক্ষসসৈন্যগণের কোলাহলধ্বনি উদ্বেলিত সমুদ্রের শব্দের স্থায় দেবলোকে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ২ ॥

'রাবণ আসিয়াছে' এই কথা শুনিয়াই ইন্দ্র আসন হইতে উঠিয়া সেইস্থানে সমাগত আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ এবং মরুদগণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে বলিলেন, আপনারা দুরাশ্বা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন ॥ ৩-৪ ॥

যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য শক্তিসম্পন্ন মহাবলশালী দেবগণ ইন্দ্রের এই কথায়

স তু দীনঃ পরিত্রস্তো মহেন্দ্রো রাবণং প্রতি ।

বিষেণাঃ সমীপমাগত্য বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৬ ॥

বিষেণা কথং করিষ্যামি রাবণং রাক্ষসং প্রতি ।

অহোহতিবলবদ্রক্ষো যুদ্ধার্থমভিবৰ্ত্ততে ॥ ৭ ॥

বরপ্রদানাদ্বলবান্ ন খল্বন্তেন হেতুনা ।

তৎ তু সত্যং বচঃ কার্য্যং যদুক্তং পদ্মযোনিনা ॥ ৮ ॥

তদ্ যথা নমুচিৰ্ব্বত্রো বলিনরকসম্বরৌ ।

ত্বম্মন্ত্রং সমবক্তভ্য ময়া দক্ষাস্তথা কুরু ॥ ৯ ॥

ন হ্যন্তো দেব দেবেশ ত্বদৃতে মধুসূদন ।

গতিঃ পরায়ণং চাপি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। কথং কিম্ ?

৮। লো-টী। ন অন্তেন প্রকারেণ ।

৯। লো-টী। তথা কুরু অত্রাপি মন্ত্রং কুরু ।

১০। লো-টী। গতিরূপায়ঃ, পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ

সমরোৎসাহী হইয়া [যুদ্ধার্থে] সন্নক হইলেন ॥ ৫ ॥

রাবণের ভয়ে সর্বতোভাবে ভীত সেই বিপন্ন মহেন্দ্র বিষ্ণুর সমীপে আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন— ॥ ৬ ॥

হে বিষ্ণো, রাক্ষস রাবণের বিরুদ্ধে কি উপায় অবলম্বন করিব ? অহো ! অত্যন্ত বলশালী সেই রাক্ষস যুদ্ধার্থে আগমন করিতেছে ॥ ৭ ॥

রাবণ কেবল বরদানপ্রভাবেই বলশালী, অশু কোন কারণে নয় ; পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, সেই কথা সত্যরূপে পরিণত করা [আমাদের] উচিত ॥ ৮ ॥

অতএব আপনার মন্ত্রণাপ্রভাবে আমি যেক্রপ নমুচি, বৃত্ত, বলি, নরক এবং সম্বর অশুরকে দক্ষ করিয়াছি, সেইরূপ মন্ত্রণা প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

হে দেবদেবেশ মধুসূদন, স-চরাচর ত্রিভুবনमध्ये আপনি ভিন্ন উপায় বা পরম আশ্রয় আর কেহ নাই ॥ ১০ ॥

‘ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ ।

ত্বয়েমে স্থাপিতা লোকাঃ শক্রশ্চাহং সুরেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

তদাচক্ষু যথা তত্বং দেবদেব মম স্বয়ম্ ।

অপি চক্রসহায়ত্বং যোৎস্রসে রাবণং প্রতি ॥ ১২ ॥

এবমুক্তঃ স শক্রেণ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ ।

অত্রবীম পরিভ্রাসঃ কর্তব্যঃ শ্রয়তাং চ মে ॥ ১৩ ॥

ন তাবদেষ দুষ্টিয়া শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ ।

হস্তং বাপি সমাসাঢ় বরগুপ্তঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ১৪ ॥

সর্বথা তু মহৎ কৰ্ম্ম করিষ্যতি বলোৎকটঃ ।

রাক্ষসঃ পুত্রসহিতো দৃষ্টমেতন্ম সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টা। যথা তত্বং কিং করোমীতি মম যথার্থম্, অপি প্রস্নে, কিমিত্যর্থঃ।

১৫। লো-টা। ময়ৈতদ্ দৃষ্টং জ্ঞাতম্, অত্র ন সংশয়ঃ ন সন্দেহঃ। ‘নিসর্গতঃ’ ইতি পাঠে
স্বভাবত এব মহৎ কৰ্ম্ম করিষ্যতি।

‘আপনি সনাতন পদ্মনাভ শ্রীমান্ নারায়ণ। আপনার দ্বারাই এই লোক সকল
স্থাপিত হইয়াছে, অধিক কি, আপনিই আমাকে সুরপতি ইন্দ্র করিয়াছেন ॥ ১১ ॥’

অতএব হে দেবদেব, আমার নিকটে সত্য কথা বলুন,—আপনি কি নিজেই
চক্র ধারণ করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবেন ? ॥ ১২ ॥

সেই দেব প্রভু নারায়ণ ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমার কথা
শ্রবণ করুন, অতিশয় ভীত হওয়া উচিত নহে ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সুরক্ষিত এই দুষ্টিয়া রাবণকে দেবতা বা অসুরগণের
কেহই জয় করিতে বা বধ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ১৪ ॥

আমি জানি, বলদৃগু এই রাক্ষস রাবণ পুত্রের সহিত সকল প্রকার মহৎ
কার্য্য (অসম্ভব কার্য্য) করিবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ১৫ ॥

যত্নু মাং ত্বমভ্যষিষ্ঠা যুধ্যস্বেতি সুরেশ্বর ।
 নাগ তং প্রতিযোৎসেহহং রাবণং রাক্ষসং যুধি ॥ ১৬ ॥
 নাহুহা সমরে শক্রং বিষ্ণুঃ প্রতিনিবর্ততে ।
 দুর্লভৈশ্চৈব কামোহুত বরগুপ্তাং তু রাবণাং ॥ ১৭ ॥
 প্রতিজানে তু দেবেন্দ্র ত্বৎসমীপে শতক্রতো ।
 ভবিতাস্মি যথাস্থাহং রক্ষসো মৃত্যুকারণম্ ॥ ১৮ ॥
 অহমেনং নিহস্তাস্মি রাবণং সপুরুষরম্ ।
 দেবতা নন্দয়িষ্যামি জাহ্নবা কালমুপাগতম্ ॥ ১৯ ॥
 এতন্তে কথিতং তত্ত্বং দেবরাজ শচীপতে ।
 যুধ্যস্ব বিগতক্রাসঃ সুরৈঃ সহ মহাবল ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। ন প্রতিযোৎসে ন গ্রহরিষ্যে ।

১৮। লো-টী। অস্ত রক্ষসঃ ।

১৯। লো-টী। উপাগতমুপস্থিতম্ ।

দেবরাজ, আপনি যে আমাকে যুদ্ধ করিতে বলিলেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে
 অত্ন সেই রাক্ষস রাবণের প্রতিযোদ্ধা হইব না ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণু কখনও সমরে শক্রসংহার না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না, কিন্তু
 বরপ্রভাবে সুরক্ষিত রাবণের নিকট হইতে জয় লাভ করা অত্ন মুকঠিন ॥ ১৭ ॥

কিন্তু হে দেবরাজ শতক্রতো! আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,
 আমি এই রাক্ষস রাবণের মৃত্যুর কারণ হইব ॥ ১৮ ॥

সময় উপস্থিত বুঝিলে আমি এই রাবণকে সহচরবৃন্দের সহিত বধ করিয়া
 দেবতাদিগকে আনন্দিত করিব ॥ ১৯ ॥

মহাবল দেবরাজ শচীপতে, এই আপনার নিকট যথার্থ কথা বলিলাম,
 আপনি নির্ভয়ে দেবগণসমভিব্যাহারে [রাক্ষসগণের সহিত] যুদ্ধ করুন ॥ ২০ ॥

১। হ 'নাহ'। ২। হ '-যোগ্যনি'। ৩। হ '-শ্চৈব'। ৪। হ '-দ্বি'। ৫। হ 'ত'। ৬।
 হ 'সেব'। ৭। হ 'সর্জ'।

এতস্মিন্নস্তরে নাদঃ শুশ্রূষে রজনীক্ৰয়ে ।
 তস্মৈ রাবণসৈন্যস্মৈ প্রবুদ্ধস্য সমস্ততঃ ॥ ২১ ॥
 তে তে যোধা মহাবীৰ্যা অন্যান্যমভিবীক্ষ্য বৈ ।
 সংগ্রামমেবাভিমুখা অভ্যবর্তন্ত হৃষ্টবৎ ॥ ২২ ॥
 ততো দৈবতসৈন্যানাং সংকোভঃ সমজায়ত ।
 তদক্ষয়ং মহাসৈন্যং দৃষ্ট্বা সমরদুর্জয়ম্ ॥ ২৩ ॥
 ততো যুদ্ধং সমভবদ্দেবদানবরক্ষসাম্ ।
 ঘোরং তুমুলনিহ্নাদং নানাপ্রহরণোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
 এতস্মিন্নস্তরে শূরা রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ ।
 যুদ্ধার্থমভ্যবর্তন্ত সচিবা রাবণস্য তে ॥ ২৫ ॥

২১। লো-টী। প্রবুদ্ধস্য মহতঃ।

২৪। লো-টী। তুমুলনিহ্নাদং মহানিহ্নাদম্।

ইত্যবসরে নিশাবসানে চারিদিকে বিস্তৃত সেই রাবণসৈন্যগণের কোলাহল-ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

সেই মহাবলশালী রাক্ষসসৈন্যগণ সকলেই পরস্পরকে নিরীক্ষণপূর্বক ছুট্‌ছুটে সংগ্রামোন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

তাহার পর সংগ্রামে দুর্জয় সেই অক্ষয় বিপুল সৈন্য দেখিয়া দেবসৈন্যগণের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥

অবশেষে নানাপ্রকার অস্ত্রধারী দেব, দানব এবং রাক্ষসদিগের ভীষণ শব্দসকুল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল ॥ ২৪ ॥

ইতিমধ্যে রাবণের মন্ত্রী ঘোরদর্শন বীর রাক্ষসেরা যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥

মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ মহাপার্ষমহোদরৌ ।

অকম্পনো নিকুন্তশ্চ শুকঃ সারণ এব চ ॥ ২৬ ॥

সংহ্রাদো ধুমকেতুশ্চ মহাদংষ্ট্রৌ ঘটোদরঃ ।

জম্বুমালী মহানাদো বিরূপাক্ষশ্চ রাক্ষসঃ ॥ ২৭ ॥

এতৈঃ সৰ্বৈৰ্ভঃ পরিবৃত্তো মহাবীৰ্য্যমর্হাবলৈঃ ।

রাবণস্থার্য্যকঃ সৈন্যং সুমালী প্রবিবেশ হ ॥ ২৮ ॥

স দৈবতগণান্ সৰ্ব্বান্ নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ ।

ব্যধ্বংসয়ৎ স্তসংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরানিব ॥ ২৯ ॥

এতস্মিন্শস্ত্রে শুরো বসুনামষ্টমো বহুঃ ।

সাবিত্র ইতি বিখ্যাতঃ প্রবিবেশ মহারণম্ ॥ ৩০ ॥

সৈন্যৈঃ পরিবৃত্তো হৃষ্টৈর্নানাপ্রহরণোত্তৈঃ ।

ত্রাসয়ন্ শত্রুসৈন্যানি প্রবিবেশ রণাজিরম্ ॥ ৩১ ॥

২৮। লো-টী। অগ্রতঃ প্রথমতঃ। 'আর্য্যক' ইতি পাঠে আর্থো। মাতামহঃ।

২৯। লো-টী। ব্যধ্বংসয়ৎ বানশয়ৎ।

৩১। লো-টী। নানাপ্রহরণোত্তৈঃ গৃহীতনানাপ্রহরণৈঃ।

মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্ষ, মহোদর, অকম্পন, নিকুন্ত, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধুমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহানাদ এবং রাক্ষস বিরূপাক্ষ—এই সকল মহাবীৰ্য্যশালী মহাবলবান্ নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাবণের মাতামহ রাক্ষস সুমালী সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ২৬-২৮ ॥

বায়ু যেমন মেঘরাশি বিধ্বংসিত করে, সেইরূপ সেই সুমালী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ স্তূতীকৃত অস্ত্রসমূহদ্বারা সমস্ত দেবতাগণকে বিজ্ঞাবিত করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

ইত্যবসরে সাবিত্র নামে বিখ্যাত বসুগণের মধ্যে বলবান্ অষ্টম বসু ভীষণ সমরক্ষেত্রে নানাবিধ অস্ত্রধারী উৎসাহিত সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শত্রুসৈন্য-দিগকে ত্রাসিত করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০-৩১ ॥

ଅଥୋ ପରୋ ମହାବୀର୍ୟୋ ହୃତ୍ ପୂଷା ଚ ତୋ ସମୟ ।

ନିର୍ଭୟୋ ସହ ସୈନ୍ୟେନ ତନା ପ୍ରାବିଶତାଂ ରଣେ ॥ ୩୨ ॥

ତତୋ ଯୁଦ୍ଧଂ ସମଭବଂ ଶ୍ରମାଣାଂ ସହ ରାକ୍ଷସୈଃ ।

କ୍ରୁଦ୍ଧାନାଂ ଜୟକାମାନାଂ ସମରେଷ୍ଠନିବର୍ତ୍ତିନାମ୍ ॥ ୩୩ ॥

ତତସ୍ତେ ରାକ୍ଷସାଃ ସର୍ବେ ବିବୁଧାନ ସମରେ ହିତାନ ।

ନାନାପ୍ରହରଣୈର୍ଦୈର୍ଜୟୁଃ ଶତସହସ୍ରାଃ ॥ ୩୪ ॥

ଦେବାଂ ଚ ରାକ୍ଷସାନ୍ ଘୋରାନ୍ ମହାବୀର୍ୟପରାକ୍ରମାନ୍ ।

ସମରେ ବିୟତୈଃ ଶତ୍ରେରୂପନିନ୍ଦ୍ୟାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷୟମ୍ ॥ ୩୫ ॥

ଏତସ୍ମିନ୍ନସ୍ତରେ ରାମ ଶ୍ରମାଣୀ ନାମ ରାକ୍ଷସଃ ।

ନାନାପ୍ରହରଣୈଃ କ୍ରୁଦ୍ଧସ୍ତଂ ସୈନ୍ୟଂ ସୋହତ୍ୟାବର୍ତ୍ତତ ॥ ୩୬ ॥

୩୨ । ଲୋ-ଟୀ । ସମଂ ଯୁଗପଦେବ ।

୩୬ । ଲୋ-ଟୀ । ଅତ୍ୟାବର୍ତ୍ତତ ଆଗଚ୍ଛଂ

ପରେ ହୃତ୍ ପୂଷା ଏବଂ ପୂଷା ନାମକ ଅପର ଦୁଇ ନିର୍ଭୀକ ମହାବୀର ଏକ ସମୟେଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ
ପ୍ରବେଶ କରিলେ ॥ ୩୨ ॥

ଅନନ୍ତର ଜୟାଞ୍ଜିତାସୀ ସଂଗ୍ରାମେ ଅପରାଧ୍ୟୁତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ଦେବଗଣେର ରାକ୍ଷସଗଣେର ସହିତ
ଯୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତେ ଲାଗିଲ ॥ ୩୩ ॥

ସେଇ ସକଳ ରାକ୍ଷସେରା ଘୋରତର ନାନାବିଧ ଅସ୍ତ୍ରସମୂହଦ୍ଵାରା ସମରହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ
ଦେବତାଙ୍କେ ଆଘାତ କରିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୩୪ ॥

ଦେବଦାରୀଠା ଯୁଦ୍ଧେ ମହାବଳ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଶୂର୍ଯ୍ୟ ରାକ୍ଷସଦିଗକୁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରେର
ଆଘାତେ ସମାଲୟେ ପାଠାହିତେ ଲାଗିଲେ ॥ ୩୫ ॥

ହେ ରାମ, ଇତ୍ୟବସରେ ରାକ୍ଷସ ଶ୍ରମାଣୀ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତା ବିବିଧ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଆ
ସେଇ ସୈନ୍ୟେର ଅଭିମୁଖେ ଧାବିତ ହୁଅନ୍ତ ॥ ୩୬ ॥

স দৈবতবলং সর্বং নানাগ্রহরণৈঃ শিতৈঃ ।

বান্ধবঃসয়ত সংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরং যথা ॥ ৩৭ ॥

তে মহাবাণবর্ষৈশ্চ শূলপ্রাসৈশ্চ দারুণৈঃ ।

হত্মানাঃ সুরাঃ সর্বৈ ন ব্যতিষ্ঠন্ত সংহতাঃ ॥ ৩৮ ॥

ততো বিদ্রাব্যমাণেষু দৈবতেষু সুমালিনা ।

বসূনামষ্টমো ভাগঃ সাবিত্রো বৈ ব্যবস্থিতঃ ; ৩৯ ॥

স বৃতঃ সৈরথানীকৈঃ প্রহরন্তং নিশাচরম্ ।

বিক্রমেণ মহাতেজা বারয়ামাস সংযুগে ॥ ৪০ ॥

ততস্তয়োর্মহদ যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ।

সুমালিনো বসোসৈশ্চব সমরেষুনিবর্তিনোঃ ॥ ৪১ ॥

৩৮। লো-টী। সংহতাঃ মিলিতাঃ।

৩৯। লো-টী। ভাগোহংশঃ।

বায়ু যেরূপ মেঘ বিনষ্ট করে, সেইরূপ সেই সুমালী সর্বতোভাবে ক্রোধা-
ধ্বিত হইয়া নানাবিধ শাণিত অস্ত্রসমূহদ্বারা সেই সকল দেবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে
লাগিল ॥ ৩৭ ॥

ঊহারার মহাবাণ বর্ষণ এবং শূল ও প্রাস প্রভৃতি নিদারুণ প্রহরণের
আঘাতে রণস্থলে সম্মিলিত থাকিতে পারিলেন না ॥ ৩৮ ॥

মহাতেজাঃ অষ্টম বসু সাবিত্র এ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছিলেন ;
সুমালী কর্তৃক দেবসৈন্য এইরূপ বিদ্রাবিত হইতে থাকিলে তিনি স্বীয় সৈন্যে
পরিবৃত হইয়া পরাক্রম প্রকাশপূর্বক প্রহারকারী সেই রাক্ষস সুমালীকে যুদ্ধে
নিবারিত করিলেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

সংগ্রামে অপরাধু্য সেই সুমালী এবং 'বসু'র লোমহর্ষণকর ভীষণ সংগ্রাম
হইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

ততস্তস্মাৎ মহাবাণৈর্বহ্নীনা স্তমহাত্মনা ।

নিহতঃ পন্নগরথঃ ক্রণেন বিনিপাতিতঃ ॥ ৪২ ॥

হত্বা তু সংযুগে তস্মাৎ রথং বাণশতৈশ্চিতম্ ।

গদাং তস্মাৎ বধার্থায় বহুর্জগ্ৰাহ পাণিনা ॥ ৪৩ ॥

ততঃ প্রগৃহ্য দীপ্তাগ্রাং কালদণ্ডোপমাং গদাম্ ।

তাং মুক্ধি পাতয়ামাস সাবিত্রো বৈ স্তমালিনঃ ॥ ৪৪ ॥

সা তস্মোপরি চোন্ধাতা পতন্তী বিবভৌ গদা ।

ইন্দ্রপ্রমুক্তা গর্জন্তী গিরাবিব মহাশনিঃ ॥ ৪৫ ॥

তস্মাৎ নৈবাস্মি ন শিরো ন মাংসং দৃশ্যতে তদা ।

গদয়া ভস্মতাং নীতো নিহতঃ স রণজিরে ॥ ৪৬ ॥

৪৫। লো-টা। যথা যথাবৎ প্রমুক্তা গদা, গিরাবিব।

স্তমহাত্মা বহু মহাবাণসমূহদ্বারা তাহার পন্নগরথ বিনষ্ট করিয়া ক্রণকাল মধ্যেই পাতিত করিলেন ॥ ৪২ ॥

শত শত বাণদ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার রথ বিনষ্ট করত তাহাকে বধ করিবার জন্য 'বহু' হস্তে গদা গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

বহু সাবিত্র কালদণ্ডের আয় দীপ্তাগ্র সেই গদা লইয়া স্তমালীর মস্তকে প্রহার করিলেন ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্রকর্ষক যেরূপ মহাবজ্র নিক্ষিপ্ত হইয়া গর্জনপূর্বক পর্বতের উপরে পতিত হয়, সেইরূপ উদ্ধার ন্যায় প্রদীপ্তা গদা তাহার উপর পড়িয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

সেই স্তমালী গদাদ্বারা নিহত হইল, তাহার শরীর ভস্মীভূত হইয়া গেল, রণক্ষেত্রে তাহার অস্থি, মাংস, বা মস্তক, কিছুই দেখা গেল না ॥ ৪৬ ॥

তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে রাক্ষসাস্তে সমস্ততঃ ।

-ব্যদ্রবন্ সহিতাঃ সর্বৈ ক্রোশমানাঃ পরম্পরম্ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে স্তমালিবধো নাম
পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

৪৭। লো-টী। ক্রোশমানাঃ পরম্পরমাহ্বয়ন্তঃ ।

স্তমালিবধঃ ॥ ৩৫ ॥

সেই রাক্ষসেরা তাহাকে রণে নিহত দেখিয়া পরম্পরকে আহ্বান করিতে
করিতে সকলে এক সঙ্গে পলায়ন করিল ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকিগ্রন্থিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে স্তমালিবধ-নামক
৩৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

(৩৬) ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

সুমালিনং হতং দৃষ্ট্বা বহুনা ভস্মসাৎকৃতম্ ।
 স্বসৈন্যং বিদ্রুতং চাপি লক্ষয়িত্বাদিতং সুরৈঃ ॥ ১ ॥
 ততঃ স বলবান্ ক্রুদ্ধো রাবণস্য স্ততস্তদা ।
 নিবর্ত্য রাক্ষসান্ সর্বান্ মেঘনাদো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২ ॥
 স রথেন মহার্হেণ কামগেন মহারথঃ ।
 অভিছুদ্রাব তৎ সৈন্যমগ্নিঃ কক্ষমিব জ্বলন্ ॥ ৩ ॥
 ততঃ প্রবিশতস্তস্য বিবিধায়ুধধারণিঃ ।
 বিছুদ্রবুর্দ্দিশঃ সর্বা দর্শনাদেব দেবতাঃ ॥ ৪ ॥
 ন বভূব তদা কশ্চিদ যুযুৎসোরস্ত সংমুখে ।
 সর্বানবেক্ষ্য বিদ্রুস্তাংস্ততঃ শক্ৰোহব্রবীষচঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। কক্ষং শুষ্কত্বগম্।

৫। লো-টী। যুদ্ধাদেবারস্ত যুধ্যতো ঘোরস্তেত্যর্থঃ। 'যুযুৎসোরস্তে'তি বা পাঠঃ। আবিষ্ক-
 বিদ্রুস্তান্ আবিষ্কাস্তাভিতাশ্চেতি তান্।

বহুকর্তৃক সুমালী নিহত এবং ভস্মীকৃত দেখিয়া এবং দেবগণকর্তৃক পীড়িত
 স্বীয় সৈন্যকে পলায়িত লক্ষ্য করিয়া রাবণনন্দন বলবান্ মেঘনাদ কুপিত হইয়া
 সমস্ত রাক্ষসদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া [সৈন্যমধ্যে] শৃঙ্খলা স্থাপন করিল ॥ ১-২ ॥

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেরূপ শুষ্কত্বগামীমুখে ধাবিত হয় তদ্রূপ সেই মহারথ
 মেঘনাদ কামগামী মহায়ুধ্য রথে আরোহণ করিয়া সেই সৈন্যগণমুখে ধাবিত
 হইল ॥ ৩ ॥

বিবিধ অস্ত্রধারী রাক্ষস প্রবেশ করিতেছে দেখিয়াই দেবতাগণ চতুর্দিকে
 পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তৎকালে কেহই রণপরায়ণ এই রাক্ষসের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন
 না। ইহা সেই দেবগণকে সমস্ত দেখিয়া বলিলেন— ॥ ৫ ॥

ন ভেতব্যং ন গম্যব্যং নিবর্ত্তধ্বং রণে সুরাঃ ।

এষ গচ্ছতি পুত্রো মে যুদ্ধার্থমপরাজিতঃ ॥ ৬ ॥

ততং শক্রসুতো দেবো জয়ন্ত ইতি বিশ্রুতঃ ।

রথেনাদ্ভুতকল্লেন সংগ্রামং সৌহৃদ্যবর্ত্তত ॥ ৭ ॥

ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্ব্বৈ পবিবার্য্য শচীসুতম্ ।

রাবণস্য সূতং যুদ্ধে সমাসাত্ত প্রতস্থিরে ॥ ৮ ॥

তেষাং যুদ্ধং সমভবদেবদানবরক্ষসাম্ ।

মহেন্দ্রস্য চ পুত্রস্য রাক্ষসেন্দ্রসুতস্য চ ॥ ৯ ॥

ততো মাতলিপুত্রো তু গোমুখে স হি রাবণিঃ ।

সারথৌ পাতয়ামাস শরান্ কনকভূষিতান্ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টা। অদ্ভুতকল্লেন অদ্ভুতস্ত নানাবিধচিত্রস্ত কল্লঃ কল্লনং যত্র তেন

৮। লো-টা। প্রজস্থিরে প্রচারং চক্রিরে।

১০। লো-টা। ততো রাবণিঃ।

দেবগণ! ভয় নাই তোমরা ফিরিয়া আইস, পলায়ন করিও না, এই আমার পুত্র অপরাধেয় জয়ন্ত যুদ্ধ করিবার জন্য যাইতেছেন ॥ ৬ ॥

পরে 'জয়ন্ত' এই নামে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রপুত্র বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন ॥ ৭ ॥

তখন সেই দেবতারা সকলে শচীপুত্রকে পরিবেষ্টন করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে রাবণনন্দনের সম্মুখে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

মহেন্দ্রতনয় জয়ন্ত ও রাবণতনয় মেঘনাদের এবং দেব, দানব ও রাক্ষস-দিগের যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

রাবণপুত্র মেঘনাদ মাতলিপুত্র সারথি গোমুখের উপর সুবর্ণভূষিত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

১। হ 'সংগ্রামে'। ২। হ 'প্রসিদ্ধিরে'। ৩। হ 'পুত্রস্ত'। ৪। হ 'যত্র স রাবণঃ'। ৫। হ 'যেঃ'। ৬। হ 'কুশলান্'।

শচীস্থতশ্চাপি তথা জয়ন্তস্তস্মৈ সারথিম্ ।

তং চৈব রাবণিং ক্রুদ্ধঃ সমরে প্রত্যবিধ্যত ॥ ১১ ॥

সহি ক্রোধসমাবিক্টৌ বলী বিস্ফারিতেষ্কণঃ ।

রাবণিঃ শক্রতনয়ং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১২ ॥

ততো নানাগ্রহরণান্ শিতধারান্ সহস্রশঃ ।

পাতয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সুরসৈন্তেষু রাবণিঃ ॥ ১৩ ॥

শতদ্বী-মুখলপ্রাসগদাখড়্গপরশ্বধান্ ।

মহাস্তি চাদ্রিশৃঙ্গাণি পাতয়ামাস রাবণিঃ ॥ ১৪ ॥

ততঃ প্রব্যথিতা লোকাস্তমশ্চ সমজায়ত ।

তস্মৈ রাবণপুত্রস্মৈ শক্রসৈন্তানি বিদ্রুতঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। লো-টা। লোকা দেবলোকাঃ, তমশ্চ অন্ধকারশ্চ সমজায়ত অভূৎ। কিমর্থম্? শক্রসৈন্তানি নিদ্রতো হেতোঃ।

শচীতনয় জয়ন্তও ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণতনয় এবং তাহার সারথিকে যুদ্ধে
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

সেই বলবান্ মেঘনাদও ক্রোধে চক্ষুঃ বিস্ফারিত করিয়া বাণবর্ষণ পূর্বক
ইন্দ্রতনয়কে আকীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ১২ ॥

পরে মেঘনাদ বিষম কুপিত হইয়া নানা রকমের সহস্র সহস্র শাণিত গ্রহরণ
দেবসৈন্তগণের উপরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

রাবণপুত্র মেঘনাদ শতদ্বী, মুখল, প্রাস, গদা, খড়্গা, পরশ্বধ এবং বিশাল
পর্বতশৃঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিল ॥ ১৪ ॥

শক্রসৈন্যবধকারী সেই রাবণপুত্র মেঘনাদের মায়ায় অন্ধকার আবির্ভূত
হইল এবং তাহাতে দেবতারা অতিশয় ব্যথিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

ততস্তুদৈবতবলং সমস্তাং শরবিক্রতম্ ।

বহুপ্রকারমশ্বং তত্র তত্র স্ম ধাবতি ॥ ১৬ ॥

নাভিজজু স্তদাশ্বোশ্বং রাক্ষসাঃ দৈবতানি চ ।

তত্র তত্র বিপর্যাসাং সমস্তাং পরিধাবিতম্ ॥ ১৭ ॥

দেবা দেবান্ নিজঘ্নুচ রাক্ষসা রাক্ষসাংস্তথা ।

সংমৃঢ়াস্তমসচ্ছিন্না ব্যদ্রবন্ত পরে তথা ॥ ১৮ ॥

এতস্মিন্নস্তরে বীরঃ পুলোমা নাম বীর্যবান্ ।

দৈত্যেন্দ্রেস্তেন সংগৃহ্য শচীপুত্রোহপবাহিতঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। ততোহন্ধকারাক্রোভোঃ শচীমুতসহিতং দৈবতবলং বহুপ্রকারং যথা ভবতি তত্র তত্র যুদ্ধস্থলে অশ্বং অশ্রুতিং তথা ধাবতি স্ম। ‘অশ্বস্ত’মিতি পাঠে জয়াশ্বাসহিতম্।

১৭-১৮। গো-টী। নাভিজজুঃ ন জাতবন্তঃ। বিপর্যাসাং তত্র তত্র তমসি স্বপরসৈস্তান-ভিজ্ঞানং সমস্তাং সর্কৈরেব সর্কৈ পরিবারিতাঃ। ‘পরিধাবিতা’ ইতি বা পাঠঃ। তদেবাহ দেবা ইতি। অপরে কেচন।

১৯। লো-টী। যঃ পুলোমা তেন অপবাহিতো নীতঃ।

তখন চারিদিক হইতে বাণজালে ক্ষতবিক্ষত দেবসৈন্তগণ নানাপ্রকারে অশ্ব হইয়া যুদ্ধস্থলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

রাক্ষস এবং দেবতাগণ পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন না, তাঁহারা ভ্রমবশে ইতস্ততঃ চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

দেবতারা দেবতাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসেরা রাক্ষস-দিগকে প্রহার করিতে লাগিল, কেহ কেহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও নিতান্ত বিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিল ॥ ১৮ ॥

ইত্যবসরে বীর্যবান্ বীর পুলোমানামক দৈত্যরাজ শচীতনয় জয়ন্তকে লইয়া প্রস্থান করিল ॥ ১৯ ॥

১। হ ‘স-শচীমুতম্’। ২। হ ‘মবহমভবং শরপীড়িতম্’। ৩। ক ‘নাভিজজু-’(?)। হ ‘নাতাজানন্ত চা-’। ৪। হ ‘রক্ষো বা দেবতাং বা’। ৫। হ ‘বতঃ’। ৬। হ ‘স্তে’। ৭। হ ‘সাদ্ রাক্ষসাতথা’। ৮। হ ‘-রপ-’।

সংগৃহ্য তং তু নপ্তারং প্রবিষ্টঃ সাগরং তদা ।
 আৰ্য্যকঃ স হি তস্মাসীৎ পৌলোমী যেন সা শচী ॥ ২০ ॥
 জ্ঞাত্বা প্রণাশং তু তদা জয়ন্তস্মাৎ দেবতাঃ ।
 ভগ্নদৰ্পাস্ততঃ সৰ্ব্বা ভয়াৰ্ত্তাঃ সংপ্রহুর্জবুঃ ॥ ২১ ॥
 রাবণিস্থথ সংক্রুদ্ধো বলৈঃ পরিবৃত্তঃ স্বকৈঃ ।
 অভ্যধাবত দেবাংস্তান্ মুমোচ চ মহাস্বনম্ ॥ ২২ ॥
 জ্ঞাত্বা প্রণাশং পুত্রস্য দৈবভেষু চ বিদ্রবম্ ।
 মাতলিং প্রাহ দেবেন্দ্রো রথঃ সমুপনীয়তাম্ ॥ ২৩ ॥
 স তু দিব্যো মহাভীমঃ সজ্জ এব মহারথঃ ।
 উপস্থিতো মাতলিনা বাহুমানো মহাজবঃ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। তন্ত জয়ন্তস্ম আৰ্য্যকো মাতামহঃ।

২১। লো-টী। প্রণাশমদর্শনম্।

২৩। লো-টী। বিদ্রবং পলায়নম্।

২৪। লো-টী। মাতলিনা বাহুমানো মহারথঃ।

পুলোমা দৌহিত্রকে লইয়া তৎকালে পাতালপুরে প্রবেশ করিল; সেই
 পুলোমা জয়ন্তের মাতামহ, এইজন্তই শচী দেবীর নাম পৌলোমী ॥ ২০ ॥

তখন দেবতারা জয়ন্তকে না দেখিয়া সকলে ভগ্নদৰ্প এবং ভয়াৰ্ত্ত হইয়া
 পলায়ন করিলেন ॥ ২১ ॥

পরে মেঘনাদও স্বীয় সৈন্যবৃন্দে পরিবৃত্ত হইয়া কোপবশতঃ বিকটরবে চীৎকার
 করিতে করিতে দেবতাগণের পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ২২ ॥

পুত্রের অদর্শন এবং দেবতাদিগের পলায়নের কথা জানিয়া দেবরাজ ইন্দ্র
 মাতলিকে বলিলেন, ‘রথ আনয়ন কর’ ॥ ২৩ ॥

সেই দিবা মহারথ সজ্জিতই ছিল [সুতরাং] অত্যন্ত বেগশালী সেই

১। হ ‘তো তু দৌহিত্রঃ’। ২। হ ‘সহিতঃ [?] সাসীৎ’। ৩। হ ‘সৰ্ব্ব’। ৪। হ ‘বিদ্রব’। ৫।

হ ‘গাহ দেবেশা’।

ততো মহারথে তস্মিন্স্থড়িহস্তো বলাহকাঃ ।

অথতো বায়ুচপলা নেহুঃ পরমনিশ্বনাঃ ॥ ২৫ ॥

নানাবাচান্যবাচস্ত গন্ধর্ব্বাশ্চ জগুস্তদা ।

ননৃতুশ্চাপ্সরঃসংঘা নির্ঘাত্যে ত্রিদশেশ্বরে ॥ ২৬ ॥

রুদ্রের্ব্বশ্চভিরাদিত্যৈরশ্বিত্যাং স-মরুদগণৈঃ ।

ব্রতো নানাপ্রহরণৈর্নির্যযৌ ত্রিদশাধিপঃ ॥ ২৭ ॥

নির্গচ্ছতস্ত শক্রস্ত পরুষঃ পবনো ববৌ ।

ভাস্করো নিপ্রভশ্চৈব মহোন্ধাশ্চ প্রপেদিরে ॥ ২৮ ॥

এতস্মিন্মস্তরে শূরো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।

আরুরোহ রথং দিব্যং নির্মিতং বিশ্বকর্মাণা ॥ ২৯ ॥

২৫। লো-টী। বায়ুচপলা বায়ুচপলাঃ।

২৮। লো-টী। প্রপেদিরে পতিতাঃ।

২৯। লো-টী। অস্তরে এতস্মিন্বেব সময়ে।

মহাভয়ঙ্কর রথ মাতলিকর্জুক চালিত হইয়া [তৎক্ষণাৎ] উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥

পরে সেই মহারথের পুরোভাগে বিদ্যাম্বালায় সুশোভিত মেঘসমূহ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইলে গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল, নানাবিধ বাস্ত্র বাদিত হইল এবং অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, মরুদগণ এবং অশ্বিনীকুমার যুগলে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ প্রহরণ ধারণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন ॥ ২৭ ॥

ইন্দ্রের যাত্রাকালে বায়ু পরুষভাবে বহিতে লাগিল, সূর্য্য প্রভাহীন হইলেন এবং ভয়ঙ্কর উদ্ভাসকল পতিত হইল ॥ ২৮ ॥

এই সময়ে প্রতাপশালী বীর দশানন বিশ্বকর্ম্মার নির্মিত রোমাঞ্চজনক

পন্নগৈঃ স্তমহাকায়ৈর্বোষ্ঠিতং লোমহর্ষণৈঃ ।

যেষাং নিশ্বাসবাতেন প্রদীপ্তমিব সংযুগম্ ॥ ৩০ ॥

দৈত্যৈর্নিশাচরৈর্বোঠৈঃ স রথঃ পরিবারিতঃ ।

সমরাভিমুখো দিব্যো মহেন্দ্রঃ সৌহভ্যবর্তত ॥ ৩১ ॥

পুত্রং তং বারয়িত্বা তু স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ।

সৌহপি যুদ্ধাদ্বিনিশ্রম্য রাবণিঃ সমুপাविशৎ ॥ ৩২ ॥

ততো যুদ্ধং প্রবৃত্তস্ত স্মরাণাং রাক্ষসৈঃ সহ ।

শস্ত্রাভিবর্ষণং ঘোরং মেঘানামিব সংযুগে ॥ ৩৩ ॥

কুস্তকর্ণস্ত দুষ্টিয়া নানাপ্রহরণোদ্রুতঃ ।

নাজায়ত তদা রাজন্ যুদ্ধং কেনাভ্যপদ্রুত ॥ ৩৪ ॥

৩০ । লো-টী । বোষ্ঠিতং রথবিশেষণম্, প্রদীপ্তং প্রতপ্তমিব ।

৩৩ । লো-টী । বন্দ যুদ্ধং ততো যুদ্ধং শস্ত্রাভিবর্ষণম্ ।

৩৪ । লো-টী । কেন প্রকারেণ বন্দম্ অভ্যপদ্রুত প্রাপৎ । কেনাপি নাজায়ত ইত্যম্বয়ঃ ।

‘রাজাজয়া তদা রাজন্ হস্তং কেনাভ্যপদ্রুত’ ইতি পাঠে কেন প্রজাপতিগণেন সহ হস্তং যোদ্ধুম্ অভ্যপদ্রুত যুক্তোহুদ্বিতার্থঃ ।

মহাকায় সর্পগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিল, ঐ সকল সর্পের নিশ্বাসবায়ুদ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ২৯-৩০ ॥

ভয়ঙ্কর রাক্ষস এবং দেবতাবৃন্দে পরিবেষ্টিত সেই উৎকৃষ্ট রথ যুদ্ধক্ষেত্রে অভিমুখ হইল, রাবণ দেবেশ্বরের দিকে খাবিত হইল ॥ ৩১ ॥

পুত্র মেঘনাদকে নিবারণ করিয়া রাবণ নিজেই যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইল, রাবণপুত্র মেঘনাদও যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উপবেশন করিল ॥ ৩২ ॥

পরে যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসদিগের সহিত দেবতাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় ভয়ঙ্কর শস্ত্র বর্ষণ হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

হে রাজন্, নানাপ্রহরণধারী দুষ্টিয়া কুস্তকর্ণ তখন কাহার সহিত

দৈন্তে: পাদৈর্ভুজৈর্হস্তৈ: শক্তিতোমরমুদগৈ: ।

যেন যেনৈব সংক্রুদ্ধস্তাড়িয়ামাস দেবতা: ॥ ৩৫ ॥

স তু রুদ্রৈর্মহাঘোরৈ: সংগম্যাথ নিশাচর: ।

যুযুৎসুতৈশ্চ সংগ্রামে ক্ষত: শত্ৰুনিরন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥

ততস্তদ্রাক্ষসং সৈন্যং দৈবতৈ: সমরুদগণৈ: ।

রণে বিদ্রাবিতং সর্বং নানাংপ্রহরণৈস্তদা ॥ ৩৭ ॥

কেচিদ্ধিনিহতা ভূমৌ ব্যচেষ্টন্ত নিশাচরা: ।

বাহনেষথ সংসক্তা: স্থিতা এবাপরে রণে ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টা। ভূজৈর্ভুজদণ্ডৈ: করৈর্হস্তৈ: পঞ্চপাঠৈ:। যেন যেন প্রকারেণ স ক্রুদ্ধ: দেবতাভি: ক্রোধং কারিত:, তা দেবতা:। স ক্রুদ্ধকর্ণ: প্রযুক্ত: প্রহরন্ তৈ রুদ্রৈ: শত্ৰুনিরন্তরো নিশ্চিহ্ন: কৃত:।

৩৮। লো-টা। সংসক্তা আসক্তা:।

যুদ্ধ করিতেছিল তাহা জানা যায় নাই ॥ ৩৪ ॥

সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দন্ত, পদ, বাহু, হস্ত, শক্তি, তোমর, মুদগর যাহা ইচ্ছা তাহা দিয়াই দেবতাদিগকে প্রহার করিতেছিল ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর যুযুৎসু সেই রাক্ষস ক্রুদ্ধকর্ণ অতিশয় ভয়ঙ্কর রুদ্রগণের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়া তাঁহাদের শত্রুঘাতে নীরক্ৰভাবে ক্ষতবিক্ষত হইল ॥ ৩৬ ॥

পরে মরুদগণের সহিত দেবগণ বহুবিধ অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস-সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

কোন কোন রাক্ষস সংগ্রামে নিহত হইয়া ভূতলে লুপ্তি হইতে লাগিল, কেহ কেহ [নিহত হইয়াও] বাহনের উপরেই সংলগ্ন হইয়া রহিল ॥ ৩৮ ॥

কেচিমাগান্ খরানুষ্ঠান্ পন্নগাংস্তুরগাংস্তথা ।

শিশুমারান্ বরাহাংশ্চ পিশাচবদনানপি ॥ ৩৯ ॥

আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য বাহুভ্যাং বিষ্টক্কা এব সংস্থিতাঃ ।

দেবৈবস্ত শাস্ত্রসংভিমা মত্বিরে চ নিশাচরাঃ ॥ ৪০ ॥

চিত্রকর্ষ ইবাভাতি তেযাং স রণবিপ্লবঃ ।

নিহতানাং প্রবুদ্ধানাং রাক্ষসানাং মহীতলে ॥ ৪১ ॥

তোয়শোণিতবিশুদ্ধা কাকগৃধ্রসমাকুলা ।

প্রবৃতা সংযুগতলে শাস্ত্রগ্রাহবতী নদী ॥ ৪২ ॥

৩৯। লো-টী। পিশাচবদনান্ রাক্ষসান্।

৪০। লো-টী। আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য স্থিতা ইতি পূর্বেণাঘ্যঃ। বিষ্টকান্ নিষ্ক্রিয়ান্ এক-
সংস্থিতান্ কেবলসংস্থিতান্ উপরেমিরে যুদ্ধান্নিবৃত্তাঃ।

৪১। লো-টী। তেযাং স রণবিপ্লবঃ সা রণগতিঃ চিত্রকর্ষবৎ চিত্রকর্ষ যথা
কদাচিদর্শকরূপং কদাচিৎ সম্পূর্ণরূপং তথা।

৪২। লো-টী। শোণিতমেব তোয়ং তোয়শোণিতং তন্ত বিশুদ্ধঃ শ্রবণং যজ্ঞাং সা।

কেহ হস্তী, কেহ খর, কেহ উষ্ট্র, কেহ সর্প, কেহ অশ্ব, কেহ শিশুমার,
কেহ বরাহ, কেহ পিশাচমুখ বাহন সকলকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া
স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল এবং দেবগণের অস্ত্রপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া
নিহত হইল ॥ ৩৯-৩০ ॥

ভূতলে নিহত রাক্ষসদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাদের সেই
রণবিপ্লব চিত্রকার্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

রণক্ষেত্রে কাক ও গৃধ্রবৃন্দে সমাচ্ছন্ন অস্ত্ররূপ জলজন্তু-বিশিষ্টা রক্তনদী
প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

১। হ 'নাংস্তথা'। ২। হ 'বিশ্বস্তানেকশঃ স্থিতান্'। ৩। হ 'দৈবভৈঃ'। ৪। হ 'রাক্ষসা
বিললক্ষিরে'। ৫। হ 'দেব চাভ্যাহি স তেযাং রণসংঘবঃ'। ৬। হ 'নি'। ৭। হ 'কুর্ষ'। ৮। হ 'গেভ্য'।

এতশ্লিষ্মন্তরে ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।

অপশ্চদ্বলমাজ্জীয়ং ত্রিদশৈর্বিবনিপাতিতম্ ॥ ৪৩ ॥

স তু তং প্রবিগাহ্যশ্চ মহাস্তং সৈন্যসাগরম্ ।

দেবতাঃ সমতিক্রম্য শত্রুমেবাভ্যধাবত ॥ ৪৪ ॥

ততঃ শত্রো মহচ্চাপং ব্যস্ফারয়দনুভ্রমম্ ।

যস্য বিস্ফারঘোষণে স্বনন্তি স্ম দিশো দশ ॥ ৪৫ ॥

তদ্বিকৃষ্য মহচ্চাপমিস্ত্রো রাবণবক্ষসি ।

নিপাতয়ামাস তদা শরান্ পাবকসম্মিভান্ ॥ ৪৬ ॥

তথৈব চ মহাবাহুর্দশগ্রীবো ব্যবস্থিতঃ ।

শত্রুং কাম্মু'কবিভ্রষ্টৈঃ শরবর্ষৈরবাকিরং ॥ ৪৭ ॥

৪৫। লো-টী। ব্যস্ফারয়ং টঙ্কারং কৃতবান্। বিস্ফারঘোষণে টঙ্কারশব্দেন।

ইতিমধ্যে প্রতাপশালী ক্রুদ্ধ দশানন দেখিল যে দেবতারা তাহার সৈন্য সকল সংহার করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

রাবণ তৎক্ষণাৎ সেই বিশাল সৈন্যসমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবগণকে অতিক্রমপূর্বক ইন্দ্রের দিকেই ধাবিত হইল ॥ ৪৪ ॥

পরে ইন্দ্র অত্যুত্তম বিশাল ধনুক বিস্ফারণ করিলেন, যাহার বিস্ফারণশব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইল ॥ ৪৫ ॥

তখন ইন্দ্র সেই বিশাল ধনুক আকর্ষণ করিয়া অগ্নিতুল্য বাণসকল রাবণের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

মহাবাহু রাবণও সেইরূপ ধনুর্বিচ্যুত বাণবর্ষণদ্বারা ইন্দ্রকে আকৌর্ণ করিল ॥ ৪৭ ॥

ততঃ প্রবৃক্ষ্যোন্তত্র শরবর্ষৈঃ সমস্ততঃ ।

নাক্সায়ত তদা কিঞ্চিৎ তমসা সর্ববতো বৃতম্ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্থে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রবাবণয়োঽর্ষৈরথো নাম
ষট্টিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

৪৮ । লো-টী । তমসা শরাক্ষকারণে ।

ইন্দ্রবাবণয়োঽর্ষৈরথম্ ॥ ৩৬ ॥

তখন চারিদিকে বাণবর্ষণকারী সেই ইন্দ্র এবং রাবণের নিরন্তর বাণবর্ষণে
সমস্ত অক্ষকরে আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই জানা গেল না ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রবাবণের বৈরথ-নামক
৩৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

(৩৭) সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

ততস্তস্মিন্‌স্তমোভূতে রাক্ষসাস্ত্রিদশৈঃ সহ ।

প্রযুক্তাঃ স্বান্ পরাংশৈচব যোধয়ন্তো বিচক্রমুঃ ॥ ১ ॥

তস্মিন্‌স্তমসি ছুস্পারে মগ্না দৈবত-রাক্ষসাঃ ।

অন্যোন্য়ং ন স্ম পশ্যন্তি বর্জয়িত্বা জনত্রয়ম্ ॥ ২ ॥

ইন্দ্রং চ রাবণং চৈব রাবণিং চ মহাবলম্ ।

সর্বং হি তৎ তমোভূতং ন কিঞ্চিৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৩ ॥

স তু দৃষ্ট্বা বলং সর্বং হতং দেবৈর্দর্শনিনঃ ।

ক্রোধমভ্যগমৎ তীত্রং মহানাদঞ্চ মুক্তবান্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। রাক্ষসৈঃ সহ, প্রযুক্তাঃ তমসা ব্যাপ্তাঃ, পোথয়ন্তঃ নাশয়ন্তঃ। 'দশাশ্ব-
স্থাপিত'মিতি পাঠঃ। 'দশাংশ'মিতি বা পাঠঃ।

পরে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে রাক্ষসগণ এবং দেবগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া
স্বসৈন্য এবং পরসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করত বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্র, রাবণ এবং মহাবলশালী রাবণপুত্র মেঘনাদ এই তিনজনকে বাদ
দিয়া অপর দেবগণ ও রাক্ষসগণ সেই ছুর্ভেদ অন্ধকারে মগ্ন হইয়া পরস্পর
পরস্পরকে দেখিতে পাইলেন না। সমস্তই অন্ধকারময় হইল, কিছুই দেখা
গেল না ॥ ২-৩ ॥

দেবগণকর্তৃক সমস্ত সৈন্য নিহত হইল দেখিয়া রাবণ ক্রোধবশতঃ ঘোরতর
জঙ্কার করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

১। হ 'প্রযুক্তাঃ স্বান্'। ২। ক 'পোথয়ন্তো'। ৩। অন্তঃ পরম্ হ 'চক্রশূলগদাপাশযুসলাশনিশস্ত্রয়ঃ।
রক্ষোগণবিনিমুক্তা যুদয়ন্তীতরেতরম্'। ততো দৈবতসৈন্তেস্ত রাক্ষসানাং মহাবলম্'। দিশঃ প্রত্নাবিতং যুদ্ধে সর্বং নীতং
অন্ধরম্'। ইত্যধিকম্। ৪। হ 'তুঃ'।

স ক্রোধাৎ সূতমাহেদং স্যন্দনং মম বাহয় ।
 হ্রসৈন্যস্য মধ্যেন যাবদন্তং নয়স্ব মাম্ ॥ ৫ ॥
 অদ্বৈব দেবতাঃ সৰ্ব্বাঃ সমরে বিক্রমৈঃ স্বয়ম্ ।
 প্রবৰ্ধন্ শরজালানি নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৬ ॥
 অহমিস্ত্রো ভবিষ্যামি বরুণো ধনদো যমঃ ।
 দেবতা বিনিহত্যাগ্ স্থাপয়িষ্যামি চান্সরান্ ॥ ৭ ॥
 বিষাদো ন চ কৰ্তব্যঃ শীঘ্রং বাহয় মে রথম্ ।
 দ্বিঃ খলু ত্বাং ত্রবীম্যদ্য যাবদন্তং নয়স্ব মাম্ ॥ ৮ ॥
 অয়ং হি নন্দনোদ্দেশো যত্র বর্তামহে বয়ম্ ।
 নয় মাম্যদ্য তত্র ত্বমুদয়ো যত্র পৰ্ব্বতঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টা। যাবদন্তং যাবৎ ইক্ষুস্ত সৈন্তস্বাস্তম্ অস্তিকম্। ‘যাবদন্তং নয়াম্যহ’মিতি বা পাঠঃ।

৭। লো-টা। ‘স্থাপয়িত্বাণ্ড চান্সরানি’তি পাঠঃ। ‘স্থাপয়িষ্যামি চান্সরানি’তি বা পাঠঃ।

পরে রাবণ ক্রোধবশতঃ সারথিকে বলিল, আমার রথ চালনা করিয়া দবসেনার মধ্যদিয়া [সেই সেনার] শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া চল ॥ ৫ ॥

যুদ্ধে স্বয়ং পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শরসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অদ্বৈ সমস্ত দেবতাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৬ ॥

অদ্বৈ দেবতাদিগকে নিহত করিয়া অশ্বরদিগকে [স্বর্গে] স্থাপিত করিব এবং আমিই ইক্ষু, বরুণ, কুবের এবং যম হইব ॥ ৭ ॥

বিষগ্ন হইও না, শীঘ্র আমার রথ চালাও। আজ আমি তোমাকে দুইবার বলিতেছি যে, আমাকে দেবসেনার শেষ সীমায় লইয়া চল ॥ ৮ ॥

আমরা যথায় আছি, ইহা নন্দনকাননের একদেশ, যেখানে উদয়পর্ব্বত আছে, তুমি আমাকে অদ্বৈ সেইখানে লইয়া চল ॥ ৯ ॥

স সূতন্তুদ্বচঃ শ্রুত্বা তুরগাংস্তান্ মনোজবান্ ।

আদিদেশাথ শক্রগাং মধ্যেন মিশতাং রণে ॥ ১০ ॥

তস্ত তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শক্ৰো দেবেশ্বরস্তদা ।

রথস্থঃ সমরস্থাস্তা দেবতা ইদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

সুৱাঃ শৃণুত মে সৰ্ব্বে মহং যদিহ রোচতে ।

নিগৃহতাং সাধু জীবন্ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ১২ ॥

এষ হ্রতিবলঃ সৈন্যে রথেন পবনোজসা ।

আগমিষ্যতি বুদ্ধোশ্মিঃ সমুদ্রে ইব পৰ্ব্বণি ॥ ১৩ ॥

ন হ্যেষ হস্তং শক্যোহিহ বরদানেন দৰ্পিতঃ ।

তদ্ গ্রহিষ্যামহে রক্ষঃ সজ্জীভবত মাচিরম্ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টা। আদিদেশ চালয়ামাস, মধ্যেন মথো।

১৩। লো-টা। সৈন্যং দেবসৈন্যম্। বুদ্ধোশ্মিঃ মহোশ্মিঃ।

১৪। লো-টা। সজ্জীভবত সজ্জীভবত কবচবস্ত্রো ভবত ইত্যর্থঃ।

রাবণের সেই কথা শুনিয়া সারথি যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রগণের চক্ষুর সমক্ষেই তাহাদের মধ্যদিয়া মনের আয় বেগশালী অশ্বসকলকে চালনা করিল ॥ ১০ ॥

তখন দেবরাজ ইন্দ্র রাবণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া রথে থাকিয়াই রণক্ষেত্রে অবস্থিত দেবতাদিগকে বলিলেন— ॥ ১১ ॥

দেবগণ, যাহা আমার ভাল বিবেচনা হইতেছে, তাহা তোমরা সকলে শুন, রাক্ষসরাজ রাবণকে জীবিতাবস্থাতেই মুকৌশলে বন্দী কর ॥ ১২ ॥

পৰ্ব্বকালে বর্জিততরঙ্গ সমুদ্রের আয় অতিশয় বলবান্ এই রাবণ বায়ুতুল্য বেগবান্ রথে আরোহণ করিয়া এখনই [আমাদের] সৈন্যমধ্যে আসিয়া পড়িবে ॥ ১৩ ॥

বরপ্রভাবে গর্বিত এই রাক্ষসকে বধ করা অত্যন্ত সম্ভবপর নহে, অতএব

১। হ 'রহতা'। ২। হ 'বাক্য'। ৩। হ 'রাবণে জীবমানোহয়ং সাধু রক্ষো নিগৃহতাং'। ৪। হ 'ন্য'

৫। হ 'চ মহৌজসা'।

যথা বলিং নিরুধ্যোহ ত্রৈলোক্যং ভূজ্যাতে ময়া ।

এবমস্থাত্ত্ব পাপস্ত নিরোধো রোচতে হি মে ॥ ১৫ ॥

ততোহস্থং দেশমাশ্রায় শক্রন্ত্যক্ত্বা চ রাবণম্ ।

অযুধ্যত মহারাজ রাক্ষসাঃশ্রাসয়ন্ রণে ॥ ১৬ ॥

উত্তরেণ দশগ্রীবঃ প্রবিবেশানিবর্তকঃ ।

দক্ষিণেন তু পার্শ্বেন প্রবিবেশ শতক্রতুঃ ॥ ১৭ ॥

ততঃ স যোজনশতং প্রবিষ্টো রাক্ষসাধিপঃ ।

দেবতানাং বলং সর্বং শরবর্ষৈরবাকিরং ॥ ১৮ ॥

ততঃ শক্রো নিরীক্ষ্যথ প্রনষ্টং তৎ স্বকং বলম্ ।

অবর্তয়দসংভ্রাস্তো রুরোধ চ নিশাচরম্ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টা। নিরোধো গ্রহণম্।

ইহাকে বন্দী করিব, তোমরা অবিলম্বে বর্ষ পরিধান করিয়া প্রস্তুত হও ॥ ১৪ ॥

বলিকে যেরূপ রুদ্ধ করিয়া আমি ত্রিভুবন উপভোগ করিতেছি, অত্বে এই পাপিষ্ঠকে সেইরূপ আবদ্ধ করাই আমার অভিপ্রায় ॥ ১৫ ॥

হে মহারাজ, পরে দেবরাজ রাবণকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যস্থানে থাকিয়া রাক্ষসদিগকে বিভ্রাসিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

অপরাঙ্খ রাবণ দেবসেনার উত্তর দিক দিয়া প্রবেশ করিল, ইন্দ্র তাহার দক্ষিণপাশ দিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥

পরে সেই রাক্ষসরাজ রাবণ সৈন্যমধ্যে শতযোজন প্রবিষ্ট হইয়া দেবতাদিগের সমস্ত সৈন্যকে শরবৃষ্টিতে আকীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ১৮ ॥

তখন ইন্দ্র নিজপক্ষীয় সৈন্যগণকে শরজালে অদৃষ্ট হইতে দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহাদিগকে নিবর্তিত করত রাবণকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯ ॥

১। হ 'দ্যোব'। ২। হ 'নভাত'। ৩। হ 'ভ্যক্ত্ব রাবণম্'। ৪। হ 'দেবানাং বলং'।

৫। হ 'নষ্টকং স্বকং'। ৬। হ 'নবার চ'।

এতশ্লিষ্মন্তরে নাদো মুক্তো দানবরাক্ষসৈঃ ।

হা মৃত্যোঃ স্ম ইতি গ্রস্তং দৃষ্ট্বা শক্রেণ রাবণম্ ॥ ২০ ॥

ততো রথং সমান্বায় রাবণিঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।

তৎ সৈন্যমতিসংক্রুদ্ধঃ প্রবিবেশ স্তদারুণম্ ॥ ২১ ॥

তাং প্রবিষ্টা মহামায়াং প্রাপ্তাং পশুপতে: পুরা ।

প্রবিবেশ স্তসংরক্তস্তৎ সৈন্যং সমভিদ্ৰবন্ ॥ ২২ ॥

স সৰ্ব্বা দেবতাস্ত্যক্ত্বা শক্রমেবাভ্যধাবত ।

মহেন্দ্রশচ মহাতেজা নাপশ্যৎ তং স্ততং রিপোঃ ॥ ২৩ ॥

বিমুক্তকবচস্তত্র বধ্যমানোহপি রাবণিঃ ।

ত্রিদিশৈঃ স্তমহাবীর্যৈর্ন চকার স কিঞ্চন ॥ ২৪ ॥

২০। লো-ট। গ্রস্তমাবৃতম্।

২১। লো-ট। তৎসৈন্যং দেবসৈন্যম্।

২৪। লো-ট। বিমুক্তকবচস্তথা বধ্যমানঃ পীড়্যমানোহপি স ন কিঞ্চন জাসাদিকং চকার ইত্যম্বয়ঃ।

ইত্যবসরে ইন্দ্রকর্ষক রাবণকে আক্রান্ত দেখিয়া দানব ও রাক্ষসগণ ‘হায়! এইবার আমরা নিহত হইলাম’ এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

তখন কোপান্বিত রাবণনন্দন মেঘনাদ রথে উঠিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সেই নিদারুণ দেবসেনামধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ২১ ॥

মেঘনাদ পূর্বে পশুপতির নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই প্রসিদ্ধ মহতী মায়া আশ্রয় করত উৎসাহিত হইয়া দেবসৈন্যকে প্রমথিত করিতে করিতে প্রবেশ করিল ॥ ২২ ॥

মেঘনাদ সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের দিকেই ধাবিত হইল, কিন্তু মহাতেজা: মহেন্দ্র সেই শত্রুতনয়কে দেখিতে পাইলেন না ॥ ২৩ ॥

তখন বিমুক্তকবচ রাবণতনয় মেঘনাদ অতিশয় বীর্যশালী দেবতাগণকর্ষক আহত হইয়াও কিছুমাত্র ভয় করিল না ॥ ২৪ ॥

স মাতলিং সমায়ান্তং তাড়য়িত্বা শরোত্তমৈঃ ।

মহেন্দ্রং বাণবর্ষণে ভূয় এবাভ্যবাকিরৎ ॥ ২৫ ॥

ততস্ত্যক্ত্বা^১ রথং শক্ৰো^২ বিমূজ্য চ স সারথিম্ ।

ঐরাবতং সমারূহ্য যুগয়ামাস রাবণিম্ ॥ ২৬ ॥

স তত্র মায়াবলবানদৃশ্যোহ্থাস্তরীক্ষণঃ ।

ইন্দ্রং মায়াপরিক্ষিপ্তং কৃত্বা জহ্রে মহাবলঃ ॥ ২৭ ॥

স তং যদা পরিশ্রাস্তমিন্দ্রং জজ্ঞেহ্থ রাবণিঃ ।

তর্দৈনং মায়ায়া বদ্ধ্বা স্বসৈন্যমভিতোহনয়ৎ ॥ ২৮ ॥

তং দৃষ্ট্বা^৩ থ বলান্তেন নীয়মানং মহারণাৎ ।

মহেন্দ্রং দেবতাঃ সর্বাঃ কিম্ম স্তাদিত্যচিস্তয়ন্ ॥ ২৯ ॥

২৭। লো-টী। পরিক্ষিপ্তমাবৃতং কৃত্বা জহ্রে হতবান্ ।

সেই মেঘনাদ উত্তম উত্তম বাণদ্বারা আগমনরত মাতলিকে প্রহার করিয়া পুনরায় বাণবর্ষণপূর্বক মহেন্দ্রকে আকীর্ণ করিল ॥ ২৫ ॥

তখন ইন্দ্র রথ পরিত্যাগ করিয়া এবং সারথিকেও বিদায় দিয়া ঐরাবতে আরোহণ করত রাবণনন্দনকে অধেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর রণক্ষেত্রে মায়াবলে বলবান্ সেই মেঘনাদ অদৃশ্য ভাবে আকাশে বিচরণ করত ইন্দ্রকে মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া বহুদূরে লইয়া গেল ॥ ২৭ ॥

পরে সেই রাবণপুত্র মেঘনাদ যখন ইন্দ্রকে পরিশ্রাস্ত মনে করিল তখন তাঁহাকে মায়াপ্রভাবে বন্ধন করিয়া নিজ সৈন্যের মধ্যে আনয়ন করিল ॥ ২৮ ॥

দেবতাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে মেঘনাদকর্তৃক বলপূর্বক মহেন্দ্রকে নীত হইতে দেখিয়া ‘কি হইবে’—এই চিন্তাঘটিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

১। হ ‘বিসর্জ্য চ’। ২। হ ‘-রীক্ষণঃ’। ৩। হ ‘স প্রাভবজ্জরৈঃ’। ৪। ক ‘জহ্রে-’। ৫। হ ‘তং তু দৃষ্ট্বা’।

দৃশ্যতে ন স মায়াবী শক্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ ।

বদ্ধা সুরপতির্ধেন মায়য়াপহৃতো বলাৎ ॥ ৩০ ॥

এতস্মিন্নস্তরে ক্রুদ্ভাঃ সর্বৈঃ সুরগণাস্তদা ।

রাবণং বিমুখীকৃত্য শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥ ৩১ ॥

রাবণস্ত সমাসাশ্রুতানাদিত্যান্ বসুংস্তথা ।

ন শশাক স সংগ্রামে যোদ্ধুং শক্রভিরদ্ভিতঃ ॥ ৩২ ॥

তং তু দৃষ্ট্বা পরিমানং প্রহারৈর্জর্জরীকৃতম্ ।

রাবণিঃ পিতরং যুদ্ধে দর্শনস্বোহত্রবোদিদম্ ॥ ৩৩ ॥

আগচ্ছ তাত গচ্ছামো নিবর্তস্ব রণাদিতঃ ।

জিতং নো বিদিতং তেহস্ত স্বস্বো ভব গতজ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥

অয়ং হি সুরসৈন্যশ্চ ত্রৈলোক্যশ্চ চ যঃ প্রভুঃ ।

স গৃহীতো ময়া শক্রো ভগ্নদর্পাঃ কৃত্যঃ সুরাঃ ॥ ৩৫ ॥

যে মায়াদ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বদ্ধ করিয়া বলপূর্বক অপহরণ করিতেছে, সেই রণজয়ী মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে দেখা যাইতেছে না ॥ ৩০ ॥

ইত্যবসরে সমস্ত দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শরবর্ষণদ্বারা রাবণকে পরাভূত করিয়া আচ্ছন্ন করিলেন ॥ ৩১ ॥

রাবণ শত্রুগণকর্তৃক রণে নিপীড়িত হইয়া সেই আদিত্যগণ এবং বসুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৩২ ॥

প্রহারদ্বারা জর্জরিত পিতা রাবণকে সমরে অতিশয় ক্লান্ত দেখিয়া মেঘনাদ পিতার দৃষ্টিগোচর হইয়া বলিল— ॥ ৩৩ ॥

পিতঃ, যুদ্ধ হইতে নিবর্তিত হউন; আসুন, আমরা গমন করি, যুদ্ধে আমাদের জয় হইয়াছে জানিয়া আপনি ক্রেশ পরিত্যাগ পূর্বক সুস্থ হউন ॥ ৩৪ ॥

যিনি সুরসৈন্যের—এমন কি, ত্রৈলোক্যেরও প্রভু, সেই ইন্দ্রকে আমি বন্দী করিয়া দেবতাদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছি ॥ ৩৫ ॥

যথেষ্টং ভুঙ্ক্ণ লোকাংস্ত্রীন্ নিগৃহ্যারাতিমোজসা ।

বুধা কিং তে শ্রমেণেহ যুদ্ধমগ্ন তু নিষ্ফলম্ ॥ ৩৬ ॥

ততস্তে দৈবতগণা নিবৃত্তা রণকর্ম্মতঃ ।

তচ্ছ্রুত্বা রাবণেৰ্বাক্যং শক্রহীনাঃ সুরা গতাঃ ॥ ৩৭ ॥

অথ স বিগতমহ্যরুত্তমোজাস্ত্রিদশরিপুঃ প্রথিতো নিশাচরেশঃ ।

স্বস্তুতবচনমাদৃতঃ প্রিয়ং তৎ সমনুনিশম্য জগাদ চাপি সুনুম্ ॥ ৩৮ ॥

অতিবল সদৃশৈঃ পরাক্রমৈর্ম্মম জয় বংশবিবর্দ্ধনঃ প্রভো ।

যদয়মতুলবিক্রমস্বয়া ত্রিদশপতিস্ত্রিদশাশ্চ নির্জিতাঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৬। লো-টী। অরাতিং শক্রম্।

৩৮। লো-টী। বিগতো মহ্যাদিত্যবসুজনির্ভৈঃ-দ্বঃখং যন্ত সঃ। প্রথিতঃ খ্যাতঃ, আদৃতঃ সাদরঃ সন্ নিশম্য শ্রম্ভা।

৩৯। লো-টী। হে অতিবর, হে বংশবিবর্দ্ধন, হে প্রভো, জয় পুনরপি জয়যুক্তো ভব ; যদ্ যন্তাং নৈঃ পরাক্রমৈর্ম্মমিত্রৈঃ ত্রিদশাশ্চ নির্জিতাঃ।

তেজোবলে শক্রনিগ্রহ করিয়া আপনি আপনার ইচ্ছানুসারে ত্রিলোক উপভোগ করুন, আজ আর যুদ্ধ করা নিষ্ফল, স্তুতরাং এক্ষণে আপনার অনর্থক পরিশ্রমে আবশ্যক কি ? ॥ ৩৬ ॥

তখন দেবতারা রাবণপুত্র মেঘনাদের সেই কথা শুনিয়া যুদ্ধকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রবিহীন হইয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

হৃদ্ধিৰ্ঘ দেবরিপু বিখ্যাত রাক্ষসাদিপতি রাবণ স্বীয়পুত্র মেঘনাদের সেই অতি-প্রিয় বাক্য সাদরে শ্রবণ করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে বলিল — ॥ ৩৮ ॥

হে মহাবীর, হে মদীয় বংশবিবর্দ্ধন পুত্র, তুমি উপযুক্ত পরাক্রম দেখাইয়া এই অতুল বিক্রমসম্পন্ন দেবরাজকে এবং দেবগণকে পরাজিত করিয়াছ, তোমার জয় হউক ॥ ৩৯ ॥

১। হ 'বৃত্তা'। ২। হ 'চরেশঃ'। ৩। ক 'বহুতস্য' বচনমতিপ্রিয়ং'। ৪। হ 'চৈব'। ৫। হ 'মৈব'। ৬। হ 'মম'। ৭। হ 'বলম্'।

নয় রথমধিরোপ্য বাসবং নগরমিতো ব্রজ সেনয়া বৃত্তস্থম্ ।

অহমপি তব্ধপৃষ্ঠতো দ্রুতং সহ সচিবৈরনুযামি হৃষ্টবৎ ॥ ৪০ ॥

অথ স বলবৃত্তঃ সবাহনস্ত্রিদশপতিং পরিগৃহ্য রাবণিঃ ।

স্বভবনমভিগম্য বীৰ্য্যবান্ কৃতসমরান্ বিসসর্জ্জ রাক্ষসান্ ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রগ্রহণং নাম

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

৪০ । লো-টী । হৃষ্টবৎ হর্ষবদ্ যথা শ্রান্তথা ।

৪১ । লো-টী । স রাবণিরিত্যশ্বয়ঃ ।

উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রগ্রহণম্ ॥ ৩৭

তুমি রণক্ষেত্র হইতে সৈন্য-পরিবৃত্ত হইয়া লঙ্কায় যাও এবং ইন্দ্রকে রথে উঠাইয়া লইয়া যাও, আমিও সানন্দে সচিবগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি ॥ ৪০ ॥

পরে বীৰ্য্যবান্ রাবণনন্দন মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে লইয়া সেনা এবং বাহনের সহিত নিজগৃহে গমনপূর্বক যুদ্ধশ্রান্ত রাক্ষসদিগকে [নিজ নিজ গৃহে যাইবার জন্য] বিদায় দিল ॥ ৪১ ॥

মহাশি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রগ্রহণ নামক

৩৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

(৩৮) অষ্টাঙ্গিংশঃ সর্গঃ

জিতে মহেন্দ্রেহতিবলে রাবণশ্চ স্তনেন বৈ ।
 প্রজাপতিং পুরস্কৃত্য যযুর্লক্ষাঃ সুরাস্তদা ॥ ১ ॥
 তত্র রাবণমাশাঢ় পুত্রভ্রাতৃভিরায়তম্ ।
 অত্রবীদ্ গগনে তিষ্ঠন্ সাম্পূর্বং প্রজাপতিঃ ॥ ২ ॥
 বৎস রাবণ তুটৌহস্মি পুত্রশ্চ তব সংযুগে ।
 অহৌহশ্চ বিক্রমৌদার্য্যং তব তুল্যৌহধিকৌহপি বা ॥ ৩ ॥
 জিতং হি ভবতা সর্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ।
 কৃতা প্রতিজ্ঞা সফলা শ্রীতোহস্মি সস্তুতশ্চ তে ॥ ৪ ॥
 অয়ঞ্চ পুত্রৌহতিবলন্তব রাবণ রাবণিঃ ।
 জগতীন্দ্রজিদিত্যেবং খ্যাতো নান্না ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। অশ্চ তব বিক্রমৌদার্য্যো বিক্রমঃ পরাক্রমঃ ঔদার্য্যং দক্ষিণতা দক্ষতেত্যর্থঃ। ‘উদারো দাতৃমহতোদক্ষিণেহপাতিধেয়বদি’তি কোষঃ। ‘বিক্রমো দাক্ষ’ ইতি পাঠে দাক্ষো দক্ষতা।

৪। লো-টী। অব্যয়ম্ অনশ্বরং প্রবাহরূপেণ।

রাবণনন্দন মেঘনাদের নিকট মহাবল মহেন্দ্র পরাস্ত হইলে দেবগণ প্রজাপতি ত্রক্ষাকে অগ্রে করিয়া লক্ষায় উপস্থিত হইলেন—॥ ১ ॥

সেখানে প্রজাপতি পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া আকাশে থাকিয়া মধুরবাক্যে তাকে বলিলেন—॥ ২ ॥

বৎস রাবণ, তোমার পুত্রের যুদ্ধে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, ইহার পরাক্রম ও দক্ষতা আশ্চর্য্যজনক, এ তোমার তুল্য অথবা তোমার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ৩ ॥

তুমি এই অবিনশ্বর সমগ্র ত্রৈলোক্য জয় করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ, তোমার পুত্র এবং তোমার প্রতি আমি শ্রীত হইয়াছি ॥ ৪ ॥

রাবণ, তোমার এই অতিশয় বলবান্ পুত্র মেঘনাদ জগতে ‘ইন্দ্রজিৎ’ এই

বলবান্ দুৰ্জ্জয়শ্চৈব ভবিষ্যতোষ বিশ্রুতঃ ।

যং সমাপ্রিত্য তে রাজন্ স্থাপিতান্দিদশা বশে ॥ ৬ ॥

তং মুঞ্চ ত্বং মহাবাহো মহেন্দ্রঃ পাকশাসনম্ ।

কিঞ্চ তে মোক্ষণায়ান্শু প্রযচ্ছন্তু দিবৌকসঃ ॥ ৭ ॥

অথেন্দ্রজিম্মহারাজ বাক্যমাহ প্রজাপতিম্ ।

অমরত্বমহং দেব বৃণে যত্তেষ মুচ্যতে ॥ ৮ ॥

অথাত্রবীদিন্দ্রজিতং সৰ্বলোকপিতামহঃ ।

নাস্তি সৰ্বামরত্বং হি প্রাণিনো যশ্চ কশ্চচিৎ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টা। যমিন্দ্রং সমাপ্রিত্য বন্ধা নিগৃহ বা।

৭। লো-টা। অশু ইন্দ্রশু মোক্ষণায় মোক্ষার্থম্, কিঞ্চ কিমপি বরাস্তরং প্রযচ্ছন্তু দদতু।

৮। লো-টা। যত্তেষ মুচ্যতে, 'যত্তেবমি'তি পাঠো বা।

৯। লো-টা। সৰ্বামরত্বং সৰ্বাংশেনামরত্বং যমাদভয়মিত্যর্থঃ। এতদেব বিবৃণোতি—
দেবানামিত্যাदि। সেন্দ্রাণামেবামপি মন্বন্তরকালপর্যন্তমেবামরত্বং, ন পুনঃ সৰ্বকালাবেদেন।

নামে প্রসিদ্ধ হইবে ॥ ৫ ॥

রাজন্, তুমি যাহার বাহুবলে দেবগণকে বশীভূত করিয়াছ, তোমার সেই
বিখ্যাত পুত্র মেঘনাদ বলবান্ এবং দুৰ্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত হইবে ॥ ৬ ॥

হে মহাবাহো, তুমি সেই পাকশাসন মহেন্দ্রকে মুক্তি দাও, আর
ইহার মুক্তির জন্য দেবগণ তোমাকে অন্য কি [বর] প্রদান করিবেন
[বল] ॥ ৭ ॥

মহারাজ, তখন ইন্দ্রজিৎ প্রজাপতিকে বলিল,—“দেব, যদি ইন্দ্রকে মুক্তি
দিতে হয়, তবে আমি অমরত্ব বর প্রার্থনা করি” ॥ ৮ ॥

তাহা শুনিয়া সমস্ত জগতের পিতামহ ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন—পৃথিবীতে
চতুষ্পদ জন্তু, অথবা পক্ষী, বা যে কোন প্রাণীই হউক, কোন প্রাণীরই সকলের

চতু^১পদো বা পক্ষী বা যদ্বা সত্ত্বং মহীতলে ।

অপি শুক^২শ্চ বৃক্ষ^৩শ্চ পৰ্ণপাতা^৪স্তয়ং ভবেৎ ॥ ১০ ॥

অথা^৫ত্রবী^৬দ্বিমান^৭স্বমিস্রজিৎ প্রভু^৮মব্যয়ম্ ।

শ্রয়তাং যো ভবেৎ সন্ধিঃ শতক্রতু^৯বিমোক্ষণে ॥ ১১ ॥

মমৈ^{১০}ক্টো দহনো নিত্যং হবৈ^{১১}ব্যঃ সংপূজ্য মন্ত্রবৎ ।

যং প্রবর্তে^{১২}য়ং সংগ্রামং ন চ মে স্তা^{১৩}ৎ পরাজয়ঃ ॥ ১২ ॥

তং যদা ত্বসমা^{১৪}প্যাহং জপ্যহোমং বিভাবসৌ ।

যুধ্যে^{১৫}য়ং দেব সংগ্রামে তদা মে স্তা^{১৬}ৎ পরাজয়ঃ ॥ ১৩ ॥

সৰ্বে^{১৭}বা হি তপসা দেব বৃণো^{১৮}ত্যমরতাং পুমান্ ।

বিক্রমে^{১৯}ণার্জিতং চেদমমরত্বং ময়া প্রভো ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। কিঞ্চ চতুপদানীনাঞ্চাভয়ং নাস্তি, পৰ্ণপাতাৎ শুকশ্চ বৃক্ষশ্চাপি ।

১২। লো-টী। হবৈব্যঃ সংপূজ্য হুত্বা ।

১৩। লো-টী। তং যজ্ঞমনির্বর্ত্ত্যানিষ্পাদ্য সংগ্রামেহবহ্নিতত্ত্বত্যাৰ্থঃ । ‘বিপৰ্য্যয়’ ইতি পাঠঃ, ‘পরাজয়’ ইতি বা ।

নিকট অমরত্ব নাই ; এমন কি, শুক বৃক্ষের পত্রপতন হইতেও ভয় হয় ॥ ৯-১০ ॥

পরে ইন্দ্রজিৎ বিমানারূঢ় অব্যয় প্রভু প্রজাপতিকে বলিল—ইন্দ্রের বিমুক্তি বিষয়ে যেরূপ সন্ধি হইবে, তাহা শুভ্রন ॥ ১১ ॥

আমি প্রতিদিন অগ্নির অর্চনা করি, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যে যুদ্ধ আরম্ভ করিব, তাহাতে আমার পরাজয় হইবে না ॥ ১২ ॥

কিন্তু দেব, আমি যখন অগ্নিতে জপ-হোমাদ্বক সেই যজ্ঞ সমাপ্ত না করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখনই আমার পরাজয় হইবে ॥ ১৩ ॥

দেব, সমস্ত পুরুষ তপস্বীদ্বারা অমরত্ব লাভ করে, কিন্তু হে প্রভো, আমি বিক্রমদ্বারা [ফলতঃ] এই (এতাদৃশ) অমরত্ব লাভ করিব ॥ ১৪ ॥

১। হ ‘-দাঃ পক্ষিণো বা’ । ২। হ ‘শ্রব্যা পিতামহেনোক্তমিস্রজিৎ প্রভুবাচ হ’ । ৩। হ ‘ময়ে-’ । ৪। হ ‘ন নিবর্ত্তে’ । ৫। হ ‘-মে’ । ৬। হ ‘স্তামে’ । ৭। হ ‘বদাত’ । ৮। হ ‘বিপৰ্য্যয়ঃ’ । ৯। হ ‘প্রভো’ ।

এবমস্থিতি তং প্রাহ বাক্যং দেবঃ প্রজাপতিঃ ।

মুক্তশ্চেন্দ্রজিতা শক্রে গতাশ্চ ত্রিদিবঃ সুরাঃ ॥ ১৫ ॥

এতস্মিন্নস্তুরে রাম দীনো ভ্রষ্টামরত্ন্যতিঃ ।

ইন্দ্রশ্চিন্তাপরীতাত্মা ধ্যানতৎপরতাং গতঃ ॥ ১৬ ॥

তং তু দৃষ্ট্বা তথাভূতং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ।

শতক্রতোহলমুৎকর্থাং কৃষ্ট্বা চ স্মর দুষ্কৃতম্ ॥ ১৭ ॥

পুরা সুরেন্দ্র বুধ্যা হি প্রজাঃ সৃষ্টা ময়া প্রভো ।

একবর্ণাঃ সমাভাসা একরূপাশ্চ সর্বশঃ ॥ ১৮ ॥

তাসাং নাস্তি বিশেষস্ত দর্শনে লক্ষণেহপি বা ।

ততোহহমেকাগ্রমনাশ্চিন্তয়ামাস তাঃ প্রজাঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টা। ভ্রষ্টা পতিতা অক্ অধরঞ্চ যন্ত সঃ। পরিমানো দীনঃ। ধ্যানতৎপরতাং ধ্যানম্।

১৭। লো-টা। উৎকর্থাং চিন্তাম্।

১৮। লো-টা। 'একবর্ণলোপেতা' ইতি পাঠে সন্ধিরাধঃ।

প্রজাপতিদেব ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন—‘ইহাই হউক।’ তখন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্তি দিল, দেবগণও স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

হে রাম, ইত্যবসরে দেবপ্রভাবিহীন দীনচিত্ত ইন্দ্র চিন্তায় আকুল হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেন ॥ ১৬ ॥

পিতামহদেব তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, শতক্রতো, দুষ্কৃত্য করিও না, স্বীয় দুষ্কার্যের বিষয় স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

প্রভো দেবরাজ, পুরাকালে আমি বুদ্ধিহারা সমানবর্ণ সমানরূপ এবং সমান আকৃতিবিশিষ্ট সমস্ত প্রজাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম ॥ ১৮ ॥

তাহাদের রূপ এবং আকৃতিতে কোন পার্থক্য ছিল না; সেই জন্য আমি

১। হ 'দেব'। ২। হ 'মুক্তা'। ৩। হ 'ভ্রষ্টামরত্ন্যঃ'। ৪। হ 'পরিমানো'। ৫। হ 'প্রজাপতিঃ'। ৬। হ 'সৃ'। ৭। হ 'বুধ্যা হি'। ৮। হ 'বিভো'। ৯। হ 'বর্ণলোপেতা' রূপতঃ সমদর্শনাঃ।

সোহং তাসাং বিশেষার্থং নির্মমে পরমাক্সনাম্ ।

যদ যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তত্তদুচ্ছৃতম্ ॥ ২০ ॥

ততো ময়া রূপগুণাদতুল্যা স্ত্রী বিনির্মিতা ।

অহলোভ্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২১ ॥

নির্মিতায়াং তু দেবেন্দ্র তস্যাং নারীয়াং সুরর্ষভ ।

ভবিষ্যতি চ কঠৈশ্চেষেত্যেবং চিন্তা মমভবৎ ॥ ২২ ॥

ত্বং স্ব শত্রু তদা তাং স্ত্রীং জানীষে মনসা প্রভো ।

স্থানাদিকতয়া পত্নী মনৈষেতি সুরেশ্বর ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। প্রত্যঙ্গং প্রত্যঙ্গে বিশিষ্টং যদ যৎ রূপং তত্তদুচ্ছৃতম্ উচ্ছৃতং গৃহীতম্।
'প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট'মিতি একপদং বা।

২১। লো-টী। প্রকাশিতং প্রকীৰ্ত্তিতং বা পাঠঃ।

২৩। লো-টী। স্থানমিচ্ছপদম্ অধিকম্ উক্তমং যত্র তত্র ভাবস্তয়া মমেষং পত্নীতি তাং
মনসা জানীষে।

একাগ্রচিত্তে সেই প্রজাদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৯ ॥

আমি তাহাদের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করিবার জন্ত একটি সুন্দরী রমণী
সৃষ্টি করিয়াছিলাম। প্রজাদিগের প্রত্যেক অঙ্গের উৎকর্ষ আহরণ করিলাম,
পরে রূপে গুণে অতুলনীয় একটি স্ত্রী নির্মাণ করিলাম এবং তাহার নাম
রাখিলাম 'অহল্যা' ॥ ২০-২১ ॥

সুরশ্রেষ্ঠ দেবেন্দ্র, সেই নারী সৃষ্ট হইলে 'এই রমণী কাহার [ভার্য্যা] হইবে'
আমার মনে এইরূপ চিন্তা হইল ॥ ২২ ॥

প্রভো সুরেশ্বর ইন্দ্র, তুমি ['দেবরাজ' বলিয়া] পদগৌরব বশতঃ মনে
মনে 'এই নারী আমার পত্নী হইবে' এইরূপ স্থির করিয়াছিলে ॥ ২৩ ॥

১। হ 'মঙ্গলনাম্'। ২। হ 'তত্তদুচ্ছৃতম্'। ৩। হ '-তি ময়া বীর নাম তস্তাঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্'। ৩।
হ 'চ'।

সা ময়া ন্যাসভূতা তু গোতমশ্চ নিবেশনে ।

ন্যস্তা বহুনি বর্ষাণি তেন নির্ধাতিতা চ সা ॥ ২৪ ॥

ততস্তশ্চ পরিজ্ঞায় মহাশৈশ্বর্যং মহামুনেঃ ।

জ্ঞাত্বা তপসি সিদ্ধিং চ পদ্যর্থং স্পর্শিতা তদা ॥ ২৫ ॥

স তয়া সহ ধর্মাত্মা রমতে স্ম মহামুনিঃ ।

নিরাশাশ্চাভবন্ দেবা দত্তায়াং গোতমায় বৈ ॥ ২৬ ॥

ত্বং তু ক্রুদ্ধঃ সকামাত্মা গতস্তস্ত্রাশ্রমং মুনেঃ ।

দৃষ্টবাংশচ তদাহল্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥ ২৭ ॥

সা ত্বয়া ধর্মিতা শত্রু কামার্ভেন তু বৈ পুরা ।

দৃষ্টশ্চাসি তদা তেন গোতমেন মহাত্মনা ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। তেন গোতমেন নির্ধাতিতা ময়ি সমর্পিতা ।

২৫। লো-টী। স্পর্শিতা দত্তা ইতি সর্বজ্ঞঃ। 'প্রতিপাদিতে'তি কচিং পাঠঃ

আমি সেই রমণীকে গোতমের গৃহে গচ্ছিত রাখি এবং তিনি বহু বৎসর গচ্ছিত রাখিয়া পরে আমাকে পুনরায় ফিরাইয়া দেন ॥ ২৪ ॥

তাহাতে সেই মহামুনি গোতমের জিতেন্দ্রিয়ত্ব এবং তপঃসিদ্ধির বিষয় জানিতে পারিয়া তখন ভার্ধ্যার্থে তাঁহাকেই সেই কণ্ঠা দান করিলাম ॥ ২৫ ॥

ধর্মাত্মা সেই মহামুনি গোতম তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । গোতমকে সেই কণ্ঠা দান করিলে দেবগণ নিরাশ হইলেন ॥ ২৬ ॥

কিন্তু কামপরতন্ত্র তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মুনির আশ্রমে গমন করত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় অহল্যাকে দেখিতে পাইলে ॥ ২৭ ॥

হে ইন্দ্র, তখন তুমি কামার্ত্ত হইয়া তাহাকে ধর্মণ করিয়াছিলে এবং সেই মহাত্মা গোতমও তোমাকে দেখিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

১। হ 'ততো ময়া পরিজ্ঞাতং তস্ত বৈশ্যং মহাত্মনঃ'। ২। হ 'স্পর্শিতা তদা'। ৩। হ 'চ তপো-ধনঃ'। ৪। হ 'গোতমায় হি'। ৫। হ 'দৃষ্টঃ'। ৬। হ 'গোতমেন'।

ততঃ ক্রুদ্ধেন তেনাসি শপ্তঃ পরমতেজসা ।

বিফলশ্চ কৃতো দেব মেঘাণ্ডোহভূঃ সুরেশ্বর ॥ ২৯ ॥

যস্মাতে ধর্মিতা পত্নী মম বাসব নির্ভয়াৎ ।

তস্মাত্ত্বং সমরে শত্রু শত্রুহন্তং গমিষ্যসি ॥ ৩০ ॥

অয়ং তু ভাবো দুর্ব্বুদ্ধে যন্তুয়েহ প্রবর্তিতঃ ।

তং মনুষ্যাদয়ো যেহপি তেহপি যাস্তন্ত্যসংশয়ম্ ॥ ৩১ ॥

তত্রাধর্ম্যঃ স্তবলবান্ যঃ সমুৎপৎস্ততে মহান্ ।

তত্রাধর্ম্যঃ তস্ত যঃ কর্তা তব চাধর্ম্যঃ ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

২৯। লো-টী। বিফলঃ বিগতাণ্ডকোষঃ।

৩০। লো-টী। ধর্মিতা নষ্টধর্ম্যা কৃত।

৩১। লো-টী। ভাবশ্চেষ্টা।

৩২। লো-টী। সমুৎপৎস্ততে উৎপৎস্ততে, তত্র ভাবে।

দেব সুরেশ্বর, অবশেষে মহাতেজাঃ গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়া তোমাকে অণ্ডকোষবিহীন করিলে তুমি [সেইস্থানে মেঘের অণ্ডকোষ সংযুক্ত করিয়া] মেঘাণ্ড হইলে ॥ ২৯ ॥

“হে বাসব, তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীর ধর্ম্য নষ্ট করিয়াছ, সুতরাং তুমি যুদ্ধে শত্রুহন্তগত হইবে ॥ ৩০ ॥

হে দুর্ব্বুদ্ধে, তুমি জগতে এই যে কদাচার প্রবর্তিত করিলে, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণও ইহা অবলম্বন করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

তাহাতে যে প্রবল অধর্ম্য উৎপন্ন হইবে, তাহার অধর্ম্যংশ সেই পাপাচারী ব্যক্তির এবং অধর্ম্যংশ তোমার হইবে ॥ ৩২ ॥

ন চৈতদচলং স্থানং ভবিষ্যতি পুরন্দর ।

এতেনাধর্মযোগেন যন্তুয়েহ প্রবর্তিতঃ ॥ ৩৩ ॥

ভবিষ্যতীম্মো যোহন্যোহপি ধ্রুবঃ স ন ভবিষ্যতি ।

এষ শাপো ময়া মুক্ত ইত্যসৌ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥

তাং তু ভার্য্যাং বিনির্ভৎস্ব' সোহব্রবীৎ স্নমহাতপাঃ

হুর্কিবনীতে ব্রজ ক্ষিপ্ৰং মমাপ্রমসমীপতঃ ॥ ৩৫ ॥

রূপযৌবনসম্পন্না যস্মাৎ ত্বমনবস্থিতা ।

তস্মাক্রপবতী ন ত্বমেকা লোকে ভবিষসি ॥ ৩৬ ॥

হুর্লভং তে রূপমিদং প্রজাস্বপি গমিষ্যতি ।

মামনাদৃত্য হুর্কবৃতে যদাপ্রিত্যাবমন্যসে ॥ ৩৭ ॥

৩৩। লো-টী। এতৎ ঐন্দ্রং স্থানং পদম্। যন্তুয়া অধর্মঃ প্রবর্তিতঃ এতেনাধর্মযোগেন বিশিষ্টো যদি অস্ত্রোহপি য ইন্দ্রো ভবিষ্যতি তদা স ধ্রুবঃ স্থিরো ন ভবিষ্যতি। 'ধ্রুব'মিতি পাঠে ধ্রুবং নিশ্চিতমেব ন ভবিষ্যতি মরিষ্যতীত্যর্থঃ।

৩৪। লো-টী। ময়া মুক্তঃ ময়া গৌতমেন, 'ইত্যসৌ'বিত্তি ব্রহ্মণ উক্তিঃ।

৩৬। লো-টী। অনবস্থিতা অনবস্থিতচিত্তা।

৩৭। লো-টী। যদাপ্রিত্য বজ্রমাপ্রিত্য মামনাদৃত্য অনাদরবিষয়ং জ্ঞাত্ব অবমন্যসে।

হে পুরন্দর, তুমি যে অধর্ম প্রবর্তিত করিলে, এই অধর্মের ফলে তোমার পদ (ইন্দ্রপদ) স্থায়ী থাকিবে না ॥ ৩৩ ॥

অন্ত যে কেহ ইন্দ্র হইবেন, তিনিও স্থির থাকিবেন না, এই শাপ আমি প্রদান করিলাম' এই কথা গৌতমমুনি বলিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

সেই স্নমহাতপাঃ গৌতম সেই ভার্য্যাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন—

“হুর্কিবনীতে, আমার আশ্রমের নিকট হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও ॥ ৩৫ ॥

তুমি রূপবতী এবং যৌবনবতী হইয়া যেহেতু অস্থিরচিত্তা হইয়াছ, অতএব জগতে আর তুমিই একমাত্র রূপবতী থাকিবে না ॥ ৩৬ ॥

হে হুর্লভে, তুমি যে রূপের গর্বে আমাকে আদর না করিয়া অবজ্ঞা

তদা প্রভৃতি ভূয়স্ত প্রজা রূপগুণাবিতাঃ ।

শাপোৎসর্গাক্রি তশ্চৈদং মুনৈঃ সর্বমুপাগতম্ ॥ ৩৮ ॥

প্রসাদয়ামাস চ সা মহর্ষিঃ গোতমং তদা ।

অজানন্তী ধর্মিতান্মি স্বজ্ঞপেণ দিবৌকসা ॥ ৩৯ ॥

ন কামকারাদ্বিপ্রর্ষে প্রসাদং কৰ্ত্তু মর্হসি ।

অহলয়া হ্রৈবমুক্তঃ প্রভূবাচ স গোতমঃ ॥ ৪০ ॥

উৎপৎস্বতে মহাতেজা ইক্ষুকুণাং মহারথঃ ।

লোকে 'রাম' ইতি খ্যাতো বনং চাপি গমিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্বিষ্মুর্মুজবিগ্রহঃ ।

তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে তদা পৃতা ভবিষ্যসি ॥ ৪২ ॥

৩৮। লো-টী। তদা প্রভৃতি তদবধি তব রূপগুণেন ভূয়স্তঃ প্রজা অবিতা তবিষ্যন্তীতার্থঃ। শাপোৎসর্গাৎ শাপত্যাগাৎ সর্বং প্রাপিমাভ্রম্ ইদং রূপম্ উপাগতং প্রাপ্তম্।

৩৯। লো-টী। স্বজ্ঞপেণ স্বস্মৃতিধারণেন।

৪০। লো-টী। কামকারাৎ ইচ্ছাতঃ।

৪১। লো-টী। বনং মনোয়বনং গমিষ্যতি আগমিষ্যতি।

করিয়াছ, তোমার এই তুল্লভ রূপ সমস্ত প্রজাতেই সংক্রমিত হইবে” ॥ ৩৮ ॥

তদবধি প্রজাগণ অধিকতর রূপগুণশালী হইয়াছে এবং গোতমমুনির শাপ দানের ফলেই সকলে এই ‘রূপ’ লাভ করিয়াছে ॥ ৩৯ ॥

তখন সেই ‘অহল্যা’ মহর্ষি গোতমকে [এই বলিয়া] প্রসন্ন করিতে লাগিলেন—“হে বিপ্রর্ষে, আমার অজ্ঞাতে ইন্দ্র আপনার রূপ ধারণ করিয়া আমাকে ধর্মণ করিয়াছে, আমার ইচ্ছানুসারে ইহা হয় নাই; সুতরাং আমার প্রতি প্রসন্ন হউন”, অহল্যার এই কথা শুনিয়া গোতম প্রভূস্বরে বলিলেন— ॥ ৩৯-৪০ ॥

মহারথ মহাতেজস্বী ‘রাম’ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়া মহাবাহু বিষ্ণু

১। হ ‘লোকস্ত’। ২। হ ‘সদ্ধিত্তভেদং’। ৩। হ ‘স তং প্রসাদয়ামাস’। ৪। হ ‘চাপূপবাগতি’।

৫। হ ‘শামুভ’।

স হি পাবয়িতুং শক্তন্তয়া যদুক্ষুতং কৃতম্ ।

সমেধ্যসি ময়া সার্কং তদা প্রভৃতি ভাবিনি ॥ ৪৩ ॥

এবমুক্তা স বিপ্রবিরাজগাম স্বমাশ্রমম্ ।

তপশ্চচার স্মহৎ সাপি তত্র ধৃতব্রতা ॥ ৪৪ ॥

তৎ স্মর ত্বং মহাবাহো যৎ ত্বয়া দুক্ষুতং কৃতম্ ।

যেন ত্বং গ্রহণং শত্রোর্গতো নাশ্চেন বাসব ॥ ৪৫ ॥

তচ্ছীত্রং যজ যজেন বৈষ্ণবেন সমাহিতঃ ।

ততস্ত্রিদিবমাগচ্ছ ধূতপাপো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৩। লো-টা। তদা প্রভৃতি ততঃ পরং ময়া সার্কং সমেধ্যসি সঙ্গতা ভবিষ্যসি ।

৪৫। লো-টা। যেন হৃদয়েন নাশ্চেন পাপেন ।

৪৬। লো-টা। অজিতেন্দ্রিয়োহপি ততো যস্মাৎ ধূতপাপা ।

মনুষ্যশরীর ধারণপূর্বক ইক্ষুকুবংশে উৎপন্ন হইবেন এবং [বিশ্বামিত্রের প্রয়োজনে] এই বনে আগমন করিবেন। ভদ্রে, যখন তুমি তাঁহার দর্শন পাইবে, তখন বিস্ময় হইবে ॥ ৪১-৪২ ॥

তুমি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছ, সেই পাপ হইতে বিমুক্ত করিতে কেবল তিনিই পারেন। সুন্দরি, তখন হইতে তুমি আমার সহিত মিলিত হইতে পারিবে ॥ ৪৩ ॥

এই কথা বলিয়া বিপ্রাষি নিজ আশ্রমে আগমন করিলেন এবং সেই অহল্যাও সেইস্থানে নিয়ম পালনপূর্বক তীব্র তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

হে মহাবাহো, তুমি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছিলে তাহা স্মরণ কর; হে বাসব, সেই দুষ্কর্ম্মের ফলেই তুমি শত্রুর হস্তগত হইয়াছিলে, অন্য কোন কারণে নয় ॥ ৪৫ ॥

অতএব সমাহিত চিন্তে শীত্র 'বিষ্ণুযজ্ঞে'র অনুষ্ঠান করিয়া তার পর নিষ্পাপ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বর্গে আগমন কর ॥ ৪৬ ॥

পুত্রশ্চ তব দেবেন্দ্র ন বিনষ্টো মহারণে ।

নীতশ্চ নিহিতশ্চৈব সার্থ্যকেণ মহোদধৌ ॥ ৪৭ ॥

এতচ্ছ্রদ্ধা মহেন্দ্রস্ত ইষ্টা যজ্ঞঃ স বীৰ্য্যবান্ ।

ততস্ত্রিদিবমাক্রামদেবাংশ্চায়াশিষৎ পুনঃ ॥ ৪৮ ॥

এতদ্ভিক্ষাজিতো রাম বলং যৎ কথিতং ময়া ।

নির্জিজ্ঞাতস্তেন দেবেন্দ্রঃ প্রাণিনোহন্যে তু কিং পুনঃ ॥ ৪৯ ॥

আশ্চর্য্যমিতি তদ্রামো লক্ষণশ্চাত্রবীৎ তদা ।

অগস্ত্যবচনং শ্রুত্বা বানরা রাক্ষসাস্তথা ॥ ৫০ ॥

৪৭। লো-টী। নিহিতস্তত্রৈব স্থাপিতঃ 'সোহর্থ্যকেণ' ইতি সন্ধিরাধঃ ।

[লো-টী।] স পুত্রো লোককণ্টকঃ ।

৫০। লো-টী। বানরা রাক্ষসাস্চাত্রবান্ ।

হে দেবেন্দ্র, তোমার পুত্র 'জয়ন্ত' মহাসমরে নিরুদ্ভিষ্ট হয় নাই, তাহার মাতামহ পুলোমা তাহাকে লইয়া সমুদ্রমধ্যে রাখিয়াছে ॥ ৪৭ ॥

সেই পরাক্রমশালী মহেন্দ্র এই কথা শুনিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন এবং স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় দেবগণকে শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

হে রাম, আমি তোমার নিকট ইন্দ্রজিতের বলবীৰ্য্যের কথা বলিলাম, সেই ইন্দ্রজিতের নিকট স্বয়ং দেবেন্দ্রই পরাজিত হইয়াছিলেন, অন্য প্রাণিগণের ত' কথাই নাই ॥ ৪৯ ॥

তখন রাম, লক্ষণ এবং বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই অগস্ত্যের কথা শুনিয়া বলিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য ॥ ৫০ ॥

১। ক 'আর্থ্যকেণ'। ২। ছ 'পুন-'। ৩। ছ '-দেবানামভবৎ শ্রুত্বঃ'। ৪। ছ 'কীর্জিতং'।

৫। অন্তঃ পরম্ ছ 'এবং রামসমুদ্ভূতো রাবণো লোককণ্টকঃ'। সপুত্রো বেন সংগ্রামে জিতঃ শত্রুঃ স্বরেশ্বরঃ । ইত্যধিকম্ ।

বিভীষণস্ত রামস্ত পার্শ্বস্থে বাক্যমব্রবীৎ ।

আশ্চর্য্যং শ্রাবিতোহস্ম্যদ্ব যৎ তদ্বৃত্তং পুরাতনম্ ॥ ৫১ ॥

রামস্তাপৃচ্ছমানং তু কুন্তযোনিং মহামুনিম্ ।

প্রাজ্ঞলির্বিবনয়োপেত ইদমাহ বচোহর্থবৎ ॥ ৫২ ॥

এতয়োরভুলং বীর্য্যং রাবণে রাবণস্ত চ ।

ন ত্বেতৌ হনুমদ্বীর্য্যে সমাবিতি মতিশ্মম ॥ ৫৩ ॥

শৌর্য্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্য্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্ ।

বিক্রমশ্চ প্রতাপশ্চ হনুমতি কৃতালয়াঃ ॥ ৫৪ ॥

৫১। লো-টী। শ্রুতং পুরাণাদৌ শ্রাবিতং বা ।

৫২। লো-টী। আপৃচ্ছমানং আশ্রমং গন্তং নিমগ্নরিতুম্ ।

৫৪। লো-টী। প্রাজ্ঞতা বুদ্ধিঃ নয়সাধনং নয়ো নীতিঃ সাধনং শীঘ্রগতিঃ । ‘সাধনং মৃতসংস্কারে সৈন্যে সিকৌ বধে গতা’বিত্তি কোষঃ ।

রামের পার্শ্বে অবস্থিত বিভীষণও বলিলেন যে, অত্বে যে পুরাতন কাহিনী শুনিলাম, তাহা অতি আশ্চর্য্য ॥ ৫১ ॥

মহামুনি অগস্ত্য বিদায় প্রার্থনা করিলে রাম বিনীত হইয়া করযোড়ে তাঁহাকে অর্থযুক্ত এই কথা বলিলেন— ॥ ৫২ ॥

রাবণ এবং রাবণপুত্র মেঘনাদ ইহাদের উভয়ের সামর্থ্য অতুলনীয় ; কিন্তু আমার মনে হয়, ইহারা বলে হনুমানের সমান নয় ॥ ৫৩ ॥

শৌর্য্য, ধৈর্য্য, বল, ক্ষিপ্ৰকারিতা, প্রাজ্ঞতা, নীতি, শীঘ্রগতি, বিক্রম এবং প্রতাপ সমস্তই হনুমানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫৪ ॥

১। হ ‘শ্রাবিতোহ-’। ২। অতঃ পরম্ হ ‘যথাপ্তোহিত্রবীজামমতৎ সর্বং শ্রুতং মহা। দৃষ্টঃ সভাজিতশ্যাপ রাম বাস্যামহে বয়ম্ ।’ ইত্যধিকম্ । ৩। হ ‘তং’। ৪। হ ‘-সাহায্যবচঃ’। ৫। হ ‘বীর্য্য’। ৬। হ ‘প্রতাপশ্চ’।

সাগরং বাক্য সৌদম্ভ্যৈঃ পূরৈষ কপিবাহিনীম্ ।
 সমান্ব্যস্ত মহাবাহুর্ঘোজনানাং শতং প্লুতঃ ॥ ৫৫ ॥
 ধর্ম্ময়িত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণাস্তঃপুরং তথা ।
 দৃষ্টা সংভাষিতা চাপি সীতা প্রান্বাসিতা তথা ॥ ৫৬ ॥
 সেনাগ্রগা মজ্জিতহতাঃ কিঙ্করা রাবণাত্মজাঃ ।
 এতে হুম্মতা তত্র একেনৈব নিসূদিতাঃ ॥ ৫৭ ॥
 ভূয়ো বদ্ধবিমুক্তেন সংভাষ্য চ দশাননম্ ।
 লঙ্কা ভস্মীকৃতানেন লাজ্জলশ্চেন বহিনা ॥ ৫৮ ॥
 ন কালস্ত ন শত্রুস্ত ন বিষ্ণোর্বিন্দদস্ত চ ।
 শ্রায়ন্তে তানি কৰ্ম্মাণি যানি যুদ্ধে হুম্মতঃ ॥ ৫৯ ॥

৫৬। লো-টী। ধর্ম্ময়িত্বা অশোকবনিকাত্ত্বেন অপহৃত্য।

৫৭। লো-টী। রাবণাত্মজা ইতি। যজ্ঞপি এক এব রাবণাত্মজোহকে। হতস্তথাপি তত্র শোধাদিক্যাবহমুক্তম্।

পূর্বে এই মহাবাহু হুম্মান্ সমুদ্র দর্শনে অবসন্ন বানরসৈন্যদিগকে আশ্বস্ত করিয়া লাফ দিয়া শতযোজন [সমুদ্র] অতিক্রম করিয়াছিল ॥ ৫৫ ॥

এবং লঙ্কাপুরী নিগৃহীত করিয়া রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতাকে দেখিয়া সন্তোষপূর্বক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

সেনাপতিগণ, মজ্জিতনয়গণ, ভূত্যগণ এবং রাবণপুত্রকে হুম্মান্ একাকীই সেখানে নিহত করিয়াছিল ॥ ৫৭ ॥

পুনরায় হুম্মান্ ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া রাবণের সহিত সন্তোষ-পূর্বক লাজ্জলশ্চ অগ্নিদ্বারা লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিয়াছিল ॥ ৫৮ ॥

যুদ্ধে হুম্মান্ যাহা যাহা করিয়াছে, যম, ইন্দ্র, বিষ্ণু বা কুবেরেরও তাদৃশ কার্যের কথা শোনা যায় না ॥ ৫৯ ॥

১। হ 'প্রেক্ষ'। ২। হ 'দৃষ্টেব হরি'। ৩। হ 'জায'। ৪। হ '-কোর্জনদস্ত চ'। ৫। হ 'যুদ্ধে

এতশ্চ বাহুবীৰ্য্যেণ লক্ষ্মা সীতা চ লক্ষ্মণঃ ।

প্রাপ্তা ময়া জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বান্ধবাঃ ॥ ৬০ ॥

হনুমান্ যদি ন স্মাচ্চ বানরাধিপতেঃ সখা ।

প্রব্রুতিমপি কো বেত্তুং জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

তদেবং বলযুক্তেন স্ত্রীবিপ্রিয়কাম্যয়া ।

বালী বৈরে সমুৎপন্নো ন দন্ধস্তৃণবৎ কথম্ ॥ ৬২ ॥

নহি বিজ্ঞাতবান্ মন্যে হনুমানাত্মনো বলম্ ।

ক্ষান্তবান্ যৎ প্রিয়ং প্রাণৈঃ ক্লিষ্টস্তং বানরাধিপম্ ॥ ৬৩ ॥

এতস্মৈ ভগবন্ সৰ্ব্বং চরিতং বৈ হনুমতঃ ।

বিস্তরেণ যথাতত্ত্বং কথয়ামরপূজিত ॥ ৬৪ ॥

৬১। লো-টা। প্রব্রুতিং বার্ত্তাম্ ।

৬২। লো-টা। বৈরে সমুৎপন্নো ভ্রাত্ত্বোর্বৈরভাবে জাতে সতি স্ত্রীবিপ্রিয়কাম্যয়া স্ত্রীবি-
রাজ্যেচ্ছয়া কথং ন দন্ধঃ । ‘বৈরে সমুৎপন্ন’ ইতি প্রথমান্তপাঠঃ কচিং ।

৬৩। লো-টা। যৎ যস্মাৎ প্রিয়ং সখ্যং স্ত্রীবিং প্রাণৈর্বলৈঃ ক্লিষ্টস্তং পীড়য়ন্তং
বানরাধিপং বালিনং ক্ষান্তবান্ । ‘প্রাণো বালে বলে বাতে পূর্ণে পুংভূমি চাম্ব’ ইতি ভূরিং ।

ইহার বাহুবল-প্রভাবে আমি জয়লাভ করিয়াছি,—রাজ্য, মিত্র, বান্ধব,
লক্ষ্মণ এবং সীতাকে পাইয়াছি এবং লক্ষ্মা আমার বশীভূত হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

বানরাধিপতির সখা হনুমান্ যদি না থাকিত, তাহা হইলে জানকীর সংবাদ
অবগত হইতেও কেহ সমর্থ হইত না ॥ ৬১ ॥

যখন বালীর সহিত স্ত্রীবিবের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন এতাদৃশ
বলবান্ হনুমান্ স্ত্রীবিবের প্রিয়কামনায় বালীকে তুণের আয় দন্ধ করিল না
কেন ? ॥ ৬২ ॥

আমার মনে হয়, হনুমান্ স্বীয় বলের বিষয় অবগত ছিল না, সেইজন্যই
বলপূর্ব্বক প্রিয় স্ত্রীবিবের পীড়নকারী বানররাজ বালীকে ক্ষমা করিয়াছিল ॥ ৬৩ ॥

হে দেবপূজিত ভগবন্, হনুমানের এই সমস্ত চরিত্রের বিষয় আপনি আমার

রাঘবশ্চ বচঃ শ্রদ্ধা হেতুযুক্তমুষিস্তদা ।

হনুমতঃ সমক্ষং তং রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫ ॥

সত্যমেতদ্রঘুশ্রেষ্ঠ যদ্ব বীষি হনুমতঃ ।

ন বলে বিদ্বতে তুল্যো ন মৰ্ত্তো ন গৰ্ত্তো তথা ॥ ৬৬ ॥

অমোঘশাপৈঃ শাপস্ত দত্তোহস্মি মুনিভিঃ পুরা ।

ন জ্ঞাতবানয়ং যেন বলবান্ বলমান্ননঃ ॥ ৬৭ ॥

বাল্যেহ্যপ্যনেন যৎ কৰ্ম্ম কৃতং রাম মহাত্মনা ।

তন্ম বর্ণয়িতুং শাক্যমশ্রদ্ধেয়ং পৃথগ্জ্ঞৈঃ ॥ ৬৮ ॥

যদি তেহত্রাস্ত্যভিপ্রায়স্তচ্ছ্রীতুং রঘুনন্দন ।

ততঃ সমাধায় মনো নিশাময় মমানঘ ॥ ৬৯ ॥

৬৭। লো-টা। সৎ বর্ত্তমানম্ আত্মনো বলং যেন শাপেন। ‘বলীয়ান্ বলমান্নন’ ইতি বা পাঠঃ। ‘বালী চ মহতো বলী’তি পাঠে অয়ং বালী চ যেন শাপেন আত্মনো বলং ন জ্ঞাত-
বানিত্যর্থঃ।

৬৮। লো-টা। পৃথগ্জ্ঞৈঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞৈঃ।

৬৯। লো-টা। অত্র অস্মিন্ সময়ে ‘যদিতে চাস্ত্যভী’তি বা পাঠঃ। নিশাময় শৃণু
পদমার্ষম্। ‘মমানঘ’ ‘বদাম্যহ’মিতি বা পাঠঃ।

নিকট বিস্তারপূর্বক যথার্থরূপে বর্ণন করুন ॥ ৬৪ ॥

তখন অগস্ত্য মুনি রামচন্দ্রের হেতুসম্বন্ধিত কথা শুনিয়া হনুমানের সমক্ষেই তাঁহাকে বলিলেন— ॥ ৬৫ ॥

রঘুশ্রেষ্ঠ, আপনি হনুমানের বিষয়ে যাহা বলিলেন তাহা সত্য; বল, গতি, বা বুদ্ধিবিষয়ে হনুমানের তুল্য কেহ নাই ॥ ৬৬ ॥

রাম, যাহাদের শাপ কখনও ব্যর্থ হয় না, সেই মুনিগণ পূর্বে ইহাঁকে শাপ দিয়াছিলেন, সেই শাপপ্রভাবে এই হনুমান্ বলবান্ হইয়াও নিজের শক্তির পরিমাণ জানিতেন না ॥ ৬৭ ॥

এই মহাত্মা হনুমান্ বাল্যকালে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়; সাধারণ লোকের তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইবে না ॥ ৬৮ ॥

হে অনঘ, হে রঘুনন্দন, যদি আপনার শুনিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে,

১। হ ‘ভ্রাতৃধক’। ২। হ ‘বাক্যম্’নিভিঃ শাপো দত্তো হনুমতঃ’। ৩। হ ‘বলী শবল’।
৪। হ ‘ন তদ্বর্ণয়িতুং’। ৫। হ ‘মতিঃ’। ৬। হ ‘বদাম্যহ’।

অস্তি রত্নময়ঃ শ্রীমান্ হুমেরুর্নাম পর্বতঃ ।

তত্রাস্ত কেশরী নাম পিতা রাজ্যং প্রশাস্তি বৈ ॥ ৭০ ॥

তস্ত ভার্য্যা বভূবেষ্ঠা হৃঞ্জনেতি পরিশ্রুতা ।

জনয়ামাস তস্তাং চ পবনঃ স্ততমুত্তমম্ ॥ ৭১ ॥

শালিশূকচয়াভং চ প্রসূয়েমং তদাঙ্গনা ।

ফলান্মাহৰ্ত্তু কামা সা নিজ্রাস্তা গহনে বরা ॥ ৭২ ॥

এষ মাতুর্বিয়োগাচ্চ স্কুধয়া চ তৃষাদিতঃ ।

রুরাব শিশুরত্যর্থং গিরৌ করভরাড়িব ॥ ৭৩ ॥

তদোচ্চস্তং বিবস্বস্তং জবাপুষ্পোৎকরোপমম্ ।

দদর্শ ফললোভাচ্চ প্রোৎপপাত রবিং প্রতি ॥ ৭৪ ॥

৭২ । লো-টী । শালিশূকচয়ঃ ধাত্তশূকসমূহঃ, তদ্বদাভা যত্র তম্ ।

৭৩ । লো-টী । বিয়োগাদ্ বিচ্ছেদাৎ ।

৭৪ । লো-টী । জবাপুষ্পোৎকরগ্রভং জবাকৃৎসমসমূহতুল্যম্ ।

তাহা হইলে সমাহিতচিত্তে আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥ ৬৯ ॥

সুমেরু নামে সৌন্দর্য্যশালী রত্নময় এক পর্বত আছে, সেখানে ইহার পিতা ‘কেশরী’ রাজ্য শাসন করিতেছেন ॥ ৭০ ॥

অঙ্গনানায়ী সুবিখ্যাতা তাঁহার প্রিয়তমা এক পত্নী ছিল, বায়ু তাহার গর্ভে এক উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৭১ ॥

বরাজনা অঙ্গনা ধাত্তাগ্র (ধাত্তের কাঁটা বা শুলা) সমূহের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এই শিশুকে (হনুমানকে) প্রসব করিয়া তখনই ফল সংগ্রহের অভিলাষে বনমধ্যে প্রবেশ করে ॥ ৭২ ॥

এই শিশু মাতাকে না দেখিয়া এবং স্কুধাতৃকায় অতিশয় কাতর হইয়া পর্বতে হস্তিশাবকের দ্বায় অতিশয় শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

তৎকালে ইনি জবাপুষ্পসমূহের দ্বায় লোহিতবর্ণ উদীয়মান সূর্য্যকে দেখিয়া

১। হ ‘পূর্ণঃ দত্তবঃ কপ্তি’। ২। হ ‘-রিন’। ৩। হ ‘অঙ্গনেতি’। ৪। হ ‘বিনিজ্রাস্তা তদা বনম্’। ৫। হ ‘কুশা-’। ৬। হ ‘করোদ’। ৭। হ ‘শরভ-’। ৮। হ ‘ভজো’।

বালার্কীভিমুখো বালো বালার্ক ইব মূর্তিমান্ ।

এহীতুকামো বালার্কং পুপ্পুবেহস্মরমাস্থিতঃ ॥ ৭৫ ॥

এতস্মিন্ প্রবমানে তু শিশুভাবান্ননুমতি ।

দেবদানবসিদ্ধানাং বিস্ময়ঃ স্মমহানভূৎ ॥ ৭৬ ॥

নহেবং বেগবান্ বায়ুর্ন গরুত্মান্ মনোহথবা ।

যথায়ং বায়ুপুত্রো বৈ ক্রামত্যাস্মরমধ্যগঃ ॥ ৭৭ ॥

অয়ং তাবচ্ছিণোরস্ত ঈদৃশো হি পরাক্রমঃ ।

যৌবনে বলমাংসাত কৌদৃশোহস্ত ভবিষ্যতি ॥ ৭৮ ॥

তং চানু পুপ্পুবে বায়ুঃ প্রবমানং তদাত্মজম্ ।

সূর্যাদাহাদরক্ষচ্চ তুষ্ণারচয়শীতলঃ ॥ ৭৯ ॥

৭৬। লো-টী। বিস্ময় আশ্চর্য্যবুদ্ধিঃ।

৭৮। লো-টী। অয়ং পরাক্রমঃ ঈদৃশ এবমিধঃ অস্ত স্থিতস্ত।

৭৯। লো-টী। ‘সূর্যাদাহাদরক্ষচেতি পাঠঃ। কচিচ্চ ‘সূর্যাদাহতয়াত্রক্ষস্মি’তি।

ফল লোভে সূর্য্যের অভিমুখে লক্ষ্যপ্রদান করিলেন ॥ ৭৪ ॥

মূর্তিমান্ বালসূর্য্যের আয় শিশু হনুমান্ তরুণ সূর্য্যকে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়া আকাশমার্গে সেই তরুণ দিবাকরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

এই হনুমান্ বালভাব বশতঃ ধবমান হইলে দেবতা, দানব এবং সিদ্ধগণের অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল—॥ ৭৬ ॥

[তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—]“আকাশমধ্যগামী এই বায়ুপুত্র যেরূপ বেগে গমন করিতেছে, বায়ু, গরুড়, বা মন এরূপ বেগশালী নহ” ॥ ৭৭ ॥

শৈশবেই ইহার এইরূপ পরাক্রম, যৌবনকালে বলপ্রাপ্ত হইলে ইহার কিরূপ পরাক্রম হইবে! ॥ ৭৮ ॥

বায়ু তুষ্ণাররাশির আয় শীতল হইয়া সূর্য্যের দাহ হইতে স্বীয় ঔরসজাত ধাবমান পুত্রকে রক্ষা করত তাহার পশ্চাদমুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥

১। হ ‘ততো এহীতুঃ’। ২। হ ‘-মাতৃগঃ’। ৩। হ ‘বামনোহথবা’। ৪। হ ‘ক্রমতা-’। ৫। হ ‘যদি’। ৬। হ ‘-শোহিতঃ’। ৭। হ ‘-হাত রক্ষন্ বৈ’। ৮। হ ‘-কণ-’।

বহুযোজনসাহস্রং প্রক্ৰান্তোহ্মং তদাম্বরম্ ।
 পিতুর্বলাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাস্করেণাভিরক্ষিতঃ ॥ ৮০ ॥
 শিশুরেষ হৃদোষজ ইতি মত্বা বিরোচনঃ ।
 কার্য্যং চাত্র সমায়ত্তমিত্যেবং ন দদাহ সঃ ॥ ৮১ ॥
 যমেব দিবসং হেম গ্রহীতুং ভাস্করং প্লুতঃ ।
 তমেব দিবসং রাহুশ্চকার গ্রহণে মতিম্ ॥ ৮২ ॥
 অনেন তু পরামৃষ্টে রাম সূর্য্যরথেহধ্বনি ।
 অপক্রান্তস্তত্তস্তো রাহুশ্চন্দ্রার্কমর্দনঃ ॥ ৮৩ ॥
 অথ দৃষ্ট্ৱা হনুমন্তং জিম্বাক্ষন্তং তু ভাস্করম্ ।
 অত্রবীৎ সত্তরং গত্বা রাহুঃ শক্রমিদং বচঃ ॥ ৮৪ ॥

৮১। লো-টী। কাথ্যং সীতাষ্বেষণাদিকং সমায়ত্তমেতদধীনম্ ।

৮২। লো-টী। যমেব দিবসং প্রাপ্যোতি শেষঃ । যথা যং যন্মিমেব দিবসে ।

৮৩। লো-টী। পরামৃষ্টে পরিস্পৃষ্টে সূর্য্যরথে সতি রাহুরপক্রান্তঃ পলায়িতঃ । ক
 পরিস্পৃষ্টে ? ধুরি যানযথে, 'সূর্য্যরথেহধ্বনৌ'তি পাঠে সূর্য্যগমনবত্স্বানি ।

এই হনুমান্ তখন পিতার শক্তিপ্রভাবে আকাশপথে বহুসহস্র যোজন
 অতিক্রম করিলে সূর্য্যাদেব 'বালক' বলিয়া ইহাকে রক্ষা করিলেন ॥ ৮০ ॥

'এ শিশু, দোষ [-গুণ] সম্পর্কে ইহার কোন জ্ঞান নাই, বিশেষতঃ
 সীতাষ্বেষণাদি কার্য্য সর্ব্বতোভাবে ইহার আয়ত্ত', এই মনে করিয়াই সূর্য্য ইহাকে
 দক্ষ করিলেন না ॥ ৮১ ॥

এই হনুমান্ যেদিন ভাস্করকে ধরিবার জন্ত উর্দ্ধে গমন করিয়াছিলেন,
 সেইদিনই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ॥ ৮২ ॥

হে রাম, এই হনুমান্ পৃথিমধ্যে সূর্য্যাদেবের রথ স্পর্শ করিলে চন্দ্র-সূর্য্য-
 বিমর্দনকারী রাহু ভীত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করে ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর রাহু হনুমান্কে সূর্য্যাদেবকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া দ্রুত গমন

১। হ 'নভস্তল'। ২। হ 'বেগাজ'। ৩। হ '-ণ সমাগতঃ'। ৪। হ '-বোহপ্যারোবজ'।
 ৫। হ 'দিসেবজ'। ৬। হ 'রান'। ৭। হ 'ধুরি'।

বুভুক্ষাপনয়ং দত্তা চন্দ্রাকৌ মম বাসব ।

কিমিদং যৎ ত্বয়া দত্তো বরোহিষ্ঠ্যশ্চৈ স্তরেশ্বর ॥ ৮৫ ॥

অদ্যাহং পর্বকালে তু জিহ্বক্ষুঃ সূর্য্যমাশ্রিতঃ ।

দৃষ্ট্বা গৃহীতমশ্বেন তমহং ত্বামুপাগমম্ ॥ ৮৬ ॥

স রাহোর্বচনং শ্রুত্বা বাসবঃ সংভ্রমাশ্রিতঃ ।

উৎপপাতাসনং হিত্বা পরাক্র্যাস্তরণাশ্রিতম্ ॥ ৮৭ ॥

ততঃ কৈলাসকূটাভং চতুর্দন্তং মদশ্রবম্ ।

শৃঙ্গারধারিণং প্রাংশুং স্বর্ণঘণ্টাট্টহাসিনম্ ॥ ৮৮ ॥

ইন্দ্রঃ করীন্দমারুহ্য রাহুং কৃত্বা পুরঃসরম্ ।

প্রায়াদ্ যত্রাভবৎ সূর্য্যঃ সহানেন হনুমতা ॥ ৮৯ ॥

৮৫ । লো-টী । ক্ষুধাবিনয়ঃ ক্ষুধানিবর্তকং, তৎ কিং ? চন্দ্রাকৌবিত্তি সামান্যবিশেষভাবেনাশ্রয়ঃ । 'দত্তা'বিত্তি কচিং পাঠঃ ।

৮৭ । লো-টী । সংভ্রমঃ সাধ্বণং তেনাশ্রিতঃ, পরাক্র্যামমূলাং বদাস্তরণং তেনাশ্রিতম্ ।

৮৮ । লো-টী । স্বর্ণঘণ্টায়া অট্টহাসো বর্ততে যস্মিন্ তম্ ।

করত ইন্দ্রকে এই কথা বলিল— ৮৪ ॥

দেবরাজ বাসব, আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য চন্দ্র এবং সূর্য্যকে আমায় দান করিয়া আপনি যে অপরকে [তাহা] বর প্রদান করিয়াছেন, ইহা কিরূপ ব্যবহার ? ॥ ৮৫ ॥

পর্বকাল উপস্থিত হওয়ায় অত [সূর্য্যকে] গ্রহণ করিবার অভিলাষে আমি সূর্য্যসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে অশ্রুকর্তৃক গৃহীত দেখিয়া আপনার নিকট আসিলাম ॥ ৮৬ ॥

ইন্দ্র রাহুর কথা শুনিয়া স্বরাশ্রিত হইয়া বহুমূল্য আস্তরণযুক্ত সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ৮৭ ॥

পরে ইন্দ্র কৈলাসশিখরতুলা, চতুর্দন্ত, মদশ্রাবী, শৃঙ্গারবেশধারী (শৃঙ্গার অর্থাৎ হস্তীর সিন্দূরাদিকৃত বেশভূষা) স্বর্ণঘণ্টার শব্দরূপ অট্টহাসকারী অভ্যাস্ত

১। হ 'ক্ষুধাবিনয়ঃ দত্তো' । ২। হ '-তঃ' । ৩। হ 'মহামদম্' । ৪। হ 'বট্পদৈঃবিতং' ।

৫। হ '-ঘণ্টো মহাশব্দম্' । ৬। হ 'প্রায়াদ্ যত্রা' ।

অথাতিরভসেনাগাদ্রাহুরুংস্বজ্য বাসবম্ ।

অনেন চ স বৈ দৃষ্টো হৃদ্যবৎ শৈলকূটবৎ ॥ ৯০ ॥

ততঃ সূর্য্যং সমুৎস্বজ্য রাহুং ফলমুপেত্য চ ।

উৎপপাত পুনর্বোম গ্রহীতুং সিংহিকাস্তম্ ॥ ৯১ ॥

উৎস্বজ্যার্কমিমং রাম আধাবস্তং প্লবঙ্গমম্ ।

দৃষ্ট্ৱা রাহুঃ পরাবৃত্তো মুখশেষঃ পরাঙ্মুখঃ ॥ ৯২ ॥

ইন্দ্রমাশংসমানস্ত ত্রাতারং সিংহিকাস্ততঃ ।

ইন্দ্র ইন্দ্রেতি স ত্রাসাদ্বিচুক্রোশ মুহম্মুহঃ ॥ ৯৩ ॥

৯০। লো-টী। অতিরভসাং অতিবেগাৎ, অনেন হনুতা স রাহুঃ, দৃষ্ট্ৱা চ শৈলকূটবৎ
অধাবদিত্যর্থঃ। শৈলকূটঃ শৈলরাশিরিব।

৯১। লো-টী। অবোতা জ্ঞাত্বা।

৯২-৯৩। লো-টী। মুখশেষঃ মুখস্ত শুদ্ধতা যন্ত সঃ, পরাঙ্মুখঃ সন্ ইন্দ্রং পরাবৃত্তা
প্রাপ্য ত্রাতারং রক্ষিতারং সমাশংসৎ নিবেদয়ামাস।

গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবতে আরোহণ করত রাহুকে অশ্রে করিয়া যেখানে সূর্য্য এই
হনুমানের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন তথায় গমন করিলেন ॥ ৮৮-৮৯ ॥

রাহু ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় বেগে আগমন করিল এবং সে
হনুমানকর্তৃক দৃষ্ট হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ধাবিত হইল ॥ ৯০ ॥

পরে রাহুকে একটা ফল মনে করিয়া সূর্য্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রাহুকে
ধরিবার ইচ্ছায় হনুমান পুনরায় আকাশে উৎপতিত হইলেন ॥ ৯১ ॥

হে রাম, এই বানর সূর্য্যকে ছাড়িয়া ধানিত হইলে মুখমাত্রাবশিষ্ট রাহু
ইহাকে দেখিয়া পরাঙ্মুখ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল ॥ ৯২ ॥

রাহু পরিত্রাতা বাসবকে বলিবার (অর্থাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হইবার)
ইচ্ছায় ভয়ে পুনঃ পুনঃ 'ইন্দ্র ইন্দ্র' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল ॥ ৯৩ ॥

১। হ 'রভসাং প্রায়া-'। ২। হ '-মবেক্ষা চ'। ৩। হ 'ততো বোম'। ৪। হ 'প্রাধ-'।

৫। হ '-মেব স মা গজবৎ'। ৬। হ 'ইন্দ্রেতি চ সজ্ঞা-'।

ততো বিক্ৰোশতন্তস্য প্রাগেবালক্য তং স্বরম্ ।

মা ভৈরিতি তমাহেন্দ্রোহপ্যাহমেনং নিষূদয়ে ॥ ৯৪ ॥

ঐরাবতং ততো দৃষ্ট্বা মহাস্তমিদমেব হি ।

ফলমিত্যভিবিজ্ঞায় তং প্রতুদ্ভাব মারুতিঃ ॥ ৯৫ ॥

তদস্য ধাবতো রূপমৈরাবতজিঘৃক্ষয়া ।

মুহূৰ্ত্তমভবদ্ ঘোরং কালাগ্নিরিষ রাঘব ॥ ৯৬ ॥

এবমাধাবমানস্ত নাতিক্রুদ্ধঃ শচীপতিঃ ।

হস্তশ্চেন প্রমুক্তেন কুলিশেনাভ্যতাড়য়ৎ ॥ ৯৭ ॥

ততো গিরৌ পপাঠৈষ শক্রবজ্জাভিতাড়িতঃ ।

কুলিশেন চ তেনাস্য বামো হনুরভজ্যত ॥ ৯৮ ॥

৯৪ । লো-টী । প্রাগেব নিবেদনাৎ পূৰ্ব্বমেব তং স্বরং শব্দম্ ।

৯৭ । লো-টী । নাতিক্রুদ্ধঃ অলক্ষ্যঃ, যদা ন উপমাৰ্থঃ, অতিক্রুদ্ধ ইব প্রমুক্তেন ত্যক্তেন 'প্রমুক্তেন'তি পাঠে স এবার্থঃ ।

অনন্তর সেই চীৎকাররত রাহুর বলিবার পূৰ্বেই তাহার [কাতর] স্বর শুনিয়া ইন্দ্র 'ভয় নাই, আমি ইহাকে বধ করিতেছি' এই কথা তাহাকে বলিলেন—॥ ৯৪ ॥

পরে বায়ু-তনয় হনুমান্ মহাকায় ঐরাবতকে দেখিয়া 'ইহাই ফল' এইরূপ মনে করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৯৫ ॥

রামচন্দ্র, হনুমান্ ঐরাবতকে ধরিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলে মুহূৰ্ত্ত মধ্যে ইহার রূপ কালাগ্নির স্থায় ভয়ঙ্কর হইল ॥ ৯৬ ॥

ইন্দ্র ['বালক' বলিয়া] অতি ক্রুদ্ধ না হইয়াই এইরূপে ধাবমান হনুমানকে হস্তস্থিত বজ্র নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করিলেন ॥ ৯৭ ॥

ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে তাড়িত হইয়া এই হনুমান্ পৰ্ব্বতোপরি পতিত হইলেন এবং সেই বজ্রপ্রহারে ইহার বাম হস্ত (চোয়াল) ভগ্ন হইল ॥ ৯৮ ॥

১। হ 'ববৎ' । ২। হ 'ঐরাবৎ' । ৩। হ '-বতন্তস্য প্রতি-' । ৪। হ 'নাতিক্রোধশব্দ-' ।

তস্মিংশ্চ পতিতে বালে বজ্রতাড়নবিহ্বলে ।

চুক্রোধেন্দ্রায় পবনঃ প্রজানামশিষায় সঃ ॥ ৯৯ ॥

প্রবাতং স্বং চ সংহত্য প্রজাস্তুর্গতং প্রভুঃ ।

রুরোধ সর্বভূতানি ন প্রাবাতং স তদানিলঃ ॥ ১০০ ॥

বায়োঃ প্রকোপাদ্ভুতানি নিরুচ্ছাসানি সর্বশঃ ।

সন্ধিভিচ্চাপ্যসংনম্যৈঃ কাষ্ঠভূতানি জজ্ঞিরে ॥ ১০১ ॥

নিঃস্বধং নির্বষট্কারং নিষ্ক্রিয়ং ধর্মবর্জিতম্ ।

বায়ুপ্রকোপাৎ ত্রৈলোক্যং নিরয়স্থমিবাভবৎ ॥ ১০২ ॥

ততঃ প্রজাঃ সগন্ধর্বাঃ স-দেবাস্ত্রমানুষাঃ ।

কৃচ্ছাৎ প্রজাপতিং গম্বা প্রোচুরার্ভা ইদং বচঃ ॥ ১০৩ ॥

৯৯। লো-টী। ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থম্, অশিষায় অশিষং কর্তৃম্।

১০০। লো-টী। রুরোধ নিষ্ক্রিয়াণি চকার।

১০১। লো-টী। অসংনম্যৈঃ নময়িতুমশক্যৈঃ।

বজ্রপ্রহারে আকুল হইয়া সেই শিশু হনুমান্ পতিত হইলে পবনদেব
ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহা প্রজাদিগের অমঙ্গলের কারণ হইল ॥ ৯৯ ॥

প্রভু পবনদেব সমস্ত প্রজার অন্তর্গত স্বীয় বায়ু সংহরণ করিয়া প্রাণীদিগকে
নিষ্ক্রিয় করিলেন এবং তখন আর প্রবাহিত হইলেন না ॥ ১০০ ॥

বায়ুর প্রকোপ বশতঃ প্রাণীদিগের সর্বতোভাবে শ্বাস রুদ্ধ হইল এবং
সন্ধিসকল অবনত করিতে না পারায় তাহারা কাষ্ঠবৎ হইয়া রহিল ॥ ১০১ ॥

বায়ুর প্রকোপ বশতঃ শ্রাক, যজ্ঞ এবং স্নান-দানাদি ক্রিয়াবিহীন হওয়ায়
ধর্মবর্জিত হইয়া ত্রিভুবন যেন নরকে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১০২ ॥

অবশেষে দেবতা, গন্ধর্ব এবং মনুষ্য প্রভৃতি প্রজাগণ কাতর হইয়া অতিকষ্টে

১। হ 'চুক্রোধেন্দ্রা'। ২। হ 'পবন'। ৩। হ '-অশিষায় চ'। ৪। হ 'প্রচারং'। ৫। হ 'প্রবতি'। ৬। হ '-নাম্যৈঃ'। ৭। হ 'নিঃস্বাধ্যায়বষট্'।

হুয়া স্ম ভগবন্ সৃষ্টাঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বাশ্চতুৰ্বিধাঃ ।

হুয়া চ দত্তঃ সোহস্মাকমায়ুযাং পবনঃ পতিঃ ॥ ১০৪ ॥

সোহস্মৎপ্রাণেশ্বরো ভূহ্মা কস্মাদপ্যচ্চ সত্তম ।

রুরোধ দুঃখং জনয়ন্ কিঞ্চিৎপ্রাণাংশ্চকার নঃ ॥ ১০৫ ॥

তাঃ স্ম তে শরণং প্রাপ্তা বায়ুনোপহতা বয়ম্ ।

বায়ুসংরোধজং দুঃখং হুদ নোহু পিতামহ ॥ ১০৬ ॥

ইতি প্রজানাং শ্রুত্বা স প্রজানাথঃ প্রজাপতিঃ ।

কারণাদিতি চোক্ত্বাসৌ প্রজাঃ পুনরভাষত ॥ ১০৭ ॥

যত্র বঃ কারণে বায়ুশ্চকোপ চ রুরোধ চ ।

প্রজাঃ শৃণুত তৎ সৰ্বং ক্রিয়তাং চাত্মনঃ ক্রমম্ ॥ ১০৮ ॥

১০৫। লো-টী। স পবনঃ কিঞ্চিৎপ্রাণান্ স্বল্পবলান্।

১০৬। লো-টী। হুদ নঃ অস্মাকং দূরীকুরু।

১০৭। লো-টী। বঃ প্রজানাং দুঃখং তৎ কারণাদিত্যুক্তা।

প্রজাপতির নিকটে গমন করিয়া এই কথা বলিলেন— ১০৩ ॥

ভগবন্ প্রজাপতে, আপনি চতুৰ্বিধ প্রাণিসকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পবনকে আমাদের আয়ুর অধিপতি করিয়াছেন ॥ ১০৪ ॥

হে সত্তম, সেই পবনদেব আমাদের প্রাণের অধিপতি হইয়া কোন কারণে আমাদের আঁজ কষ্ট দিয়া স্তব্ধীভূত করিয়াছেন, আমাদের প্রাণ কিঞ্চিৎপ্রাণ অবশিষ্ট রাখিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

হে পিতামহ, আমরা বায়ুকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আজ আমাদের বায়ুরোধ-জনিত দুঃখ দূর করুন ॥ ১০৬ ॥

প্রজাদিগের কল্যাণকামী প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের এই কথা শুনিয়া 'ইহার কারণ আছে' এই বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন— ১০৭ ॥

হে প্রজাগণ, যে কারণে বায়ু কুপিত হইয়া তোমাদিগকে স্তব্ধ করিয়াছেন, তাহা সমস্ত শ্রবণ করিয়া নিজেদের হিতকৰ্ম্ম অনুষ্ঠান কর ॥ ১০৮ ॥

১। হ 'সোহস্মান্'। ২। হ 'রুগচ্ছি'। ৩। ক-হ 'কিঞ্চিৎপ্রাণাংশ্চ কারণঃ'। ৪। হ 'ভাদেব'।

হ 'এতচ্ছব্দা প্রজানাং'। ৫। হ-পুস্তকে ইতি প্রভৃতি। ৬। রাঃ ১। ১। ১। ১।

পুত্রস্তশ্চাত্ত বজ্রেণ শক্রেণ বিনিসূদিতঃ ।

রাহোর্বচনমাশ্চায় তেনাসৌ কুপিতোহনিলঃ ॥ ১০৯ ॥

অশরীরঃ শরীরেষু বায়ুশ্চরতি পালয়ন্ ।

শরীরং হি বিনা বায়ুং সমতাং যাতি দারুভিঃ ॥ ১১০ ॥

বায়ুঃ প্রাণাঃ সূখং বায়ুর্বায়ুঃ সর্বমিদং জগৎ ।

বায়ুনা সংপরিত্যক্তং ন সূখং বিন্দতে জগৎ ॥ ১১১ ॥

অদ্বৈব সংপরিত্যক্তা বায়ুনা জগদায়ুষা ।

যুয়ং সর্বৈ নিরুচ্ছ্বাসাঃ কাষ্ঠকুড়্যোপমাঃ স্থিতাঃ ॥ ১১২ ॥

তদ্ যামস্তত্র যত্রাস্তে মারুতঃ সূখদো হি সঃ ।

মা বিনাশং গমিষ্যধ্বমপ্রসাত্ত দিতেঃ সূতম্ ॥ ১১৩ ॥

১১০। লো-টী। দারুভিঃ কাঠৈঃ।

১১২। লো-টী। কুড়্যং ভিত্তিঃ।

১১৩। লো-টী। দিতেঃ সূতং মারুতমূনপক্ষাশম্মারুতস্ত দিতেঃ পুত্রস্তাৎ তন্মাতং প্রসাদয়ত ইত্যর্থঃ। 'অদ্বৈতে: সূত'মিতি পাঠোহসঙ্গতোহপি ব্যাখ্যাযতে অদ্বৈতে: সূতং দেবং মারুতমিতি বাবৎ।

দেবরাজ ইন্দ্র রাজের কথায় বিশ্বাস করিয়া অস্ত্র বজ্রদ্বারা বায়ুর পুত্রকে নিহত করিয়াছেন, সেই কারণে বায়ু কুপিত হইয়াছেন ॥ ১০৯ ॥

অশরীরী বায়ু সমস্ত প্রাণীর শরীরে বিচরণ করিয়া শরীর রক্ষা করেন, বায়ু ব্যতিরেকে [জীবের] শরীর কাষ্ঠবৎ হয় ॥ ১১০ ॥

বায়ুই প্রাণ, বায়ুই সূখ এবং বায়ুই সমগ্র জগৎ, বায়ুকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জগৎ (জগতের জীবগণ) সূখ লাভ করিতে পারে না ॥ ১১১ ॥

জগতের আয়ুঃ (প্রাণ) স্বরূপ বায়ু কর্তৃক আজই পরিত্যক্ত হইয়া তোমরা সকলে নিরুচ্ছ্বাস হইয়া কাষ্ঠ এবং কুড়োর আয় হইয়াছ ॥ ১১২ ॥

সূতরাং সেই সূখদাতা পবনদেব যেখানে আছেন আমরা তথায় গমন করি ;

১। হ 'প্রাণঃ'। ২। হ 'সু'। ৩। হ '-দায়ুনা'। ৪। হ '-নাঃ কৃত্যঃ'। ৫। হ 'ব্রহ্মান-'।

৬। হ 'কঃ'। ৭। হ ইন্দ্রবর্জ্য দ্যাবি।

ততঃ প্রজাভিঃ সহিতঃ প্রজাপতিঃ

স দেব-গন্ধর্ব্ব-ভূজঙ্গ-গুহ্যকৈঃ ।

জগাম যত্রাস্তি স তত্র মারুতঃ

সুতং তু বজ্রাভিহতং প্রগৃহ তম্ ॥ ১১৪ ॥

ততোহর্ক-বৈশ্বানর-কাঞ্চনপ্রভম্

শিশুং তমুৎসঙ্গগতং সদাগতেঃ ।

চতুর্মুগো বৌদ্ধ্য কৃপামথাকরোৎ ।

স দেব-গন্ধর্ব্ব ঋষিযক্ষরাক্ষসৈঃ ॥ ১১৫ ॥

ইত্যার্ষে বাম্প্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে বজ্জেন হনুখণ্ডনং নাম

অষ্টাঙ্গিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

১১৪। লো-টী। তং সুতং প্রগৃহ ।

১১৫। লো-টী। যত্বাপি 'শালিশূকচয়্যাতঞ্চ প্রমুয়েমং তদাঙ্গনে'তি পূর্ব্বমেব বর্ণ উক্তঃ, তথাপি অতিবিপদগ্রস্ততয়া কদাচিৎ প্রাতঃকালীনাক ইব রক্তরূপেণ প্রভাতি, কদাচিদ্ বৈশ্বানরতয়া শুক্লতয়া, কদাচিৎ কাঞ্চনতয়া পীতবর্ণেত্যেতি বোধ্যম্ ।

হনুমতেঃ হনুখণ্ডনম্ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুকে প্রসন্ন না করিয়া বিনষ্ট হইও না (অর্থাৎ প্রসন্ন না করিলে বিনষ্ট হইতে হইবে) ॥ ১১৩ ॥

অনন্তর প্রজাপতি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সর্প, গুহ্যক প্রভৃতি প্রজাগণ সমভি-
বাহারে যথায় পবন বজ্রাহত সেই পুত্রকে লইয়া আছেন, সেই স্থানে গমন
করিলেন ॥ ১১৮ ॥

তখন আদিত্য, অনল এবং সূবর্ণসদৃশ দ্ব্যতিমান্ সেই শিশুকে বায়ুর
কোণ্ডে দেখিয়া চতুর্মুখ ব্রহ্মা দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ এবং রাক্ষসগণের সহিত
[তাহার প্রতি] কৃপা করিলেন ॥ ১১৫ ॥

মহর্ষি বাম্প্রীকি প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে [হনুমানের] হনুখণ্ডন-নামক

৩৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

১। হ 'বৈ'। ২। হ 'সমুৎস'। ৩। হ 'নিরীক্ষ্য'। ৪। হ '-বুধাভা মুকিতাঃ ততঃ প্রজাঃ'

৫। হ '-পুৰোগমা কৃশম্'।

(৩৯) উনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

ততঃ পিতামহঃ^১দৃষ্ট^২ বায়ুঃ পুত্রবধা^৩দিতঃ ।

শিশুকং পুত্রমাদায় উত্তমো^৪ ত্বরিতস্তদা ॥ ১ ॥

চলৎকুণ্ডলমোলিস্ত^৫ তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ ।

পাদয়ো^৬র্ন্যপতন্মূ^৭র্ছা^৮ ছুঃখিতঃ পদ্মযোনয়ে ॥ ২ ॥

তং তু দেবঃ পদাস্তে^৯হপি লম্বাভরণশোভিনঃ^{১০} ।

বায়ুমুখাপ্য হস্তেন শিশুং সংপরিমৃষ্টবান্ ॥ ৩ ॥

পৃষ্ঠমাত্রস্তদাপ্যেষ সলীলং পদ্মযোনি^{১১}না ।

জলসিক্তং যথা সস্তং পুনর্জ্জীবিতমাণুবান্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টা। পদ্মযোনয়ে পদ্মযোনেঃ, যধা, পদ্মযোনিং সন্তোষয়িতুম্।

৩। লো-টা। দেবঃ ব্রহ্মা পদাস্তে পদয়ো^৬রস্তিকে বর্তমানমপি বায়ুঃ ন উখাপ্য আদৌ শিশুং হস্তেন পরিমৃষ্টবান্ পরিমার্জিতবান্। কীদৃশেন হস্তেন ? লম্বা শ্রীঃ তদ্রাক্ষণাতরগণেন শোভিতুং সলীলং যন্ত তেন। 'লম্বা পদ্মালম্বাগৌরোয়ান্তিকৃতভূষামপি জিহ্বা'মিতি কোষঃ। যধা, হস্তেন কিংভূতেন ? পদাস্তেন পদং বজ্রপদ্মাদিচিহ্নম্ অস্তে মধ্যে যন্ত তেন। যধা, হস্তেন বায়ুমুখাপ্য পদাস্তেন পদপ্রান্তেন শিশুং পরিমৃষ্টবান্।

পুত্রবধে শোকাকুল পবন তৎকালে পিতামহকে দেখিয়া শিশু পুত্রকে লইয়া সঙ্কর উখিত হইলেন ॥ ১ ॥

উজ্জল সুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত চঞ্চল-কুণ্ডলশোভিত-মস্তকশালী পবনদেব ছুঃখিত হইয়া অবনত মস্তকে ব্রহ্মার পদতলে পতিত হইলেন ॥ ২ ॥

পিতামহদেব পদতলে পতিত সেই বায়ুকে উঠাইয়া লম্বমান অলঙ্কারশোভিত হস্তদ্বারা সেই শিশুর অঙ্গ স্পর্শ করিলেন ॥ ৩ ॥

তখন কমলযোনি ব্রহ্মা স্পর্শ করিবামাত্র জলসিক্ত শস্ত্রের ছায়া ইনি অবলীলাক্রমে পুনরায় জীবন লাভ করিলেন ॥ ৪ ॥

প্রাণবন্তমিমং দৃষ্ট্বা পুনর্গন্ধবহো মুদা ।

চচার সর্বভূতেষু হাবিরোধো যথা পুরা ॥ ৫ ॥

মারুতক্রোধনিম্মুক্তাস্তাঃ প্রজা মুদিতা বভূঃ ।

শীতবাতবিনিম্মুক্তাঃ পদ্মিন্য ইব সন্নিভাঃ ॥ ৬ ॥

ততস্ত্রিযুগ্মস্ত্রিককুৎ ত্রিধামা ত্রিদশাচ্চিতঃ ।

উবাচ দেবতা ব্রহ্মা মারুতপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭ ॥

ভো ইন্দ্র-সূর্য্য-বরুণা মহেশ্বরধনেশ্বরাঃ ।

জানতোহপি হি বঃ সর্বান বক্ষ্যামি জ্ঞয়তাং হিতম্ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। প্রাণবন্তং জীবিতবন্তম্।

৬। লো-টী। ‘মুদিতা’ ইতি পাঠঃ। ‘সমুদিতা’ ইতি পাঠে মুদিতং হর্ষঃ তৎসহিতাঃ।
পদ্মিন্যঃ পদ্মসংঘাতাঃ সন্নিভাঃ সপক্ষিণঃ।

৭। লো-টী। মেরৌ, পুষ্করদ্বীপে, পুষ্করে সত্যলোকে চ ধামানি গৃহাণি যন্ত স ত্রিধামা।
ত্রিষু লোকেষু ত্রয়াণাং লোকানাং বা ককুৎ প্রধানম্ ত্রিককুৎ। ‘ককুদোহয়ী ককুচ্চ স্ত্রী প্রধানো
বাজ্জবেশ্বনী’তি ভূরি०। ত্রিযুগ্মাঃ ‘সর্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমনুশক্তিঃ, অনন্ত-
শক্তিস্চেতি ষট্—ইতি সর্বজ্ঞঃ। জীণি ভগশব্দবাচ্যানি যজ্ঞোতি বা, যধা, ‘উৎপত্তিঃ প্রলয়কৈব
ভূতানামগতিং গতিম্। বেক্তি বিজ্ঞানবিজ্ঞাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি।’ ইতি বিষ্ণুপুরাণম্। জীণি
উৎপত্তাদীনী যুগ্মানি যন্ত সঃ। ত্রিদিবাং সত্যলোকাং চ্যুত আগতঃ, যদ্বা, ত্রিদিবাং চ্যোহন্তে
আগচ্ছন্তীতি ত্রিদিবচ্যুতো দেবতাঃ।

বায়ু এই শিশুকে পুনরায় জীবন্ত দেখিয়া আনন্দে বিরুদ্ধতা পরিত্যাগ
পূর্বক গুর্বেবর আয় সর্বভূতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

সেই প্রজাগণও বায়ুর ক্রোধ হইতে মুক্ত ও আনন্দিত হইয়া শীতকালীন
বায়ুপ্রবাহমুক্ত পক্ষী ও পদ্মসমূহের আয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

সর্বজ্ঞ, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যজ্ঞানবিশিষ্ট, অপ্রতিহতশক্তি, স্বতন্ত্র, অনন্ত-
শক্তিশালী ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ অমরগণপূজিত ত্রিলোকনিবাসী (অর্থাৎ জগদ্ব্যাপী পরমাত্ম-
স্বরূপ) ব্রহ্মা, বায়ুর হিতকামনায় দেবগণকে বলিলেন— ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, মহেশ্বর, কুবের প্রভৃতি দেবগণ, তোমাদিগের সকলের

১। হ ‘খং’। ২। হ ‘ভূশম্’। ৩। হ ‘-ত্রিধামা ত্’ (৭)। ৪। হ ‘ত্রিযুগ্মত্রিদিবচ্যুতঃ’।

৫। হ ‘মহেশ্বর্যবরুণ-’। ৬। হ ‘সর্বোবাং বঃ পদং দেবা হিতং বক্ষ্যামি জ্ঞয়তাম্’।

অনেন শিশুনা কার্য্যং কর্তব্যং বো ভবিষ্যতি ।

প্রযচ্ছধ্বং বরান্ সর্বৈ মাৱতস্তাত্ত্বজায় বৈ ॥ ৯ ॥

ততঃ সহস্রনয়নো দিব্যরত্নধরঃ প্রভুঃ ।

কুশেশয়ময়ঃ মালাং সমুৎক্লিপ্যোদমত্রবীৎ ॥ ১০ ॥

ময়া মুক্তেন বজ্রেণ যস্মাদস্ত কতো হনুঃ ।

তস্মাদেষ কপির্নাম হনুমান্ বৈ ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

ইদং চৈবাস্ত দাস্তামি পরমং বরমুক্তমম্ ।

অতঃ প্রভৃতি বজ্রস্ত মমাবধ্যো ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

মার্ত্তণ্ডস্তত্রবীৎ তত্র ভগবাংস্তিমিরাপহঃ ।

তেজসোহস্ত মদীয়স্ত দদামি শতমংশকম্ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। কুশেশয়ময়ঃ পদ্মময়ীম্। ‘তপনীয়ময়ীং’ বা পাঠঃ। সমুৎক্লিপ্য দত্তা।

১৩। লো-টী। শতকাংশকং উভয়ত্র স্বার্থে ক-প্রত্যয়ঃ, শতাংশং শতভাগৈকভাগং ‘দশমীং কলা’মিতি পাঠে কলাম্ অংশম্।

জানা থাকিলেও হিতজনক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

এই শিশু-দ্বারা তোমাদিগের কর্তব্য সম্পাদিত হইবে, অতএব তোমরা সকলে এই পবননন্দনকে বর প্রদান কর ॥ ৯ ॥

তারপর দিব্যরত্নধারী প্রভু সহস্রলোচন ইন্দ্র [কাঞ্চনময়] পদ্মমালা দিয়া বলিলেন— ॥ ১০ ॥

আমার নিক্লিপ্ত বজ্রের আঘাতে ইহার ‘হনু’ ভগ্ন হইয়াছে, সুতরাং এই বানর হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ১১ ॥

ইহাকে এই একটি অত্যাৎকুষ্ট বরও দিতেছি যে, আজ অবধি এই হনুমান্ আমার বজ্রের অবধ্য হইবে ॥ ১২ ॥

তখন তিমিরনাশক ভগবান্ সূর্য্য বলিলেন, আমার এই তেজের শত অংশের এক অংশ ইহাকে দিলাম ॥ ১৩ ॥

১। হ ‘বসন্ত’। ২। হ ‘দিব্যধর’। ৩। হ ‘বজ্রেণ মুক্তেন হনুর্ভগ্নাৎ কতোহস্ত বৈ’।

৪। হ ‘নামা’। ৫। হ ‘অহমেবাস্ত’। ৬। হ ‘প্রথম’। ৭। হ ‘-জা’।

যদা তু শাস্ত্রমধ্যেভুং শক্তিরস্তু ভবিষ্যতি ।

তদাস্ত শাস্ত্রং দাস্তামি যেন বাগ্মী ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

বরুণশ্চ বরং প্রাদামাস্ত মৃত্যুৰ্ভবিষ্যতি ।

বর্ষায়ুতশতেনাপি মৎপাশাদ্ভদকাৎ তথা ॥ ১৫ ॥

যমো দণ্ডাদবধ্যত্বমরোগত্বঞ্চ নিত্যশঃ ।

দদাবস্তু বরং তুষ্টিং হবিষাদং চ সংযুগে ॥ ১৬ ॥

গদেয়ং মামিকা নৈনং সংযুগেষু বধিষ্যতি ।

ইত্যেবং ধনদঃ প্রাহ তদা হে কাক্ষিপিজ্ঞনঃ ॥ ১৭ ॥

মতো মদায়ুধানাং চ ন বধ্যোহয়ং ভবিষ্যতি ।

ইত্যেবং শঙ্করেণাপি দত্তোহস্তু পরমো বরঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মাস্ত্রব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যোহয়ং ভবিষ্যতি ।

দীর্ঘায়ুশ্চ মহাত্মা চ ইতি ব্রহ্মাববীৰ্ষচঃ ॥ ১৯ ॥

১৫ । লো-টী । মৎপাশাৎ উদকাচ্চ বর্ষায়ুতশতেনাপি মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ।

১৯ । লো-টী । ব্রহ্মদণ্ডানাং ব্রহ্মশাপানাম্ ।

যখন ইহার শাস্ত্রাধ্যয়নের শক্তি হইবে তখন ইহাকে শাস্ত্র [জ্ঞান] প্রদান করিব, তাহাতে এ বাগ্মী হইবে ॥ ১৪ ॥

বরুণদেব বর দিলেন—‘আমার পাশ এবং বারি হইতে শত অযুত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না’ ॥ ১৫ ॥

যম প্রীত হইয়া ইহাকে দণ্ডের অবধ্যত্ব, নিয়ত অরোগিত্ব এবং যুদ্ধে অবিষাদ বর দিলেন ॥ ১৬ ॥

একাক্ষিপিজ্ঞান ধনপতি কুবের তখন এই বর দিলেন যে, ‘আমার এই গদা যুদ্ধে ইহাকে বধ করিবে না’ ॥ ১৭ ॥

মহাদেবও ইহাকে এইরূপ উত্তম বর দিলেন যে, ‘এই হনুমান্ আমার অস্ত্রের এবং আমার অবধ্য হইবে’ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা এই কথা বলিলেন যে,—এই বালক ব্রহ্মাস্ত্র এবং ব্রহ্মশাপের অবধ্য

বিশ্বকর্মা চ দৃষ্টে^১মং বালসূর্যোপমং শিশু^২ম্ ।

শিল্পিনাং প্রবরঃ প্রাদা^৩দ্বরমস্মৈ মহামতিঃ ॥ ২০ ॥

মন্মিস্মিতানি দেবানামানুধানীহ যানি চ ।

তেষাং সংগ্রামকালে তু ন বধ্যো^৪হয়ং ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

এবং বরৈঃ সুরাণাং তু দৃষ্ট^৫। ছেনমলংকৃতম্ ।

চতু^৬স্মুখস্তু^৭ফমনা বায়ুমা^৮হ জগদগুরুঃ ॥ ২২ ॥

মিত্রাণামভয়ং কর্তা শক্রাণাং চ ভয়ঙ্করঃ ।

অজেয়ো ভবিতা পুত্রস্তব মারুত মারুতিঃ ॥ ২৩ ॥

রাবণোৎসাদনার্থানি রামপ্রীতিকরাণি চ ।

দৈবতানাং চ সর্বেষাং কর্তা কার্য্যাণি সংযুগে ॥ ২৪ ॥

ইত্যর্থে বান্দ্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে হুম্বদ্বরপ্রদানং নাম
উনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

২৪। লো-টী। কর্তা করিষ্যতি।

হুম্বদ্বরপ্রদানম্ ॥ ৩৯

এবং দীর্ঘায়ুঃ ও উদারচেতাঃ হইবে ॥ ১৯ ॥

শিল্পিশ্রেষ্ঠ মহামতি বিশ্বকর্মা নবোদিত সূর্যাসদৃশ এই বালককে দেখিয়া
বর প্রদান করিলেন যে, এই শিশু যুদ্ধকালে আমার নিম্নিত দেবতাদিগের
অস্ত্রসমূহের অবধ্য হইবে ॥ ২০-২১ ॥

জগদগুরু চতুরানন ত্রক্ষা দেবগণের এইরূপ বর দ্বারা ইহাকে অলঙ্কৃত দেখিয়া
সন্তুষ্ট চিত্তে বায়ুকে বলিলেন—পবন, তোমার পুত্র মারুতি শক্রগণের ভয়ঙ্কর,
মিত্রদিগের অভয়দাতা এবং অপরাজেয় হইবে ॥ ২২-২৩ ॥

[এই শিশু] যুদ্ধে রামের এবং সমস্ত দেবগণের প্রীতিপ্রদ রাবণের
বিনাশকর কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বান্দ্রীকপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে হুম্বদ্বরপ্রদান-নামক

৩৯শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

১। 'দৃষ্ট'। ২। 'শিশু'। ৩। 'প্রাদা'। ৪। 'বধ্য'। ৫। 'দৃষ্ট'। ৬। 'চতু'। ৭। 'স্মুখ'। ৮। 'বায়ু'। ৯। 'হুম্বদ্বর'। ১০। 'হুম্বদ্বর'। ১১। 'হুম্বদ্বর'। ১২। 'হুম্বদ্বর'। ১৩। 'হুম্বদ্বর'। ১৪। 'হুম্বদ্বর'। ১৫। 'হুম্বদ্বর'। ১৬। 'হুম্বদ্বর'। ১৭। 'হুম্বদ্বর'। ১৮। 'হুম্বদ্বর'। ১৯। 'হুম্বদ্বর'। ২০। 'হুম্বদ্বর'। ২১। 'হুম্বদ্বর'। ২২। 'হুম্বদ্বর'। ২৩। 'হুম্বদ্বর'। ২৪। 'হুম্বদ্বর'। ২৫। 'হুম্বদ্বর'। ২৬। 'হুম্বদ্বর'। ২৭। 'হুম্বদ্বর'। ২৮। 'হুম্বদ্বর'। ২৯। 'হুম্বদ্বর'। ৩০। 'হুম্বদ্বর'। ৩১। 'হুম্বদ্বর'। ৩২। 'হুম্বদ্বর'। ৩৩। 'হুম্বদ্বর'। ৩৪। 'হুম্বদ্বর'। ৩৫। 'হুম্বদ্বর'। ৩৬। 'হুম্বদ্বর'। ৩৭। 'হুম্বদ্বর'। ৩৮। 'হুম্বদ্বর'। ৩৯। 'হুম্বদ্বর'। ৪০। 'হুম্বদ্বর'। ৪১। 'হুম্বদ্বর'। ৪২। 'হুম্বদ্বর'। ৪৩। 'হুম্বদ্বর'। ৪৪। 'হুম্বদ্বর'। ৪৫। 'হুম্বদ্বর'। ৪৬। 'হুম্বদ্বর'। ৪৭। 'হুম্বদ্বর'। ৪৮। 'হুম্বদ্বর'। ৪৯। 'হুম্বদ্বর'। ৫০। 'হুম্বদ্বর'। ৫১। 'হুম্বদ্বর'। ৫২। 'হুম্বদ্বর'। ৫৩। 'হুম্বদ্বর'। ৫৪। 'হুম্বদ্বর'। ৫৫। 'হুম্বদ্বর'। ৫৬। 'হুম্বদ্বর'। ৫৭। 'হুম্বদ্বর'। ৫৮। 'হুম্বদ্বর'। ৫৯। 'হুম্বদ্বর'। ৬০। 'হুম্বদ্বর'। ৬১। 'হুম্বদ্বর'। ৬২। 'হুম্বদ্বর'। ৬৩। 'হুম্বদ্বর'। ৬৪। 'হুম্বদ্বর'। ৬৫। 'হুম্বদ্বর'। ৬৬। 'হুম্বদ্বর'। ৬৭। 'হুম্বদ্বর'। ৬৮। 'হুম্বদ্বর'। ৬৯। 'হুম্বদ্বর'। ৭০। 'হুম্বদ্বর'। ৭১। 'হুম্বদ্বর'। ৭২। 'হুম্বদ্বর'। ৭৩। 'হুম্বদ্বর'। ৭৪। 'হুম্বদ্বর'। ৭৫। 'হুম্বদ্বর'। ৭৬। 'হুম্বদ্বর'। ৭৭। 'হুম্বদ্বর'। ৭৮। 'হুম্বদ্বর'। ৭৯। 'হুম্বদ্বর'। ৮০। 'হুম্বদ্বর'। ৮১। 'হুম্বদ্বর'। ৮২। 'হুম্বদ্বর'। ৮৩। 'হুম্বদ্বর'। ৮৪। 'হুম্বদ্বর'। ৮৫। 'হুম্বদ্বর'। ৮৬। 'হুম্বদ্বর'। ৮৭। 'হুম্বদ্বর'। ৮৮। 'হুম্বদ্বর'। ৮৯। 'হুম্বদ্বর'। ৯০। 'হুম্বদ্বর'। ৯১। 'হুম্বদ্বর'। ৯২। 'হুম্বদ্বর'। ৯৩। 'হুম্বদ্বর'। ৯৪। 'হুম্বদ্বর'। ৯৫। 'হুম্বদ্বর'। ৯৬। 'হুম্বদ্বর'। ৯৭। 'হুম্বদ্বর'। ৯৮। 'হুম্বদ্বর'। ৯৯। 'হুম্বদ্বর'। ১০০। 'হুম্বদ্বর'।

(৪০) চত্বারিংশঃ সর্গঃ

এবমুক্তা তমামস্ত্রা মারুতং তেহ্মরাঃ সহ ।

যথাগতং যযুঃ সর্বেষ পিতামহপুংসরাঃ ॥ ১ ॥

সৌহৃপি গন্ধবহঃ পুত্রং প্রগৃহ্য গৃহমানয়ৎ ।

অঞ্জনায়াস্তমাখ্যায় বরদন্তং বিনিঃসৃতঃ ॥ ২ ॥

প্রাপ্য রাম বরানেষ বরদানবলাস্থিতঃ ।

জবেনোজ্জ্বলি সংস্থেন সৌহৃসৌ পূর্ণ ইবার্ণবঃ ॥ ৩ ॥

বলেনাপূর্য্যমাণস্ত বয়সা চ প্ৰবঙ্গমঃ ।

আশ্রমেষু মহর্ষীগামপরাধ্যতি নিত্যশঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। সহ যুগপদেব।

২। লো-টী। বরং দন্তং তং দন্তং বরং আখ্যায় বিনিঃসৃতঃ গত ইত্যর্থঃ।

[লো-টী।] নাতিবয়াঃ ন বিজ্ঞতে অতি অভিশ্রুতং বয়ো যন্ত সঃ।

এইরূপ বলিয়া দেবগণ সেই মারুতের নিকট বিদায় লইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সকলে একসঙ্গে যেমন আসিয়াছিলেন সেইরূপ ফিরিয়া গিলেন ॥ ১ ॥

সেই পবনও পুত্রকে লইয়া গৃহে আনয়ন করিলেন এবং অঞ্জনার নিকটে পুত্রের বরলাভ-বৃত্তান্ত বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২ ॥

রাম, এই হনুমান্ অনেক বর লাভ করিয়া বরপ্রভাবে বলশালী হইয়া সমুদ্রের জ্বায় শারীরিক বলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন ॥ ৩ ॥

বানরবর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বলে পরিপূর্ণ হইয়া নিয়ত মহর্ষিগণের আশ্রমে অভ্যাচার করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

১। ক 'সঠৈঃ'। ২। হ 'পুৰোপম্য'। ৩। হ 'নায়ৈ তমাস্থৌ বরদন্তমিতি প্রকৃত্য'। অতঃ পরং হ 'ভ্রাম্যাক্তিকলঙ্ঘ্যে বরদানবলাস্থিতঃ'। বলেনোজ্জ্বলেন অপাং পূর্ণো ইবার্ণবঃ ১' ইত্যধিকম্। ৪। হ 'চাতিবয়স্বেষ'। ৫। হ 'বলে'। ৬। হ 'প্রাপ্য ইবার্ণবঃ'। ৭। হ 'আপূর্য্যমাণস্তরসা এব বানরপুলক্য'।

অগ্নিভাণ্ডাশ্মিমাভ্যং চ বন্ধলানি চ সর্বশঃ ।
 ভগ্নবিধ্বস্তচ্ছিন্নানি কৰোত্যেব প্ৰবঙ্গমঃ ॥ ৫ ॥
 সৰ্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যো বিভূনা কৃতঃ ।
 ইতি বিজ্ঞায় মুনয়ঃ ক্রমন্তে শক্তিহানিতঃ ॥ ৬ ॥
 যদা কেশরিণা হেষ বায়ুনা স্বজনৈঃ সহ ।
 প্রতিষিদ্ধোহপি মৰ্যাদাং লজ্জয়তোষ বানরঃ ॥ ৭ ॥
 ততো মহৰ্ষয়ঃ ক্রুদ্ধা ভূথঙ্গিরসবংশজাঃ ।
 শেপূরেনং রঘুশ্রেষ্ঠ নাতিক্রোধসমম্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
 বাধসে যৎ সমাশ্রিত্য বলমস্মান্ প্ৰবঙ্গম ।
 তৎ ত্বং নাত্নবলং বেৎসি কিঞ্চিচ্ছাপবিমোহিতঃ
 স্মারিতো মিত্রকার্যার্থং স্ববোধ্যং বেৎস্তসে পুনঃ ॥ ৯ ॥

- ৫। লো-টী। ভগ্নানি বিধ্বস্তানি চ অধঃপাতিতানি ছিন্নানি ।
 ৬। লো-টী। শক্তিহানিতঃ দত্তেহপি শাপে শাপকার্য্যাকরণাদ্ বা শক্তিহানিস্ততঃ
 ৮। লো-টী। ‘ভূথঙ্গিরসবংশজা’ ইতি অদত্তোহপি অঙ্গিরসশব্দোহস্তুি ।
 ৯। লো-টী। তৎ ত্বং তত্ত্বলং কঞ্চিং কালং কমপি কালং ব্যাপ্য ন বেৎস্তসে ।

এই হনুমান্ মহর্ষিদিগের [যজ্ঞীয় উপকরণ] অগ্নি এবং ভাণ্ড প্রভৃতি ভগ্ন, অগ্নি ও যুত বিনষ্ট এবং [পরিধেয়] বন্ধলগুলি ছিন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মার বরে হনুমান্ সমস্ত ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া মুনিগণ অসামর্থ্য বশতঃ (শাপ দিলেও তাহা সফল হইবে না মনে করিয়া) সহ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

হে রঘুবর, যখন কেশরী, বায়ু এবং অস্ত্রাশ্র স্বজনগণ ইহাকে নিষেধ করিলেও এই হনুমান্ মৰ্যাদা লজ্জন করিতে লাগিলেন, তখন ভৃগু এবং অঙ্গিরার বংশজাত মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহারা অতিক্রুদ্ধ না হইয়াই এই হনুমান্কে শাপ দিলেন— ৭-৮ ॥

“বানর, তুমি যে-বল আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছ.

১। হ ‘ওমগ্নিহোত্রঞ্চ বন্ধলান্তজিনানি চ’। ২। হ ‘বিভূনা’। ৩। হ ‘ন বেৎস্তসে কালং’।
 ৪। হ ‘কি’। ৫। হ ‘স্ববোধ্যং’।

ততস্ত্ব হততেজা হি মহর্ষিবচনোজসা ।

আশ্রমানেব তানেষ মৃদুভাবং গতৌহচরৎ ॥ ১০ ॥

আসীচ্চাক্ষিরজা নাম বালিসুগ্রীবয়োঃ পিতা ।

বানরাধিপতিবীরস্তুজসা ভাস্করোপমঃ ॥ ১১ ॥

স তু রাজ্যং চিরং কৃত্বা বানরাণাং হরীশ্বরঃ ।

শ্রীমানাক্ষিরজা নাম কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ॥ ১২ ॥

তস্মিন্মন্তমিতে বালী মন্ত্রিভির্মন্ত্রকোবিদৈঃ ।

পিত্র্যে পদে কৃতঃ সৌহৃৎ সুগ্রীবো বালিনঃ পদে ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। মহর্ষিবচনমেব ভজো বলং তেন।

১৩। লো-টী। অন্তং নাশম্ ইতে প্রাপ্তে বালিনঃ পদে যৌবরাজ্যে।

[আমাদের] শাপে বিমোহিত হইয়া [কিছুকাল] তুমি সেই স্বীয় বল জানিতে পারিবে না, কিন্তু মিত্রকার্য্যের জন্য স্মরণ করাইয়া দিলে পুনরায় জানিতে পারিবে ॥ ৯ ॥

পরে এই হনুমান্ মহর্ষিগণের শাপপ্রভাবে নিস্তেজ হইয়া মৃদুভাবে সেই সমস্ত আশ্রমেই বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বীরবর অক্ষিরজা নামে বানরদিগের অধিপতি ছিলেন, তিনি বালী এবং সুগ্রীবের পিতা ॥ ১১ ॥

সেই বানরদিগের অধিপতি শ্রীমান্ অক্ষিরজা দীর্ঘকাল রাজ্য করিয়া পরলোক গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

সেই অক্ষিরজার মৃত্যু হইলে মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ বালীকে পিতার পদে বসাইয়া অনন্তর সুগ্রীবকে বালীর পদে (যৌবরাজ্যে) অভিষিক্ত করিল ॥ ১৩ ॥

১। চ 'ততোহ্যং হততেজাস্ত্ব'। ২। হ 'শ্যেব তাজেব'। ৩। হ 'ভাবগতো'। ৪। হ 'দক্ষি'। ৫। হ '-পতে'। ৬। হ 'স চ'। ৭। হ 'পৈত্র্যে'।

সুগ্রীবৈণ তদা তস্ম অদৈবং ছিদ্রবর্জিতম্ ।

অহার্যং সখ্যমভবদনিস্ম যথামিমা ॥ ১৪ ॥

এষ শাপবশাদেব ন বেদ বলমাত্মনঃ ।

বালিসুগ্রীবয়োর্বৈবরং যদাসীৎ সমুপস্থিতম্ ॥ ১৫ ॥

তজ্জানানো হি যদেষ বলমাত্মনি মারুতিঃ ।

তদৈব বিনিহন্তাৎ তং বালিনং হেমমালিনম্ ॥ ১৬ ॥

পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রভাবৈঃ

শৌচীর্ঘ্যমাধুর্ঘ্যনয়ানয়ৈশ্চ ।

গান্ধীর্ঘ্য-চাতুর্ঘ্য-সুবীর্ঘ্যধৈর্ঘ্যৈঃ

হনুমতঃ কোহপ্যধিকোহস্তি লোকে ॥ ১৭

১৪। লো-টী। তদা তস্ম বালিনঃ। 'তদা তস্মে'তি বা পাঠঃ। অদৈবং পরম্পরভেদ-শূন্যম্, ছিদ্রবর্জিতং কূটতাপ্শূন্যম্। অহার্যং আ ঙ্গবদপি অহার্যম্ অচ্ছেত্তম্। 'অহার্যামি'তি বা পাঠঃ।

১৭। লো-টী। মতিবুদ্ধিঃ, শৌচীর্ঘ্যং পরাভিভবঃ, মাধুর্ঘ্যং প্রিয়ভাষিতা, নয়ো নীতিঃ, আগমো গতিঃ, শাস্ত্রজ্ঞানং বাহুবীর্ঘ্যং, শোভনং শৌধ্যং, 'কোহত্যধিকন্তু' ইতি পাঠঃ। কচিৎ, 'অত্যধিকোহস্তী'তি।

তখন অগ্নির সহিত বায়ুর স্থায় সুগ্রীবের সহিত ইহার ভেদবুদ্ধিশূন্য অকপট এবং অভেদ সখ্যভাবে জন্মে ॥ ১৪ ॥

যখন বালী এবং সুগ্রীবের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন এই হনুমান্ শাপবশতঃই নিজের বল জানিতেন না ॥ ১৫ ॥

যদি এই পবননন্দন হনুমান্ তখন নিজের বলের বিষয় অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই সুবর্ণমাল্যধারী বালীকে বধ করিতেন ॥ ১৬ ॥

পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রভাব, শৌর্ঘ্য, মাধুর্ঘ্য, নীতিজ্ঞান, গান্ধীর্ঘ্য,

১। হ 'তদৈবত'। ২। হ 'বেতি'। ৩। হ অতঃ পরং 'ন হেব রাম সুগ্রীবভ্যাক্রান্ত বালিনা' ইত্যধিকম্। ৪। হ 'সতি'। ৫। ক 'শৌচীর্ঘ্য'। ৬। হ '-গমৈশ্চ'।

অয়ং পুরা ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্ সূর্যোন্মুখঃ প্রক্টমনাঃ কপীন্দ্রঃ ।

উত্তদগিরেরস্তগিরিং জগাম গ্রন্থং মহাকারয়নপ্রমেয়ঃ ॥ ১৮ ॥

লোকাংশ্চ পিপ্লাবয়িষোরিবাক্রেঃ প্রজা দিধাকোরিব পাবকস্ত ।

ক্লয়ং চিকীর্ষোরিব চাস্তকস্ত হনুমতঃ স্বাস্ততি কঃ পুরস্তাৎ ॥ ১৯ ॥

অয়ং তথাস্তে চ মহাকপীন্দ্রাঃ স্ত্রীবৈমেন্দদ্বিবিদাঃ সনীলাঃ ।

স-তার-তারেয়-নলাঃ সরস্তাস্তৎকারণে রাম স্তরৈস্ত সৃফাঃ ॥ ২০ ॥

১৮। লো-টা। গ্রহীষ্যন্ পঠিষ্যন্ পৃষ্ঠগমঃ সূর্য্যস্ত উত্তদগিরেঃ উদয়গিরেঃ। মহৎ যথা
ত্যাং তথা গ্রন্থং ধারয়ন্ পঠন্ অপ্রমেয়ঃ বলেন জ্ঞাতুমশকাঃ।

১৯। লো-টা। প্রপিপ্লাবয়িষোঃ প্রকর্ষণেণ প্লাবয়িতুমিচ্ছোঃ অক্রেঃ সমুদ্রস্তেব ক্লয়ং
বিনাশম্।

২০। লো-টা। অয়ং তথাস্তে যথাহয়ং তথা অস্তেহপি। ‘অয়ং যথাস্তে’ ইতি বা পাঠঃ।

চাতুর্য্য, বীৰ্য্য এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণে জগতে হনুমান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে
আছে ? ॥ ১৭ ॥

পূর্বে এই অপ্রমেয় বানরেন্দ্র ব্যাকরণ শিক্ষা করিবেন বলিয়া সূর্য্যভিমুখী
হইয়া প্রশ্ন করিতে করিতে বিশাল গ্রন্থ ধারণ করত উদয়াচল হইতে অস্তাচল
পর্য্যন্ত [সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে] গিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

[যুগান্তকালে] জগৎপ্লাবনোচ্ছত সমুদ্র, প্রজাদহনোচ্ছত অনল এবং
ধ্বংস করিতে অভিলাষী কৃতান্তের ত্রায় হনুমানের সম্মুখে কে থাকিতে
পারে ? ॥ ১৯ ॥

রাম, আপনার সাহায্যার্থে দেবগণ ইহাকে এবং স্ত্রীবৈ, অজদ, মৈন্দ,
দ্বিবিদ, নীল, নল, তার, রস্ত প্রভৃতি অস্ত্রাশ্র মহাকপিগণকেও সৃষ্টি
করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

১। হ ‘পৃষ্ঠগমঃ’। ২। হ ‘-দপ্রমেয়ঃ’। ৩। হ ‘লোকান্ দিধাকোরিব পাবকস্ত’। ৪। হ ‘জিহী-
ধোরিব চাস্তকস্ত’। ৫। ক কঃ ‘স্বাস্ততি’। ৬। হ ‘বৈমেন্দ’। ৭। হ ‘-নানাম’। ৮। অতঃ পরম্ হ
‘মহীং গতা দেবগণাঃ স...রাবণনাশহেতোঃ। বীৰ্য্যানি নিকিণা চ বানরীন্ উৎপেদিরে দেববলাঃ সকাশাঃ’ ॥ ইত্যধিকম্।

তদেতৎ কথিতং সৰ্বং যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব ।

হনুমতঃ প্রভাৰং চ চরিতং শাপমেব চ ॥ ২১ ॥

দৃষ্টঃ সভাজিতশচাসি গচ্ছামো রাম সাম্প্রতম্ ।

এবমুক্ত্বা গতাঃ সৰ্বে যুগলস্তে যথাগতাঃ ॥ ২২ ॥

আশ্চর্য্যমিতি রামশ্চ তান্ সভায়া ততো মুনীন্ ।

বিদিত্বা চৈব তৎ সৰ্বং পূজয়ামাস তান্ পুনঃ ॥ ২৩ ॥

ততো গতেহস্তং চ রবৌ স রাঘবো বিসর্জয়িত্বা নরবানরান্ প্রভুঃ ।

উপাস্ত্য সক্ষ্যাং বিধিবদ্বিবেশ ততস্তু সোহস্তঃপুরমুজ্জিতশ্ৰীঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যৰ্ধে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঋষিপ্রয়াণং নাম

চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

২২। লো-টী। অশ্মাভির্ভবান্ দৃষ্টঃ সভাজিতঃ পূজিতশচাসি ভবসি ।

২৩। লো-টী। তৎ সৰ্বং হনুমচ্চরিতং আশ্চর্য্যমিতি সভায়া উক্ত্বা বিদিত্বা চ মুদিতো
হৃষ্টঃ, তান্ মুনীন্ ।

২৪। লো-টী। উজ্জিতা অতিশয়িতা ত্রিংশ সঃ ।

ঋষিপ্রয়াণম্ ॥ ৪০ ॥

রাম, আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত—
হনুমানের প্রভাব, চরিত্র এবং শাপ—সকলই বলিলাম ॥ ২১ ॥

হে রাম, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলাম, এক্ষণে
আমরা প্রস্থান করি,—এই বলিয়া সেই মুনিগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

রাম সমস্ত অবগত হইয়া সেই মুনিদিগের নিকট ‘আশ্চর্য্য’ এই বলিয়া
তাঁহাদিগকে পুনরায় অর্চনা করিলেন ॥ ২৩ ॥

পরে সূর্য্য অস্তমিত হইলে উজ্জলকাস্তি প্রভু রামচন্দ্র নর ও বানরবৃন্দকে
বিদায় দিয়া শাস্ত্রানুসারে সক্ষ্যা-উপাসনা করিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বান্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঋষিপ্রয়াণ-নামক

৪০শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

(৪১) একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

অভিষিক্তে তু কাঙ্কুংস্বে ধর্ম্মেণ বিদিতান্নি ।
 ব্যতীতা সা নিশা পূর্ব্বং পৌরাণাং হর্ষবর্দ্ধিনী ॥ ১ ॥
 তস্মাং রজন্তাং ব্যুষ্ঠায়াং প্রাতনৃপতিবোধকাঃ ।
 বন্দিনঃ পশুপ্যাসস্তে সৌম্যা নৃপতিবেশ্মনি ॥ ২ ॥
 বীর সৌম্য বিবুধ্যস্ব কৌশল্যাশ্রীতিবর্দ্ধন ।
 জগদ্ধি সর্ব্বং স্থপিতি ত্বয়ি স্তপ্তে নরাধিপ ॥
 বিক্রমস্তে যথা বিষ্ণে রূপং চৈবাস্থিনোরিব ।
 বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুলাঃ প্রজাপতিসমো হসি ॥ ৪ ॥

- ১। লো-টী। নিশা পূর্বা অত্রাকারঃ প্রলেশণীয়ঃ, অপূর্ব্বার্থঃ ।
 ২। লো-টী। ব্যুষ্ঠায়াং প্রভাতায়াং পশুপ্যাসস্ত পশুপ্যাসত ।
 ৩। লো-টী। ত্বয়ি স্তপ্তে ধর্ম্মকর্ম্মরহিতে ।
 ৪। লো-টী। প্রজাপতিসমঃ প্রজানাং পালনে ইত্যর্থঃ ।

আশ্চর্যানসম্পন্ন রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে রাজপদে অভিষিক্ত হইলে পুরবাসি-
 গণের আনন্দবর্দ্ধক সেই রাত্রি অপূর্ব্বরূপে অতিবাহিত হইল ॥ ১ ॥

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতঃকালে রাজভবনে রাজার নিদ্রাভঙ্গকারী
 সৌম্যমূর্ত্তি বৈতালিকগণ বন্দনাগান করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

হে সৌম্য, হে নরাধিপ, হে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন বীর, আপনি ঘুমাইয়া থাকিলে
 সমস্ত জগৎ ঘুমাইয়া থাকে, সুতরাং আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করুন ॥ ৩ ॥

আপনি বিষ্ণুর আয় পরাক্রান্ত, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আয় রূপবান, বৃহস্পতির
 আয় বুদ্ধিমান এবং [প্রজাপালনে] প্রজাপতিতুল্য ॥ ৪ ॥

- ১। হ 'পূর্বা'। ২। হ 'পশুপ্যাস্তি'। ৩। হ 'হৃদয়ব্যা'। ৪। হ '-নোঃ সম'।

ক্ষমা^১ পৃথিব্যা ইব তে তেজস্তু ভাস্করে যথা ।

বেগস্তু বায়ুনা তুল্যো গান্ধীৰ্য্যমুদধেরিব ॥ ৫ ॥

নেদৃশাঃ পার্থিবাঃ পূৰ্বে ভবিতারো ন চাপরে ।

যাদৃক্ ভ্রমসি দুৰ্দ্ধৰ্ষো ধৰ্ম্মনিত্যঃ প্রজাহিতঃ ॥ ৬ ॥

সদা^২ ত্বাং ভজতে কীর্তিলক্ষ্মীশ্চ পুরুষৰ্ষভ ।

ত্রীশ্চ ধৰ্ম্মশ্চ কাকুৎস্থ নিত্যং ত্বয়োব^৩ তিষ্ঠতে ॥ ৭ ॥

অপ্রকম্প্যা যথা স্থাণুশ্চন্দ্রঃ সৌম্যতয়ানঘ ।

স্থানং ভ্রমমৃতশ্চেব সমস্তং চ সয়ন্তুৰঃ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টা। ভাস্করে তস্করশ্চ, 'ভাস্কর'মিতি বা পাঠঃ।

৬। লো-টা। ধৰ্ম্ম এব নিত্যঃ নিত্যং করণীয়ো যশ্চ সঃ।

৭। লো-টা। তথা ত্রীশ্চ ধৰ্ম্মশ্চেতাযয়ঃ।

৮। লো-টা। স্থাণুঃ শাখাপত্ররহিতো বৃক্ষঃ। বহা, স্থাণুকৃতঃ। যথা চন্দ্রঃ সৌম্যঃ
সুখজনকস্তথা ভ্রমিতার্থঃ। 'দানং ধনপতেন্তল্য'মিতি পাঠঃ। 'স্থানং ভ্রমমৃতশ্চেব'তি পার্শ্বে
অমৃতশ্চ দেবশ্চ স্থানং পালনরূপং ভ্রম্।

আপনি পৃথিবীর আয় সহিষ্ণু, সূর্য্যের আয় তেজস্বী, বায়ুর আয় বেগবান্
এবং সমুদ্রের আয় গান্ধীরপ্রকৃতি ॥ ৫ ॥

আপনি যেরূপ দুৰ্দ্ধৰ্ষ, সর্বদা ধৰ্ম্মপরায়ণ এবং প্রজাবৎসল, পূর্ববর্তী রাজারা
এতাদৃশ গুণশালী ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ কেহ হইবেন না ॥ ৬ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ, কীর্তি এবং লক্ষ্মী সর্বদা আপনাকে ভজনা করেন,
ত্রী (শোভা, সম্পদ) ও ধৰ্ম্ম সর্বদা আপনাতেই অবস্থিত ॥ ৭ ॥

হে অনঘ, আপনি স্থাণুর আয় অপ্রকম্প্য (অর্থাৎ দৃঢ়চেতাঃ), চন্দ্রের আয়
আনন্দদায়ক, আপনি অমৃতের আধার এবং প্রজাপতির সমকক্ষ ॥ ৮ ॥

১। হ 'ক্ষমা পৃথিবীতুল্যভজসা ভাস্করোপনঃ'। ২। হ ইদমৰ্ঘঃ নাস্তি। ৩। হ 'তিষ্ঠতঃ'।
৪। হ '-মাস্করা'। ৫। হ 'স্কোহ'। ৬। ক 'সমস্কক'।

এতাশ্চাত্মাশ্চ মধুরা বন্দিভিঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

স্বতয়ঃ স্বতিশিক্ষাকৈর্বেদোদয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ॥ ৯ ॥

স তদ্বিহায় শয়নং পাণ্ডুরপ্রচ্ছদান্ততম্ ।

উত্তম্হো নাগশয়নাক্রির্নারায়ণো যথা ॥ ১০ ॥

সমুখিতং মহাবাহুং প্রহ্লাঃ প্রাঞ্জলয়ো নরাঃ ।

সলিলং ভাজনৈঃ পূর্ণৈরুপজহুঃ সহস্রশঃ ॥ ১১ ॥

কৃতোদকঃ শুচিভূত্বা স্নাতো হৃতহৃতাশনঃ ।

দেবীগৃহং জগামাথ পুণ্যমিক্কাকুসেবিতম্ ॥ ১২ ॥

তত্র দেবান্ পিতৃন্ বিপ্রানর্চয়িত্বা যথাবিধি ।

বাহুককাস্তরং রামো নির্জগাম জনৈর্বৃতঃ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। প্রচ্ছদো বস্ত্রবিশেষঃ।

১১। লো-টী। উপজহুঃ রানিয়াঃ, কৃতোদকঃ কৃতবাহুক্রিয়ঃ।

১২। লো-টী। বেদী পরিক্রতা ভূমিঃ তদযুক্তং পুণ্যং মনোহরম্।

১৩। লো-টী। স্নায্যং স্নানাদনপেতং পিতৃপিতামহসেবিতমিত্যর্থঃ। 'তত' ইতি কচিং পাঠঃ, 'বাহু'মিতি চ।

বৈতালিকগণ এই সমস্ত এবং অত্যাশ্রয় মধুর স্বত্তিগান করিল এবং সেই স্বত্তিগানদ্বারা রামচন্দ্রকে জাগরিত করিল ॥ ৯ ॥

নারায়ণ যেমন অনন্তশয্যা হইতে উখিত হন, সেইরূপ রাম শুভ্র প্রচ্ছদদ্বারা আবৃত সেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ॥ ১০ ॥

সহস্র সহস্র বিনীত ভূত যুক্তকরে নিদ্রোখিত মহাবাহু রামচন্দ্রের নিকটে জলপূর্ণ পাত্রসকল আনয়ন করিল ॥ ১১ ॥

রাম সেই জলে স্নান করত পবিত্র হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্বক ইক্ষুকুগণসেবিত পবিত্র দেবীগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১২ ॥

রাম তথায় দেবগণ, পিতৃগণ এবং বিপ্রগণের যথাবিধি অর্চনা করিল।

১। হ 'সর্বকালৈকান্ততোহনুধাত রাঘবঃ'। ২। হ 'পাণ্ডুর'। ৩। হ 'তমু'। ৪। হ 'গৃহীবা'।

৫। হ 'নৈতোদয়ন্তত্বঃ সহস্রশঃ'। ৬। হ 'দেবালয়ঃ'। ৭। অতঃ পরং হ 'সমুখিতা মহাত্মানো মন্ত্রিণঃ সপুত্রোহিতাঃ'। বশিষ্ঠপ্রবৃথাঃ সর্বো দীপ্যমান ইবাশ্রয়ঃ'। ইত্যধিকম্।

ସଭାମେବାଭିଚକ୍ରାମ ପୁଣ୍ୟାମିକ୍ଷୁକୂସେବିତାମ୍ ।
 ଉପାସ୍ତ ଚ ତତୋ ମନ୍ତ୍ରଃ ମନ୍ତ୍ରିଭିଃ ସମୁରୋହିତେଃ ।
 ବଶିଷ୍ଠପ୍ରମୁଖେଃ ସର୍ବେର୍ଦୌପ୍ୟାମାନୈରିବାସିଭିଃ ॥ ୧୫ ॥
 କ୍ଷତ୍ରିୟାଞ୍ଚ ମହାତ୍ମାନୋ ନାନାଜନପଦେଶ୍ଵରାଃ ।
 ରାମେଷ୍ଠୋପାବିଶନ୍ ପାର୍ଶ୍ଵେ ଶକ୍ରେଷ୍ଠେଷାମରା ଦିବି ॥ ୧୬ ॥
 ଭରତୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣଶଚାତ୍ର ଶତ୍ରୁଗ୍ଧ୍ରଞ୍ଚ ମହାୟନାଃ ।
 ଉପାସାଞ୍ଚକ୍ରିରେ ରାମଃ ବେଦାନ୍ତୟ ଇବାଧ୍ଵରମ୍ ।
 ପ୍ରଣତାଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଲିପୁଟାଃ କିଞ୍ଚରା ଯୁଦିତାନନାଃ ॥ ୧୭ ॥
 ବାନରାଞ୍ଚ ମହାବୀର୍ୟା ବିବିଧାଃ କାମରୂପିନୀଃ ।
 ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଧ୍ୟା ରାଜାନଃ ସର୍ବେ ତେ ଶ୍ରମହୌଜସଃ ॥ ୧୮ ॥

୧୫ । ଲୋ-ଟୀ । ଅଭିଚକ୍ରାମ ଉପବିବେଶ । ମନ୍ତ୍ରଃ ଶୁଦ୍ଧବାଦଂ ଗୋପ୍ୟାଂ କଥାମ୍ ଉପାସ୍ତ ଚକାର ବିଚାରସ୍ଥାମାସ ଇତି ବା । ‘ବେଦଭେଦେ ଶୁଦ୍ଧବାଦେ ମନ୍ତ୍ର’ ଇତ୍ୟମରଃ । ମନ୍ତ୍ରଃ ମନ୍ତ୍ରଂ ବା ।

୧୬ । ଲୋ-ଟୀ । ଅଧ୍ଵରଂ ଅଂ ବିଷ୍ଣୁଂ ବରଂ ସର୍ବଦେବାନାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠମ୍ । ‘ଅଧ୍ଵର’ମିତି ବା ପାଠଃ ।

ଜନଗଣେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହିୟା ବହିର୍ଭବନେ ଗମନ କରিলେନ ॥ ୧୭ ॥

ତিনি ଇକ୍ଷୁକୂବଂଶେର ରାଜଗଣକର୍ତ୍ତୃକ ଅଧ୍ୟାସିତ ପବିତ୍ର ରାଜସଭାୟ ଉପବେଶନ କରିয়া ଅଗ୍ନିର ଶ୍ରାୟ ଦୀପ୍ତିମାନ ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି ପୁରୋହିତ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିଗଣେର ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥ ୧୫ ॥

ନାନାଦେଶେର ରାଜା ମହାତ୍ମା କ୍ଷତ୍ରିୟଗଣ—ସ୍ଵର୍ଗେ ଦେବରାଜେର ପାର୍ଶ୍ଵେ ଦେବଗଣେର ଶ୍ରାୟ ରାମେର ପାର୍ଶ୍ଵଦେଶେ ଉପବେଶନ କରিলେନ ॥ ୧୬ ॥

ବେଦାନ୍ତୟ ସେମନ ଯଜ୍ଞେର ଉପାସନା କରେ, ସେହିରୂପ ମହାୟନାଃ ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଗ୍ଧ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଉପାସନା କରିତେ ଲାଗିଲେନ, ଠାହାରା ବନ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ପ୍ରସନ୍ନବଦନ ଓ ପ୍ରଣତ ହିୟା କିଞ୍ଚରେର ଶ୍ରାୟ ଆଦେଶେର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିତେ ଲାଗିଲେନ, ମହାବୀର୍ୟାଶାଳୀ କାମରୂପୀ

୧ । ହ ‘-ଜନ୍ମୁତେ’ । ୨ । ହ ଇତଃ ପାଦାଞ୍ଚକଂ ନାତି । ୩ । ହ ‘-ସରାଃ ପ୍ରଭୋ’ । ୪ । ହ ‘-ଶ୍ଚେବ’ ।
 ୫ । ହ ‘ହିମବର୍ତ୍ତଂ ନାତି’ । ୬ । ହ ‘ପ୍ରାସାଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଲୋ ଭୂଷା’ । ୭ । ହ ‘-ରାଃ ସମୁପାବିଶନ୍’ । ଅଭଃ ପରମ୍ ହ ‘ଭୂତା
 ରାମଞ୍ଚ ପାର୍ଶ୍ଵା ବିବିଧଂ ସମୁପାସିରେ’ ଇତ୍ୟଧିକମ୍ । ୮ । ହ ‘-ପ୍ରମୁଖାଃ ସର୍ବେ ରାଜାନଃ ପର୍ବପାସତ’

বিভীষণশ্চ ধৰ্ম্মাত্মা চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ।

সমুপাস্ত মহাত্মানং রাঘবং রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥

তথা নিগমবুদ্ধাশ্চ কুলজাতাশ্চ মানবাঃ ।

শিরোভিরভিসংপূজ্য সমুপাসস্ত রাঘবম্ ॥ ১৯ ॥

তথা পরিবৃত্তো বীরঃ স্তম্ভহস্তির্মহাঘশাঃ ।

শুশ্রুভে বিমলঃ পূর্ণো গ্রহৈরিব নিশাকরঃ ॥ ২০ ॥

যথা চ দেবপ্রবরো দেবর্ষিভিরুপাস্ততে ।

তথোপাস্তত রামমৈস্তৈঃ স মহাত্মা নরেশ্বরৈঃ ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টা। সমুপাস্ত 'স উপাস্ত' ইতি পাঠো বা।

১৯। লো-টা। নিগমো বণিক্ তত্র বৃদ্ধাঃ শ্রেষ্ঠাঃ বৈশ্বাঃ। 'নিগমো বণিজো বণিগি'তামরঃ। যদ্বা, নিগমোহযোধ্যাপুরী তত্র যে বৃদ্ধাঃ প্রামাণিকাঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্বাদয়ঃ। 'নিগমো বণিজি পুধ্যাং কটে বেদে বণিকপথে' ইতি কোষঃ।

২১। লো-টা। দেবপ্রবর ইন্দ্রঃ।

সুগ্ৰীবপ্রভৃতি বানরগণ এবং মহাতেজস্বী রাজগণ সকলেই সভায় উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

রাক্ষসাধিপতি ধৰ্ম্মাত্মা বিভীষণও মস্ত্রিচতুষ্টয়ে পরিবৃত্ত হইয়া মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে উপবেশন করিলেন ॥ ১৮ ॥

অযোধ্যাবাসী বৃদ্ধগণ এবং সংকুলজাত ব্যক্তিগণ মস্তক অবনত করত রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া সমীপে উপবেশন করিলেন— ॥ ১৯ ॥

মহাঘশাঃ বীরবর রামচন্দ্র সেই মহাঅগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত নিখিল পূর্ণচন্দ্রের আয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

দেবর্ষিগণ যেরূপ দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে উপাসনা করেন, সেইরূপ সেই মহাত্মা নরপতিগণ রামকে উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

১। হ 'পুত্রাশ্চ'। ২। হ 'প্রণয়' শিরসা রামং রাজানং পশু'পাসত'। ৩। হ 'স ম'। ৪। হ 'যোগেশ্বরো নিত্য'। ৫। হ 'তথা চোপাসতে রামমৈস্তৈঃ স মহাত্মা নরেশ্বরৈঃ'।

তেষাং সমুপবিষ্টানাং তৎ তৎ স্মধুরং বহু ।

কথয়াক্ক্রি়ে পৌরাঃ পুরাণং ধর্মসংহিতম্ ॥ ২২ ॥

স রাঘবো হেবমুপাস্থমানো নরেন্দ্র-শাখামৃগ-রাক্ষসাদৈঃ ।

চকার কার্য্যাণি সমীক্ষ্য সম্যক্ শাস্ত্রেণ রাজ্যাং বিদিতানি যানি ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রকৃতিসমাগমো নাম

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

২৩। -লো-টা। সম্যক্ সমীক্ষ্য।

প্রকৃতিসমাগমঃ ॥ ৪১

সেই উপবিষ্ট সভ্যগণের সমক্ষে পৌরজনগণ ধর্মসংযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ বহু স্মধুর
পৌরাণিক গাথা কীর্তন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

রামচন্দ্র রাজগণ, বানরগণ এবং রাক্ষসগণকর্তৃক এইরূপে উপাসিত হইয়া
সম্যক্ বিবেচনা করত শাস্ত্রবিদিত রাজকার্য্যসমূহ সম্পাদন করিলেন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রকৃতিসমাগম-নামক

৪১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

(৪২) দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

এবমাস্তে মহাবাহুরহন্তহনি রাঘবঃ ।

পৌরজানপদানাং চ কুর্ক্বন্ কার্য্যাণি সর্বদা ॥ ১ ॥

ততঃ কতিপয়াহঃসু বৈদেহং মিথিলাধিপম্ ।

রাঘবঃ প্রাঞ্জলিভূত্বা বাক্যমেতদ্ব্যচ হ ॥ ২ ॥

ভবান্ নো গতিরব্যগ্রা ভবতা পালিতা বয়ম্ ।

ভবতস্তেজসা রাজন্ রাবণো নিহতো ময়া ॥ ৩ ॥

ইক্ষ্বাকুণাং চ সর্বেষাং মৈথিলানাঞ্চ সর্বশঃ ।

অতুলাঃ প্রীতয়ো রাজন্ সম্বন্ধকপুরস্কৃতাঃ ॥ ৪ ॥

তৎ পুরং স্বং ভবান্ যাতু রত্নান্যাদায় সর্বশঃ ।

ভরতেন সহায়েন ত্র্যমেষ অনুযান্ততি ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। অব্যগ্রা নিঃসন্ধিগ্ধা গতিঃ শরণম্।

৪। লো-টী। সর্বশঃ সর্বেষাম্। ‘সম্বন্ধকপুরস্কৃতাঃ’ ইতি পাঠঃ... (৭) বা

৫। লো-টী। সর্বশঃ সর্বেষাং দাতুং অনেন ভরতেন সহ ভবান্ স্বং পুরং যাতু।
‘সহায়েনে’তি বা পাঠঃ। এষ ভরতঃ।

মহাবাহু রামচন্দ্র সর্বদা পুরবাসী জনগণের সকল কার্য্য সম্পাদন করত এইরূপ [সভায়] প্রতিদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

তার পর কিছুদিন অতীত হইলে, রামচন্দ্র করযোড়ে বিদেহরাজ মিথিলেশ্বর জনককে বলিলেন— ॥ ২ ॥

মহারাজ, আপনি আমাদের একমাত্র গতি, আপনাকর্ত্ত্বক আমরা প্রতিপালিত হইতেছি, আপনার তেজঃপ্রভাবেই আমি রাবণকে বধ করিতে পারিয়াছি ॥ ৩ ॥

হে রাজন্, সমস্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের ও মিথিলার রাজবংশের মধ্যে এই সম্বন্ধদ্বারা যে প্রীতি হইয়াছে তাহা অতুলনীয় ॥ ৪ ॥

এক্ষণে আপনি ভরতের সহিত নিজগৃহে গমন করুন, এই ভরত [আমার

১। হ ‘-রে কালে’। ২। হ ‘বধ’। ৩। হ ‘বিদেহরাজ’। ৪। হ ‘তৎ ভবান্ কপুরং বক্তে’ (৭)। ৫। হ ‘পারিষ’।

তথেষ্ট্যুক্তা^১। স রাজর্ষিরবোচদ্রাঘবং বচঃ ।

প্রীতোহস্মি ভবতো রাজন্ দর্শনেন জয়েন চ ॥ ৬ ॥

যাশ্চেতানি চ রত্নানি মদর্থং বর্জিতানি বৈ ।

এতান্যহং প্রযচ্ছামি তুভ্যমেব নরর্ষভ ॥ ৭ ॥

ততঃ প্রযাতে জনকে কৈকেয়ং মাতুলং প্রভুঃ ।

যুধাজিতমথো রামঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

ইদং রাজ্যমহং চৈব ভরতশ্চ লক্ষ্মণঃ ।

আয়তাস্তং হি নো নাথো গুরুশ্চ পুরুষর্ষভ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টা। ‘তথেষ্ট্যুক্তা’ ইতি পাঠঃ। ‘তথেষ্ট্যুক্ত’ ইতি বা।

৭। লো-টা। সর্জিতানি দাতৃমানীতানি। ‘অর্জিতানী’তি পাঠে স এবার্থঃ।

৯। লো-টা। ইদং রাজ্যমিত্যাদিকং ভবেতি শেষঃ। নোহস্মাকম্। অর্থেষু উপস্থিতেষু প্রয়োজনেষু স্বং হি স্বমেব নাথঃ সহায়ঃ গুরুরূপদেষ্ঠা চ।

প্রদত্ত] সমস্ত রত্ন লইয়া আপনার সহিত যাইবে ॥ ৫ ॥

রাজর্ষি জনক ‘তথাস্ত’ বলিয়া রামকে কহিলেন, রাজন্, আপনার দর্শনে এবং আপনার জয়লাভে আমি প্রীত হইয়াছি ॥ ৬ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, এই যে-সমস্ত রত্ন আমাকে দেওয়ার জন্ত আনীত হইয়াছে, এই সমস্ত আমি আপনাকেই দান করিতেছি ॥ ৭ ॥

তার পর রাজর্ষি জনক প্রস্থান করিলে প্রভু রামচন্দ্র কেকয়-রাজপুত্র মাতুল যুধাজিতকে করযোড়ে বলিলেন— ॥ ৮ ॥

হে পুরুষর্ষভ, আমি, ভরত, লক্ষ্মণ এবং এই রাজ্য, সমস্তই আপনার আয়ত্ত, আপনিই আমাদের সহায় এবং উপদেষ্টা ॥ ৯ ॥

১। হ ‘চ’। ২। হ ‘ভু’। ৩। অবঃ পরং হ ‘এবমুক্তা’ পরিব্রজ্য রামেণ প্রতিপূজিতঃ। ভগ্নতেন তদা সর্জং প্রযথো মিথিলাং প্রতি’ ॥ ইত্যধিকম্। ৪। হ ‘সর্কেষু স্বং’।

রাজাপি বৃদ্ধঃ সস্তাপং হৃদর্থমুপযাস্ততি ।

তস্মাদগমনমথৈব রোচতে মে ভবানঘ ॥ ১০ ॥

লক্ষ্মণশৈচব যাস্তং ত্বাং পৃষ্ঠতোহনুগমিস্ততি ।

ধনমাদায় বিপুলং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ১১ ॥

যুধাজিতু তথৈত্যাহ গমনং প্রতি রাঘবম্ ।

রত্নানি চ ধনং চৈব ত্বয়োবাঙ্কয়মস্তিতি ॥ ১২ ॥

প্রদক্ষিণং স রাজানং কৃত্বা কৈকেয়নন্দনঃ ।

রামেণ সংকৃতঃ পূর্বমভিবাণ্ড ততো যযৌ ॥ ১৩ ॥

গতে তস্মিংশ্রুতো রামো বয়স্যমুকুতোভয়ম্ ।

প্রতর্দনং কাশিপতিং পরিষজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। সস্তাপং হৃঃখম্, মে মহম্।

১২-১৩। লো-টী। গমনং প্রতি রাঘবং তথৈত্যাঙ্। অঙ্কয়ং ধনং রত্নানি চ ত্বয়োবাঙ্কি-
ত্যাঙ্। রাজানং রামং প্রদক্ষিণং কৃত্বা রামেণ পূর্বমভিবাণ্ড সংকৃতো যযাবিতি দ্বয়েনাঙ্কয়ঃ।

বৃদ্ধ কেকয়রাজ আপনার জন্ম হৃঃখিত হইবেন, স্মৃতরাং হে অনঘ, অদ্বৈ
আপনার [স্বদেশ] গমন আমার অভিপ্রেত ॥ ১০ ॥

বহু ধন এবং বিবিধ রত্নরাজি লইয়া লক্ষ্মণ আপনার অনুগমন
করিবে ॥ ১১ ॥

যুধাজিৎ গমনবিষয়ে 'তাহাই হউক' বলিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, ধন এবং
রত্নরাজি তোমার অঙ্কয় হউক ॥ ১২ ॥

প্রথমতঃ রামচন্দ্র অভিবাদনপূর্বক সংকার করিলে তার পর কেকয়-নন্দন
(যুধাজিৎ) রাজাকে (রামকে) প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

যুধাজিৎ গমন করিলে রামচন্দ্র নির্ভীক বয়স্য কাশিরাজ প্রতর্দনকে
আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন— ॥ ১৪ ॥

দর্শিতা ভবতা প্রীতিঃ সৌহার্দং দর্শিতং পরম্ ।

উদযোগোহয়ং ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ ॥ ১৫ ॥

তৎ ত্বম্ভৌব কাশীশ গচ্ছ বারাণসীং পুরীম্ ।

রমণীয়াং ত্বয়া গুণ্ডামিস্ত্রেণেবামরাবতীম্ ॥ ১৬ ॥

উত্থায়ৈতাবদুক্তা চ কাকুৎস্থঃ পরমাসনাৎ ।

পর্যষজত ধর্ম্মাত্মা কাশিরাজং প্রতর্দনম্ ॥ ১৭ ॥

তং বিন্ধজ্য মহাতেজাঃ সর্ব্বাংস্তান্ পৃথিবীপতীন্ ।

প্রহসন্ রাঘবো বাক্যমুবাচ মধুরং তদা ॥ ১৮ ॥

ভবন্তো গুণসম্পন্না ভবতাং বীর্য্যমদ্বুতম্ ।

ধর্ম্মশ্চ নিয়তো নিত্যং নিত্যং চ প্রীতিরুক্তমা ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। রাবণং জেতুময়ুক্তোগঃ ত্বয়া সহ কৃতঃ।

১৯। লো-টী। নিয়তো নিত্যনৈমিত্তিকঃ। প্রীতিরুক্তমা অস্বাধিতার্থঃ।

রাজন্, আপনি [যুদ্ধের সাহায্যার্থে] ভরতের সহিত উত্তোগী হইয়া আমার প্রতি পরম সৌহার্দ্য এবং প্রীতি দেখাইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্র-পালিতা অমরাবতীর স্থায় আপনার পালিতা রমণীয়া বারাণসী নগরীতে আপনি অদ্বাই গমন করুন ॥ ১৬ ॥

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া উত্তম আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক কাশিরাজ প্রতর্দনকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৭ ॥

মহাতেজাঃ রামচন্দ্র তাঁহাকে বিদায় দিয়া হস্তপূর্ব্বক সমবেত সমস্ত মহীপতি-দিগকে মধুর বাক্যে বলিলেন— ॥ ১৮ ॥

আপনারা গুণবান্, আপনাদের সামর্থ্য আশ্চর্য্যজনক, আপনারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত এবং [আমাদের উপর] সর্ব্বদা অত্যধিক প্রীতিমান ॥ ১৯ ॥

১। হ 'গো যত্'। ২। হ 'স ত্বম্'। ৩। ক 'স্ব'। ৪। হ 'এতাবদুক্তা' কাকুৎস্থ উত্থায়।

৫। হ 'প্রীতিশাস্বাবহিতা'।

যুগ্মাকঞ্চ প্রভাবেণ তেজসা চ মহাত্মনাম্ ।

হতো ময়া স্তুৰ্দ্ধবুদ্বী রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ২০ ॥

হেতুমাত্রমহং তত্র ভবতাং তেজসা হতঃ ।

রাবণঃ সগণো যুদ্ধে সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ ॥ ২১ ॥

ভবন্তশ্চ সমানীতা ভরতেন মহাত্মনা ।

শ্রুত্বা জনকরাজস্য রক্ষসাপহতাং স্ততাম্ ॥ ২২ ॥

উদ্যুক্তানাং চ সর্বেষাং ভবতাং স্মমহাত্মনাম্ ।

কালো ব্যতীতঃ স্মহান্ গমনে রোচতে মতিঃ ॥ ২৩ ॥

তথেষ্ট্যচূর্ণপতয়ো মূদা পরময়া যুতাঃ ।

দিষ্ট্যাসি বিজয়ী রাম রাজ্যে চৈব প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। উদ্যুক্তানাং যুদ্ধায়।

মহামনস্বী আপনাদের তেজ এবং প্রভাববলেই আমি অতিশয়-ছষ্টবুদ্ধি রাক্ষস-রাজ রাবণকে নিহত করিয়াছি ॥ ২০ ॥

আপনাদের তেজাবলেই রাবণ যুদ্ধে পুত্র, বান্ধব এবং স্বজনগণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে, আমি সেই কার্যের নিমিত্ত মাত্র ॥ ২১ ॥

জমকনন্দিনী সীতা রাক্ষসকর্তৃক অপহৃত হইয়াছেন শুনিয়া মহাত্মা ভরত আপনাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

আপনারা মহাত্মা, [যুদ্ধে আমার সাহায্যের জন্য] উদ্যোগী থাকিয়া আপনাদের সকলের বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছে, এক্ষণে [সম্ভবতঃ স্বদেশে] কিরিবার ইচ্ছা হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

তখন রাজগণ অতিশয় আহলাদিত হইয়া বলিলেন “হ্যাঁ, রাম, ভাগ্যক্রমে আপনি জয় লাভ করিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

এষ নঃ পরমঃ কাম এষা নঃ প্রীতিরত্তমা ।

যৎ ত্বাং বিজয়িনং রাম পশ্যামো হতকণ্টকম্ ॥ ২৫ ॥

এতৎ ত্রয়্যুপপন্নং চ যদস্মাংস্তুং প্রশংসসি ।

প্রশংসারহোহসি রাজেন্দ্র প্রশংসামস্ততো বয়ম্ ।

হতা হি বাহুবীর্যেণ রাক্ষসাস্তে নৃপোভম ॥ ২৬ ॥

আমন্ত্রয়ামহে বীর হৃদি তে নিত্যশো বয়ম্ ।

বর্তামহে মহাবাহো প্রীতির্হ্যস্মাকমুত্তমা ।

ভবেচ্চ তে মহারাজ প্রীতিরস্মাহু নিত্যদা ॥ ২৭ ॥

[২৫ । লো-টী ।] তে বয়ং তব যুগং পশ্যাম ইত্যম্বয়ঃ । বিজয়িনম্ অদন্ত ইন্ প্রত্যয়ঃ ।
ব্রাহ্মণ্যং পূর্ণচন্দ্রমিব ।

২৬ । লো-টী । ত্বয়ি পরমকারুণিকে এতদুপপন্নম্ উচিতম্ ।

২৭ । লো-টী । হে বীর, তে ভব । বয়মিতি । নিত্যশো হৃদি বহ্নম্ আমন্ত্রয়ামহে
মন্ত্র্যামহে । ‘অমুক্তানীমহে’ ইতি পাঠো বা । অস্মাকং ভবতি ত্বয়ি প্রীতিকৃতমা হি অতো
বর্তামহে বয়ং জীবামঃ । ‘যুস্মাক’মিতি পাঠে অস্মাহু যুস্মাকং যা প্রীতিঃ ভবতি অস্তি তথৈব
বর্তামহে ।

[লো-টী] । প্রিয়গণি বাক্যানি চিরং বারংবারং সমভিধায় উক্তা ।

রাম, আমরা যে আপনাকে শত্রুবধকারী ও জয়যুক্ত দেখিলাম,
ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য এবং ইহাই আমাদের অতিশয় প্রীতিজনক
হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

হে রাজেন্দ্র, আপনি যে আমাদের প্রশংসা করিতেছেন—ইহা আপনার
উপযুক্ত হইয়াছে । [বস্তুতঃ] আপনিই প্রশংসাই ; অতএব আপনাকেই আমরা প্রশংসা
করি । হে নৃপোভম, আপনি স্বীয় বাহু-বীর্যে সেই রাক্ষসসকলকে নিহত করিয়াছেন ।
হে বীর, প্রার্থনা করি, আমরা যেন আপনার হৃদয়ে নিয়ত বর্তমান থাকি । মহাবাহো

১ । হু ‘ইদমর্ক’ নাস্তি’ । ২ ‘হতো হি’ । ৩ । ত ‘-সন্তে’ । ৪ । ত অন্তঃ পরং কাচিং
সর্গনমাস্তি দৃশ্যতে, পরং পাদদ্বয়ং চ নাস্তি ।

তে প্রযাতা মহাত্মানঃ পার্থিবাঃ সৰ্ব্বতো দিশঃ ।

১০৮ রথবাজিসহস্রোবৈঃ কম্পয়ন্তো বহুস্করাম্ ॥ ২৮ ॥

অক্ৰোহিণ্যো হি তত্রাসন্ রাঘবার্থে সমুদ্ভূতাঃ ।

ভরতশ্রাজ্জয়া নৈকাঃ প্রহৃষ্টবলবাহনাঃ ॥ ২৯ ॥

উচুন্তে তু মহাপালা বলদৰ্পসমম্বিতাঃ ।

ন রামরাবণং যুদ্ধে পশ্যামঃ পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৩০ ॥

ভরতেন বয়ং পশ্চাৎ সমানীতা নিরর্থকম্ ।

হতা হি রাক্ষসাঃ ক্ষিপ্রং পার্থিবৈঃ স্য্যন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥

রামশ্চ বাহুবীর্যেণ রক্ষিতা লক্ষ্মণশ্চ চ ।

১০৯ স্মৃৎ প্যারে সমুদ্রেস্থ যুধ্যেমহি গতজ্বরাঃ ॥ ৩২ ॥

২৮। লো-টী। সৰ্ব্বতঃ সৰ্ব্বাঃ।

৩০। লো-টী। 'ন রামং রাবণং'মিতি পাঠঃ। 'রামরাবণং'মিতি পাঠে রামেণ যুক্তং রাবণম্।

মহারাজ, আপনার প্রতি আমাদের অতিশয় প্রীতি আছে, আপনারও যেন আমাদের প্রতি সৰ্ব্বদা প্রীতি থাকে" ॥ ২৬-২৭ ॥

সেই মহাত্মা নরপতিগণ সহস্র সহস্র হস্তী এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া মেদিনী কম্পিত করত চতুর্দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৮ ॥

ভরতের আদেশে আনন্দিত সৈন্য এবং বাহনযুক্ত বহু অক্ৰোহিণী সেনা উত্তোগী হইয়া রামের সাহায্যের জন্য তথায় উপস্থিত ছিল ॥ ২৯ ॥

বলদৰ্পশালী সেই রাজগণ [পাশ্চিমদিকে] বলিতে লাগিলেন—"আমরা সম্মুখসমরে রাম-রাবণকে দেখিতে পাইলাম না ॥ ৩০ ॥

ভরত আমাদের শেষকালে নিরর্থক আনিয়াছিলেন, [পূর্বে আসিলে] রাক্ষসগণ রাজগণকর্তৃক অতিক্রান্ত নিহত হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

আমরা রাম এবং লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া অনায়াসে সমুদ্রেপারে

১। হ 'গজ'। ২। হ 'রাক্ষসাঃ'। ৩। ক 'নর'। ৪। হ 'চ'। ৫। ক 'বস্তাঃ'।

৬। হ 'লক্ষ্মণেন চ'। ৭। হ 'যুধ্যেম বিগত'।

এতাশ্চাশ্চ রাজানঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ ।

কথয়ন্তঃ স্বরাষ্ট্রাণি বিবিশুস্তে বলৈর্কৃতাঃ ॥ ৩৩ ॥

পুরাণি স্থানি তে গত্বা রত্নানি বিবিধান্তত্ব ।

রামায় শ্রীতিকামার্থমুপহারং নৃপা দদুঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্থান্ যানানি রত্নানি হস্তিনশ্চ মদোৎকটান্ ।

চন্দনাগুরুমুখ্যানি দিব্যাশ্চাত্তরগানি চ ॥ ৩৫ ॥

ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শক্রশ্চ মহাযশাঃ ।

আদায় তানি রত্নানি তেহযোধ্যাগতাঃ পুনঃ ॥ ৩৬ ॥

আগম্য চ পুরীং রম্যামযোধ্যাং পুরুষর্বভাঃ ।

তানি রত্নানি রামায় বিচিত্রাণি শ্বেবেদয়ন্ ॥ ৩৭ ॥

৩৪। লো-টী। রামায় রামার্থম্। উপহারানভ্যাস্ত উপাহরন্ গ্রহাপয়ামাস্তঃ।
কিমর্থম্? শ্রীতিকামার্থম্। 'রামস্তে'তি বা পাঠঃ।

গিয়া সুখে যুদ্ধ করিতে পারিতাম" ॥ ৩২ ॥

সেই নৃপতিগণ সৈন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এই কথা এবং এইরূপ অশ্রান্ত
সহস্র কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

সেই রাজগণ স্বীয় পুরে গমন করিয়া রামের শ্রীতিকামনায় অশ্ব, যান, রত্ন,
মদমত্ত মাতঙ্গ, উৎকৃষ্ট চন্দন, শ্রেষ্ঠ অগুরু এবং দিব্য আভরণসকল [ভরত, লক্ষ্মণ
এবং শক্রকে] প্রদান করিলেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

সেই মহাযশাঃ ভরত, লক্ষ্মণ এবং শক্র সেই সমস্ত রত্নসম্ভার লইয়া
অযোধ্যাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত, লক্ষ্মণ এবং শক্র রমণীয় অযোধ্যাপুরে আসিয়া রামকে
সেই বিচিত্র রত্নরাজি অর্পণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

১। হ 'বয়ানানি'। ২। হ 'জগুর্হৃৎসমবিতাঃ'। ৩। হ 'রামস্য প্রিয়কামার্থ-'। ৪। হ '-নানি চ
মুখ্যা'। ৫। অতঃ পরং হ 'মণিমূল্যপ্রবাণাংকটাসো রূপসমবিতাঃ'। অজাবিকক বিবিধং রথাস্ত্র বিবিধান্ স্বদম্'।
ইত্যবিকম্। ৬। হ 'বহাবশাঃ'। ৭। হ 'বাং পুরীং পুনরাগতাঃ'। ৮। হ 'চিত্রাণি রামায় সমুপাদয়ন্'।

প্রতিগৃহ চ তৎ সর্বং শ্রীতিযুক্তঃ স রাঘবঃ ।

সুগ্ৰীবায় দদৌ রাজ্যে মহাত্মা কৃতকর্মণে ॥ ৩৮ ॥

বিভীষণায় চ দদৌ তথ্যেভ্যোহপি রাঘবঃ ।

কপিভ্যো রাক্ষসেভ্যশ্চ যৈর্কৃতো যুদ্ধবাংস্তদা ॥ ৩৯ ॥

তে সর্বৈ রামদত্তানি রত্নানি কপিরাক্ষসঃ

শিরোভির্দ্ধারয়ামাহুর্ভূজৈশ্চ ভুজগোপমৈঃ ॥ ৪০ ॥

হনুমন্তং চ নৃপতিরিক্ণাকৃণাং মহারথঃ ।

অঙ্গদঞ্চ মহাবাহুং কামারোপ্য বীর্যবান্ ॥ ৪১ ॥

রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ সুগ্ৰীবমিদমব্রবীৎ ।

অঙ্গদস্তে সুপুত্রোহয়ং সমস্ত্রী চানিলায়ুজঃ ॥ ৪২ ॥

৩৮। লো-টী। শ্রীতিযুক্তঃ ইতি পাঠঃ। 'শ্রীতিযুক্ত'মিতি পাঠে ক্রিয়াবিশেষণম্।

৪২। লো-টী। নৃপুত্রঃ বীরপুত্রঃ।

মহাত্মা রাম সাদরে সেই রত্নসমূহ লইয়া কৃতকর্মা বানররাজ সুগ্ৰীবকে, বিভীষণকে এবং যাহাদের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই সকল বানর ও রাক্ষসদিগকে প্রদান করিলেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥

সেই সকল বানর ও রাক্ষসগণ রামদত্ত রত্নরাজি মস্তকে এবং সর্পভূল্য হস্তে ধারণ করিল ॥ ৪০ ॥

মহারথ বীর্যশালী ইক্ণাকূনুপতি পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র মহাবাহু হনুমান্ এবং অঙ্গদকে ক্রোড়ে বসাইয়া সুগ্ৰীবকে বলিলেন—এই অঙ্গদ তোমার সুপুত্র (পুত্রস্থানীয়) এবং পবননন্দন হনুমান্ও তোমার সমস্ত্রী ॥ ৪১-৪২ ॥

১। হ 'রাঘঃ শ্রীতিসম্বন্ধঃ'। ২। হ 'রাক্ষসেভ্যঃ কপিভ্যশ্চ'। ৩। হ 'কামারোপ্য'। ৪। হ 'ভু-জৈশ্চ মহাবাহুঃ'। ৫। হ 'নরী চাপানিলা-'।

সুগ্রীব মস্ত্রিতে যুক্তো মম চাপি হিতে রতো ।

অর্হতোহভ্যধিকাং পূজাং ত্বংকৃতে বৈ হরীশ্বর ॥ ৪৩ ॥

ইতু্যক্তা ব্যবমুচ্যাদ্ভাং ভূষণানি মহাযশাঃ ।

আববন্ধ মহার্হাণি তদাঙ্গদহনুমতোঃ ॥ ৪৪ ॥

আভাশ্য চ মহাবীৰ্য্যান্ রাঘবো যুথপর্যভান্ ।

নলং নীলং কেশরিণং কুমুদং গন্ধমাদনম্ ॥ ৪৫ ॥

সুষেণং পনসং বীরং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ ।

জাম্ববন্তং গবাক্ষং চ বিনতং ধৃত্রমেব চ ॥ ৪৬ ॥

বলীমুখং প্রজজ্ঞং চ সংনাদং চ মহাবলম্ ।

দরীমুখং দধিমুখমিন্দ্রজানুং চ যুথপম্ ॥ ৪৭ ॥

মধুরং শ্লক্ষ্ময়া বাচা নেত্রোভ্যাং চাপিবস্মিব ।

সুহৃদো হি ভবন্তো মে শরীরং ভ্রাতরস্তথা ॥ ৪৮ ॥

৪৩। লো-টা। মস্ত্রিতে মস্ত্রণে যুক্তো যোগ্যো।

৪৫-৫০। লো-টা। মধুরং যথা শ্লক্ষ্ময়া মনোহরয়া বাচা আভাশ্য সংবোধ্য নেত্রোভ্যামপিবস্মিব সন্নেহং পশুন্নিবেত্যর্থঃ। ‘সুহৃদো হী’তি সাক্ষিপ্লোকে নৈব যুক্তা ভূষণানি দদাবিতি বড় ভিন্নত্বঃ।

হে বানররাজ সুগ্রীব, ইহারা উভয়েই তোমার জন্ত মন্ত্রণায় নিযুক্ত এবং আমারও হিতসাধনে নিরত, সুতরাং সমধিক সম্মান পাইবার উপযুক্ত ॥ ৪৩ ॥

মহাযশাঃ রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া স্বীয় অঙ্গ হইতে বহুমূল্য অলঙ্কারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া অঙ্গদ এবং হনুমানের শরীরে পরিধান করাইয়া দিলেন ॥ ৪৪ ॥

রামচন্দ্র যুথপতিশ্রেষ্ঠ মহাবীৰ্য্যশালী নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুষেণ, পনস, বীর মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, গবাক্ষ, বিনত, ধৃত্রাক্ষ, বলীমুখ, প্রজজ্ঞ,

যুগ্মাভিরুদ্ধতচ্চাহং ব্যসনাং কাননোকসঃ ।

ধন্যো রাজা চ স্ত্রীণামো ভবন্তিঃ স্ত্রীদাং বরৈঃ ॥ ৪৯ ॥

এবমুক্তা দদৌ তেভ্যো ভূষণানি যথার্থতঃ ।

বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি সম্বজ্জৈচ নরবর্ষভঃ ॥ ৫০ ॥

তেহপি বস্ত্র স্ত্রীকানি মধুনি মধুপিঙ্গলাঃ ।

মাংসানি চ স্ত্রীকানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ৫১ ॥

এবং তেষাং নিবসতাং মাংসঃ সাত্ত্বো যযৌ তদা ।

মুহূর্তমিব তে সর্বৈঃ রামভক্ত্যা চ মেনিরে ॥ ৫২ ॥

রামোহপি রেমে তৈঃ সার্কং বানরৈঃ কামরূপিভিঃ ।

রাক্ষসৈশ্চ মহাবীর্যৈশ্চৈকৈশ্চ স্ত্রীমহাবলৈঃ ॥ ৫৩ ॥

সংবাদ, মহাবল দরীমুখ, দধিমুখ, ইন্দ্রজানু প্রভৃতি বানরদিগের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করত মনোহর মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া [বলিলেন—] “বনবাসিগণ, তোমরাই আমার শরীর, স্ত্রীদা এবং ভ্রাতা, তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তোমাদের আশ্রয় উত্তম বন্ধুদ্বারা রাজা স্ত্রীও ধন্য হইয়াছেন” ॥ ৪৫-৪৯ ॥

নরশ্রেষ্ঠ রাম এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য মহামূল্য বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রদানপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৫০ ॥

সেই মধুর আশ্রয় পিঙ্গলবর্ণ বানরগণ স্ত্রীকানি মধু পান করিয়া স্ত্রীপিত্ত মাংস, ফল ও মূল আহাৰ করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

এইরূপে বাস করিয়া তাহাদের মাসাধিককাল অতিবাহিত হইল, তাহারা সকলে রামের প্রতি ভক্তিবশতঃ তাহা এক মুহূর্তের আশ্রয় মনে করিল ॥ ৫২ ॥

রামচন্দ্রও সেই সমস্ত কামরূপী বানর, মহাবীর্যশালী রাক্ষস এবং অতিশয় বলবান ঋক্ষগণের সহিত সম্ভাষণ লাভ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

ଏବଂ ତେଷାଂ ସର୍ବୋ ଭାସୋ ଦ୍ଵିତୀୟଃ ଶିଶିରଃ ସ୍ଥୂର୍ଧମ୍ ।

ବାନରାଣାଂ ପ୍ରହୃତୀନାଂ ରାକ୍ଷସାନାଂ ସର୍ବଶଃ ॥ ୫୪ ॥

ଇତ୍ୟାର୍ଥେ ବାଲ୍ମୀକୀୟେ ରାମାୟଣେ ଆଦିକାବ୍ୟେ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ରାଜସଂପ୍ରେଷଣଂ ନାମ
ଷ୍ଟିତ୍ଵାରିଂଶଃ ସର୍ଗଃ ॥ ୫୨ ॥

[ଲୋ-ଟୀ] । ଉପାସତାଂ ପ୍ରାପ୍ନୁବତାମ୍ ।

ରାଜସଂପ୍ରେଷଣମ୍ ॥ ୫୨ ॥

ଏହିରୂପେ ସେହି ସକଳ ହୃଷ୍ଟିଚିତ୍ତ ବାନର ଓ ରାକ୍ଷସଦିଗେର ଶୀତଲାତୁର ଦ୍ଵିତୀୟ ମାସ
ସ୍ଥୁର୍ଧେ ଅତିବାହିତ ହିଲ ॥ ୫୪ ॥

ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିପ୍ରଣୀତ ଆଦିକାବ୍ୟ ରାମାୟଣେର ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ରାଜସଂପ୍ରେଷଣ-ନାମକ
୫୨ଶ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ॥ ୫୨ ॥

(৪৩) ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

বালোদিতার্কবপুষং পীনস্কন্ধং মহাভুজম্ ।

রাঘবস্ত মহাতেজাঃ স্ত্রীবিমিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

গম্যতাং বীর কিঙ্কিন্ধ্যাং দুরাধৰ্ষাং স্ত্রীররপি ।

পালয়ন্ত মহাসত্ত্ব রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ২ ॥

অঙ্গদং চ মহাবাহুং প্রীত্যা পরময়ান্বিতঃ ।

সংপশ্য চ হনুমন্তং নলং চ স্ত্রমহাবলম্ ॥ ৩ ॥

সুষেণং শ্বশুরং বীরং তারং চানলবিক্রমম্ ।

কুমুদং চৈব দুর্জয়ং স্ত্রবাহুং চাপরাজিতম্ ॥ ৪ ॥

বীরং শতবলিং চৈব মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ ।

গবয়ং চ গবাক্ষং চ শরভং গন্ধমাদনম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। বালোদিতার্কসদৃশং বাটলৈঃ কুন্তলৈঃ রোমভিরিত্যর্থঃ উদিতার্কসদৃশম্ ।

৪। লো-টী। তারং কঞ্চন সেনাপতিং ন পুনস্তারাপুত্রমঙ্গদম্ ।

মহাতেজস্বী রামচন্দ্র নবোদিত সূর্য্যের আয় দেহবিশিষ্ট পীনস্কন্ধ মহাবাহু স্ত্রীবিমিদে বলিলেন— ॥ ১ ॥

হে মহাবলসম্পন্ন বীর, দেবগণেরও দুর্জয় কিঙ্কিন্ধ্যানগরে গমন করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য পালন কর ॥ ২ ॥

মহাবাহু অঙ্গদ, মহাবলশালী হনুমান্ ও নলকে পরম প্রীতির সহিত দেখিও ॥ ৩ ॥

তোমার শ্বশুর বীর সুষেণ, অগ্নিতুল্যবিক্রমশালী 'তার', দুর্জয় কুমুদ, অপরাজেয় স্ত্রবাহু, বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গন্ধমাদন, মহাবলশালী দুর্জয় ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এবং অপর যে-সব মহাত্মা আমার জন্য প্রাণ

ঋক্ষরাজং চ দুর্দ্ধৰং জাম্ববন্তং মহাবলম্ ।
 যে চাত্তে স্মহাত্মানো মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
 পশ্য তান্ শ্রীতিসংযুক্তো মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ ॥ ৬ ॥
 এবমুক্ত্বা স স্মগ্রীবং প্রশস্ত্য চ পুনঃ পুনঃ ।
 বিভীষণমথোবাচ রাঘবো মধুরাং গিরম্ ॥ ৭ ॥
 লক্ষাং প্রশাদি ধর্ম্মেণ সংমতো হৃসি পার্থিব ।
 সুরাণাং রক্ষসাং চৈব ভ্রাতুর্বৈশ্রবণশ্চ চ ॥ ৮ ॥
 মা চ বুদ্ধিমধর্ম্মে ত্বং কৃথা রাজন্ কদাচন ।
 বুদ্ধিমন্তো হি রাজানো ধ্রুবমশ্ৰুন্তি মেদিনীম্ ॥ ৯ ॥
 অহং চ নিত্যশো রাজন্ স্মগ্রীবসহিতস্তয়া ।
 স্মর্তব্যঃ পরয়া শ্রীত্যা স্নেহশ্চৈষা পরা গতিঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টা। শ্রীতিসংযুক্তং যথা শ্রুতং

৯। লো-টা। বুদ্ধিমন্তঃ ধর্ম্মবুদ্ধিমন্তঃ।

১০। লো-টা। গতিঃ প্রকারঃ।

দিতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদিগকে শ্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবে এবং কখনও ইহাদের অনিষ্ট করিবে না ॥ ৪-৬ ॥

সেই রঘুনন্দন রাম স্মগ্রীবকে এই কথা বলিয়া এবং পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া বিভীষণকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন— ॥ ৭ ॥

রাজন্, তুমি দেবগণের, ঋক্ষসগণের এবং ভ্রাতা কুবেরের অভিমত (মনঃপূত) হইয়াছ, সূতরাং ধর্ম্মপথে থাকিয়া লঙ্কানগরী শাসন কর ॥ ৮ ॥

রাজন্, কখনও অধর্ম্মে অভিলাষ করিও না, বুদ্ধিমান রাজারা [ধর্ম্মপথে থাকিয়া] নিশ্চয়ই [চিরকাল] পুণ্যবী ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

রাজন্ তুমি সর্বদা আমাকে এবং স্মগ্রীবকে পরম শ্রীতির সহিত স্মরণ করিবে, ইহাই স্নেহের পরাকাষ্ঠা [হইবে] ॥ ১০ ॥

১। হ 'ঋক্ষবন্তক দুর্দ্ধবং হবাহং চাপরাজিতম্'। ২। হ 'পশ্যতান্'। ৩। হ 'জ্ঞান'। ৪। হ 'তু'।

৫। ক 'প্রশস্ত চ'। ৬। হ 'সানাক'।

রামস্ত ভাষিতং শ্রুত্বা ঋক্ষবানররাক্ষসাসাঃ ।

সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং প্রশংসন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১ ॥

তব বুদ্ধির্মহাবাহো বীর্যমদ্ভুতমেব চ ।

মাধুর্য্যং পরমং রাম স্বয়ম্ভুব ইব ধ্রুবম্ ॥ ১২ ॥

তেষাং তু ক্রবতামেবং ঋক্ষবানররাক্ষসাম্ ।

হনুমান্ প্রণতো ভূত্বা রামং বাক্যমথাত্রবীৎ ॥ ১৩ ॥

স্নেহো মে পরমো রাজন্তুয়ি তিষ্ঠতু সর্বদা ।

ভক্তিঞ্চ নিয়তা নিত্যং ভাবমন্তং ন গচ্ছতু ॥ ১৪ ॥

যাবদ্রামকথা বীর চরিত্যতি মহীতলে ।

তাবচ্ছরীরে স্থাস্তিস্তি মম প্রাণা ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। মাধুর্য্যং মধুঃ। বাণীতার্থঃ। স্বয়ম্ভুবো ব্রহ্মণো যথা বুদ্ধ্যাদিস্তথা তব।

১৪। লো-টী। তিষ্ঠতি তিষ্ঠতু। নিয়তা ষয়ি নিবদ্ধা অন্তম্ অন্তথাৎ ন গচ্ছতি ন গচ্ছতু। 'ভাবো নাস্তত্র গচ্ছতী'তি পাঠে ভাবঃ প্রীতিঃ।

১৫ লো-টী।] তিষ্ঠন্তি তিষ্ঠন্ত।

রামের কথা শুনিয়া ঋক্ষগণ, বানরগণ এবং রাক্ষসগণ সকলেই 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

মহাবাহো রাম, ব্রহ্মার ন্যায় আপনার স্থির বুদ্ধি, দৃঢ় পরাক্রম এবং নিয়ত মাধুর্য্য অতিশয় বিস্ময়াবহ ॥ ১২ ॥

যখন সেই ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ এইরূপ বলিতেছিল, তখন হনুমান্ প্রণত হইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥ ১৩ ॥

রাজন্, আপনার প্রতি আমার ঐকান্তিক স্নেহ এবং অচলা ভক্তি যেন সর্বদা বর্তমান থাকে, ইহার অন্যথা (বা ভাবান্তর) না হয় ॥ ১৪ ॥

হে বীর, পৃথিবীতে যতদিন রামচরিত্র প্রচারিত থাকিবে, [প্রার্থনা করি]^১ ততদিন আমার দেহে জীবন থাকিবে, নিশ্চয় ॥ ১৫ ॥

এবং ক্রবাং রামস্ত হনুমন্তং বরাসনাং ।

উথায় সম্বজে স্নেহাঙ্ক্যমেতদ্বাচ হ ।

এবমেতং কপিশ্রেষ্ঠ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

লোকা হি যাবৎ স্থাস্তিস্তি তাবৎ স্থাস্তিস্তি মে কথাঃ ।

ভবিষ্যতি যাবদেষা লোকে চ নামকা কথা ।

তাবৎ তে ভবিতা কীর্তিঃ শরীরেহ্যস্যবস্তথা ॥ ১৭ ॥

অঙ্গেষু তে জরা মাস্তু যৎ স্থয়োপকৃতং কপে ।

তস্মৈ প্রতু্যপকারাণামাপৎসু লভ তে ফলম্ ॥ ১৮ ॥

[লো-টী] । তচ্ছ্রুত্বা ৩৭ তাম্ ইমাং চর্যাং শ্রুত্বা তাং বিষয়বিষয়ানুৎকর্থাৎ ।

১৮ । লো-টী । অদ্যেভ্যঃ জরা বার্ক্যকাম্ যাতু অপযাতু জরা তে মা ভবতু ইত্যর্থঃ ।
এতৎ সর্কং কৃতঃ ? তত্রাহ—যদিতি । হে কপে, যদ যস্মাৎ তস্মা উপকৃতং মহোপকারঃ কৃতঃ, যতো
'নর' ইতি । নরপদং প্রাপিপদম্ ।

হনুমান্ এইরূপ বলিলে রাম দিব্য আসন হইতে উত্থিত হইয়া সম্মুখে
তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—কপিবর, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই
হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

যতদিন পর্য্যন্ত এই লোকসকল থাকিবে, ততদিন আমার কথা থাকিবে,
যতদিন পর্য্যন্ত আমার এই কথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত
তোমার কীর্তি থাকিবে এবং তুমিও সম্বরীয়ে জীবিত থাকিবে ॥ ১৭ ॥

হে বানর, তোমার শরীরে বার্ক্য হইবে না, [তাহাতে] তুমি যে মহোপকার

১। অতঃ পরং চ 'যচ্চৈতচ্চরিতং দিব্যং কথা চ রঘুনন্দনঃ' । তস্মাৎসরসো রাম প্রাক্ষয়েদুন্নরবর্ত ।
তচ্ছ্রুত্বাং ততো বীর তব চর্যাংস্তং প্রভো । উৎকর্থাং তাং হরিত্বাসি সেন্দলেখানিবাণিলঃ' । ইত্যধিকম্ ।
২ । হ 'ইদমর্কং নাস্তি' । ৩ । হ 'চরিত্তি কথা বার্ক্যদেবা লোকে চ মাসিকা' । ৪ । অতঃ পরম্ হ 'লোকা হি
যাবৎ স্থাস্তিস্তি তাবৎ স্থাস্তিস্তি মে কথাঃ' । একৈক্যতোপকারস্ত প্রাপনং নাস্তি তে কপে । শেবস্তৈবোপকারাণাং
তাবৎ কার্ণনো বরম্' । ইত্যধিকম্ । ৫ । ক 'অদ্যেভ্যঃ' । ৬ । হ 'মা জুং' । ৭ । ক 'কৃতং' । ৮ । হ 'নরঃ' ।

ততো হারং তু চন্দ্রাভং যুক্ত্বা কণ্ঠাৎ স রাঘবঃ ।

বৈদূর্য্যভরলং কণ্ঠে ববন্ধ চ হনুমতঃ ॥ ১৯ ॥

ভেনোরসি নিবন্ধেন হারেণ মহতা কপিঃ ।

ররাজ কাঞ্চনঃ শৈলশ্চন্দ্রেণাক্রান্তমস্তকঃ ॥ ২০ ॥

শ্রুত্বা তু রাঘবশ্চৈতদ্ব্যুত্থায়োত্থায় বানরাঃ ।

প্রণম্য শিরসা পাদৌ নির্জগ্মুস্তে মহাবলাঃ ॥ ২১ ॥

সুগ্রীবশ্চৈব রামেণ পরিষক্তৌ মহাভুজঃ ।

বিভীষণশ্চ ধর্ম্মাত্মা নিরস্তরমুরোগতঃ ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। 'বৈদূর্য্যপ্রভব'মিতি পাঠঃ। 'বৈদূর্য্যভরল'মিতি পাঠে বৈদূর্য্যভবদ্ ভাষ্যম্।

২২। লো-টী। নিরস্তরমুরোগতঃ দ্ব্যপ্ততঃ।

করিয়াছ, তোমার বিপদে তাহার প্রত্যাশকারের ফল লাভ করিবে ॥ ১৮ ॥

অতঃপর রামচন্দ্র মধ্যদেশে 'বৈদূর্য্য'মণিযুক্ত চন্দ্রাভ হার স্বীয় কণ্ঠ হইতে উন্মুক্ত করিয়া হনুমানের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন ॥ ১৯ ॥

হনুমান বক্ষঃস্থলে পরিহিত সেই বহুমূল্য হারদ্বারা শিখরদেশে চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত কাঞ্চনময় [স্বমেক] পর্ব্বতের ত্রায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

সেই মহাবলশালী বানরগণ রামের কথা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ উত্থানপূর্ব্বক অবনত মস্তকে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া নির্গত হইল ॥ ২১ ॥

পরে রামচন্দ্র মহাবাহু সুগ্রীব এবং ধর্ম্মাত্মা বিভীষণকে বক্ষঃস্থলে লইয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২২ ॥

১। হ 'ততোহন্ত হারং চন্দ্রাভ'। ২। হ '-বঃ স চ'। ৩। হ 'সর্ব্বে তে ঋণবিরূপাঃ'।

୧^୧ ସର୍ବେ ତେ ବାମ୍ପକଲିଲା: ମାତ୍ରନେତ୍ରା ବିଚେତସ: ।

ସଂଯୁତା^{୧୨} ଇବ ହୁଃସ୍ଥେନ ତ୍ୟଜନ୍ତୋ ରାସବଂ ତଦା ।

୩^{୧୩} ଜଘ୍ନୁ: ସ୍ବଂ ସ୍ବଂ ଗୃହଂ ସର୍ବେ ଦେହୀ ଦେହମିବ ତ୍ୟଜନ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଇତ୍ୟାର୍ଥେ ବାନ୍ଧୀକୀୟେ ରାମାୟଣେ ଆମିକାବ୍ୟୋ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ବାନରକ୍ଷ୍ମରାକ୍ଷସସଂଗ୍ରେଷଣଂ ନାମ
ତ୍ରିଚନ୍ଦ୍ରାରିଂଶଃ ସର୍ଗଃ ॥ ୫୩ ॥

୨୩ । ଲୋ-ଟୀ । ବାମ୍ପକଲିଲା: ଅଞ୍ଜଳିନେ ବ୍ୟାଞ୍ଜନାଃ । ହୁଃସ୍ଥେନ ବିରୋଗହୁଃସ୍ଥେନ ।

[ଲୋ-ଟୀ] । ‘ସ୍ବପାନିବାସିନ’ ଇତି ଯଦ୍ବ ଯଦ୍ବ ନିବାସନ୍ତତ୍ର ତଦ୍ବ ତେ ପ୍ରତିସ୍ବାତାଃ ।

ବାନରକ୍ଷ୍ମରାକ୍ଷସସଂଗ୍ରେଷଣମ୍ ॥ ୫୩ ॥

ତଥନ ସେହି ବାନର, ଶ୍ବକ୍ଷ ଏବଂ ରାକ୍ଷସଗଣ ସକଳେହି ଜୀବେର ଦେହତ୍ୟାଗେର ଛାୟ
ରାମଚନ୍ଦ୍ରକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରତ ହୁଃସ୍ଥେ ମୁହମାନ ଓ ବିମନା: ହିୟା [ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତପ୍ରାୟ ହିୟା]
ବାମ୍ପାକୂଳିତ ନେତ୍ରେ ସ୍ବ ସ୍ବ ଗୃହେ ଗମନ କରିଲ ॥ ୨୩ ॥

ମହର୍ଷି ବାନ୍ଧୀକିପ୍ରଣୀତ ଆମିକାବ୍ୟ ରାମାୟଣେର ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ଶ୍ବକ୍ଷ-ବାନର-ରାକ୍ଷସ-ସଂଗ୍ରେଷଣ ନାମକ
୫୩ଶ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ॥ ୫୩ ॥

୧ । ହ ‘କାମରୂପାନ୍ତ ହୁଃସ୍ଥାତାଃ’ । ୨ । ହ ‘ନିର୍ଦ୍ଦୟତାୟା ରାସବମ୍’ । ୩ । ହ ଏତଦର୍ଥହାନେ ‘ତତସ୍ତେ
ରାକ୍ଷସ-ଶ୍ବକ୍ଷବାନରାଃ ଶ୍ରେୟା ରାସଂ ଋଷୁଃ-ଶବ୍ଦନମ୍ । ବିରୋଗଜାତ୍ରାପ୍ରତିପୂର୍ଣ୍ଣଲୋଚନାଃ ପ୍ରତିସ୍ବାସାତାନ୍ତ ସ୍ବା ନିବାସିନଃ’ । ଇତି
ପାଠଃ ।

(৪৪) চতুচ্ছত্রারিংশঃ সর্গঃ

বিস্মৃত্য তু মহাবাহুঃ কুবানররাক্ষসান্ ।
 ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ প্রমুদোদ স্তথী স্তথম্ ॥ ১ ॥
 অথাপরান্নসময়ে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ ।
 শুশ্রাব মধুরাং বাণীমন্তরীক্ষগতাং প্রভুঃ ॥ ২ ॥
 সৌম্য রাম নিরীক্ষস্ব সৌম্যেন বদনেন মাম্ ।
 কুবেরভবনাং প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পুষ্পকং বিভো ॥ ৩ ॥
 তব শাসনমাস্তায় গতোহস্মি ধনদং প্রতি ।
 উপস্থিতং নরশ্রেষ্ঠ স চ মাং প্রত্যভাষত ॥ ৪ ॥
 নির্জিতস্তং নরেন্দ্রেণ রাঘবেণ মহাত্মনা ।
 নিহত্য যুধি দুর্ধ্বং রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৫ ॥

সুখপরায়ণ মহাবাহু রামচন্দ্র ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসদিগকে বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত নির্বিঘ্নে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

একদা প্রভু রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত অপরাহ্ন সময়ে সুমধুর আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন— ॥ ২ ॥

“সৌম্য রাম, আপনি আমাকে প্রসন্নবদনে অবলোকন করুন। হে প্রভো, আমাকে কুবেরের গৃহ হইতে আগত ‘পুষ্পকরথ’ বলিয়া অবগত হউন ॥ ৩ ॥

নরবর, আমি আপনার আদেশানুসারে কুবেরের নিকট গিয়াছিলাম, আমি উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন— ॥ ৪ ॥

‘নররাজ মহাত্মা রামচন্দ্র দুর্ধ্ব রাক্ষসাধিপতি রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া [জয়লাভের ফলে] তোমাকে লাভ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

মমাপি পরমা শ্রীতির্হতে তস্মিন্ ছুরাত্মনি ।

রাবণে সগণে রৌদ্রে সপুত্রে সহবান্ধবে ॥ ৬ ॥

স ত্বং রামেণ লঙ্কায়াং নির্জিতঃ পরমাত্মনা ।

বহ সৌম্য তমেব ত্বমহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ৭ ॥

পরমো হ্যেষ মে কামো যৎ ত্বং রাঘবনন্দনম্ ।

বহেঃ স্ত্রীতমনসং তস্মাৎ তত্রৈব গম্যতাম্ ॥ ৮ ॥

সোহং শাসনমাজ্ঞায় ধনদন্ত মহাত্মনঃ ।

ত্বংসকাশমনুপ্রাপ্তো নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মাম্ ॥ ৯ ॥

অধ্ব্যশ্চৈব ভূতানাং সর্বেষাং ধনদাজ্ঞয়া ।

চরাম্যাত্মপ্রভাবেণ তবাজ্ঞাং পরিপালয়ন্ ॥ ১০ ॥

এবমুক্তস্তদা রামঃ পুষ্পকেণ মহাবলঃ ।

উবাচ পুষ্পকং দৃষ্ট্বা বিমানং পুনরাগতম্ ॥ ১১ ॥

১। গো-টা। প্রতীচ্ছ গৃহণ।

অতিভয়ঙ্কর সেই ছুরাত্মা রাবণ পুত্র, পরিজন এবং বান্ধবগণের সহিত নিহত হওয়ায় আমারও অতিশয় আনন্দ হইয়াছে ॥ ৬ ॥

মহাত্মা রামচন্দ্র লঙ্কায় জয়দ্বারা তোমাকে লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি তাঁহাকেই বহন কর ॥ ৭ ॥

তুমি শ্রীতচিত্ত রামচন্দ্রকে বহন কর, ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা,— সুতরাং তুমি সেইস্থানে গমন কর’ ॥ ৮ ॥

সেই আমি মহাত্মা কুবেরের আদেশানুসারে আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥

স্বীয়তেজে সর্বভূতের অধ্ব্য আমি কুবেরের আদেশে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করত লোকমধ্যে বিচরণ করিব” ॥ ১০ ॥

পুষ্পক রথ এইরূপ বলিলে মহাবীর রামচন্দ্র তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

যদেবং স্বাগতং তেহস্ত বিমানবর পুষ্পক ।

আনুকূল্যাক্রনেশস্ত বৃত্তদোষো ন নো ভবেৎ ॥ ১২ ॥

লাজৈর্জৈশ্চব তথা পুষ্পৈধু^১পৈশ্চব স্নগন্ধিভিঃ ।

পূজয়িত্বা মহাবাহু রাঘবঃ পুষ্পকং তদা ॥ ১৩ ॥

গম্যতামিতি চাষোচদাগচ্ছেঃ সংস্মৃতো ময়া ।

সিদ্ধানাং চ গতিং সৌম্য মা বিঘাতেন যুযুজঃ ॥ ১৪ ॥

এবমস্থিতি রামেণ পূজয়িত্বা বিসর্জিতম্ ।

অভিপ্রেতাং^২ দিশং তস্মাৎ প্রায়াৎ তৎ পুষ্পকং তদা ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টা। বৃত্তো যো দোষো মনুষ্যস্ত মম তবারোহনরূপঃ সঃ তস্তানুকূল্যাৎ কৃপাতঃ।

১৪। লো-টা। হে সৌম্য সিদ্ধানাং গতিং মা বিঘাতেন অবিয়েন যুযুজঃ বোজয় সিদ্ধ-
গত্যা অবিয়েন গচ্ছেত্যর্থঃ। ‘পুপুজ’ ইতি পাঠে পূজয়, পূর্ববদন্তঃ। ‘সংযুজ’ ইতি পাঠঃ কচিৎ,
সংযোজয়।

১৫। লো-টা। পূজয়িত্বা রামেণ বিসর্জিতং গন্তমন্তজাতং পুষ্পকম্ এবমস্থিতি
উক্তেতি শেষঃ।

বলিলেন—॥ ১১ ॥

“বিমানবর পুষ্পক, যদি কুবের এইরূপ আদেশ করিয়া থাকেন, তবে তোমার
শুভাগমন হউক ; কুবেরের কৃপায় [তোমাতে আরোহণজন্ত] আমার ব্যবহারে
কোন দোষ হইবে না” ॥ ১২ ॥

মহাবাহু রামচন্দ্র তখন লাজ, পুষ্প এবং স্নগন্ধি ধূপদ্বারা পুষ্পকরথের পূজা
করিয়া বলিলেন—“সৌম্য, তুমি এখন গমন কর, আমি [তোমাকে] স্মরণ করিলে
আসিবে, তুমি [আকাশে] সিদ্ধদিগের গমনের ব্যাঘাত করিও না” ॥ ১৩-১৪ ॥

রামকর্তৃক পূজিত এবং বিসর্জিত (অর্থাৎ গমনের জন্ত অনুজ্ঞাত) সেই
পুষ্পকরথ তখন ‘ইহাই হইবে’ এই বলিয়া সেই স্থান হইতে অভিপ্রেত দিকে প্রস্থান
করিল ॥ ১৫ ॥

১। হ ‘-চ আগচ্ছে’। ২। হ ‘-গতিং’। ৩। হ ‘বিঘাতয় সংযজঃ’। অন্তঃ পরং হ প্রতিঘাতন্ত
তে মাতুলবৎস্তং পজ্ঞতো দিশঃ ইত্যধিকম্। ৪। হ ‘প্রায়াতঃ পুষ্পকং’।

এবমস্তহিতে তস্মিন্ পুষ্পকে বিদিতাশ্বনি ।

ভরতঃ প্রাঞ্জলিৰ্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্ ॥ ১৬ ॥

অত্যন্তুতানি দৃশ্যন্তে ত্বয়ি বীর প্রশাসতি ।

অমানুষাণাং সত্ত্বানাং বাহুতানি মুহুম্বৃহঃ ॥ ১৭ ॥

অনাময়ানাং সত্ত্বানাং সাগ্ৰো মাসোহুত বর্ততে ।

জীর্ণানামপি সত্ত্বানাং মৃত্যুর্নাভোতি রাঘব ॥ ১৮ ॥

প্রসূয়ন্তে স্ততামার্যো বপুঃ পুণ্যস্তি মানবাঃ ।

হর্ব্ষচাভ্যধিকো রাজন্ জনস্ত পুরবাসিনঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টা। বিদিতাশ্বনি বিজ্ঞাতস্বরূপে ।

১৭। লো-টা। ব্যাঃতানি বাক্যানি ।

১৮। লো-টা। ‘সত্ত্বমঃ সৌম্য বর্ততে’ ইতি পাঠঃ । ‘সাগ্ৰো মাসঃ বর্ততে’ ইতি পাঠে
মাসঃ দ্বাদশমাসাত্মকো বৎসর ইত্যর্থঃ, সাগ্ৰঃ অগ্ৰেণ অধিকেন বয়সাত্মকেন সহ বর্তমানঃ ।
প্রসিদ্ধং লোকে—‘স্বখিনামষ্টাদশমাসেন বৎসর’ ইতি । নাভোতি ন ভবতি ।

১৯। লো-টা। বপুঃ পুণ্যস্তি পুণ্যবপুঃ সর্বো ইত্যর্থঃ ।

আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক সেই পুষ্পক এইরূপে অন্তর্হিত হইলে ভরত
কৃতাজ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে বলিলেন—॥ ১৬ ॥

বীর, আপনার রাজ্যে অনেক অত্যাশ্চর্য্য দেখা যাইতেছে। মমুষ্ম ভিন্ন
[প্রাণিধর্ম্মী] বস্তুর পুনঃ পুনঃ [মনুষ্যের আয়] উক্তি-প্রত্যুক্তি ! ॥ ১৭ ॥

হে রাঘব, [আপনার অভিষেককাল হইতে] আজ মাসাধিক কাল প্রাণী-
দিগের কোন রোগ হয় নাই; [রাজ্যমধ্যে কুত্রাপি] জরাগ্রস্ত (অতিজীর্ণ,
আসন্নমৃত্যু) প্রাণীদিগেরও মৃত্যু হইতেছে না ॥ ১৮ ॥

রাজন, নারীগণ পুত্রসন্তান প্রসব করিতেছে, লোকের শরীর পুষ্টিলাভ
করিতেছে এবং পুরবাসী জনগণের অত্যধিক আনন্দ হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

১। হ ‘ব্রহ্মজ্ঞান’। ২। হ ‘মর্ত্যানাং’। ৩। হ ‘স্বখং সংবৎসরং যুঃ’। ৪। হ ‘-নাভতি’।

৫। হ ‘অরোগপ্রসব নাথো বপুষ্যতো হি’।

কালে বৰ্ষতি পৰ্জন্তঃ পাতয়ন্নমৃতং পয়ঃ ।

বাতাশ্চাপি প্রবাস্ত্যেতে স্পর্শযুক্তাঃ স্নাতাঃ শিবাঃ ॥ ২০ ॥

ঈদৃশো নশ্চিরং রাজা ভবেদিত্তি নরেশ্বর ।

কথয়ন্তি পুরে পৌরা জনা জনপদেষু চ ॥ ২১ ॥

এতা বাচঃ স্নমধুরা ভরতেন সমীরিতাঃ ।

শ্রুত্বা রামো মুদা যুক্তো বভূব নৃপসন্তমঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যাৰ্ধে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে পুষ্পকপ্রত্যাগমনং নাম

চতুষ্চাৰিংশঃ সৰ্গঃ ॥ ৪৪ ॥

২০। লো-টা। পৰ্জন্ত ইন্দ্রঃ। স্পর্শযুক্তাঃ স্নাতাবিসিক্তশীতলস্পর্শযুক্তাঃ

পুষ্পকপ্রত্যাগমনম্ ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্র যথাসময়ে বৰ্ষণ করিতেছেন, অমৃততুল্য জল বর্ষিত হইতেছে এবং এই বায়ুও মঙ্গলময়, স্নানস্পর্শ ও শীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে ॥ ২০ ॥

রাজন্, নগরে নগরবাসীরা এবং জনপদে জনপদবাসীরা বলিতেছে—
‘চিরকাল আমাদের এইরূপ রাজা হউন’ ॥ ২১ ॥

ভরতের উচ্চারিত এই স্নমধুর বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র আনন্দিত হইলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পুষ্পকপ্রত্যাগমন-নামক

৪৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

(৪৫) পঞ্চচছারিংশঃ সর্গঃ

স বিম্বজ্য ততো রামঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ।

প্রবিবেশ মহাবাহুরশোকবনিকাং শুভাম্ ॥ ১ ॥

যত্রাশোকঃ প্রিয়ঙ্গুশ্চ চম্পকা নবমালিকাঃ ।

স্ববহুনি স্নগন্ধোনি মাল্যানি বিবিধানি চ ॥ ২ ॥

অকালপুষ্পাস্তরবঃ শিল্লিভিঃ পরিকল্পিতাঃ ।

তে পুষ্পিতা বহুবিধা বভূর্মায়াকৃতা ইব ॥ ৩ ॥

সংহর্ষাদিব জাতানাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশালিনাম্ ।

প্রস্তরাঃ পুষ্পশবলা বভূস্তারাগণা ইব ॥ ৪ ॥

২। লো-টা। নবমালিকা মল্লিকাঃ, মাল্যানি মালাং পুষ্পং ওষন্তি তরুজাতানি ইত্যর্থঃ।

৪। লো-টা। পুষ্পশালিনাং পুষ্পবতাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশবলাঃ পুষ্পশিত্রিতাঃ প্রস্তরাঃ তরুস্থাঃ পাষাণাঃ মণয়ো বা বভূঃ চকাশিরে, কেষামিব ? তেষাং স্থানস্ত স্নিগ্ধতয়া সংহর্ষাৎ সম্যগানন্দাজ্জাতানাং বৃক্ষাণামিব। জাতানামিত্যত্র 'তে জাতাঃ' প্রস্তরা ইত্যত্র চ 'পল্লবা' ইতি পাঠঃ কচিৎ।

মহাবাহু রামচন্দ্র সুবর্ণভূষিত পুষ্পকরথকে বিদায় দিয়া রমণীয় অশোকবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

সেখানে অশোক, প্রিয়ঙ্গু, চম্পক, নবমল্লিকা এবং নানাবিবিধ স্নগন্ধি পুষ্পযুক্ত তরুরাজি বিরাজিত ছিল ॥ ২ ॥

সেখানে অকালে পুষ্পপ্রসূ বহু বৃক্ষ শিল্লিগণের পরিকল্পনামুসারে সন্নিবেশিত ছিল, সেই পুষ্পিত বহুবিধ বৃক্ষ যেন মায়ানির্মিত বলিয়া বোধ হইত ॥ ৩ ॥

[সেই স্থানের সরসতাবশতঃ] গাছগুলি যেন অতিশয় আনন্দেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, পুষ্পশালী বৃক্ষসমূহের পুষ্পদ্বারা চিত্রিত হইয়া [নিম্নস্থ] শিলাখণ্ডসমূহ নক্ষত্রনিকরের আয় (নক্ষত্রগণশোভিত গগনমণ্ডলের আয়) শোভা পাইতেছিল ॥ ৪ ॥

যত্রোদ্দেশাঃ স্কন্ধচিরা বৈদূৰ্য্যমণিসম্ভিতাঃ ।

শাৰ্দ্ধলৈঃ পরমোপেতাঃ সীতার্থমুপকল্পিতাঃ ॥ ৫ ॥

চন্দনাগুরুপৰ্ণৈশ্চ তুঙ্গকালীয়কৈরপি ।

দেবদারুবনৈশ্চাপি সমস্তাদুপশোভিতাঃ ॥ ৬ ॥

চম্পকাশোকপুল্মাগৈর্গন্ধুকপনসাদিভিঃ ।

বৃক্ষৈর্বহুবিশেষৈশ্চাপি শোভিতা হেমসম্ভিতৈঃ ॥ ৭ ॥

লোথ্রনীপার্জ্জুনৈর্নাগৈঃ সপ্তপর্ণাতিমুক্তকৈঃ ।

মন্দারকদলীগুল্মলতাজালসমাবৃতাঃ ॥ ৮ ॥

প্রিয়ঙ্গুভিঃ কদম্বৈশ্চ তথা চ বকুলৈরপি ।

জম্বুভিঃ পাটলাভিঃ কোবিদারৈশ্চ শোভিতাঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। যত্র যন্তামশোকবানিকায়াম্ উদ্দেশাঃ ভূপ্রদেশাঃ ।

৬। লো-টী। চন্দনাগুরুপৰ্ণৈর্বৃক্ষৈঃ। 'চূর্ণৈ'রিত্যি পাঠে তেষাং চূর্ণরূপকল্পিতাঃ অধিবাসিতা ইত্যর্থঃ। তুঙ্গকালীয়কৈঃ প্রাংগুভিঃ কৃষ্ণাংগুভিঃ। উদ্দেশানাং বিশেষণানি 'চন্দনা-
গুৰ্বিত্যাদীনী 'বরপাদপৈ'রিত্যন্তানি। অষ্টৌ পট্টানি কুত্রচিচ্চ দ্বিতীয়াস্তপাঠে অশোকবানিকা-
বিশেষণানি।

সেই অশোকবনে হরিদ্বর্ণ তৃণসমূহদ্বারা আচ্ছাদিত বৈদূৰ্য্যমণিসদৃশ মনোজ্ঞ স্থানসমূহ সীতার জন্ম কর্ত্তিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

তাহার চতুর্দিক্ চন্দন, অগুরু, পলাশ, উচ্চ কালীয়ক বৃক্ষ (কৃষ্ণাংগুর, রক্তচন্দন বা দারুহরিদ্রা) এবং দেবদারুবনে পরিশোভিত ॥ ৬ ॥

[সেই স্থানগুলি] চম্পক, অশোক, পুল্মাগ, মধুক, পনস এবং স্বর্ণপ্রভ বহুবিশ বৃক্ষদ্বারা শোভিত এবং লোথ্র, নীপ (কদম্ব), অর্জুন, নাগকেশর, সপ্তপর্ণ, (ছাতিম) অতিমুক্ত (গাবগাছ বা মাধবীলতা), মন্দার, কদলী এবং গুল্ম ও লতা-সমূহে সমাচ্ছন্ন ॥ ৭-৮ ॥

[সেই স্থানগুলি] প্রিয়ঙ্গু, (শ্যামালতা) কদম্ব, বকুল, পাটলা (পারুল বা গোলাপ), জম্বু (জাম) এবং কোবিদার (কাঞ্চন) বৃক্ষে শোভিত ॥ ৯ ॥

১। হ 'বভতো-'। ২। হ 'বৃক্ষৈ'। ৩। হ '-টৈব'। ৪। অতঃ পরং হ 'শালৈস্তালৈস্তমালৈস্ত
গগনার্জুনবৃক্ষিতৈঃ' ইত্যধিকম্। ৫। হ '-তাং হেম-' অর্থঃ। ৬। ক '-নীপৈঃ'। ৭। হ 'বৃক্ষবৃক্ষৈঃ কদম্বৈশ্চোপ-
শোভিতাম্। ৮। হ '-বৈঃ সসংবৃতাম্'।

সর্ববৰ্ত্তু কুশ্মৈর্দিব্যৈঃ ফলবন্তিঃ সুপুষ্পিতৈঃ ।

দিব্যগন্ধরসোপেতৈস্তরুণাকুরকোমলৈঃ ।

শোভিতাস্তরুভির্দিব্যৈঃ শিল্পিভিঃ পরিকল্পিতৈঃ ॥ ১০ ॥

চারুপল্লবপুষ্পাটৌর্মভ্রমরকুজিতৈঃ ।

কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ নানাবর্ণৈশ্চ পক্ষিভিঃ ।

শোভিতাঃ পুষ্পপত্রৈশ্চ চূতবৃক্ষাবতংসকৈঃ ॥ ১১ ॥

শাতকুস্তময়ৈঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদগ্নিশিখোপমৈঃ ।

নীলাঞ্জননিভৈশ্চান্যৈঃ শোভিতা বরপাদপৈঃ ॥ ১২ ॥

দীর্ঘিকাস্তত্র রুচিরাঃ পূর্ণাশ্চ পরমাস্তসা ।

মহাহর্মণিসোপানাঃ স্ফাটিকাস্তরকুটুমাঃ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। তরুণাকুরকোমলৈঃ তরুণৈঃ কোমলাকুরৈশ্চ ।

১১। লো-টী। চূতবৃক্ষা অবতংসাঃ শিরোভূষণানি যেষাং তৈঃ ।

১৩। লো-টী। স্ফাটিকাঃ স্ফটিকময়া অন্তরে তীরমধ্যে কুটুমা বদ্ধভূময়ো বাস্তু তাঃ ।
'কুটুমোহগ্নী বদ্ধভূমি'রিত্তি ভূ'রং ।

[সেই স্থানগুলি] শিল্পীগণের পরিকল্পানুসারে শ্রেণীবদ্ধভাবে সুবিহ্বল—
সমস্ত ঋতুতে বিকসিত মনোহর পুষ্পযুক্ত—ফলবান্ সুগন্ধি সুরসাল সুকোমল তরুণ-
অঙ্কুরযুক্ত রমণীয় বৃক্ষসমূহে শোভিত ॥ ১০ ॥

মনোহর পুষ্প-পল্লব-প্রভৃতি, মভ্রমরের গুঞ্জন, চূতবৃক্ষের শিরোভূষণস্বরূপ
পত্র-পুষ্প এবং কোকিল, ভৃঙ্গরাজ ও নানাবর্ণের পক্ষিসমূহ সেই স্থানগুলির শোভা
সম্পাদন করিত ॥ ১১ ॥

স্বর্ণবর্ণ, অগ্নিশিখার ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট এবং নীলাঞ্জনতুল্য বর্ণবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ
বৃক্ষসমূহ সেই প্রদেশগুলির শোভা সম্পাদন করিত ॥ ১২ ॥

সেখানে উৎকৃষ্ট জলে পরিপূর্ণ—মধ্যস্থলে স্ফটিকদ্বারা বদ্ধ মহামূল্য-

১। হ '-তাং তরুভি'। ২। হ 'ফলবন্তিঃ সুপুষ্পিতৈঃ'। ৩। হ 'পত্রপুষ্পৈশ্চ'। ৪। হ 'পাদপৈঃ
শোভিতাং বরান্'। ৫। ক 'ফ'।

ফুল্পপদ্মোৎপলবনাশচক্রবাকোপশোভিতাঃ ।

দাত্যুহগণসংঘুষ্ঠা^১। হংসসারসনাদিতাঃ ॥ ১৪ ॥

তরুভিঃ পুষ্পশবলৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ ।

প্রাসাদৈর্বিবিধাকারৈঃ শোভিতাশ্চ শিলাতলৈঃ ॥ ১৫ ॥

তত্র তত্র বনোদ্দেশে বৈদূর্য্যমণিসন্নিভাঃ ।

শীতলৈঃ পরমোপেতাঃ সীতার্থমুপকল্পিতাঃ ॥ ১৬ ॥

নন্দনং হি যথেন্দ্রশ্চ ত্রাস্ত্র্যং চৈত্ররথং যথা ।

তথারূপং হি রামশ্চ কাননং তন্নিবেশিতম্ ॥ ১৭ ॥

বহাসনগৃহোপেতাং লতাপাদপসংবৃতাম্ ।

অশোকবনিকাং স্বীতাং প্রবিশ্য রঘুনন্দনঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। পুষ্পশবলৈঃ পুষ্পের ব চিত্রৈঃ।

[লো-টী]। পুংস্কোকিলানাং কলো মধুর আরাবো যাহু তাঃ।

মণিনির্মিত সোপানবিশিষ্ট মনোহর দীর্ঘিকা সকল বিরাজিত ছিল ॥ ১৩ ॥

ঐ দীর্ঘিকাগুলিতে পদ্ম এবং উৎপলসমূহ প্রফুল্লিত থাকিত, চক্রবাক চক্রবাকী বিচরণ করিত, দাত্যুহ (ডালুক) গণের চীৎকার এবং হংস ও সারসগণের কুজনে দীর্ঘিকাগুলি মুখরিত হইত ॥ ১৪ ॥

বিচিত্রবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট তীরজাত তরুরাজি এবং নানাপ্রকার অট্টালিকা ও শিলাফলক ঐ দীর্ঘিকাগুলির শোভা সম্পাদন করিত ॥ ১৫ ॥

সেই বনে স্থানে স্থানে হরিদ্বর্ণ-তৃণাচ্ছাদিত সীতার জন্তু নির্দিষ্ট প্রদেশগুলি বৈদূর্য্যমণির স্থায় শোভা পাইত ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রের নন্দন বন এবং [কুবেরের] চৈত্ররথ নামক উদ্যান যেরূপ দর্শনীয়, রামচন্দ্রের সেই কানন সেইরূপ সুসজ্জিত ছিল ॥ ১৭ ॥

রামচন্দ্র বহু আসন ও গৃহযুক্ত এবং বৃক্ষ ও লতা দ্বারা আবৃত [সেই] বিস্তৃত

১। হ 'সুর্বা'। ২। ক 'শাভুলৈঃ'। ৩। অন্তঃ পরং হ 'সর্ব্বত্ৰুখলা রম্যা পুংস্কোকিলকুটারবাঃ'। ইত্যধিকম্। ৪। হ '-শোভিতাম্'।

আসনে হুঁশভাকারে পুষ্পপ্রকরভূষিতে ।

কুথাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সঃনিষসাদ হ ॥ ১৯ ॥

সীতামাদায় বাহুভ্যাং মধু মৈরেয়কং শুচি ।

পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিন্দ্রো যথায়ুতম্ ॥ ২০ ॥

মাংসানি চ স্ন্যুষ্ঠানি বিবিধানি ফলানি চ ।

রামস্তাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্ ॥ ২১ ॥

অপ্সরোগণসংঘাশ্চ নৃত্যগীতবিশারদাঃ ।

দক্ষিণা রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশং গতাঃ ।

উপানৃত্যস্ত রামস্ত সীতায়। হর্ষবর্দ্ধনাঃ ॥ ২২ ॥

২০। লো-টী। শুভো মনোহর আকার আকৃতির্ধনু তস্মিন্। প্রকরঃ সমূহঃ, কুথা বিচিত্রকঙ্কলঃ, স এব আস্তরণং তেন সংকীর্ণে ব্যাপ্তে।

[লো-টী।] উপ লক্ষ্যীকৃত্য। 'উপানৃত্যস্ত রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ' এতদর্কং কচিদত্র তিষ্ঠতি।

অশোকবনে প্রবেশ করিয়া বিচিত্র-কঙ্কলাস্তীর্ণ অতিশয় সুদৃশ্য প্রচুর পুষ্পশোভিত আসনে উপবেশন করিতেন ॥ ১৮-১৯ ॥

ইন্দ্র যেমন শচীদেবীকে অমৃত পান করান, রামচন্দ্রে সেইরূপ বাহু-যুগলদ্বারা সীতাকে ধারণ করিয়া পবিত্র মৈরেয় মধু পান করাইতেন ॥ ২০ ॥

ভূত্যাগণ রামচন্দ্রের ভোজনের জন্তু সহস্র বিপুল মাংস এবং বিবিধ ফল আনয়ন করিত ॥ ২১ ॥

নৃত্য-গীতবিশারদ অপ্সরা এবং [নৃত্য-] নিপুণা রূপবতী রমণীরা মন্ত্রপানে

১। হ 'চ'। ২। ক 'প্রাকার-'। ৩। হ 'হৃদেন'। ৪। হ '-মিব পুরন্দরঃ'। ৫। হ 'ফলানি বিবিধানি চ'। ৬। অ 'ঃ' পরং হ 'উপানৃত্যং রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ'। ইত্যধিকম্। ৭। হ 'কিঙ্করীপরিবারিতাঃ'। ৮। ক '-বস্ত্রাশ্চ'। ৯। হ 'কাকুৎস্থং নৃত্যগীতবিশারদাঃ'। ১০। হ অতঃ পরং 'মনোহরিয়াস্মা রামাত্মা রামো রময়তাং বয়ঃ। রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা নিত্যং পরমভূষিতাঃ'। স তস্মা সীতয়া সার্কমাসীনো বিকরোচ হ। অরুণতা সর্হাসীনো বশিষ্ঠ ইব তেজসা'। ইত্যধিকম্।

এবং রামো মুদা যুক্তঃ সীতাং স্কন্ধচিরাননাম্ ।

রময়ামাস বৈদেহীমহমহনি দেববৎ ॥ ২৩ ॥

তথা চ রমমাংশু তস্তাথ শিশিরাগমঃ ।

ব্যতীতঃ পুরুষেন্দ্রশ্চ রাঘবশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বাহ্নে পৌরকার্য্যাণি কৃৎস্না ধর্ম্মেণ ধর্ম্মবিৎ ।

শেষং দিবসভাগাঙ্কমন্তঃপূরগতোহনয়ৎ ॥ ২৫ ॥

সীতাপি দেবকার্য্যাণি কৃৎস্না পৌর্ব্বাহ্নিকানি চ ।

ঋশ্রুগামকরোৎ পূজাং সর্ব্বাসামবিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥

অভ্যগচ্ছৎ ততো রামং বিচিত্রাভরণাম্বর্য্য ।

ত্রিপিষ্টপে সহস্রাঙ্কমুপবিষ্টং যথা শচী ॥ ২৭ ॥

মন্ত হইয়া রামচন্দ্র এবং সীতার হর্ষ বর্জন করত তাঁহাদের সমীপে নৃত্য করিতে থাকিত ॥ ২২ ॥

রামচন্দ্র আনন্দিত হইয়া রুচিরাননা বিদেহনন্দিনী সীতাকে প্রতিদিন এইরূপে দেবতার স্থায় বিহার করাইতেন ॥ ২৩ ॥

এইরূপে বিহার করিতে করিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রামচন্দ্রের শীতকাল অতিবাহিত হইল ॥ ২৪ ॥

ধর্ম্মবিৎ রামচন্দ্র পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মানুসারে পৌরকার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া দিবসের অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ অন্তঃপুর মধ্যে অতিবাহিত করিতেন ॥ ২৫ ॥

সীতাদেবীও পূর্ব্বাহ্নকর্তব্য দেবকার্য্যসকল সমাধা করিয়া সমান ভাবে সমস্ত ঋশ্রুদিগের সেবা করিতেন এবং তার পর বিচিত্র অলঙ্কার এবং বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বর্গে উপবিষ্ট হইস্ত্রের নিকটে শচীর স্থায় রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইতেন ॥ ২৬-২৭ ॥

১। হ 'স্বরূপতোপমাম্'। ২। হ 'ভরোক্ষিহরতোঃ সীতারামবয়োরুচিরম্'। ৩। অত্রাঙ্কিত হানে হ 'বশ বর্ষস্বয়ং'। ৪। হ 'বৈদেহীমহমহনোঃ'। ৫। হ 'শিশিরাগমঃ'। ৬। হ 'পূর্ব্বাহ্নে'। ৭। হ 'পূর্ব্বাহ্নে'। ৮। হ 'বিষ্টপে'।

দৃষ্ট^১। তু রাঘবঃ পত্নীং কল্যাণেন সমন্বিতাম্ ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাত্রবীৎ ॥ ২৮ ॥

অত্রবীচ্চ বরারোহাং সীতাং সুরস্তুতোপমাম্ ।

অপত্যকালো বৈদেহি তবাংগং সমুপস্থিতঃ ।

কিমিচ্ছসি বরারোহে কামঃ কঃ ক্রিয়তাং তব ॥ ২৯ ॥

স্মিতং কৃষ্ণা তু বৈদেহী রামং বাক্যমথাত্রবীৎ ।

আশ্রমাণি পবিত্রাণি দ্রষ্টু মিচ্ছামি রাঘব ॥ ৩০ ॥

গঙ্গাতীরনিবিষ্টানি স্বাধীণামুগ্রতেজসাম্ ।

ফলমূল্যাশিনাং দেব পাদমূলমুপাসিতুম্ ॥ ৩১ ॥

পর এব হি কামো মে যন্মূলফলভোজিনাম্ ।

অপ্যেকরাত্রং কাকুৎস্থ নিবসেয়ং তপোবনে ॥ ৩২ ॥

২৯। লো-টী। তব কঃ কামঃ স ত্বয়া ক্রিয়তাম্ ।

৩০। লো-টী। আশ্রমাণি পবিত্রাণি ‘তপোবনানি পুণ্যানী’তি বা পাঠঃ

রামচন্দ্র স্বীয় পত্নী সীতাদেবীকে কল্যাণ (সুলক্ষণ, মঙ্গল বা সুখ)-যুক্তা দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিতেন এবং ‘সাধু সাধু’ বলিয়া প্রশংসা করিতেন । [একদিন] রামচন্দ্র দেবক্যাসদৃশী সুন্দরী সীতাকে বলিলেন,— ॥ ২৮ ॥

“জানকি, তোমার সম্ভানপ্রসবের সময় উপস্থিত, সুন্দরি, তুমি কি ইচ্ছা কর ? তোমার কোন্ বাসনা পূর্ণ করিব বল” ॥ ২৯ ॥

পরে বৈদেহী মৃদু হাস্য করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, হে রঘুনন্দন, ফলমূল-ভোজী উগ্রতেজা ঋষিদিগের গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র আশ্রমসকল দেখিতে এবং তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩০-৩১ ॥

হে কাকুৎস্থ, আমার অত্যন্ত অভিলাষ যে, ফলমূলহারী ঋষিদিগের তপোবনে অন্ততঃ একরাত্রিও বাস করি ॥ ৩২ ॥

১। হ ‘কিং’। ২। হ ‘তপোবনানি পুণ্যানি’। ৩। হ ‘-রোপ-’। ৪। হ ‘-মূলে’ বর্জিতম্’।

৫। হ ‘এব মে পরমঃ কামো’। ৬। ক ‘-রাত্রিং’।

তথ্যেতি চ প্রতিজ্ঞাতং রামেণাক্লিষ্টকৰ্মণা ।

বিশ্রদ্ধা ভব বৈদেহি গমিষ্যসি তপোবনম্ ॥ ৩৩ ॥

এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো মৈথিলীং জনকাত্মজাম্ ।

অন্যকক্ষাস্তরং তস্মান্নির্জগামাথ বেশ্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাম্প্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে সীতাদোহদে নাম

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৫ ॥

৩৩। লো-টা। রামেণ উক্তমিতি শেষঃ। বিশ্রদ্ধা বিশ্বস্তা।

৩৪। লো-টা। অন্যকক্ষাস্তরং 'মধ্যকক্ষাস্তরং' বা পাঠঃ।

সীতাদোহদঃ। দোহদো গৰ্ভঃ ॥ ৪৭ ॥

অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রাম, 'তাহাই হইবে' বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিলেন, [তিনি বলিলেন]—বৈদেহি, তুমি আশ্বস্তা হও, অবশ্যই তপোবনে গমন করিবে ॥ ৩৩ ॥

রামচন্দ্র জনকনন্দিনী সীতাকে এইরূপ বলিয়া সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অপর একটা কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

নহি বাম্প্রীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে 'সীতাদোহদ' নামক

৪৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

(৪৬) ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ

উপবিষ্টস্ততো রামঃ স্ফুট্টিঃ পরিবারিতঃ ।

কথানাং বহুরূপাণামশৃণোৎ সারবিস্তরম্ ॥ ১ ॥

বিজয়োহথ স্মমন্ত্ৰশ্চ কশ্যপঃ পিঙ্গলস্তথা ।

সুরাজিঃ কালিয়ো ভদ্রো দম্ভবক্তঃ স্মাগধঃ ॥ ২ ॥

উপবিষ্টা বহুবিধাঃ পরিহাসসমম্বিতাঃ ।

কথয়ন্তি স্ম রামস্য কথাস্তত্র মহাত্মনঃ ॥ ৩ ॥

ততঃ কথায়্য কস্তাকিদ্ৰাঘবস্তানভাষত ।

কাঃ কথা ইহ বর্তম্বে পুরে জনপদে তথা ॥ ৪ ॥

মদাশ্রয়া বা কাঃ প্রাহ পৌরজানপদো জনঃ ।

কিঞ্চ সীতাং সমাশ্রিত্য ভরতং কিঞ্চ লক্ষ্মণম্ ॥ ৫ ॥

৫। গো-টী। আহ। ‘আহ’রিতি কচিং পাঠে কৰ্ত্তরি বহুবচনম্। ‘কথয় স্ম যথাতক্ষ’
কিমাছঃ পুরবাসিনঃ। শুভাত্তানি বাক্যানি যাত্ৰাহণং নোবতঃ। অশ্বেদানীং শুভং কুৰ্য্যাৎ
ন কুৰ্য্যামশুভঞ্চ যৎ।’ ইতি পাঠঃ।

তার পর রামচন্দ্র বহুগুণে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবেশনপূর্বক নানা কথার
বিস্তর সারাংশ শ্রবণ করিলেন ॥ ১ ॥

বিজয়, স্মমন্ত্র, কশ্যপ, পিঙ্গল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দম্ভবক্ত্র, স্মাগধ
প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপবিষ্ট হইয়া পরিহাস করিতে করিতে মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকটে
নানা কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২-৩ ॥

অনন্তর কোন কথাপ্রসঙ্গে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন, “এই নগরে এবং
জনপদে কি কি কথার আলোচনা হয় ? ॥ ৪ ॥

পুরবাসী এবং জনপদবাসী লোকেরা আমার বিষয়ে কি কথা বলে এবং

১। হ ‘কো’। ২। হ ‘নভো’। ৩। হ ‘ক্স’। ৪। হ ‘ভত’। ৫। হ ‘মদাশ্রয় কিং
কিমাছ’। ৬। হ ‘কিং সীতাং বা’।

শক্রস্বঃ চ স্মিত্রাঃ চ কৈকেয়ীং মাতরঞ্চ মে ।

কথয়ন্তি গুণান্ যাংস্ত দোষান্ বা ক্রত তন্মম ॥ ৬ ॥

এবমুক্তে তু রামেণ ভদ্রঃ প্রাজ্ঞলিরব্রবীৎ ।

শুভাশুভাঃ কথা রাজন্ বর্তন্তে পুরবাসিনাম্ ॥ ৭ ॥

অয়ং তু বিজয়ঃ সৌম্য দশগ্রীববধাশ্রয়ঃ ।

ভূয়িষ্ঠতঃ পুরে পোরৈঃ কথ্যতে পুরুষর্ষভ ॥ ৮ ॥

এবমুক্তস্ত ভদ্রেণ রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ।

কথয় স্বং যথাতত্ত্বং সর্বং নিরবশেষতঃ ॥ ৯ ॥

শুভাশুভানি বাক্যানি যান্মাহঃ পুরবাসিনঃ ।

শ্রদ্ধেদানীং শুভং কুর্য্যাং ন কুর্য্যামশুভং হি যৎ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টী।

সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শক্রস্ব, স্মিত্রা, কৈকেয়ী এবং আমার মাতা কৌশল্যার বিষয়েই বা কি বলে ? গুণ বা দোষ যাহা লোকে বলে,—তাহা আমার নিকট বল” ॥ ৫-৬ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভদ্র করযোড়ে বলিলেন, রাজন্, পুরবাসীদিগের মধ্যে ভাল মন্দ দুই রকমের আলোচনাই হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

হে সৌম্য পুরুষপ্রবর রাম, দশাননকে বধ করিয়া আপনি যে বিজয় লাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে পুরবাসীরা বহুলভাবে (ব্যাপকভাবে) [প্রশংসাপূর্ণ] আলোচনা করিতেছে ॥ ৮ ॥

ভদ্র এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র বলিলেন, পুরবাসিগণ ভাল বা মন্দ যে-সকল কথা বলিয়া থাকে, তুমি সেই সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে যথাযথভাবে আমার নিকট বল ; আমি শুনিয়া যাহা ভাল, তাহা করিব এবং যাহা মন্দ, তাহা করিব না (অর্থাৎ বর্জন করিব) ॥ ৯-১০ ॥

১। ক ‘-ঠঃ কপুরে’। ২। হ ‘-ভে’। ৩। হ ‘-ভব্যঃ কিম্বাহঃ পুরবাসিনঃ’। ৪। হ ‘-হৃৎপদোবতঃ’।

৫। হ ‘-ভক বৎ’।

কথয় স্বং সুবিশ্রবো নির্ভয়ো বিগতঙ্করঃ ।

কয়ন্তি যথা পৌরাঃ পুরে জনপদেষু চ ॥ ১১ ॥

রাঘবেণৈবমুক্তস্ত ভদ্রঃ সুরচিরং বচঃ ।

প্রত্যাচ মহাবাহুং প্রাজ্ঞলির্বাচ্যাকোবিদঃ ॥ ১২ ॥

শৃণু রাজন্ যথা পৌরাঃ কথয়ন্তি শুভাশুভম্ ।

চত্বরাপণরথ্যাস্থ বনেষু পবনেষু চ ॥ ১৩ ॥

দুষ্করং কৃতবান্ রামঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্ ।

অকৃতং পূর্ববৈকৈঃ কৈশ্চিৎ সৈন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ১৪ ॥

রাবণশ্চ দুরাধৰ্ষো হতঃ সবলবাহনঃ ।

বানরাশ্চ বশং নীতা ঋক্ষাশ্চ রাক্ষসৈঃ সহ ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টী। চত্বরে চ চতুষ্পাথে অঙ্গনে গৃহে রথায়ান্ প্রতোল্যান্ বস্তুনি চ।

নগরে অথবা জনপদमध्ये প্রজাগণ যাহা বলে, তাহা তুমি নির্ভয় ও নিরুদ্ধে হইয়া বিশ্বস্তভাবে আমার নিকট বল ॥ ১১ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ মনোহর কথা বলিলে সুবক্তা ভদ্র করযোড়ে মহাবাহু বামকে বলিলেন—॥ ১২ ॥

রাজন্, পুরবাসীরা বন, উপবন, দোকান, প্রাঙ্গণ এবং পথিমধ্যে ভাল মন্দ যাহা বলে তাহা শ্রবণ করুন—॥ ১৩ ॥

“রাম সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, উহা পূর্ববর্তী কোন ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতা এবং অসুরগণও করিতে পারে নাই ॥ ১৪ ॥

রাম সৈন্য এবং বাহনের সহিত দুর্ধর্ষ রাবণকে বধ করিয়াছেন এবং রাক্ষস-গণের সহিত ভল্লুক ও বানরদিগকেও নিজের বশে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

ହସ୍ତା ଚ ରାବଣଂ ଯୁକ୍ତେ ସୀତାମାହତ୍ୟା ରାଘବଃ ।

ଅମର୍ଷଃ ପୃଥତଃ କୃତ୍ବା ସ୍ବଂ ପ୍ରାବେଶୟଦାଳୟମ୍ ॥ ୧୬ ॥

କୌତୂହଂ ହୃଦୟେ ତସ୍ୟ ସୀତାସଂଗମଜଃ ସୁଖମ୍ ।

ଅକ୍ଳମାରୋପ୍ୟ ଯା ପୂର୍ବଂ ରାବଣେନ ହତା ବଳାଂ ॥ ୧୭ ॥

ଲଙ୍କାଂ ଚାପି ପୁରୀଂ ନୀତାମଶୋକବନିକାଂ ଗତାମ୍ ।

କଥଂ ରକ୍ତୋଽବଶଂ ପ୍ରାପ୍ତାଂ ରାମଃ କୁଂସୟତେ ନ ତାମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଅସ୍ମାକମପି ଦାରାଣାଂ ସହନୀୟଂ ଭବିଷ୍ୟତି ।

ଯଚ୍ଛୀଲୋ ହି ଭବେଦ୍ରାଜା ତଚ୍ଛୀଲା ଚ ପ୍ରଜା ଭବେଂ ॥ ୧୯ ॥

ଏବଂ ବହୁବିଧା ବାଚୋ ବଦନ୍ତି ପୁରବାସିନଃ ।

ବୈଦେହ୍ୟାଃ କାରଣେ ରାଜନ୍ ତଥା ଜାନପଦୋ ଜନଃ ॥ ୨୦ ॥

୧୬ । ଲୋ-ଟୀ । ଅମର୍ଷମ୍ ଅକୀର୍ତ୍ତିମ୍ ।

୧୭ । ଲୋ-ଟୀ । ସହନୀୟଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ।

ଭଦ୍ରବାକ୍ୟମ୍ ॥ ୫୮ ॥

ରାମ ଯୁକ୍ତେ ରାବଣକେ ନିହତ କରିୟା ସୀତାକେ ଉକ୍ତାର କରତ ଅପବାଦ ଅଗ୍ରାହ କରିୟା ପୁନରାୟ ସୀତାକେ ସ୍ବଗୃହେ ପ୍ରାବେଶ କରିତେ ଦିଆଛେନ ॥ ୧୬ ॥

ପୂର୍ବେ ରାବଣ ଯାହାକେ କ୍ରୋଡ଼େ ତୁଲିୟା ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରିୟାଛିଲ, ସେହି ସୀତାର ସହିତ ମିଳିତ ହିଁୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ତରେ କିରୁପ ସୁଖୋଦୟ ହିଁୟାଛେ । ॥ ୧୭ ॥

ସୀତା ଲଙ୍କାନଗରୀତେ ନୀତ ହିଁୟା ରାକ୍ଷସଗଣେର ବନ୍ଧୀଭୂତ ହିଁୟା ଅଶୋକବନେ ବାସ କରିୟାଛିଲ, ସୀତାକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଘୃଣା କରେନ ନା କେନ ॥ ୧୮ ॥

ରାଜା ଯେରୂପ ଅଭାବସମ୍ପନ୍ନ ହନ, ପ୍ରଜାରାଓ ତାଦୃଶ ଅଭାବସମ୍ପନ୍ନ ହୟ, ସୁତରାଂ [ଭବିଷ୍ୟତେ] ଆମାଦିଗକେଓ ପତ୍ନୀର ଏତାଦୃଶ ଦୋଷ ସହ କରିତେ ହିଁବେ" ॥ ୧୯ ॥

ରାଜନ୍, ଜନପଦବାସୀ ଏବଂ ପୁରବାସୀ ଜନଗଣ ସୀତାର ଜନ୍ମ ଏହିରୂପ ବହୁ କଥା ବଲିୟା ଥାକେ ॥ ୨୦ ॥

তস্ম শ্রুত্বাপ্রিয়ং বাক্যং রাঘবঃ পরমার্ভবৎ ।

উবাচ সর্বান্ স্নহদঃ কথমেতদিত্তি প্রভুঃ ॥ ২১ ॥

শিরোভিস্তে ততো রামমভিগম্য প্রণম্য চ ।

উচূর্ণরপতিং দীনমেবমেতন্ম সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

শ্রুত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সৰ্বৈবস্তুৎ সমুদীরিতম্ ।

বিসৰ্জয়ামাস ততঃ সৰ্বাংস্তান্ স্নহদঃ প্রভুঃ ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ভদ্রবাক্যং নাম
ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রভু রামচন্দ্র তাহার সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতের স্থায়
সমস্ত স্নহদগণকে বলিলেন, ‘ইহাই কি’ ? ॥ ২১ ॥

তখন তাঁহারা দুঃখিত নরপতি রাগচন্দ্রের সমীপে গমন করিয়া অবনত মস্তকে
প্রণাম করত বলিলেন, “[ভদ্র যাহা বলিয়াছে] ইহা সত্য, ইহাতে সংশয়
নাই” ॥ ২২ ॥

প্রভু, রামচন্দ্র তাঁহাদের সকলের কথা শুনিয়া সেই সমস্ত বন্ধুদিগকে
বিদায় দিলেন ॥ ২৩ ॥

মধ্যম বাম্বীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ‘ভদ্রবাক্য’-নামক
৪৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

১। ছ ‘বীর-’। ২। ছ ‘ভদ্রা’। ৩। ছ ‘-দগুদা’। অন্তঃ পয়ং ছ ‘ইতি যচনমিতং নিশম্য রাণো
জয়বিদারণমশ্রমেতজাঃ। জয়গতমচিন্তয়ন্তদানীং স্বজনজনং স্ বিসৰ্জয়ন্ মহাত্মা’। ইত্যধিকম্।

(৪৭) সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

বিসৃজ্য তু স্নহদ্বর্গং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ ।

সমীপে দ্বাস্থ্যমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ।

ভরতঞ্চ মহাবাহুং শত্রুঘ্নং চাপরাজিতম্ ॥ ২ ॥

রামশ্চ ভাষিতং শ্রুত্বা ক্রভা মুক্ধি কৃতাজ্জলিঃ ।

লক্ষ্মণশ্চ গৃহং গত্বা প্রবিবেশ বিনীতবৎ ॥ ৩ ॥

তমুবাচ মহাত্মানং বর্দ্ধয়িত্বা কৃতাজ্জলিঃ ।

দ্রষ্টু মিচ্ছতি রাজা স্বাং গম্যতাং তত্র মাচিরম্

যাবদুরতশত্রুঘ্নৌ হরয়ামি নৃপাজ্জয়া ॥ ৪ ॥

বাচমিত্যেব সৌমিত্রিঃ শ্রুত্বা রামশ্চ শাসনম্ ।

প্রস্থিতৌ রথমারুহ রাঘবশ্চ নিবেশনম্ ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া সমীপে উপবিষ্ট দৌবারিককে এই কথা বলিলেন— ১ ॥

শুভলক্ষণ সুমিত্রানন্দম লক্ষ্মণ, মহাবাহু ভরত এবং অপরাজিত শত্রুঘ্নকে শীঘ্র আনয়ন কর ॥ ২ ॥

দৌবারিক রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া লক্ষ্মণের গৃহে বিনীতভাবে প্রবেশ করিল ॥ ৩ ॥

পরে করযোড়ে ‘জয়’ বাক্য উচ্চারণপূর্বক মহাত্মা লক্ষ্মণকে বলিল, “মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সুতরাং অনতিবিলম্বে তথায় গমন করুন, আমি ততক্ষণে নৃপতির আদেশে ভরত এবং শত্রুঘ্নকে [যাইবার জন্ত] হ্রাসিত করি” ॥ ৪ ॥

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া ‘আচ্ছা [যাইতেছি]’

প্রযাতে লক্ষ্মণে দ্বাশো ভরতং স্বগৃহে স্থিতম্ ।

উবাচ প্রাজ্ঞলিৰ্বাক্যং রাজা দ্বাং দ্রষ্টু মিচ্ছতি ॥ ৬ ॥

ভরতস্তদ্রচঃ শ্রুত্বা কৃত্বা যৎ সমুদীরিতম্ ।

উৎপপাতাসনাং তূর্ণং পদ্ম্যামেব যযৌ চ সঃ ॥ ৭ ॥

দৃষ্ট্বা প্রযাতং ভরতং ত্বরমাণঃ কৃতাজলিঃ ।

শত্রুশ্লভবনং গত্বা শত্রুশ্লং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

এহাগচ্ছ রঘুশ্রেষ্ঠ রামস্থাং দ্রষ্টু মিচ্ছতি ।

গতো হি লক্ষ্মণঃ পূর্বং ভরতশ্চ মহাবশাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রুত্বা তু গদতস্তস্য শত্রুশ্লো রামশাসনম্ ।

শিরসি প্রতিগৃহ্যজ্ঞাং যযৌ যত্র স রাঘবঃ ॥ ১০ ॥

এই বলিয়া রথে আরোহণ করত রামচন্দ্রের গৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মণ প্রস্থান করিলে দৌবারিক স্বগৃহে অবস্থিত ভরতকে করযোড়ে বলিল—‘রাজা আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন’ ॥ ৬ ॥

ভরত দৌবারিকের কথা শ্রবণ করিয়া দ্রুত আসন হইতে উত্থানপূর্বক পদত্বজেই চলিলেন ॥ ৭ ॥

ভরতকে গমন করিতে দেখিয়া দৌবারিক ব্যগ্র হইয়া শত্রুশ্লের গৃহে গমন করত করযোড়ে তাঁহাকে বলিল—॥ ৮ ॥

“হে রঘুশ্রেষ্ঠ, আসুন আসুন, রামচন্দ্র আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, লক্ষ্মণ ও মহাবশস্বী ভরত অগ্রে গমন করিয়াছেন” ॥ ৯ ॥

শত্রুশ্ল দৌবারিকের মুখে রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণপূর্বক অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া যেখানে রামচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

১। হ ‘-মাণং’। ২। হ ‘-স্মিত’। ৩। হ ‘-মহতি’। ৪। হ ‘-রথঃ’। ৫। হ ‘বচনং তত্’।

৬। হ ‘শিরসা’।

দ্বান্বস্তাগম্য রামায় সর্বানেষ কৃতাজ্জলিঃ ।

নিবেদয়ামাস তদা ভ্রাতৃস্থান্ সমুপস্থিতান্ ॥ ১১ ॥

কুমারানাগতান্ শ্রুত্বা চিস্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।

অধঃশিরা দীনমনা দ্বান্বং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

প্রবেশয় কুমারাংস্তান্ মৎসমীপং ত্বরান্বিতঃ ।

মম জীবিতমেবৈতে প্রাণাশ্চৈব বহিষ্চরাঃ ॥ ১৩ ॥

আজ্ঞাপ্তাস্তে নরেন্দ্রেণ কুমারাঃ সূর্য্যবর্চসঃ ।

প্রহ্লাঃ প্রাজ্জলয়ো ভূত্বা বিবিশুস্তে সমাহিতাঃ ॥ ১৪ ॥

তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা ।

সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যমভ্রজালসমারতম্ ॥ ১৫ ॥

[লো-টী ।] দ্বারস্থান্ দ্বারপালাৎ ।

১৪ । লো-টী । তে নরেন্দ্রেণ আজ্ঞাপ্তাঃ, তহস্তুে বিবিশুরিতি বাক্যান্তরম্ ।

১৫ । লো-টী । গ্রহো গ্রহঃ । সন্ধ্যাগতমিত্যানেন নিন্তেজস্বঃ হৃচিতম্ ।

দৌবারিক আসিয়া করযোড়ে রামচন্দ্রকে নিবেদন করিল যে, সমস্ত ভ্রাতৃগণই উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

দীনচিস্ত রাম কুমারগণের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া চিস্তায় ব্যাকুল হইয়া অধোমুখে দৌবারিককে বলিলেন— ॥ ১২ ॥

“তুমি শীঘ্র আমার সমীপে সেই কুমারদিগকে লইয়া আইস, ইহারা আমার জীবন, ইহারা আমার বহিষ্চর প্রাণস্বরূপ” ॥ ১৩ ॥

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সেই সমাহিতচিত্ত কুমারগণ নৃপতিকর্ত্ত্বক আদিষ্ট হইয়া যুক্তকরে বিনীতভাবে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

সেই রাজকুমারগণ [প্রবেশ করিয়া] ধীমান্ রামচন্দ্রের মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত চন্দ্র, মেঘজাল-সমাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালীন সূর্য্য ও শুষ্কপত্র পদ্মের

বাম্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট^১। রামস্ত ধীমতঃ ।

মানপত্রস্ত পদ্যস্ত মুখং চ সদৃশপ্রভম্ ॥ ১৬ ॥

শিরোভিস্তে তদা রামমভিবাণ নৃপাত্মজাঃ ।

তস্তুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বৈ রামোহপ্যশ্রুণ্যবর্তয়ৎ ॥ ১৭ ॥

তান্ পরিষজ্য বাহুভ্যাং হার্দৈন^২ মনুজাধিপঃ ।

আসনেষাক্রমিত্যুক্ত^৩। ততো বাক্যং জগাদ হ ॥ ১৮ ॥

ভবন্তো মম সর্বস্বং ভবন্তো মম জীবিতম্ ।

ভবতাং চ কৃতে রাষ্ট্রং পালয়ামি মহাবলাঃ ॥ ১৯ ॥

ভবন্তঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞাঃ বুদ্বৌ চ পরিনিষ্ঠিতাঃ ।

তদ্ববুদ্ধিঃ সহার্থোহয়মশ্বেষ্টব্যো নরর্ষভাঃ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। অবর্তয়ৎ যুগোচ ।

১৮। লো-টী। হার্দৈন সৌহার্দৈন। আসনধর্ম বিকরণলোপাভাব আর্ষঃ (?)।

২০। লো-টী। বুদ্বৌ সর্বশাস্ত্রজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিতাঃ পরিনিষ্ঠাং প্রাপ্তাঃ। অয়মর্থোহ-

ষেষ্টব্যঃ

কুমারাহ্বানম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রায় নিম্প্রভ এবং নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া সকলে অবনত মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাজলি হইয়া অবস্থান করিলেন; রামচন্দ্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫-১৭ ॥

নরপতি রামচন্দ্র স্নেহবশতঃ তাঁহাদিগকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া ‘আসনে উপবেশন কর’ এই কথা বলিয়া তার পর বলিতে লাগিলেন— ॥ ১৮ ॥

“হে মহাবীরগণ, তোমরাই আমার সর্বস্ব, তোমরাই আমার জীবন, তোমাদের জন্যই আমি রাজ্য পালন করিতেছি ॥ ১৯ ॥

নরশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা সকলেই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী এবং অতিশয় বুদ্ধিমান,

১। হ ‘তু’। ২। ক ‘সৌহার্দ্দ’। ৩। হ ‘-কামুণ্যচ হ’। ৪। হ ‘জীবিতং মম’। ৫। হ ‘রাজ্য’।
৬। হ ‘ভবন্তি’।

তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে^১ তে চ ধ্যানপরায়ণাঃ ।

উদ্বিগ্নমনসো^২ দধ্যুঃ^৩ কিং নো রাজা বদিস্যতি ॥ ২১ ॥

ইত্যার্থে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মহ্মানং নাম
সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

অতএব তোমাদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করা উচিত [অথবা, তোমাদের সকলের ইহা অনুমোদন করা উচিত] ॥ ২০ ॥”

রাম এই কথা বলিলে তাঁহারা উদ্বিগ্নমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,
‘মহারাজ আমাদিগকে কি বলিবেন’ ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ‘ব্রাহ্মহ্মানের আহ্বান’ নামক
৪৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

(৪৮) অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং দীনচেতসাম্ ।

অশ্রুপূর্ণমুখো রাম ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

সীতাপবাদঃ স্তমহান্ পৌরজানপদৈঃ কৃতঃ ।

চারিত্রং প্রতি বৈদেহ্যা অজ্ঞানান্মন্দবুদ্ধিভিঃ ॥ ২ ॥

অযশঃ স্তমহদ্বীরাঃ পুরে জনপদে তথা ।

বর্ততে ময়ি বীভৎসং তন্মে মৰ্ম্মাণি কৃন্ততি ॥ ৩ ॥

অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকুণাং মহাত্মনাম্ ।

সীতাং পাপসমাচারামানয়েয়ং পুনঃ কথম্ ॥ ৪ ॥

জানাসি ত্বং যথা সৌম্য দণ্ডকে বিজনে বনে ।

রাবণেন হতা সীতা স চ বিশ্বংসিতো ময়া ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। অপবাদঃ নিন্দা। ‘অপবাদস্ত নিন্দাম্যাজ্যবিশ্রম্ভয়ো’রতি কোষঃ।

৫। লো-টী। বিশ্বংসিতো হতঃ।

সেই উপবিষ্ট দীনচিত্ত সমস্ত কুমারগণের নিকট রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ মুখে এই কথা বলিতে লাগিলেন—॥ ১ ॥

মন্দবুদ্ধি পুরবাসী এবং জনপদবাসীরা সীতার চরিত্র না জানিয়া তাহার প্রতি অতিশয় অপবাদ আরোপ করিতেছে ॥ ২ ॥

হে বীরগণ, নগরে এবং জনপদে আমার যে অতিশয় নিন্দা হইতেছে, তাহা আমার মৰ্ম্মস্থল ছিন্ন করিতেছে ॥ ৩ ॥

আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি পাপাচারিণী সীতাকে পুনরায় আনয়ন করিতে পারি। [ইহা জনসাধারণের বিশ্বাস হইল !!] ॥ ৪ ॥

সৌম্য, তুমি জান যে, নির্জনে দণ্ডকারণ্য হইতে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া-

১। ছ অতঃ পরং ‘ইদং শৃণুত ভদ্রাজ্ঞানাকারুঃ (?) অ মনোবাখাম্’ ইত্যধিকম্। ২। ছ ‘মম’। ৩। ৬ ‘নির্জনাঙ্গকাশনাং’।

প্রত্যক্ষং তব সৌমিত্রে দেবানাং চ হৃতশনঃ ।
 অপাপাং মৈথিলীং প্রাহ বায়ুশ্চাকাশগোচরঃ ॥ ৬ ॥
 শশংসতুশ্চ চন্দ্রার্কৌ সুরাণাং সম্মিধৌ পুরা ।
 ঋষীণাং চৈব সৰ্ব্বেষামপাপাং জনকাত্মজাম্ ॥ ৭ ॥
 এবং শুদ্ধসমাচার। দেবগন্ধর্ব্বসম্মিধৌ ।
 লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্রেণ মম হস্তে নিবেশিতা ॥ ৮ ॥
 অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতায়। গুণবিস্তরম্ ।
 অতো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ ॥ ৯ ॥
 অয়ং মহানধর্ম্মো মে শোকশ্চ হৃদি বর্ত্ততে ।
 পৌরাণবাদঃ স্মমহাঃস্তুথা জনপদস্ত চ ॥ ১০ ॥

ছিল এবং আমি তাহাকে বধ করিয়াছি ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মণ, অগ্নি এবং আকাশস্থিত বায়ু তোমার এবং দেবতাগণের সমক্ষেই সীতাকে নিষ্পাপা বলিয়াছেন ॥ ৬ ॥

চন্দ্র এবং সূর্য্যও সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণের সমক্ষে জানকীকে নিষ্পাপা বলিয়াছেন ॥ ৭ ॥

দেবরাজ মহেন্দ্র লঙ্কাদ্বীপে এইরূপ পবিত্রচরিতা সীতাকে দেবতা ও গন্ধর্ব্ব-গণের সমীপে আমার করে সমর্পণ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

আমার অন্তরাত্মা সীতার গুণাবলীর বিষয় জানে, এই জন্তই সীতাকে গ্রহণ করিয়া আমি অযোধ্যায় আসিয়াছি ॥ ৯ ॥

এই মহা অধর্ম্ম—পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণের এইরূপ ঘোরতর নিন্দা—আমার হৃদয়ে শোকের কারণ হইয়াছে ॥ ১০ ॥

১। হ 'যথা দেবো হৃতশনঃ'। ২। হ '-সীমাহ'। ৩। হ '-গাযপি'। ৪। হ '-পেহ্মিনা সীতা'। ৫। হ '-য়াং সমাগতঃ'। ৬। হ 'অয়ং মে মহান শোকো হৃদি লব্ধ ইবার্পিতঃ'। ৭। হ 'যোরোহপবাদঃ সীতায়ঃ পৌরজানপদৈঃ কৃতঃ'।

অকীৰ্ত্তিৰশ্চ গীয়েত লোকে ভূতশ্চ কশ্চচিৎ ।

নিরয়ে পচ্যতে তেন যাবৎ সা সৌম্য গীয়তে ॥ ১১ ॥

‘অকীৰ্ত্তিরধমা লোকে কীৰ্ত্তিলোকেষু পূজ্যতে ।

কীৰ্ত্তেৰ্ধৰ্ম্মঃ প্রভবতি কীৰ্ত্তিলোকে প্রশস্ততে ॥ ১২ ॥

‘অপি স্বং জীবিতং জহ্যাং যুগ্মান্ বা পুরুষৰ্ষভাঃ ।

অপবাদভয়াস্তুতঃ কিং পুনর্জনকাস্বজাম্ ॥ ১৩ ॥

তে মাং ভবন্তুঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে ।

নহি পশ্যাম্যতো ভূয়ঃ কিঞ্চিদুঃখতরং মম ॥ ১৪ ॥

শ্বস্তুং প্রভাতে সৌমিত্রে স্মমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্ ।

আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়াস্তে সমুৎসৃজ ॥ ১৫ ॥

১৫। লো-টা। বিষয়াস্তে মম দেশস্ত অস্তে বাহে

যে কোন প্রাণীর নিন্দা জগতে যতদিন প্রচারিত থাকে, ততদিন সেই ব্যক্তি নরকে পচিতে থাকে ॥ ১১ ॥

সংসারে অকীৰ্ত্তি অধম এবং কীৰ্ত্তি শ্রেষ্ঠ, কীৰ্ত্তি হইতে ধৰ্ম্ম জন্মে এবং কীৰ্ত্তি লোকमध्ये প্রশংসিত হয় ॥ ১২ ॥

হে পুরুষপ্রবরগণ, আমি লোকনিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া নিজের জীবন বা তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, জানকীর ত’ কথাই নাই ॥ ১৩ ॥

তোমরা দেখ, আমি [কিরূপ] শোকসারে পতিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখজনক আমি কিছুই দেখিতেছি না ॥ ১৪ ॥

লক্ষণ, তুমি আগামী কল্য প্রভাতে স্মমন্ত্র-সারথির পরিচালিত রথে স্বয়ং আরোহণপূর্বক সীতাকে আরোহণ করাইয়া দেশের (লোকালয়ের) বাহিরে তাহাকে পরিত্যাগ কর ॥ ১৫ ॥

১। চ ‘অবৎ’। ২। হ ‘ভূত’। ৩। অতঃ পরং হ ‘লোকে কীৰ্ত্তা বৃত্তলরা পূজ্যাস্তে ত্রিদিবে নরাঃ’ ইত্যধিকম্ ।
৪। ক ‘কীৰ্ত্তিৰ্ধৰ্ম্ম’। ৫। হ ‘লপাহ’। ৬। হ ‘-ভয়াস্বজাম্’। ৭। অতঃ পরং ‘তৎ কিমত্র বহুজেন-ভাজানি জনকাস্বজাম্’। লোকাপবাদগীতোহং নোত্তরং দাতুমৰ্থং’। ইত্যধিকম্। ৮। চ ‘নৃপান্’।

গঙ্গায়াস্ত পরে পারে বান্মীকেঃ স্তমহাস্তনঃ ।

আশ্রমো দিব্যসংকাশস্তমসাতীরমাস্তিতঃ ॥ ১৬ ॥

তত্রৈনাং বিজনেহরণ্যে উৎসৃজ্য রঘুনন্দন ।

শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ বচনং মম ॥ ১৭ ॥

ন চাস্মি প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কদাচন ।

অগ্রীতিহি পরা মে শ্রাদ্ বচনেহস্মিন্ বিচারিতে ।

শাপিতাশ্চ ময়া যুয়ং ভুজাভ্যাং জীবিতেন চ ॥ ১৮ ॥

যো মাং বাক্যাস্তরে ক্রোদ্যদ্বচোহনুনয়সংহিতম্ ।

স মে শত্রুরিতি ভেদ্যঃ সতামেতদ্ব বামি বঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। কো বান্মীকিঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তমসেতি। বঃ পূৰ্ব্বং তমসাতীরমাস্তিতঃ তন্ত্ৰ।

১৮। লো-টী। ভুজাভ্যাং ভুজৌ উদ্ভিদ্ধা যুয়াকং ভুজ্যেযু বলং মাস্ত ইত্যেবং যুয়ং শাপিতা ভবিষ্যৎ ইত্যর্থঃ, ন চ জীবিতে জীবনেন শাপিতা ইত্যর্থঃ।

১৯। লো-টী। বাক্যাস্তরে এতদ্বাক্যমধ্যে অনুনয়সংহিতং সহিতম্।

গঙ্গার অপর পারে তমসানদীর তীরবর্তী মহাত্মা বান্মীকির স্বর্গীয় আশ্রমের
শ্রায় (মনোরম) আশ্রম আছে ॥ ১৬ ॥

লক্ষণ, আমার আদেশ প্রতিপালন কর,—তুমি সেই বিজন অরণ্যে ইহাকে
পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র আগমন কর ॥ ১৭ ॥

সীতার [পরিত্যাগ] বিষয়ে আমার কথার কোন প্রতিবাদ করিও না, এই
আদেশ প্রতিপালনে [কোনরূপ বিচারবুদ্ধি প্রবর্তিত করিলে—অর্থাৎ] দ্বিধা বোধ
করিলে তাহা আমার অতিশয় অগ্রীতিজনক হইবে, আমি তোমাদিগকে বাছ ও
প্রাণের দিব্য দিতেছি ॥ ১৮ ॥

আমি তোমাদিগকে যথার্থরূপে বলিতেছি যে, যে অনুনয়ের সহিতও আমার
কথার উত্তরে কিছু বলিবে—সে আমার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ১৯ ॥

যদুহং প্রভবিষ্ণুর্বেবা যদি বা ময়ি গৌরবম্ ।

নীয়তাং জানকী শীত্ৰং কুরুধ্বং বচনং মম ॥ ২০ ॥

পূর্বং হি কামো বৈদেহ্যা গঙ্গাতীরে যথাশ্রম্ভান্ ।

দ্রষ্টু মিচ্ছেয়মিত্যুক্তঃ স কামঃ ক্রিয়তাং তথা ॥ ২১ ॥

এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো বাঙ্গ্পেণ পিহিতেক্ষণঃ ।

প্রবিবেশ স ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যার্থে বাঙ্গ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রামবাক্যং নাম
অষ্টাচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

২০। লো-টী। প্রভবিষ্ণুঃ প্রভুঃ।

২১। লো-টী। গঙ্গাতীরে আশ্রম্ভান্ দ্রষ্টুমিচ্ছেয়ম্—ইতি পূর্বং যথা কামঃ, তথা
স কামঃ।

২২। লো-টী। প্রবিবেশ উপবিষ্টঃ।

রামবাক্যম্ ॥ ৪৮ ॥

যদি আমি তোমাদের প্রভু হই এবং আমার উপর যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবে
আমার আদেশ প্রতিপালন কর, শীত্ৰ জানকীকে এখান হইতে লইয়া যাও ॥ ২ ॥

সীতা ইতিপূর্ব ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল যে, ‘আমি গঙ্গাতীরস্থ
আশ্রমসকল দেখিতে ইচ্ছা করি’, এখন তুমি তাহার সেই অভিলাষ উক্তরূপে
পূর্ণ কর ॥ ২১ ॥

অশ্রুজলে নিরুদ্ধনেত্র সেই ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃবর্গে
পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া রহিলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাঙ্গ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রামবাক্য-নামক

৪৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

(৪৯) একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

ততো রজন্যাং ব্যুচীয়াং লক্ষ্মণো দীনমানসঃ ।

সুমন্ত্রমব্রবীদ্বাক্যং মুগেন পরিশুশ্রুতা ॥ ১ ॥

সারথে তুরগান্ শীঘ্রান্ স্বরয়স্ব রথোত্তমম্ ।

স্বাস্তার্গং রাজভবনাৎ সীতায়াশ্চাসনং শুভম্ ॥ ২ ॥

সীতা হি রাজবচনাদাশ্রমান্ পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ।

ইতো নেয়া মহর্ষীণাং শীঘ্রমানীয়তাং রথঃ ॥ ৩ ॥

সুমন্ত্রস্ত তথেষুত্বা রথং পরমবাজিভিঃ ।

যুক্তং স্করুচিরপ্রথ্যাং স্বাস্তার্গং সমুপানয়ৎ ॥ ৪ ॥

২। লো-ট। শীঘ্রাঃ শীঘ্রগাস্তুরগায় যন্ত তন্ স্বরয়স্ব সংযোজয়াস্ব 'সারথে শীঘ্র-
তুরগান্ বোজয়স্ব রথোত্তম'মিতি কচিং পাঠঃ । রাজভবনাদাসনমানীয় রথং স্বরয়স্ব ।

৪। লো-ট। স্করুচিরস্বেন প্রথ্যা খ্যাতির্ভবন্ত তন্ ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ দুঃখিতচিত্তে শুষ্কমুখে সুমন্ত্রকে বলিলেন— ॥ ১ ॥

সারথে, দ্রুতগামী অশ্বদিগকে উৎকৃষ্ট রথে সংযোজিত করিয়া সীতার উত্তম আসন রাজগৃহ হইতে আনয়নপূর্বক উত্তমরূপে [রথে] আশ্রুত কর ॥ ২ ॥

মহারাজের আদেশ অনুসারে এখান হইতে সীতাদেবীকে পুণ্যকৰ্ম্মা মহর্ষিদিগের আশ্রমে লইয়া যাইতে হইবে, শীঘ্র রথ আনয়ন কর ॥ ৩ ॥

সুমন্ত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া উত্তমরূপে আচ্ছাদিত সুন্দর বলিয়া বিখ্যাত উৎকৃষ্ট-
অশ্বযুক্ত রথ আনয়ন করিলেন ॥ ৪ ॥

উবাচ চ মহাত্মানং সৌমিত্রিং মিত্রবৎসলম্ ।

রথোহয়ং সমনুপ্রাপ্তো যৎ কার্যং ক্রিয়তাং লঘু ॥ ৫ ॥

এবমুক্তঃ স্তমন্ত্রেণ রাগবেশ্ম স লক্ষ্মণঃ ।

প্রবিষ্টা সীতামাসাত্ত ব্যাজহার নরর্ষভঃ ॥ ৬ ॥

গঙ্গাতীরেষু রম্যেষু মুনানামীশ্রমান্ শুভান্ ।

উপনেয়াসি মে দেবি শাসনাং পার্থিবস্তু হি ॥ ৭ ॥

এবমুক্তা তু বৈদেহী লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে চক্রে চ গমনে মতিম্ ॥ ৮ ॥

ঋজুগাং সা তু সর্বাসাং কৃতা পাদাভিবন্দনম্ ।

পুনরাগমনায়েতি তাভিশ্চ প্রতিনন্দিতা ॥ ৯ ॥

৫। লো-টা। ৪শু শীঘ্রম্।

এবং মিত্রবৎসল মহাত্মা লক্ষ্মণকে বলিলেন, এই রথ আনয়ন করিয়াছি, যাহা করিতে হয় শীঘ্র করুন ॥ ৫ ॥

স্তমন্ত্র এইরূপ বলিলে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রাগচন্দ্রের গৃহে প্রবেশপূর্বক সীতার সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৬ ॥

হে দেবি, মহারাজের আদেশে আপনাকে আমার রমণীয় গঙ্গাতীরে কল্যাণকর মুনিদিগের আশ্রমে লইয়া যাইতে হইবে ॥ ৭ ॥

মহাত্মা লক্ষ্মণ বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে এইরূপ বলিলে, তিনি অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৮ ॥

সীতাদেবী সমস্ত ঋজুদিগের চরণবন্দনা করিয়া তাঁহাদের “পুনরাগমনায়” ইত্যাদি আশীর্ব্বাক্যে অভিনন্দিত হইয়া সুন্দর সুন্দর বহু অলঙ্কার

১
হুবহুনি তু জগ্রাহ দিব্যাশ্চাভরণানি সা ।

বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ১০ ॥

২
গৃহীত্বা সা চ বৈদেহী ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ।

ইমানি ঋষিপত্নীভ্যো দাস্তাম্যভরণান্যহম্ ॥ ১১ ॥

সৌমিত্রিস্ত তথৈতু্যক্ত্বা রথমারোপ্য মৈথিলীম্ ।

প্রযযৌ শীত্রতুরংগো রামশ্চাজ্ঞানস্মরন ॥ ১২ ॥

গত্বা হৃদূরমধ্বানং মৈথিলী জনকাত্মজা ।

অশুভানি নিমিত্তানি দদর্শ কমলেক্ষণা ॥ ১৩ ॥

৩
ততোহব্রবীৎ তদা সীতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্দ্ধনম্ ।

অশুভানি বহুশ্চ পশ্যামি রঘুনন্দন ॥ ১৪ ॥

এবং বহুমূল্য বস্ত্র ও নানাপ্রকার রত্নরাজি গ্রহণ করিলেন ॥ ৯-১০ ॥

[সেই সমস্ত] গ্রহণ করিয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবী লক্ষ্মণকে বলিলেন, আমি এই অলঙ্কারগুলি ঋষিপত্নীদিগকে দান করিব ॥ ১১ ॥

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া সীতাদেবীকে রথে আরোহণ করাইয়া রামচন্দ্রের আজ্ঞা স্মরণ করত দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথে প্রস্থান করিলেন ॥ ১২ ॥

পদ্মপলাশলোচনা মিথিলারাজনন্দিনী জানকী বহুদূর পথ গমন করিয়া অশুভ লক্ষণসকল দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন সীতাদেবী লক্ষ্মণকে বলিলেন, রঘুনন্দন, অদ্ভুত বহু অশুভলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি ॥ ১৪ ॥

দক্ষিণং মে স্ফুরত্যঙ্গি গাত্রকম্পচ্চ জায়তে ।

হৃদয়ং চৈব সৌমিত্রে ন স্তম্ভমূলক্ষ্যে ॥ ১৫ ॥

অপি স্বস্তি ভবেৎ সৌম্য নৃপতেভ্রাতৃভিঃ সহ ।

শ্বশ্রুগাং চৈব মে বীর সর্ববাসাম্বিশেষতঃ ॥ ১৬ ॥

পুৱে জনপদে চৈব কুশলং প্রাণিনামপি ।

এবং ক্রবত্যাং সীত্যাং প্রযযৌ দিবসঃ ক্ষয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ততো বাসমুপাগম্য গোমতীতীর আশ্রমে ।

প্রভাতে পুনরুত্থায় সৌমিত্রিঃ সূতমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

যোজয়স্ব হয়াংস্তূর্ণমগ্ন ভাগীরথীজলম্ ।

শিরসা ধারয়িষ্যামি ত্র্যম্বকঃ পতিতং যথা ॥ ১৯ ॥

১৮। লো-টা। গোমতীতীরে য আশ্রয়স্তস্মিন বাসমুপাগম্য প্রাপা।

সৌমিত্রে, আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইতেছে, গাত্র কম্পিত হইতেছে এবং হৃদয়ও স্তম্ভ বলিয়া বোধ করিতেছি না ॥ ১৫ ॥

হে বীর, হে সৌম্য, ভ্রাতৃগণের সহিত মহারাজের এবং আমার সমস্ত শ্বশ্রুদিগের সমভাবে মঙ্গল ত? ॥ ১৬ ॥

নগরে ও জনপদে প্রাণীদিগের কুশল ত? সীতাদেবীর এইরূপ বলিতে বলিতে দিবা অবসান হইল ॥ ১৭ ॥

পরে গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে উঠিয়া লক্ষ্মণ পুনরায় সারথিকে বলিলেন— ॥ ১৮ ॥

সারথে, অগ্নি [স্বর্গ হইতে] পতিত গঙ্গাজল মহাদেবের ত্রায় মস্তকে ধারণ করিব, সূতরাং শীঘ্র রথে অশ্ব যোজিত কর ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'চাপি'। ২। অতঃ পরং ছ 'উৎসৃজ্যঃ পরমকাপি অধৃতিক্ত পরা মম। শূন্তামেব তু পশ্যামি পৃথিবীং পৃথুলাচন। দৃঢ়ক তস্ত দেবস্ত ভ্রাতুষ্তে ভ্রাতৃবৎসল। স্মরামি ন চ মে রামো হৃদয়াবপসর্পতি।' ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'ভ্রাতুষ্তে চাতুষ্তেঃ সহ'। ৪। ছ '-মিতি'। অতঃ পরম্ ছ 'ইত্যঞ্জলিকৃত সীতা দৈবতাস্তভাষ্যত। লক্ষ্মণোহিহন্ত তং জাভা শিরসা বন্ধ্য মৈথিলীম্। শিবমিত্যব্রবীজ্ঞৌ হৃদয়েন বিদুয়তা'। ইত্যধিকম্। ৫। ছ '-রিদম-'। ৬। ছ 'হয়াংস্তূর্ণ-'। ৭। ছ 'নিপতৎ ত্র্যম্বকো'।

অশ্বাংস্তু চারয়িত্বাশু রথে যুক্তা মনোজবান্ ।

সমারোহেতি বৈদেহীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরত্নবীৎ ॥ ২০ ॥

সূতস্ত বচনাৎ সা তু আরুরোহ রথোত্তমম্ ।

সীতা সৌমিত্রিণা সার্কঃ স্তমস্ত্রেণ চ ধীমতা ॥ ২১ ॥

অথার্কদিবসং গত্বা প্রাপ্য ভাগীরথীং নদীম্ ।

নিরীক্ষ্য লক্ষ্মণো বীরঃ প্ররুরোদ মহাত্মবান্ ॥ ২২ ॥

সীতা তু পরমত্রস্তা দৃষ্টা লক্ষ্মণমাতুরম্ ।

উবাচ বাক্যং ধর্মজ্ঞা কিমর্থং রুণ্ডতে ত্বয়া ॥ ২৩ ॥

জাহ্নবীতীরমাসাৎ চিরাভিলষিতং মম ।

হর্বকালে কিমর্থং মাং বিষাদয়সি লক্ষ্মণ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। 'চারয়িত্বা' তিতি পাঠঃ। 'অশ্বাংস্ত স বিচাধ্যাতু' ইতি পাঠে বিচাধ্য বিশেষণে চারয়িত্বা।

২২। লো-টী। মহাত্মনং যথা শ্রুতং।

সারথি মনের শ্রায় বেগবান্ অশ্বদিগকে দ্রুত চালিত করিয়া রথে সংযোজনপূর্বক করযোড়ে বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে বলিলেন—'আপনি রথে আরোহণ করুন' ॥ ২০ ॥

সীতা সারথির বাক্যানুসারে স্তমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং ধীমান্ স্তমস্ত্রের সহিত সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২১ ॥

অতিশয় ধৈর্য্যসম্পন্ন বীর লক্ষ্মণ দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গমন করিয়া ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইয়া নদী দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

ধর্মশীলা সীতাদেবী লক্ষ্মণকে রোদন করিতে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া তাহাকে বলিলেন—তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন ॥ ২৩ ॥

লক্ষ্মণ, আমার বহুকালের অভিলষিত গঙ্গাতীরে আসিয়া আনন্দের

১। হ 'দোহমান্ অথোচারিত্বা তু'। ২। হ 'আরোহেত্যত্রবীৎ সীতাং যতো লক্ষ্মণমেব চ'। ৩। হ 'দীনঃ'। ৪। হ 'মহাত্মনম্'। ৫। হ 'প্রীতির্হি মম বর্ততে'।

নিত্যং স্বং পাদয়োভ্রাতুবর্তসে পুরুষৰ্ষভ ।

নিত্যমেবানুরক্তস্ত্বং নিত্যং চৈব গুণৈষুতঃ ॥ ২৫ ॥

সম্ভাবী স্বং মহাবাহো শীলবান্ দক্ষ এব চ ।

কচ্চিদ্ধিনাকৃতস্তেন যস্মাৎ তু শোক আগতঃ ॥ ২৬ ॥

মমাপি দয়িতো রামো জীবিতাদপি লক্ষ্মণ ।

ন চাহমেবং শোচামি যথৈব বালিশো ভবান্ ॥ ২৭ ॥

তারয়স্ব চ মাং গঙ্গাং দর্শয়স্ব চ তাপসান্ ।

তেভ্যো রত্নানি বাসাংসি দাস্ত্যাম্যভরণানি চ ॥ ২৮ ॥

২৫। লো-টা। গুণৈষুতঃ তত্ত্ব শৌধ্যাদিগুণৈষুতঃ, তদ্গুণকীর্তকঃ, যদা, গুণৈস্তত্ত্ব
গুণাদিগুণৈঃ। গুণাদিগুণৈঃ। গুণাদিগুণৈঃ। গুণাদিগুণৈঃ। গুণাদিগুণৈঃ।

২৬। লো-টা। সন্ ভাবঃ স্বভাবোহস্তি যন্ত সং, সন্তং রামং সেবাত্ম্য ভাবয়িতুং শীলং
যন্ত স ইতি বা। 'শীলবানি'তি পাঠঃ। 'শ্রদ্ধাবানি'তি পাঠে শ্রদ্ধাযুক্তঃ। বিনাকৃতঃ মাং মুনিপত্নীঃ
দর্শয়িতুং প্রস্থাপিতঃ স্বসচ্চাতিং কৃত্বা প্রস্থাপিত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ রামসঙ্গত্যাগাৎ। যস্মাদ্ভা পাঠঃ।

২৭। লো-টা। 'যথৈব বালিশো ভবানি'তি পাঠঃ। 'যথা স্বং বালিশো ভবানি'তি
পাঠে 'যথা স্ব'মিত্যেকং বাক্যম্, 'অতো ভবান্ বালিশ' ইত্যপরম্।

সময়ে কিঞ্চ তুমি আমাকে বিষাদিত করিতেছ ॥ ২৪ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি সর্বদা ভ্রাতার চরণসমীপে অবস্থান কর এবং সর্বদা
তীহার অনুরক্ত ও সতত [সেবাদি] গুণ সম্পন্ন ॥ ২৫ ॥

মহাবাহো, তুমি চরিত্রবান্, কার্যদক্ষ এবং সর্বদা রামকে চিন্তা কর, সেই
জন্তু কি রামের বিরহে তোমার শোক উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

লক্ষ্মণ, রাম আমারও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, কিন্তু আমি ত' তোমার মত
বালকের স্থায় শোক করিতেছি না ॥ ২৭ ॥

আমাকে গঙ্গা পার করাইয়া মুনিদিগের দর্শন করাও, আমি তাঁহাদিগকে রত্ন,
বস্ত্র এবং অভরণ সকল দান করিব ॥ ২৮ ॥

১। হ 'বর্তসে ভ্রাতুঃ পাদয়োঃ'। ২। ক 'সম্ভাবী'। ৩। হ 'কচ্চিদ্ধিনাকৃতাবাস্তবেষং দুঃখমাগতম্'।
৪। হ 'মাণা ক্লিষিতামিদান্'। ৫। হ 'বাসাংসি রত্নানি'।

ততঃ কৃৎস্না মহর্ষ্যাণাং যথার্নমভিবাদনম্ ।

উষির্জৈকাং নিশাং তত্র যাস্তামি নগরীং ততঃ ॥ ২৯ ॥

ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রযুক্ত্য নয়নে শুভে ।

মতিং তারয়িতুং চক্রে লক্ষ্মণো মৈথিলীং তদা ॥ ৩০ ॥

অথ নাবং প্রবিস্তীর্ণাং নৈষাদীং রাঘবানুজঃ ।

আরুরোহ সমাযুক্তাং পূর্বমারোপ্য মৈথিলীম্ ॥ ৩১ ॥

সুমন্ত্রং চাপি স্বরথে স্থীয়তামিতি লক্ষ্মণঃ ।

উবাচ শোকসন্তপ্তঃ প্রযাহীতি চ নাবিকম্ ॥ ৩২ ॥

নাবিকস্ত বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্ত মহাত্মনঃ ।

বাহয়ামাস তাং নাবং দক্ষিণং কূলমাদরাৎ ॥ ৩৩ ॥

৩১। লো-টী। সমাযুক্তামানীতাম্।

পরে মহর্ষিদিগকে যথায়োগ্য অভিবাদন করত সেই স্থানে একরাত্রি বাস করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিব ॥ ২৯ ॥

তার পর সেই কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ সুন্দর নেত্রযুগল মার্জনা করত মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে গঙ্গা পার করাইবার অভিলাষ করিলেন ॥ ৩০ ॥

পরে রামানুজ লক্ষ্মণ নিষাদ-পরিচালিত সুসজ্জিত বৃহৎ নৌকায় প্রথমে সীতাদেবীকে আরোহণ করাইয়া পরে নিজে আরোহণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

সুমন্ত্রকে 'স্থীয় রথে অবস্থান কর' বলিয়া লক্ষ্মণ শোকসন্তপ্তচিত্তে নাবিককে বলিলেন 'চল' ॥ ৩২ ॥

নাবিক মহাত্মা লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সযত্নে সেই নৌকা বাহিয়া [নদীর] দক্ষিণ কূলে লইয়া গেল ॥ ৩৩ ॥

১। হ 'পুনঃ'। ২। অতঃ পরং হ 'শ্রুত্বা তু তত্র বচনং মহাত্মা প্রযুক্ত্য নেত্রে রুচিরে তদাবীহ'। স লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবিবৰ্ধনোহথ নাবং সমানায়য়াদরণে। নাবিকানাংসেহামাস লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। ইমে স লক্ষ্মণ নৌকেনমিতি তে তথাক্রম্। ইত্যাবিকম্। ৩। হ 'হবি-'। ৪। হ 'আরোপ্য অথনং সীতাং সোহপ্যারোহয়হারথঃ'।

ততস্তীৱমুপাগম্য ভাগীরথ্যাঃ স লক্ষণঃ ।

উবাচ মৈথিলীং বাক্যং প্রাজ্ঞলিৰ্বাপ্যবিহ্বলঃ ॥ ৩৪ ॥

হৃদগতো মে মহাংস্তাপো যস্মাদার্যেণ ধীমতা ।

অগ্নিন্ নিমিত্তে লোকস্ত নীতোহহং বচনীয়তাম্ ॥ ৩৫ ॥

মরণং হি মম শ্রেয়ো যদন্তদ্বাপ্যতোহধিকম্ ।

ন ত্বগ্নিমৌদৃশে কার্যে নিয়োগো লোকনিন্দিতে ॥ ৩৬ ॥

প্রসাদ চ ন মে রোষণং কর্তু মর্হসি মৈথিলি ।

ইতি কৃত্বাজলিং ভূমৌ নিপপাত স লক্ষণঃ ॥ ৩৭ ॥

রুদন্তং প্রাজ্ঞলিং দৃষ্ট্বা কাঙ্ক্ষন্তঃ সূতৃমান্বনঃ ।

মৈথিলী ভূশংবিগ্না লক্ষণং বাক্যমব্রবাৎ । ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। অগ্নিনিমিত্তে তব নির্বাসননিমিত্তে লোকস্ত বচনীয়তাং বাচ্যতাং নিন্দাং নীতোহস্মীতাশ্বয়ঃ।

৩৬। লো-টী। ন ত্বগ্নিন্ কার্যে, মৌদৃশে এবংবিধে।

তার পর ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইয়া লক্ষণ অশ্রুজলে বিহ্বল হইয়া করযোড়ে সীতাদেবীকে বলিলেন—॥ ৩৪ ॥

ধীমান্ আৰ্য্য রাম আমাকে এতাদৃশ কার্যে নিয়োগ করিয়া লোকের নিন্দার পাত্র করিলেন ॥ ৩৫ ॥

এতাদৃশ লোকনিন্দিত কার্যে নিয়োগ অপেক্ষা আমার মরণ অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক যদি কিছু থাকে, তাহাও ভাল ছিল ॥ ৩৬ ॥

হে মিথিলারাজনন্দিনি, প্রসন্ন হউন, আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না, এই বলিয়া লক্ষণ যুক্তকরে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

মিথিলারাজনন্দিনী সীতা লক্ষণকে কৃত্বাজলি হইয়া রোদন করিতে এবং নিজের মৃত্যু কামনা করিতে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৩৮ ॥

কিমিদং নাবগচ্ছামি ক্রহি তস্মৈন লক্ষ্মণ ।

পশ্যামি ত্বাং নহি স্বস্থমপি ক্ষেমং মহীপতেঃ ॥ ৩৯ ॥

শাপিতোহসি নরেন্দ্রেণ যদি সস্তাপমাত্মনঃ ।

ন ক্রয়াঃ সন্নিধৌ মহমহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ৪০ ॥

বৈদেহা চোত্তমানস্ত লক্ষ্মণো দীনমানসঃ ।

অবাঙ্ মুখো বাপ্পকলং বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৪১ ॥

শ্রুত্বা পরিষদো মध्ये পরিবাদং হৃদারুণম্ ।

পূরে জনপদে চৈব তৎকৃতে জনকাত্মজে ॥ ৪২ ॥

ন তচ্ছক্যং কথয়িতুং ময়া দেবি তবাশ্রিতঃ ।

যদ্রোজা হৃদয়ে কৃত্বা স্নেহস্তে পৃষ্ঠতঃ কৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

৩৯ । লো-টী । মহীপতেঃ রামস্ত ক্ষেমং কলাণম্ ।

৪০ । লো-টী । নরেন্দ্রেণ মাং মুনিপত্নীদর্শয়িতুং যদি বদা শাপিতঃ আকুটে আশ্রিত ইতি যাবৎ, তদা মহং মম সন্নিধৌ আত্মনঃ সস্তাপং 'মরণং হি মম শ্রেয়' ইত্যাদিকং ক্রয়াঃ যদি চ ক্রয়াস্তদা তে স্বামহং নাজ্ঞাপয়ামীতি পুনর্নঞা সম্বন্ধঃ । যদা, নরেন্দ্রেণ শাপিতোহপি নরেন্দ্রেস্ত শপথ ইত্যর্থঃ ।

৪১ । লো-টী । বাপ্পকলং বাপ্পস্ত কলা কলনং মুঞ্চনং যথা ভবতি তথা ।

৪৩ । লো-টী । তৎ তৎ পরিবাদং যৎ যম্ । 'স্নেহ' ইতি পাঠঃ । 'নামর্থঃ পৃষ্ঠতঃ কৃতঃ' ইতি পাঠে অগর্হো নিলজ্জনিতদুঃখং দুঃখসহিষ্ণুতা ন কৃতেত্যর্থঃ ।

লক্ষ্মণ, তুমি কেন এইরূপ করিতেছ তাহা বুঝিতেছি না, কি ঘটিয়াছে স্পষ্ট করিয়া বল ; তোমাকে সুস্থ দেখিতেছি না, মহারাজের মঙ্গল ত ? ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ যদি নিজের দুঃখের বিষয় আমাকে না বলিবার জন্য তাঁহার নিকটে শপথ করাইয়া থাকেন, তথাপি আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি ॥ ৪০ ॥

দীনচেতাঃ লক্ষ্মণ সীতাদেবীর প্রেরণায় অধোবদনে বাপ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এই কথা বলিলেন— ॥ ৪১ ॥

হে জনকভ্রাতৃ, নগরে এবং জনপদে আপনার জন্য নিদারুণ অপবাদের কথা

স। ত্বং ত্যক্তা নরেন্দ্রেণ সাধ্বী কুলসমম্বিতা ।

লোকাপবাদভীতেন ত্বং ত্যক্তা দেবি নানুথা ॥ ৪৪ ॥

ইহাশ্রমেণ চ ময়া ত্যক্তব্য। ত্বং ভবিষ্যসি ।

রাজ্ঞঃ শাসনমাজ্ঞায় তথৈব কিল দৌহর্দম্ ॥ ৪৫ ॥

তদেতজ্জাহ্নুবীতীরে মহর্ষীগাং তপোবনম্ ।

পুণ্যং চ রমণীয়ঞ্চ বিবাদং মা কৃথাঃ শুভে ॥ ৪৬ ॥

রাত্তো দশরথশ্চৈব পিতৃশ্চৈব মুনিপুঙ্গবঃ ।

সখা পরমকো বিপ্রো বান্দ্যীকিঃ স্মমহাযশাঃ ॥ ৪৭ ॥

[লো-টী।] তদ্ গ্রাহং তৎ তাজনং গ্রাহং লোকাপবাদভয়েন মন্তব্যং ত্বয়া, নানুথা অল্পপ্রকারেণ নাহুেন দোষণেত্যর্থঃ । যথা, তৎ স লোকাপবাদঃ শিষ্টৈরনুথা দুঃখাজনকত্বেন কীৰ্ত্তনশব্দেণ ন গ্রাহং ন স্বীকৃতমিত্যর্থঃ ।

৪৫। লো-টী। ইহ এষু আশ্রমান্তেষু বনসমীপেষু । ‘আশ্রমো ব্রহ্মচর্যাদৌ বানপ্রস্থে বনে মঠে’ ইতি কোষঃ । ‘ইহাশ্রমেণ’ ইতি পাঠঃ । দৌহর্দমো দৌহদলক্ষণং গর্ভ ইত্যর্থঃ । রামেণ জ্ঞাত ইতি শেষঃ ।

সভামধ্যে শুনিয়া মহারাজ যাহা [যে দুঃখ] হৃদয়ে রাখিয়া আপনার প্রতি স্নেহ বিসর্জন দিয়াছেন, হে দেবি, তাহা আমি আপনার সম্মুখে বলিতে পারি না ॥ ৪২-৪৩ ॥

সাধ্বী সৎকুলসম্পন্না আপনাকে মহারাজ ত্যাগ করিয়াছেন ; দেবি, লোক-
নিন্দার ভয়েই আপনাকে ত্যাগ করিয়াছেন, অথ কোন কারণে নয় ॥ ৪৪ ॥

মহারাজের আদেশে আপনাকে আমি এই আশ্রমে পরিত্যাগ করিব,
শুনিয়াছি, আপনার এইরূপ [আশ্রমবাসের] অভিলাষ ছিল ॥ ৪৫ ॥

হে সুচরিত্রে, আপনি দুঃখিতা হইবেন না, গঙ্গাতীরে মহর্ষিগণের এই সেই
পবিত্র এবং রমণীয় তপোবন ॥ ৪৬ ॥

মহাযশাঃ দ্বিজবর মুনিশ্রেষ্ঠ বান্দ্যীকি আমার পিতা মহারাজ দশরথের পরম
বন্ধু ॥ ৪৭ ॥

১। হ ‘নির্দোষা মম সন্নিবোধী’। ২। হ ‘-বান্দ্য’। ৩। হ ‘তজ্ রাজা’। ৪। হ ‘ইহাশ্রমন্তে হি’।
৫। হ ‘-মহার’। ৬। হ ‘তথৈব কিল দৌহর্দমঃ’। ৭। হ ‘ব্রহ্মর্ষীগাং’। ৮। হ ‘-তপাঃ’।

ପାଦଛାୟାମୁପାଗମ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଥମନ୍ତ୍ର ମହାତ୍ମନଃ ।

ଉପବାସପରୈକାଗ୍ରା ବସ ହଂ ଜନକାହଞ୍ଜେ ॥ ୫୮ ॥

ପତିବ୍ରତାହମାନ୍ତ୍ରାୟ କୃତ୍ୱା ରାମଂ ସଦା ହୃଦି ।

ଶ୍ରେୟସ୍ତେ ପରମଂ ଦେବି ତଥା କୃତ୍ୱା ଭବିଷ୍ୟତି ॥ ୫୯ ॥

ইত্যার୍ধে বাম্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লক্ষণবাক্যং নাম

উନপଞ୍ଚାଶି: ସର୍ଗ: ॥ ୫୨ ॥

୫୮ । ଲୋ-ଟୀ । ଏକାଗ୍ରା ରାମେକଚିନ୍ତା ।

[ଲୋ-ଟୀ ।] ବାମ୍ପବିଧୂତଲୋଚନଃ ବାମ୍ପାଛାଦିତନେତ୍ରଃ ।

ଲକ୍ଷଣବାକ୍ୟମ୍ ॥ ୫୦ ॥

ହେ ଜନକନନ୍ଦିନି, ଆପନି ଏହି ମହାତ୍ମା ବାମ୍ପୀକିର ପାଦମୂଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହିୟା । ଏକାଗ୍ରଚିନ୍ତେ ଅବସ୍ଥାନ କରତ ପାତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିୟା ସର୍ବଦା ରାମକେ ହୃଦୟେ ଚିନ୍ତା କରତ ଉପବାସରତା ହିୟା ବାସ କରନ ; ଦେବି, ଏହିରୂପ କରିଲେ ଆପନାର ପରମ ମଙ୍ଗଳ ହିବେ ॥ ୫୮-୫୯ ॥

ମହାବି ବାମ୍ପୀକି ଗ୍ରଣୀତ ଆଦିକାବ୍ୟ ରାମାୟଣେର ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ଲକ୍ଷଣବାକ୍ୟ-ନାମକ

୫୨ଶ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ॥ ୫୨ ॥

୧ । ହ 'ରାମଂ କୃତ୍ୱା ସଦା ହୃଦି' । ୩ । ହ 'ଶ୍ରେୟଃ ପରମକ' । ୫ । ଡ 'ଭବିଷ୍ୟ' ହି' । ଅତଃ ପରଂ ହ 'ହିତୀମନ୍ତ୍ରା' ।
ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ ଲକ୍ଷଣଃ କୃତାଂ ଶିର୍ବାମ୍ପବିଧୂତଲୋଚନଃ । ପପାତ ଦେବୀଃ ସହମା ତୁ ପାମୟୋଃ ସ ପୁମ୍ପିତୋ ବାୟୁବ୍ୟାଦ୍ ସ୍ୱର୍ଥା ଫ୍ରମଃ' ।
ହିତାଦିକମ୍ ।

(৫০) পঞ্চাশঃ সর্গঃ

শ্রদ্ধা তু লক্ষণৈশ্চ তদ্বচনং জনকাত্মজা ।

পরং বিবাদমাগচ্ছম্মেদিচ্ছাং নিপপাত চ ॥ ১ ॥

সা মুহূর্তমিবাসংজ্ঞা বাঙ্গপৰ্য্যাকুলেক্ষণা ।

লক্ষণং জানকী বাক্যমুবাচাতীৰ ছুঃখিতা ॥ ২ ॥

কিমু পাপং কৃতং পূৰ্বং কো বা দারৈৰ্বিযোজিতঃ ।

যাহং শুদ্ধসমাচারা ত্যক্তা নৃপতিনা সতী ॥ ৩ ॥

পুরাহমাশ্রমে বাসং নিরতা রামপাদয়োঃ ।

অনুরূপ্যামি সৌমিত্রে ছুঃখে চ পরিবর্তিনী ॥ ৪ ॥

৪। লো-টী। আশ্রমে বনে বাসং ছুঃখেন ন বুধ্যো ন জ্ঞানামি হি নিশ্চিতম্। কৃতঃ? রামপাদয়োঃ পরিবর্তিতা অনুবর্তিতা নিকটস্থেত্যর্থঃ। নিরতা নিতরাং রতা অনুরক্তা চ। 'নানুরূপ্যো' ইতি পাঠে ন গণ্যামি।

জনকনন্দিনী সীতা লক্ষণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিতা হইলেন ॥ ১ ॥

সেই জনকদুহিতা মুহূর্তকাল মুচ্ছিতা হইয়া অশ্রুজলে নয়ন প্লাবিত করত অত্যন্ত ছুঃখের সহিত লক্ষণকে বলিলেন— ॥ ২ ॥

আমি পূর্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলাম অথবা কাহার স্ত্রীবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম, যে আমি সতী এবং পবিত্রাচারপরায়ণা হইয়াও মহারাজকর্তৃক পরিত্যক্তা হইলাম ॥ ৩ ॥

লক্ষণ, পূর্বের আমি শ্রীরামের চরণযুগলে অনুরাগিণী হইয়া ছুঃখে থাকিয়াও বনে বাস করার অনুরোধ (অভিলাষ) করিয়াছিলাম ॥ ৪ ॥

১। হ 'হ'। ২। হ 'ভূত্বা বাঙ্গাবিলে'। ৩। অতঃ পরং হ 'মামিকেষং তদুন্মূ'নং স্তম্ভা ছুঃখায় লক্ষণ। যাত্রা বস্তা ন মেহস্তাপি ছুঃখমোক্ষঃ প্রদৃশ্যতে'। ইত্যধিকম্। ৪। হ 'তদাশ্রমে বাসে রামপাদৌ সমান্নিতা'। ৫। হ 'সৌমিত্রে নানুরূপ্যেহং ছুঃখেন পরিবর্তিতা'।

স। কথং হ্রাষ্ট্রমে সৌম্য বৎস্থামি বিজনীকৃত।

কিমাহারা কথাঃ কাশ্চ করিষ্যামি নৃপাত্মজ ॥ ৫ ॥

কিং চ বক্ষ্যামি সিদ্ধেযু কিং ময়াপকৃতং নৃপে ।

কস্মিন্ বা কারণে ত্যক্তা রাঘবেণেতিবাদিষু ॥ ৬ ॥

ন খল্বৈত্বেব সৌমিত্রে জীবিতং জাহ্নবীজলে ।

তাজেয়ং রাজবংশস্ত ভর্তৃশ্ৰমে পরিহাস্যতে ॥ ৭ ॥

যথাজ্ঞাং কুরু সৌমিত্রে ত্যজ মাং হুঃখভাগিনীম্ ।

নিদেশে শ্রীয়তাং রাজ্যঃ শৃণু চেদং বচো মম ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। কৈকিৎ পৃষ্টা সতী কাঃ কথাঃ করিষ্যামি বদিষ্যামি। ‘কথংকৈক্যে’তি পাঠে কথং কিম্ ? ।

৬। লো-টী। মুনিষু ‘সিদ্ধেষু’তি বা পাঠঃ, কিংকোহব্যয়ঃ, কিং কেন হেতুনা ।

৭। লো-টী। প্রাণান্ তাজেয়ম্, হেতুমেবাহ—রাজেতি। রাজবংশঃ রাজকুলং মে মম ভর্তৃভক্ত্যয়ং পরিহাস্যতি ত্যাক্যতি, জীবদগ্রসন্নাৎ । যদ্বা, ভর্তৃঃ সকাশাৎ পরিহাস্যতি গদ্যিহ্যতি, পরমৈশ্বর্যমার্হম্ ।

৮। লো-টী। নিদেশে

সৌম্য রাজপুত্র, সেই আমি প্রিয়জনবিরহে কিরূপে একাকিনী বাস করিব এবং কি আহার করিব, [কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই বা] কি বলিব ॥ ৫ ॥

রাজার প্রতি আমি কি অসদাচরণ করিয়াছি, তিনি কিজন্তু আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন—এই কথা সিদ্ধগণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি বলিব ? ॥ ৬ ॥

লক্ষণ, আমার স্বামীর রাজবংশ লোপ হইবে—এই আশঙ্কায় আমি আজই গঙ্গাজলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না ॥ ৭ ॥

লক্ষণ, [মহারাজ] তোমার প্রতি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন সেইরূপ অমুষ্ঠান কর। দ্বিধিনী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজের আদেশ প্রতিপালন কর এবং আমার এই কথা শুন— ॥ ৮ ॥

শ্রুঙ্গামবিশেষেণ শ্রুঙ্গলিপ্রগ্রহেণ চ ।

শিরসা বন্দনং কুৰ্ঘ্যাঃ সৰ্ব্বাসামেব লক্ষণ ॥ ৯ ॥

বক্তব্যশ্চৈব নৃপতির্ধর্মোণ স্নসমাহিতঃ ।

যথা ভ্রাতৃষু বর্তেথাস্থথা পৌরেষু নিত্যশঃ ॥ ১০ ॥

এষ ধর্মো হি পরম এষা কীর্তিরনুত্তমা ।

যৎ স্বং পৌরজনং রাজম্ হর্ষপূর্ণং প্রশাধি হি ॥ ১১ ॥

অহং তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরোত্তম ।

যথাপবাদং পৌরেভ্যস্তবৈব রঘুনন্দন ॥ ১২ ॥

৯। লো-টী। শ্রুঙ্গলিপ্রগ্রহেণ অঙ্গলিসহিতেন চরণগ্রহেণ মম শিরসা বন্দনং ক্রয়াদ্বম্ । ‘শ্রুঙ্গলিঃ’ ‘প্রগ্রহেণ’ ‘কুৰ্ঘ্যা’মিতি চ পাঠে শ্রুঙ্গলিঃ সত্যে প্রগ্রহেণ চরণগ্রহেণ শিরসা বন্দনং কুৰ্ঘ্যা-মিতি স্বরা তত্র বাচ্যমিতি শেষঃ ।

১০। লো-টী। স্নসমাহিতো ভূয়া ইত্যপি ।

১২-১৩। লো-টী। নানুশোচামি জীবতু স্মিয়তাং বা, কৃতঃ ? যৎ পৌরেভ্য এব যথাপবাদং বথা যথাবদপবাদো নিন্দা যস্মাক্তং । এবকারেণ ন দেবাদিত্য ইতি হৃচিভম্ । তত্তেন

লক্ষণ, তুমি অবিশেষে [আমার] সমস্ত শ্রুঙ্গদিগকে করযোড়ে নতমস্তকে প্রণাম [জ্ঞাপন] করিবে ॥ ৯ ॥

ধর্মপরায়ণ নৃপতিকে বলিবে, “আপনি সর্বদা ভ্রাতৃবর্গের স্থায় পুরবাসী-দিগকে দেখিবেন ॥ ১০ ॥

মহারাজ, আপনি পৌরজনগণকে আনন্দের সহিত শাসন করিবেন, ইহাই পরম ধর্ম এবং ইহাই পরম কীর্তি ॥ ১১ ॥

নরবর রঘুনন্দন, আমি নিজের শরীরের জন্ত সেক্রপ অনুশোচনা করি না, পৌরগণের নিকট হইতে আপনার নিন্দার জন্ত যেক্রপ অনুশোচনা করি ॥ ১২ ॥

১। হ ‘শ্রুঙ্গলিপ্রগ্রহেণ চ’ । ২। হ ‘পূর্ণং প্রশাধি’ । ৩। হ ‘বিশ্রয়োণ স্বরা সহ’ । ৪। হ ‘বাদ’ । ৫। হ ‘স্তব্ধ’ ।

তন্ন শোকে মনঃ কার্য্যং মদ্বিনাশে নরাধিপ ।

অপবাদভয়াং ত্যক্তা মাং ন শোকোহস্ত তে পুনঃ ॥ ১৩ ॥

অহং তু খলু নান্নানমনুশোচামি লক্ষ্মণ ।

যদহং জনবাদেন ত্যক্তা দোষেণ নান্ননঃ ॥ ১৪ ॥

পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বক্ষুঃ পতিগুরুঃ ।

প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাস্তর্ভুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি মদ্বচনাদ্রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ ।

নিরীক্ষ্য মাণ্ড গচ্ছ ত্বমুতুকালতিবর্তিনীম্ ॥ ১৬ ॥

এবং তু বাদিনীং সীতাং লক্ষ্মণো দীনমানসঃ ।

মুক্তাভিবাণ ভূমৌ বৈ ব্যাহর্তুং ন শশাক হ ॥ ১৭ ॥

অরাপি মদ্বিনাশে মম ভ্যাগে । ‘বিয়োগে’ ইতি পাঠে স এবার্থঃ । কৃতঃ ৭ খেচ্ছয়া হি ভ্যাগঃ শোকহেতুঃ, স তব নাতীতাহ—অপবাদেতি । মাং ত্যক্তা হিতস্ত তে তব শোকো নান্ন নাতীত্যর্থঃ ।

১৪ । লো-টী । যদ্ব্যস্মাং নান্ননো দোষেণ ।

সুতরাং মহারাজ, আমার [মৃত্যু বা] অদর্শনে আপনি শোকসন্তপ্ত হইবেন না ; লোকনিন্দার ভয়ে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আপনার যেন শোক না হয়” ॥ ১৩ ॥

লক্ষ্মণ, আমিও নিজের জন্ত শোক করি না, কারণ, লোকনিন্দার জন্তই আমি পরিত্যক্তা হইয়াছি, নিজের দোষের জন্ত নহে ॥ ১৪ ॥

রমণীর পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গুরু, সুতরাং প্রাণদ্বারাও বিশেষভাবে পতির প্রিয়কার্য্য করা উচিত ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্রকে আমার কথাহুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ বলিবে এবং আমাকে তুমি আজ দেখিয়া যাও, আমি ঋতুকাল অতিক্রম করিয়াছি (অর্থাৎ আমার গর্ভ হইয়াছে) ॥ ১৬ ॥

সীতাদেবী এইরূপ বলিলে দীনচেতাঃ লক্ষ্মণ অবনত মস্তকে ভূমিতে

প্রদক্ষিণং তু তাং কৃৎ প্রকৃদগতিনিষ্মনম্ ।

আরুরোহ পুনর্নাং নাবিকং চাভ্যচোদয়ৎ ॥ ১৮ ॥

স গতা চোত্তরং তীরং শোকভারসমম্বিতঃ ।

সংযুত ইব দুঃখেন রথমারুড়ম্ পুনঃ ॥ ১৯ ॥

মুহুমুহুরথাবৃত্য পশ্চান্ সীতামনাথবৎ ।

চেষ্টমানাং পরে পারে লক্ষণঃ প্রযযৌ তদা ॥ ২০ ॥

দূরস্থং চ রথং দৃষ্ট্বা লক্ষণং চ মুহুমুহুঃ ।

নিরীক্ষমাণামুদ্বিগ্নাং সীতাং শোকঃ সমাবিশৎ ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। অতিবিস্তরং যথা, 'অভিনিঃস্বন'মিতি বা পাঠঃ।

২০। লো-টী। অথাবৃত্য পরাবৃত্য।

ঐহাকে অভিবাদন করিয়া কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না (অর্থাৎ মৌনী হইয়া রহিলেন) ॥ ১৭ ॥

লক্ষণ নিঃশব্দে রোদন করিতে করিতে ঐহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং নাবিককে নৌকা চালাইতে আদেশ দিলেন ॥ ১৮ ॥

শোকভার লক্ষণ গঙ্গার উত্তর তীরে গমন করিয়া দুঃখে যেন মুচ্ছিত হইয়া পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

লক্ষণ বার বার পিছন ফিরিয়া ভাগীরথীর অপর পারে অমাখার জায় বিলুপ্তিতা সীতাদেবীকে দেখিতে দেখিতে চলিলেন ॥ ২০ ॥

দূরবর্তী রথ এবং লক্ষণকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া সীতাদেবী উদ্বিগ্না হইয়া শোকে অভিভূতা হইলেন ॥ ২১ ॥

১। হ 'চ কৃৎ' তাং ক্রব্ স চ মহাখনম্'। ২। হ 'ধরঙ্গমাস নাবিকম্'। ৩। হ 'তুর্গ'। ৪। হ 'ভারেন শীড়িতঃ'। ৫। হ 'শোকেন'। ৬। হ '-বৃত্যপ-'। ৭। হ 'রথমালোক্য'। ৮। হ '-পা সোমেনা সীতা শোকং'।

স। হুঃখভারাতিনিপীড়িতা সতী তপস্বিনী নাথমপশ্যতী হুশম্ ।

রুরোদ তস্মিন্ বহুবর্হিণে বনে মহাস্থনং বাস্পসমাকুলেক্ষণা ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লক্ষণোপাবর্তনং নাম

পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

২২। লো-টী। হুঃখভারাতিনিপীড়িতা 'অবনিপীড়িতা' বা পাঠঃ। বহুবো বর্হিণা
মহুয়া যস্মিন্ তস্মিন্ ।

লক্ষণোপাবর্তনং নিবর্তনম্ ॥ ৫১ ॥

সেই তপস্বিনী সীতাদেবী [পতির অত্যন্ত অদর্শনে, অথবা] রক্ষাকর্ত্তা
কাহাকেও না দেখিয়া হুঃখভারে অতিশয় পীড়িতা হইয়া সেই বহু-ময়ূর-সমাকুল
বনে অশ্রুজলে নেত্র প্লাবিত করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লক্ষণপ্রত্যাবর্তন নামক

৫০শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

(৫১) একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

সীতাং তু রুদতীং দৃষ্ট্বা যে তত্র মুনিদারকাঃ ।
 দুঃস্বপ্নে তদা সর্ব্ব বাল্মীকিঃ মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১ ॥
 তেহ্‌ভিবাণ্ড ততঃ পাদৌ মুনিপুত্রো মহর্ষয়ে ।
 কারুণ্যাৎ কথয়ামাস্তাতঃ তত্র রুদতীং তদা ॥ ২ ॥
 অচিন্ত্যরূপা ভগবন্ কস্তাপ্যেকা মহাত্মনঃ ।
 ইতো লক্ষ্মীরিবাগ্না বিরোতি ভূষমাকুলা ॥ ৩ ॥
 ভগবন্ সাধু পশ্চৈনাং দেবতামিব খাচ্যুতাম্ ।
 মন্যামহেহমানুষীং তাং সংক্রিয়াস্তাঃ প্রযুক্ত্যতাম্ ॥ ৪ ॥
 তেবাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য ধর্ম্মবিৎ ।
 তপসা দিব্যচক্ষুশ্চান্ প্রাদ্রবদ্ যত্র মৈথিলী ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। দারকাঃ পুত্রাঃ ।

৩। লো-টী। ইত ইহ, অপন্থা পন্থাহিতা, 'আপন্থে'তি পাঠে বিপদগ্রস্তা ।

[লো-টী।] লক্ষ্মী কান্তা ।

সেইস্থানে যে সকল মুনিবালক ছিল, তাহারা সকলে সীতাদেবীকে রোদন করিতে দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির নিকট গমন করিল ॥ ১ ॥

সেই মুনিপুত্রগণ বাল্মীকির চরণযুগলে প্রণাম করিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার নিকট সীতার রোদনবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল— ॥ ২ ॥

ভগবন্, কোন মহাত্মার লক্ষ্মীর স্থায় পরমা সুন্দরী এক রমণী এইখানে আসিয়াছেন, তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

ভগবন্, স্বর্গভ্রষ্টা দেবতার স্থায় এই রমণীকে আপনি ভাল করিয়া দেখুন, তাঁহাকে আমরা অমানুষী মনে করি, তাঁহার অভ্যর্থনা করুন ॥ ৪ ॥

তপোবলে দিব্যচক্ষুসম্পন্ন ধার্ম্মিক বাল্মীকিমুনি তাহাদের সেই কথা শ্রবণ

১। হ 'মুনে: পাদৌ সজ্জাতা মুনিদারকা:' । ২। হ '-গোবা' । ৩। হ '-পন্থা' । ৪। হ 'সাত'

৫। হ 'মহীমাং মানুযীং বিদ্য:' । ৬। হ 'প্রায়াৎ কম ন মৈথিলী' ।

তং প্রয়াস্তমভিপ্রেক্ষ্য শিষ্যাঃ সর্বৈঃ তদাশ্রয়ঃ ।
 অর্ঘ্যাদায় রুচিরং জাহ্নুবীতীরমাগমৎ ॥ ৬ ॥
 ততঃ সীতাং হৃদ্বঃখার্তাং বাল্মীকিমুনিপুঙ্গবঃ ।
 উবাচ মধুরাং বাণীং সান্না প্রহ্লাদয়মিব ॥ ৭ ॥
 স্মৃণু দশরথস্য হ্রং রামস্য মহিষী প্রিয়া ।
 জনকস্য স্নাতা রাস্তঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে ॥ ৮ ॥
 আয়াস্ত্যেবাসি বিজাতা ময়া ধর্ম্মসমাধিনা ।
 কারণং চৈব বৈদেহি জ্ঞাতং প্রাগেব তন্ময়া ॥ ৯ ॥
 অপাপাং বেদ্যি সীতে হ্রাং তপোলকেন চক্ষুযা ।
 বিশ্রদ্ধা ভব বৈদেহি সাম্প্রতং ময়ি বর্তসে ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। অশ্রুতরুজগুঃ। আবেত

৮। লো-টী। স্বাগতং হৃথেনাগতম্।

৯। লো-টী। আয়াস্ত্যেব আগচ্ছন্ত্যেব। ধর্ম্মে সমাধিষ্ঠিতৈকাগ্রতা, তেন।

১০। লো-টী। বিশ্রদ্ধা বিশ্বস্তা।

করিয়া জ্ঞানবলে সমস্ত অবগত হইয়া যেখানে মিথিলারাজনন্দিনী সীতা অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

তখন তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া সকল শিষ্যগণ তাঁহার অহুগমন করিল, তিনি মনোরম অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥

পরে মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি অতিশয় দুঃখার্তা সীতাদেবীকে সান্নাধ্যাদায় যেন আহ্লাদিত করিতে করিতেই স্মধুর বাক্যে বলিলেন— ॥ ৭ ॥

অগ্নি পতিব্রতে, তুমি রামচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী, দশরথের পুত্রবধূ, জনকের কন্যা, তোমার শুভাগমন হউক ॥ ৮ ॥

বৈদেহি, তোমার আগমন মাত্র আমি তাহা যোগবলে জানিয়াছি এবং আগমনের কারণও আমি পূর্বেই অবগত হইয়াছি ॥ ৯ ॥

সীতে, তপোলক দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে আমি তোমাকে নিম্পাপ বলিয়া জানি।

আশ্রমস্তাষিদূরে তু তাপস্তস্তপসি স্থিতাঃ ।

তাস্থাং বৎসে যথাবচ্চ পালয়িস্বস্তি সৰ্ব্বশঃ ॥ ১১

সখ্যচ্চ তে সমস্তান্তা ভবিষ্যন্তি শুভব্রতে ।

ইদমৰ্থাং প্রতীচ্ছ ত্বং বিশ্বক্সা বিগতজ্বর ।

যথা স্বগৃহমভ্যোমি তথৈতদ্বনমাশি ॥ ১২ ॥

শ্রুত্বা তু ভাষিতং সীতা মুনোঃ পরমমদ্রুতম্ ।

বন্দিত্বা শিরসা পাদৌ তথেষ্ট্যুচে কৃতাজ্জলিঃ ।

অম্লগচ্ছচ্চ গচ্ছন্তং বাল্মীকিমুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১৩ ॥

১১। লো-টী। সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বাঃ।

১২। লো-টী। প্রতীচ্ছ গৃহাণ।

[লো-টী।] উদারং মহান্তম্। ধৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ নিষ্ঠাং ধৰ্ম্মো বাসঃ তাঃ।

হে বিদেহরাজনন্দিনি, আশ্রম হও, এক্ষণে তুমি আমার আশ্রমে আছ ॥ ১০ ॥

বৎসে, আশ্রমের অনতিদূরে তাপসীগণ তপস্তা করিতেছেন, তাঁহারা তোমাকে সৰ্ব্বতোভাবে যথোচিত পালন করিবেন ॥ ১১ ॥

হে কল্যাণি, তাঁহারা সকলেই তোমার সখী হইবেন, তুমি আমার এই অৰ্থাৎ গ্রহণ কর, আশ্রম হও এবং সমস্তাপ পরিত্যাগপূর্বক নিজের গৃহের ছায় মনে করিয়া এই বনে প্রবেশ কর ॥ ১২ ॥

সীতাদেবী বাল্মীকিমুনির আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণদ্বয়গলে অবনত মস্তকে প্রণাম করত কৃতাজ্জলিপূর্বক 'তাহাই করিব' এই কথা বলিলেন এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি গমন করিতে লাগিলে তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

১। হ 'বৈ'। ২। হ 'তাতিঃ সহ সঙ্গা ভিত'। ৩। হ 'শুভব্রতে'। ৪। হ 'বিশ্বক্স'। ৫। হ 'তদুৎসর্গক্যং সীতা সা পরমাদ্রুতম্'। ৬। হ 'নিরুপাধ্য চরণৌ তথেষ্ট্যুচে'। ৭। হ 'কিং মুনিপুঙ্গবম্'।
অন্যঃ পরঃ হ 'উদারমুনিভির্জট্টঃ শ্রীধর্ম্মিব রূপিণী'। তৎ ব্রহ্মণঃ মুনিং সীতা প্রাজ্জলিঃ হৃদমাহিতা। অববাহু বম
জ্ঞাপতো ধর্ম্মনিত্য মহাব্রতাঃ'। ইত্যদিকম্।

তং দৃষ্ট্বা মূনিমায়ান্তং বৈদেহ্যানুগতং তদা ।

প্রত্যাগতাঃ প্রাঞ্জলয়ন্তাপস্তো বাক্যমব্রুবন ॥ ১৪ ॥

স্মাগতং তে মূনিশ্রেষ্ঠ চিরস্থাগমনং প্রভো ।

অভিবাদামহে সৰ্ব্বা উচ্যতাং কিঞ্চ কুৰ্মহে ॥ ১৫ ॥

তানাং তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা বান্ধীকিরিদমব্রবীৎ ।

সীতেশ্বং সমনুপ্রাপ্তা পত্নী রামস্য ধামতঃ ॥ ১৬ ॥

স্মৃষা দশরথশ্চৈষা জনকস্তাত্ত্বসম্ভবা ।

পত্ন্যা ত্যক্তা হৃপাপেয়ং পরিপাল্যা ময়া সতী ॥ ১৭ ॥

ইমাং ভবত্যঃ পশ্যন্তু স্নেহেন পরমেণ হি ।

স্বীভাবাচ্চ ময়োক্তস্য বাক্যস্য চ বিশেষতঃ ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টী। বৈদেহ্যা সহ অনুগতং বর্তমানম্।

১৮। লো-টী। স্বীভাবাৎ স্বীভাৱং, স্বীম্ স্বীভিরেব স্নেহঃ ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। অস্ত
ময়োক্তস্য বাক্যস্য বিশেষতো হেতোশ্চ।

তখন তাপসীগণ বিদেহরাজনন্দিনী সীতার সহিত বান্ধীকি মুনিকে আসিতে
দেখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে প্রত্যাগমন করত বলিতে লাগিলেন—॥ ১৪ ॥

হে মূনিশ্রেষ্ঠ, আপনার শুভাগমন হউক, প্রভো, বহুকাল পরে আপনার
আগমন হইল, আমরা সকলে [আপনাকে] অভিবাদন করিতেছি, কি কার্য্য
করিব আদেশ করুন ॥ ১৫ ॥

বান্ধীকি তাঁহাদের সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এই সীতাদেবী
আসিয়াছেন, ইনি ধীমান্ রামচন্দ্রের পত্নী, দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকরাজের কন্যা।
ইনি পতিব্রতা এবং নিম্পাপা হইয়াও পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছেন, এখন
আমার ইহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে ॥ ১৬-১৭ ॥

রমণী বলিয়া, বিশেষতঃ আমার আদেশানুসারে, আপনারা ইহাকে পরম

১। হ 'তু ভাষিতং'। ২। হ '-রত্নবীদ্যঃ'। ৩। হ '-কন্ত হতা সতী'। ৪। হ 'অপাঙ্গা পতিনা
তজ্জা'। ৫। হ 'ব্যং ময়া'। ৬। হ 'তু'। অন্তঃ পরং হ 'গৌরবে সম বাক্যস্ত যদি পূজাং বিশেষতঃ'।
ইত্যধিকম্। ৭। হ 'গৌরবাচ্চ'। ৮। হ '-স্তাত'।

মুহুর্নুহুচ বৈদেহীঃ তান্ন নিক্শিপ্য সর্বশঃ ।

স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃত্তঃ পুনরায়ান্মহাতপাঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি মুনিবচনং নিশম্য তৎ তাঃ

প্রতিজগৃহুঃ শিরসা তথৈতি সীতাম্ ।

স চ মুনিরভিসাম্ব্য রামপত্নীম্

প্রতিগত আশ্রমমাত্মনস্তদা ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকিদর্শনং নাম

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

১৯। লো-টী। তান্ন সর্বশঃ সর্বায়।

বাল্মীকিদর্শনম্ ॥ ৫১

স্নেহের সহিত অবলোকন করুন ॥ ১৮ ॥

মহাতপাঃ বাল্মীকি পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের উপর সীতাদেবীর ভার গ্রস্ত করিয়া শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

তাপসীগণ মুনির কথা শ্রবণ করিয়া অবনত মস্তকে 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া তাঁহার আদেশ এবং সীতাদেবীকে গ্রহণ করিলেন। তখন বাল্মীকি-মুনি সীতাকে সাস্থনা দান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকিদর্শন নামক

৫১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

(୫୨) ଦ୍ଵିପଦାଂଶଃ ସର୍ଗଃ

ଦୃଢ଼ଂ ତୁ ମୈଥିଲୀଂ ହାରମାତ୍ରମସ୍ତ୍ର ଗତାଂ ସତୀମ୍ ।
 ସୌମିତ୍ରିଃ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତଃ ଚୋଦୟାମାସ ସାରଥିମ୍ ।
 ସାରଥେ ଚୋଦୟାନ୍ତାଂସ୍ତୁଂ ସଦ୍ଵରଂ ବାହୟନ୍ ରଥମ୍ ॥ ୧ ॥
 ଗଚ୍ଛନ୍ନେବ ତଦା ଧୀମାନ୍ ଶୂଦ୍ରଗେନ ରଥେନ ତୁ ।
 ସନ୍ତାପମକରୋଦେବାରଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣୋ ଦୀନଚେତନଃ ।
 ଅଦ୍ରବୀଚ୍ଚ ମହାତେଜାଃ ସ୍ତ୍ରମସ୍ତ୍ରମଥ ସାରଥିମ୍ ॥ ୨ ॥
 ସୀତାବିବାସଜଃ ହୁଃଖଂ ପଞ୍ଚ ରାମସ୍ତ୍ର ଧୀମତଃ ।
 ଅତୋ ହୁଃଖତରଂ କିମ୍ନୁ ରାଘବସ୍ତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତି ।
 ପତ୍ନୀଂ ଶୁକ୍ଳସମାଚାରାଂ ବିସ୍ମଜ୍ୟ ଜନକାଭ୍ରଜାମ୍ ॥ ୩ ॥

୩। ଲୋ-ଟୀ। ମୈଥିଲୀସନ୍ତପଃ କଚିଚ୍ଚ ‘ସୀତାବିବାସଜଃ’ମିତି ପାଠଃ । ବିସ୍ମଜ୍ୟ ହିତସ୍ତ
 ରାଘବସ୍ତ, ଅତଃ ଅନ୍ୟାଦ୍ ହୁଃଖାଂ ।

ସୁମିତ୍ରାନନ୍ଦନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାକ୍ଷୀ ମିଥିଲାରାଜନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଦେବୀକେ ଆଶ୍ରମେର ହାରେ
 ଗମନ କରିତେ ଦେଖିୟା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତଚିତ୍ତେ ସାରଥିକେ ବଲିଲେନ—ସାରଥେ, ଫ୍ରକ୍ତ ରଥ
 ଚାଲାହିବାର ଜନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରଦିଗକେ ପରିଚାଳିତ କର ॥ ୧ ॥

ତତ୍ତ୍ଵେନ ମହାତେଜସ୍ଵୀ ଧୀମାନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୂଦ୍ରଗାମୀ ରଥେ ଗମନ କରିତେ କରିତେ ବିଷଣ୍ଣ
 ଚିତ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାପ କରିୟା ସାରଥି ସ୍ତ୍ରମସ୍ତ୍ରକେ ବଲିଲେନ— ॥ ୨ ॥

[ସାରଥେ], ସୀତାର ନିର୍ବାସନେ ଧୀମାନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର କିରୂପ ହୁଃଖ ହିଏବେ
 ଚିନ୍ତା କର, ପବିତ୍ରସ୍ତବାବା ପତ୍ନୀ ଜାନକୀକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲେନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଇହା
 ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୁଃଖ ଆର କି ହିତେ ପାରେ ? ॥ ୩ ॥

୧। ହ ‘ସୁନିନା ସୀତାମାତ୍ରମଂ ସଂଗ୍ରହେନିତାମ୍’ । ୨। ହ ‘-ଦ୍ଵିପଦଂ’ । ୩। କ ‘-ଦ୍ଵାଂସଂ ଚ ସୋହବାହମସ୍ତ୍ରମ୍’ ।
 ଅତଃ ପରଂ ହ ‘ଭକ୍ତଂ ତୁ ମୈଥିଲୀଂ ସାକ୍ଷୀମାତ୍ରମସ୍ତ୍ର ସତୀମତଃ’ । ଇତ୍ୟାଦିକମ୍ । ୪। ହ ‘-ରୋଦୀତ୍ରଂ’ । ୫। ହ ‘ପତଚେତନଃ’ ।
 ୬। ହ ‘-ବୀଂସ’ । ୭। ହ ‘-ସ୍ତ୍ରଂ ସଦ୍ଵିମସ୍ତବ’ ।

ব্যক্তং দৈবাদয়ং জাতো বিনাভাবো মহাত্মনঃ ।

১ ধৰ্মপত্ন্যা নরেন্দ্রস্ত দৈবং হি দুৰতিক্রমম্ ॥ ৪ ॥

যো হি দেবান্ সগন্ধৰ্বান্ সান্সরান্ সহরাক্ষসান্ ।

নিহতাদ্রাঘবঃ ক্রুদ্ধঃ সোহয়ং দৈববশং গতঃ ॥ ৫ ॥

পুরা রামঃ পিতুৰ্বাক্যাবিজনে দণ্ডকে বনে ।

উষিতো নব বর্ষাণি পঞ্চ চৈব স্তদারুণে ॥ ৬ ॥

ততো হুঃখতরং ভূয়ঃ সীতায়া বিপ্রবাসনম্ ।

পৌরাণাং বচনাং সূত নৃশংসং প্রতিভাতি মে ॥ ৭ ॥

কো নু ধৰ্মশয়ঃ সূত কৰ্মণ্যস্মিন্ যশোহরে ।

মৈথিলীং প্রতি সংপ্রাপ্তঃ পৌরৈহীনার্থবাদিভিঃ ॥ ৮ ॥

৪। লো-টী। নরেন্দ্রস্ত ধৰ্মপত্ন্যা সহ বিনাভাবঃ পৃথগ্ভাবঃ দৈবাদীশ্বরাদদৃষ্টোহা ব্যক্তং স্মৃটম্, হি বস্ম্যং দৈবং দুৰতিক্রমম্, অতিক্রমণীয়ং ন ভবতি ।

৭। লো-টী। পৌরাণাং বচনাং সীতায়া বিপ্রবাসনং ৪২ তৎ তৎ ততোহপি বনবাসাদপি ক্রোধোহধিকং হুঃখতরং নৃশংসঞ্চ প্রতিভাতি ।

৮। লো-টী। মৈথিলীং প্রতি অগ্নিন্নপবানরূপে কৰ্মণি হীনার্থবাদিভিঃ পৌরৈঃ কো বা ধৰ্মরূপ আশ্রয়ঃ সংপ্রাপ্তঃ ? কো ধৰ্মঃ সংপ্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ।

মহাত্মা নরপতি রামচন্দ্রের ধৰ্মপত্নীর সহিত এই বিচ্ছেদ অদৃষ্টক্রমে হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট ; অদৃষ্টকে অতিক্রম করা হুঃসাধ্য ॥ ৪ ॥

যে-রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে গন্ধৰ্ব, অসুর এবং রাক্ষসের সহিত দেবতাদিগকেও বধ করিতে পারেন, তিনিও অদৃষ্টের অধীন হইলেন । ॥ ৫ ॥

পূৰ্বে রামচন্দ্র পিতার বাক্যানুসারে অতি ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণে চতুর্দশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

সারণে, পুরবাসিগণের কথানুসারে সীতার নির্বাসন ভদ্রপেক্ষাও অধিকতর হুঃখজনক ও নৃশংস বলিয়া আমার মনে হয় ॥ ৭ ॥

সারণে, সীতার প্রতি হীনার্থবাদী পুরবাসীরা এই নিন্দাজনক কার্যে কি ধৰ্ম

সূত কৰ্ম্মণ্যনার্থোহস্মিন্নধৰ্ম্মঃ সংশ্রয়িষ্যতি ।

রাজানং লক্ষ্মণং চাপি পৌরান্ বা বাক্যদুৰ্ব্বলান্ ॥ ৯ ॥

এতা বহুবিধা বাচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণভাষিতাঃ ।

সুমন্ত্রঃ প্রাজ্জলিভূত্বা বাক্যমেতদ্বাচ হ ।

ন সস্তাপস্বয়া কার্য্যঃ সৌমিত্রে মৈথিলীং প্রতি ॥ ১০ ॥

দৃষ্টমেতৎ পুরা বিপ্রৈঃ পিতৃস্তুব সমীপতঃ ।

ভবিষ্যতি চিরং রামঃ সূখং দুঃখমবাপ্স্যতি ।

প্রাপ্স্যতে চ মহাবাহুর্বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈর্জ্ঞতম্ ॥ ১১ ॥

ত্বাং চৈব মৈথিলীং চৈব শক্রেন্নভরতো তথা ।

স ত্যজিষ্যতি ধৰ্ম্মাত্মা কালেন মহতা কিল ॥ ১২ ॥

৯। লো-টা। অস্মিন্ কৰ্ম্মণি অধৰ্ম্মঃ সংশ্রয়িষ্যতি, কান্? তানাহ—রাজানমিত্যাदि।
বাক্যদুৰ্ব্বলান্ মিথ্যাবাদিনঃ ।

[লো-টা।] হে লক্ষ্মণ কথিতমিত্যর্থঃ ।

[লো-টা।] গম্ভীরোহর্থঃ পদমক্ষরং বস্তু তৎ ।

লাভ করিল ! ॥ ৮ ॥

সূত, এই অনার্য্যোচিত কার্য্যে রাজাকে, লক্ষ্মণকে এবং মিথ্যাবাদী পুত্রবাসি-
গণকে অধৰ্ম্ম আশ্রয় করিবে ॥ ৯ ॥

সুমন্ত্র লক্ষ্মণের এইরূপ নানাবিধ কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে বলিলেন,
লক্ষ্মণ, আপনি সীতার জন্ত সস্তাপ করিবেন না ॥ ১০ ॥

পূর্বে ব্রাহ্মণগণ আপনার পিতার নিকট বলিয়াছিলেন যে, মহাবাহু রাম
দীর্ঘায়ুঃ হইবেন, সূখ ও দুঃখ উভয়ই লাভ করিবেন এবং শীঘ্রই প্রিয়গণের সহিত
বিশুদ্ধ হইবেন ॥ ১১ ॥

ধৰ্ম্মাত্মা রাম কালক্রমে আপনাকে, সীতাকে এবং শক্রেন্ন ও ভরতকেও

১। হ 'কং'। ২। হ 'বাপি'। ৩। হ '-শ্চে লক্ষ্মণাঐতঃ'। ৪। হ ইতঃ পাদচতুইরন্ত হানে
'কস্মিন্শ্চিৎ কারণে স্মৃত মৈথিলীক বশবিনীম্'। ইতি পাঠঃ। ৫। চ 'সস্তা-'। ৬। অতঃ পরং হ 'তজ্জনা
বচনং ততঃ গভীরার্থপদং বহৎ'। ত্রাহীত্বাচ সৌমিত্রিঃ সূতং বাক্যবিশারদম্ । ততঃ সৰ্ব্বোদিতঃ সূতো লক্ষ্মণেন
মহান্মনা । তদ্বাক্যবিশিষ্টা শ্রোত্বঃ বারহর্ষ নৃপচক্রে'। ইত্যদিকম্ ।

ন হ্রিদং হ্রয়ি সৌমিত্রে বক্তব্যং ভরতেহপি বা ।

পিত্রা তে বাহুতে বাক্যে দুর্ব্বাসা যদ্বাচ হ ॥ ১৩ ॥

মহারাজসমীপে হি মম চৈবাগ্রতস্তদা ।

ঋষিণা ব্যাহতং বাক্যং বশিষ্ঠশ্চ চ সন্নিধৌ ॥ ১৪ ॥

ঋষেষু বচনং শ্রুত্বা মামুবাচ স পার্শ্বিণঃ ।

সূত ন কচিদেতত্তে বক্তব্যমুষিভাষিতম্ ॥ ১৫ ॥

তস্মাহং লোকনাথশ্চ বাক্যেন স্তমমাহিতঃ ।

নানুতং তদহং কুর্য্যামিতি মে সৌম্যদর্শন ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বথা ত্বেব বক্তব্যং ময়া সৌম্য তবাগ্রতঃ ।

যদি তে শ্রবণে শ্রদ্ধা শ্রয়তাং রঘুনন্দন ॥ ১৭ ॥

১৩-১৪। লো-টী। সৌমিত্রে শক্রয়ে ভরতে চ ইদং বাক্যং ন বক্তব্যম্, রামঃ কিং কিং করিষ্যতীতি তে তব পিত্রা ব্যাহতে সতি সীতাত্যাগো ভবন্ত্যাগশ্চ ইতি যদ্বাচ, তদেব বাক্যং বশিষ্ঠশ্চ চ সন্নিধৌ ঋষিণা, ঋষিভিরপি ব্যাহতম্।

[লো-টী।] নিদর্শনমাজ্জাম্।

পরিভ্রাণ করিবেন ॥ ১২ ॥

এই কথা আপনার নিকট বা শক্রস্ব ও ভরতের নিকটও বলা উচিত নয়, আপনার পিতার উত্তরে দুর্ব্বাসা ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

দুর্ব্বাসা ঋষি মহারাজের (দশরথের) নিকটে আমার সমক্ষে এবং বশিষ্ঠের সমক্ষে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ আমাকে বলিলেন, সূত, ঋষির এই কথা তুমি কুত্রাপি প্রকাশ করিও না ॥ ১৫ ॥

সুতরাং হে প্রিয়দর্শন, আমি রাজা দশরথের বাক্যে অবহিত হইয়া আছি, তাঁহার কথা মিথ্যা করিতে পারিব না ॥ ১৬ ॥

সৌম্য রঘুনন্দন, [তথাপি] যদি শ্রবণ করিতে আপনার আগ্রহ হইয়া থাকে,

১। হ 'সৌমিত্রে ন ব্রমা চক'। ২। হ 'ভরতায় ইব'। ৩। হ 'তবচঃ'। ৪। হ 'সৌম্য নিদর্শনম্'। ৫। হ '-পি তু'। ৬। হ 'বা'।

যত্বেপ্যহং নরেন্দ্রেণ রহস্তং প্রাবিতঃ পুরা ।

তথাপ্যদাহরিষামি দিবং তন্মিহ নৃপে গতে ।

সর্বং তে নরশার্দূল রহস্তং যচ্ছতং ময়া ॥ ১৮ ॥

তচ্ছত্ৱা ভামিতং তস্মৈ গন্তীরার্থপদং মহৎ ।

উবাচ কথয়স্বৈতি সুমন্ত্রং বাক্যকোবিদম্ ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বান্দ্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে লক্ষণসম্ভাপো নাম
ছিপকাশ: সর্গ: ॥ ৫২ ॥

[লো-টী ।] মম ময়া ।

লক্ষণাখ্যানম্ ॥ ৫২

তবে অবশ্যই আমি আপনার নিকট বলিব, শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥

নরশ্রেষ্ঠ, যদিও মহারাজ গোপনীয় বিষয় আমাকে শুনাইয়াছিলেন, তথাপি এখন মহারাজ স্বর্গে গমন করায় আমি যে-সমস্ত গোপনীয় বিষয় শুনিয়াছিলাম, সেই সমস্তই আপনার নিকট প্রকাশ করিব ॥ ১৮ ॥

লক্ষণ তাহার গভীর অর্থযুক্ত সেই মহৎ কথা শুনিয়া বাক্যবিশারদ সুমন্ত্রকে বলিলেন 'বল' ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বান্দ্রীকপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লক্ষণসম্ভাপ-নামক
৫২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

(৫৩) ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

ততঃ প্রচোদিতঃ সূতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।
 তদ্বাক্যমুষ্ণিণা প্রোক্তং ব্যাহত্ব মুপচক্রমে ॥ ১ ॥
 ছৰ্ব্বাসা হি পুরা সৌম্য অত্রেঃ পুত্রৌ মহাতপাঃ ।
 বশিষ্ঠস্ত্রাজ্ঞমে পুণ্যে বর্ষারাত্রমুপাবসৎ ॥ ২ ॥
 তদাশ্রমং মহাবাহো পিতা তে স্মমহাযশাঃ ।
 পুরোধসং মহাত্মানং দিদৃক্ষুরগমৎ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
 স দৃষ্টু সূর্য্যসংকাশং জ্বলন্তমিব তেজসা ।
 উপবিষ্টং বশিষ্ঠস্ত্র সবে্যে পার্শ্বে মহামুনিম্ ॥ ৪ ॥
 ততোহভিবাগ্ন তমুষ্ণিং মিত্রাবরুণসম্ভবম্ ।
 তং মুনিং তপসা যুক্তমভিগম্যাভ্যভাষত ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। আশ্রমপদে আলমস্থানে বর্ষারাত্রং বর্ষারাত্রৌ অবসৎ ।

৪। লো-টী। অলস্তময়িমি ।

৫। লো-টী। মিত্রাবরুণসম্ভবং বশিষ্ঠম্ ।

তার পর সারথি মহাত্মা লক্ষ্মণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ঋষিকথিত সেই পূর্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

সৌম্য, পূর্বে [এক সময়] অত্রিতনয় মহাতপস্বী ছৰ্ব্বাসা বর্ষাকালে বশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমে বাস করিতেছিলেন ॥ ২ ॥

মহাবাহো, মহাযশস্বী আপনার পিতৃদেব দশরথ মহাত্মা পুরোহিতকে দেখিবার ইচ্ছায় স্বয়ং তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি বশিষ্ঠদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট তেজঃপুঞ্জ জাজ্বল্যমান

১। হ 'সকো'। ২। হ '-কথ্যাতু'। ৩। হ '-অশ্রমে'। ৪। হ 'তু মহা'। ৫। হ 'সোহতি'। ৬। হ 'মহাত্মান'। ৭। হ '-বাদরং'।

স তাত্ভ্যাং পূজিতো রাজা স্বাগতেনাসনেন চ ।

পানেন ফলমূলৈশ্চ স তত্রোপবিবেশ হ ॥ ৬ ॥

তেষাং তত্রোপবিষ্টানাং তাস্তাঃ স্তমধুরাঃ কথাঃ ।

বভূবুঃ পরমোদারাস্তদা মধ্যগতেহহনি ॥ ৭ ॥

ততঃ কথায়াং কস্তাকিং প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ

উবাচ তং মহাত্মানমত্রেঃ পুত্রমিদং বচঃ ॥ ৮ ॥

ভগবন্ কিংপ্রমাণো মে শেযো বংশো ভবিষ্যতি ।

কিমায়ুশ্চ ভবেদ্রামঃ পুত্রাশ্চাত্তে কিমায়ুষঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-ট। হার্দেন স্নেহেন 'পাঞ্চে'তি বা পাঠঃ ।

৭। লো-ট। মধ্যাদিত্যাগতেহহনি অহনি অহঃ মধ্যে আদিত্যে গতে ইত্যর্থঃ ।

৮। লো-ট। প্রগৃহ্ণাতীতি প্রগ্রহঃ চরণৌ গৃহ্মিত্যর্থঃ ।

৯। লো-ট। বংশঃ পুত্রঃ, মে মম শেযো মন্তব্যঃ কিং প্রমাণং মর্যাদা যন্ত সঃ ।

সূর্য্যভুল্য সেই মহামুনি দুর্ব্বাসাকে দেখিয়া অভিবাদন করত তপঃসম্পন্ন সেই বশিষ্ঠদেবের সমীপে গমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪-৫ ॥

তঁাহারা রাজা দশরথকে স্বাগত প্রদ্ব, আসন, পানীয় এবং ফলমূলদ্বারা সম্মানিত করিলে তিনি সেইস্থানে উপবেশন করিলেন ॥ ৬ ॥

মধ্যাহ্নসময়ে সেইস্থানে উপবিষ্ট তঁাহাদিগের মধ্যে অতিশয় উদারতাপূর্ণ স্তমধুর নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥

অনন্তর কোন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ দশরথ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া করজোড়ে অত্রিতনয় মহাত্মা দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥ ৮ ॥

ভগবন্, আমার পরবর্ত্তী বংশ কতকাল স্থায়ী হইবে এবং রাম ও মদীয় অপর পুত্রগণের আয়ুর পরিমাণ কিরূপ হইবে ? ॥ ৯ ॥

১। হ 'পাঞ্চে'ন'। ২। হ 'তত্র চোপবিবেশ হ'। ৩। হ 'বিবিধা রম্যা-'। ৪। হ 'পুত্রঃ মর্হোজসহ'। ৫। হ 'জ্যেষ্ঠো'।

রামস্ত চ স্ততা যে স্ত্যন্তেষামায়ুশ্চ কিং ভবেৎ ।

কামং মে ভগবন্ ক্রহি বংশস্তাস্ত গতাগতম্ ।

১০ ৷ স্ততঃ শ্রোতুমিদং সৰ্ব্বমিচ্ছেয়ং মুনিসত্তম ॥ ১০ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহতং বাক্যং রাজ্ঞা দশরথেন তু ।

দুৰ্ব্বাসাঃ স্তমহাতেজা ব্যাহত্ব মুপচক্রমে ॥ ১১ ॥

যৎ তু পৃচ্ছসি মে সৌম্য স্তং বাক্যং ক্রহি রাঘব ।

শৃণু স্তং সাবধানেন যদ্বাচ মহামুনিঃ ॥ ১২ ॥

অযোধ্যাধিপতী রামো দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি ।

সুখিনশ্চ সমৃদ্ধাশ্চ ভবিষ্যন্ত্যস্ত য়েহনুগাঃ ॥ ১৩ ॥

কস্মিংশ্চিৎ কারণে স্তাং চ মৈথিলীং চ যশস্বিনীম্ ।

স ত্যজিষ্যতি ধৰ্ম্মাত্মা কালেন মহতা কিল ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। অমুখা ব্রাতরঃ।

১৪। লো-টী। সত্যজিষ্যতি সত্যক্ৰাতি।

রামের যাহারা পুত্র হইবে তাহাদেরই বা কিরূপ আয়ু হইবে? ভগবন, আমার এই বংশের শুভাশুভ দয়াকরিয়া বলুন, হে মুনিসত্তম, আপনার নিকট হইতে এই সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১০ ॥

মহারাজ দশরথের সেই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী দুৰ্ব্বাসা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১ ॥

সৌম্য রঘুনন্দন, আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং যাহা বলিতে আদেশ করিতেছেন, সে বিষয়ে মহামুনি দুৰ্ব্বাসা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সাবধানে শ্রবণ করুন ॥ ১২ ॥

রামচন্দ্র দীর্ঘকাল অযোধ্যার অধিপতি থাকিবেন এবং তাঁহার অমুচরবর্গও সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী হইবেন ॥ ১৩ ॥

বহুকাল পরে ধৰ্ম্মাত্মা রাম কোন কারণে আপনাকে এবং যশস্বিনী

১। হ 'স্ততঃ সৰ্ব্বমিদং শ্রোতু-'। ২। হ 'রাজ্ঞা দশরথস্ত তু'। ৩। হ অতঃ পরং 'স সৰ্ব্বমধিগাং রাজ্ঞা বংশস্তাত গতাগতিম্'। ইত্যধিকম্। ৪। হ 'যস্য পৃচ্ছসি সৌম্য স্তং বাক্যং ক্রহি রাঘব'। ৫। হ 'তৎ'। ৬। হ 'দ্রাতি'। ৭। হ 'ধ্যায়াঃ'। ৮। হ 'যেহনুগাঃ'। ৯। হ 'লক্ষণং মৈথিলীং তথা'। ১০। হ 'সত্যং'।

দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ।

প্রশান্ত রাঘবো রাজ্যং ত্রাশ্লোকং গমিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

সমুদ্বৈর্জয়মেধৈশ্চ ইক্ষু পরপুঞ্জয়ঃ ।

রাজবংশং চ কাকুৎস্থো জ্ঞবং সংস্থাপয়িষ্যতি ॥ ১৬ ॥

সর্বমেতৎ তদা রাজ্যে বংশস্তাগামিনীং গতিম্ ।

আখ্যায় স মহাতেজাস্তু মৌনাসীম্মহামুনিঃ ॥ ১৭ ॥

তুষ্ণীংভূতে মুনৌ তস্মিন্ রাজা দশরথস্তদা ।

অভিবাচ মহাত্মানৌ পুনরায়ান্ স্বকং পুরম্ ॥ ১৮ ॥

এতদ্বচো ময়া তত্র মুনিনা ব্যাহতং পুরা ।

শ্রুত্বা হৃদি চ নিক্ষিপ্তং নানুথা তন্তুবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। 'প্রশান্ত' ইতি পাঠঃ। 'রামো রাজ্যমুপাশিত্ব' ইতি চ কচিং।

১৬। লো-টী। সমুদ্বৈর্দক্ষিণাসমুদ্বৈর্জয়ঃ।

১৭। লো-টী। তৎ মুনিবাক্যম্, অনুথা বার্থম্।

সীতাকে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৪ ॥

রামচন্দ্র একাদশ-সহস্র বর্ষ রাজ্য শাসন করিয়া ত্রাশ্লোকে গমন করিবেন ॥ ১৫ ॥

শত্রুনাগর-বিজেতা কাকুৎস্থ রামচন্দ্র মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া চিরস্থায়ী রাজবংশ স্থাপন করিবেন ॥ ১৬ ॥

সেই মহাতেজস্বী মহামুনি তুষ্ণীয়া বংশের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে রাজার নিকট এই সমস্ত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই মুনি তুষ্ণীজীব অবলম্বন করিলে রাজা দশরথ সেই দুই মহাত্মাকে পুনরায় অভিবাচন করিয়া স্বীয়রাজধানীতে আগমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

পূর্বকালে তুষ্ণীয়া মুনির কথিত এই কথা আমি সেইস্থানে জ্ঞবণ করিয়া

১। হ 'রামো রাজ্যমুপাশিত্ব'। ২। হ '-বজ্রাশ'। ৩। হ '-স্বঃ স বহুং স্থাপয়িষ্যতি'। ৪। হ 'এতৎ সর্বং তদা'। ৫। হ 'মুনিবা'। ৬। হ '-মতিঃ'। ৭। হ 'পিতা'। ৮। হ '-জ্ঞানং'। ৯। হ 'পুরোক্তম্'। ১০। হ 'ভজ'। ১১। হ 'তদা'। ১২। হ 'বিনিক্ষিপ্তং'।

অস্থাঃ পুত্রং চ সীতায়া অভিষেক্যতি রাঘবঃ ।

অন্যত্র ন ত্রযোধ্যায়াং মুনেস্তস্য বচো যথা ॥ ২০ ॥

এবং গতে ন সস্তাপং কর্তুর্মহসি লক্ষ্মণ ।

সীতার্থং রাঘবার্থং বা দৃঢ়ো ভব নরোত্তম ॥ ২১ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা লক্ষ্মণো বাক্যং সূতস্ত পরমাস্তু তম্ ।

প্রহর্বমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাত্রবীৎ ॥ ২২ ॥

তয়োঃ সংবদতোরেবং সূতলক্ষ্মণয়োঃ পথি ।

রবিরস্তং গতৌ রাত্রিঃ কোশল্যাং সমবর্ত্তত ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্থে বায়্বাকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সূতবাক্যং নাম
ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

২০। লো-টী। অস্থাঃ পুত্রো অযোধ্যায়াম্ অভিষেক্যতি, নান্যত্র। যথা যথার্থং মুনের্বচঃ
অন্যত্রা ন ভবিষ্যতীর্থঃ।

২১। লো-টী। এবং গতে জ্ঞাতে সতি। দৃঢ়ঃ সাবধানঃ।

২৩। লো-টী। অন্তম্ অন্তাচলম্। কেশিন্দ্ৰাং নগ্নাং পুথ্যাং বা।

সূতবাক্যম্ ॥ ৫৩ ॥

হৃদয়মধ্যে প্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলাম ; তাহা ব্যর্থ হইবে না ॥ ১৯ ॥

সেই মুনি যাহা বলিয়াছিলেন তদনুসারে—রামচন্দ্র এই সীতাদেবীর পুত্রকে
অন্য কোথাও অভিষিক্ত করিবেন, অযোধ্যায় নহে ॥ ২০ ॥

নরোত্তম লক্ষ্মণ, এইরূপ অবগত হইয়া সীতা অথবা রামের জন্ত আর সস্তাপ
করা উচিত নয়, আপনি দৃঢ়চিত্ত হউন ॥ ২১ ॥

সারথির সেই অন্তত কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অসীম আনন্দ লাভ করিলেন
এবং ‘সাধু সাধু’ বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

পথিমধ্যে সারথি এবং লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে
সূর্য্যদেব অন্তাচলে গমন করিলেন এবং কোশল-[কোশলী?] নগরীতে রাত্রি
প্রাভুত্ব হইল ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বায়্বাকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সূতবাক্য-নামক
৫৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

(৫৪) চতুঃপাধ্যায়ঃ সর্গঃ

উষিত্বা তাং নিশাং তত্র কোশল্যাং রঘুনন্দনঃ ।
 প্রভাতে পুনরুত্থায় স্বাং পুরীং প্রযযাবথ ॥ ১ ॥
 ততোহর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে প্রবিবেশ মহারথঃ ।
 অযোধ্যাং রত্নসম্পূর্ণাং হৃষ্টপুষ্পজনাবতাম্ ॥ ২ ॥
 সৌমিত্রিস্তু পরং দৈত্যমাজগাম পরস্তপঃ ।
 রামপাদৌ সমাসাঙ কিং বক্ষ্যামীতি চিন্তয়ন্ ॥ ৩ ॥
 তস্য চিন্তয়তস্তেবং ভবনং গিরিসন্নিভম্ ।
 রামস্য পরমোদারং পুরস্তাং সমদৃশ্যত ॥ ৪ ॥
 স রাজভবনদ্বারি রথং সম্যজ্য লক্ষ্মণঃ ।
 অবাদ্ধুখো দীনমনাঃ প্রবিবেশানিবারিতঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টা। দৈত্যং হুঃখম্ ।

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ কোশল-নগরীতে সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে গাত্রো-
 থানপূর্বক পুনরায় স্বীয় নগরীর প্রতি প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥

পরে মহারথ লক্ষ্মণ দিবা দ্বিপ্রহরের সময় হৃষ্টপুষ্প-জনাকীর্ণ নানারত্নপরিপূর্ণ
 অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥

শক্রগীড়নকারী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ‘রামচন্দ্রের চরণসমীপে উপস্থিত
 হইয়া কি বলিব’ ইহা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত হুঃখিত হইলেন ॥ ৩ ॥

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখেই রামচন্দ্রের পর্বতসদৃশ অতিরমণীয়
 ভবন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ৪ ॥

লক্ষ্মণ রাজগৃহদ্বারে রথ পরিত্যাগ করিয়া অধোবদনে হুঃখিতচিত্তে অবারিত
 ভাবে [গৃহমধ্যে] প্রবেশ করিলেন ॥ ৫ ॥

১। চ ‘তত্র তাং রজনীমুত্’ । ২। হ ‘ভদ্রা দৈত্যং লগাম হুঃখাহ্ব্যতি’ । ৩। হ ‘ততৈব চিন্তমানত’

৪। হ ‘বিদ্যামুত্তমম্’ ।

স দৃষ্টা রাঘবং দীনমাসীনং পরমাসনে ।

নেত্রোভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দহন্তমিষ মেদিনীম্ ।

জগ্রাহ চরণৌ তস্মৈ লক্ষ্মণৌ দীনমানসঃ ॥ ৬ ॥

উবাচ স মহাতেজাঃ প্রাজ্ঞলিঃ স্নসমাহিতঃ ।

আর্য্যস্ত্রাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বিসৃজ্য জনকান্নজাম্ ।

গঙ্গাতীরে যথোদ্দিক্ষে বান্মীকেরাশ্রমে শুভে ॥ ৭ ॥

তত্র তাং স্নশুভাচারামাশ্রমাস্তে যশস্বিনীম্ ।

পুনরভ্যাগতো বীর পাদমূলমুপাসিতুম্ ॥ ৮ ॥

মা শুচঃ পুরুষব্যাত্র কালস্য গতিরীদৃশী ।

ত্বদ্বিধা হি ন শোচন্তি সত্ববস্তো মনস্বিনঃ ॥ ৯ ॥

৭-৮। লো-টী। 'স্নশুভাচার'মিতি পাঠঃ। 'স্নশুভাচার'মিতি পাঠে শোভনঃ শুভঃ কল্যাণতম আকার আকৃতির্ভূতাঃ তাম্, আশ্রমাস্তে বনমধ্যে বান্মীকেষঃ শুভ আশ্রমস্তান্নি বিসৃজ্য পুনরাগতোহস্মীতি দ্ব্যভ্যামদ্বয়ঃ।

৯। লো-টী। 'সত্যবন্ত' ইতি পাঠঃ, 'সত্ববস্তো' বা।

লক্ষ্মণ দিব্য আসনে উপবিষ্ট অশ্রুপূর্ণনেত্রে যেন পৃথিবী দহনকারী দীনভাবাপন্ন রামচন্দ্রকে দেখিয়া হুঃখিতচিত্তে তাঁহার পাদগ্রহণ করিলেন ॥ ৬ ॥

পরে সেই মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ কৃতাজ্ঞলি ও সমাহিত হইয়া বলিলেন, হে বীর, আপনার আদেশক্রমে যশস্বিনী সুচরিত্রা জনকনন্দিনীকে গঙ্গাতীরসন্নিহিত যথোদ্দিক্ষে বান্মীকির সেই পবিত্র আশ্রমপ্রাস্তে পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণযুগল সেবা করিবার জন্ত পুনরায় আসিয়াছি ॥ ৭-৮ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, কালের গতি এইরূপ, স্নতরাং আপনি শোক করিবেন না,

১। হ 'ভ্যাং বারি'। ২। হ 'ভেতন'। ৩। হ 'তং মহাবাহঃ'। ৪। হ 'তাক শুভাচার'। ৫। হ 'নয়্যা'। ৬। হ 'ত্বদ্বিধা'।

“সর্বৈ কয়াস্তা নিচয়াঃ পতনাস্তাঃ সমুচ্চ্রয়াঃ ।

সংযোগাশ্চ বিয়োগাস্তা মরণাস্তা চ জীবিতম্ ॥ ১০ ॥”

শক্তস্তমাত্মনাত্মানং নিয়ন্তঃ মনসা মনঃ ।

লোকান্ সর্বাংশ্চ কাকুৎস্থ কিং পুনর্দুঃখমাত্মনঃ ॥ ১১ ॥

নেদৃশেষু বিষুহস্তি স্থানেষু পুরুষবর্ষভাঃ ।

ঋদ্ধিধাঃ সত্যসম্পন্না রাজমুত্তমবুদ্ধয়ঃ ॥ ১২ ॥

অপবাদাশ্চ কিল তে পুনরেষ্যতি রাঘব ।

যদর্থং মৈথিলী ত্যক্তা অপবাদকৃতে ভয়ে ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। নিচীয়ন্তে অর্জ্যন্তে যে নিচয়া ধনাদয়ঃ।

১১। লো-টী। আত্মনঃ স্বস্ত, আত্মনা বুঝা। মনসা চ আত্মানং স্বং নিয়ন্তঃ সর্বাংপত্তো মোচয়িতুং তথা সর্কান্ লোকাংশ্চ শক্তঃ।

১৩। লো-টী। হি যশ্চাৎ যদর্থং স্বস্ত নিমিত্তম্ অপবাদকৃতে ইহ পরত্র ভয়ে সা ঋয়া ত্যক্তা। ‘যদর্থং মৈথিলী ঋয়ে’তি পাঠে যদর্থং তে তবাংপবদঃ, সা ঋয়া ত্যক্তা।

আপনার গ্রায় ধৈর্য্যশালী মনস্বিগণ শোকাভিভূত হ’ন না ॥ ৯ ॥

সমস্ত সঞ্চয়েরই পরিণামে ক্ষয় হয়, উন্নতির অস্তে পতন আছেই, সমস্ত সংযোগই পরিণামে বিয়োগে পর্যাবসিত হয় এবং জীবের জীবনও মরণান্ত ॥ ১০ ॥

হে কাকুৎস্থ, আপনি বুদ্ধিদ্বারা আত্মাকে, অস্তঃকরণ দ্বারা মনকে এবং সমস্ত লোককেও সংযত করিতে সমর্থ, নিজের দুঃখ ত দূরের কথা ॥ ১১ ॥

মহারাজ, আপনার গ্রায় সত্যসম্পন্ন অতিশয় বুদ্ধিমান পুরুষশ্রেষ্ঠগণ এতাদৃশ অবস্থায় শোকে অধীর হ’ন না ॥ ১২ ॥

রাঘব, আপনি অপবাদের ভয়ে মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, [তাহার জন্ত বিলাপ করিলে] পুনরায় আপনার অপবাদ হইবে ॥ ১৩ ॥

স ত্বং পুরুষশাৰ্দ্ধলু ধৈৰ্য্যেণ হুসমাহিতঃ ।

তাজেমাং দুৰ্ব্বলাং বুদ্ধিং সন্তাপং মা কৃথাঃ প্রভো ॥ ১৪ ॥

এবমুক্তস্ত কাকুৎস্থো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।

উবাচ পরয়া শ্রীত্যা সৌমিত্রিং মিত্রবৎসলম্ ॥ ১৫ ॥

এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ ।

পরিভূষ্টোহস্মি তে সৌম্য বাট্যৈরদ্ধৃতদর্শনৈঃ ॥ ১৬ ॥

নিবৃত্তিশচাগতা বীর সন্তাপশ্চ নিরাকৃতঃ ।

ত্বদ্বাট্যৈর্মধুরৈরেভিরমুনীতোহস্মি লক্ষ্মণ ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্থে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রামাখ্যানং নাম

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

১৪। লো-টী। দুৰ্ব্বলাং হীনাম্ ।

১৬। লো-টী। তব বাট্যৈস্তে তব পরিভূষ্টোহস্মি। 'বাট্যৈরদ্ধৃতদর্শনৈঃ'রিত্তি পাঠে অদ্বুতস্ত 'সর্বো ক্ষয়স্তা নিচয়া' ইত্যাদেদর্শনং জ্ঞানং যেভ্যস্তৈঃ ।

[লো-টী।] লক্ষ্মণমিতি । ইমং লক্ষ্মণমিদমুবাচ ।

শ্রীরামাখ্যানম্ ॥ ৫৪ ॥

প্রভো, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি ধৈর্য্যদ্বারা সমাহিত হইয়া এই বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করুন, বিলাপ করিবেন না ॥ ১৪ ॥

মহাত্মা লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিলে তিনি পরম শ্রীতির সহিত মিত্রবৎসল স্মিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন— ॥ ১৫ ॥

নরবর লক্ষ্মণ, তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থই, সৌম্য তোমার অদ্বুত জ্ঞানগর্ভ বাক্যে আমি শ্রীত হইয়াছি ॥ ১৬ ॥

বীর লক্ষ্মণ, তোমার এই মধুর বাক্য আমার প্রসন্নতা আনয়ন করিয়াছে, আমার মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে এবং সন্তাপ দূর হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রামাখ্যান-নামক

৫৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

(৫৫) পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

লক্ষ্মণস্ত তু তদ্বাক্যং নিশম্য পরমাদ্বুতম্ ।
 শ্রীতিমানভবদ্রামো বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ১ ॥
 ছল্ভস্তদীদৃশো বন্ধুরগ্নিন্ কালে বিশেষতঃ ।
 যাদৃশস্ত্বং মহাবুদ্ধির্মম সৌম্য মনোহনুগঃ ॥ ২ ॥
 যচ্চ মে হৃদয়ে কিকির্দ্বর্ভতে শুভলক্ষণ ।
 তন্নিশাময় চ শ্রদ্ধা কুরুষ বচনং মম ॥ ৩ ॥
 চত্বারো দিবসঃ সৌম্য মম কার্য্যানুশাসনম্ ।
 অকুর্বাণস্ত সৌমিত্রে তন্মে মৰ্ম্মাণি কুন্ততি ॥ ৪ ॥
 আহুয়স্ত্বাং প্রকৃতয়ঃ পুরোধা মন্ত্ৰিণস্তথা ।
 কার্য্যার্থিনশ্চ পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো বা পুরুষৰ্ষভ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টা। নিশাময় পশু।

৪। লো-টা। অপশ্রুতো মম চত্বারো দিবসঃ গতা ইত্যর্থঃ। তৎ কার্য্যদর্শনং কার্য্যানু-
 শাসনম্। ‘অকুর্বাণস্ত চে’তি পাঠে কার্য্যাণাং কার্য্যমাত্ৰম্।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সেই অত্যদ্বুত কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় শ্রীত হইয়া
 বলিলেন—॥ ১ ॥

সৌম্য, তুমি যেরূপ অতিশয় বুদ্ধিমান এবং আমার মনের অনুগামী, তাদৃশ
 বন্ধু সূছল্ভ, বিশেষতঃ এই [শোকের] সময়ে ॥ ২ ॥

শুভলক্ষণ লক্ষণ, আমার মনোমধ্যে যে বিষয়ের উদয় হইয়াছে তাহা শ্রবণ
 কর, শ্রবণ করিয়া আমার আদেশ পালন কর ॥ ৩ ॥

সৌম্য সুমিত্রানন্দন, আজ চারিদিন যাবৎ আমি রাজকার্য্য পরিদর্শন করি
 নাই, তাহা আমার মৰ্ম্মচ্ছেদ করিতেছে ॥ ৪ ॥

হে পুরুষৰ্ষভ, তুমি পুরোহিত, অমাত্য, প্রজাবর্গ এবং কার্য্যার্থী পুরুষ বা
 জীলোকদিগকে আহ্বান কর ॥ ৫ ॥

১। হ ‘সুশ্রীতশ্চাক্’ ২। হ ‘কার্য্যং পৌরজনত চ’।

পৌরকার্যাণি যো রাজা ন করোতি দিনে দিনে ।

স যুতো নরকে ঘোরে পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥

ঋয়তে হি পুরা রাজা নৃগো নাম মহাযশাঃ ।

বভূব পৃথিবীপালো ব্রাহ্মণ্যঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৭ ॥

স কদাচিদগবাং কোটিঃ সবৎসাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ ।

নৃদেবো ভূমিদেবেভ্যঃ পুঙ্করেষু দদৌ নৃপঃ ॥ ৮ ॥

তত্র সঙ্গাগতা ধেনুঃ সবৎসা কাংস্তদোহনা ।

ব্রাহ্মণস্তাহিতাগ্নেষু দরিদ্রস্তোজ্জ্বলিতিনঃ ॥ ৯ ॥

স নর্ফাং গাং ক্ষুধার্ভোহথ অগ্নিচ্ছংস্তাং ততস্ততঃ ।

নাপশ্যৎ সর্বরাজ্যেষু সংবৎসরগগান্ বহুন্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। নৈগমাঃ বৈদিকাঃ নগরশ্রেষ্ঠা বা। পচতে ইতি পাঠঃ, পচ্যতে ইতি বা।

৭। লো-টী। কাংস্তং পাত্রবিশেষঃ দোহি পূরয়তীতি তথা, যথাতিলবিতপাত্র-পুঙ্কিতার্থঃ, দন্তেতি শেষঃ। ‘স্পর্শিতানবে’তি পাঠে দন্তা। উজ্জ্বলিতিনঃ উজ্জ্বলিতমতঃ। ‘অগ্নি-বেশন্তে’তি পাঠঃ, ‘অগ্নিহোজন্তে’তি বা।

যে রাজা প্রতিদিন পৌরকার্য্য সকল না করেন, তিনি মরিয়া ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন,—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

কিনিয়াহি, পুরাকালে মহাযশস্বী ব্রাহ্মণভক্ত সত্যবাদী বিগুহ্ণচরিত ‘নৃগ’ নামক রাজা ছিলেন ॥ ৭ ॥

সেই নরপতি একদা পুঙ্করতীরে ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণভূষিতা এককোটি সবৎসা গাভী প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

তদ্বধো এক উজ্জ্বলিত সায়িক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অভিলষিত [কাংস্ত] পাত্রপরিমিত দুগ্ধদাত্রী একটি সবৎসা ধেনু রাজার গাভীর দলে মিশিয়া আসিয়াছিল ॥ ৯ ॥

১। হ ‘স যজ্ঞ’। ২। হ ‘স্পর্শিতানব’। ৩। হ ‘ভাগিবেদ্য’। ৪। হ ‘ভো বৈ’। ৫। হ ‘হৃদিতান্ বীনমানসঃ’।

ততঃ কনখলং গহ্বা জীর্ণবৎসাং নিরাকৃতাম্ ।

স দদর্শ স্বকাং ধেনুং ব্রাহ্মণস্ত নিবেশনে ॥ ১১ ॥

তাং দৃষ্ট্বা নামধেয়েন স্বেন নান্নাহ্বয়দ্ দ্বিজঃ ।

এছেহি শবলেত্যেবং তং সা শুশ্রাব গোঃ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥

তস্ত সা স্বরমাজ্ঞার ক্ষুধিতস্ত দ্বিজস্ত তু ।

অহ্মগাং পৃষ্ঠতো ধেনুর্গচ্ছস্তমনলোপমম্ ॥ ১৩ ॥

তাং জ্ঞাত্বা হ্রিয়মাণাং গাং ব্রাহ্মণো যস্ত সা তু গোঃ ।

গহ্বাথ তমুষিং চক্রে মম গৌরিত্তি সত্ত্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। নিরাকৃতং নীতাম্।

১২। লো-টী। তং শব্দম্।

১৪-১৫। লো-টী। যস্ত সা তেন পূর্ব্ববামিনা হ্রিয়মাণাং নীয়মানাং দৃষ্ট্। ব্রাহ্মণঃ প্রতিগ্রহীতা 'নুগেণ' স্পর্শিতা ইতুক্তবানিতি শেষঃ।

সেই ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া সমস্ত রাজ্যে বহুবৎসর ধরিয়া চারিদিকে সেই পলায়িতা গাভীর অন্বেষণ করিয়াও কোথাও দেখিতে পাইলেন না ॥ ১০ ॥

তার পর কনখলদেশে গিয়া একটা ব্রাহ্মণের গৃহে জীর্ণবৎসা অনাদৃত্য নিজগাভীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ নিজগাভীকে দেখিতে পাইয়া তাহার [স্বরক্ষিত] নাম ধরিয়া "আয় আস শবলা!" এইরূপে আহ্বান করিলেন। সেই গাভী স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণের ডাক শুনিল ॥ ১২ ॥

সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের স্বর চিনিতে পারিয়া সেই গাভী অগ্রগামী সেই অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

গাভীটির [তৎকালীন] মালিক ব্রাহ্মণ গাভীটিকে লইয়া যাইতে দেখিয়া

১। হ 'দদর্শ তাং স্বকাং'। ২। হ 'ধেনুনোবাচ স দ্বিজঃ'। ৩। হ 'আগচ্ছ'। ৪। হ 'স চ ত'। ৫। হ 'জ'। ৬। হ 'অবলা'। ৭। হ 'দৃষ্ট'। ৮। হ 'হি'। ৯। হ 'ব্রাহ্মণো যাত'। ১০। হ 'ইন্দ্রক'। গতি।

স্পর্শিতা নরদেবেন তস্মিন্ কালে নৃগেণ হি ।

তয়োস্তু দ্বিজয়োর্ব্বাদো মহানানীদ্বিপশ্চিতোঃ ॥ ১৫ ॥

বিবদন্তৌ তথাশ্চোচ্চং দাতারমভিজগ্মতুঃ ।

তৌ রাজভবনদ্বারং সংপ্রাপ্তৌ কার্য্যগৌরবাৎ ।

অহোরাত্রাণ্যনেকানি বসন্তৌ ক্রোধমীয়তুঃ ॥ ১৬ ॥

উচতুশ্চ মহাত্মানৌ তাবুভৌ দ্বিজসত্তমৌ ।

ক্রুদ্ধৌ পরমসংতপ্তৌ বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্ ॥ ১৭ ॥

অর্থিনাং কার্য্যসিদ্ধার্থং যস্মাৎ ত্বং নৈষি দর্শনম্ ।

তস্মাদদৃশ্যৌ ভূতানাং কৃকলাসৌ ভবিষ্যসি ॥ ১৮ ॥

১৭। গো-টী। ঘোরং হঃখজনকম্ অভিসংহিতম্ অভিসন্ধানং যন্ত তৎ ।

১৮। গো-টী। নৈষি ন প্রাপ্নোষি ।

সেই ঋষির নিকটে সত্বর গমন করিয়া বলিলেন, “এই গাভী আমার, নরপতি ‘নৃগ’ সেই দানসময়ে [এই গাভী] আমাকে দিয়াছেন ।” সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণদ্বয়ের তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল ॥ ১৪-১৫ ॥

তঁাহারা পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে গাভীদাতা নৃগরাজের নিকট গমন করিলেন । কার্য্যের গুরুত্ব বশতঃ তঁাহারা রাজগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া বহুদিন বাস করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬ ॥

সেই মহাত্মা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণযুগল ক্রুদ্ধ ও একান্ত সন্তপ্ত হইয়া এই কঠোর শাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥

যেহেতু তুমি কার্য্যার্থীদিগের কার্য্য সাধনের জন্য দেখা দাও না, সুতরাং তুমি সর্ব্বভূতের অদৃশ্য কৃকলাস হইবে ॥ ১৮ ॥

১। হ ‘-তার-’। ২। হ ‘দানে’। ৩। অতঃ পরং হ ‘নৃপাং প্রতিপূরীভেতি স তু তং বরিতোহবধীৎ’।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ। ৪। হ ‘বিবদন্তৌ তু তৌ তত্র’। ৫। হ ‘-নৃগজগ্মতুঃ’। ৬। হ ‘-নাগতুঃ’। ৭। হ
‘বহাঘোরৌ’। ৮। হ ‘-না কাম-’। ৯। হ ‘-ত্বকৃতব্যং’।

বহুশ্রুতসহস্রাণি বহুশ্রুতশতানি চ ।

শব্দ্রে ত্বং কুকলী ভূত্বা দীর্ঘকালং নিবৎশ্রুসি ॥ ১৯ ॥

উৎপৎশ্রুতে তু যো লোকে যদুনাং পুরুষর্ষভঃ ।

বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুশ্রামুঘবিগ্রহঃ ॥ ২০ ॥

স তে মোক্ষয়িতা রাজন্তস্মাচ্ছাপাৎ শূদারুণাৎ ।

কৃত্য হনেন কালেন নিষ্কৃতিস্তে ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

এবং তো শাপমুৎসজ্য ব্রাহ্মণো বিগতজ্বরো ।

তাং ধেনুং দুর্ব্বলাং দত্ত্বা যযতু ব্রাহ্মণায় বৈ ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। কালনিয়মমাহ বহুনীতি। অভিপৎশ্রুসে কুকলীমিতি শেষঃ।
কুকলী ভূত্বা কুকলাসী ভূত্বা সলোপো নৈকরূতঃ। কুকলশব্দো বা কুকলাসবাচকঃ।

২১। লো-টী। অনেক কালেন 'অনেককালেন'তি বা পাঠঃ।

[লো-টী।] বশিষ্ঠস্ত চতুর্থঃ প্রপৌত্রো ব্যাসঃ। রাজানো ধৃতরাষ্ট্রপাণ্ডু। মতি-
দৌর্ব্বল্যাৎ বুদ্ধিদৌর্ব্বল্যাৎ, যৎ শব্দং 'জ্ঞাত্য' বা পাঠঃ।

২২। লো-টী। ব্রাহ্মণায় অতশ্চৈ উভৌ দত্ত্বা যযতুঃ জগ্মতুঃ।

তুমি কুকলাস হইয়া দীর্ঘকাল—বহুশত বহুসহস্র বৎসর যাবৎ—গর্ভমধ্যে
বাস করিবে ॥ ১৯ ॥

রাজন্, যদ্বংশীয় পুরুষগণের শ্রেষ্ঠ 'বাসুদেব' নামে বিখ্যাত হইয়া যিনি
উৎপন্ন হইবেন, সেই মনুষ্যদেহধারী ভগবান্ বিষ্ণু এই শূদারুণ অভিশাপ হইতে
তোমাকে উদ্ধার করিবেন, ততদিন পরে তোমার শাপ হইতে মুক্তি হইবে ॥ ২০-২১ ॥

এইরূপে শাপপ্রদানপূর্ব্বক সম্ভাপরহিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণদ্বয় সেই দুর্ব্বলা
গাভীকে অষ্ট এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ২২ ॥

১। হ 'নিচ'। ২। হ 'ভবিষ্যি'। ৩। হ 'লোকেহস্মিন'। ৪। হ 'চৈব'। ৫। হ 'শাপাদম্বাৎ'।
৬। হ 'হুদেক'। ৭। অতঃ পরং হ 'ভাগবতঃপার্শ্বায় নরনারায়ণাবৃত্তৌ'। উৎপৎশ্রুতে মহাবীৰ্য্যো কলৌ যুগ
উপস্থিতে। বশিষ্ঠস্য চতুর্থস্ত ভবিষ্যতি মহাকবিঃ। স রাজবংশং প্রকীৰ্ত্তয় সমুৎপাদ্য হুতাকহ। প্রজানাম্
বুদ্ধিদৌর্ব্বল্যাৎ জ্ঞাত্যং বর্জ্যং বদিত্তি। ততঃ প্রভৃতি যোরস্ত যুগং অভিপৎশ্রুতে।' ইত্যধিকং।

এবং স রাজা তং শাপয়ুপভুক্তে হৃদারুণম্ ।

কার্যার্থিনাং বিবাদো হি রাজ্যং দোষায় কল্পতে ॥ ২৩ ॥

তচ্ছাস্ত্রমভিবর্ত্তন্তাঃ মম দর্শনকাজ্জিগঃ ।

স্বকৃতস্ত্বে হি কার্যস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নৃগশাপো নাম
পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

২৩। লো-টী। বিমর্দেন গীড়য়া। ‘বিমর্দো হি রাজ্যো দোষায় কল্পতে’ ইতি বা পাঠঃ।

২৪। লো-টী। স্বকৃতস্ত্বে স্বকৃতস্ত্বে ‘স্বকৃতস্ত্বে’তি পাঠে যেন কৃতস্ত্বে, আপ্নোতি
প্রাপ্নোতি। অত্র অধ্যায়ঃ কচিৎ—

নৃগশাপো নাম ॥ ৫৫ ॥

সেই, ‘নৃগ’রাজা এইরূপে সেই নিদারুণ শাপ [অস্ত্রাঙ্গি] ভোগ
করিতেছেন। কার্যার্থীদিগের বিবাদ রাজাদের অনর্থের কারণ হয় ॥ ২৩ ॥

সুতরাং শীঘ্র আমার দর্শনাভিলাষীদিগকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।
মানুষ [স্বীয়] অমুষ্ঠিত কর্মের ফল লাভ করে ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বান্মীকিগ্রন্থিত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নৃগশাপ-নামক
৫৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

(৫৬) ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ

ততঃ কথামেতাং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরমাত্মবান্ ।

উবাচ প্রাঞ্জলিকবাক্যং রাঘবং দীপ্ততেজসম্ ॥ ১ ॥

অগ্নাপরাধে কাকুৎস্থে দ্বিজাভ্যাং শাপ স্তদৃশঃ ।

মহান্ নৃগস্ত রাজর্ষেত্র্যক্ষদণ্ড ইবাপরঃ ॥ ২ ॥

শ্রুত্বা শাপসমায়ুক্তমাত্মানং পুরুষর্ষভঃ ।

কৃতবান্ কিং নৃগো রাজা দ্বিজৌ বা স কিমুক্তবান্ ॥ ৩ ॥

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্ত রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ।

শৃণু সৌম্য যথাকার্ষীৎ স রাজা শাপবিক্রতঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। পরমাত্মবান্ পরমবুদ্ধিমান্ ‘পরমার্থবদি’তি বা পাঠঃ।

[লো-টী।] মহানয়ং শাপঃ, ক ইব? অগ্নে অপরাধে ত্র্যক্ষদণ্ড ইব, ত্র্যক্ষণে বিপ্রস্ত
নগো বপনাদিরিব।

অতিশয় বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া করজোড়ে মহাতেজা
রামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥ ১ ॥

হে কাকুৎস্থ, রাজর্ষি নৃগের এইরূপ অগ্নি অপরাধে ত্র্যক্ষদণ্ডের দ্বিতীয়
ত্র্যক্ষদণ্ডের স্থায় ভীষণ শাপ দিলেন। ॥ ২ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা ‘নৃগ’ নিজকে অভিষপ্ত জানিয়া কি করিলেন এবং ত্র্যক্ষদ-
ণ্ডকেই বা কি বলিলেন? ॥ ৩ ॥

লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র পুনরায় বলিলেন সৌম্য, মহারাজ নৃগ
অভিষপ্ত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

১। হ ‘রামস্ত ভাবিতং শ্রব’। ২। হ ‘পরমার্থবদি’। ৩। হ ‘বলেহপ’। ৪। হ ‘দস্তো’।
৫। হ ‘কিককার’। ৬। হ ‘শাপশোকসমবিতঃ’। ৭। হ ‘পরধীরহা’। অণ্ড; পরম্ হ ‘প্রভাবাত মহাতেজা
লক্ষ্মণং শুভলক্ষণ’। ইত্যধিকম্। ৮। হ ‘চক্রে’।

অথ তৌ ব্রাহ্মণৌ যাতৌ বিজ্ঞায় স নৃগো নৃপঃ ।

মন্ত্ৰিণৌ নৈগমাংশ্চৈব তথাহ্ময়ং পুরোহিতম্ ॥ ৫ ॥

তে রাজ্ঞঃ শাসনং শ্রদ্ধা রাজবেশ্ম ত্বরাস্থিতাঃ ।

আজগ্মুর্নাম্নিগন্ত্য পুরোধা নৈগমাস্থতা ॥ ৬ ॥

তানুবাচ ততো রাজা সৰ্ব্বাশ্চ প্রকৃতীস্তুতা ।

দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ শৃণুতেদং সমাহিতাঃ ॥ ৭ ॥

নারদপ্রতিমাবেতৌ মম দত্তা মহন্তয়ম্ ।

উভৌ যাতৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠৌ দেবভূতৌ মহামুনী ॥ ৮ ॥

কুমারোহয়ং বসুর্নাম সৌহৃদ রাজ্যেহভিষিচ্যতাম্ ।

শব্রাণি চৈব রম্যাণি ক্রিয়স্তাং চৈব শিল্পিভিঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টা। আহবত আহবয়ত। 'তথাহ্ময়ে'তি পাঠে তানাহ্ময় যথাকার্ষ্যং তৎ
শৃণ্বতি সার্কেনাশ্রয়ঃ।

৬। লো-টা। শব্রা ইতি পুংস্বমার্ষম্।

সেই মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণদ্বয় গমন করিয়াছেন জানিয়া মন্ত্ৰিগণ, পুরবাসিগণ
এবং পুরোহিতকে আহ্বান করিলেন ॥ ৫ ॥

রাজার মন্ত্ৰী, পুরোহিত এবং পুরবাসিগণ তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া
ব্যগ্র হইয়া রাজভবনে আগমন করিলেন ॥ ৬ ॥

মহারাজ 'নৃগ' গভীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া অমাত্যগণকে এবং সমস্ত মন্ত্ৰি-
বৃন্দকে বলিলেন, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন— ॥ ৭ ॥

নারদ-ঋষিতুল্য দেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এই দুই মহামুনি আমাকে
মহাভয় [-স্কর অভিশাপ] প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৮ ॥

আপনারা অতঃ এই 'বসু'নামক রাজকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন এবং
শিল্পিগণ রমণীয় গৰ্ভ সকল প্রস্তুত করুক ॥ ৯ ॥

১। হ 'দত্তা' শাং গতো বিদৌ বিজ্ঞায় নৃগসকলঃ'। ২। হ '-গচ্ছামহ্মাস নৈগমাংস্ক
পুরোহিতম্'। ৩। হ 'জাবা'। ৪। হ 'শ্রয়তামিতি সৌমিঃ দুঃখেন পরমাতুরঃ'। ৫। হ 'দ্বিগ্রঃ'। ৬। অতঃ
পন্ন হ 'বসুঃ' অপরিজ্ঞাম শাং ব্রাহ্মণনিঃসৃতম্'। ইত্যধিকম্।

বর্ষস্বঃ স্বভ্রমেকং তু হিমস্বমপসং তথা ।

গ্রীষ্মস্বঃ চ স্তম্পস্পর্শমেকং কুর্ব্বন্ত শিল্লিনঃ ॥ ১০ ॥

ফলবন্তশ্চ যে বৃক্ষাঃ পুষ্পবত্যশ্চ যা লতাঃ ।

ছায়াবন্তশ্চ যে গুল্মান্তে রোপ্যস্তাং সহস্রশঃ ॥ ১১ ॥

পুষ্পাণি চ স্নগন্ধীনি স্বভ্রেষু সমস্ততঃ ।

পরিপাটা চ মধ্যে স্তাদধ্যাক্ষ্যবোজনং তথা ॥ ১২ ॥

স্বভ্রেষু রমণীয়েষু ত্রিা জুফেষু সর্বতঃ ।

স্বথদেষু চ বৎসামি যাবৎ কালস্থ পর্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টা। গ্ৰীষ্মিকং ভাপসম্ ।

১১। লো-টা। গুল্মাণি ।

১২। লো-টা। এষু স্বভ্রেষু অন্তর্গতো পরিপাটা শোভনক্রমেণ অধ্যাক্ষ্যবোজনম্
অধিকমর্দবোজনং বথা স্তাত্বা পুষ্পাণ্যরোপ্যস্তাম্ । ‘অস্তরাধ্যাক্ষ্যবোজন’মিতি পাঠে এষু
পুষ্পাণি রোপ্যস্তাম্, কুত্র আরোপ্যাণি তদাহ—অস্তরা স্বভ্রং বিনা স্বভ্রাহিরধ্যাক্ষ্যবোজনং বথা
স্তাত্বা ।

১৩। লো-টা। পর্যাবোহতিক্রমঃ ।

শিল্লিগণ একটা বর্ষানিবারক, একটা শীতনিবারক এবং অপর একটা
গ্রীষ্মনিবারক স্তম্পস্পর্শ গর্ভ প্রস্তুত করুক ॥ ১০ ॥

এই সকল গর্ভের মধ্যে এবং চতুর্দিকে ক্রোশদ্বয়ের অধিক পরিমাণ
স্থানে পরিপাটীসহকারে সহস্র সহস্র ফলশালী বৃক্ষ, পুষ্পিতা লতা, ছায়াযুক্ত
গুল্মসমূহ এবং স্নগন্ধি পুষ্পবৃক্ষসকল রোপণ করুক ॥ ১১-১২ ॥

চতুর্দিকে সৌন্দর্য্যযুক্ত রমণীয় এই সকল সুখকর গর্ভে শাপাবসান কাল
পর্য্যন্ত বাস করিব ॥ ১৩ ॥

১। হ ‘ভেষু স্বভ্রেষু সর্বশঃ’। ২। হ ‘-পাটা’। ৩। হ ‘-ক্’। ৪। হ ‘-সেযু নিবৎ’।

এবং কৃত্বা বিধানং স সংদিদেশ বহুং তদা ।

ধর্ম্মনিত্যঃ প্রজাঃ পুত্র ক্ষত্রধর্ম্মেণ পালয় ॥ ১৪ ॥

প্রত্যক্ষং তে যথা শাপো দ্বিজাভ্যাং ময়ি পাতিতঃ ।

নরশ্রেষ্ঠ সর্বোষাভ্যামপরাধেহপি তাদৃশে ॥ ১৫ ॥

মা কথাস্ত্বং তু সস্তাপং মংকুতে পুরুষর্বভ ।

✓কৃতান্তো বলবান্নোকে যেনাস্ম্যেবংবিধঃ কৃতঃ ॥ ১৬ ॥

✓প্রাপ্তব্যং লভতে সর্বঃ সুখং দুঃখং যথাকৃতম্ ।

পূর্বজাভ্যাস্তরস্বোহপি মা বিবাদং কুরুষ হ ॥ ১৭ ॥

এবমুক্ত্বাথ পুত্রং স নৃগো রাজা মহাযশাঃ ।

ঋত্ৰং জগাম শ্রুতং বাসায় পুরুষর্বভঃ ॥ ১৮ ॥

১৭। লো-টা। যথাকৃতং কৃতমনতিক্রম্য। সর্বজাভ্যাস্তরস্বোহপি প্রাপ্তব্যং লভতে।

[লো-টা।] ভুয়ঃ পাতিতি তথা (?)।

মহারাজ নৃগ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বহুনাংক পুত্রকে আদেশ করিলেন, পুত্র, নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগকে পালন কর ॥ ১৪ ॥

আমার অপরাধ অতি অল্প হইলেও ত্রাঙ্গণদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি যেক্রপ শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ ॥ ১৫ ॥

তুমি আমার জন্ত অহুতাপ করিও না, সংসারে দৈবই বলবান্, সেই দৈবই আমাকে এইরূপ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥

সকলেই পূর্বজন্মকৃত স্বীয় কর্ম্মানুসারে প্রাপ্তব্য সুখ-দুঃখ লাভ করে, সুতরাং খেদ করিও না ॥ ১৭ ॥

মহাযশসী পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ নৃগ পুত্রকে এইরূপ বলিয়া সুনির্দিষ্ট গর্ত-মধ্যে বাস করিবার জন্ত গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এবং প্রবিক্তঃ স নৃপঃ শ্ৰব্ৰং রত্নবিভূষিতম্ ।

দ্বিজাজ্ঞাং ধারয়ন্তাস্তে বর্ষাণি স্তবছুতসৌ ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীরে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে নৃগোপাখ্যানং নাম
বটপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

[লো-টী ।] 'ক্ষপয়তি হিনতি ।

নৃগোপাখ্যানম্ ॥ ৫৬ ॥

সেই মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণদ্বয়ের আজ্ঞা পালন করত রত্নরাজ্যবিভূষিত
গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া বহুবর্ষ যাবৎ বাস করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নৃগোপাখ্যান-নামক
৫৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

(৫৭) সম্ভবপঞ্চাশঃ সর্গঃ

এষ তে নৃগণাপস্ত বিস্তরোহভিহিতো ময়া ।

যদ্যস্তি শ্রবণে শ্রদ্ধা শৃণু^১ ত্বমপরাং কথাম্ ॥ ১ ॥

এবমুক্তস্ত রামেণ সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ ।

তৃপ্তিরাশ্চর্য্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে প্রভো ॥ ২ ॥

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্ত রাম ইক্ষাকুনন্দনঃ ।

কথাং পরমধর্ম্মিষ্ঠাং ব্যাহর্তু^২ যুপচক্রমে ॥ ৩ ॥

আসীদ্রাজা নিমির্নাম ইক্ষাকোঃ স্মহাত্মনঃ ।

দ্বাদশস্তনয়ো বীরো ধর্ম্মিষ্ঠঃ পরমাত্মবান্ ॥ ৪ ॥

স রাজা বীর্ঘ্যসম্পন্নঃ পুংসঃ দেবপুরোপমম্ ।

নিবেশয়ামাস তদা গোতমশ্চাশ্রমং প্রাতি ॥ ৫ ॥

৫। লো-টা। উদ্দেশে উদ্দিষ্টে স্থানে 'গোতমশ্চাশ্রমং প্রাতি'তি কচিৎ পাঠঃ ।

লক্ষ্মণ, আমি তোমার নিকট মহারাজ নৃগের শাপবিবরণ সবিস্তারে বলিলাম, যদি [এই প্রসঙ্গে] অস্ত্র একটা উপাখ্যান শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া স্মিতানন্দন লক্ষ্মণ বলিলেন, প্রভো, [এইরূপ] অদ্ভুত অদ্ভুত উপাখ্যানসমূহ শুনিয়া আমার পরিতৃপ্তি হয় না ॥ ২ ॥

ইক্ষাকুনন্দন রাম লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরম ধর্ম্মসম্বিত একটা উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন— ॥ ৩ ॥

মহাত্মা ইক্ষাকুর দ্বাদশতম পুত্র বীর, ধার্ম্মিক এবং অতিশয় বুদ্ধিমান 'নিমি' নামে এক রাজা ছিলেন ॥ ৪ ॥

সেই বীর্ঘ্যশালী মহারাজ নিমি গোতমমুনির আশ্রমের নিকটে দেবপুরীর স্তায় রমণীয়া এক পুরী নিৰ্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৫ ॥

পুরশ্চ কৃতবানাম বৈজয়ন্তমিতি স্বয়ম্ ।

নিবেশং যত্র রাজর্ষিনিমিচ্চক্রে মহাযশাঃ ॥ ৬ ॥

তশ্চ বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য স্মহাপুরীম্ ।

যজ্ঞেয়ং দীর্ঘযজ্ঞেন পিতুঃ প্রহ্লাদয়ন্ মনঃ ॥ ৭ ॥

ততঃ পিতরমামন্ত্য তমিক্কাং মনোঃ স্তম্ ।

অত্রিমঙ্গিরসং চৈব ভৃগুং চৈব তপোধনম্ ॥ ৮ ॥

বশিষ্ঠং চৈব যঃ পূর্বো ব্রহ্মযোনির্বিজর্ষভঃ ।

বরয়ামাস বৈ সর্বানিক্কাংকুলনন্দনঃ ॥ ৯ ॥

তমুবাচ বশিষ্ঠস্ত নিমিঃ রাজর্ষিসত্তমম্ ।

ব্রতোহহং পূর্বমিন্দ্রেণ প্রতীক্ষ্য তদন্তরম্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। নিবিশতেহ্নিমিনিবেশং পুরম্।

৭। লো-টী। নিবেশ্য কৃষা।

মহাযশস্বী রাজর্ষি নিমি স্বয়ং সেই পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন, সেই পুরীর নাম রাখিলেন 'বৈজয়ন্ত' ॥ ৬ ॥

সেই মহানগরী নির্মাণ করিয়া মহারাজ নিমির অভিপ্রায় হইল যে 'পিতা ইক্কাংকুর মন আহ্লাদিত করিবার জন্ত বহুকালসাধ্য যন্ত্র অমুষ্ঠান করিব' ॥ ৭ ॥

ইক্কাংকু-কুলনন্দন নিমি মনুর পুত্র পিতা ইক্কাংকুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তপোধন অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু এবং ব্রহ্মার প্রথম পুত্র বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ, ইহাদের সকলকে বরণ করিলেন ॥ ৮-৯ ॥

বশিষ্ঠ রাজর্ষিষ্টেষ্ঠ নিমিকে বলিলেন, ইন্দ্র পূর্বেরই আমাকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তুমি সময় (অবসর) প্রতীক্ষা কর ॥ ১০ ॥

১। হ 'স্বয়ং পুরম্'। ২। হ 'অত্রিমঙ্গির'। ৩। হ 'বিপ্রর্ষি যঃ পূর্বো ব্রহ্মা যোনিঃ বিজর্ষভঃ'।
৪। হ 'সর্বানিক্কাং'। ৫। হ 'কুলনন্দন'।

১
তচ্ছ্রুত্ৰাভিহিতং বাক্যং স হি রাজা মহাযশাঃ ।

২
অনন্তরমথোৎপত্য গোতমং প্রত্যপূজয়ৎ ।

বশিষ্ঠোহপি মহাতেজাশ্চক্রে যজ্ঞং শতক্রতোঃ ॥ ১১ ॥

নিমিস্ত রাজা তান্ বিপ্রান্ সমানীয় মহাদ্রুতিঃ ।

ঈজে স হিমবৎপার্শ্বে স্বপুরুষ সমীপতঃ ॥ ১২ ॥

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি রাজা দীক্ষামুপাগমৎ ।

৩
শক্ৰোহপি দীক্ষামগমৎ পঞ্চবর্ষশতানি বৈ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রযজ্ঞে সমাপ্তে তু বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।

৪
জগাম যজতো যজ্ঞে হোমং কৰ্ত্ত্ব নিমিত্ততঃ ।

৫
তদন্তরমথাপশ্যদগৌতমং বৃতমুহুজিম্ ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। 'সাগরসো'তি পাঠঃ, কচিচ্চ 'সপুরুষে'তি ।

মহাযশস্বী সেই রূপতি নিমি তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া সেইস্থান হইতে উত্থানপূর্বক গোতমমুনিকে যজ্ঞে বরণ করিলেন, মহাতেজস্বী বশিষ্ঠও শতক্রতু ইন্দ্রের যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ॥ ১১ ॥

অতিশয় দীপ্তিমান্ মহারাজা নিমি সেই ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া স্বীয় নগরীর নিকটবর্তী হিমালয়পার্শ্বে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ১২ ॥

মহারাজ নিমি পঞ্চসহস্র-বর্ষব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন এবং ইন্দ্র পাঁচশত বর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিলেন ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে অনিন্দিতচরিত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ যজ্ঞদীক্ষিত নিমির যজ্ঞে হোম করিবার জন্ত গমন করিলেন এবং গোতমমুনিকে ঋষিক্ রূপে বৃত দেখিলেন ॥ ১৪ ॥

১। হ 'এবমুক্ত'। বশিষ্ঠ শক্ৰত তবনং পতঃ'। ২। হ 'তদন্তরমথো বিপ্রঃ'। ৩। হ '-জাঃ পুরুষজ-মধ্যাকরোঃ'। ৪। হ 'ইন্দ্রো বর্ষসংক্রত বজ্রিসেধনকারকঃ'। ৫। হ সকাশমগতো রাজো হোতৃকর্ণাণিনিমিত্তঃ'। ৬। অন্তঃ পরং হ 'স তত্র সমুপাগতোগৌতমোভিহিতঃ'। ইত্যদিকম্।

ক্রোধেন মহতাবিকৌ বশিষ্ঠো বিজসত্তমঃ ।

স রাজো দর্শনাকাঙ্ক্ষী যুহুর্ভূমুপবিক্তবান্ ।

তন্নিম্নহনি রাজাহপি নিদ্রামাহতবান্ অথম্ ॥ ১৫ ॥

ততো মন্যুর্বশিষ্ঠস্য প্রাচুরানৌমহাস্থনঃ ।

অদর্শনেন রাজর্ষের্ব্যাজহার স চ ক্রুধা ॥ ১৬ ॥

যস্মাদাহত্য মাং পূর্বং দর্শনং ন প্রযচ্ছসি ।

তস্মাৎ পাপসম্মাচার বিদেহস্তং ভবিষ্যসি ॥ ১৭ ॥

ততঃ প্রবুদ্ধো রাজর্ষিস্তং শাপং শ্রুতবাংস্তদা ।

ব্রহ্মযোনিমথোবাচ স রাজা ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-ট। নিদ্রামাহতবান্ প্রাপ ।

১৬। লো-ট। ক্রুধা ক্রোধেন ।

১৭। লো-ট। আহত্য 'অহম্' ইতি বা পাঠঃ ।

১৮। লো-ট। ব্রহ্মযোনিং বশিষ্ঠম্ ।

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই নৃপতির দর্শনাভিলাষে যুহুর্ভূ-
কাল উপবেশন করিলেন, কিন্তু মহারাজ নিমি সেই দিন সুখে নিদ্রা যাইতে-
ছিলেন ॥ ১৫ ॥

পরে রাজর্ষির দর্শন লাভ করিতে না পারিয়া মহাত্মা বশিষ্ঠের ক্রোধ
উৎপন্ন হইল এবং তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন— ॥ ১৬ ॥

হে পাপিষ্ঠ, তুমি যেহেতু পূর্বের আমাকে আহ্বান করিয়া এখন দর্শন
দিতেছ না, সেই হেতু তুমি অশরীরী হইবে ॥ ১৭ ॥

রাজর্ষি নিমি তখনই জাগরিত হইয়া বশিষ্ঠপ্রদত্ত শাপ শ্রবণ করিলেন এবং
ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠকে বলিলেন— ॥ ১৮ ॥

১। ক 'রাজো'। ২। হ 'তু'। ৩। হ 'নিদ্রাপাহতভো-ভূমব'। ৪। হ 'অচোখ সঃ'।

৫। হ 'বাহু'।

অজানতঃ শয়ানশ্চ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ ।

মুক্তবান্ মম যচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ স্বমপি বিপ্রর্ষে চেতনাদেহবর্জিতঃ ।

বায়ুভূতশ্চরন্ লোকাননিকেতো ভবিষ্যসি ॥ ২০ ॥

ইতি রোষবশাবুভো তদানীমশ্রোত্বা শপিতো নৃপদ্বিজেন্দ্রো ।

সহসৈব বভূবতুর্বিদেহো তুল্যব্যাধিগতো মহাপ্রভাবো ॥ ২১ ॥

ইত্যর্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নিমিষশিষ্ঠায়োরন্তোত্ত্বং শাপো নাম
সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

১৯। লো-টী। কলুষীকৃতঃ ব্যাপ্তঃ। মুক্তবান্ 'মুক্তবান্' ইতি বা পাঠঃ। ব্রহ্মণো
ব্রাহ্মণস্ত নিরপরাধস্ত দণ্ডং বপনাদিকম্ অপরমমুত্তমমুচিতমিত্যর্থঃ, তথা ময়ি। 'বান্মীক্য
শাপমগ্নিশিখোমপম'মিতি বা পাঠঃ।

২০। লো-টী। চেতনাহেতুর্দেহঃ।

২১। লো-টী। তুল্যব্যাধিং তুল্যাশাপম্।

নিমিষশিষ্ঠায়োরন্তোত্ত্বশাপঃ ॥ ৫৭ ॥

হে বিপ্রর্ষে, আপনি যেহেতু অজ্ঞাতসারে নিদ্রিত আমার প্রতি ক্রোধে
কলুষিত হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা শাপ প্রদান করিয়াছেন, সেইজন্য
আপনিও চৈতন্য এবং দেহবর্জিত হইয়া বায়ুরূপে ত্রিলোকমধ্যে বিচরণ করত
স্থায়ী নিবাসশূন্য হইবেন ॥ ১৯-২০ ॥

পরে সেই মহাপ্রভাবসম্পন্ন নৃপবর এবং দ্বিজবর ক্রোধের বশবর্তী হইয়া
পরম্পরকে এইরূপ শাপ দিলে তুল্য শাপগ্রস্ত তাঁহারা উভয়েই তৎক্ষণাৎ দেহবিহীন
হইলেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বান্মীকি প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নিমি এবং শিষ্ঠের

পরম্পর শাপ-প্রদান নামক

৫৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

১। হ 'নানসি বান্মীক্য শাপমগ্নিশিখোমপম'। ২। হ 'শাপিতো'। ৩। হ 'তুল্যব্যাধিগতো মহাপ্রভাবো'।
হ-ট 'তুল্যব্যাধিগতো প্রভাববর্জো'।

(৫৮) অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

রামস্য ভামিতং শ্রদ্ধা লক্ষণঃ পরবীরহা ।

উবাচ প্রাজ্ঞলিঙ্গাক্যং রাঘবঃ দীপ্ততেজসম্ ॥ ১ ॥

নিষ্কিণ্ডদেহো কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজপার্শ্ববো ।

পুনর্দেহেন সংযোগং জগ্মদুর্দেবসমিতৌ ॥ ২ ॥

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্ত ইক্ষাকুকুলনন্দনঃ ।

প্রত্যাচ মহাতেজা লক্ষ্মণং পুরুষধ্বজঃ ॥ ৩ ॥

তৌ পরম্পরশাপেন দেহাবুৎসজ্য ধার্মিকৌ ।

অভূতাং নৃপবিপ্রযৌ বায়ুভূতৌ তপোধনৌ ॥ ৪ ॥

অশরীরঃ শরীরস্য কৃতেহন্যস্য মহামতিঃ ।

বশিষ্ঠোহপ্যথ ব্রহ্মাণমভ্যগচ্ছৎ পিতামহম্ ॥ ৫ ॥

শো-টী । নিষ্কিণ্ডদেহৌ ত্যক্তদেহৌ ।

শক্রবীর-সংহারক লক্ষণ রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া প্রদীপ্ততেজঃসম্পন্ন রঘুনন্দন রামকে করযোড়ে বলিলেন— ॥ ১ ॥

হে কাকুৎস্থ, সেই দেবতুল্য দ্বিজবর এবং নৃপবর দেহবিহীন হইয়া পুনর্বার কি প্রকারে দেহলাভ করিলেন ? ॥ ২ ॥

লক্ষণ এইরূপ বলিলে ইক্ষাকুকুলনন্দন মহাতেজস্বী পুরুষাশ্রিত রামচন্দ্র প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন— ॥ ৩ ॥

সেই ধার্মিক তপস্বিদ্বয়—মহারাজ নিমি এবং বিপ্রযি বশিষ্ঠ—উভয়ে উভয়ের শাপে শরীর পরিত্যাগ করিয়া বায়ুরূপী হইলেন ॥ ৪ ॥

অশরীরী মহামতি বশিষ্ঠ শরীরান্তর লাভ করিবার জন্য পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

১। হ 'ভাগ'। ২। হ 'বৃত্ত'। ৩। হ 'মুনি'। ৪। হ 'ঐঃ হৃদযাতেজা লক্ষণ শিতরঃ প্রতি'।

সোহভিবাণ্ড ততঃ পাদৌ দেবদেবস্য ধৰ্ম্মবিৎ ।

পিতামহমধোবাচ বায়ুভূত ইদং বচঃ ॥ ৬ ॥

ভগবন্ নিমিশাপেন বিদেহোহস্মি কৃতঃ প্রভো ।

দেহস্যাত্মস্য সম্ভাবে প্রসাদং কৰ্ত্তু মৰ্হসি ॥ ৭ ॥

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুরমিতপ্রভঃ ।

মিত্রাবরুণয়োন্তেজঃ প্রবিশ স্বং মহামুনে ॥ ৮ ॥

অযোনিজস্বং ভবিতা তত্রাপি দ্বিজসত্তম ।

ধৰ্ম্মেণ তু সমায়ুক্তঃ পুনশ্চৈব ভবিষ্যসি ॥ ৯ ॥

এবমুক্তস্ত দেবেন সোহভিবাণ্ড প্রদক্ষিণম্ ।

কৃত্বা পিতামহং চৈব প্রযযৌ বরুণালয়ম্ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। সম্ভাবে প্রাপ্তৌ ।

সেই বায়ুকৃপী ধৰ্ম্মবিৎ বশিষ্ঠ দেবাদিদেব ব্রহ্মার পদদ্বয় বন্দনা করিয়া এই কথা বলিলেন— ॥ ৬ ॥

প্রভো ভগবন্, আমি নিমির শাপে অশরীরী হইয়াছি, যাহাতে অস্ত্র শরীর লাভ করিতে পারি, সে বিষয়ে অনুগ্রহ করুন ॥ ৭ ॥

তখন অমিতপ্রভাবশালী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন—মহামুনে, তুমি মিত্র ও বরুণের বীর্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট হও ॥ ৮ ॥

হে দ্বিজসত্তম, তাঁহাদের তেজে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি অযোনিজ হইবে এবং পুনরায় ধৰ্ম্মানুষ্ঠান-সম্পন্ন হইবে ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে বশিষ্ঠদেব পিতামহ ব্রহ্মাকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া বরুণালয়ে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

১। হ 'ভূগো মহামুনিঃ'। ২। হ 'সত্বেভ্যস্তত দেহত'। ৩। হ 'মহতা যুক্তঃ পুনয়েতসি মে বশব'।

তমেব কালং মিত্রোহপি বরুণত্বমকরয়ৎ ।
 কীরোদেহত্বাদধিশ্রেষ্ঠে পূজ্যমানঃ হুৱাহরৈঃ ॥ ১১ ॥
 এতস্মিন্নেব কালে তু উৰ্বশী পরমাপ্সরাঃ ।
 যদৃচ্ছয়া তমুদ্দেশমাগচ্ছৎ সা সখীবৃত্তা ॥ ১২ ॥
 তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং ক্রীড়ন্তীং বরুণালয়ে ।
 আবিশৎ পরমঃ কামো বরুণঃ হ্যুৰ্বশীকৃতে ॥ ১৩ ॥
 তামন্তসাং পতিৰ্বাক্যমুবাচ পরমাহুতাম্ ।
 ময়া সহ রমস্বেতি বহুবর্ষগগান্ মুদা ॥ ১৪ ॥
 অথোবাচোৰ্বশী তত্র বরুণঃ প্রাজ্ঞলিৰ্বচঃ ।
 মিত্রোগাহং বৃত্তা পূৰ্বং নোৎসহেহম্মুপাসিতুম্ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। বরুণত্বং বরুণকর্তব্যং বরুণেন সহাকরোৎ ।

১২। লো-টী। উদ্দেশং দেশম্ ।

সেই সময়ে সমুদ্রশ্রেষ্ঠ কীরোদসাগরে দেবতা ও অমুরগণকর্তৃক পূজিত হইয়া মিত্রদেবও বরুণের কার্য্য করিতেছিলেন ॥ ১১ ॥

এই সময়ে অম্বরঃশ্রেষ্ঠা উৰ্বশী সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥ ১২ ॥

রূপবতী সেই উৰ্বশীকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া উৰ্বশীর প্রতি বরুণ অতিশয় কামাবিষ্ট হইলেন ॥ ১৩ ॥

বরুণদেব নারীপ্রধানা সেই উৰ্বশীকে বলিলেন যে, বহুবর্ষ ব্যাপিয়া আমার সহিত আনন্দে বিহার কর ॥ ১৪ ॥

তখন উৰ্বশী করযোড়ে বরুণকে বলিলেন, মিত্রদেব আমাকে পূৰ্বেই প্রার্থনা করিয়াছেন, সুতরাং আমার অশ্রু কাহাকেও ভজনা করিতে উৎসাহ হয় না ॥ ১৫ ॥

১। হ 'এক মহাপাণঃ'। ২। হ 'কীরোদমুৎসবায় পুন্ডরিতঃ হুৱাহরম্'। ৩। হ 'রক্তরে কালে'।
 ৪। হ 'সগম'। ৫। হ 'তথুবাচোৰ্বশী বাক্যং প্রাজ্ঞলিঃ সা সমাহিতা'।

বরুণস্বত্রবীজাক্যং কন্দর্পশরপীড়িতঃ ।

ইদং তেজঃ সমুৎস্রজ্যে কুন্তেহশ্বিন্ দেবনির্ম্মিতে ॥ ১৬ ॥

“ভাবমুৎস্রজ্যে স্রোত্রোণি ময়ি স্বং বরবর্ণিনি ।

কৃতকামো ভবিষ্যামি যদি নেচ্ছসি সঙ্গমম্ ॥ ১৭ ॥

তস্য তল্লোকপালস্য বরুণস্য স্ত্যভ্যষিতম্ ।

উর্বশী পরমপ্ৰীতা শ্ৰুত্বা ভাবং স্রাবেশয়ৎ ॥ ১৮ ॥

কামং দেব ভবত্বেবং হৃদয়ং মে স্রয়ি স্থিতম্ ।

ত্বদগতো হস্তি মে ভাবো দেহো নিত্রস্য তু প্রভো ॥ ১৯ ॥

ইতুর্বশ্যা বচস্যন্তে তেজঃ স্রমহদদ্রুতম্ ।

জ্বলদনলসংকাশং কুন্তে তদস্রজং প্রভুঃ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। ইদং তেজো রেতঃ স্রামুদ্বিশ্রুতি শেষঃ ।

১৭। লো-টী। যদি সঙ্গমং নেচ্ছসি তর্হি ভাবং চিত্তমুৎস্রজ্যে দেহি, মদধীনং কুরু ইত্যর্থঃ । কৃতকামঃ প্রাপ্তকামঃ ।

১৯। লো-টী। হৃদয়ং চিত্তম্ । হর্ষান্তমর্থং পুনরাহ—অগত ইতি ।

কামবাণ-জর্জরিত বরুণদেব বলিলেন, [তোমার উদ্দেশ্যে] আমি এই দেবনির্ম্মিত কুন্তমধ্যে এই বীজ্য পরিত্যাগ করিব ॥ ১৬ ॥

৫. হে স্রোত্রোণি, হে বরবর্ণিনি, যদি তুমি সঙ্গম করিতে ইচ্ছা না কর, তবে আমার প্রতি রতিভাব প্রদর্শন কর, আমি কামবৃন্তি চরিতার্থ করিব ॥ ১৭ ॥ ৬

লোকপাল বরুণদেবের সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া উর্বশী পরম প্ৰীত হইয়া রতিভাব প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৮ ॥

[উর্বশী বলিলেন] “দেব ! ইহাই হউক, আমার চিত্ত আপনাতে অবস্থিত, প্রভো ! আপনার প্রতি আমার অমুরাগ আছে, কিন্তু আমার দেহ [সম্প্রতি] মিত্রদেবের অধীন” ॥ ১৯ ॥

উর্বশী এই কথা বলিলে প্রভু বরুণদেব প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য অতিশয় অদ্রুত

১। ক ‘স্রোত্রো’। ২। হ ‘বাক্যম্বাচ হ’। ৩। হ ‘তব’। ৪। হ ‘হৃদ’। ৫। হ ‘উর্বশী
এবমুদ্রুত রেতন্তম্বেদ্রুতম্’। ৬। হ ‘নয়নবজ্রাং তস্মিন্ কুন্তে হ্রবাস্রজং’।

উৎসৃজ্য চোৰ্বশী ভাবমগমমিত্রমস্তিকম্ ।

ততো মিত্রঃ হুসংক্রুদ্ধ উৰ্বশীমিদমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

ময়া ত্বং হি ব্রতা পূৰ্ব্বং কিমর্থমবিশঙ্কিতা ।

ভাবেনাত্মং ব্রতবতী পুরুষং ছুষ্টচারিণী ॥ ২২ ॥

অনেন ছুদ্ধতেন ত্বং মৎক্ৰোধকলুষীকৃত্য ।

মানুষং লোকমাসাচ্চ কক্ষিৎ কালং নিবৎস্যসি ॥ ২৩ ॥

বুধস্য পুত্রো রাজর্ষিঃ কাশিরাজঃ পুরুষবাঃ ।

তং ত্বং যাহি স তে ভর্তা ভবিষ্যতি মহাযশাঃ ২৪ ॥

ততঃ সা শাপদোষেণ পুরুষবসমভ্যাগাৎ ।

প্রতিষ্ঠানে পুরবরে বুধস্তাজমৌরসম্ ॥ ২৫ ॥

২২। লো-ট। ময়ি পূৰ্বোদ্বিতা পূৰ্বস্থিতা ময়া চ অবিসর্জিতা ন ত্যক্তা কিমর্থমন্তং ব্রতবতী ।

২৩। লো-ট। ছুদ্ধতেন কুরুক্ষণা যো মৎক্ৰোধন্তেন কলুষীকৃত্য মৎক্ৰোধবিষয়ীকৃত্য ।

২৫। লো-ট। প্রতিষ্ঠানে প্রয়াগে পুরবরে পুরশ্রেষ্ঠে ঔরসং পুরুষবসম্ ।

সেই বীৰ্য্য কুন্ডমধ্যে পাতিত করিলেন ॥ ২০ ॥

উৰ্বশী রতিভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রের সমীপে গমন করিলেন, তার পর মিত্রদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উৰ্বশীকে এই কথা বলিলেন—॥ ২১ ॥

আমি তোমাকে পূৰ্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছি, ছুষ্টচারিণী তুমি কি জন্ত নিঃশঙ্ক-
চিত্তে ভাবদ্বারা অগ্ন পুরুষকে বরণ করিলে ॥ ২২ ॥

এই অপরাধে তুমি আমার ক্রোধের বিষয়ীভূতা হইয়া কিছুকাল মহুগ্রলোকে
যাইয়া বাস করিবে ॥ ২৩ ॥

তুমি বুধের পুত্র কাশিরাজ রাজর্ষি পুরুষবার নিকট গমন কর, সেই মহাযশাঃ
তোমার পতি হইবেন ॥ ২৪ ॥

পরে সেই উৰ্বশী শাপগ্রস্তা হইয়া পুরশ্রেষ্ঠ প্রয়াগে বুধের ঔরসপুত্র

১। হ 'হি ত্বং'। ২। হ 'কস্মাৎ অবিসর্জিতা'। ৩। হ 'চারিণী'। ৪। ক 'কক্ষিৎ কালং'।

৫। হ 'তং গমিত্বসি ছুষ্টম্বে স তে ভর্তা ভবিষ্যতি'। ৬। হ 'বস'।

তশ্চ জন্মে ততঃ শ্রীমানায়ুঃ পুত্রো মহাবলঃ ।

নহস্যো যশ্চ পুত্রস্ত বভূবেন্দ্রসমদ্ব্যতিঃ ॥ ২৬ ॥

বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্তায় ভ্রাস্তে হৃৎ ত্রিদিবেশ্বরে ।

শতং বর্ষসহস্রাণি যেনেন্দ্রঃ প্রশাসিতম্ ॥ ২৭ ॥

সা তেন শাপেন জগাম ভূমিং তদোর্বশী সা রুদতী স্ননেত্রা ।

বহুনি বর্ষাণ্যবসজ্জ স্রুজঃ শাপক্ষয়াদিস্রসদো যযৌ চ ॥ ২৮ ॥

ইত্যর্থে বান্দীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে উর্বশীশাপো নাম

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

২৭। লো-টী। বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্তায় ভ্রাস্তে ইতি পাঠঃ। ভ্রাস্তে ইন্দ্রপদাঙ্কগিতে
ভ্রষ্টে সতীত্যাখ্যঃ। ‘বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্তায় ভীতে’ ইতি পাঠে বজ্রমুৎসৃজ্য ত্যক্কা বৃত্তং হত্বীতি বৃত্তায়
ইন্দ্রে ভীতে ভিয়া ব্রহ্মহত্যাভিয়া ইতে পলায়িতে মানসসরোবরে গতে সতি।

২৮। লো-টী। তং পুন্সবসমুদ্ভিষ্টেত্যর্থঃ, সা রুদতী ভূমিং জগাম ইত্যেকং বাক্যম্,
ততশ্চ সা স্ননেত্রাহবসদিত্যপম্।

উর্বশীশাপঃ ॥ ৫৮ ॥

পুন্সববার নিকটে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥

সেই পুন্সববার মহাবলশালী ‘আয়ুঃ’ নামে শ্রীমান্ এক পুত্র জন্মিল, তাহার
পুত্র ইন্দ্রভূল্য কাস্তি-সম্পন্ন ‘নহষ’ ॥ ২৬ ॥

স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র বৃত্তের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রপদ হইতে ভ্রষ্ট হইলে
সেই নহষ শত-সহস্র বৎসর ইন্দ্ররাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

তখন স্রুজ উর্বশী সেই শাপে রোদন করিতে করিতে নরলোকে গমন
করত তথায় বহু বৎসর বাস করিলেন এবং শাপাবসানে পুনরায় ইন্দ্রলোকে গমন
করিলেন ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি বান্দীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে উর্বশীশাপ-নামক

৫৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

(৫৯) উনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

তাং শ্রুত্বা দিব্যসংকাশাং কথামমৃতদর্শনাম্ ।
 লক্ষণঃ পরমপ্ৰীতো রাঘবঃ পুনরত্ৰবীৎ ॥ ১ ॥
 নিক্ষিপদেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ বিজপাধিবৌ ।
 পুনর্দেহেন সংযোগমীয়তুর্দেবসংমিতৌ ॥ ২ ॥
 তস্মৈ তদ্ভাবিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
 তাং কথং কথয়ামাস বশিষ্ঠকিৰ্ত্তিনাথয়োঃ ॥ ৩ ॥
 যঃ স কুন্তো নরশ্রেষ্ঠ তেজঃপূর্ণো মহাশ্মনঃ ।
 তস্মাৎ তেজোময়ৌ বিপ্রৌ সমুভূতাবুধিসত্তমৌ ॥ ৪ ॥
 অগস্ত্যস্তত্র ভগবান্ সংবভূবাগ্রজৌ যুনিঃ ।
 নাহং পুত্রস্তবেতৃত্বা তস্মাৎ কুন্তাদ্বাপাক্রমৎ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। অমৃতং দর্শনং বুদ্ধির্ভূতাত্মম্ ।

৫। লো-টী। তব কুন্ত তত্র তস্মিন্ কুন্তে যন্তো মিত্রস্ত সমাহিতং হিতং তন্তো
 বশিষ্ঠঃ সমভবদিত্যধঃ । অস্মিন্ পথে “যদৈ তেজস্ত মিত্রেণ উর্বভাং পূর্বমাহিতং তস্মিন্ সমভবৎ
 কুন্তে তন্তো যত্র বাক্ষণমি”তি সর্বস্তস্যমতপাঠে যদৈ যচ্চ পূর্বসমভবদুর্বভাং তেজঃ আহিতং
 সমর্পিতং যতু বাক্ষণং তেজঃ সমভবৎ তদুত্থং তেজস্তয়া ভাবনিবেশাদেকীকৃত্য তস্মিন্ কুন্তে
 আহিতমিত্যধঃ ইতি সর্বস্তঃ ।

লক্ষণ সেই বিচিত্ররূপে প্রতীয়মান মনোরম উপখ্যান শ্রবণ করিয়া অতিশয়
 প্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে পুনরায় বলিলেন—॥ ১ ॥

হে কাকুৎস্থ, সেই দেবতুল্য ব্রাহ্মণ এবং রাজা দেহ-বিহীন হইয়া কিরূপে
 পুনরায় দেহ লাভ করিলেন ॥ ২ ॥

সত্যপরাক্রম রাম লক্ষণের কথা শুনিয়া রূপতি নিমিঃ এবং বশিষ্ঠদেবের
 সেই বিবরণ [পুনরায়] বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, মহাত্মা বরুণের বীৰ্য্যপূর্ণ সেই যে কুন্ত, তাহা হইতে
 অশিষ্ঠ তেজোময় ব্রাহ্মণদ্বয় সমুদ্ভূত হইলেন ॥ ৪ ॥

অগস্ত্যযুনি সেই কুন্তে লম্বগ্রহণ করিয়া

১। হ ‘বাক্ষণ’। ২। হ ‘পার্বিকিলো’। ৩। হ ‘পং লম্বগ্রহণমাজে’। ৪। হ ‘শ্মনোঃ’।
 ৫। হ ‘সমুভূতো মহাশ্মনো’।

তৰৈ তেজস্ব মিত্রেণ উৰ্বশ্যাং পূৰ্বমাহিতম্ ।

তস্মিন্ সমভবৎ কুন্তে তন্ত্বেজো যত্র বরুণম্ ॥ ৬ ॥

কশ্চচিৎকথ কালস্ত মিত্রাবরুণসম্ভবঃ ।

বশিষ্ঠন্তেজসা যুক্তো জজ্ঞে ইক্ষাকুদৈবতম্ ॥ ৭ ॥

তমিক্সাকুর্মহাতেজা জাতমাত্রমনিন্দিতম্ ।

বত্রে পুরোধসং সৌম্য বংশস্তাস্ত ভবায় নঃ ॥ ৮ ॥

এবং ত্বপূৰ্বদেহস্ত বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।

কথিতোহধিগমঃ সৌম্য নিমেষঃ শৃণু যথাহভবৎ ॥ ৯ ॥

২। লো-টা অধিগমঃ প্রাপ্তিঃ। 'নির্গম' ইতি পাঠে উৎপত্তিঃ। যথাতথ্যং যেন তেন প্রকারেণ দেহোৎপত্তিঃ, শৃণু তৎ। 'যথাভবদি'তি বা পাঠঃ।

‘আমি তোমার পুত্র নহি’ এই কথা বলিয়া সেই কুন্ত হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৫ ॥

যে কুন্তে বরুণ-বীৰ্য্য ছিল, সেই কুন্তে পূৰ্ব্বেই উৰ্বশীর উদ্দেশ্যে মিত্রদেব সেই বীৰ্য্য নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

কিছুকাল পরে মিত্র এবং বরুণের বীৰ্য্য-সমুদ্ভূত ইক্ষাকুবংশীয়গণের কুলদেবতা তেজস্বী বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৭ ॥

অনিন্দনীয় সেই বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মহাতেজস্বী ইক্ষাকু আমাদের এই বংশের মঙ্গলের জন্ত তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন ॥ ৮ ॥

হে সৌম্য, মহাত্মা বশিষ্ঠের নূতন দেহলাভের বিষয় এই বলিলাম, [এক্ষণে] নিমির যাহা হইয়াছিল, শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

১। হ 'বত্'। ২। হ 'কালেন কেনচিত্তম্ভাৎ'। ৩। হ 'বিক্সাকু'। ৪। হ 'হিতং'। ৫। হ 'হুখান্'। ৬। হ 'এব তে'। ৭। হ 'নিগমঃ'।

দৃষ্ট্বা বিদেহং রাজানম্বয়ঃ সৰ্ব্ব এব তে ।

তং চ তে যাজয়ামাস্বৰ্জদীক্ষাং মনীষিণঃ ॥ ১০ ॥

নরেন্দ্রস্যাপি তদেহমরক্ষমৃষিপুঙ্গবাঃ ।

বরৈশ্মালৈশ্চ গন্ধৈশ্চ পূজয়ন্তো মুহুমুর্জঃ ॥ ১১ ॥

ততো যজ্ঞসমাপ্তৌ তু দেবাস্তত্র সমাযযুঃ ।

আগতাঃ পরমাং তুষ্টিং ঋষিভিস্তে সমেত্য চ ॥ ১২ ॥

স্বশ্রীভাস্তে হ্রাঃ সৰ্ব্বৈ নিমেরাঙ্গানমক্ৰবন্ ।

বরং বৃগীষ রাজর্ষে ক তে জন্ম বিধীয়তাম্ ॥ ১৩ ॥

এবমুক্তঃ হ্রৈঃ সৰ্বৈরুবাচাত্মা নিমেন্তদা ।

নেত্রেষু সৰ্বভূতানাং বসেয়ং হ্রসন্তমাঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। যাবদীক্ষাং যজ্ঞদীক্ষাসমাপ্তিকালমার্থন্ত (৭)।

১১। লো-টী। ঋষিভিঃ সহ সমেত্য মিলিত্য পরমাং তুষ্টিমাগতাঃ প্রাপ্তাঃ।

১৩। লো-টী। তে হ্রাঃ তে চ ঋষয়ঃ, নিমেরাঙ্গানং দেহম্। বিধীয়তাং বিধাতব্যম্।

মনীষী ঋষিগণ সকলে রাজা নিমিকে দেহবিহীন দেখিয়া তাঁহাকেই যজ্ঞে
যাজন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

ঋষিপুঙ্গবগণ নৃপতির সেই দেহ উৎকৃষ্ট, মাল্য এবং গন্ধ দ্বারা পুনঃ পুনঃ
পূজা করত রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে দেবগণ তথায় আসিয়া ঋষিগণের সহিত মিলিত
চইয়া অতিশয় শ্রীতি লাভ করিলেন ॥ ১২ ॥

সেই দেবগণ সকলে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিমির আত্মাকে বলিলেন,
রাজর্ষে, বর গ্রহণ কর, কোথায় তোমার জন্ম বিধান করিব ? ॥ ১৩ ॥

সমস্ত দেবগণ এইরূপ বলিলে নিমি রাজার আত্মা উত্তর করিল—হে
দেবপ্রধানগণ, আমি সমস্ত প্রাণীর নেত্রে বাস করিব ॥ ১৪ ॥

১। হ 'তথৈব'। ২। হ 'দীক্ষা সমাপ্তে'। ৩। হ 'তৎ দেহং নরেন্দ্রস্ত তেহরক্ষমৃষিপুং'। ৪। হ
'-ইঃ সমেত্য চ'। ৫। হ 'নিমিঃ রাজানমক্ৰবন্'। ৬। হ 'বৃণু য়'। ৭। হ '-নিমেন্তেতত্তোহিবীৎ'।

১
বাৎমিত্যেব তং দেবা নিমেরাত্মানমক্রবন্ ।
নেত্রেষু সৰ্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরিত্বসি ॥ ১৫ ॥
২
নিমেষিত্বস্তি চক্ষুঃষি ত্বৎকৃতেনৈব দেহিনঃ ।
বায়ুভূতেন চরতা বিশ্রামার্থং মুহুশ্মৃহঃ ॥ ১৬ ॥
৩
এবমুক্তা তু বিবুধাঃ সৰ্বে জগ্ম যথাগতম্ ।
৪
ঋষয়োহপি মহাত্মানো নিমিদেহং মমস্থিরে ॥ ১৭ ॥
৫
অরণি তস্য দেহাত্ম মস্থানং চাপি চক্ৰিরে ।
৬
মন্ত্ৰহোমৈর্মহাত্মানঃ পুত্রহেতোর্নিমেষ্তদা ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। বায়ুভূতেন বায়ুরূপেণ নেত্রেষু চরতা গচ্ছতা, ত্বৎকৃতেন তব যৎ কৃতং ক্রিয়া তেন নিমেষিত্বস্তি নিমেষং করিত্বস্তি বিশ্রামার্থং শ্রমনাশার্থং স্বার্থমিতি যাবৎ। উক্তঞ্চ ত্রীতাগবতে—‘বিদেহ উন্মাতাং তাবল্লোচনেষু শরীরিণাম্, উন্মেষণনিমেষাত্যাং লক্ষিতো হ্যাত্ম-সংস্থিত’ ইতি।

১৮। লো-টী। মন্ত্ৰহোমৈর্মহাত্মানঃ পুত্রহেতোর্নিমেষ্তদাঃ অরণি মস্থানঞ্চ চক্ৰিরে।

দেবগণ নিমির আত্মাকে বলিলেন—তথাস্তু, তুমি বায়ুরূপে সৰ্বপ্রাণীর নেত্রে বিচরণ করিবে ॥ ১৫ ॥

বায়ুরূপে নেত্রে বিচরণকারী তোমার কার্যের ফলেই বিশ্রামার্থ প্রাণিগণ পুনঃ পুনঃ চক্ষুর নিমেষ ফেলিবে ॥ ১৬ ॥

দেবগণ সকলে এইরূপ বলিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ঋষিগণও নিমির দেহ মস্থন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

মহাত্মা ঋষিগণ তখন নিমির পুত্রের জন্ম মন্ত্ৰপূর্বক হোমদ্বারা তাঁহার দেহ হইতে অরণি এবং মস্থানদণ্ড প্রস্তুত করিলেন ॥ ১৮ ॥

..... ১-১ হ 'বিবুধা নিমিত্তভূতভোক্তা'। ২। হ 'ত্বৎকৃতে নিমিষিত্বস্তি বিশ্রামার্থং মুহুশ্মৃহঃ'। ৩ হ 'চক্ষুঃষি সৰ্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরিত্বসি'। ৪। হ 'জগ্ম যথাগতম্'। ৫। হ 'নিমেষেহং'। ৬। হ 'তস্ম নিমিষা
'। ৩। হ 'তস্য'।

অরণ্যাং মথ্যমানায়াং প্রাচুভূতো যতশ্চ সঃ ।

অতো মিথিরিতি খ্যাতো জননাঙ্জনকোহভবৎ ॥ ১৯ ॥

বিদেহশ্চাভবদ্ যস্মাস্মহাত্মা স মহাতপাঃ ।

তস্মাদ্বিদেহাঃ প্রোচ্যন্তে সৰ্বে তদ্বংশজা নৃপাঃ ॥ ২০ ॥

এবং বিদেহরাজস্ত পূৰ্ব্বকো জনকোহভবৎ ।

মিথির্নাম মহাবীৰ্য্যো যেন সা মিথিলাহভবৎ ॥ ২১ ॥

ইতি সৰ্ব্বমশেষতো ময়া তে কথিতং সম্ভবকারণং তু সৌম্য ।

নৃপপুঙ্গবশাপজং দ্বিজস্য দ্বিজশাপাদ্ যদভূচ্চ বৈ নৃপস্য ॥ ২২ ॥

ইত্যাৰ্ধে বাস্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মিথিসম্ভবো নাম

উনবষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

২২। লো-টী। সম্ভবো জন্ম।

মিথিসম্ভবঃ ॥ ৫৯ ॥

অরণি মন্থন করিতে করিতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ‘মিথি’ নামে এবং অপূৰ্ব্ব জন্ম হেতু ‘জনক’ নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ১৯ ॥

যেহেতু সেই মহাতপস্বী মহাত্মা নিমি বিদেহ (অর্থাৎ দেহ-বিহীন) হইয়াছিলেন, সেইজন্ত তদ্বংশসম্ভূত সমস্ত নৃপতিদিগকে লোকে ‘বিদেহ’ বলে ॥ ২০ ॥

এইরূপে মহাবীৰ্য্যশালী মিথি নামে বিখ্যাত পূৰ্ব্ববর্তী বিদেহরাজ জনক হইলেন এবং সেই নামানুসারে তাঁহার রাজ্যের নাম মিথিলা হইল ॥ ২১ ॥

হে সৌম্য, রাজশ্রেষ্ঠ নিমির শাপের ফলে বশিষ্ঠের এবং বশিষ্ঠের শাপের ফলে নৃপতি নিমির যেরূপে জন্ম হইয়াছিল,—সেই সমস্তই আমি তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে বলিলাম ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাস্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মিথিসম্ভব-নামক

৫৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

(৬০) ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

এবং ক্রবতি রামে তু লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ।

পুনরেব মহাত্মানমুবাচামিতবিক্রমম্ ॥ ১ ॥

মহদভুতমেতন্ধি বিদেহেষু পুরাতনম্ ।

বৃত্তং বৈ রাজশার্দূল বশিষ্ঠস্য নিমেষ্ট হ ॥ ২ ॥

নিমিস্ত্র ক্রত্বিয়ঃ শুরো বিশেষেণ চ দীক্ষিতঃ ।

ন ক্রমামকরোৎ কস্মাদ্বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩ ॥

এবং ক্রবতি বীরে তু লক্ষ্মণে পুনরব্রবীৎ ।

রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। ‘মহদভুতমেত’দিতি পাঠঃ। ‘মহদভুতমার্ধ্য’মিতি পাঠে অত্যাৎসাহে একাধোক্তিঃ। লহ একদৈব, নিমেনিমিনা।

৪। লো-টী। রময়তাং প্রীতিং জনয়তাং মধ্যে।

[লো-টী]। সর্বত্র ন প্রদৃশ্যতে কুত্রচিদেব দৃশ্যতে। যথা চ ক্রত্বিয়ৈর্গৈব ক্রান্তম্।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে অমিতবিক্রমশালী শক্রবীর-নিহস্তা লক্ষ্মণ পুনরায় মহাত্মা রামচন্দ্রকে বলিলেন—॥ ১ ॥

রাজেন্দ্র, বিদেহদেশে বশিষ্ঠ এবং নিমির এই পুরাতন বৃত্তান্ত অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ॥ ২ ॥

নিমি ক্রত্বিয় রাজা এবং বীর, বিশেষতঃ যজ্ঞ-দীক্ষিত, তিনি মহাত্মা বশিষ্ঠকে ক্রমা করিলেন না কেন ? ॥ ৩ ॥

বীর লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে অতিশয় রমণীয় রাম তেজোদীপ্ত ভ্রাতাকে বলিলেন—॥ ৪ ॥

১। হ ‘বদতি কাকুৎস্থে’। ২। হ ‘প্রভুবাচ’। ৩। চ ‘নং বলভমিব তেজসা’। ৪। হ ‘মার্ধ্য’। ৫। হ ‘বৎ’। ৬। হ ‘০.৪র্থ শ্লোকরোঃ স্থানে ‘লক্ষ্মণেনৈববৃত্তান্ত রামো রময়তাং বরঃ। উবাচ লক্ষ্মণঃ যাক্যং সর্বথাব্যবহারঃ। ন কস্মা বীর সর্বত্র পুরুষে বৈ প্রদৃশ্যতে। যথা চ ক্রত্বিয়ৈর্গৈব ক্রান্তং বিশ্রুত তচ্ছুনু’। ইতি পাঠঃ।

সৌমিত্রে ছঃসহঃ ক্রোধো যথা ক্রান্তো যযাতিনা ।

সত্বানুগং পুরস্কৃত্য তন্নিবোধ সমাহিতঃ ॥ ৫ ॥

নহস্য সূতো রাজা যযাতিঃ পৌরশাসনঃ ।

তস্য ভার্যাদ্বয়ং সৌম্য রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥ ৬ ॥

একা তু তস্য রাজর্ষের্বহুমানপুরস্কৃতা ।

শশ্মিষ্ঠা নাম দয়িতা দুহিতা বৃষপর্বণঃ ॥ ৭ ॥

সূতা চোশনসঃ পত্নী দ্বিতীয়া সাহভবৎ প্রভোঃ ।

ন তু সা দয়িতা রাজ্ঞো দেবযানী স্নমধ্যমা ॥ ৮ ॥

দেবগর্ভোপমং পুত্রং প্রথিতং শ্বেন তেজসা ।

শশ্মিষ্ঠাহজনয়ৎ পুরুং দেবযানী যদুং তথা ॥ ৯ ॥

পুরুস্ত দয়িতো রাজ্ঞো গুণৈশ্মাতৃকৃতেন চ ।

ততো ছঃখসমাবিষ্টো যদুর্মাতরমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

৫। লো-টী। তামেবাহ—‘সৌমিত্রে’ ইতি ।

৬। লো-টী। দেবগর্ভোপমং দেবপুত্রতুল্যম্ । পুত্রং পুরুম্, কচিদ্ ‘গর্ভ’মিতি পাঠঃ ।

লক্ষণ ! যযাতি সত্বগুণ অবলম্বন পূর্বক যেরূপ ছঃসহ ক্রোধ দমন করিয়া-
ছিলেন, তুমি সমাহিতচিত্তে তাহা অবগণ কর ॥ ৫ ॥

নহষের পুত্র পৌরজনপ্রতিপালক মহারাজ যযাতির ভ্রমণে অতুলনীয়
সৌন্দর্য্যশালিনী দুই ভার্য্যা ছিলেন ॥ ৬ ॥

তন্মধ্যে একটি বৃষপর্ব্বার কন্যা, নাম শশ্মিষ্ঠা, তিনি রাজর্ষি যযাতির অতিশয়
সম্মানিতা এবং প্রিয়তমা ছিলেন ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন শুক্রেণ কন্যা স্নমধ্যমা দেবযানী, তিনি মহারাজের
তাদৃশ প্রিয়তমা ছিলেন না ॥ ৮ ॥

শশ্মিষ্ঠা, স্বীয় প্রতাপে প্রসিদ্ধ দেবপুত্রতুল্য ‘পুরু’ নামে এক পুত্র প্রসব
করেন এবং দেবযানী ‘যদু’ নামে এক পুত্র প্রসব করেন ॥ ৯ ॥

নিজের গুণে এবং মাতার জন্তুও পুরু মহারাজ যযাতির প্রিয়পাত্র হইয়া-

ভার্গবস্য কুলে জাতা শুক্রস্মাক্লিষ্টকৰ্মণঃ ।

সহস্রোবংবিধং দুঃখমপমানঞ্চ দুঃসহম্ ॥ ১১ ॥

তে বয়ং সহিতা মাতঃ প্রবিশামো হতাশনম্ ।

রাজা তু রমতাং সার্কিং দৈত্যপুত্র্যো যথাস্থখম্ ॥ ১২ ॥

যদি বা সহনীয়ং তে মামনুজাতুমর্হসি ।

ক্ষম স্বং ন ক্ষমিষ্যেহং মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥

পুত্রস্য ভাষিতং শ্রুত্বা আর্তিস্য রুদতো ভূশম্ ।

দেবযানী স্তসংক্রুদ্ধা সস্মার পিতরং তদা ॥ ১৪ ॥

ইঙ্গিতং স তু বিজ্ঞায় দুহিতুর্ভগবান্ মুনিঃ ।

ভার্গবঃ সৌহগমং তত্র দেবযানী তু যত্র সা ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। অপমানম্ অনাদরম্ ।

১৩। লো-টী। অনুজাতুম্ অন্তত্ গম্ অনুজাতং দাতুম্, অগ্নি প্রবেষ্টং বা। 'ইত্যুক্তা সৌহত্যরোরবীদি'তি পাঠঃ। 'মরিষ্যামি ন সংশয়' ইতি বা।

১৫। লো-টী। ইঙ্গিতং স্মরণরূপম্ ।

ছিলেন, যহু তাহাতে দুঃখিত হইয়া মাতাকে বলিলেন—॥ ১০ ॥

অক্লিষ্টকৰ্ম্মা ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনি এতাদৃশ দুঃসহ দুঃখ এবং অপমান সহ্য করিতেছেন। ॥ ১১ ॥

মাতঃ। [আমুন,] আমরা মিলিত হইয়া অনলে প্রবেশ করি, মহারাজ দৈত্য-তনয়ার (শশিষ্ঠার) সহিত সুখে সংসার করুন ॥ ১২ ॥

অথবা ইহা যদি আপনার সহ্য হয় তবে আপনি ক্ষমা করুন, আমি ক্ষমা করিব না ; আমাকে অনুমতি করুন, আমি নিশ্চয়ই মরিব ॥ ১৩ ॥

তখন পরম দুঃখিত রোক্তমান পুত্রের কথা শুনিয়া দেবযানী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে স্মরণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

তখন ভগবান্ ভার্গবমুনি কছার অভিপ্রায় বিদিত হইয়া দেবযানীর

১। হ 'তাবৃত্তে সহিতৌ দেবি প্রবিশামো হতাশনম্'। ২। হ 'ভূশমার্কত রোবতঃ'। ৩। হ 'চিহ্নিতং'।

৪৩। হ 'ভার্গবো'। ৫। হ 'অগমং মরিষ্যতং'।

দৃষ্ট্ৱা চাপ্রকৃতিস্থাং তামপ্রহর্য্যামচেতনাম্ ।

পিতা হুহিতরং বাক্যং কিমেতদিতি চাত্রবীৎ ॥ ১৬ ॥

পৃচ্ছন্তমসকৃৎ তং তু ভার্গবং দীপ্ততেজসম্ ।

দেবযান্থ সংক্রুদ্ধা পিতরং প্রত্যাচ হ ॥ ১৭ ॥

অহমগ্নিং বিমং তীক্ষ্ণমপো বা দ্বিজসন্তম ।

ভক্ষয়িষ্যে প্রবেক্ষ্যে বা ন তু শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ।

অনুমন্ত্য মাং তাত দুঃখিতামপমানিতাম্ ॥ ১৮ ॥

বৃক্ষং হি সমবজ্জায় বধ্যস্তে বৃক্ষবাসিনঃ ।

ত্বয়্যবজ্জাং করোত্যেষ পরং পরিভবং তথা ।

বন্মাং রাজাবজানীতে ন চাপি বহু মন্যতে ॥ ১৯ ॥

১৮। লো-টী। ভজিষ্যে সেবিষ্যে। অনুমন্ত্য অনুজ্ঞাং দেহি।

১৯। লো-টী। যথা বৃক্ষং সমবজ্জায় হিঙ্গা আকৃহ বা বৃক্ষবাসিনঃ পক্ষিমুতা বধ্যস্তে, তথৈব ত্বয়্যবজ্জাং বিধায় মম পরিভবং করোতীত্যর্থঃ।

নিকটে আগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

পিতা শুক্ৰাচার্য্য হুহিতাকে অপ্রকৃতিস্থা অপ্রফুল্লা এবং ক্ষুব্ধচিত্তা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার কারণ কি ? ॥ ১৬ ॥

দীপ্ততেজাঃ ভার্গব পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবযানী অতিশয় ক্রোধের সহিত পিতার কথার প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ১৭ ॥

হে পিতঃ, হে দ্বিজসন্তম, দুঃখিতা এবং অপমানিতা আমাকে অনুমতি দিন, আমি উগ্র বিষ ভক্ষণ করিব অথবা অনলে প্রবেশ করিব, আমি কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ১৮ ॥

যেদ্রুপ [ব্যাধ] বৃক্ষকে অবজ্ঞা করিয়া বৃক্ষবাসী পক্ষীদিগকে বধ করে,

১। হ 'সোহত্রবীৎ'। ২। হ 'অসকৃষ্টেব পৃচ্ছন্তং'। ৩। হ 'মুনিপুঙ্গব'। ৪। হ '-যানী হসং-'।

৫। হ 'বাক্যমত্রবীৎ'। অতঃ পরং হ 'বাপ্যধিক্ৰম্য বাচা কৃশা দৈন্তসমবিতা' ইত্যধিকম্। ৬। হ 'শস্ত্র-'। ৭। হ 'দুঃখেনাসেন সন্তপ্তা ভজিষ্যে জাতমন্ত তে'। ৮। ক 'রাজাবজানীতে'।

তস্তান্তবচনং শ্রুত্বা ক্রোধেনাভিপরিপ্লুতঃ ।

উশনা নাহমং বাক্যং ব্যাহত্ব মুপচক্রমে ॥ ২০ ॥

অবজানাসি যস্মাৎ ত্বং সূতাং মে নহ্বাত্মজ ।

তস্মাদ্বং জরয়া জীর্ণঃ শৈথিল্যমুপযাস্তসি ॥ ২১ ॥

এবমুক্ত্বা স রাজানং সমাশ্বাস্ত চ তাং সূতাম্ ।

পুনর্জগাম বিপ্রযির্ভবনং স্বং মহাযশাঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে যযাতিশাপো নাম
ইতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

২০ । গো-টী । অতিপরিপ্লুতঃ অতিব্যাপ্তঃ ।

যযাতিশাপঃ ॥ ৬০ ॥

সেইরূপ এই রাজা আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া আমাকে অতিশয় দুঃখ
দিতেছেন, যেহেতু আমাকে অবজ্ঞা করেন, সম্মান করেন না ॥ ১৯ ॥

কহ্যার সেই কথা শ্রবণ করিয়া শুক্রাচার্য্য ক্রোধাক্ত হইয়া নহ্বাত্মজ
যযাতিকে বলিতে লাগিলেন— ॥ ২০ ॥

নহ্ব-নন্দন, তুমি যেহেতু আমার কহ্যাকে অবজ্ঞা করিতেছ, সেইহেতু
তুমি জরাজীর্ণ হইয়া শৈথিল্য (বিকলতা) প্রাপ্ত হইবে ॥ ২১ ॥

সেই মহাযশস্বী বিপ্রযি শুক্রাচার্য্য রাজা যযাতিকে এইরূপ শাপ দিয়া
দুহিতাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় নিজগৃহে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যযাতিশাপ-নামক

৬০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

১। ক 'নাপি' । ২। হ 'ব্যাহত্ব মুপচক্রাম' ভার্গবো নহ্বাত্মজম্' । ৩। হ 'যস্মাৎ তব
মোহানবজানাসি নাহবাৎ' । ৪। অতঃ পরং হ 'স এবমুক্ত্বা বিজপুত্রবাণ্যঃ সূতাং সমাশ্বাস্ত চ দেববানীম্ । পুনর্ব্ব্যো
দুর্ব্বলমানভেকা দম্বা চ শাপং নহ্বাত্মজাম্' । ইত্যধিকম্ ।

(৬১) একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

শ্রদ্ধা তুশনসং ক্রুদ্ধং তদার্তো নহ্যাত্মজঃ ।
 জরাঃ পরমিকাঃ প্রাপ্য যত্নং বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
 জরা ত্বয়েয়ং ধর্মজ্ঞ মদর্থং পরিগৃহ্যতাম্ ।
 স্বয়ি সংক্রাম্য দুর্ব্বারাং রংস্তে ভোগৈর্ঘথাস্থখম্ ॥ ২ ॥
 ন তাবৎ কৃতকৃত্যোহস্মি বিষয়েহস্মিন্ নরর্ষভ ।
 অনুভূয় যথাকামং পুনঃ প্রাপ্ত্যাম্যহং জরাম্ ॥ ৩ ॥
 পিতৃস্তদ্ বচনং শ্রদ্ধা প্রত্যাচ যত্নস্তদা ।
 পুত্রস্তে দয়িতঃ পুরুষসৌ গৃহ্নাত্মিমাং জরাম্ ॥ ৪ ॥
 বহিষ্কৃতোহহমর্থেষু তব পার্থিবসত্তম ।
 প্রতিগৃহ্নন্ত তে রাজন্ যৈঃ সহান্বাসি ভোজনম্ ॥ ৫ ॥

২। লো-টা। ভোগৈঃ স্বচ্ছন্দাদিভিঃ।

৩। লো-টা। অস্মিন্ বিষয়ে বাবন্ কৃতকৃত্যোহস্মি তাবদ্ জয়েয়ং প্রতিগৃহ্যতামিতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ।

৫। লো-টা। অর্থেষু সর্বপ্রয়োজনেষু। ভোজনম্ অর্থম্।

শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া নহষ-নন্দন যযাতি অতিশয় কাতর হইলেন, তিনি অতিশয় জরাপ্রাপ্ত হইয়া পুত্র যত্নকে বলিলেন—॥ ১ ॥

হে ধর্মজ্ঞ! তুমি আমার জন্ম এই জরাভার গ্রহণ কর, আমি তোমাতে এই দারুণ জরাভার সংক্রামিত করিয়া যথাস্থখে ভোগলালসা চরিতার্থ করিব ॥ ২ ॥

হে নরর্ষভ! আমি এই বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করিয়া পুনরায় জরা গ্রহণ করিব ॥ ৩ ॥

যত্ন পিতার কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, পুরু আপনার প্রিয় পুত্র, সে-ই এই জরা গ্রহণ করুক ॥ ৪ ॥

হে রাজসত্তম, আমি আপনার সমস্ত প্রয়োজন হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি,

১। হ 'জায়া'। ২। হ 'শ্রুতার্থো'। ৩। হ 'যদো জয়েয়ং'। ৪। হ 'স্বয়ং নরোত্তম'। ৫। হ 'পুত্রঃ প্রতিগৃহ্নাত্মিমাং'। ৬। হ 'বহিষ্কৃতো'। ৭। হ 'ত্বয়া সর্বেষু পার্থিব'। ৮। হ 'যৈরান্বাসি যথং নহ'।

এবমুক্তস্ত পুত্রো যচ্চনা পুরুষৰ্ষভঃ ।

প্রভৃবাচ মহাতেজাঃ ক্রুদ্ধোহত্যর্থং তমাত্মজম্ ॥ ৬ ॥

রাক্ষসস্ত্বং ময়া জাতঃ পুত্ররূপো দুরাত্মবান ।

অজ্ঞাতং যম্ন করোসি ত্বং প্রজ্ঞয়া বিফলীকৃতঃ ॥ ৭ ॥

পুত্রোহনিঘোজ্যো ভূত্বা ত্বং যস্মান্মামবমন্তসে ।

রাক্ষসান্ যাভুধানাংস্ত্বং জনয়িষ্যসি দারুণান্ ॥ ৮ ॥

তব সোমকুলোদ্ভূতো বংশো হ্যস্ততি দুৰ্ম্মতে ।

ভবিতা ন চ বংশোহপি দুর্বিনীতশ্চিরং তব ॥ ৯ ॥

৭। লো-ট। প্রজ্ঞয়া বুদ্ধ্যা সত্যাপি বিফলীকৃতঃ ভগ্নমনোরথঃ কৃতঃ ।

৮। লো-ট। যাভুধানান্ নিশাচরান্ রাক্ষসান্ চণ্ডাভুগ্ৰানিত্যর্থঃ, দারুণান্ হিংসকান্ ।

৯। লো-ট। ন চ তব বংশো ভবিতা ভবিষ্যতি, ভবিষ্যতি চেকদুর্বিনীতো ভবিষ্যতি ।

আপনি যাহাদের সহিত ভোগ্যবস্তু ভোগ করেন, তাহারা আপনার জরা গ্রহণ করুক ॥ ৫ ॥

পুত্র যছ এইরূপ বলিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী যযাতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন— ॥ ৬ ॥

তুমি আমার ঔরসে পুত্ররূপী দুরাত্মা রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যেহেতু তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করিতেছ না। তোমার প্রজ্ঞার কোন ফলোদয় হয় নাই ॥ ৭ ॥

তুমি পুত্র হইয়াও অবাধ্য হইয়া যেহেতু আমাকে অপমানিত করিয়াছ, সেইজন্ত তুমি দারুণ নিশাচর রাক্ষসদিগকে উৎপাদন করিবে ॥ ৮ ॥

চন্দ্রবংশোৎপন্ন [হইয়াও] তোমার বংশ হীন হইবে। তোমার বংশ দুর্বিনীত হইবে এবং চিরস্থায়ী হইবে না ॥ ৯ ॥

১। হ 'হ্রস্বসদঃ'। ২। হ 'প্রতিহংসি যমাজ্ঞাং যঃ'। ৩। হ 'শিতরং গুরুভূতঃ মাং যস্মান্মামবমন্তসে'। ৪। হ 'ন ভু'। ৫। হ '-ৎপদ্যো'। ৬। হ '-শক্যে ব্যাতিমেয়তি'। ৭। হ 'ধনু'।

এবমুক্তা। স রাজর্ষিষদ্বুং পুরুমথাব্রবীৎ । .

ইয়ং জরা মহাপ্রাজ্ঞ মদর্শে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১০ ॥

নাহুষেণৈবমুক্তস্ত পুরুঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ।

ধন্যোহস্যানুগৃহীতোহস্মি শাসনেহস্মিন্ স্থিতস্তব ॥ ১১ ॥

পুরোর্বচনমাদায় নাহুষঃ পরয়া মুনা ।

সংযুক্তোহভূৎ প্রহৃষ্টচ্চ সংক্রাম্য তু জরাং তদা ॥ ১২ ॥

ততঃ স রাজা তরুণো যজ্ঞান্ বহুবিধান্ বক্বন ।

আজহার চ ধর্ম্মাত্মা পালয়ামাস চ প্রজাঃ ॥ ১৩ ॥

অথ দীর্ঘস্থ কালস্থ রাজা পুরুমথাব্রবীৎ ।

আনয়স্ব জরাং পুত্র স্যাসং নির্যাতয়স্ব মে ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। পরয়া মুনা সংযুক্তোহস্তরতঃ, প্রহৃষ্টো বাহতঃ। 'সংক্রাম্য'ত্যাধম্, 'সংক্রাম্য'তি বা পাঠঃ।

১৪। লো-টী। নির্যাতয়স্ব দদস্ব।

রাজর্ষি যযাতি যত্নকে এইরূপ বলিয়া 'পুরু'কে বলিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ, আমার হইয়া তুমি এই জরা গ্রহণ কর ॥ ১০ ॥

নহুষ-নন্দন যযাতি এইরূপ বলিলে পুরু করযোড়ে বলিলেন—আমি আপমার এই আদেশে বাধ্য আছি, [ইহাতে] আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত হইলাম ॥ ১১ ॥

রাজা যযাতি পুরুর কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত তাহার দেহে জরা সংক্রামিত করিয়া জরামুক্ত এবং আহ্লাদিত হইলেন ॥ ১২ ॥

পরে সেই ধর্ম্মাত্মা তরুণ রাজা নানাপ্রকার অসংখ্য যজ্ঞ করিলেন এবং প্রজাদিগকে পালন করিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর বহুকালের পর রাজা পুরুকে বলিলেন,—পুত্র! আমার গচ্ছিত

১। হ 'তত তৎ ভাবিতঃ ক্রবা রাজা পুরুমথা'। ২। হ '-স্মি'। ৩। হ '-মাজ্জার'। ৪। হ 'সংক্রাময়ামাস জরাং লেতে হর্ষক বীর্ধবান্'। ৫। হ 'এ ভগ্নে পতসহস্রশঃ'। ৬। হ 'বহুবর্ষগহগ্রাণি মহীং পালিতবাংস্ত নঃ'। ৭। হ 'পুরুমথাচ হ'। ৮। হ 'আনীকতাং'।

শ্রাসভূতা ময়া পুত্র জরা সংক্রামিতা হয়ি ।

তস্মাৎ প্রতিগ্রহীষ্যামি তামহং না[মা ?]ন্থথা কৃথাঃ ॥ ১৫ ॥

যস্মাৎ হয়ি কৃতং বাক্যং মমেদং পিতৃগৌরবাৎ ।

তস্মাৎ হং যশসা যুক্তো রাজ্যং প্রাপ্স্যসি শাস্বতম্ ।

এবমুক্ত্বা তু রাজর্ষিঃ স যযাতির্দ্বিবং যযৌ ॥ ১৬ ॥

কারয়ামাস ধর্ম্মেণ রাজ্যং পুরুষ চ ধর্ম্মবিৎ ।

প্রতিষ্ঠানে পুরবরে মহেন্দ্র ইব বীর্য্যবান্ ॥ ১৭ ॥

যদুস্ত জনয়ামাস যাতুধানান্ সহস্রশঃ ।

পুরে ক্রৌঞ্চবরে রাজ্যং বংশং চৈব চকার সঃ ॥ ১৮ ॥

১৭। লো-টী। প্রতিষ্ঠানে প্রয়াগে।

[লো-টী।] আশ্রমং বানপ্রস্থম্। 'আশ্রমো ব্রহ্মচর্য্যাদৌ বানপ্রস্থে বনে মঠে' ইতি কোষঃ। বনে বানপ্রস্থে।

জরা আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান কর ॥ ১৪ ॥

বৎস! আমি তোমার দেহে জরা গচ্ছিতবস্তুরূপে সংক্রামিত করিয়া-
ছিলাম, সুতরাং তাহা পুনরায় গ্রহণ করিব, তুমি অন্তথা করিও না ॥ ১৫ ॥

যেহেতু তুমি পিতৃ-গৌরব বশতঃ আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছ,
সেজন্য তুমি যশস্বী হইবে এবং শাস্বত রাজ্য লাভ করিবে,—এই বলিয়া রাজর্ষি
যযাতি স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ পুরু পুরঞ্চেষ্ঠ প্রয়াগে বীর্য্যবান্ মহেন্দ্রের শ্রায় ধর্ম্মানুসারে রাজ্য
শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

এদিকে যদু সহস্র সহস্র রাক্ষস উৎপাদন করিলেন এবং ক্রৌঞ্চবর-নগরে

১। হ 'যয়ি সংক্রামিতা জরা'। ২। হ 'পুনরিজ্জামাহং যতঃ শীঘ্রং মে প্রতিদীয়তাম্'। ৩। হ 'মম
বৈ'। ৪। হ 'তমেবমুক্ত'। ৫। হ 'পুরুঃ প্রিয়মথান্বজম্'। অতঃ পরং হ 'অভিবিচা চ রাজ্যে তং
বিবেশাশ্রমমাম্ববান্'। ততঃ কালেন মহতা তস্মিন্ পুণ্যে বসন্ বনে। পুণ্যকর্ত্তা স রাজর্ষির্দ্বিব্যাক্তির্দ্বিবং যযৌ'।
ইত্যধিকম্। ৬। হ 'পুরুষ'। ৭। হ 'কালীরাজো মহাবিশাঃ'। ৮। হ 'বদন্ত'। ৯। হ 'বনে'।
১০। হ 'ব্রহ্মবংশচকার'।

যযাতি^১নৈষ শাপায়ািঃ সৃষ্টিঃ কাব্যেন লক্ষণ ।

ধারিতঃ^২ ক্রাত্রধর্মেণ নিমিনা তু ন ধারিতঃ ॥ ১৯ ॥

এতৎ তে সর্বমাখ্যাভং সর্বকার্যনিদর্শনম্ ।

বর্তিতব্যং তথা সৌম্য যথা দোষো ন মে ভবেৎ ॥ ২০ ॥

ইতি কথয়তি রামে চন্দ্রতুল্যাননে তু প্রবিরলতরতারং ব্যোম জজেত তদানীম্ ।

অরুণকিরণরক্তা দিগ্ বভৌ চৈব সর্ববা কুসুমরসবিরক্তং বস্ত্রমাণ্ডুষ্ঠিতেব ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বান্দ্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পুরোরভিষেকো নাম

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

২০। লো-টী। সর্বকার্যনিদর্শনং সর্বকাৰ্যাস্ত নিদর্শনং যথা ভবতি তথা বর্তিতব্যম্ ।

২১। লো-টী। প্রকৃষ্টা বিরলা তারা যস্মিন্ তৎ, কুসুমরসেন বিরক্তং বিশেষেণ লোহিতম্, আণ্ডুষ্ঠিতেব পরিদধতীব ।

পুরোরভিষেকঃ ॥ ৬১ ॥

রাজ্য ও বংশ স্থাপন করিলেন ॥ ১৮ ॥

হে লক্ষ্মণ, যযাতি শুক্রাচার্য্য কর্তৃক প্রদত্ত শাপায়াি ক্রাত্রধর্ম্মানুসারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমি তাহা করেন নাই ॥ ১৯ ॥

হে সৌম্য, তোমার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম; যাহাতে সমস্ত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে এবং আমার কোনরূপ দোষ না হয়, সেইরূপ আচরণ করা কর্তব্য ॥ ২০ ॥

চন্দ্রতুল্যানন রামচন্দ্রের এই সকল কথা বলিতে বলিতে আকাশে হু'একটী নক্ষত্র দেখা গেল এবং দিক্‌সকল রক্তরশ্মি-রঞ্জিত হইয়া যেন পুষ্পরসে রঞ্জিত বস্ত্রদ্বারা অবগুষ্ঠিতা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বান্দ্রীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পূর্ব অভিষেক-নামক

৬১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

১। হ 'এব তুণনসা দত্তঃ শাপোৎসর্গো যযাতিবা'। ২। হ 'কম-'। ৩। হ 'যথা'। ৪। হ 'ন নো'। ৫। হ 'ত'। ৬। হ 'পূর্বা'। ৭। হ '-বিসৃজং'।

(৬২) দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

তয়োঃ সংবদতোরেবং রামলক্ষণয়োস্তদা ।

বাসন্তী সা নিশা জাতা ন শীতা ন চ ঘর্ষদা ॥ ১ ॥

ততঃ প্রভাতে বিমলে কুত্বা পৌর্বাহ্নিকৌ ক্রিয়াম্ ।

অভ্যারভত কাকুৎস্থঃ পৌরকার্যাণ্যবেক্ষিতুম্ ॥ ২ ॥

ধর্মানসনগতো রাজা রামো রাজীবলোচনঃ ।

রাজধর্মানবেক্ষন্ বৈ ত্রাঙ্কর্ণৈর্নৈর্গমৈঃ সহ ॥ ৩ ॥

পুরোধসা বশিষ্ঠেন ঋষিণা কাশ্যপেন চ ।

মন্ত্ৰিভির্ব্যবহারজৈস্তথানৈর্ধর্মপাঠকৈঃ ॥ ৪ ॥

নীতিজ্ঞৈরথ সন্তিষ্ঠ রাজভিঃ সা সভা বৃতা ।

সভা ইব মহেন্দ্রস্য যমস্য বরুণস্য বা ।

শুশ্রুভে রাজসিংহস্য রামস্তাক্রিষ্টকর্মণঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। রাজধর্মান্ অবেকন্ অবেক্ষিত্যমাণঃ ধর্মানসনগতঃ ধর্মানসং সভা তদগতঃ ।

৪। লো-টী। ধর্মপাঠকৈঃ পৌরাণিকৈঃ ।

তখন রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে শীত-গ্রীষ্ম-বিবর্জিত বসন্ত কালের রাত্রি উপস্থিত হইল ॥ ১ ॥

তার পর নির্মল প্রভাতে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পৌর্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পৌরকার্য্য দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥

পদ্মপলাশলোচন মহারাজ রামচন্দ্র রাজধর্মানুসারে নীতিশাস্ত্রবিৎ ত্রাঙ্কর্ণগণের সহিত ধর্মানসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৩ ॥

পুরোহিত বশিষ্ঠ, ঋষি কাশ্যপ, ব্যবহারজ্ঞ মন্ত্রিগণ, ধর্মপাঠকগণ, নীতিজ্ঞগণ

অথ রামোহত্রবীৎ তত্র লক্ষণং শুভলক্ষণম্ ।
 নির্গচ্ছ স্বং মহাবাহো হুমিত্রানন্দিবৰ্দ্ধন ।
 কার্যার্থিনশ্চ সৌমিত্রে ব্যাহর্তুং স্বমুপাক্রম ॥ ৬ ॥
 রামস্ত ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষণঃ শীঘ্রবিক্রমঃ ।
 দ্বারদেশমুপাগম্য কার্যিণশ্চাহ্নয়ৎ স্বয়ম্ ।
 ন কশ্চিদত্রবীৎ তত্র মম কার্যমিহাত্ বৈ ॥ ৭ ॥
 নেতর্যো ব্যাধয়শ্চৈব রামে রাজ্যং প্রশাসতি ।
 পকশস্তা বহুমতী সর্ব্বৌষধিসমম্বিতা ॥ ৮ ॥
 ন বালো ত্রিয়তে তত্র ন যুবা ন চ মধ্যমঃ ।
 ধর্ম্মেণ শাসিতং সর্ব্বং ন চ বাধা বিধীয়তে ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। নেতরঃ ঈতরঃ ষট্—“অতিরুষ্টিরনাবুষ্টিমুৎসিধিঃ শলভাঃ খগাঃ, প্রেতাসন্নান্ধ রাজানঃ ষড়্ভেতা ঈতরঃ স্মৃতাঃ”।

৯। লো-টী। ন চ বাচা বিধীয়তে ঈত্যাদয়ঃ সম্বীতি বা বাচা বাক্ সা কেনাপি ন বিধীয়তে নোচ্যতে । ‘বাধে’তি পাঠে কশ্চচিৎ কেনাপি পীড়া ন ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ ।

এবং সাধু নৃপতিগণকর্তৃক পরিপূর্ণা অক্লিষ্টকর্মা রাজশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের সেই সভা মহেন্দ্র, যম এবং বরুণের সভার হ্রায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪-৫ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র সেই সভামধ্যে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন, মহাবাহো লক্ষ্মণ, তুমি বাহিরে গমন করিয়া কার্যার্থীদিগকে আহ্বান করিতে আরম্ভ কর ॥ ৬ ॥

রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ দ্রুতপদে দ্বারদেশে গমন করত নিজেই কার্যার্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই ‘অত্ৰ আমার কার্য আছে’ এ কথা বলিল না ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্রের রাজত্বকালে [রাজ্যমধ্যে] অতিরুষ্টি, অনাবুষ্টি প্রভৃতি বিষয়সমূহ ও রোগ-যন্ত্রণা—কিছুই ছিল না এবং পৃথিবী পকশস্তা ও সর্ববিধ ঔষধিতে পরিপূর্ণা ছিল ॥ ৮ ॥

তিনি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত শাসন করিতেন, কোনরূপ উপদ্রবই সংঘটিত

দৃষ্টতে ন চ কার্যার্থী রামে রাজ্যং প্রশাসতি ।

লক্ষণঃ প্রাজ্জলিভূ^১ত্বা রামায়ৈবং শ্রবেদয়ৎ ॥ ১০ ॥

অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা সৌমিত্রিনিদমব্রবীৎ ।

ভূয় এব^২ হি গচ্ছ স্বং কার্যিণঃ প্রবিচারয় ॥ ১১ ॥

সম্যক্^৩ প্রণিহিতে দণ্ডে নাশশ্রো বিদ্রুতে কচিৎ ।

তস্মাদ্রাজভয়াৎ সর্বৈ রক্ষন্তীহ পরস্পরম্ ॥ ১২ ॥

বাণা ইব ময়া মুক্তা ইহ রক্ষন্তি নঃ প্রজাঃ ।

তথাপি স্বং মহাবাহো প্রজা রক্ষস্ব তৎপরঃ ॥ ১৩ ॥

১২। লো-টী। প্রণিহিতে বিহিতে, কর্ম্মানুরূপে দণ্ডে কৃতে ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ রাজদণ্ডভয়াৎ।

১৩। লো টী। বাণা নীলা বিষ্টাঃ, তা যথা সদা মুক্তাঃ সর্বদৈব ঘনীভূতাঃ পরস্পর-মাশ্রয়ং রক্ষন্তি, অতিকটকবদ্বাং তথা। ‘নীলা বিষ্টিবায়োবাণা দাসী চার্ত্তগলচ্চ সা’ ইত্যমরঃ। যজ্ঞপোষং তথাপি।

হইত না। কোন বালক, যুবা বা মধ্যবয়সের কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইত না ॥ ৯ ॥

লক্ষণ করযোড়ে ‘রামের রাজত্বকালে কোন কার্যার্থী দেখা যায় না’ এই কথা রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর প্রফুল্লচিত্ত রাম লক্ষণকে বলিলেন—তুমি পুনরায় গমন করিয়া কার্যার্থীদিগের অন্বেষণ কর ॥ ১১ ॥

কর্ম্মানুরূপ দণ্ড প্রদান করিলে কোথাও অধর্ম থাকিতে পারে না এবং সেই রাজদণ্ডের ভয়েই সকলে পরস্পরকে রক্ষা করে ॥ ১২ ॥

হে মহাবাহো, [যদিও] আমার নিকৃষ্ট বাণসমূহই যেন প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেছে, তথাপি তুমি প্রজারক্ষণে তৎপর হও ॥ ১৩ ॥

এবমুক্তস্ত সৌমিত্রিনির্জগাম নৃপালয়াৎ ।

অথাপশ্যদ্ দ্বারদেশে স্থানং পাদদ্বয়স্থিতম্ ॥ ১৪ ॥

তমেবং বীক্ষমাণং বৈ উৎক্ৰোশস্তং মুহম্মুহঃ ।

দৃষ্ট্বা তু লক্ষ্মণস্তং বৈ পপ্রচ্ছাথ স বীর্যাবান্ ।

কিং তে কার্যং মহাবাহো ক্রহি বিশক্রমানসঃ ॥ ১৫ ॥

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োহভ্যভাষত ।

সর্বভূতশরণ্যায় রামায়াক্লিষ্টকর্ষণে ।

ভয়েষভয়দাত্রে চ তস্মৈ বক্তং সমুৎসহে ॥ ১৬ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং সারমেয়স্য লক্ষ্মণঃ ।

রাঘবায় তদাখ্যাতুং প্রবিবেশালয়ং শুভম্ ॥ ১৭ ॥

নিবেদ্য রামস্য পুনর্নির্জগাম নৃপালয়াৎ ।

বক্তব্যং যদি তে কিঞ্চিৎ তৎ ক্রহি নৃপায় বৈ ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টী। পাদদ্বয়ং যথা স্তাভ্যুত্থা স্থিতম্। ‘পাদদ্বয়স্থিত’মিতি পাঠে পাদ-
দ্বয়েন স্থিতম্।

১৫। লো-টী। মহাক্তো উক্কো বাহু বস্ত তস্ত সযোধনম্।

এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া দুই পায়ে ভর
করিয়া অবস্থিত একটি কুকুরকে দ্বারদেশে দেখিলেন, সে ইতস্ততঃ অবলোকন
পূর্বক চীৎকার করিতেছিল। বীর্যাবান্ লক্ষ্মণ তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
মহাবাহো, তোমার কি প্রয়োজন,—তাহা নিঃশব্দচিস্তে বল ॥ ১৪-১৫ ॥

কুকুর লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া বলিল,—সমস্ত প্রাণীর রক্ষক, অক্লিষ্টকর্মা
এবং ভয়ে অভয়দাতা সেই রামচন্দ্রের নিকট [আমার বক্তব্য] বলিতে
ইচ্ছা করি ॥ ১৬ ॥

লক্ষ্মণ কুকুরের এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের নিকট তাহা বলিবার জন্ত
মুনোরম [সভা-] গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিয়া পুনরায় রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া

১। হ ‘অপশ্যদ্ দ্বারদেশে বৈ’। ২। হ ‘-বয়ে’। ৩। হ ‘উক্কো’। ৪। হ ‘দৃষ্ট্বা’। ৫।
হ ‘স-পপ্রচ্ছাথ বীর্যাবান্’।

স লক্ষ্মণবচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োহভ্যভাষত ।
 দেবাগারে নৃপাগারে দ্বিজবেশ্মনঃ বৈ তদা ।
 নাত্র যোগ্যা তু সৌমিত্রে যোনীনামধমা দ্বিয়ম্ ॥ ১৯ ॥
 প্রবেষ্টুং নাত্র শক্যামি ধর্মো বিগ্রহবান্ হি সঃ ।
 সত্যবাদী রণপটুঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ২০ ॥
 ষাড়্গুণ্যস্ত পদং বেত্তি নীতিকর্তা স রাঘবঃ ।
 সর্বভজঃ সর্বদর্শী চ রামো রময়তাং বরঃ ॥ ২১ ॥
 স সোমঃ স চ যুত্য়শ্চ স ধর্মো ধনদন্তথা ।
 বহিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্য্যো বৈ বরুণস্তথা ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। ইয়ং স্বধোনিঃ অধমা যোনিঃ, অত্র এষ ন যোগ্যঃ।

২১। লো-টী। ষড়্গুণমেব ষাড়্গুণ্যম্, তস্ত পাৰং স্থানম্। 'সন্ধিনা বিগ্রহো যানমাসনং বৈধমালয়ঃ' ইতি ষড়্গুণাঃ।

২২। লো-টী। রাম ইতি পাঠঃ, 'বম' ইতি বা।

কুকুরকে বলিলেন, যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, তাহা তুমি রাজার নিকট বল ॥ ১৮ ॥

সেই কুকুর লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, সুমিত্রানন্দন। এই অধমযোনি দেবগৃহে, রাজগৃহে এবং ব্রাহ্মণগৃহে প্রবেশ করিবার যোগ্য নয় ॥ ১৯ ॥

সত্যবাদী রণনিপুণ সর্বপ্রাণীর মঙ্গলাকাজক্ষী সেই রামচন্দ্র মুর্ত্তিমান্ ধর্ম, সুতরাং আমি এখানে প্রবেশ করিতে পারি না ॥ ২০ ॥

সেই অতিরমণীয় রামচন্দ্র সর্বভজ, সর্বদর্শী, নীতিজ্ঞ এবং [সন্ধি-বিগ্রহাদি] ষড়্গুণপ্রয়োগে নিপুণ। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, যুত্য়, ধর্ম, কুবের, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণস্বরূপ ॥ ২১-২২ ॥

১। হ 'লক্ষ্মণত'। ২। হ অতঃ পরং হ 'বহিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্য্যো বরুণস্তত্ৰিতি' ইত্যধিকম্।

৩। হ 'ভ'। ৪। হ 'মা বরম্'। ৫। হ 'সন্ধ'। ৬। ক 'ষড়্-'। ৭। হ 'বমো'।

তস্ত্ব হুং ক্রহি সৌমিত্রে প্রজাপালস্ত্ব রাঘব ।
 অনাজ্ঞপ্তস্ত্ব সৌমিত্রে প্রবেক্ষুং নোৎসাহাম্যহম্ ॥ ২৩ ॥
 আনুশংস্ত্বান্মহাভাগঃ প্রবিবেশ মহাত্ম্যভিঃ ।
 নৃপালয়ং প্রবিষ্টস্ত্ব লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥
 শ্রয়তাং মম বিজ্ঞাপ্যং কৌশল্যানন্দিবর্দ্ধন ।
 যস্যম্যোক্তং মহাবাহো তব শাসনজং বিভো ।
 শ্বা বৈ তিষ্ঠতি তে দ্বারি কার্যার্থী সমুপাগতঃ ॥ ২৫ ॥
 লক্ষ্মণস্ত্ব বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ ।
 তং প্রবেশয় বৈ ক্ৰিপ্রং কার্যার্থী যোহত্র তিষ্ঠতি ॥ ২৬ ॥

ইত্যৰ্ধে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সারমেয়বাক্যং নাম
 দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

২৩। লো-টা। আনুশংস্ত্বাৎ ক্রুরত্বাভাবাৎ ।

২৫। লো-টা। মম বিজ্ঞাপ্যং নিবেদনং ম্যোক্তং শ্রয়তাম্ । কিঙ্কতম্ ? তব শাসনজম্ ।
 যঃ কার্যার্থী দ্বারে সমাগতি স মম স্থানে বিজ্ঞাপনীয় ইতি বৎ তব শাসনমাজ্ঞা ততো জাতম্ ।
 সারমেয়বাক্যম্ ॥ ৬২ ॥

হে রাঘব, হে সুমিত্রানন্দম, আপনি সেই প্রজাপালক রামচন্দ্রের মিকট
 বলুন, আমি তাঁহার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ২৩ ॥

তখন মহাভাগ মহাত্ম্যভি লক্ষ্মণ দয়াপন্নবশ হইয়া রাজত্ববনে প্রবেশপূর্বক
 বলিলেন— ॥ ২৪ ॥

মহাবাহো প্রভু কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন, আমার নিবেদন শুনুন, আপনি
 যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন আমি সেইরূপ বলিয়াছি, কিন্তু সমাগত কার্যার্থী
 সারমেয় আপনার [অনুমতি অপেক্ষায়] দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে ॥ ২৫ ॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া বলিলেন, এখানে কার্যার্থী যে আছে, শীঘ্র
 তাহাকে প্রবেশ করাও ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বান্দীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সারমেয়বাক্য-নামক
 ৬২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

(৬৩) ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

দৃষ্ট^১ সমাগতং শ্বানং রামো বচনমব্রবীৎ ।

বিবক্ষা যা হি তে ক্রহি সারমেয় ন তে ভয়ম্ ॥ ১ ॥

অথাপশ্যত তত্রস্থং রামং স্বা ভিন্নমস্তকঃ ।

ততো দৃষ্ট^২ স রাজানং সারমেয়োহব্রবীদ্ বচঃ ॥ ২ ॥

রাজা কর্তা চ ভূতানাং রাজা চৈব বিনাশকঃ ।

রাজা সৃষ্টেষু জাগর্তি রাজা পালয়তে প্রজাঃ ॥ ৩ ॥

নীত্যা সুনীতয়া রাজা ধর্মং রক্ষতি রক্ষিতা ।

যদা ন পালয়েদ্ভাজা ক্ষিপ্ৰং নশ্যন্তি বৈ প্রজাঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। বিবক্ষা বক্তৃমিচ্ছা।

২। লো-টী। ভিন্নমস্তকঃ নগেন বিদীর্ণমস্তকঃ।

৩। লো-টী। কর্তা সৃষ্টস্থানাম্, সৃষ্টেষু তাত্ত্বার্থস্থ লোকেষু জাগর্তি স্বস্বধর্ম্যান্ প্রবর্তয়তি।

রামচন্দ্র কুকুরকে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, সারমেয়, তোমার যাহা বলিবার আছে তাহা বল, তোমার কোন ভয় নাই ॥ ১ ॥

তখন সেই বিদীর্ণমস্তক সারমেয় রামচন্দ্রকে দেখিল এবং দেখিয়া সে বলিতে লাগিল— ॥ ২ ॥

রাজাই প্রাণীদিগের কর্তা, রাজাই তাহাদের সংহারক, প্রজারা ঘুমাইলেও রাজা তাহাদের স্বার্থরক্ষায় জাগ্রত থাকেন [রাজাই অধাশ্মিকদিগের মধ্যে ধর্ম প্রবর্তিত করেন] এবং রাজাই প্রজাপুঞ্জকে পালন করেন ॥ ৩ ॥

রাজাই সকলের রক্ষাকর্তা এবং তিনিই উপযুক্ত নীতি অবলম্বনপূর্বক ধর্ম রক্ষা করেন ; তিনি পালন না করিলে প্রজাগণ শীঘ্র বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

১। ইতঃ পূর্বং সর্গায়ত্তে 'শ্রব'। রামস্ত বচনং লক্ষণবৃত্তিতত্বা। শ্বানমাহুর মতিমান্ রাধবায় ভবেন্নয়'। ইত্যধিকম্। ২। হ 'বিবক্ষ্যতাং মে'। ৩। হ 'রাজৈব কর্তা'। ৪। হ 'রতি'।

রাজা কর্তা চ গোপ্তা চ সর্বস্ব জগতঃ পিতা ।

রাজা কালো যুগং চৈব রাজা সর্বমিদং জগৎ ॥ ৫ ॥

ধারণাক্ষমিত্যাহুর্ধ্মেণ বিধ্বতাঃ প্রজাঃ ।

যস্মাক্কারয়তে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৬ ॥

ধারণাদ্বিধিযাং চৈব ধর্মো রঞ্জয়তে প্রজাঃ ।

তস্মাক্কারণমিত্যুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥

এষ রাম পরো ধর্মো রক্ষণে প্রেত্য চেহ চ ।

নহি ধর্মাস্তবেৎ কিঞ্চিদ্ দুশ্প্রাপমিতি মে মতিঃ ॥ ৮ ॥

দানং দয়া সতাং পূজা ব্যবহারেষু চার্জবম্ ।

এষ রাজন্ পরো ধর্মঃ ফলবান্ প্রেত্য রাঘব ॥ ৯ ॥

৫। লো-টা। কালঃ তত্তৎকালীনধর্ম প্রবর্তকঃ নাম তথায়ুগঞ্চ ।

৬-৭। লো-টা। ধারণাৎ সর্বধর্ম্যাণামাশ্রয়াৎ, কিঞ্চ ধর্মেণ বিধ্বতাঃ পোষিতা ইতি হেতোঃ রাজানং ধর্মমাহুর্বদন্তি । কিঞ্চ, যস্মাৎ ত্রৈলোক্যং ধারয়তে, যস্মাচ্চ বিধিযামপি ধারণাৎ যস্মাচ্চ প্রজাঃ অরঞ্জয়ৎ তস্মাদিতি । এবংবিধং ধারণমেব রাজ্ঞঃ সধর্মঃ সমানো যোগ্যো ধর্ম ইত্যর্থঃ—ইতি নিশ্চয়ঃ, সত্যমিতি শেষঃ ।

৮। লো-টা। অর্জবম্ অবক্রতা ।

রাজা সমুদয় জগতের পিতা, রাজা প্রজাগণের পালনকর্তা এবং রক্ষাকর্তা, রাজাই কাল এবং যুগ, তিনিই সমগ্র জগৎস্বরূপ ॥ ৫ ॥

ধর্মীহুসারে চরাচর সমস্ত ত্রিভুবন এবং প্রজাগণকে ধারণ (পালন) করেন বলিয়া রাজাকে ধর্ম বলা হয় ॥ ৬ ॥

যেহেতু রাজা শত্রুগণকেও ধারণ (পালন) করিয়া ধর্মীহুসারে প্রজারঞ্জন করেন, অতএব তিনি 'ধর্ম' । ধারণ বা প্রজাপালন রাজার ধর্ম, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৭ ॥

রাম ! এই ধর্ম পরলোকে এবং ইহলোকে [উভয়লোকেই] রক্ষা করে, এজন্য ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার বিবেচনায় ধর্মদ্বারা দুর্ভাগ্য কিছুই নাই ॥ ৮ ॥

মহারাজ রাম ! সাধুগণের পূজা, সরল ব্যবহার, দয়া এবং দান এই সকল

১। হ 'ধর্মো'ররূপে । ২। হ '-ভব' । ৩। হ 'রাজন্' । ৪। হ '-ধর্মঃ ফলবান্ প্রেত্য রাঘব' ।

৫। হ 'রাম' । ৬। হ '-ধর্মো রক্ষণং প্রেত্য চেহ চ ।

ত্বং প্রমাণং প্রমাণানামসি রাঘব সূত্রত ।

বিদিতশ্চৈব তে ধর্ম্যঃ সত্ত্বিরাচরিত্তচ্চ বৈ ॥ ১০ ॥

ধর্মাণাং ত্বং পরং ধাম গুণানাং সাগরোপমঃ ।

অজ্ঞানান্চ ময়া রাজমু ক্তস্ত্বং রাজসত্তম ।

প্রসাদয়ামি শিরসা ন ত্বং ক্রোদ্ধুমিহাহসি ॥ ১১ ॥

শুনঃ স বচনং শ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ।

কিং তে কার্য্যং করোম্যদ্য ক্রহি বিশ্বক্কা মাচিরম্ ॥ ১২ ॥

রামস্তা বচনং শ্রুত্বা সারমেয়োহব্রবোদিদম্ ।

ধর্মেণ রাষ্ট্রং বিন্দেত ধর্মেণৈবানুপালয়েৎ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। প্রমাণানাং বেদপুরাণাদীনাং প্রমাণং প্রতিপাত্তং যথা স্তান্তথা চাসি। ইহ সত্ত্বিরাচরিতো যো ধর্ম্যঃ।

১১। লো-টী। ধাম আশ্রয়ঃ। ‘ধর্মাণাং ত্বং পরঃ শ্রেষ্ঠ’ ইতি পাঠে ধর্মাণাং ধর্মবতাম্ গুণানাং গুণিনাং মধ্যে সাগরো যথা রত্নাদিগুণবান্, তথা ত্বম্।

১২। লো-টী। হে বিশ্বক্কা হে বিশ্বস্ত।

শ্রেষ্ঠ ধর্ম্যঃ ; [কিন্তু] এগুলি পরলোকে ফলপ্রদ ॥ ৯ ॥

হে সূত্রত রামচন্দ্র ! আপনি প্রমাণসমূহের প্রমাণ, (অর্থাৎ বেদ-পুরাণাদির প্রতিপাত্ত প্রমাণ-পুরুষ, অথবা লৌকিক প্রমাণসমূহের প্রমাণ্য-নিরূপক,) সাধুগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্য আপনি অবগত আছেন ॥ ১০ ॥

রাজন, আপনি ধর্ম্যসমূহের পরম আশ্রয় এবং গুণের সাগর ; হে রাজসত্তম, আমি অজ্ঞানবশতঃ যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্ত আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না ; আমি অবনতমস্তকে আপনার প্রসাদ (প্রসন্নতা) ভিক্ষা করিতেছি ॥ ১১ ॥

রামচন্দ্র সারমেয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, অস্ত্র তোমার কি কার্য্য করিবে তাহা অসংকোচে সত্ত্বর বল ॥ ১২ ॥

সারমেয় রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া বলিল, ধর্ম্মের দ্বারা রাজ্যলাভ করিতে হয় এবং ধর্ম্মানুসারেই পালন করিতে হয়, সকলের ভয়-হারক রাজা ধর্ম্মবলেই

ধৰ্ম্মাচ্ছরণ্যতাং যাতি রাজা সৰ্বভয়াপহঃ ।

ইদং বিজ্ঞায় যৎ কৃত্যং শ্রয়তাং মম রাঘব ॥ ১৪ ॥

ভিক্ষুঃ সৰ্ব্বার্থসিদ্ধশ্চ ব্রাহ্মণোহবসথে বসন্ ।

তেন দত্তঃ প্রহারো মে নিকারণমনাগসঃ ॥ ১৫ ॥

এতচ্ছ্রদ্ধা তু রামেণ দ্বারস্থঃ প্রেষিতস্তদা ।

অনীতশ্চ দ্বিজস্তেন সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥ ১৬ ॥

অথ দ্বিজঃ স্থিতং তত্র রামং দৃষ্ট্বা মহাত্ম্যতিম্ ।

কিং তে রাম ময়া কার্য্যং তদ্ ক্রহি ত্বং মমানঘ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। শরণ্যতাং সৰ্বেষামাশ্রয়তাম্। ‘ধৰ্ম্মাদ্বি বশতা’মিতি পাঠে সৰ্ব্বো লোকো রাজ্ঞো বশতাং যাতি প্রাপ্নোতি।

১৫। লো টী। সৰ্ব্বার্থসিদ্ধ ইতি নাম। যতঃ সৰ্ব্বশ্রমার্থে সিদ্ধো নিষ্করঃ প্রাপ্তপারঃ। অনাগসোহপরাধশূন্যত্ব।

১৬। লো-টী। সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থ সিদ্ধে সিদ্ধো কোবিদঃ পণ্ডিতঃ।

[লো-টী।] পাপমপরাধঃ। যতোহপরাধজাতক্রোধাৎ। ‘প্রভো’ ইতি পাঠে সোপহাসং সোধনম্।

সকলের আশ্রয় হ’ন; হে রাঘব, ইহা অবগত হইয়া আমার যাহা কার্য্য তাহা গ্রহণ করুন ॥ ১৪-১৪ ॥

ভিক্ষাজীবী সৰ্ব্বার্থসিদ্ধ নামক এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থাত্মনে বাস করেন না, তিনি নিরপরাধ আমাকে অকারণে প্রহার করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্র ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দৌবারিককে পাঠাইলেন এবং দৌবারিক সেই সৰ্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিল ॥ ১৬ ॥

পরে দ্বিজবর সভামধ্যে মহাত্ম্যতি রামচন্দ্রকে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন, পুণ্যান্বন, রাম, আমি আপনার কি কার্য্য করিব—তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৭ ॥

১। হ ‘ব্রাহ্মণ’। ২। হ ‘দ্বায়ঃ সংপ্রেষিতস্তদা’। ৩। হ ‘সৰ্ব্বার্থসিদ্ধকো’। ৪। হ ‘বিষয়বস্তুরা’। ৫। হ ‘দ্ব্যভিঃ’। ৬। হ ‘কার্য্যং ময়া রাম’।

এবমুক্তস্ত বিপ্রেন রামো বচনমব্রবীৎ ।

ত্বয়া দত্তঃ প্রহারোহয়ং সারমেয়স্ত ভো দ্বিজ ।

কিং তবাপকৃতং বিপ্র দণ্ডেনাভিহতো যতঃ ॥ ১৮ ॥

ক্ৰোধঃ প্রাণহরঃ শত্রুঃ ক্ৰোধো মিত্রমুখো রিপুঃ ।

ক্ৰোধো হুসির্মহা তীক্ষ্ণঃ সৰ্ব্বং ক্ৰোধোহপকৰ্ষতি ॥ ১৯ ॥

তপতে যজতে চৈব যচ্চ দানং প্রযচ্ছতি ।

ক্ৰোধেন সৰ্ব্বং দহতি তস্মাৎ ক্ৰোধং বিবৰ্জয়েৎ ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং প্রদুষ্ঠানাং হয়ানামিব ধাবতাম্ ।

কুবীত ধৃত্য সারথ্যং সংহত্যেদ্রিয়গোচরম্ ॥ ২১ ॥

১৯। লো-টী। ক্ৰোধোহনর্থহেতুরিত্যাহ—ক্ৰোধ ইতি দ্ব্যভ্যাম্। অমিত্রস্ত শত্রোরুৎখং যস্মাৎ সঃ। ‘মিত্রহর’ ইতি পাঠে মিত্রমপি হরতি সংহরতীতি তথা, বিকৰ্ষতি নাশয়তি।

২১-২২। লো-টী। ইন্দ্রিয়নিগ্রহো লোকানাং শুভাচরণঞ্চ ক্ৰোধস্ত প্রতিবদ্ধকমিত্যাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। প্রদুষ্ঠানামদম্যানাম্ ইন্দ্রিয়গোচরম্ ইন্দ্রিয়বিষয়তাং সংহত্য ইন্দ্রিয়বিষয়াদাকৃত্য ধৃত্য ধৈর্য্যেণ সারথ্যং নিগ্রহং কুবীত যঃ স কদাপি ক্ৰোধেন ন বেষ্টি, ন চ নৈব তেন লিপ্যতে ইতি দ্ব্যভ্যাম্ভয়ঃ। ‘প্রবিষ্টানা’মিতি পাঠে ইন্দ্রিয়গোচরং প্রবিষ্টানাং তস্মাৎ সংহত্যেতি পূৰ্ব্ববৎ। ‘প্রদুষ্ঠানা’মিতি পাঠে ইন্দ্রিয়বিষয়ং প্রতি দুষ্টানাম্। নিগ্রহে দৃষ্টান্তঃ—হয়ানামিব। ‘কুবীতাবৃত্য সারথ্যং সদবুদ্ধেইন্দ্রিয়গোচর’মিতি পাঠে সংহৃত্য বিষয়েষু স্বভাবতো বৃত্তানাম্ বর্তমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে রাম বলিলেন, ব্রাহ্মণ, আপনি এই সারমেয়কে প্রহার করিয়াছেন? এ আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল যে, আপনি ইহাকে লগুড়-দ্বারা [গুরুতর] আঘাত করিলেন? ॥ ১৮ ॥

ক্ৰোধ প্রাণিগণের প্রাণহর শত্রু, ক্ৰোধ মিত্রবেশী রিপু, ক্ৰোধ শাণিত অসিস্বরূপ, ক্ৰোধ সমস্তই বিনষ্ট করে ॥ ১৯ ॥

মহুয়ের তপস্যা, যজ্ঞ এবং দান—সমস্তই ক্ৰোধবশতঃ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ক্ৰোধ পরিত্যাগ করিতে হয় ॥ ২০ ॥

ধাবমান অশ্বের জায় অদমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ্যবস্তু হইতে আকর্ষণ পূর্বক ধৈর্য্যসহকারে নিগৃহীত করা উচিত ॥ ২১ ॥

মনসা কৰ্ম্মণা বাচা চক্ষুযা চ সমাচরেৎ ।

শ্রেয়ো লোকস্য চরতো ন দ্বেষ্টি ন চ লিপ্যতে ॥ ২২ ॥

ন তৎ কুর্যাদসিস্তীক্ষঃ সৰ্পো বা ব্যাহতঃ পদা ।

অরিৰ্বা ভূশংক্রুদ্ধো যথাত্মা ছরনুষ্ঠিতঃ ॥ ২৩ ॥

বিনীতবিনয়স্তাপি প্রকৃতিৰ্ন বিধীয়তে ।

প্রকৃতিং গৃহমানস্য নিশ্চয়ঃ প্রকৃতিধ্রুবা ॥ ২৪ ॥

এবমুক্তঃ স বিপ্রো বৈ রামেণাক্লিষ্টকৰ্ম্মণা ।

দ্বিজঃ সৰ্ব্বার্থসিদ্ধস্তু অত্রবীমৃপসম্মিধৌ ॥ ২৫ ॥

গোচরং বিষয়ম্ আবৃত্য আ ঙ্গেৎ আবৃত্য কিঞ্চিং কিঞ্চিং প্রার্থ্য । শেষং পূৰ্ব্ববৎ । চরতঃ সংপথে বৰ্ত্তমানস্য শ্রেয়ো যঃ সমাচরেৎ, অন্তস্তবৈতদ্ভাবাৎ সম্যাসেহধিকারো নাস্তীত্যাক্ষেপ ইতি ভাবঃ ।

২৩। লো-টী । কিঞ্চ মনোহপি তে ছটম্, অতো জন্মাদিহঃখং ভজসীতাহ—ন তদ্বিতি । তৎ তাদৃশম্ আত্মা মনঃ, কীদৃশঃ ? ছরনুষ্ঠিতঃ, ন বিস্ততে অধিষ্ঠিতমধিষ্ঠানমেকত্র বস্ত সঃ চঞ্চল ইত্যর্থঃ ।

২৪। লো-টী । কিঞ্চ, বিনীতো বিহিতো বাহ্যতো বিনয়ো যেন তস্তাপি প্রকৃতিৰ্মনসো দ্বেষ্টব্যতাবঃ ন বিধীয়তে ন নশ্চিতি, 'ন বিনীয়ত' ইতি বা পাঠঃ । কৃতঃ ? প্রকৃতিং স্বভাবং গৃহমানস্য সংব্রুধানস্তাপি সৈবা প্রকৃতিধ্রুবা ভবতীতি নিশ্চয়ঃ শাস্ত্রাণামিতি শেষঃ । অতো নগুণেন তব সৈবা প্রকৃতিরপনীতা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ।

মন, বাক্য, কৰ্ম্ম এবং চক্ষুদ্বারা লোকের হিতাচরণ করিতে হয়, তাদৃশ আচরণ করিলে কেহ বিদ্বেষ করে না এবং নির্লিপ্ত থাকি যায় ॥ ২২ ॥

ছকৰ্ম্মকারী আত্মা যাহা করে, অতিক্রুদ্ধ শত্রু বা পদদলিত সৰ্প অথবা শানিত তরবারিও তাহা করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

বাহ্যিক বিনয় প্রকাশ করিলেও [তাহাতে] প্রকৃতির (মানসিক দ্বেষ্ট স্বভাবের) পরিবৰ্ত্তন হয় না, স্বীয় স্বভাবকে গোপন করিয়া রাখিলেও সেই স্বভাব অপরিবৰ্ত্তিতই থাকিয়া যায়—ইহা নিশ্চয় ॥ ২৪ ॥

অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রামচন্দ্র সেই ব্রাহ্মণকে এইরূপ বলিলেন । [তখন] ব্রাহ্মণ সৰ্ব্বার্থসিদ্ধ মহারাজের নিকটে বলিতে লাগিলেন— ॥ ২৫ ॥

ময়া দত্তঃ প্রহারোহয়ং ক্রোধেনাবিষ্টচেতসা ।

ভিক্ষার্থমটমানেন কালে বিগতভৈক্ষকে ॥ ২৬ ॥

রথ্যাস্থিতস্তয়ং শ্বা বৈ গচ্ছ গচ্ছেতি ভাষিতঃ ।

অথ স্বৈরেণ গচ্ছংস্তু রথ্যাস্তে বিষমস্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

ক্রোধেন ক্ষুধ্যাবিষ্টস্ততো দত্তোহস্মৈ রাঘব ।

প্রহারো রাজরাজেন্দ্র শাধি মামপরাধিনম্ ॥ ২৮ ॥

ত্বয়া শাস্তস্য রাজেন্দ্র নাস্তি মে নরকাস্তয়ম্ ।

অথ রামেণ তে পৃষ্ঠাঃ সৰ্ব্ব এব সভাসদঃ ॥ ২৯ ॥

কিং কার্যমস্মৈ বৈ ক্রত দণ্ডো বৈ কোহস্মৈ পাত্যতাম্ ।

সম্যক্ প্রণিহিতে দণ্ডে প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥ ৩০ ॥

২৬। লো-টী। ভিক্ষৈব ভৈক্ষকং বিগতং ভৈক্ষকং যস্মিন্ তস্মিন্ বিগতপ্রায়ভিক্ষাকাল ইত্যর্থঃ।

২৭। লো-টী। রথ্যা পশ্বাস্তত্র স্থিতঃ। রথ্যাস্তে পশ্বিমধ্যে, তত্রাপি স্বৈরেণ স্বৈচ্ছয়া গচ্ছন্ত্য তত্রাপি বিষমে স্থিতম্ গন্ত্য যথা ন শক্নোমি তথা বিষমস্থিতং 'দৃষ্ট্ৱ' ইতি শেষঃ। 'গচ্ছংস্তু' 'বিষমে স্থিত' ইতি বা পাঠঃ।

২৯। লো-টী। শাস্তস্য কৃতদণ্ডস্য।

আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই প্রহার করিয়াছি ; তখন ভিক্ষার কাল অতি-বাহিত হইয়া যাইতেছিল, আমি ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ করিতেছিলাম ॥ ২৬ ॥

এই সারমেয় পশ্বিমধ্যে ছিল, আমি ইহাকে পুনঃ পুনঃ সরিয়া যাইতে বলায় এ ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে পশ্বিমধ্যে বিষমভাবে (অর্থাৎ আড়া-আড়িভাবে আমার গতিরোধ করিয়া) দাঁড়াইয়া রহিল ॥ ২৭-২৮ ॥

হে রাম, আমি ক্ষুধ্য কাতর হইয়া ক্রোধে ইহাকে প্রহার করিয়াছি ; হে রাজরাজেন্দ্র ! অপরাধী আমাকে দণ্ড প্রদান করুন। রাজেন্দ্র, আপনার নিকট দণ্ডিত হইলে আমার আর নরকাস্তয় থাকিবে না। পরে রামচন্দ্র

ভৃগুঙ্গিরসকুৎসায়া বশিষ্ঠশ্চ সকাশ্যপঃ ।

ধর্ম্মপাঠকমুখ্যাশ্চ সচিবা নৈগমান্তথা ।

এতে চান্মে চ বহবঃ পণ্ডিতান্তত্র সংগতাঃ ॥ ৩১ ॥

অবধ্যো ব্রাহ্মণো দণ্ডৈরিতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ ।

ক্রবতে রাজবৎ সর্বৈ রাজধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩২ ॥

অথ তে মুনয়ঃ সর্বৈ রামমেবাক্রবৎসুদা ।

রাজা শাস্তা হি সর্বস্য ত্বং বিশেষেণ রাজব ॥ ৩৩ ॥

ত্রৈলোক্যস্য ভবান্ শাস্তা দেবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।

এবমুক্তে তু তৈঃ সর্বৈঃ শ্বা বৈ বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥

৩১। লো-টী। অঙ্গিরসঃ অদন্তোহপি। বশিষ্ঠোহত্রিষ্ঠ কশ্যপেন সহ বর্তমানো অস্তে চ। যদ্বা কশ্যপেন সহ বর্তমানো বশিষ্ঠাত্ত্রি বশিষ্ঠাত্রিসকশ্যপা ইতি বিশেষ্যস্ত পূর্বনিপাতঃ। ভৃগুঙ্গি-রসশ্চৈব বশিষ্ঠোহত্রিঃ সাকশ্যপ' ইতি বা পাঠঃ।

৩৪। লো-টী। বিষ্ণুরিব।

সমস্ত সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত আপনারা বলুন; উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিলে প্রজাগণ সুরক্ষিত হয়, সুতরাং ইহার প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা যায় ॥ ২৯-৩০ ॥

বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, অঙ্গিরস এবং কুৎস প্রভৃতি ঋষিগণ, প্রধান ধর্ম্মপাঠকগণ, মন্ত্রিগণ, পুরবাসিগণ এবং অগ্র্য্য বহু পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ॥ ৩১ ॥

রাজধর্ম্মাভিজ্ঞ সকলেই রামচন্দ্রকে বলিলেন, ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় নহেন— ইহা শাস্ত্রবিদগণ অবগত আছেন ॥ ৩২ ॥

পরে সেই সকল মুনিগণ রামকেই বলিলেন, হে রাম! রাজাই সকলের শাসনকর্ত্তা, বিশেষতঃ আপনি; আপনি ত্রৈলোক্যেরও শাসনকর্ত্তা সনাতন দেব বিষ্ণু। তাঁহারা এই কথা বলিলে সারমেয় বলিল— ॥ ৩৩-৩৪ ॥

যদি তুফোঁহসি মে রাজন্ যদি দেয়ো বরো মম ।
 প্রতিজ্ঞাতং ত্বয়া বীর কিং করোমীতি চ শ্রুতম্ ॥ ৩৫ ॥
 প্রযচ্ছ ব্রাহ্মণশ্চাস্ত্র কৌলপত্যং নরাধিপ ।
 কালঞ্জরে মহারাজ কৌলপত্যং প্রদীয়তাম্ ॥ ৩৬ ॥
 এতচ্ছ ত্বা তু রামেণ কৌলপত্যেহভিষেচিতঃ ।
 প্রযযৌ ব্রাহ্মণো হুফো গজস্কন্ধেন সোহর্চিতঃ ॥ ৩৭ ॥
 অথ তে রামসচিবাঃ স্ময়মানা বচোহব্রুবন্ ।
 বরোহয়ং দত্ত এবাস্ত্র নাযং শাপো মহাত্ম্যতে ।
 এবমুক্তস্ত সচিবৈ রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

৩৬। লো-টী। কুলপতির্দেববিপ্রপূজাধিপতিঃ, তস্ত ভাবঃ কৌলপত্যম্ ।

৩৮। লো-টী। অস্ত বরো দত্তঃ ন শাপো ন দণ্ডঃ । ‘বরোহয়ং দত্তবানি’তি পাঠে অস্ত
 যৎ স্বং দত্তবান্ অয়ং বরো নাযং শাপঃ ।

রাজন্, যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে
 বর দান করেন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি-পদ প্রদান করুন। হে বীর,
 হে নরাধিপ, শুনিয়াছি, ‘তোমার কি করিব’ এই কথা বলিয়া আপনি আমার নিকট
 প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন ; সুতরাং মহারাজ, এই ব্রাহ্মণকে ‘কালঞ্জরে’ কুলপতিপদ
 প্রদান করুন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

ইহা শুনিয়া রাম তাঁহাকে কুলপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন
 এবং সেই ব্রাহ্মণও সম্মানিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক প্রস্থান
 করিলেন ॥ ৩৭ ॥

পরে রামের অমাত্যগণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হে মহাত্ম্যতে ! ইহাকে ত’
 ‘শাপ’ (দণ্ড) দেওয়া হইল না, বরং ‘বর’ই দেওয়া হইল। মন্ত্ৰিগণ এইরূপ
 বলিলে রামচন্দ্র বলিলেন— ॥ ৩৮ ॥

ন যুয়ং গতিতত্ত্বজ্ঞাঃ স্বা বৈ জানাতি কারণম্ ।

অথ পৃষ্ঠস্তু রামেণ সারমেয়োহব্রবীদিদম্ ॥ ৩৯ ॥

অহং কুলপতিস্তত্ত্ব আসং শিষ্টান্নভোজনঃ ।

দেবদ্বিজাতিপূজায়াং দাসীদাসেষু রাঘব ॥ ৪০ ॥

সংবিভাগী শুভরতির্দেবদ্রব্যস্য রক্ষিতা ।

বিনোতঃ শীলসম্পন্নঃ সর্বসম্বহিতে রতঃ ।

সোহহং প্রাপ্ত ইমাং ঘোরামবস্থামধমাং গতিম্ ॥ ৪১ ॥

এবং ক্রোধান্বিতো বিপ্রস্ত্যক্তধর্মাহহিতে রতঃ ।

ক্রুরো নৃশংসঃ পুরুষোহবিদ্বান্ পাণী ন ধার্মিকঃ ॥ ৪২ ॥

৩৯। লো-টী। গতিতত্ত্বজ্ঞাঃ গতে: কোলপত্যস্ত দশায়াত্তত্ত্বজ্ঞান যুয়ম্। 'ন হুয়ং গতিতত্ত্বজ্ঞ' ইতি পাঠে অয়ং সর্বার্থসিদ্ধৌ ভিক্ষুঃ।

৪০-৪১। লো-টী। তত্র কালজ্ঞরে দেবদ্বিজাতিপূজায়াং কুলপতিরধ্যক্ষ আসম্। শিষ্টান্ন-ভোজনঃ পঞ্চযজ্ঞাবশেষভোজনঃ। দাসদাসীষু সংবিভাগী সংবিভজ্য দাতা সোহহং কুলপতিষ্মেন ইমাং গতিং দশাম্, কীদৃশীম্? অবস্থাম্, অব পরিভববিষয়ঃ স্বা স্থিতিধ্বস্তান্তাম্। 'অব ব্যাপ্তিবিয়োগয়োবীষদর্থে পরিভবে' ইতি কোষঃ।

৪২-৪৩। লো-টী। এবময়ং ক্রুরঃ ক্রুরস্বভাবঃ নৃশংসো ঘাতকঃ অতএব বিপ্রঃ

আপনারা ইহার (কুলপতিষ্মের) তত্ত্ব জানেন না, এই কুকুর ইহার কারণ জানে। তৎপরে রামচন্দ্র সারমেয়কে [ইহার কারণ] জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—॥ ৩৯ ॥

হে রাঘব! আমি সেই কালজ্ঞরে দেব-ব্রাহ্মণ-সেবায় এবং দাসদাসীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বিভাগপূর্বক প্রদানকার্য্যে নিযুক্ত পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্টভোজী শুভকার্য্যে আসক্তিসম্পন্ন দেবস্ব-রক্ষক, বিনয়ী, চরিত্রবান্, সর্বপ্রাণীর হিতসাধনে নিরত কুলপতি ছিলাম, সে-ই আমি এইরূপ ভয়ঙ্কর হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪০-৪১ ॥

হে রাঘব, এতাদৃশ ক্রোধী ব্রাহ্মণ ধর্ম্মত্যাগী, অহিতাচরণে নিরত, ক্রুরস্বভাব,

কুলানি পাতয়ত্যেব সপ্ত সপ্ত চ রাঘব ।

তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাস্ত্র কৌলপত্যং ন কারয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

যমিচ্ছেন্নরকং নেতুং সপুত্রপশুবান্ধবম্ ।

দেবেষধিকৃতং কুৰ্যাদ্ গোষু তং ব্রাহ্মণেষু চ ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণং দেবদ্রব্যং চ স্ত্রীণাং বালধনঞ্চ যৎ ।

দত্তং হরতি যো ভূয় ইষ্টৈঃ সহ বিনশ্চতি ॥ ৪৫ ॥

ব্রাহ্মণদ্রব্যমাদত্তে দেবানাং চৈব রাঘব ।

সদ্যঃ পততি ঘোরে বৈ নরকে বীচিসংজ্ঞকে^১ ।

নিরয়ান্নিরয়ং চৈব পততে স নরাধমঃ ॥ ৪৬ ॥

পাতয়তি পাতয়িষ্যতি । ন কারয়েৎ ন কুৰ্য্যাদ্ ।

৪৪ । লো-টী । অধিকৃতমধিকারম্ ।

৪৫ । লো-টী । বালধনং বালস্ত চ ধনং দত্তং স্বয়মন্তেন বা ।

৪৬ । লো-টী । আদত্তে গৃহ্ণতি ।

নৃশংস, পাপী এবং অধার্মিক হইয়া চৌদ্দপুরুষ পাতিত করিবে । স্মৃতরাং কোন অবস্থাতেই কুলপতিত করিতে নাই ॥ ৪২-৪৩ ॥

পুত্র, বান্ধব এবং পশুগণের সহিত যাহাকে নরকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকেই দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গো-সেবার অধিকারী করিবে ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণ-ধন, দেবতার দ্রব্য, স্ত্রীধন এবং বালককে প্রদত্ত ধন যে হরণ করে, সে সপরিবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫ ॥

হে রাঘব, যে ব্রাহ্মণের এবং দেবতার দ্রব্য গ্রহণ করে, সে ‘বীচি’নামক ভয়ঙ্কর নরকে সত্যঃ পতিত হয় এবং সেই নরাধম নরক হইতে নরকান্তরে গমন করে ॥ ৪৬ ॥

১। হ ‘-জিতঃ’ ২। হ অতঃ পরং ‘মনসাপি হি দেবৎ ব্রাহ্মণস্ত হনতু যঃ’ ইত্যধিকম্ । ৩। হ ‘পতন্তো নরাধমঃ’ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রামো বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ ।

শ্রাপ্যগচ্ছামহাতেজা যত এবাগতস্ততঃ ॥ ৪৭ ॥

মনস্বী পূর্বজাতিভ্জো জাতিমাত্রোপদূষিতঃ ।

বারাণশ্যঃ মহাভাগঃ প্রায়ং চোপবিবেশ হ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যর্ষে বাম্বীকৌয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সারমেয়-ব্রাহ্মণসংবাদো নাম
ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

৪৮। লো-টী। প্রায়ং মরণাবধি অনশনব্রতং চকার ।

ব্রাহ্মণ-সারমেয়সংবাদঃ ॥ ৬৩ ॥

রামচন্দ্র সেই কথা শুনিয়া বিশ্বয়ে বিফারিত-নেত্র হইলেন । মহাতেজস্বী
সারমেয়ও যে-স্থান হইতে আসিয়াছিল সেইস্থানে গমন করিল ॥ ৪৭ ॥

পূর্বজন্মাভিভ্জ জাতিমাত্র-দূষিত মনস্বী সেই মহাভাগ সারমেয় বারাণসীতে
প্রায়োপবেশন করিল ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বাম্বীকপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মণ-সারমেয়সংবাদ নামক
৬৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

(৬৪) চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে রম্যে পাদপশোভিতে ।

নদীকীর্ণে গিরিবরে কোকিলানেককুজিতে ॥ ১ ॥

সিংহব্যাঘ্রসমাকীর্ণে নানাদ্বিজসমাবৃতে ।

বৃক্ষোলুকঃ প্রবসতে বহুন্ বর্ষগণানপি ॥ ২ ॥

অথোলুকশ্চ ভবনং গৃধ্রঃ পাপবিনিশ্চয়ঃ ।

মমৈতদিতি কৃত্বাসৌ কলহং তেন চাকরোং ॥ ৩ ॥

রাজা সর্বশ্চ লোকশ্চ রামো রাজীবলোচনঃ ।

তং প্রপত্তাবহে শীঘ্রং যশ্চৈতদ্ভবনং ভবেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি কৃত্বা মতিং তাং তু নিশ্চয়ার্থং স্থনিশ্চিতাম্ ।

গৃধ্রোলুকৌ প্রপত্তেতাং জাতকোপৌ হুমর্ষিণৌ ॥ ৫ ॥

১। লো-টা। তস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্ বো বনোদ্দেশঃ বনপ্রদেশস্তস্মিন্ ।

৫। লো-টা। নিশ্চয়ার্থং যথা তথা স্থনিশ্চিতাম্ ।

কোন এক বনপ্রদেশে অবস্থিত রমণীয় বৃক্ষশোভিত নদীসমাকীর্ণ অনেক-কোকিল-নিনাদিত সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল বহুবিধ পক্ষিসমবৃত্ত এক উত্তম পর্বতে এক বৃদ্ধ উলুক বহুবর্ষ যাবৎ বাস করে ॥ ১-২ ॥

অনন্তর এক পাপিষ্ঠ গৃধ্র সেই উলুকের গৃহকে 'ইহা আমার গৃহ' বলিয়া বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩ ॥

“পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র সমস্ত লোকের রাজা, আমরা তাঁহার নিকটে শীঘ্র যাইব, [তাঁহার বিচারে] এই গৃহ যাহার হয় হইবে” ॥ ৪ ॥

বিবাদ-মীমাংসার জন্য এইরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়া ঈর্ষান্বিত এবং ক্রুদ্ধ সেই

১। হ 'পুজিতে'। ২। হ '-গণাবৃতে'। ৩। হ 'গৃধ্রোলুকৌ প্রপত্তৌ'। ৪। হ 'বর্ষ'।

৫। হ 'তো'। ৬। হ '-তো'।

রামং প্রপদ্য তৌ শীঘ্রং কলিৰ্যাকুলচেতসৌ ।

তৌ পরস্পরবিদ্বেষাৎ স্পৃশতঃচরণৌ তদা ॥ ৬ ॥

অথ দৃষ্ট্বা নরেন্দ্রং তং গৃহ্নো বচনমব্রবীৎ ।

স্বরাগামস্বরগাং চ প্রধানোহসি মতো মম ॥ ৭ ॥

বৃহস্পতেঃশু শুক্রাচ্চ বিশিষ্টৌহসি মহাত্ম্যতে ।

পরাবরজ্যো লোকানাং কাস্ত্য্য চন্দ্র ইবাপরঃ ॥ ৮ ॥

তুর্নিরীক্ষ্য যথা সূর্য্যো হিমবানিব গৌরবে ।

সাগরশ্চাপি গান্ধীৰ্য্যাল্লোকপালোপমো হসি ॥ ৯ ॥

কাস্ত্য্য ধরণ্যাস্তল্যোহসি শীঘ্রত্বে হনিলোপমঃ ।

গুরুস্বং সত্বসম্পন্নঃ কীৰ্ত্তিযুক্তশ্চ রাঘব ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। রামং শীঘ্রং গন্তুমদ্যুক্তৌ ইত্যেকং বাক্যম্, ততঃশ্চ তৌ প্রপদ্য গন্তুমুচ্ছোগং কৃৎসপি করণৈঃ পরস্পরং দেহং স্পৃশতঃ।

৭। লো-টী। গৌরবে শিষ্টাচরণে (৭) শিষ্টাচরণে।

গৃহ্ন এবং পেচক রামের নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

তাহারা পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ কলহ করিতে করিতে ব্যাকুলচিত্তে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ যুগল স্পর্শ করিল ॥ ৬ ॥

পরে গৃধ্র, মহারাজ রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিতে লাগিল—আপনি দেবতা এবং অশুরগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার মনে হয় ॥ ৭ ॥

হে মহাত্ম্যতে! আপনি বৃহস্পতি এবং শুক্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আপনি জগতের ভূত-ভবিষ্যৎ-তত্ত্বজ্ঞ, আপনি সৌন্দর্য্যাদ্বারা দ্বিতীয় চন্দ্রের ত্রায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৮ ॥

আপনি সূর্য্যের ত্রায় তুর্নিরীক্ষ্য, গুরুত্বে হিমালয়ের ত্রায় এবং গান্ধীৰ্য্যে সমুদ্রতুল্য ও লোকপালসদৃশ ॥ ৯ ॥

হে রাঘব, আপনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য, শীঘ্রগতিতে বায়ুসদৃশ, আপনি সত্বসম্পন্ন এবং কীৰ্ত্তিমান্ ॥ ১০ ॥

অমর্য্যী দুর্জয়ো জেতা সর্বাস্ত্রবিধিপারগঃ ।

শৃগুঃ মম বৈ রাম বিজ্ঞাপ্যং নরপুঙ্গব ॥ ১১ ॥

মমালয়ং পূর্বকৃতং বাহুবীর্য্যেণ রাঘব ।

উলূকো হরতে রাজ্যংস্তত্র ঙ্গং ত্রাভুমহঁসি ।

এবমুক্তে তু গৃধ্রেণ উলূকো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

সোমাস্ততক্রতোঃ সূর্য্যাক্ষনদাদা যমাত্তথা ।

জায়তে বৈ নৃপো রাম কিঞ্চিদ্বতি মানুষ্যঃ ।

ঙ্গং তু সর্বময়ো দেবো নারায়ণ ইবাপরঃ ॥ ১৩ ॥

যা চ তে সৌম্যতা রাজন্ সম্যক্ প্রণিহিতা বিভো ।

সৌম্যাকারগুণাবিষ্টস্তেন সোমাংশজো ভবান্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। অমর্য্যী পাপিনাং পাপক্ষমায়ামক্ষমঃ ।

১৩। লো-টী। সোমাদীনামংশেন নৃপো জায়ত ইত্যর্থঃ। ‘কিঞ্চিদ্’ ভবতি মানুষ্যঃ’ নৃপে মানুষ্যাংশোহন্ন ইত্যর্থঃ।

১৪। লো-টী। সোমাং মনোজ্ঞং তস্তা সৌম্যতা প্রণিহিতা সর্বত্র বিহিতা। সম্যক্ সর্বতোভাবেন যে পরা গুণা উত্তমগুণান্তেষামাবিষ্টমাস্রয়ো যত্র সঃ। ‘সম্যক্ পরগুণাদিষ্ট’ ইতি পাঠে সম্যক্ পরস্মিন্ শত্রাবপি গুণস্ত ন চ দোষস্ত আদিষ্টমুপদেশো যস্ত সঃ।

নরশ্রেষ্ঠ রাম, আপনি অমর্য্যী (অর্থাৎ পাপীদিগের পাপ ক্ষমা করিতে অক্ষম), দুর্জয়, জেতা এবং সমস্ত অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ; আমার যাহা বক্তব্য তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

মহারাজ রাম, আমার পূর্বকৃত গৃহ পেচক বাহুবলে হরণ করিতেছে, এ বিষয়ে আপনি পরিত্রাণ করুন। গৃধ্র এইরূপ বলিলে পেচক বলিতে আরম্ভ করিল— ॥ ১২ ॥

হে রাম, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, কুবের এবং যমের অংশই রাজা জন্মগ্রহণ করেন, মনুষ্যের অংশ রাজ্যে অতি অল্প থাকে; আপনি ত’ দ্বিতীয় সর্বময় দেব নারায়ণ-স্বরূপ ॥ ১৩ ॥

প্রভো মহারাজ! আপনার যে সৌম্যতা, তাহা সর্বত্র সুন্দররূপে

। হ ‘সমং চরসি চাষিষ তেন সোমাংশজো ভবান্’ ।

ক্রোধে দণ্ডে প্রজানাথ দানে পাপভয়াপহঃ ।

দাতা হর্ভাসি গোপ্তাসি তেনেন্দ্র ইব নো ভবান্ ॥ ১৫ ॥

অধ্বাঃ সর্বভূতানাং তেজসা চানলোপমঃ ।

সুতীক্ষ্ণস্তপসে পাপাংস্তেন ভাস্করসমিভঃ ॥ ১৬ ॥

সাক্ষাদ্বিত্তেশতুল্যোহসি অথবা ধনদাধিকঃ ।

বিত্তেশ্চৈব পদ্মা ত্রীনিত্যং তে রাজসত্তম ।

ধনদস্ত তু কোষণে ধনদন্তেন নো ভবান্ ॥ ১৭ ॥

১৫। লো-টী। কোষে পাণ্ড্রে উপস্থিতে সতি দাতা, দণ্ডে নিমিত্তে দণ্ডস্ত হস্তা ধনা-
হর্ভা, দানে দণ্ডগোপ্তা, প্রজানাথ পাপেভ্যঃ পাপিষ্ঠেভ্যঃ ভয়াপহঃ ।

১৬। লো-টী। তপসে তাপয়সি ।

১৭। লো-টী। বিত্তে বিত্তবতি ধনদে ত্রীশ্লিষর্গসম্পত্তিঃ যত্তা আয়ত্তা, তে তব পুনঃ ত্রীঃ
সপদ্মা সশ্রীকা, তত্রাপি নিতাম্। যদ্বা, বিত্তেয়ত্তা ধনদস্ত বিত্তস্ত ইয়ত্তা প্রমাণং বর্ততে, তব
তু সাক্ষাৎ সপদ্মা পদ্মসহিতা ত্রীঃ, অতো বিত্তস্থানস্ততা তবেতি ভাবঃ। ‘বিত্তেশস্ত সপদ্মা ত্রী’রিত
বা পাঠঃ। নো নিষেধে। ধনদস্ত চ তেন কোষণার্থসমূহেন ভবান্ন ধনদঃ, কিন্তু স্বীয়কোষণে।
যদ্বা, নোহস্মাকং ভবান্ প্রভূরিতার্থঃ, তথা ধনদস্ত চ, ধনদস্তাপি ধনদাতা ভবান্, তেন স্বীয়েন অর্থ-
সমূহেন। ‘ধনদন্তেবে’তি পাঠে ধনদস্ত কোষণেব ন ধনদঃ, কিন্তু তেন বিলক্ষণেন ।

অবস্থিত, আপনি সৌম্য (রমণীয়) আকৃতি এবং গুণের আশ্রয়, সুতরাং চন্দ্রাংশ-
জাত ॥ ১৪ ॥

ক্রোধ, দণ্ড এবং দান বিষয়ে প্রজাদিগের প্রভু, পাপিষ্ঠের অত্যাচারজনিত
ভয়াপহারক, [সজ্জনের] দাতা, [দুর্জনের] অপহর্ভা এবং [সকলের] রক্ষক
বলিয়া আপনি আমাদের নিকট ইন্দ্রতুল্য ॥ ১৫ ॥

তেজে সর্বপ্রাণীর অধ্বা বলিয়া আপনি অগ্নিতুল্য এবং পাপিষ্ঠদিগকে
কঠোর হইয়া সন্তাপ (শাস্তি) দান করেন বলিয়া আপনি সূর্য্যতুল্য ॥ ১৬ ॥

হে রাজসত্তম, আপনি সাক্ষাৎ কুবেরতুল্য অথবা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; কারণ,
কুবেরের ঐশ্বৰ্য্যের ত্রায় আপনার ঐশ্বৰ্য্য সর্বদা বিরাজমান.; আপনি কুবেরের সেই
ভাণ্ডার হইতেও আমাদের দান দান করেন ॥ ১৭ ॥

সমঃ সৰ্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ ।

শত্রৌ মিত্রে চ তে দৃষ্টিঃ সমতাং যাতি রাঘব ॥ ১৮ ॥

ধৰ্ম্মেণ শাসনং নিত্যং ব্যবহারবিধিক্রমাৎ ।

যশ্চ রুদ্ধ্যসি বৈ রাম যুত্যান্তশ্চ হি ধাবতি ।

গীয়সে তেন বৈ রাম যম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ১৯ ॥

যশৈচম মানুষো ভাবো ভবতো নৃপসত্তম ।

আনুশংস্তপরো রাজন্ সত্ত্বেষু ক্ষময়াম্বিতঃ ॥ ২০ ॥

দুৰ্বলশ্চ ত্বনাথশ্চ রাজা ভবতি বৈ বলম্ ।

অচক্ষুষো হি ত্বং চক্ষুরগতেত্বং গতিস্থথা ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। ব্যবহারো লৌকিকঃ, বিধিঃ শাস্ত্রীয়ঃ, তয়োঃ ক্রমাৎ। ‘রুদ্ধ্যদী’তি পাঠঃ। ‘কটোহসী’তি কচিৎ। অভিতো বিক্রমো যশ্চ সঃ।

২০। লো-টী। যতশ্চমিত্রাদিদেবতাংশঃ, অতো যত্র [যন্তে ?] ভাবঃ সোহনুশংসেষু ভাবেষু মধ্যে পরঃ শ্রেষ্ঠঃ, সবেষু প্রাণিষু ক্ষময়াম্বিতশ্চ। ‘আনুশংস্তপর’ ইতি পাঠে আনুশংস্তমক্ৰোধাৎ পরং শ্রেষ্ঠং যশ্চ সঃ।

২১। লো-টী। ‘অগতেত্বং ভবেগতি’রिति পাঠো বা।

রামচন্দ্র, আপনি চরাচর সর্বভূতে সমদর্শী, শত্রু এবং মিত্রে আপনার তুল্য ॥ ১৮ ॥

রাম, আপনি লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় ক্রমানুসারে ধর্ম্মতঃ সর্বদা শাসন করেন, আপনি যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, যত্ন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, তজ্জন্ত আপনি বিখ্যাত ‘যম’ বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ১৯ ॥

হে নৃপসত্তম, আপনার এই যে মনুষ্যভাব, ইহা প্রাণিদিগের প্রতি ক্ষমা ও নিরতিশয় করুণাপ্রযুক্ত ॥ ২০ ॥

রাজা অনাথ এবং দুর্বলের বল, আপনি অন্ধের চক্ষুঃ এবং অগতির গতি ॥ ২১ ॥

১। হ ‘হারে’। ২। হ ‘তত যুত্মর্কিধাবতি’। ৩। হ ‘বিক্রমঃ’। ৪। হ ‘অনুশংসপ’। ৫। হ ‘রাজা’। ৬। হ ‘দুর্বোত্তম’। ৭। হ ‘শ্চ গতির্ভবান্’।

অস্মাকমপি নাথস্তং শ্রয়তাং মম ধার্মিক ।
 মমালয়ং প্রবিষ্টস্তু গৃধ্রো মাং বাধতে নৃপ ॥ ২২ ॥
 ত্বং হি দেব মনুষ্যেষু শাস্তা বৈ নরপুঙ্গব ।
 এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ রামঃ সচিবানাহ্বয়ৎ স্বয়ম্ ॥ ২৩ ॥
 ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ ।
 অশোকো ধর্ম্যপালশ্চ স্তম্ভশ্চ মহাবলঃ ॥ ২৪ ॥
 এতে রামস্ত সচিবা রাজ্ঞো দশরথস্ত চ ।
 নীতিযুক্তা মহাত্মানঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ।
 ব্রীমস্তশ্চ কুলীনশ্চ নয়ে মন্ত্রে চ কোবিদাঃ ॥ ২৫ ॥
 তানাহ্বয় স মহাত্মা পুষ্পকাদবরুহ তু ।
 গৃধ্রোলুকবিবাদং তং পৃচ্ছতি স্ম রঘুতমঃ ॥ ২৬ ॥

২২। লো-টী। মমালয়প্রতিষ্ঠাম্ আলয়রূপং স্থানং 'মমালয়ং পূর্বকৃত'মিতি পাঠঃ
কচিং। বারয়তে নিবারয়তে।

২৬। লো-টী। গৃধ্রোলুকবিবাদং তং পৃচ্ছতি।

আপনি আমাদের প্রভু। হে ধার্মিকপ্রবর, আমার নিবেদন শ্রবণ করুন, গৃধ্র
আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে [প্রবেশ করিতে] বাধা দিতেছে ॥ ২২ ॥

হে দেব, হে নরপুঙ্গব, আপনি মনুষ্যগণের শাসক। রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ
করিয়া স্বয়ং অমাত্যগণকে আহ্বান করিলেন ॥ ২৩ ॥

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্যপাল এবং মহাবলশালী
স্তম্ভ, নীতিপরায়ণ সর্বশাস্ত্রে বিশারদ এই মহাত্মারা রামচন্দ্র এবং রাজা দশরথের
মন্ত্রী। তাঁহারা লজ্জাশীল, কুলীন এবং শাস্ত্রে ও মন্ত্রণাবিশয়ে পণ্ডিত ॥ ২৪-২৫ ॥

মহাত্মা রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সেই সকল অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া পুষ্পক

কতি বর্ষাণি বৈ গৃধ্র তবেদং নিলয়ং কৃতম্ ।

এতন্মে কারণং ক্রহি যদি জানাসি তদ্ব্রতঃ ॥ ২৭ ॥

এতচ্ছ্রদ্ধা তু বৈ গৃধ্রো ভাষতে রাঘবং স তম্ ।

ইয়ং বহুমতী রাম মনুষ্টৈঃ পরিতো যদা ।

উথিতৈরারুতা সর্বা তদা প্রভৃতি মে গৃহম্ ॥ ২৮ ॥

উলূকশ্চাবীদ্রামং পাদপৈরুপশোভিতা ।

যদেয়ং পৃথিবী রাজন্তদা প্রভৃতি মে গৃহম্ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা তু রামো বৈ সভাসদ উবাচ হ ॥ ২৯ ॥

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্ ।

নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি সত্যং ন তদ্ যচ্ছলমভ্যুপৈতি ॥ ৩০ ॥

২৭। লো-টী। ততশ্চ কতীতি। নিলীয়েতে নিলীয় স্বীয়তেহ্ম্মি়ম্ভিতি নিলয়ং নীতস্থানম্।

২৮। লো-টী। ইয়ং বহুমতী মনুষ্টৈর্দাদা আবৃত্তা অনাবৃত্তা অতাবার্থোহ্কারঃ প্রপ্লেবণীয়ঃ, ততশ্চ উথিতৈঃ সংজ্ঞাতৈস্তৈরেব পুরিতা। 'উচ্ছ্রিত'রিত পাঠেহপি সংজ্ঞাতৈঃ।

৩০। লো-টী। ছলমধর্ম্মরূপকপটম্ 'ন তৎ সত্যং ধর্ম্ম সধর্ম্মযুক্ত'মিতি বা পাঠঃ।

হইতে অবতরণ করত গৃধ্র এবং পেচকের সেই কলহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

গৃধ্র, তুমি এই গৃহ কত বৎসর নির্মাণ করিয়াছ ? যদি যথার্থরূপে জান, তবে তোমার দাবীর কারণ আমার নিকট বল ॥ ২৭ ॥

সেই গৃধ্র ইহা শুনিয়া রামচন্দ্রকে বলিল—রাম ! যখন এই সময়ে পৃথিবী সজ্জাত মনুষ্যগণ কর্তৃক চারিদিকে আবৃত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে আমার এই গৃহ ॥ ২৮ ॥

পেচক রামচন্দ্রকে বলিল,—মহারাজ ! যখন এই পৃথিবী বৃকসমূহে শোভিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে আমার এই গৃহ। রামচন্দ্র ইহা শুনিয়া সভাসদগণকে বলিলেন—॥ ২৯ ॥

যে সভায় বৃদ্ধগণ অবস্থান করেন না সে সভা সভাই নয়, যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্মকথা

যে তু সভায়াঃ সদো গহ্বা তুষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে ।

সহস্রং বারুণান্ পাশান্ বিষুৰুস্তীহ চান্ননি ॥ ৩১ ॥

তেষাং সংবৎসরে পূৰ্ণে পাশ একঃ প্রমুচ্যতে ।

তস্ম্যাং সত্যেন বক্তব্যং জানতা সত্যমঞ্জসা ॥ ৩২ ॥

এতচ্ছ ত্বা তু সচিবা রামমেবাক্রবৎসদা ।

উল্লুকঃ শোভতে রাজন্ ন তু গৃধ্রো মহামতে ॥ ৩৩ ॥

ত্বং প্রমাণং মহারাজ রাজা হি পরমা গতিঃ ।

রাজমূলাঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বা রাজা ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৪ ॥

শাস্তা নৃণাং নৃপো যেষাং তে ন গচ্ছন্তি দুৰ্গতিম্ ।

বৈবস্মতেন মুক্তাস্তু ভবন্তি পুরুষোত্তমাঃ ॥ ৩৫ ॥

[লো-টী ।] প্রাপ্তমুপস্থিতমর্থং যথা যথাবৎ ।

৩২ । লো-টী । সত্যেন সভাসদা জনেন । 'সত্যেনে'তি পাঠে সত্যবতা, অঞ্জসা তন্মেন ।

৩৪ । লো-টী । রাজা মূলং ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তৌ কারণং যাসাং তাঃ ।

৩৫ । লো-টী । তে দুৰ্গতিং নরকং ন গচ্ছন্তি, তে পুরুষোত্তমাঃ প্রাপ্তদণ্ডা মুক্তাস্ত্যক্তাঃ ।

বলেন না তাঁহার বুদ্ধিই ন'ন, যে ধৰ্ম্মকথায় সত্য নাই তাহা ধৰ্ম্মকথাই নহে, যাহাতে ছলনার সংস্পর্শ আছে তাহা সত্যই নয় ॥ ৩০ ॥

যে সভাগণ সভায় গমন করিয়া তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহার নিজের প্রতি সহস্র বরুণ-পাশ নিক্ষেপ করেন ॥ ৩১ ॥

সংবৎসর পূর্ণ হইলে সেই পাশের মধ্যে একটি পাশ মুক্ত হয়, স্মৃতির যথার্থরূপে সত্য অবগত হইয়া সত্যই বলা উচিত ॥ ৩২ ॥

মন্ত্রিগণ ইহা শুনিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহামতে মহারাজ, পেচকের স্বভাবিক কান্দি আছে, গৃধ্রের নাই ॥ ৩৩ ॥

মহারাজ ! এ বিষয়ে আপনিই প্রমাণ, রাজাই পরম গতি, রাজাই সকল-প্রজার [ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তির] মূল, রাজাই সনাতন ধৰ্ম্ম ॥ ৩৪ ॥

রাজা যাহাদিগকে শাসন করেন তাহার নরক ভোগ করে না এবং তাহার

সচিবানাং বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ ।

শ্রয়তামভিধান্মামি পুরাণে যদুদাহৃতম্ ॥ ৩৬ ॥

ছোঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা সপৰ্বতমহাবনা ।

সলিলার্ণবসংস্কৃতং ত্রৈলোক্যং স-চরাচরম্ ॥ ৩৭ ॥

এক এব তদা হাসীৎ স্রষ্টো মেকুরিবাপরঃ ।

পুরা ভূঃ সহ লক্ষ্ম্যা তু বিমোর্জ্যর্জঠরমাবিশৎ ॥ ৩৮ ॥

তাং নিগৃহ্য মহাতেজাঃ প্রবিশ্য সলিলার্ণবম্ ।

স্বৰূপ দেবো ভূতাত্মা বহুন্ বর্ষগণানপি ॥ ৩৯ ॥

৩৭। লো-টী। ছোঃ স্বর্গোহস্তরীক্ষক। 'ছোঃ স্রিয়াং স্বর্গনভসো'রিত্তি ভূয়িঃ। স-পৰ্বতবনা পৃথিবী, এবং সচরাচরং ত্রৈলোকাং সলিলার্ণবসংস্কৃতং সলিলাত্মকেনার্ণবেন সম্ভৃতং সম্প্রাপ্তং ব্যাপ্তমিভার্থঃ। বধা, অর্ণবানং সলিলং সলিলার্ণবং তেন।

৩৮-৩৯। লো-টী। তদা প্রলয়কালে সহ লক্ষ্ম্যা সলিলার্ণবং প্রবিষ্টা এক এব বিষ্ণুবাঈদিত্তি সাক্ষেন্নবয়ঃ। যুক্তো যোগনিদ্রাযুক্তঃ, অপরঃ ন বিজ্ঞাত পরমত্বদ্বয়স্বাং সং, সর্কং স এবতার্থঃ। জগৎ পুনঃ পুনর্ভবতাস্মাদিত্তি পুনর্ভূঃ। কিং কৃত্বা? আত্মনো জঠরং জঠরে বিনিগৃহ্য প্রবেশ্য। সর্কশ্রেষ্ঠাংশে দৃষ্টান্তঃ মেকুরিব। সর্কতানাং বধা মেকঃ শ্রেষ্ঠত্বা সর্কদেবানাং বিষ্ণুঃ।

সজ্জন হইয়া যমের কবল হইতে মুক্তিলাভ করে ॥ ৩৫ ॥

রামচন্দ্র অমাত্যগণের কথা শুনিয়া বলিলেন, পুরাণে যাহা কথিত আছে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৩৬ ॥

[প্রলয়-সময়ে] অস্তরীক্ষ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পৰ্বত, মহাবন এবং চরাচর-সম্বিত্তি ত্রিভুবন জলময় সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

সেই [প্রলয়-] সময়ে দ্বিতীয় স্রমেক-পৰ্বতের স্থায় একমাত্র বিষ্ণুই নিদ্রিত ছিলেন, পৃথিবী লক্ষ্মীর সহিত পূর্বেই বিষ্ণুর উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

মহাতেজস্বী ভূতাত্মা দেব বিষ্ণু পৃথিবীকে উদরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া জলময় সমুদ্রে প্রবেশ করত নিদ্রা যাইতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

তস্মিন্ স্থপ্তে তদা ব্রহ্মা বিবেশ জঠরং ততঃ ।

রুদ্ধশ্রোতং তু তং জাহ্না মহাযোগী সমাধিশং ॥ ৪০ ॥

নাভ্যাং বিষ্ণোঃ সমুৎপন্নে পদ্মে হেমবিভূষিতে ।

স তু নির্গম্য বৈ ব্রহ্মা যোগী ভূহা মহাপ্রভুঃ ॥ ৪১ ॥

সিস্থক্ষুঃ পৃথিবীং বায়ুং পর্বতান্ সমহীরুহান্ ।

তদন্তরং প্রজাঃ সর্বাঃ সমনুশাসরীশ্বপাঃ ॥ ৪২ ॥

জরায়ুজাণ্ডজাঃ সর্বাঃ সসর্জ্জ স মহাতপাঃ ।

তস্মৈ গাত্রমলোৎপন্নঃ কৈটভো মধুনা সহ ॥ ৪৩ ॥

দানবৌ তৌ মহাবীর্যৌ ঘোররূপৌ দুরাসদৌ ।

দৃষ্ট্বা প্রজাপতিং তং তু ক্রোধাবির্কৌ বভূবতুঃ ॥ ৪৪ ॥

৪০। লো-টী। বিষ্ণৌ স্থপ্তে সতি ততস্তস্মৈ বিষ্ণোর্জঠরং ব্রহ্মা বিবেশ। বুদ্ধঃ সর্জজঃ
স বিষ্ণুঃ তং ব্রহ্মাণম্ অন্তরুদরমধ্যে প্রবিষ্টং জাহ্না সমাধিশং। 'যোগনিদ্রা'মিতি শেষঃ। 'অন্তঃ
স্থিত'মিতি বা পাঠঃ।

৪১। লো-টী। হেমবিভূষিতে হেমময়ে, তস্মাৎ পদ্মাৎ স নির্গম্য যোগী সমাধিশ্বঃ সন্
সিস্থক্ষুঃ পৃথিব্যাदीন্ সসর্জেতি সার্কধ্বয়েনাবয়ঃ।

৪৩। লো-টী। সর্বা মনুষ্যাঃ প্রজাঃ সর্বাশ্চ জরায়ুজাণ্ডজাঃ।

৪৪। লো-টী। দানবৌ দানবকর্ম্মকরণাং, ন তু দানোর্ম্মশ্রৌ।

বিষ্ণু নিদ্রিত হইলে তখন ব্রহ্মা তাঁহার উদরে প্রবেশ করিলেন। মহাযোগী
বিষ্ণু সমুদ্রের প্রবাহ রুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥৪০॥

বিষ্ণুর নাভিতে স্বর্ণপদ্ম উৎপন্ন হইলে সেই মহাতপস্বী মহাপ্রভু ব্রহ্মা জঠর
হইতে নির্গমনপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইয়া সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি পৃথিবী,
বায়ু, বৃক্ষ, পর্ব্বত এবং তার পর মনুষ্য হইতে সরীশ্বপ পর্য্যন্ত সমস্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ
প্রভৃতি প্রাণী সৃজন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর শরীরজাত মল হইতে 'মধু' ও 'কৈটভ'
উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪১-৪৩ ॥

মহাবীরাশালী ভীষণাকার দুর্দ্ধব সেই দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে দেখিয়া অতিশয়

বেগেন মহতা তত্র স্বয়ম্ভুবমধাবতাম্ ।

দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুবা মুক্তো রাবো বৈ বিকৃতস্তদা ॥ ৪৫ ॥

তেন শব্দেন সংপ্রাপ্তো হরো বৈ হরিণা সহ ।

অথ চক্রপ্রহারেণ সূদিতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৪৬ ॥

মেদসা প্লাবিতা সৰ্বা পৃথিবী চ সমস্ততঃ ।

ভূয়ো বিশোধিতা তেন হরিণা লোকধারিণা ॥ ৪৭ ॥

শুক্রাং বৈ মেদিনীং তাং তু বৃক্ষাঃ সৰ্ব্বামপূরয়ন্ ।

ওষধ্যঃ সৰ্ব্বশস্ত্রানি নিষ্পদ্যন্ত পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৪৮ ॥

৪৫। লো-ট। রাবো বৈরিকৃতঃ স ভীতশবঃ ।

৪৬। লো-ট। অহরো ব্রহ্মা ন হয়তি ন সংহরতীতি তথা, তেন শব্দেন সহ শব্দসমান-
কাল এব সংপ্রাপ্তঃ ।

৪৭। লো-ট। হরিণা ভূয়ঃ হরিণা পুনঃ বিশোধিতা মেদসা জাতদোষো দূরীকৃত
ইত্যর্থঃ ।

৪৮। লো-ট। সৰ্ব্বাঃ শুক্রাঃ মেদিনীম্ ।

ক্রোধাবিষ্ট হইল ॥ ৪৪ ॥

তাহারা মহাবেগে ব্রহ্মার প্রতি ধাবিত হইল, তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা বিকৃত
শব্দে চীৎকার করিলেন ॥ ৪৫ ॥

সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং চক্রপ্রহারে
মধু ও কৈটভকে নিহত করিলেন ॥ ৪৬ ॥

লোকপালক হরি চারিদিকে মেদঃপ্লাবিতা সমগ্র পৃথিবীকে পুনরায় বিশোধিত
করিলেন ॥ ৪৭ ॥

সেই বিশুদ্ধ পৃথিবী বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ হইল এবং নানাবিধ ওষধি ও শস্ত্র-
সমূহ উহাতে উৎপন্ন হইল ॥ ৪৮ ॥

মেদোঁগন্ধাতু বহুধা মেদিনীত্যভিধীয়তে ।

তস্মান্ন গৃধ্রস্ত গৃহমূলুকশ্চেতি মে মতিঃ ॥ ৪৯ ॥

তস্মাদ্ গৃধ্রস্ত দণ্ড্যো বৈ পাপো হৰ্তা পরালয়ম্ ।

পীড়াং করোতি পাপাত্মা দুর্কিৰ্বনীতো মহানয়ম্ ॥ ৫০ ॥

অথাশরীরিণী বাণী অন্তরীক্ষাং প্রবোধিনী ।

মা বধী রাম গৃধ্রং ত্বং পূৰ্ব্বং দন্ধং তপোবলাৎ ॥ ৫১ ॥

কালে গোতমদক্ষোহয়ং প্রজানাতো নরেশ্বরঃ ।

ব্রহ্মদত্তেতি নান্নৈষ শূরঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ ॥ ৫২ ॥

গৃহং ত্বস্তাগতো বিপ্রো ভোজনং প্রত্যমার্গত ।

সাগ্রং বর্ষশতং চৈব ভুক্তবান্ নৃপসত্তম ॥ ৫৩ ॥

৪৯। লো-টী। মেদসো গন্ধো যস্তাং সা।

৫১। লো-টী। অয়ং নরেশ্বরো রাজা কালধরূপো গোতমঃ গোতমবংশঃ তেন দন্ধঃ।

৫৩। লো-টী। প্রত্যমার্গত মার্গিতবান্।

মেদের গন্ধবশতঃ পৃথিবীর ‘মেদিনী’ নাম হইল; সুতরাং এই গৃহ গৃধ্রের নয়, ইহা পোচকের বলিয়া আমার মনে হয় ॥ ৪৯ ॥

অতএব পরগৃহ-হরণকারী পাপিষ্ঠ গৃধ্রকে দণ্ড প্রদান করা উচিত, এই অতিশয় দুর্কিৰ্বনীত পাপাত্মা গৃধ্রই অত্যাচার করিতেছে ॥ ৫০ ॥

অনন্তর অশরীরিণী বাণী অন্তরীক্ষ হইতে বলিল—“রাম, পূৰ্ব্বে তপোবলে দন্ধ এই গৃধ্রকে তুমি বধ করিও না ॥ ৫১ ॥

পুরাকালে প্রজাপালক এই নরপতি গোতমকর্তৃক দন্ধ হইয়াছেন, ইহার নাম ব্রহ্মদত্ত; ইনি বীর, সত্যবাদী এবং পবিত্র ছিলেন ॥ ৫২ ॥

মহারাজ, এক ব্রাহ্মণ ইহার গৃহে আসিয়া ভোজন করিবার জন্ত প্রার্থনা করিলেন এবং শতাধিক বৎসর ভোজন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

১। হ ‘মেদগ-’। ২। হ ‘ধরণী’। ৩। হ ‘-সংজ্ঞিতা’। ৪। হ ‘অন্ত-’। ৫। হ ‘পূৰ্ব্বদন্ধ’।

৬। হ ‘কাণগো-’। ৭। হ ‘ভোক্তব্যং নৃপসত্তম’।

ব্রহ্মদত্তশ্চ বৈ তস্য পাতুমৰ্য্যং স্বয়ং নৃপঃ ।

হাদিং চৈবাকরোত্তস্য ভোজনার্থং মহাদ্ব্যুতঃ ॥ ৫৪ ॥

মাংসমস্ত্যভবত্তত্র হাহারে তু মহাত্মনঃ ।

অথ ক্রুদ্ধেন মুনিনা শাপো দত্তোহস্য দারুণঃ ।

গৃধ্রস্বং ভব বৈ রাজমথৈনং হৃথ সোহব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥

প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মমজ্ঞানাম্মে মহাব্রত ।

শাপস্ত্যন্তং মহাভাগ ক্রিয়তাং বৈ মমানঘ ॥ ৫৬ ॥

তদজ্ঞানকৃতং মত্বা রাজানং মুনিরব্রবীৎ ।

উৎপৎস্রতি কূলে রাজ্ঞাং রামো নাম মহাযশাঃ ।

ইক্ষাকুণাং মহাভাগো রাজা রাজীবলোচনঃ ॥ ৫৭ ॥

৫৪। লো-টী। স্বয়ং দত্তং পাতুমৰ্য্যং অকরোৎ স্বীকৃতবান্ ভোজনার্থং মহাদ্ব্যুতঃ মহাদ্ব্যুতিনা রাজ্ঞা সহ হাদং সৌহার্দ্যাকাংকরোৎ ।

৫৫। লো-টী। তত্র আহারে মাংসপেশী মাংসপিণ্ডঃ ।

৫৬। লো-টী। অস্তোহবধিঃ ।

৫৭। লো-টী। রামো নাম্না রামঃ নীলঃ দুর্বাদলশ্রামঃ মনোহরো বা । 'রামো নীলে চারৌ সিতে ত্রিষি'ভ্যমরঃ ।

রাজা ব্রহ্মদত্ত অতিশয় দীপ্তিশালী সেই ব্রাহ্মণের ভোজনের জন্ত নিজেই পাচ এবং অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং তাঁহার সহিত সৌহার্দ্য করিলেন ॥ ৫৪ ॥

[একদিন] সেই মহাত্মার আহারে মাংস ছিল, তাহাতে সেই মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ 'তুমি গৃধ্র হও' এই বলিয়া ইহাকে দারুণ শাপ প্রদান করিলেন । অনন্তর তিনি বলিলেন—॥ ৫৫ ॥

হে মহাব্রত ব্রাহ্মণ, অজ্ঞাতসারে ইহা হইয়াছে, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ; হে মহাভাগ, হে অনঘ, শাপের অবসান করুন ॥ ৫৬ ॥

তাহা অজ্ঞানকৃত মনে করিয়া মুনি তাঁহাকে বলিলেন, ইক্ষাকু-

১। হ 'স্তঃ স বৈ' । ২। ক 'মাংসমস্ত্যভবত্তত্র' । ৩। হ 'আহারে' । ৪। হ 'রামেন' ।

৫। হ 'বর্জজ অজ্ঞানং য়ে' (৭) । ৬। হ 'রাজা' ।

তেন স্পৃক্ষৌ^১ বিশাপস্তং ভবিতা নরপুঙ্গব ।

স্পৃক্ষৌ^২ রামেণ তচ্ছ হ্রা নরেন্দ্রঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৫৮ ॥

গৃধ্রঃ^২ ত্যজ্য রাজা বৈ দিব্যগন্ধানুলেপনঃ ।

পুরুষো দিব্যরূপোহুভূত্বাচেদং চ রাঘবম্ ॥ ৫৯ ॥

সাধু রাঘব ধর্মজ্ঞঃ স্বপ্রসাদাদহং বিভো ।

বিমুক্তো নরকাদ্ ঘোরাচ্ছাপস্তান্তঃ কৃতস্তয়া ॥ ৬০ ॥

ইত্যার্ষে বাস্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গৃধ্রোলুকসংবাদো নাম

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

৫৮। লো-টী। ভবিতা ভবিষ্যতি।

৫৯। লো-টী। ত্যজ্য সংত্যাগ্য।

৬০। লো-টী। অস্তো নাশঃ।

গৃধ্রোলুকসংবাদঃ ॥ ৬৪ ॥

রাজবংশে মহাযশস্বী মহাভাগ পদ্মপলাশলোচন ‘রাম’ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৫৭ ॥

হে নরপুঙ্গব, তিনি স্পর্শ করিলে তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইবে।” রামচন্দ্র তাহা শ্রবণ করিয়া সেই পৃথিবীপতিকে স্পর্শ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

তখন নৃপতি গৃধ্ররূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যগন্ধানুলিপ্ত সুপুরুষ হইলেন এবং রামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥ ৫৯ ॥

ধর্মজ্ঞ প্রভো রামচন্দ্র, সাধু, সাধু, আপনার অমুগ্রহে আমি ভয়ঙ্কর নরক হইতে মুক্ত হইলাম, আপনি আমার শাপের অবসান করিলেন ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বাস্মীক-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গৃধ্রোলুকসংবাদ-নামক

৬৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

(৬৫) পঞ্চাশতীতমঃ সর্গঃ

ততো নিবেদিতং রাজ্ঞে হারি তিষ্ঠন্তি তাপসাঃ ।

ভার্গবং চ্যবনং নাম পুরস্কৃত্য মহামুনিম্ ॥ ১ ॥

দর্শনং তব রাজেন্দ্র কাক্ষন্তি তে মহর্ষয়ঃ ।

আগতাস্থরমাণা হি যমুনাতীরবাসিনঃ ॥ ২ ॥

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা দ্বাশং প্রোবাচ রাঘবঃ ।

প্রবেশ্যস্তাং মহাত্মানো ভার্গবপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥

রাজস্বাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দ্বাশো মৃদ্ধি কৃতাজ্জলিঃ ।

প্রবেশয়ামাস ততঃ সমেতাংস্তাংস্ত তাপসান্ ॥ ৪ ॥

তে তং সমধিকং লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং স্বতেজসা ।

প্রবিষ্টা রামমদ্রাক্ষুস্তাপসাঃ স্তমমাহিতাঃ ॥ ৫ ॥

১-৩। লো-টী। ভার্গবং চ্যবনং পুরস্কৃত্য যমুনাতীরবাসিনো মহর্ষয়ঃ হারি তিষ্ঠন্তীতি
দ্বাশেন নিবেদিতে সতি তদ্বচনং শ্রুত্বা 'প্রবেশ্যস্তা'মিতি রামঃ প্রোবাচেতি তৃতীয়েনাধয়ঃ।

৫। লো-টী। সমধিকং যথা স্তাত্তথা লক্ষ্ম্যা রাজলক্ষ্ম্যা স্বতেজসা চ।

পরে দৌবারিক রাজাকে নিবেদন করিল, ভৃগুংশীয় মহামুনি চ্যবনকে
অগ্রে করিয়া তপস্বিগণ দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১ ॥

মহারাজ, যমুনাতীরবাসী সমাগত সেই মহর্ষিগণ অতিশয় ব্যগ্র হইয়া
আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছেন ॥ ২ ॥

রামচন্দ্র দৌবারিকের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, ভার্গব প্রভৃতি মহাত্মা
ব্রাহ্মণগণকে প্রবেশ করাও ॥ ৩ ॥

দৌবারিক মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক মহারাজের আদেশের প্রতি সম্মান
প্রদর্শন করিয়া সেই সমাগত তাপসদিগকে প্রবেশ করাইল ॥ ৪ ॥

সেই তপস্বিগণ প্রবেশ করিয়া স্বীয় তেজে এবং রাজশোভায় অতিশয়

১। অতঃ পূর্বং সর্গায়ত্তে হ 'ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃত্বা পৌর্বাহ্নিকীং ক্রিয়াং। অত্মারভত কাবুৎসঃ
পৌরকার্যাদি বীক্ষিতুং।' ইত্যধিকং। ২। হ '-স্তে'। ৩। হ '-যুতা'। ৪। হ '-তো অটাবকলবারিণঃ'।
৫। হ 'ভম'।

তে দ্বিজাঃ কলসৈস্তোয়ং নানাভীর্ধ্বতং শুচি ।

গৃহীত্বা ফলমূলঞ্চ রামায় সমুপাবহন ॥ ৬ ॥

প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং রামঃ প্রীতিসমাধিনা ।

তীর্থোদকানি সর্বাণি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ৭ ॥

উবাচ স মহাতেজাঃ সর্বানুব তপোধনান্ ।

ইমান্যাসনমুখ্যানি যথার্ম্যুপবিশ্চ্যতাম্ ॥ ৮ ॥

রামস্ত ভাষিতং শ্রুত্বা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ ।

বৃষীষু রুচিরাভাস্ন নিষেদুঃ কাঞ্চনৌষু তে ॥ ৯ ॥

উপবিস্তান্ মহাভাগান্ দৃষ্ট্বা পরপূরঞ্জয়ঃ ।

প্রয়তঃ প্রাঞ্জলিভূত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। নানাভীর্ধ্বতমুক্তং সমুপাবহন সমর্পয়ন।

৭। লো-টী। প্রীতিসমাধিনা প্রীত্যেকচিত্তেন 'প্রীতিপুংসর'মিতি বা পাঠঃ।

৯। লো-টী। বিষ্ণুগ্রাস্ন বিষ্ণুগ্রাস্ন। 'রুচিরাভাস্ন' ইতি বা পাঠঃ। কাঞ্চনৌষু
কাঞ্চনখচিত্তাস্ন।

দীপ্যমান রামচন্দ্রকে একাগ্র হইয়া দর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥

সেই ব্রাহ্মণগণ বহুতীর্থ হইতে উদ্ধৃত কলসপূর্ণ পবিত্র জল এবং ফলমূল
লইয়া রামচন্দ্রকে উপহার দিলেন ॥ ৬ ॥

সেই তেজস্বী রামচন্দ্র প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে সেই সমস্ত তীর্থোদক এবং ফলমূল
প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া সমস্ত তপোধনদিগকেই বলিলেন, এই উদ্ভম আসন-
সমূহ, আপনারা যথাযোগ্যভাবে উপবেশন করুন ॥ ৭-৮ ॥

সেই সকল মহর্ষিগণ রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া ঋষিজন-যোগ্য উজ্জল সুবর্ণ-
খচিত আসনসমূহে উপবেশন করিলেন ॥ ৯ ॥

শক্রনগর-জ্যেষ্ঠা রামচন্দ্র মহাভাগ[ব্রাহ্মণ]দিগকে উপবিষ্ট দেখিয়া কৃতা-

১। হ 'পূর্বকলসৈস্তীর্থোদ্য উদকং শুচি'। ২। হ 'সমুপাভোপানয়ন বহন'। ৩। হ 'ততঃ স-'। ৪। হ
'পূরঞ্জয়'। ৫। হ 'তথা মূলফলানি চ'। ৬। হ 'হন-'। ৭। হ 'চ'। ৮। হ 'রামো বচন-'।

কিমাগমনকার্য্যং বঃ কিং করোমি তপোধনাঃ ।

আজ্ঞাপ্যোহহং তপঃসিদ্ধৈঃ সর্বথা কিঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

ইদং রাজ্যং চ সকলং জীবিতং চ হৃদি স্থিতম্ ।

সর্বমেতদ্ দ্বিজার্থং মে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ ॥ ১২ ॥

তস্ম তদ্বচনং শ্রদ্ধা সাধুবাদো মহানভুৎ ।

ঋষীগামুগ্রতপসাং যমুনাভীরবাসিনাম্ ॥ ১৩ ॥

উচুর্শ্চৈব মহাত্মানঃ প্রহর্ষেণ সমন্বিতাঃ ।

উপপন্নং নরব্যাক্ত্র ত্বয়োতদ্ ভুবি নাত্ততঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। স্বং বথা তবং তথা তপঃসিদ্ধৈরাজ্ঞাপ্যঃ আজ্ঞাকারী কিঙ্করঃ ।
'মহর্ষীগাং সর্বকার্য্যকরঃ সদে'তি বা পাঠঃ ।

১৩। লো-টী। 'সাধুবাদ' ইতি পাঠঃ । 'সাধুকার' ইতি পাঠে কারশব্দঃ স্বরূপার্থে,
'সাধু সাধু' ইতি অভুৎ ।

১৪। লো-টী। এতদ্বচনং স্বযোব উপপন্নং যুক্তং নাত্ততঃ নাত্তত্র ।

জলিপুটে সংযত হইয়া বলিলেন—॥ ১০॥

তপোধনগণ, আপনাদের আগমনের কি উদ্দেশ্য ? আমি আপনাদের
কি কার্য্য করিব ? আমি নিজে তপঃসিদ্ধদিগের সর্বপ্রকারে আজ্ঞাকারী
ভূত্য ॥ ১১ ॥

আমি আপনাদিগের নিকট যথার্থরূপে বলিতেছি যে, এই সমগ্র রাজ্য
এবং হৃদয়াভ্যন্তরস্থ জীবন—আমার এই সমস্তই ব্রাহ্মণের জন্ত ॥ ১২ ॥

রামচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া যমুনাভীরবাসী উগ্রতপাঃ ঋষিদিগের 'সাধু
সাধু' ধ্বনি উথিত হইল ॥ ১৩ ॥

সেই মহাত্মারা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, এতাদৃশ কথা
পৃথিবীতে আপনাতেই সম্ভব, অথ কোথাও সম্ভব নহে ॥ ১৪ ॥

১। হ 'কৃত্য'। ২। হ 'মহর্ষীগাং সর্বকার্য্যকরঃ সদা'। ৩। ক '-শ্চৈব'। ৪। ক 'স্বযোব'।

বহবঃ পার্থিবা রাজমতিক্রান্তা মহাবলাঃ ।

কার্য্যস্ব গৌরবং মত্বা প্রতিজ্ঞাং নারুহন্তি তে ॥ ১৫ ॥

ত্বয়া পুনত্রীক্ষণগৌরবাদিয়ং

কৃত্য প্রতিজ্ঞা হনবেক্ষ্য কারণম্ ।

ততশ্চ^১ কৰ্ত্তা হসি নাত্র সংশয়ো

মহাভয়াং^২ ত্রাতুমুশীংস্বমর্হসি ॥ ১৬ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঋষিসমাগমো নাম

পঞ্চাষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

১৫। লো-টী। গৌরবং গুরুতাম্, নারুহন্তি ন কুরুন্তি

১৬। লো-টী। হুর্ধ্বম্ অশক্যম্ ।

ঋষিসমাগমঃ ॥ ৬৬ ॥

মহারাজ, আমরা মহাবলশালী বহু নরপতিকে অতিক্রম করিয়াছি, তাঁহারা কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন নাই ॥ ১৫ ॥

কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি গৌরব বশতঃ আমাদের আগমনের কারণ না জানিয়াই প্রতিজ্ঞা করিলেন, সুতরাং আপনি ইহা করিবেন, আপনি মহাভয় হইতে ঋষিদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৬ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঋষিসমাগম-নামক

৬৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

(৬৬) ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

ক্রবৎস্বেবং তদা তেষু কাকুৎস্থো বাক্যমব্রবীৎ ।

কিং কার্য্যং ক্রত মুনয়ো ভয়ং তাবদপৈতু বঃ ॥ ১ ॥

তথা ক্রবতি কাকুৎস্থে ভার্গবো বাক্যমব্রবীৎ ।

ভয়ং নঃ শৃণু যন্মূলং দেশস্য চ নরেশ্বর ॥ ২ ॥

পূর্ব্বং কৃতযুগে রাম দৈতেয়ঃ স্তমহানভূৎ ।

হিরণ্যকশিপোর্নপ্তা মধুর্নাম মহাস্বরঃ ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণ্যশ্চ বদাত্যশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ ।

স্বরৈশ্চ পরমোদারৈঃ প্রীতিস্তস্তাতুলাভবৎ ॥ ৪ ॥

স মধুর্বার্য্যাসম্পন্নো ধর্ম্মে চ স্তমমাহিতঃ ।

বহুমানাচ্চ রুদ্রেণ দত্তস্তস্তাতুতো বরঃ ॥ ৫ ॥

৪। লো-টী। ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিতঃ পরাং কাষ্ঠাং গতঃ। 'শাস্ত্রেষু' ইতি বা পাঠঃ।

৫। লো-টী। বহুমানাং বহুপূজাতঃ। 'তত্তত্ত্বষ্টেন' ইতি বা পাঠঃ।

তঁহারা এইরূপ বলিতে লাগিলে রামচন্দ্র তঁহাদিগকে বলিলেন—মুনিগণ, আপনাদের কি কার্য্য বলুন ; কোন ভয় নাই ॥ ১ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভার্গব কহিলেন, মহারাজ, আমাদের এবং দেশের যে ভয়ের কারণ তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

রাম, পুরাকালে সত্যযুগে দৈত্যবংশে হিরণ্যকশিপুর্ পৌত্র অতিশয় বিখ্যাত মধু নামক মহাস্বর ব্রাহ্মণামুরাগী, বদাত্য ও বুদ্ধিমান ছিল এবং পরমোদার দেবগণের সহিত তাহার অনুপম সদ্ভাব ছিল ॥ ৩-৪ ॥

সেই মধু বীর্য্যাসম্পন্ন এবং অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। বহু আরাধনায় রুদ্র

১। হ 'মুনীনাং ব্রবতামেবং'। ২। হ 'কিং ভয়ং'। ৩। হ '-দত্তদহং নাশয়ামি বঃ'। ৪। হ 'ইতি'। ৫। হ 'বদিতামো'। ৬। হ '-রতা-'। ৭। হ 'ধর্ম্মে চ সমা-'। ৮। হ 'তত্তত্ত্বষ্টেন'।

শূলং শূলান্বিনিষ্কৃত্য মহাবীৰ্য্যং মহাবলম্ ।

দদৌ মহাত্মা স্ত্রীপীতৌ বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ৬ ॥

তবায়মতুলো ধর্মো মৎপ্রসাদকরঃ শুভঃ ।

যেন শ্রীতস্তবারিষ্মৎ দদাম্যায়ুধমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

যাবৎ স্ত্রৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ বিরুদ্ধেভ্যম্ ভবান্ ভুবি ।

তাবচ্ছূলং তবৈতৎ স্ত্রাদন্যথা নাশমেষ্টিতি ॥ ৮ ॥

যশ্চ স্বামভিযুক্তো যুদ্ধায় বিগতজ্বরঃ ।

তৎ শূলো ভস্মসাৎ কৃত্বা পুনরেষ্টিতি তে করম্ ॥ ৯ ॥

৭। লো-টী। অরিষ্মৎ শত্রুগণম্।

৮। লো-টী। নাশমদর্শনম্।

৯। লো-টী। হে যুদ্ধবিহারদ, অভিযুক্তো আহ্বয়েত। ‘যুদ্ধায় বিগতজ্বরঃ’ ইতি পাঠে বিগতসস্তাপোহপি যঃ।

তাহাকে আশ্চর্য্য বর প্রদান করেন ॥ ৫ ॥

মহাত্মা রুদ্র অতিশয় শ্রীত হইয়া স্বীয় ত্রিশূল হইতে মহাবীৰ্য্যশালী এবং মহাবলশালী শূল নিক্ষেপিত করিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন এবং এই কথা বলিলেন—॥ ৬ ॥

তোমার এই শুভাবহ অতুলনীয় ধর্ম আমার প্রসন্নতা আনয়ন করিয়াছে, আমি শ্রীত হইয়া তোমাকে শত্রুসংহারক উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করিলাম ॥ ৭ ॥

তুমি পৃথিবীতে যতকাল দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধাচরণ না করিবে, ততদিন এই শূল তোমার নিকটে থাকিবে; অন্যথাচরণ করিলে ইহা অস্তহিত হইবে ॥ ৮ ॥

নির্ভীক হইয়া যে তোমাকে যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিবে, এই শূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে ॥ ৯ ॥

১। ক ‘বিষঃ দাস্তামায়ু’। ২। হ ‘বিরোধং ন করিষ্যতি’। ৩। হ ‘অভিযান্তি যদ্যং বৈ যুধি যোদ্ধুং মহাহুঃ’। ৪। হ ‘শূলঃ’।

এবং শূলবরং লক্ষ্মী স্ময়মানো মহাসুরঃ ।

প্রণিপত্য মহাদেবং বাক্যমেতদ্ব্যচ হ ॥ ১০ ॥

ভগবন্ মম বংশস্ত শূলমেতদনুত্তমম্ ।

ভবেদ্ধি সততং দেব বরাণামীশ্বরো হসি ॥ ১১ ॥

তথা ক্রবাণমসুরং সৰ্বভূতপতিঃ শিবঃ ।

প্রত্যাচ স্বয়ং সান্না নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

মা তে ভূদ্বিফলা বাণী মৎপ্রসাদাৎ কৃতা শুভা ।

ভবতঃ পুত্রমেকস্ত শূলমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

১১। লো-টী। অপগং নাপগচ্ছতীতি তথা। যতঃ বরাণামীশ্বরঃ। 'ভবেদ্ধি সততং দেব বরোহং দাতুমর্হসী'তি পাঠে এতৎ শূলং মম বংশস্ত সততং ভবেদিতি যো বরন্তঃ দাতুমর্হসীত্যস্বয়ঃ।

১৩। লো-টী। তব বাণী স্থনিশ্চিতম্।

মহাসুর মধু এইরূপে উত্তম শূল লাভ করিয়া স্মিতহাস্ত মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিল— ॥ ১০ ॥

ভগবন্, এই উৎকৃষ্ট শূল সৰ্বদা আমার বংশের (বংশধরগণের) হউক। হে দেব, আপনি সমস্ত বরপ্রদানে সমর্থ ॥ ১১ ॥

'মধু' অসুর এইরূপ বলিলে সৰ্বভূতপতি মহাদেব নিজেই তাহাকে মধুর বাক্যে বলিলেন, ইহা একরূপ হইবে না (অর্থাৎ এই শূল তোমার বংশধরগণের হইবে না) ॥ ১২ ॥

আমার অনুগ্রহে তোমার অভিপ্রেত প্রার্থনাও বিফল হইবে না, এই শূল একমাত্র তোমার পুত্রকে প্রাপ্ত হইবে। (অর্থাৎ তোমার পুত্রই কেবল এই শূল লাভ করিবে) ॥ ১৩ ॥

১। হ 'ক্রবাণং তং মধুশ্লেষঃ'। ২। হ '-পতিঃ'। ৩। হ 'তল'। ৪। হ 'মা কুন্তে বি-'। ৫। হ 'প্রসাদকৃ-'। ৬। হ 'ভাবী তু পুত্র একন্তে শূলং তন্ত ভবিষ্যতি'।

যাবচ্ছূলং করস্বং তু ভবিষ্যতি স্মৃত্য তে ।

অবধ্যঃ সৰ্বভূতানাং তাবদেব ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

এবং মধুর্করং লক্ষ্মী দেবাং স্মহদদ্ভুতম্ ।

ভবনং সোহিস্রশ্ৰেষ্ঠঃ কারয়ামাস স্প্রভভম্ ॥ ১৫ ॥

তস্ম পত্নী মহারাজন্ নাম্না কুন্তীনসী পুরা ।

দত্তা বিশ্রবসোহপত্যং রাক্ষসী রাবণস্বসা ॥ ১৬ ॥

তস্তাঃ পুত্রো মহাবীর্যো লবণো নাম দারুণঃ ।

বাল্যাং প্রভৃতি দুষ্কৃত্যা পাপাত্মেব সমাচরৎ ॥ ১৭ ॥

তং পুত্রং ছর্কিনীতং তু দৃষ্ট্বা দুঃখসমন্বিতঃ ।

মধুঃ শোকং সমাপেদে ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। বিশ্রবসঃ বিশ্ববসা পিত্রা দত্তা তদনুসৃত্য কৃত্য ইত্যর্থঃ। অত্র বিশ্রবঃ-পদং রাক্ষসবাচকং ন তু পৌলস্ত্যবাচকম্। 'নাম্না বিশ্রবসোহপত্য'মিতি পাঠে উভয়ত্র নাম্না পদদ্বয়-সম্বন্ধঃ। রাবণস্বসা ইতি রাবণস্ত জনস্তা কোষ্ঠতাতস্ত মালাবতঃ ছর্কিতুঃ স্রবেলাম্বা ছর্কিতা ইতি ক্রমেণ, ন তু সহোদরা।

১৮। লো-টী। অন্ততক্ষণজাতো মে পুত্র ইতি শোকং শোচনং সমাপেদে কুরুতে স্ম।

যতক্ষণ এই শূল তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ সে সর্বপ্রাণীর অবধ্য হইবে ॥ ১৪ ॥

সেই অস্রশ্ৰেষ্ঠ 'মধু' মহাদেবের নিকট হইতে এইরূপ বরলাভ করিয়া অত্যাঙ্কল গৃহ নির্মাণ করাইল ॥ ১৫ ॥

মহারাজ, বিশ্ববার কথা রাবণের [দূরসম্পর্কে] ভগ্নী কুন্তীনসী নামে রাক্ষসী সেই মধুর পত্নী রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তাহার পুত্র মহাবীৰ্য্যশালী অতি ভয়ঙ্কর ছুরায়া 'লবণ' বাল্যকাল হইতে কেবল পাপ কণ্ঠেরই অনুষ্ঠান করিত ॥ ১৭ ॥

মধু সেই পুত্রকে ছর্কিনীত দেখিয়া দুঃখের সহিত অশ্রুশোচনা করিত, কিন্তু

স বিহায় ইমং লোকং প্রবিষ্টো বরুণালয়ম্ ।

শূলং নিবেশ্য লবণে বরং চাষ্টৈ নিবেদ্য তম্ ॥ ১৯ ॥

স প্রভাবেণ শূলস্য দৌরাভ্যোন তথাত্মনঃ ।

লোকান্ সন্তাপয়ামাস বিশেষেণ তু তাপসান্ ॥ ২০ ॥

এবংপ্রভাবো লবণঃ শূলং চাপি তথাবিধম্ ।

শ্রুত্বা প্রমাণং কাকুৎস্থঃ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥ ২১ ॥

বহবঃ পার্থিবা রাম ভয়াতৈর্ভীষিভিঃ পুরা ।

অভয়ং যাচিতাস্তেষাং ন কশ্চিদভয়ং দদৌ ॥ ২২ ॥

তে বয়ং রাবণং শ্রুত্বা হতং সম্ভতবান্ধবম্ ।

ত্রাতারং রাম বিদ্যস্তাং নান্যং ভূবি নরাধিপম্ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টা। বরং চাষ্টৈ ইতি। যদি দেববিপ্রেভ্যো বিরোৎস্তসি তদা শূলমদর্শনং
যান্ততীতি বরম্, একস্মিন পুত্রে স্থান্ততীতি বা।

২১। লো-টা। প্রমাণম্ অস্মিন্নর্থে যৎ কর্তৃমুচিতং তজ্জ্ঞাতা।

তাহাকে কিছুই বলিত না ॥ ১৮ ॥

‘মধু’ লবণকে মহাদেবের বরের বিষয় বলিয়া তাহাকে সেই শূল প্রদান
করত ইহলোক পরিত্যাগপূর্বক বরুণালয়ে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ১৯ ॥

সেই লবণ শূলের প্রভাবে এবং নিজের দৌরাভ্যো লোকদিগকে—বিশেষ
করিয়া তাপসদিগকে—কষ্ট দিতেছে ॥ ২০ ॥

লবণের শূল এইরূপ এবং লবণ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন, হে কাকুৎস্থ, আপনি
ইহা শুনিয়া যাহা কর্তব্য তাহা নির্ণয় করুন; আপনিই আমাদের একমাত্র
গতি ॥ ২১ ॥

রাম, পূর্বের ঋষিগণ ভয়ে পীড়িত হইয়া বহু নরপতির নিকট অভয় প্রার্থনা
করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করেন নাই ॥ ২২ ॥

রাম, সেই ভয়ার্ত্ত আমরা ‘পুত্র এবং বান্ধবগণের সহিত রাবণ হত হইয়াছে’

ইতি রাম নিবেদিতং তু তে ভয়দং কারণমুখিতং তু যৎ ।

বিনিবারয়িতুং ভবান্ ক্রমঃ কুরু তং কামমহীনমেব নঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যর্থে বাস্তবিকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে লবণোৎপত্তির্নাম
ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

২৪। লো-টী। ভয়দমুখিতং কারণং নিবেদিতমিত্যর্থঃ। 'উজ্জ্বল'মিতি পাঠে
বলবন্তরম্।

লবণোৎপত্তিঃ ॥ ৬৬ ॥

শুনিয়া পৃথিবীতে কেবলমাত্র আপনাকেই পরিত্রাণকর্তা বলিয়া জানিতেছি,
অন্য কোন নরপতিকে নয় ॥ ২৩ ॥

হে রাম, ভয়ের যে কারণ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আপনাকে নিবেদন
করিলাম। আপনি ভয়ের কারণ দূর করিতে সমর্থ। আপনি আমাদের অভিলাষ
পূর্ণ করুন ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাস্তবিক প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লবণোৎপত্তি নামক
৬৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

(৬৭) সপ্তমষ্টিতমঃ সর্গঃ

রামস্তথোক্তো মুনিভিঃ প্রত্যাচ কৃতাজ্জলিঃ ।

কিমাহারঃ কিমাচারো লবণঃ ক চ বর্ততে ॥ ১ ॥

রাঘবস্ত বচঃ শ্রদ্ধা ধায়ঃ সর্ব এব তে ।

ততো নিবেদয়ামাহ্লবণো যত্র বর্ততে ॥ ২ ॥

আহারঃ সর্বসহানি বিশেষেণ তু তাপসাঃ ।

আচারো রোদ্ভতা নিত্যং বাসো মধুবনে তথা ॥ ৩ ॥

হস্তা বহুসহস্রাণি সিংহব্যান্দ্ৰমৃগদ্বিপান্ ।

মানুষ্যাংশৈচব কুরুতে নিত্যমাহারমাহিকম্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। ক আহারো যত্র সঃ, এবং কিমাচারঃ? অত্র 'কিংপ্রচার' ইতি পাঠে
কঃ প্রচারশ্চরিতং স্বভাবো যত্র সঃ।

৩। লো-টী। প্রচারস্ত রোদ্ভতা কুরতা।

৪। লো-টী। হস্তা সিংহাদিরূপং ভক্তময়মশ্রুতি। 'কুরুতে নিত্যমাহিক'মিতি পাঠে
আহিকং ভোজনম্।

মুনিগণ এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিলেন—
লবণ কি আহার করে, কিরূপ আচরণ করে এবং কোথায় থাকে? ॥ ১ ॥

তার পর রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া ঋষিগণ সকলেই লবণ যেখানে থাকে
তাহার কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

লবণ সমস্ত প্রাণীদিগকে—বিশেষতঃ তাপসদিগকে আহার করে, নির্ভুর
আচরণ করে এবং সর্বদা মধুবনে বাস করে ॥ ৩ ॥

বহু-সহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, হস্তী এবং মনুষ্যদিগকে বধ করিয়া প্রতিদিন
আহার করে ॥ ৪ ॥

১। হ 'চ'। ২। হ 'মাহুয়া'। ৩। হ 'প্রচার'। ৪। হ 'পুরে'। ৫। হ 'পত'। ৬। হ
'মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ লক্ষ্মণেকালিকং কিল'।

ততোহপরাণি সন্ধানি খাদতে স মহাবলঃ ।

সংহারে সমনুপ্রাপ্তে ব্যাদিতাস্ত ইবাস্তকঃ ॥ ৫ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা রাঘবো বাক্যং তানুবাচ তপস্বিনঃ ।

ঘাতয়িষ্যামি তদ্রক্ষো ভয়ং বো নশ্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ৬ ॥

প্রতিজ্ঞায় তথা তেষাং মুনীনাগুগ্রতেজসাম্ ।

ভ্রাতৃন্ স্বান্ সহিতান সর্বানুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥ ৭ ॥

কো হস্তা লবণং বীরাঃ কশ্যংশঃ স বিধীয়তাম্ ।

ভরতস্ত মহাবাহোঃ শত্রুঘ্নস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৮ ॥

রাঘবৈর্গৈবমুক্তে তু ভরতো বাক্যমব্রবীৎ ।

অহমেনং হনিষ্যামি মমাংশঃ স বিধীয়তাম্ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। সংহারে প্রলয়কালে সমনুপ্রাপ্তে উপস্থিতে ।

৮। লো-টী। মহান্ আত্মানুপৰ্য্যাস্তো বাহুর্ষস্ত তস্ত লক্ষণস্ত, ভরতবিশেষণং বা । অংশো ভাগঃ, তালব্যো দন্ত্যশ্চাংশশব্দঃ । ‘অংশঃ স্বক্ষে দন্ত্যো ভাগে পুনরেষ তালব্য-দন্ত্য’ ইতি গদসিঃ । স বিধীয়তাম্ উক্ততাম্ ।

প্রলয়কালীন কৃতান্তের ত্রায় মুখব্যাধান করিয়া সেই মহাবলশালী লবণ অত্যাশ্র প্রাণীসমূহ ভোজন করে ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র তাহা শুনিয়া সেই তপস্বীদিগকে বলিলেন, আমি সেই রাক্ষসকে হত্যা করিব, ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের ভয় দূর হউক ॥ ৬ ॥

রামচন্দ্র সেই উগ্রতেজাঃ মুনিদিগের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া একত্র অবস্থিত সকল ভ্রাতাদিগকে বলিলেন— ॥ ৭ ॥

হে বীরগণ, লবণকে কে বধ করিবে ? মহাবাহু ভরত বা মহাত্মা শত্রুঘ্ন, ইহাদের মধ্যে কাহার ভাগে তাহাকে ফেলাইব ॥ ৮ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভরত বলিলেন, আমিই ইহাকে বধ করিব, তাহাকে

১। অস্ত শ্লোকস্ত স্থানে হ ‘মানুষাণাং বরাহাণাং গবাঃশ্চৈব শতং শতম্ । সংহারং কুরুতে নিত্যং ব্যাদিতাস্ত ইবাস্তকঃ’ ॥ ইতি পাঠঃ । ২। হ ‘বাগগচ্ছতু বো ভয়ম্’ । ৩। হ ‘-বাসুবীণা’ । ৪। হ ‘চ বা বিতো’ । ৫। হ ‘-মুক্তস্ত’ ।

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা^১ ধৈর্য্যশৌর্য্যসমস্থিতম্ ।
 লক্ষ্মণানুজ উভশ্চৌ^২ হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্ ॥ ১০ ॥
 শক্রশ্চ^৩স্ত্রবৌদ্ধাক্যং প্রণিপত্য নরাধিপম্ ।
 কৃতকৰ্ম্মা মহাবাহুর্মধ্যমো রঘুনন্দনঃ ॥ ১১ ॥
 আৰ্য্যেণ হি পুরা শূন্যা ত্রযোধ্যা রক্ষিতা পুরী ।
 সস্তাপং হৃদয়ে কৃত্বা আৰ্য্যস্থাগমনং প্রতি ।
 অনুভূতানি দুঃখানি ভরতেন বহুনি চ ॥ ১২ ॥
 শয়ানো দুঃখশয্যাস্থ নন্দিগ্রামে মহান্নবান্ ।
 ফলমূলশনো ভূত্বা জটাচীরধরস্তথা ।
 ময়ি প্রেয়ো স্থিতে হেঘ ন ভূয়ঃ ক্লেশমহতি ॥ ১৩ ॥

১৩। লো-টী। দুঃখশয্যাস্থ দুঃখজনকশয্যাস্থ।

আমার ভাগেই ফেলুন ॥ ৯ ॥

ধৈর্য্য এবং শৌর্য্যযুক্ত ভরতের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণানুজ শক্রশ্চ সুবর্ণাসন হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ১০ ॥

শক্রশ্চ নরপতিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, মহাবাহু মধ্যম-রঘুনন্দন কৃতকৰ্ম্মা ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বে আপনার আগমন পর্য্যন্ত হৃদয়ের সস্তাপ বহন করিয়া আৰ্য্য ভরত আপনার অভাবে শূন্য এই অযোধ্যানগরী রক্ষা করিয়াছেন এবং বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

মহাত্মা ভরত [পূর্ব্বে] নন্দিগ্রামে জটা-বন্ধলধারী এবং ফলমূল-ভোজী

১। হ 'শৌর্য্যবীৰ্য্য'। ২। হ 'এ আ'। ৩। হ 'স্ত্রোহথা'। ৪। হ 'পূর্বাযোধ্যা শূন্যঃ পরিপালিতা'। ৫। হ 'হৃদি কৃয়া তু সস্তাপমার্থা'। ৬। হ 'মহাস্তি রঘুনন্দন'। ৭। 'ইতঃ পাদাষ্টকং নাস্তি'। ৮। হ 'ভয়াং স্থিতে ময়ি প্রেয়ে'।

তথা ক্রবতি শক্রস্নে রাঘবঃ পুনরত্রবাৎ ।

এবং ভবতু কাঁকুৎস্থ ক্রিয়তাং শাসনং মম ॥ ১৪ ॥

রাজ্যে ত্বামভিষেক্যামি মধোস্তু নগরে শুভে ।

নিবেশয় মহাবাহো পুরীং ত্বং যত্নবেক্ষসে ॥ ১৫ ॥

শূরস্বং কৃতবিদ্যশ্চ সমর্থশ্চ নিবেশনে ।

নগরং মধুনা জুষ্ঠং তথা জনপদং শুভম্ ॥ ১৬ ॥

যো হি বংশং সমুৎসাদ্য পার্থিবস্ত নিবেশনে ।

ন বিধত্তে পুরং তত্র নরকং সোহবগাহতে ॥ ১৭ ॥

১৫। লো-টী। মধো রাজ্যেহভিষেক্যামি যদি নগরমবেক্ষসে আকাজ্জসে তদা তস্মিন্ শুভে নগরে নিবেশয় গমনে অতিনিবেশং কুরু নিবেশং শিবিরং বা । 'ভরত'মিতি পাঠে যদি ভরতম্ অবক্ষসে মানয়সি ।

১৬। লো-টী। কৃতবিদ্যঃ, শিক্তিবিদ্যঃ নিবেশনে নগরং জনপদঞ্চ প্রতি অতিনিবেশ-করণে সমর্থো যোগ্যহসি । 'নিহুদন' ইতি পাঠে লবণনিহুদনে সমর্থঃ, অতো নগরং জনপদং প্রতি মনো নিবেশয়েতি পুরোধাস্বয়ঃ ।

১৭। লো-টী। বংশং কুরং পার্থিবমুৎসাদ্য যাতয়িত্বা তস্ত পার্থিবস্ত ক্ষয়ে বংশনি রাজ্য ইতি যাবৎ, অস্তং নৃপং ন পরিবিধত্তে ।

হইয়া এবং দুঃখজনক শয্যায় শয়ন করিয়া [এক্ষণে] আমার স্থায় ভৃত্য উপস্থিত থাকিতে পুনরায় কষ্ট পাইতে পারেন না ॥ ১৩ ॥

শক্রস্ন এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, কাঁকুৎস্থ, তাহাই হউক, তুমিই আমার আদেশ পালন কর ॥ ১৪ ॥

মহাবাহো, তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমি তোমাকে মধুর রাজ্যে—সেই উৎকৃষ্ট নগরে অভিষিক্ত করিব, তুমি সেখানে উপনিবেশ স্থাপন কর ॥ ১৫ ॥

তুমি বীর এবং কৃতবিদ্য, সুতরাং নগর-সন্নিবেশে সমর্থ; মধুর প্রতিপালিত নগর এবং জনপদও মনোরম ॥ ১৬ ॥

যে রাজবংশ উৎসাদিত করিয়া সেখানে নগরী স্থাপন না করে, সে নরকে

১। হ 'রামঃ পুনরত্রবাৎ' । ২। হ 'শক্রস্ন' । ৩। হ 'মম শাসনম্' । ৪। হ 'নগরং' । ৫। ক 'পাঠ' । ৬। হ 'পরিবক্ষসে' । ৭। হ 'বংশং কুরো' ।

স ত্বং হত্বা মধুসূতং লবণং পাপচেতসম্ ।

রাজ্যং প্রশাদি ধর্ম্মেণ বাক্যং মে যদ্ববেক্ষসে ॥ ১৮ ॥

উত্তরঞ্চ ন বক্তব্যং শূর বাক্যান্তরে মম ।

পূর্ব্বজ্ঞানাবিচার্য্যাজ্ঞা কর্তব্য্য হনুজৈঃ সদা ॥ ১৯ ॥

অভিষেকঞ্চ কাকুৎস্থ প্রতীচ্ছ ত্বং ময়োত্তম ।

বশিষ্ঠপ্রমুখৈর্বিবৈপ্রশ্নস্ত্রপূতমনিন্দিতম্ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্ননিয়োগো নাম

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

২০। লো-টী। ময়োত্তং ময়া কৃতং প্রতীচ্ছ স্বীকুরু।

শত্রুঘ্ননিয়োগঃ ॥ ৬৭ ॥

গমন করে ॥ ১৭ ॥

তুমি যদি আমার কথা মাছ্য কর, তবে পাপিষ্ঠ মধুপুত্র লবণকে বধ করিয়া
ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন কর ॥ ১৮ ॥

হে বীর, অনুজগণকে সর্ব্বদা অবিচারিতভাবে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন
করিতে হয়, সুতরাং আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর করা উচিত নয় ॥ ১৯ ॥

কাকুৎস্থ, তুমি আমার অনুষ্ঠিত বশিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণের মস্ত্রপূত অনিন্দনীয়
অভিষেক গ্রহণ কর ॥ ২০ ॥

মহাবি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্ননিয়োগ-নামক

৬৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

(৬৮) অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

এবমুক্তস্ত রামেণ ভূত্বা^১ কিঞ্চিদবাঙ্গমুখঃ ।

শত্রুশ্লো বীর্য্যসম্পন্নো মন্দমন্দমুবাচ হ ॥ ১ ॥

কাকুৎস্থ বেৎসি ধর্ম্মং ত্বমস্মিন্লোকে নরেশ্বর ।

কথং জ্যেষ্ঠেষু তিষ্ঠৎস্ব কনোয়ানভিষিচ্যতে ॥ ২ ॥

অবশ্যং করণীয়ঞ্চ শাসনং তব পার্থিব ।

স্বয়মেব মহাবাহো ময়েদং তে প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৩ ॥

উত্তরং যন্ময়া তুভ্যং দত্তমপ্রতিজানতা ।

অনার্য্যং দুর্ব্বচো ঘোরং তন্মে মর্শ্মাণি কৃন্ততি ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। 'ভূত্বা কিঞ্চিদবাঙ্গমুখ' ইতি ইতি পাঠঃ। 'পর্য্যং ব্রীড়ামুশাগত' ইতি বা।

৩। লো-টা। অগ্রজ্ঞশ্চ বাক্যং প্রতি বাক্যং ন বক্তব্যমিতি সর্গং স্মৃতিবাক্যং ত্বন্তঃ
শ্রুতং, শ্রুতেরপি অয়মেবার্থঃ ইত্যপি শ্রুতম্।

৪। লো-টা। শ্রদ্ধাপি যৎ তুভ্যমুত্তরং দত্তং তৎকেবলম্ অভ্যনতা মূর্খণ। অনাধ্যাৎ
শিষ্টগর্হিতং, কিঞ্চ, ঘোরং নরকভয়জনকঞ্চ দুর্ব্বচঃ কথনং তন্মম মর্শ্মাণি কৃন্ততি।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বলবান্ শত্রুশ্ল সৈযং অধোমুখ হইয়া ধীরে ধীরে
বলিতে লাগিলেন— ॥ ১ ॥

মহারাজ কাকুৎস্থ, আপনি ইহলোকের ধর্ম্ম অবগত আছেন, জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞমান
থাকিতে কিরূপে কনিষ্ঠ অভিষিক্ত হইতে পারে? ॥ ২ ॥

মহাবাহো, মহারাজ, আপনার আদেশ অবশ্যই প্রতিপালন করা উচিত, ইহা
আমি নিজেই আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩ ॥

আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনার কথার উত্তর প্রদান করিয়া ফেলিলাম, এই
অনার্য্যোচিত ভয়ঙ্কর দুর্ব্বাক্য আমার মর্শ্মস্থল ছিন্ন করিতেছে ॥ ৪ ॥

১। হ 'পর্য্যং ব্রীড়ামুশাগত'। ২। ৮ 'তৎ ধর্ম্মং বেৎসি কাকুৎস্থ' সঙ্গতঃ স্মৃতিবাক্য'। ৩। হ 'পার্থিব'।
৪। হ 'দত্তো যয়া শ্রুতং বীর নীতিমত্যাশুখা শ্রুতম্'। ৫। হ 'দত্তং'। ৬। হ 'ভূত্বা'। ৭। হ 'বাহুতং'।

তস্যৈবং মে দুৰ্লভস্ত্য ক্ৰান্তমহশ্চানন্দিত ।

উত্তরং হি ন বক্তব্যং জ্যেষ্ঠানাং মদ্বিধৈঃ সদা ॥ ৫ ॥

অধশ্চাসহিতং চৈব ইহামুত্র চ গহিতম্ ।

তব চৈব মহাবাহো শাসনং দুরতিক্রমম্ ॥ ৬ ॥

সৌহং দ্বিতীয়ং কাকুৎস্থ ন বক্ষ্যামি তবোত্তরম্ ।

দণ্ডো দ্বিতীয়ো নেদানীং পতেন্মম পরস্তপ ॥ ৭ ॥

অহমাজ্জাকরো রাজংস্তবাস্মি পুরুষৰ্ষভ ।

অধশ্চ জহি কাকুৎস্থ মৎকৃতে রঘুনন্দন ॥ ৮ ॥

৫। লো-টা। ইয়ং মদ্বিধিঃ, দুৰ্লভমুপসংহরতি—উত্তরমিতি ।

৬। লো-টা। অধশ্চাসহিতম্ অধশ্চযুক্তং বাক্যম্। শাসনমাজ্জা দুরতিক্রমমন-
তিক্রমণীয়ম্ ।

৭। লো-টা। দ্বিতীয়মুত্তরং ন বক্ষ্যামি একোত্তরাৎ মম মদ্ব্যকর্ত্তনরূপো দণ্ড একো
জাতঃ, দ্বিতীয়স্ত ন পতেৎ ন ভবেৎ ।

৮। লো-টা। ইতি কৃত্বা অধশ্চ মদ্বিষয়ে দুঃখং জহি তাজ্জ ।

হে শ্লাঘ্য, তাদৃশ দুৰ্ব্বাক্যবাদী আমাকে ক্ষমা করুন, আমার মত লোকের
কখনও জ্যেষ্ঠের কথার উত্তর দেওয়া উচিত নয় ॥ ৫ ॥

মহাবাহো, অধশ্চযুক্ত বাক্য ইহলোকে এবং পরলোকে নিন্দনীয়,
আপনার শাসনও অলঙ্ঘনীয় ॥ ৬ ॥

হে পরস্তপ, হে কাকুৎস্থ, আমি আপনার কথার দ্বিতীয় উত্তর করিব না,
আমার উপর আর দ্বিতীয় কোন দণ্ড যেন পতিত না হয় ॥ ৭ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ কাকুৎস্থ, আমি আপনার আজ্ঞাকারী (ভৃত্য), আমার
জন্ত অধশ্চ পরিত্যাগ করুন ॥ ৮ ॥

১। চ 'তত্ত্বয়ং'। ২। ছ 'নিষ্কৃতিঃ পুরুষৰ্ষভ'। অতঃ পরং চ 'এতৈশ্চৈবঃ দুৰ্লভস্ত্য ক্ৰান্তমহশ্চ-
নন্দিত'। ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'দ্বিতীয়ে ব্যাঙ্কতে দণ্ডো নিপতেদ্ব্যম্ রাবব'। ৪। ছ 'রঘুনন্দন'। ৫। ছ
'পুরুষোত্তম'।

এবমুক্তস্ত শূরেণ শত্রুগ্নেন মহাত্মনা ।

উবাচ রামঃ সংহৃষ্টো লক্ষ্মণঃ ভরতং তথা ॥ ৯ ॥

অভিষেকস্য সম্ভারানানয়ন্তু দ্বরাশ্চিতাঃ ।

অদৌব পুরুষব্যাত্মমভিষেক্যামি রাঘবম্ ॥ ১০ ॥

পুরোধসং চ সৰ্ব্বজ্ঞং নৈগমান্ ঋত্বিজস্তুগা ।

মন্ত্ৰিণশ্চ নরব্যাত্ম শীত্রং সৰ্বান্ সমানয় ॥ ১১ ॥

রাজ্ঞঃ শাসনমাজ্ঞায় চক্রুস্তূর্ণমশেষতঃ ।

অভিষেকসমারম্ভং পুরস্কৃত্য পুরোধসম্ ॥ ১২ ॥

ততোহভিষেকো ববুতে শত্রুগ্নস্য মহাত্মনঃ ।

সংগ্রহর্ষকরঃ শ্রীমান্ ভ্রাতৃণাঞ্চ পুরস্য চ ॥ ১৩ ॥

১১। লো-টী। নৈগমান্ বৈদিকান্।

মহাত্মা বীর শত্রুগ্ন এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র সমুদ্র হইয়া লক্ষ্মণ এবং ভরতকে বলিলেন—॥ ৯ ॥

অভিষেকের দ্রব্যসমূহ দ্রুত আনয়ন করা হউক, অত পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুগ্নকে অভিষিক্ত করিব ॥ ১০ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, সৰ্ব্বজ্ঞ পুৰোহিত, বেদজ্ঞ ঋত্বিজগণ এবং সমস্ত মন্ত্রীদিগকে শীত্র আনয়ন কর ॥ ১১ ॥

[ভ্রাতৃগণ] মহারাজের আদেশানুসারে পুরোহিতকে অগ্নে করিয়া অতি দ্রুত অভিষেকের দ্রব্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে আনয়ন করিল ॥ ১২ ॥

তার পর মহাত্মা শত্রুগ্নের অভিষেক সম্পন্ন হইল এবং শ্রীমান্ শত্রুগ্ন ভ্রাতৃ-বর্গের এবং পুরবাসীদিগের আনন্দদায়ক হইলেন ॥ ১৩ ॥

১। হ 'আনীক্সাং সমাজ্ঞা'। ২। হ 'ধর্মজ্ঞমুন্নিজো নৈগমান্তুগা'। ৩। হ 'ততোহভিষেকঃ পুরস্কৃত্য বশিষ্ঠক পুরোহিতম্'। অতঃ পরং হ 'প্রতিষ্টা রাজভবনং পুণ্ড্রপুত্রোপমম্'। ইত্যধিকম্। ৪। ক 'ববুদে'। ৫। হ 'রাঘবম্'।

অভিষিক্তস্ত কাকুৎস্থো ভ্রাতা জ্যেষ্ঠেন সাদরম্ ।

অভিষিক্তঃ পুরা স্কন্দঃ সেনৈন্দ্রিবিব দিবৌকসৈঃ ॥ ১৪ ॥

অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে রামেণাক্লিষ্টকৰ্ম্মণা ।

পৌরাঃ প্রমুদিতাঃ সৰ্বে ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ ॥ ১৫ ॥

কৌশল্যা চ স্মিত্রা চ কৈকেয়ী চৈব মঙ্গলম্ ।

চক্রুস্তা রাজভবনে যাশ্চাত্মা রাজযোষিতঃ ॥ ১৬ ॥

ঋষয়শ্চ মহাত্মানো যমুনাতীরবাসিনঃ ।

হতং লবণমাশংসুঃ শত্রুপ্লস্তাভিষেচনে ॥ ১৭ ॥

ততোহভিষিক্তং শত্রুপ্লমঙ্কমারোপ্য রাঘবঃ ।

উবাচ মধুরাং বাগীং তেজস্তস্তাভিবর্দ্ধয়ন্ ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টী। দিবৌকসৈরিভ্যর্থম্।

১৫। লো-টী। বহুনাং শাস্ত্রাণাং শ্রুতং শ্রবণং যেষাং তে।

পুরাকালে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকর্তৃক অভিষিক্ত কার্ত্তিকেয়ের আয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকর্তৃক কাকুৎস্থ শত্রুপ্ল সাদরে অভিষিক্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রামচন্দ্রদ্বারা কাকুৎস্থ শত্রুপ্ল অভিষিক্ত হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এবং পৌরজনগণ সকলে আনন্দিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

কৌশল্যা, স্মিত্রা, কৈকেয়ী এবং অগ্নাত্ম রাজপত্নীগণ সকলে রাজগৃহে মঙ্গলামুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

শত্রুপ্লের অভিষেকে যমুনাতীরবাসী ঋষিগণ ‘লবণ নিহত হইয়াছে’ বলিয়া শ্লির করিলেন ॥ ১৭ ॥

পরে রামচন্দ্র শত্রুপ্লকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার পরাক্রম বর্দ্ধিত করিবার জন্য মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন— ॥ ১৮ ॥

১। হ ‘সুদোত্তমৈঃ’। ২। হ ‘পরমাং’। ৩। হ ‘সুস্ত বিব’।

অমোঘোহয়ং শরো বীর দিব্যঃ পরপুরঞ্জয় ।
 অনেন লবণং বীর হস্তাসি জয়তাং বর ॥ ১৯ ॥
 সৃষ্টিঃ শরোহয়ং শত্রুন্ম জগত্যেকার্ণবে পুরা ।
 স্ময়ন্তুবা দেবদেবেনাজিতেন মহাত্মনা ॥ ২০ ॥
 অধুয়াঃ সর্বভূতানাং তেনায়ং শর উত্তমঃ ।
 সৃষ্টিঃ ক্রোধাভিভূতেন বিনাশায় ছুরাত্মনোঃ ॥ ২১ ॥
 মধুকৈটভয়োর্বীর বিঘাতে বর্তমানয়োঃ ।
 স্রষ্টু কামেন লোকাংস্ত্রীঃস্তৌ চানেন হতৌ যুধি ॥ ২২ ॥
 তৌ হস্মা জনভোগার্থে কৈটভঃ তু মধুস্তথা ।
 অনেন শরমুখেন ততো লোকাংশ্চকার সঃ ॥ ২৩ ॥

২১। লো-টী। 'শর উচাতে' ইতি পাঠঃ। 'উত্তম' ইতি বা।

২২। লো-টী। বিঘাতে ব্রহ্মণো বিঘাতে।

হে শত্রুপুরজেতা বিজয়িশ্রেষ্ঠ বীর, এই অব্যর্থ দিব্য-বাণ, ইহা দ্বারা তুমি লবণকে বধ করিবে ॥ ১৯ ॥

শত্রুন্ম, পুরাকালে জগত যখন সমুদ্রময় ছিল, তখন দেবদেব মহাত্মা অপরাজিত ব্রহ্মা এই শর সৃজন করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

হে বীর, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া [তাঁহাকে] হত্যা করিতে উদ্যত ছুরাত্মা মধু এবং কৈটভের বিনাশার্থে সর্বপ্রাণীর অধুয়া এই উৎকৃষ্ট শর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ত্রিভুবন সৃজন করিবার অভিলাষে এই শরদ্বারা যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ২১-২২ ॥

তিনি এই শ্রেষ্ঠ শরদ্বারা লোকের সুখার্থে মধু এবং কৈটভকে নিহত করিয়া লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

১। হ 'অয়ং শরো হমোঘতে'। ২। হ 'সৌম্য'। ৩। হ 'রঘুনন্দন'। ৪। হ 'চন্ডেন'। ৫। হ 'হ'।

নাযং শরো ময়া পূর্বং রাবণস্ত জিঘাংসয়া । :

মুক্তঃ শক্রেন ভূতানাং ত্রাসো মা ভৃশ্মহানিতি ॥ ২৪ ॥

অনেন তং মুনিগণশক্রমাহবে হনিষ্যসে রঘুবর নাত্র সংশয়ঃ ।

নিহত্য তং পুরবরমেব চ স্বয়ং নিবেশয় ত্রিংশপুরোপমং লঘু ॥ ২৫ ॥ ,

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে শক্রঘ্নাভিষেকো নাম
অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

২৫। লো-টা। লঘু শীঘ্রম্।

শরদানে শক্রঘ্নাভিষেকঃ ॥ ৬৮ ॥

শক্রেন, আমি পূর্বের রাবণকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রাণীদিগের অতিশয়
ত্রাসের ভয়ে এই শর নিক্ষেপ করি নাই ॥ ২৪ ॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ, তুমি সেই মুনিদিগের শক্রকে এই শরদ্বারা যুদ্ধে বধ
করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। তহাকে বধ করিয়া স্বয়ং শীঘ্র স্বর্গতুল্য নগর স্থাপন
কর ॥ ২৫ ॥

মহর্ষি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শক্রঘ্নের অভিষেক নামক
৬৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

(৬৯) উনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

শরং দদ্বাথ শক্রস্নে রাঘবঃ পরবীরহা ।
 পুনশ্চৈবমুবাচেদং বচনং বাক্যকোবিদঃ ॥ ১ ॥
 যত্তু তস্ম মহচ্ছূলং ত্র্যম্বকেণ মহাত্মনা ।
 দত্তং শক্রবিনাশায় পিতুরায়ুধমুত্তমম্ ॥ ২ ॥
 তং সংনিষ্ক্রিপ্য ভবনে পূজ্যমানং মুহুশ্চুহঃ ।
 দিশো বিলোকয়ন্ সৰ্ব্বাশ্চরত্যাহারধৰ্ম্মতাম্ ॥ ৩ ॥
 যদা তু যুদ্ধকাজ্জী তং কচিদাহবয়তে রিপুঃ ।
 তদা শূলং গৃহীত্বাশ্চ ভস্ম তং কুরুতে যুধি ॥ ৪ ॥
 স ত্বং নিবৰ্ত্তমানং তং দৃষ্ট্বাহারপ্রচারতঃ ।
 অপ্রবিষ্টং পুরং পূৰ্ব্বং দ্বারি তিষ্ঠেদ্বৃত্তায়ুধঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। বিলোড়য়ন্ বিচারয়ন্। আহারধৰ্ম্মতাম্ আহারে নিমিত্তে ধৰ্ম্মতাং
 যমস্বং চরতি প্রাপ্নোতি যম ইব ভবতীত্যর্থঃ। ‘ধৰ্ম্মো না সোমপে যমে’ ইতি ভূরি०।

৪। লো-টী। যুদ্ধকাজ্জী কশ্চিং রিপুঃ।

৫। লো-টী। আহারপ্রচারতঃ আহারার্থং প্রচারো গমনং তস্মান্নিবৰ্ত্তমানম্।

শক্রবীর-নিহস্তা বাকপটু রামচন্দ্র শক্রস্নকে শর প্রদান করিয়া পুনরায়
 এই কথা বলিলেন— ॥ ১ ॥

মহাত্মা ত্র্যম্বক লবণের পিতাকে যে উৎকৃষ্ট বিশাল শূলরূপ অস্ত্র শক্রসংহারের
 জন্ত দিয়াছিলেন, সে পূজার জন্ত সেই শূল গৃহে রাখিয়া চতুর্দিকে অবলোকন
 করত আহারের জন্ত কৃতান্তের শ্রায় বিচরণ করে ॥ ২-৩ ॥

যখন যুদ্ধাভিলাষী শক্র তাহাকে কোথাও যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তখন
 দ্রুত সেই শূল গ্রহণ করত শক্রকে ভস্ম করে ॥ ৪ ॥

আহারের জন্ত ভ্রমণ করিয়া বাহির হইতে প্রত্যাবর্তনকারী সেই লবণকে

১। হ ‘তু’। ২। হ ‘বস্ত্র তু’। ৩। হ ‘তত্ত’। ৪। হ ‘দ্বা স’। ৫। হ ‘ভস্মসাং’

৬। হ ‘রিপুঃ’। ৭। হ ‘-ত’। ৮। হ ‘তিষ্ঠেদ্বৃত্তা-’।

অগৃহীতায়ুধং চৈব যুদ্ধায় পুরুষৰ্ষভ ।

আহ্নয়েথা মহাবাহো ততো হস্তাসি রাক্ষসম্ ॥ ৬ ॥

অন্থথা ক্রিয়মাণে তু অবধ্যঃ স ভবিষ্যতি ।

সত্যং চৈবং কৃতে বীর বিনাশমুপযাস্থতি ॥ ৭ ॥

এতৎ তে সৰ্ব্বমাখ্যাতং শূলং তস্মৈ হুহুর্জয়ম্ ।

শ্রীমতঃ শিতিকণ্ঠস্য কীৰ্ত্তিহি দুরতিক্রমা ॥ ৮ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শক্রয়শরপ্রদানং নাম

উনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

৮। লো-ট। শূলন্ত এতন্মাহাত্ম্যং বিপর্যায়ং বিপরীতং কাৰ্য্যাক্ষমম্বমিতি বাবৎ, যথা
শ্রান্তথা আখ্যাতম্, যতপি দুরতিক্রমং কৃতং তথাপি শূলহস্তঃ হুহুর্জয়ঃ । ‘শ্রীমতো নীলকণ্ঠস্য কীৰ্ত্তিহি
দুরতিক্রমে’তি পাঠে কীৰ্ত্তিঃ কীৰ্ত্তনমুক্তিঃ দুরতিক্রমা অলঙ্ঘনীয় ।

ভেদকথনম্ ॥ ৬৯ ॥

পুরমধ্যে অপ্রবিষ্ট দেখিয়া তুমি পূর্বেই অস্ত্র ধারণ করত দ্বারদেশে অবস্থান
করিবে ॥ ৫ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহো, তুমি শূলবিহীন রাক্ষস লবণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান
করিবে, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিতে পারিবে ॥ ৬ ॥

হে বীর, এইরূপ করিলে অবশ্যই সে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্তথা
করিলে সে অবধ্য হইবে ॥ ৭ ॥

আমি তোমার নিকটে সমস্তই বলিলাম । তাহার শূল অতীব হুর্জয়,
শ্রীমান্ মহাদেবের বাক্য অলঙ্ঘনীয় ॥ ৮ ॥

মহর্ষি বায়্বীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শক্রয়শরপ্রদান-নামক

৬৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

১। হ ‘সত্যং চৈবং’। ২। ক ‘শূলন্ত বিপর্যায়ঃ’। ৩। হ ‘শ্রীমতা শিতিকণ্ঠেন কৃতং হি দুরতিক্রমম্’।

৪। হ ‘নাম সর্গসমাপ্তিঃ দৃষ্টতে’।

(৭০) সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

এবমুক্তা^১ শক্রস্নং সংদিশ্য চ পুনঃ পুনঃ ।

পুনরপ্যপরং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥ ১ ॥

ইমাশ্বসহস্রাণি চত্বারি পুরুষৰ্ষভ ।

রথানাং দ্বৈ সহস্রে চ গজানাং শতমুত্তমম্ ॥ ২ ॥

চত্বরাপণবীথ্যশ্চ নানাপণ্যোপশোভিতাঃ ।

অমুগচ্ছন্ত শক্রস্নং তথৈব নটনর্তকাঃ ॥ ৩ ॥

হিরণ্যস্ত স্ববর্ণস্ত নিবৃতং প্রযুতং তথা ।

গৃহীত্বা গচ্ছ শক্রস্নং পর্যাণ্ডবলবাহনঃ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টী। চত্বরাপণবীথ্যাঃ তদ্বাসিন ইত্যর্থঃ। চত্বরবীথ্যশ্চত্বরপণ্ডক্ৰয়ঃ, আপণ-
বীথ্যশ্চ। 'বীথী পণ্ডকৌ গৃহাদে চে'তি ভূরি०। পণ্যং বিক্রয়দ্রব্যম্।

৪। লো-টী। হিরণ্যস্ত অপরিমিতস্ত, স্ববর্ণস্ত পরিমিতস্ত, স্ববর্ণস্ত শোভনবর্ণস্তেতি বা।
পর্যাণ্ডং যথেষ্টং শক্রং বা বলং বাহনঞ্চ যন্ত সঃ। 'পর্যাণ্ডস্ত যথেষ্টে ত্রাং তৃণৌ শক্রে নিবারণে'
ইতি কোষঃ।

এই বলিয়া শক্রস্নকে পুনঃ পুনঃ নির্দেশদান করত রঘুনন্দন রাম পুনরায়
বলিতে লাগিলেন— ॥ ১ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই চারি সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র রথ, উৎকৃষ্ট এক শত হস্তী
এবং নট ও নর্তকরা শক্রস্নের অমুগমন করুক; চত্বর, হট্ট এবং পথ বহু পণ্যদ্রব্যে
শোভিত হউক ॥ ২-৩ ॥

শক্রস্ন, তুমি পর্যাণ্ড সৈন্য এবং বাহন সমভিব্যাহারে লক্ষ লক্ষ স্ববর্ণ-
মুক্তা গ্রহণ করিয়া গমন কর ॥ ৪ ॥

বলং চ স্তূভতং বীর হৃষ্টপুষ্টমনিন্দিতম্ ।

বশ্যং মানপ্রদানাভ্যাং কুর্য্যাস্ত্বং রঘুনন্দন ॥ ৫ ॥

ন হৃথ্যাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ন দারা ন চ বান্ধবাঃ ।

স্ত্রীতো ভৃত্যবর্গো ন যত্র তিষ্ঠতি রাঘব ॥ ৬ ॥

স ত্বং হৃষ্টজনাকর্ণাং প্রস্থাপ্য মহতেঃ চমুন্ম ।

এক এব ধনুষ্পাণিরূপগচ্ছের্মধোঃ স্ততম্ ॥ ৭ ॥

যথা চ ত্বাং ন জানাতি গচ্ছন্তং যুদ্ধকাঙ্ক্ষণম্ ।

লবণঃ স মধোঃ পুত্রস্তথা ত্বং গচ্ছ রাঘব ॥ ৮ ॥

ন হন্তথা ভবেন্মৃত্যুস্তস্য ঘোরস্য রক্ষসঃ ।

দর্শনং যো হি তস্মৈয়াৎ স বধ্যো লবণস্য হি ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। স্তূভতং স্তূষ্টকৃতভরণম্। 'স্তূদৃঢ়'মিতি পাঠে স্তূদৃঢ়ং সামর্থ্যবৎ।

৬। লো-টী। যত্র যুদ্ধাদৌ।

৯। লো-টী। ন হন্তথেতি কৃতঃ, আখ্যাতেতি। যুদ্ধং দেহীতি তস্য কশ্চিদপি আখ্যাতা বক্তা নাস্তি যতো মৃত্যুভয়াবিতঃ। ঈয়াৎ প্রাপ্নুয়াৎ।

বীর রঘুনন্দন, সুরক্ষিত হৃষ্টপুষ্ট অনিন্দনীয় সৈন্যগণকে সম্মান করিয়া এবং পারিতোষিক দিয়া বশীভূত করিবে ॥ ৫ ॥

হে রাঘব, যেখানে ভৃত্যবর্গ অতিশয় সন্তুষ্ট না থাকে, সেই স্থানে অর্থ, স্ত্রী এবং বান্ধবগণ থাকিতে পারে না ॥ ৬ ॥

তুমি আনন্দিতজনপরিপূর্ণ বিশাল সৈন্যশ্রেণী প্রস্থাপিত করিয়া ধনুক হস্তে একাকীই মধুর পুত্রের সমীপে গমন করিবে ॥ ৭ ॥

রাঘব, যুদ্ধাভিলাষে গমনকারী তোমাকে যাহাতে সেই মধুর পুত্র লবণ জানিতে না পারে সেইভাবে তুমি গমন কর ॥ ৮ ॥

অন্ত কোন প্রকারে সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের মৃত্যু হইবে না, যে ব্যক্তি

১। হ 'ন দারাত্ত্র তিষ্ঠন্তি ন হৃথ্য ন চ বান্ধবাঃ'। ২। হ '-পুস্ত'। ৩। হ 'সংস্থা-'। ৪। হ 'আখ্যাতা ন হি তস্যান্তি কশ্চিদ মৃত্যুভয়াবিতঃ'। ৫। হ 'পক্ষেত্ব হস্তেত লবণেন সঃ'।

গ্রীষ্মকালে ব্যতিক্রান্তে বর্ষাকালে সমাগতে ।
 হন্যাস্ত্বং লবণং সৌম্য স হি কালোহস্ত্য দুর্গতেঃ ॥ ১০ ॥
 ঋষীনিমান্ পুরস্কৃত্য গচ্ছন্ত তব সৈনিকাঃ ।
 যথা গ্রীষ্মাবশেষেণ তরেমুর্জাহবীজলম্ ॥ ১১ ॥
 স্থাপয়িত্বা বলং তত্র নত্যাস্তীরে সমাহিতঃ ।
 অগ্রতো ধনুমা সার্কং যায়াস্ত্বং লঘুবিক্রমঃ ॥ ১২ ॥
 এবমুক্তস্ত রামেণ শত্রুঘ্নঃ স মহাবলঃ ।
 সেনানুগ্যান্ সমানীয় ততো বাক্যমুবাচ হ ॥ ১৩ ॥
 ইমে তে গণিতা বাসা যত্র যত্র নিবৎস্তথ ।
 শ্বেয়ং তেষপ্রমাদেন মমাজ্ঞাং প্রতি কাজ্জিভিঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। লো-টা। যত্র যত্র যেষু যেষু নিবৎস্তথ তে ইমে বাসা গণিতা ঋষিভিঃ সৈনিকৈঃ ।

তাহার দৃষ্টিগোচরে আসিলে, সে তাহার বধ্য হইবে ॥ ৯ ॥

হে সৌম্য, গ্রীষ্মকাল অতীত হইয়া বর্ষাকাল সমাগত হইলে তুমি লবণকে বধ করিবে, কারণ, এই ছরাঁয়ার সেই-ই মৃত্যুর সময় ॥ ১০ ॥

তোমার সৈনিকগণ এই ঋষিদিগকে অগ্রে করিয়া গমন করুক, যেন তাহারা গ্রীষ্মাবশেষে গঙ্গানদী অতিক্রম করিতে পারে ॥ ১১ ॥

সেই জাহুবীতীরে সৈন্য সংস্থাপিত করিয়া তুমি অগ্রে ধনুক লইয়া ধীরে ধীরে গমন করিবে ॥ ১২ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মহাবলশালী সেই শত্রুঘ্ন শ্রেষ্ঠ সৈন্যগণকে আনয়ন করিয়া বলিলেন— ১৩ ॥

তোমাদের যে যে স্থানে অবস্থান করিতে হইবে সেই সকল স্থান [ঋষিগণ-

১। হ'-রাত্র উপাগতে'। ২। হ'বীর'। ৩। হ'অথ গ্রীষ্মাবশেষে তু'। ৪। হ'প্রায়স্'। ৫। হ'ইমে বো'। ৬। হ'চ বৎস্ত'। ৭। হ'তত্রাণ'।

শীঘ্রমঠৈব নির্ধাত সচ্ছত্যবলবাহনাঃ ।

পুংস্কৃত্য মহাভাগান্ সৰ্ব্বানেনতাংস্তপোধনান্ ॥ ১৫ ॥

ন চ বো বিষয়ে কশ্চিদ বাধঃ কার্য্যঃ প্রতাপজঃ ।

প্রযাতার্থোপচারণে রাজা দোষেণ লিপ্যতে ॥ ১৬ ॥

তথা তাংস্তু সমাদিশ্য নির্ধাপ্য চ মহাবলঃ ।

কৌশল্যাং চ সুমিত্রাং চ কৈকেয়ীং চাভিবাচ্য সঃ ॥ ১৭ ॥

রামং প্রদক্ষিণং কৃৎবা শিরসাভিপ্রণম্য চ ।

রামেণ চ পরিষক্তঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব প্রণিপত্য কৃতাজ্জলিঃ ।

তাভ্যাং চৈবাত্মনুজাত আত্মাতঃ শিরসি স্ম সঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। গো-টী। বাধঃ পীড়া। ধর্ম্মন্তেন ন গম্যতে প্রাপ্যতে 'লিপ্যতে' বা পাঠঃ। 'উপ-
রাগন্ত পুংসি তাদ্রাহণ্যসেহর্কচজ্রয়োঃ।' হ্রন্যে গ্রহকন্মোলে বাসনেহপি নিগন্ততে' ইতি কোষঃ।
'প্রতাপার্থোপচারণে'তি পাঠে প্রজ্ঞানামর্থনাশেন কৃতেনেতি সর্ব্বজঃ।

কর্ত্ত্বক] এই নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তোমরা আমার আদেশের অপেক্ষায় সেই সেই
স্থানে অপ্রমত্ত হইয়া অবস্থান করিবে ॥ ১৪ ॥

তোমরা অতাই সৈন্ত, ভৃত্য এবং বাহন সমভিব্যাহারে এই সকল মহাভাগ
তপোধনদিগকে অগ্রে করিয়া সত্বর যাত্রা কর ॥ ১৫ ॥

তোমারা প্রতাপ (পরাক্রম) জন্ত রাজ্যমধ্যে কোনরূপ উৎপীড়ন সৃষ্টি
করিও না; প্রজাদিগের অর্থনাশ করিলে প্রস্থানকারী রাজার অপরাধ হয় ॥ ১৬ ॥

মহাবলশালী শত্রুপীড়নকারী শত্রুগ্ন তাহাদিগকে এইরূপ আদেশদানপূর্ব্বক
প্রস্থাপিত করিয়া কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রাকে অভিবাদন করত
রামজ্ঞকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অবনত মস্তকে প্রণাম করিলে রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন
করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

শত্রুগ্ন কৃতাজ্জলিপুটে লক্ষ্মণ এবং ভরতকে প্রণাম করিলে তাঁহারা তাঁহার
মস্তক আজ্ঞাপূর্ব্বক [প্রস্থানের] অনুমতি দান করিলেন ॥ ১৯ ॥

১। হ 'প্রতাপার্থোপ-'। ২। হ 'তাংস্ক'। ৩। হ 'নিজ্রাহণ্যবলবাহনঃ'। ৪। হ 'চাভিবাচ্য'।

৫। হ 'স্বর্গুণাতঃ'।

পুরুষোত্তমঃ বশিষ্ঠক শক্রয়ঃ স প্রতাপবান্ ।

প্রদক্ষিণমথো কৃৎস্না নির্জঙ্গগাম মহাবলঃ ॥ ২০ ॥

নির্ধাপ্য সেনামথ সোহগ্রতস্তদা গজেন্দ্রবাজিপ্রবরৌষসংকুলাম্ ।

উপোষ্য মাসং স নরেন্দ্রপার্থতঃ প্রতিপ্রয়াতো রঘুবংশবর্দ্ধনঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বায়ীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে শক্রয়প্রস্থানং নাম

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

২১। লো-টী। মাসং বলপ্রস্থানান্তরং তত্র উপোষ্য উষিষ্য। 'উপাস্তমান' ইতি পাঠে
প্রজ্ঞাভিরিতি শেষঃ।

শক্রয়প্রস্থাপনম্ ॥ ৭০ ॥

অনন্তর মহাবল এবং প্রতাপশালী শক্রয় পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রদক্ষিণ করিয়া
যাত্রা করিলেন ॥ ২০ ॥

সেই রঘুবংশ-বর্দ্ধন শক্রয় শ্রেষ্ঠ হস্তী ও অশ্বসমাকুল সৈন্যদিগকে অগ্রে
নির্গত করাইয়া এক মাস বাস করত পরে মহারাজ রামচন্দ্রের নিকট হইতে
প্রস্থান করিলেন ॥ ২১ ॥

মধ্বি বায়ীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শক্রয়প্রস্থাপন-নামক

৭০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

(৭১) একসঞ্জতিতমঃ সর্গঃ

প্রস্থাপ্য তদ্বলং সর্বং সপ্তরাত্রমথোষিতঃ ।

এক এব স শত্রুশ্লো জগাম হরিভস্তুদা ॥ ১ ॥

ত্রিরাত্রমস্তরোষিত্বা শূরো রাঘবনন্দনঃ ।

বাল্মীকেরাশ্রমং পুণ্যং প্রবিবেশ মহামতিঃ ॥ ২ ॥

সোহভিগম্য মহাত্মানমভিবাণু চ রাঘবঃ ।

কৃতাজ্জলিপুটো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৩ ॥

ভগবন্ বস্তুমিচ্ছামি গুরুকার্যাদিহাগতঃ ।

শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামি প্রতীচীং বারুণীং দিশম্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। সপ্তরাত্রং পুরাণত্বত্ৰ উষিতঃ স্থিতঃ।

২। লো-টী। অস্তরা মধ্যে কুত্রচিৎ স্থানে 'ত্রিরাত্রমস্তরা চোষ্য' ইতি বা পাঠঃ, উহা উষিত্বা।

৪। লো-টী। গুরুকার্য্যাং গুরুণাং মুনীনাং কার্য্যাং।

শত্রুশ্লো সেই সকল সৈন্য প্রস্থাপন করাইয়া [নগর হইতে অন্তস্থানে] সপ্ত রাত্রি বাস করিয়া একাকীই দ্রুত গমন করিলেন ॥ ১ ॥

মহামতি রাঘবনন্দন বীর শত্রুশ্লো পশ্চিমধ্যে ত্রিরাত্র বাস করিয়া পবিত্র বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥

সেই রঘুকুলাবতঃশ শত্রুশ্লো বাল্মীকির সমীপে গমন করিয়া অভিবাদনপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন— ॥ ৩ ॥

ভগবন্, মুনিদিগের প্রয়োজন বশতঃ আমি [অযোধ্যা হইতে] আসিয়াছি, [অত্ৰ] এইস্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি, আগামী কল্য প্রাতঃকালে বরুণাধিষ্ঠিত পশ্চিমদিকে গমন করিব ॥ ৪ ॥

শক্রশ্রমস্ত বচঃ শ্রদ্ধা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবঃ ।

প্রভুবাচ মহাতেজাঃ স্বাগতং তেহস্থিহ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥

স্বমাশ্রমপদং হেতদ্রাঘবাণাং ন সংশয়ঃ ।

আসনং পাণ্ডমর্য্যক নিৰ্ব্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মে ॥ ৬ ॥

প্রতিগৃহ্য স তাং পূজাং বশ্যঞ্চ ফলভোজনম্ ।

ভক্ষয়ামাস কাকুৎস্থতৃপ্তিক পরমাং যযৌ ॥ ৭ ॥

স ডুক্তবান্ মহাবাহুশ্রমহৰিঃ তমুবাচ হ ।

মুনে যজ্ঞবিভূতীয়াং কশ্যাপ্রমসমীপতঃ ॥ ৮ ॥

তস্য তদ্ভাষিতং শ্রদ্ধা বাল্মীকিৰ্বাক্যমব্রবীৎ ।

শৃণু শক্রশ্রম যস্মৈতদ্বভূবায়তনং পুরা ॥ ৯ ॥

৮। লো-টা। তবাপ্রমসমীপতঃ। হে মুনে, কশ্য ইয়ং পূৰ্ব্বাং দ্বিগুণ বজ্রবিভূতিঃ সম্পত্তিঃ, সন্ধিরার্থঃ।

৯। লো-টা। আয়তনং যজ্ঞায়তনম্।

মুনিশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী প্রভু বাল্মীকি শক্রশ্রমের কথা শুনিয়া হাস্তপূৰ্ব্বক বলিলেন, তোমার এইস্থানে শুভাগমন হউক ॥ ৫ ॥

এই আশ্রমস্থান রঘুবংশীয়দিগের নিজের—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার আসন, পাণ্ড এবং অর্ঘ্য গ্রহণ কর ॥ ৬ ॥

কাকুৎস্থ শক্রশ্রম সেই পূজা গ্রহণ করিয়া এবং বশ্য ভোজ্য ফল ভক্ষণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন ॥ ৭ ॥

সেই মহাবাহু শক্রশ্রম ভোজনানন্তর মহর্ষি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে, [পূৰ্ব্বদিকে] এই যজ্ঞসমৃদ্ধি কাহার ? ॥ ৮ ॥

বাল্মীকি তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন শক্রশ্রম, পূৰ্বে এই যজ্ঞায়তন যাহার ছিল তাঁহার কথা শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

১। হ 'আনং'। ২। হ 'নরাধিপ'। ৩। হ 'ততঃ'। ৪। হ 'তদ্বচনং'। ৫। হ 'শক্রশ্রম'। ৬। হ 'পুং'।

যুগ্মাকং পূর্বজো রাজা সুদাসো নাম ধর্ম্মবিৎ ।

তস্ত পুত্রো মহাভাগঃ সর্বান্নজ্ঞশ্চ সংযুগে ॥ ১০ ॥

যক্টা দানপতিঃ শাস্তুঃ প্রজানাং পালনে রতঃ ।

রাজা মিত্রসহো নাম সত্ত্ববানতিধানিকঃ ॥ ১১ ॥

স বাল এব সৌদাসো যুগয়ামুপচক্রমে ।

চংক্রম্যমাণঃ সোহদ্রাক্ষীদ্রাক্ষসৌ ঘৌ মহাবলৌ ॥ ১২ ॥

শার্দূলরূপিণৌ ঘোরৌ যুগাংস্তৌ চ সহস্রশঃ ।

ভক্ষয়ন্তাবসন্তুর্কৌ পর্যাণ্ডিঃ নোপজগাতুঃ ॥ ১৩ ॥

স তু তৌ রাক্ষসৌ দৃষ্ট্বা নিম্নগংক বনং কৃতম্ ।

ক্রোধেন মহতাবিষ্টৌ জঘানৈকং মহেশুণা ॥ ১৪ ॥

১১। লো-ট। যজ্ঞা যজ্ঞশীলঃ ।

১৩। লো-ট। পর্যাণ্ডিঃ তৃপ্তিম্ ।

সুদাস নামে তোমাদের পূর্ববর্তী একজন ধর্ম্মজ্ঞ রাজা ছিলেন। যুদ্ধে সমস্ত অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল যজ্ঞশীল, দানবীর, শাস্ত, প্রজাপালনে তৎপর, মহা ভাগ্যবান্ পরাক্রান্ত এবং অতিশয় ধার্ম্মিক মিত্রসহ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন ॥ ১০-১১ ॥

সেই সুদাসনন্দন মিত্রসহ বাল্যকালে যুগয়া করিতে উদ্ভূত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মহাবলশালী দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১২ ॥

ব্যাস্করূপধারী সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসদ্বয় সহস্র সহস্র যুগ ভক্ষণ করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে এবং তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই ॥ ১৩ ॥

তিনি সেই রাক্ষসদ্বয়কে দেখিয়া এবং তাহারা অরণ্য যুগশূন্য করিয়াছে দেখিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৃহৎ বাণদ্বারা একটা রাক্ষসকে বধ করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিনিপাত্য তয়োৱেকং সৌদাসঃ পুরুষৰ্ষভঃ ।

বিজুরো বিগতামৰ্ষো হতং রক্ষো হ্যদৈক্ষত ॥ ১৫ ॥

সখায়ং নিহতং দৃষ্ট্বা সহায়ন্তস্তু রক্ষসঃ ।

সন্তাপমকরোদ্ ঘোরং সৌদাসং চেদমব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥

যস্মাদনপরাধং ত্বং সহায়ং মম জঘ্নিবান্ ।

তস্মাত্ত্বাপি পাপিষ্ঠাং করিষ্যামি প্রতিক্রিয়াম্ ।

এবমুক্ত্বা বচো রক্ষস্তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥ ১৭ ॥

কালপর্যায়যোগেন রাজা মিত্রসহোহপাথ ।

সৈজে চ স নৃপো ধীমানাশ্রমস্ত সমীপতঃ ।

অশ্বমেধং মহাবজ্রং বশিষ্ঠেনাভিপালিতঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। বিজুরো গতসন্তাপঃ।

১৭। লো-টী। 'ভতত্বমপী'ত্যাदि পাঠে শাপং দুঃখম্। কাচিচ্চ 'তস্মাত্ত্বাপি পাপিষ্ঠাং করিষ্যামি প্রতিক্রিয়া'মিতি পাঠঃ।

১৮। লো-টী। কালপর্যায়যোগেন কালক্রমযোগেন। 'নির্বাণেহপাথ পর্যায়ঃ প্রকারেহবসরে ক্রমে' ইতি কোষঃ।

পুরুষশ্রেষ্ঠ সুদাসনন্দন তাহাদের একটিকে নিপাতিত করিয়া সন্তাপ এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করত নিহত রাক্ষসকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

সহচর রাক্ষসটী তাহার সখাকে নিহত দেখিয়া ভয়ানক সন্তাপ করত সেই সুদাসনন্দনকে এই কথা বলিল— ॥ ১৬ ॥

পাপিষ্ঠ, যেহেতু তুমি অনপরাধী আমার এই সহচরকে নিহত করিয়াছ, সেই জন্য আমি তোমারও পাপপূর্ণ প্রতিকার করিব। সেই রাক্ষস এটী কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইল ॥ ১৭ ॥

পরে ধীমান্ সেই মিত্রসহ রাজা কালক্রমে আমার আশ্রমসমীপে বশিষ্ঠ-

১। হ 'ভয়েকং স'। ২। হ 'বহুব রঘুনন্দন'। ৩। হ 'সখা য'। ৪। হ 'রাক্ষসঃ'। ৫। হ 'মগমদ্'। ৬। হ 'সখা জনপরাধোহয়ঃ বস্মাঙ্গে নিহতত্বয়া'। ৭। হ 'পাপিষ্ঠ'। ৮। হ 'তু তত্রক'। ৯। হ 'স রাজা বলতে'।

তদা যজ্ঞো মহাস্তস্য সৰ্বকামসমম্বিতঃ ।

সমৃদ্ধঃ পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবযজ্ঞসমোহভবৎ ॥ ১৯ ॥

অথাবসানে যজ্ঞস্য পূৰ্ববৈরমনুস্মরন্ ।

বশিষ্ঠরূপী রাজানমুবাচেদং স রাক্ষসঃ ॥ ২০ ॥

অস্তাবসানে যজ্ঞস্য সামিষং ভোজনং মম ।

দীয়তামিতি শীঘ্রং বৈ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২১ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা ব্যাহতং বাক্যং রক্ষসো ব্রহ্মরূপিণঃ ।

ভক্ষসংস্কারকুশলানুবাচ স মহাপতিঃ ॥ ২২ ॥

হবিষ্যমামিষং স্বাছু যথা ভবতি ভোজনম্ ।

তথা কুরুত শীঘ্রং বৈ পরিভুষ্যেদ্ যথা গুরুঃ ।

শাসনাৎ পার্থিবেন্দ্রস্য সূদাঃ সন্ত্রাস্তচেতসঃ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। ঋষিসাজ্বাতৈশ্চ নিসমুদৈঃ। 'পরয়া লক্ষ্ম্য'তি বা পাঠঃ।

২১। লো-টী। অস্ত অবশেষে অবসানে।

২৩। লো-টী। হবিষ্যং পবিত্রং স্বাছু আমিষঞ্চ।

কর্তৃক রক্ষিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ১৮ ॥

তখন তাঁহার সৰ্বার্থ-সমম্বিত (প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় সমস্ত বস্তুযুক্ত) সেই বৃহদ্ যজ্ঞ পরমসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া দেবযজ্ঞের ত্রায় হইল ॥ ১৯ ॥

অনন্তর যজ্ঞ শেষ হইলে সেই রাক্ষস পূৰ্ব শত্রুতা স্মরণ করিয়া বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করত রাজা মিত্রসহকে বলিল— ॥ ২০ ॥

এই যজ্ঞের অবসানে শীঘ্র আমাকে সামিষ আহার প্রদান কর, এবিষয়ে কোন বিবেচনা করিও না ॥ ২১ ॥

সেই রাজা ব্রাহ্মণরূপী সেই রাক্ষসের কথা শ্রবণ করিয়া অভিজ্ঞ পাচকদিগকে বলিলেন— ॥ ২২ ॥

হবিষ্য (অর্থাৎ পবিত্র) আমিষ ভোজন যাহাতে উৎকৃষ্ট হয় এবং যাহাতে

১। হ 'অবসানে তু'। ২। হ 'বৈ শীঘ্রং'। ৩। হ 'সো ব্রহ্মরূপিণা'। ৪। হ 'পৃথিবীপতিঃ'। ৫। হ 'ইন্দ্রং নাস্তি'।

তচ্চ রক্ষঃ পুনঃ কৃৎস্না সুদবেশমুপস্থিতঃ ।

স মানুষমথো মাংসং পাণিৰায় নৃবেদয়ৎ ।

ইদং স্বাচ্ছ হবিষ্যৎ মাংসমামিষমাহতম্ ॥ ২৪ ॥

ভোজনং স তু বিপ্রায় পত্ন্যা সার্কিমুপাহরৎ ।

মদয়ন্ত্যা নরশ্রেষ্ঠ রক্ষসাহতমামিষম্ ॥ ২৫ ॥

জ্ঞাত্বা তদামিষং বিপ্রো মানুষ্যং ভোজনাহিতম্ ।

ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ব্যহৰ্ত্তু মুপচক্রমে ॥ ২৬ ॥

যস্মাদ্বং মানুষ্যং মাংসং মমেদং দাতুমিচ্ছসি ।

তস্মাদ্ ভোজনমেতত্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥

২৪। লো-টী। স রাক্ষসঃ।

২৬। লো-টী। ভোজনাহিতং ভোজনেহবিহিতং 'ভোজনং তদে'তি বা পাঠঃ।

গুরু সন্তুষ্ট হন, শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা কর। মহীপতির আদেশে পাচকগণের চিত্ত অতিশয় অরাস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥

সেই রাক্ষস পাচকবেশে পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া 'এই সুস্বাদু হবিষ্য এবং আমিষ মাংস আনয়ন করিয়াছি' এই বলিয়া মনুষ্যমাংস নৃপতিকে প্রদান করিল ॥ ২৪ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, রাজা মিত্রসহ পত্নী মদয়ন্তীর সহিত সেই রাক্ষসের আনীত আমিষ খাচ্ছ বশিষ্ঠকে প্রদান করিলেন ॥ ২৫ ॥

বশিষ্ঠদেব সেই মাংস অখাচ্ছ-মনুষ্যমাংস বলিয়া অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন— ॥ ২৬ ॥

যেহেতু তুমি আমাকে এই নরমাংস প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, অতএব

১। হ 'অথ'। ২। হ 'সন্তুষ্ট'। ৩। হ '-শং সমাহিতঃ'। ৪। হ 'মানুষ্যং মাংসমাদায়'।

৫। হ 'সংস্তুতং মাংসমাহতম্'। ৬। হ 'স ভোজনং বশিষ্ঠায়'। ৭। হ 'নৃপ'। ৮। হ 'চৈব'। ৯। হ 'বশিষ্ঠো মানুষ্যং তদা'। ১০। হ 'মেবম্'।

সভার্য্যঃ স তু রাজা তং প্রণিপত্য মুহুমুর্হঃ ।

পুনর্ব্বশিষ্ঠং প্রোবাচ যদুক্তং ব্রহ্মরূপিণা ॥ ২৮ ॥

তজ্জাহ্না পার্থিবেন্দ্রস্য রক্ষসোপাধিনা কৃতম্ ।

পুনঃ প্রোবাচ রাজানং বশিষ্ঠো দ্বিজসত্তমঃ ॥ ২৯ ॥

ময়া রোষপরীতেন যদিদং ব্যাহৃতং বচঃ ।

ন তচ্ছক্যং মূষা কর্ত্তুং প্রদাত্যামি চ তে বরম্ ॥ ৩০ ॥

কালো দ্বাদশবর্ষাণি শাপস্ত্যাস্য ভবিষ্যতি ।

মৎপ্রসাদাচ্চ রাজেন্দ্র অতীতং ন স্মরিস্যসি ॥ ৩১ ॥

২৮। লো-টী। 'মুহুমুর্হ'রতি পাঠঃ। 'যথাতথ্য'মিতি পাঠে যথাযোগ্যম্। ব্রহ্মরূপিণা
অদ্রোণেণ রাক্ষসেন যদুক্তং তদ্ রাক্ষসস্ত বচঃ। 'ব্রহ্মবোনি' ইতি পাঠে বশিষ্ঠেন জয়া।

২৯। লো-টী। উপাধিনা ছলেন। 'উপাধিদ'স্ম্যচিহ্নায়াং কুটুম্ব্যাপুতে ছলে' ইতি
কোষঃ।

৩১। লো-টী। অতীতান্ অর্গন্।

এই নরমাংস তোমার খাদ্য হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ২৭ ॥

সপত্নীক সেই নৃপতি বশিষ্ঠকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বশিষ্ঠরূপী রাক্ষস
যাহা বলিয়াছিল তাহা পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৮ ॥

'রাক্ষসের ছলনায় রাজা ঐরূপ করিয়াছেন' ইহা অবগত হইয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ
বশিষ্ঠ পুনরায় রাজাকে বলিলেন— ॥ ২৯ ॥

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া যে কথা বলিয়াছি তাহা মিথ্যা করিবার শক্তি নাই, সুতরাং
তোমাকে বর প্রদান করিব ॥ ৩০ ॥

মহারাজ, তুমি দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত এই শাপ ভোগ করিবে এবং আমার
অনুগ্রহে অতীত বিষয় বিস্মৃত হইবে ॥ ৩১ ॥

১। হ 'যথাতথ্য'। ২। হ 'নিবেদন্যমাংস তদা রাক্ষসস্ত বচস্বিন'। ৩। হ 'তচ্ছক্য'। ৪। হ
'নাকৃতং বচঃ'। ৫। হ 'পর্য্যভোহিত'।

ততঃ ক্রুদ্ধঃ স সৌদাসস্তোয়ং জগ্ৰাহ পাণিনা ।

বশিষ্ঠং শপ্তু কামশ্চ^২ ভার্য্যা চৈনং ন্যবারয়ৎ ॥ ৩২ ॥

অস্ম্যাকং প্রভবত্যেব বশিষ্ঠো ভগবান্মুখিঃ ।

প্রতিশপ্তু মমুক্ৰুং তে দেবভূতং পুরোধসম্ ॥ ৩৩ ॥

তত্ত্ব ক্রোধময়ং তোয়ং তেজোবলসম্মিতম্ ।

বিসসর্জ স ধর্ম্মাত্মা স্বস্থ পাদৌ সিষেচ হ ।

তেনাস্য রাজ্ঞস্তৌ পাদৌ দক্ষৌ কল্যাণতাং গতো ॥ ৩৪ ॥

তদা প্রভৃতি রাজাসৌ সৌদাসঃ স্তম্হাবলঃ ।

কল্যাণপাদনামেতি খ্যায়তে চ তথা নৃপ ।

পুনর্লোভে তদা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবভ্যপালয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

৩৩। লো-টী। প্রভবতি প্রভূত্বতি ।

৩৪। লো-টী। ক্রোধময়ং ক্রোধং স বিসসর্জ ততাজ, ততঃ স ধর্ম্মাত্মা তোয়ঞ্চ, যৌ পাদৌ কৃষেচয়দিত্যর্থঃ। 'ক্রোধময়ং বহিঃ'মিতি পাঠে ক্রোধরূপং বহিঃ বিসসর্জ যৌ পাদৌ চ ইতি ।

৩৫। লো-টী। সংবৃত্তঃ বভূব, তথা তেন প্রকারেণ খ্যায়তে চ। স চ পুনর্লোভে রাজ্যং যন্ত [যজ্ঞঃ ?] সমাপাতে [-প্যাথ ?] প্রজা অভ্যপালয়দিত্যর্থঃ ।

পরে সেই সুদাস-তনয় ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠদেবকে শাপপ্রদান করিবার জন্ম হস্তে জল গ্রহণ করিলে তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন—॥ ৩২ ॥

ভগবান্ বশিষ্ঠঋষি আমাদের প্রভু, স্তুতরাং সেই দেবতাস্বরূপ পুরোহিতকে তোমার প্রত্যভিশাপ দান করা উচিত নয় ॥ ৩৩ ॥

তখন ধর্ম্মাত্মা সেই রাজা সৌদাস ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেন এবং শক্তিসম্পন্ন তেজোময় সেই জল স্বীয় পদদ্বয়ে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে নৃপতির পদদ্বয় দক্ষ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইল ॥ ৩৪ ॥

সেই হইতে মহাবলশালী রাজা সৌদাস 'কল্যাণপাদ'নামে বিখ্যাত

১। হ 'ক্রুদ্ধ'। ২। হ '-স্ত'। ৩। হ '-নম্বাচ হ'। ৪। হ 'রাজন প্রভবতেহস্মাকং'। ৫। হ '-শপ্তুং ন'। ৬। হ '-তুল্যং'। ৭। ক 'স জু'। ৮। হ 'ব্যবেচয়ৎ'। ৯। হ 'পৃথিবীপতিঃ'। ১০। হ '-পাদঃ সংবৃত্তঃ'। ১১। হ 'বখা'।

ভসোদং রাজসিংহস্য যজ্ঞায়তনমুক্তম্ ।

আশ্রমস্য সমীপে হি যত্নং পৃচ্ছসি রাঘব ॥ ৩৬ ॥

স তু তাং পার্থিবেন্দ্রস্য কথাং শ্রুত্বা স্তদারুণাম্ ।

বিবেশ পর্ণশালাং তাং মহর্ষিমভিবাচ চ ॥ ৩৭ ॥

ইত্যার্ষে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সৌদাসোপখ্যানং নাম
একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭১ ॥

[লো-টী] । তং মুনিং সৌদাসং বা । ‘ক্লশতল্প’রিত্তি স্বরূপাখ্যানম্ ।

সৌদাসোপাখ্যানম্ ॥ ৭১ ॥

হইলেন এবং [যজ্ঞাবসানে] পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়া (অর্থাৎ স্বরাজ্যে
গমনপূর্বক রাজকীয় কার্যভার গ্রহণ করিয়া) প্রজাগণকে পালন করিতে
লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

রাঘব, তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ,—আমার আশ্রমসমীপে ইহা
সেই রাজসিংহ সৌদাসের উত্তম যজ্ঞস্থান ॥ ৩৬ ॥

শক্রপ্ত মহীপতি সৌদাসের সেই অতিভয়ঙ্কর উপখ্যান শ্রবণ করিয়া
মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্বক পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বান্দীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সৌদাস-উপাখ্যান-নামক
৭১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

১। হ “তদনন্ততুত” । ২। হ অত্র প্রোক্ত স্থানে ‘ইতি মুনিবচো নিশম্য সমাগ্রবুকলবঃশবিধীক্লনস্তবানীম্ ।
মহর্ষিমভিবাচ পর্ণশালাং হবিততল্পঃ প্রবিবেশ রাজহৃদঃ’ । ইতি পাঠঃ ।

(৭২) দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

যামেব রাত্রিঃ শক্রবঃ পর্ণশালামুপাবিশৎ ।

তামেব রাত্রিঃ সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্ ॥ ১ ॥

ততোহর্করাত্রসময়ে বালকা মুনিদারকাঃ ।

বাল্মীকেঃ প্রিয়মাচখ্যুঃ সীতায়াঃ প্রসবঃ শুভম্ ॥ ২ ॥

ভগবন্ রামপত্নী সা প্রসূতা দারকদ্বয়ম্ ।

তয়ো রক্ষাঃ প্রযত্নেন কুরু ভূতবিনাশিনীম্ ॥ ৩ ॥

তেষাং তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা মুনির্বিষ্ময়মাগতঃ ।

ভূতস্নীং চাকরোভাভ্যাং রক্ষাং রক্ষোবিনাশিনীম্ ॥ ৪ ॥

কুশমুষ্টিমুপাদায়* লবণং চাভিরক্ষিম্ ।

বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশিনীম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-চী। বেলাং 'রাত্রিঃ' বা পাঠঃ।

২। লো-চী। দারকাঃ পুত্রাঃ, প্রসবো পুত্রো।

৫। লো-চী। কুশমুষ্টিং কীদৃশীম্? ভূতপ্রাণিনীং রক্ষামুপাদায় গৃহীত্বা তেভ্যো বালকেভ্যঃ প্রদদৌ।

শক্রবঃ যে রাত্রিতে পর্ণশালাতে বাস করিয়াছিলেন সীতাদেবীও সেই রাত্রিতেই দুইটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন ॥ ১ ॥

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে মুনিকুমারগণ বাল্মীকির নিকটে শ্রীতিকর সীতাদেবীর নিবির্বিষয়ে প্রসবের কথা বলিল—॥ ২ ॥

“ভগবন্, সেই রামপত্নী সীতাদেবী দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন, যজ্ঞের সহিত তাহাদিগের ভূতবিনাশক রক্ষাবিধান করুন” ॥ ৩ ॥

বাল্মীকিমুনি সেই মুনিবালকদিগের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শিশুদ্বয়ের উদ্দেশে ভূত এবং রাক্ষস বিনাশজনক রক্ষাকার্য্য করিলেন ॥ ৪ ॥

বাল্মীকি রক্ষাকারী (অর্থাৎ রক্ষামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত) কুশমুষ্টি এবং লবণ গ্রহণ

১। ছ 'দারকদ্বয়ম্'। ২। ছ 'ভব'। ৩। ছ 'মহর্ষে বঃ'। ৪। ছ 'তৎভাষিতং'। ৫। ক 'ভূতস্নীং'।

৬। ছ 'রক্ষাং'। ৭। ছ 'তাভ্যাং'। ৮। ছ 'রক্ষিম্'।

* অত্র পাশ্চাত্ত্য পাঠে 'লব' শব্দ অরোগো দৃষ্টতে। প্রাচ্যঃ ব্যাখ্যানাং 'লব' শব্দেন কুশমূলমভিধায়ত ইতি প্রকীর্ত্যতে। লু ভেদঃ রতি বৃৎপতঃ 'লব' শব্দস্তা পিতৃব্যভিঃ প্রবৃৎপতঃ

যন্তয়োঃ পূর্বজাতস্ত স কুশৈশ্মদ্রসংস্কৃতৈঃ ।

নিশ্মার্জ্জনীয়ো নান্না হি ভবিতা কুশ ইত্যসৌ ॥ ৬ ॥

তয়োরবরজো যঃ শ্রাল্লবণেনৈব চৈব হি ।

নিশ্মার্জ্জনীয়ো বৃদ্ধাভিনান্না স ভবিতা লবঃ ॥ ৭ ॥

এবং কুশলবো নান্না তাবুভৌ যমজাতকৌ ।

মৎকৃতাভ্যাং তু নামভ্যাং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতঃ ॥ ৮ ॥

তাং রক্ষাং প্রতিগৃহ্যথ মুনেস্তস্ম সমাহিতাঃ ।

অকুর্ব্বন্ত তদা রক্ষাং তাপশ্চো গতকল্যাণাঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। ততো বালকান্ শিক্ষয়তি য ইতি। তবন্তিয়ার্জ্জনীয়ঃ। যন্ত অবরজঃ পশ্চাজ্জাতঃ স পুনর্ব্দ্ধাভিমার্জ্জনীয়ঃ।

৮। লো-টী। সমাহিতঃ যতাত্মা সংযতমনাঃ ইতি মুনের্ভাবকথনম্। 'যমৌ তৌ সংবভূবু'রতি পাঠঃ। কচিচ্চ 'তাবুভৌ যমজাতক'বিত পাঠে যমজাবিত অর্থঃ। 'ভগবৎকৃত-নামানা'বিতাদিপাঠঃ। 'মৎকৃতাভ্যাং তু নামভ্যাং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যত' ইতি কচিং।

৯। লো-টী। মুনেহস্তাং বালকবৃদ্ধরূপহস্তাং প্রতিগৃহ্য সমাধিনা নিয়মেন এষ্টক-নেতার্থঃ। 'সমাধিনিয়মে ধ্যানে নীবাংকে চ সমর্থনে' ইতি ভূরি। 'মুনেস্তস্ম সমাহিতা' ইতি কচিং পাঠঃ।

করিয়া সেই কুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে ভূতবিনাশিনী রক্ষা প্রদান করিলেন ॥ ৫ ॥

[বাল্মীকি বালকদিগকে কুশ এবং লবণ দিয়া বলিলেন—] সেই বালক দুইটির মধ্যে যে প্রথম জন্মিয়াছে, তাহাকে তোমরা মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা মার্জ্জনা করিবে এবং ঐ বালকের 'কুশ' এই নাম হইবে ॥ ৬ ॥

শিশুদ্বয়ের মধ্যে যে শেষে জন্মিয়াছে, তাহাকে লবণ দ্বারা বৃদ্ধারা মার্জ্জনা করিবেন এবং ঐ বালকের 'লব' এই নাম হইবে ॥ ৭ ॥

কুশ এবং লব নামক সেই যমজ বালকদ্বয় মৎকৃত [এই] নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

পরে সমাহিতচিত্ত নিশ্পাপা তাপসীগণ মুনির সেই রক্ষা (রক্ষামন্ত্রে) অভিমন্বিত

১। হ 'সংস্কৃতৈঃ'। ২। হ 'যে ততঃ কুশ ইতি যন্তঃ'। ৩। হ 'যন্তাবরজোত্তম লবণে তু স চৈব হি'।

৪। হ 'তু লবণোহিবৎ'। ৫। হ 'যরা কৃতাভ্যাং নাম'। ৬। ক 'বৃদ্ধাভ্য'। ৭। হ 'বৃদ্ধা'। ৮। হ 'ভয়োহু'ভবিনাশিনী'।

মঙ্গলং ক্রিয়মাণং তু সীতায়া গোত্রনামতঃ ।

সংকীৰ্ত্ত্যমানং রামস্য সীতায়াঃ প্রসবং তথা । ১০ ॥

অৰ্দ্ধরাত্রে তু শক্রয়ঃ শুশ্রাব হুমহৎ প্রিয়ম্ ।

পৰ্ণশালাং গতৌ রাত্রৌ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যোতি চাত্রবীৎ ॥ ১১ ॥

তথা তস্য প্রহৃষ্টস্য শক্রয়স্য মহাত্মনঃ ।

ব্যতীতা বার্ষিকৌ রাত্রিঃ শ্রাবণী লঘুবিক্রমা ॥ ১২ ॥

প্রভাতে তু মহাবীৰ্য্যঃ কৃষ্ণা পৌৰ্ব্বাহ্নিকাং ক্রিয়াম্ ।

যযৌ প্রাঞ্জলিরামস্ত্র্য মুনিং তেন বিসম্ভিজিতঃ ॥ ১৩ ॥

১০-১১। লো-টী। মধুরং মঙ্গলং মঙ্গলধ্বনিং ক্রিয়মাণং শক্রয়ঃ শুশ্রাব, দিষ্ট্যা দিষ্ট্যোতি অত্রবীচি ইতি স্বাভ্যামম্বয়ঃ। রক্ষাং বৈ রক্ষাঞ্চ গোত্রনাম চ গোত্রমৈক্ষ্যাকং নাম তু কুশলবাং প্রসবমপত্যম্।

১২। লো-টী। লঘুঃ শীঘ্রঃ বিক্রমো গতিযন্তাঃ সা।

[লো-টী।] সীতায়াঃ প্রসবং মনেন্দ্র বাগয়ো রক্ষাদিকম্ অতর্কণীয়ং স্বপ্নদর্শনং হৃদয়-ফলং মত্বা। 'সীতায়াঃ সহিত'মিতি পাঠে শক্রয়ঃ মনৈঃ সকাশাৎ তৎ হিতং বাগয়ো রক্ষাদিকং স্বপ্নফলমতর্কণীয়ং মত্বা।

কুশ ও লবণ) গ্রহণ করিয়া তাদৃশ রক্ষা বিধান (অর্থাৎ উপদেশ মত তদ্বারা শিশুকে মার্জনা) করিলেন ॥ ৯ ॥

শক্রয় রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সীতার নাম-গোত্র বলিয়া মঙ্গলধ্বনি করিতে এবং রামের নাম ও 'সীতার প্রসব' এই কথা উচ্চারণ করিতে শুনিতে পাইয়া সেই রাত্রে পর্ণশালায় থাকিয়াই 'সৌভাগ্য সৌভাগ্য' এই কথা বলিতে লাগিলেন (অর্থাৎ এই ভাবে ঘটনাক্রমে সীতার সম্ভানোৎপত্তি অবগণে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিলেন ॥ ১০-১১ ॥

তাদৃশ আনন্দিত মহাত্মা শক্রয়ের বর্ষাকালের সেই শ্রাবণমাসের রাত্রি অতিশয় দ্রুত অতীত হইল ॥ ১২ ॥

অতিশয় বলবান শক্রয় প্রাতঃকালে পূর্বাহ্নিকর্তব্য কার্যাসমূহ সম্পাদন

১। হ 'সংজ্ঞা'। ২। ক 'দিষ্ট্যা দিষ্ট্যোতি চাসকৃৎ'। ৩। হ 'সংবীৰ্ত্তনক'। ৪। হ 'ত্রেহৎ শুশ্রাব শক্রয়ঃ'। ৫। হ '-শালাগতৌ'। ৬। হ '-রাধা-'। ৭। অতঃ পরং হ 'সীতায়াঃ সহিতঃ তদ্র মনৈঃ স্বপ্নপ্রদর্শনম্। অতর্কণীয়ং মত্বা তু বাসীকিং নানুপুঙ্কমঃ'। ইত্যদিকম্।

স গঙ্গায়মুনাতীরং সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি ।

ঋষীণাং পুণ্যকীর্ত্তীনাংকরোদ্ধাসমাশ্রমে ॥ ১৪ ॥

স তত্র মুনিভিঃ সার্কং ভার্গবপ্রমুখৈর্নৃপঃ ।

কথাভির্বহুরূপাভির্বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥ ১৫ ॥

ইত্যার্থে বাগ্মীকীরে রামায়ণে আদিকাবো উত্তরকাণ্ডে কুশলবজ্র নাম
ষিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭২ ॥

[লো-টী।] কাঞ্চনাষ্টঃ কাঞ্চনো ভার্গবস্ত নামান্তরম্ ।

কুশলবাৎপত্তিঃ ॥ ৭২ ॥

করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে বাগ্মীকি মুনির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং তিনি
বিদায় দিলে তার পর প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

শক্রব্র পথিমধ্যে গঙ্গা-যমুনাতীরে সপ্তরাত্র অবস্থান করেন । তিনি সেখানে
পুণ্যকীর্ত্তি ঋষিদিগের আশ্রমে বাস করেন ॥ ১৪ ॥

মহাযশস্বী নৃপতি শক্রব্র সেইস্থানে ভার্গবপ্রভৃতি মুনিদিগের সহিত নানা-
প্রকার আলাপ করত বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকি প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কুশলবের উৎপত্তি-নামক
৭২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

১। চ 'স্তদা' । ২। অতঃ পরং হ 'স কাঞ্চনাষ্টমু'নিভিঃ সমেতৈঃ রঘুপ্রবীরো রজনীং তণানীষ ।
কথাপ্রকারৈর্কহুভির্গহা আ বিবাদরবাস নরেন্দ্রহুঃ' । ইত্যবিকম্ । ৩। হ-পুত্রকে নাত্র সর্গসমাপ্তিঃ ।

(৭৩) ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

অথ রাজ্য্যাং ব্যতীত্যাং শক্রয়ো রঘুনন্দনঃ ।

উবাচ মধুরাং বাণীং লবণং প্রতি রাঘবঃ ॥ ১ ॥

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি লবণস্য বলাবলম্ ।

শূলস্য চ বলং ত্রেকান্ কে চ পূর্বং নিপাতিতাঃ ।

অনেন শূলমুখ্যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে মহামুনে ॥ ২ ॥

তস্য তদ ভাষিতং শ্রদ্ধা শক্রয়স্য মহাত্মনঃ ।

প্রত্যুবাচ মহাতেজা ভার্গবো রঘুনন্দনম্ ॥ ৩ ॥

অসংখ্যেয়ানি কৰ্ম্মাণি পাপস্য তস্য রাঘব ।

ইক্ষাকুবংশে যদ বৃত্তং তচ্ছৃণু নরাধিপ ॥ ৪ ॥

রাজি প্রভাত হইলে রঘুনন্দন শক্রর লবণের বিষয় জানিবার জন্ত [ভার্গব মুনির নিকট] মধুর বাক্যে বলিলেন— ॥ ১ ॥

মহামুনে ত্রেকান্ ভগবন্, লবণের বলাবলের বিষয় এবং শূলের সামর্থ্যের বিষয় এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে এই শ্রেষ্ঠশূলদ্বারা পূর্বের কাহারো নিপাতিত হইয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ২ ॥

অতিশয় তেজস্বী ভার্গব মহাত্মা শক্রয়ের সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন— ॥ ৩ ॥

হে রাঘব, পাপিষ্ঠ লবণের কৰ্ম্ম সংখ্যাভীত ; রাজন, [তন্মধ্যে) ইক্ষাকুবংশে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥

১। ছ 'পঞ্চাচ্চ কাঞ্চনং বিপ্রং লবণস্ত বলাবলম্'। ২। ছ 'ইদমৰ্জং নাস্তি'। ৩। ছ 'কিক'। ৪। ছ 'তেন শূলেণ ভগবন্ কথং স্বঃ সমানব'। ৫। ছ '-জাঃ কাঞ্চনো'। ৬। ছ '-ঐশ্রতস্ত'। ৭। ছ 'ইক্ষাকুবংশ-প্রভবে বহুতঃ তচ্ছৃণু য়ে'।

অযোধ্যায়াং পুরা রাজা যুবনাশ্বসুতো বলী ।

মাক্ষাতা ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বোধ্যবান্ ॥ ৫ ॥

স কৃষা পৃথিবীং কৃৎস্নাঃ শাসনে পৃথিবীপতিঃ ।

স্বরলোকং বশে কৰ্ত্তু মুদ্রোগমকরোমৃপঃ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রস্য চ ভয়ং তীব্রং সুরাণাং চাভবন্তদা ।

মাক্ষাতরি কৃতোদ্রোগে দেবলোকজিগীষয়া ॥ ৭ ॥

সোহর্কাসনেন শক্রস্য রাজ্যার্ধেন চ পার্ধিবঃ ।

ছন্দ্যমানঃ সুরগণৈঃ প্রতিজ্ঞাং নান্ভিচক্ৰমে ॥ ৮ ॥

তস্য পাপমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাকশাসনঃ ।

সাস্ত্রপূর্বমিদং বাক্যমুবাচ যুবনাশ্বজম্ ॥ ৯ ॥

৭-৮ । লো টা । মাক্ষাতার কৃতোদ্রোগে ইতি পাঠে কৃতোদ্রোগঃ । স মাক্ষাতা সুরগণৈঃ শক্রশাসনেন রাজ্যার্ধেন স্বর্গরাজ্যার্ধেন ছন্দ্যমানো লোভ্যমানঃ । ‘বন্দ্যমান’ ইতি পাঠঃ কচিৎ ।

পূর্বকালে অযোধ্যায় যুবনাশ্ব-পুত্র বলবান্ মাক্ষাতা নামে একজন ত্রিভুবন-বিখ্যাত বীর রাজা ছিলেন ॥ ৫ ॥

সেই মহীপতি মাক্ষাতা সমগ্র পৃথিবীকে নিজের শাসনাধীন করিয়া দেবলোক বন্দীভূত করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৬ ॥

দেবলোক (স্বর্গ) জয় করিবার ইচ্ছায় মাক্ষাতা উদ্রোগ করিতে থাকিলে তখন ইন্দ্রের এবং দেবতাদিগের তীব্র ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৭ ॥

দেবগণ ইন্দ্রের সিংহাসনার্ধ এবং স্বর্গরাজ্যের অর্ধেকের প্রলোভন দেখাইলেও সেই মাক্ষাতা প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিলেন না ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র মাক্ষাতার পাপাভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে এই কথা বলিলেন— ॥ ৯ ॥

১ । হ ‘তেতি চ বিখ্যাত-’ । ২ । হ ‘বোধ্য’ । ৩ । হ ‘রাজা স্ববর্ণা’ । ৪ । হ ‘-মথো জেতুমকরোমুভি-
মাক্ষাবান্’ । ৫ । ক ‘-সহং’ । ৬ । হ ‘সু-’ । ৭ । হ ‘বন্দ্য-’ । ৮ । হ ‘নান্ভিচক্ৰা’ ।

রাজা স্বং মানুষে লোকে ন ভাবৎ পুরুষবর্ষত ।

অকৃত্বা পৃথিবীং বশ্যং দেবরাজ্যং ন তে কথম্ ॥ ১০ ॥

যদি বীর সমগ্রা তে মেদিনী নিখিলা বশে ।

দেবরাজ্যং কুরুষেহ সভৃত্যবলবাহনঃ ॥ ১১ ॥

ক্রবাণমেবমিন্দ্রস্ত মাক্ষাতা বাক্যমব্রবীৎ ।

ক মে প্রতিহতং শত্রু শাসনং পৃথিবীতলে ॥ ১২ ॥

তমুবাচ সহস্রাক্ষো লবণো নাম রাক্ষসঃ ।

মধুপুত্রো মধুবনে নাক্ষাং স কুরুতে তব ॥ ১৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বিপ্রিয়ং ঘোরং সহস্রাক্ষেণ ভাষিতম্ ।

ত্রীড়িতোহধোমুখে রাজা ব্যাহর্ভুং ন শশাক হ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-ঈ। তন্তস্মাৎ ইহ স্বর্গে রাজ্যং রাজঃ কথম্ রাজত্বমিত্যর্থঃ ।

১২। লো-ঈ। শাসনমাক্ষা ।

পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি এখনও মনুষ্যালোকেই রাজা নও ; সুতরাং পৃথিবীকে বশীভূত না করিয়া তোমার দেবলোকে রাজত্ব [আকাজকা] করা অসম্ভব ॥ ১০ ॥

হে বীর, যদি সমগ্র পৃথিবী নিঃশেষে তোমার বশীভূত হইয়া থাকে, তবে ভৃত্য, বল এবং বাহন সমভিব্যাহারে এই দেবরাজ্য ভোগ কর ॥ ১১ ॥

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে মাক্ষাতা তাহাকে বলিলেন, ইন্দ্র ! পৃথিবীতে কোথায় আমার শাসন প্রতিহত হইয়াছে ? ॥ ১২ ॥

ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন—মধুবনে মধুপুত্র লবণনামে রাক্ষস আছে, সে তোমার আদেশ প্রতিপালন করে না ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রের সেই অতিশয় অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি মাক্ষাতা লজ্জায় অধোবদন হইলেন, তিনি কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৪ ॥

১। হ 'দ্বিবি'। ২। হ 'এবমেব ক্রবাণত'। ৩। হ 'শত্রুং প্রত্যাশাৎ'। ৪। হ 'তে'। ৫। হ 'বৃশ'। ৬। হ 'ভাষিত'। ৭। হ 'বিনতা'। ৮। হ 'তোহবাঘুখো'।

আমন্ত্র্য তু সহস্রাংকং হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্ঘ্রুথঃ ।

পুনরেবাগমচ্ছ্রীমানিমং লোকং নরেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥

স কৃত্বা হৃদয়েহমৰ্ষং সভৃত্যবলবাহনঃ ।

আজগাম মধোঃ পুত্রং বশে কৰ্ত্তু মনির্জিতঃ ॥ ১৬ ॥

স কাঙ্ক্ষমাণো লবণং যুদ্ধায় পুরুষৰ্ষভঃ ।

দূতং সংপ্রেময়ামাস সকাশং লবণস্ত তু ॥ ১৭ ॥

স গত্বা বিপ্রিয়াণ্যাহ স্ববহুনি মধোঃ স্ততম্ ।

বদন্তমেবং তং দূতং ভক্ষয়ামাস রাক্ষসঃ ॥ ১৮ ॥

চিরায়মাণে দূতে তু স রাজা ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।

আহ্বয়ামাস তদ্রক্ষো গত্বা সৰ্ব্বাস্ত্রবিজ্ঞমৈঃ ॥ ১৯ ॥

১৫ । লো-টী । হ্রিয়া লজ্জয়া ।

শ্রীমান্ সেই নরেশ্বর মাক্ষাতা লজ্জায় কিঞ্চিং অধোমুখ হইয়া ইন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় এই পৃথিবীতে আগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

সেই অপরাজিত নৃপতি মাক্ষাতা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া মধুর পুত্রকে বশীভূত করিবার জন্য ভৃত্য, সৈন্য ও বাহন সমভিব্যাহারে মধুবনে আগমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মাক্ষাতা লবণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া লবণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই দূত মধুর পুত্র লবণের নিকট গমন করিয়া বহু অপ্রিয় কথা বলিলে রাক্ষস লবণ সেই দূতকে ভক্ষণ করিল ॥ ১৮ ॥

দূত বিলম্ব করিতে লাগিলে সেই মাক্ষাতা নৃপতি ক্রোধে হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত অস্ত্র এবং পরাক্রমের সহিত গমন করিয়া সেই রাক্ষসকে আহ্বান করিলেন ॥ ১৯ ॥

১। হ 'মহ্য'। ২। হ 'আগম্য তং'। ৩। হ 'কৰ্ত্তুং প্রজ্ঞমে'। ৪। হ 'যুদ্ধস্ত লবণেন নরোত্তমঃ'। ৫। হ 'রাক্ষবাক্যান্ততে'। ৬। হ 'রাজা ক্রোধমবধিতঃ'। ৭। হ 'আগত্যাত্মায় বজ্রকঃ পরিত্য্যক্তা সমন্ততঃ'।

ততঃ প্রহস্তু লবণঃ শূলমাদায় দারুণম্ ।

বধায় সানুবন্ধস্ত তস্ত রাজ্ঞো মুমোচ হ ॥ ২০ ॥

তচ্ছূলং দীপ্যমানস্ত সন্ত্যবলবাহনম্ ।

তস্মাকৃতা নৃপং ভূয়ো লবণস্তাগমৎ করম্ ।

এবং স রাজা স্তমহান্ হতঃ সবলবাহনঃ ॥ ২১ ॥

শূলশ্চৈতদ্বলং রাজস্রগমেয়মনুভমম্ ।

ঋঃ প্রভাতে তু লবণং ঋং হস্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

অগৃহীতায়ুধং বীরং ধ্রুবো হি বিজয়স্তুব ।

লোকানাং স্বস্তি চৈবং স্রাৎ কৃতে কর্মণি চ ত্বয়া ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে মাক্ষাতুরুপাখ্যানং নাম
ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

২০। লো-টী। অনুবন্ধো বলবাহনরূপঃ শিশুঃ। বধা, অনুবন্ধো মুখ্যানুধারী, তৎ-
সহিতস্ত। 'অনুবন্ধঃ শিশৌ দোবোৎপাদে মুখ্যানুধারিনী'তি কোষঃ।

[লো-টী। দ্বন্দ্বধ্বং সোচ্চুম্শক্যম্। ধ্বংসিয্যসি হরিস্যসি।

মাক্ষাতুরুপাখ্যানম্ ॥ ৭৩ ॥

পরে লবণ হস্তপূর্বক ভয়ঙ্কর শূল গ্রহণ করিয়া অনুচরগণের সহিত নৃপতি
মাক্ষাতাকে বধ করিবার জন্ত নিষ্ক্ষেপ করিল ॥ ২০ ॥

দীপ্যমান সেই শূল ভূতা, সৈন্ত এবং বাহনের সহিত মাক্ষাতা নৃপতিকে
ভস্মীভূত করিয়া পুনরায় লবণের হস্তে গমন করিল। এইরূপে সেই বিখ্যাত
রাজা সৈন্ত এবং বাহনের সহিত নিহত হইলেন ॥ ২১ ॥

রাজন, শূলের এইরূপ অপরিমেয় অত্যাধম সামর্থ্য, [তথাপি] তুমি আপামী
কল্য প্রভাতে অগৃহীতান্ত্র বীর লবণকে বধ করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। তোমার
বিজয় অবশ্যস্তুাবী, তুমি এইরূপ কর্ম করিলে লোকের মঙ্গল হইবে ॥ ২২-২৩ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মাক্ষাতার উপাখ্যান নামক
৭৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

১। হ'-লং জগ্রাহ পাণিনি'। ২। হ অতঃ পরং 'এতন্তে সর্বমাণ্যাতং লবণস্ত বলং মহৎ। শূলস্ত চ
বলং সৌম্য দ্বন্দ্বধ্বং হরাহরৈঃ'। বিদ্যাপ্তেব মাক্ষাতুরুত্থবান্ ভব পার্থিব' ইত্যমিকম্। ৩। হ 'বলবান্'। ৪। হ
'-স্ত চ বলং ভীতমপ্র-'। ৫। হ 'নিহস্যসি ন সংশয়ঃ'। ৬। অস্ত ন্নোকস্ত হানে হ 'তং ঋঃ প্রভাতে লবণং মহাঙ্কন
বধিতসে নাত্র তু সংশয়ো য়ে। শূলং কিং নির্গতযামিবার্ধে ধ্রুবো জয়ন্তে ভবিতা নরেন্দ্র' ইতি পাঠঃ।

(৭৪) চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

ততস্তচ্ছৃণ্বতস্তস্য জয়ং চাকাঙ্ক্ষতঃ শুভম্ ।

ব্যতীতা রজনী শীঘ্রং শক্রেন্স্য মহাত্মনঃ ॥ ১ ॥

ততঃ প্রভাতে বিমলে তস্মিন্ কালে স রাক্ষসঃ ।

নির্গতস্ত পুরাধীরো ভক্ষ্যাহারপ্রচোদিতঃ ॥ ২ ॥

এতস্মিন্মন্তরে বীরঃ শক্রেন্নো যমুনাং নদীম্ ।

তীর্ক্ণা মধুপুরদ্বারি ধমুপ্পাগিরতিষ্ঠত ॥ ৩ ॥

ততোহর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে ক্রুরকর্ম্মা স রাক্ষসঃ ।

আগচ্ছদ্বহসাহস্রং প্রাণিনাং ভারমুৎসহন ॥ ৪ ॥

[২। লো-টা।] সমহাবলঃ মহাবলেন সহ বর্ধমানঃ ।

সেই মাক্কাতার বিবরণ শুনিতে শুনিতে শুভ বিজয়াভিলাষী মহাত্মা শক্রের
রাত্রি অতিক্রমিত অতিবাহিত হইল ॥ ১ ॥

পরে সেই নির্মল প্রাতঃকালে বীর লবণ-রাক্ষস খাওয়া আহরণের প্রেরণায়
নগর হইতে নির্গত হইল ॥ ২ ॥

ইতিমধ্যে বীর শক্র যমুনানদী পার হইয়া ধমুক হস্তে মধুর নগরদ্বারে
অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

পরে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ক্রুরকর্ম্মা সেই রাক্ষস লবণ বহুসহস্র প্রাণীর ভার
বহন করত আগমন করিল ॥ ৪ ॥

১। হ 'জয়বাঙ্কতত্বা'। ২। হ 'দ্বিপ্র'। ৩। হ 'তু'। ৪। হ 'ভঃ যমু-'। ৫। হ
'ভক্ষ্যার্থী বৃহদাকঃ'। ৬। হ '-বদ-'। ৭। হ 'জ্ঞানো বোরণন'। ৮। হ 'আগম-'।

ততো দদর্শ শক্রস্বং স্থিতং বারি যুতায়ুধম্ ।

তমুবাচ ততো রক্ষঃ কিমনেন করিষ্যসি ॥ ৫ ॥

ঐদৃশানাং সহস্রাণি সায়ুধানাং নরাধম ।

ভঙ্কিতানি ময়া রোষাৎ কালেনানুগতো হসি ॥ ৬ ॥

আহারশ্চাপ্যসংপূর্ণো মমায়ং পুরুষাধম ।

স্বয়ং প্রবিক্টোহু মুখং কথমাশ্রুত দুর্মতে ॥ ৭ ॥

তশ্চৈবং ভাষমাণস্ত হসতশ্চ মুহুমুহুঃ ।

শক্রস্বো বীৰ্য্যসম্পন্নো রোষাদজ্ঞ্যবাসৃজৎ ॥ ৮ ॥

তস্য রোষাভিভূতস্য শক্রস্বস্য মহাত্মনঃ ।

দৌপ্তিমন্তো বিনিশ্চেকরুর্নেত্রাভ্যাং পাবকার্চিষঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। যুতায়ুধং যুতযুধম্ ।

৬। লো-টী। কালং যুতাম্ অত্র অগ্নিন্ সময়ে কিম্ আকাজ্জসে? 'কালেনানুগতো হসী'তি পাঠে কালেন যুতানা প্রাপ্তোহসি ।

[৮। লো-টী।] অবর্ত্তয়ৎ অপাতয়ৎ অশ্রপাতনমতীব ক্রোধবাজ্জকম্ ।

[৯। লো-টী।] মরীচয়ঃ 'মরীচিম্'নিভেদে না গভস্তাবনপুংসক'মিতি কোষঃ ।

তার পর লবণ-রাক্ষস ধনুক হস্তে শক্রস্বকে পুরদ্বারে দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, এই ধনুকদ্বারা কি করিবে? ॥ ৫ ॥

নরাধম, এতাদৃশ সহস্র সহস্র অস্ত্রধারীকে আমি ক্রোধবশতঃ ভঙ্কণ করিয়াছি; স্মৃতরাং তোমার যুতায় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

পুরুষাধম দুর্মতে, আমি যাহা আনিয়াছি ইহাতে আমার সম্পূর্ণ আহার হইবে না, তুমি কিপ্রকারে নিজে আসিয়া অত্র আনার মুখে প্রবেশ করিলে। ॥ ৭ ॥

লবণ-রাক্ষস হস্তপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে লাগিলে বলবান্ শক্রস্ব রোষবশতঃ অশ্রবিসর্জন করিলেন ॥ ৮ ॥

সেই ক্রোধাদ্ধ মহাত্মা শক্রস্বের লোচনযুগল হইতে তেজোময় 'অগ্নিশিখা

১। হ 'উবাচ চৈনঃ প্রহসন'। ২। হ 'কালেনাকাজ্জসে কথং'। ৩। হ 'মমাত'। ৪। হ 'বরমাতঃ প্রবিক্টোহসি'। ৫। হ 'অত্র কিমোদ্যসে'। ৬। হ 'বর্ত্তয়ৎ'। ৭। হ '-নিশ্চেকঃ সর্গগাহিত্যভ্যন্তরোক্তো মরীচঃ'।

উবাচ চ হুসংক্রুদ্ধঃ শক্রস্বঃ পুরুষাদকম্ ।

যোদ্ধুমিচ্ছামি দুর্ব্বুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধং ত্বয়া সহ ॥ ১০ ॥

পুত্রো দশরথস্যাহং ভ্রাতা রামস্য ধীমতঃ ।

শক্রস্বো নাম দুর্ব্বুদ্ধে বধাকাজ্ঞী তবাগতঃ ॥ ১১ ॥

অত্ মে যোদ্ধুকামস্য দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদীয়তাম্ ।

শক্রস্বঃ সর্ব্বভূতানাং ন মে জীবন্ গমিষ্যসি ॥ ১২ ॥

তথা তস্য ক্রবাণস্য রাক্ষসঃ প্রহসন্ বচঃ ।

প্রত্যাচ নরব্যাত্রং দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি দুৰ্ম্মতে ॥ ১৩ ॥

মম মাতুঃ স্বকো ভ্রাতা দশগ্রীবো মহাবলঃ ।

হতো রামেণ দুর্ব্বুদ্ধে ত্রীহেতোঃ পুরুষাধম ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। যোদ্ধুং কৰ্ত্ত্বম্।

১১। লো-টী। তব বধাকাজ্ঞী অতোহগতঃ প্রথমত এব দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদীয়তামিত্যর্থঃ। 'আগত' ইতি বা পাঠঃ।

বহির্গত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

শক্রস্ব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নরখাদক লবণকে বলিলেন, দুর্ব্বুদ্ধে! আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১০ ॥

দুর্ব্বুদ্ধে, আমি দশরথের পুত্র এবং ধীমান্ রামচন্দ্রের ভ্রাতা, আমার নাম শক্রস্ব, আমি তোমাকে বধ করিবার অভিলাষে আসিয়াছি ॥ ১১ ॥

যুদ্ধাভিলাষী আমার সহিত অত্ দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর; তুমি সমস্ত প্রাণীর শত্রু, আজ আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় যাইতে পারিবে না ॥ ১২ ॥

শক্রস্ব সেইরূপ বলিলে রাক্ষস লবণ হস্তপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিল, দুৰ্ম্মতে, তুমি দৈবক্রমে উপস্থিত হইয়াছ ॥ ১৩ ॥

দুর্ব্বুদ্ধে পুরুষাধম, আমার মাতার আত্মীয় ভ্রাতা (মাসুতুতো ভাই) মহাবলবান্ দশাননকে রাম দ্বীর জগ্ন বধ করিয়াছে ॥ ১৪ ॥

তচ্চ মে মর্ষিতং সর্বং রাবণস্য কুলক্ষয়ম্ ।
 অবজ্ঞাপূর্বকং তন্মাং দহত্যপ্রতিকারিণম্ ॥ ১৫ ॥
 ইক্ষ্বাকবো ময়া সর্বৈ পরাভূতা যথা ত্বম্ ।
 ভূতান্শৈব ভবিষ্যশ্চ যুয়ং চ পুরুষাধমাঃ ॥ ১৬ ॥
 তস্য তে যুদ্ধকামস্য যুদ্ধং দাস্যামি দুর্শ্মতে ।
 দ্বিপ্সিতং যাদৃশং তুভ্যং সজ্জয়ে যাবদায়ুধম্ ॥ ১৭ ॥
 তমুবাচ স শক্রলো ন মে জীবন্ গমিষ্যসি ।
 গতৌ হি দর্শনং শক্রর্ন মোক্তব্যঃ কৃতাত্মভিঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। সর্বঃ কুলক্ষয়ঃ সর্বকুলক্ষয় ইত্যর্থঃ। ক্ষান্তঃ। ইদানীমবজ্ঞাং পুরস্কৃত্য
 ভবন্তং ক্ষয়ামি নাশয়ামি।

১৬। লো-টী। ত্বং যথা তথা পরিজ্ঞাতাঃ।

১৭। লো-টী। তন্ত তে তব যাদৃশম্ দ্বিপ্সিতং যুদ্ধং তুভ্যং দাস্যামি। অতস্তব যদায়ুধম-
 সাধারণং তং সজ্জয়েথা গৃহীতাঃ।

১৮। লো-টী। কৃতাত্মভিঃ কৃতশাস্ত্রজ্ঞানৈঃ।

আমি সেই সমস্ত রাবণের কুলক্ষয়ের বিষয় অবজ্ঞাপূর্বক ক্ষমা করিয়াছি,
 প্রতিকার না করিয়া সেই ক্ষমা করাই আমাকে দক্ষ করিতেছে ॥ ১৫ ॥

পুরুষাধম, ইক্ষ্বাকুবংশীয় পূর্ববর্তী সকলকে আমি ত্বণের আয় পরাভূত
 করিয়াছি এবং তোমাদিগকে ও তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকেও [ত্বণের আয়ই
 পরাভূত] করিব ॥ ১৬ ॥

দুর্শ্মতে, তোমার যেক্ষণ যুদ্ধ অভিপ্রেত—যুদ্ধাভিলাষী তোমাকে আমি
 সেইরূপ যুদ্ধ প্রদান করিব, যতক্ষণ আমি অস্ত্র সজ্জিত করি [ততক্ষণ অপেক্ষা
 কর] ॥ ১৭ ॥

শক্রস্ত তাহাকে বলিলেন, আমার নিকট হইতে তুমি জীবিতাবস্থায়

১। হ 'তচ্চাহং মর্ষয়ে'। ২। হ 'বন্মাং'। ৩। হ '-অয়িরিবানয়'। ৪। হ 'ত্বম্'। ৫। হ
 'বে বুয়াকং নরাধম'। ৬। হ 'অন্ত'। ৭। হ 'বন্তে'। ৮। হ 'সজ্জেশ্বমথায়ুধম্'। অতঃ পরং হ
 'ভিত্ত্বং যুদ্ধং হি বাবদায়ুধমানমে' ইত্যধিকম্। ৯। হ 'শক্রস্তববীৰ্য্যাকং ক মে'। ১০। ক 'সলজ্ঞে'।

যো হি বিক্লবয়া বুদ্ধ্যা দদাতি প্রসরং রিপোঃ ।

স হতো মন্দবুদ্ধিত্বাৎ স লোকে পুরুষাধমঃ ॥ ১৯ ॥

এবমেব হি শক্রগাং বর্তিতব্যং যথা তথা ।

তস্মাদ্বাৎ নিহনিষ্ঠ্যামি শরেণানতপৰ্ব্বণা ॥ ২০ ॥

ইত্যার্থে বাস্কীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লবণাক্ষেপো নাম
চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

১৯। লো-টী। বিক্লবয়া মন্দয়া, প্রসরং প্রসরণং গমনমিত্যর্থঃ। যথা, প্রসরং প্রণয়ং
প্রীতিং প্রদত্তাৎ কুর্ঘ্যাৎ স পুরুষাধমোহপি ইতি বাক্যান্তরম্।

২০। লো-টী। যথা তথা যেন তেন প্রকারেণ।

[লো-টী।] হৃদষ্টং শোভনদর্শনং যথা ত্বাৎ। জীবন্ত স্বাবয়-জজমন্ত লোকমালোকনম্।
বিলয়ং নাশম্। ত্বাৎ রিপুং, গেহাভিমুখং যথা।

লবণাক্ষেপঃ ॥ ৭৪ ॥

যাইতে পারিবে না, কৃতপ্রযত্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টিপথে পতিত শত্রুকে ছাড়িয়া দেওয়া
বিধেয় নহে ॥ ১৮ ॥

যে মন্দ বুদ্ধি বশতঃ শত্রুকে অবসর প্রদান করে, সে সেই বুদ্ধিহীনতার দরুণ
নিহত হয় এবং জগতে পুরুষাধম বলিয়া গণ্য হয় ॥ ১৯ ॥

শত্রুর প্রতি এইরূপ যে-কোন প্রকার ব্যবহার করিবে, স্তূতরাং আমি আনত-
পৰ্ব্ব শর দ্বারা তোমাকে নিহত করিব ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাস্কীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লবণাক্ষেপ নামক
৭৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

১। হ 'প্রদত্তাৎ'। ২। হ 'স মহান্ মন্দবুদ্ধিঃ ত্বাৎ'। ৩। অত্র যৌকত্বমানে হ 'তস্মাৎ
জীবন্ত কুর্ষ জীবলোকং শরৈঃ শিত্ত্বান্ বিবিধৈর্নৈরাশি। যমন্ত গেহাভিমুখং হি পাণং রিপুং জিলোকন্ত চ রাঘবন্ত' ॥
ইতি পার্শ্বঃ।

(৭৫) পঞ্চসম্ভাতিভ্যমঃ সর্গঃ

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ।

রোষমাহারয়ৎ তীব্রং রক্ষস্ঠিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ ॥ ১ ॥

নিপীড়্য পাগিনা পাণিং দষ্টৈর্দন্তাংস্তথা পিষন্ ।

লবণো রঘুশাব্দ লমাহ্বয়ামাস চাসকৃৎ ॥ ২ ॥

তং ক্রবাণং তদা বাক্যং লবণং ভীমবিক্রমম্ ।

শত্রুঘ্নো দেবশত্রুং তু ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

শত্রুঘ্নো ন তদা জাতো যদাশ্চে নির্জিতাস্থয়া ।

মমাগ্ন বাণাভিহতো ব্রজ ত্বং যমসাদিনম্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। আহারয়ৎ অকরোৎ।

২। লো-টা। ‘ক্রোথতাত্রায়তেক্ষণ’ ইতি পাঠঃ। ‘দন্তান্ কটকটায় চ’ ইতি কচিৎ পাঠে কটকটং করোতীতি বক্তা যন্, ‘যপি লঘুপূর্বোহ্যাপী’ত্যয়। ‘দষ্টৈর্দন্তাংস্তথাপিষদি’তি কচিৎ পাঠঃ।

৩। লো-টা। তং শত্রুঘ্নং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ক্রবাণং দেবশত্রুং লবণং শত্রুঘ্ন ইদমব্রবী-
দিত্যম্বয়ঃ।

মহাত্মা শত্রুঘ্নের সেই কথা শুনিয়া রাক্ষস লবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ‘থাম’
এই কথা বলিল ॥ ১ ॥

লবণ হস্তদ্বারা হস্ত এবং দন্তদ্বারা দন্ত সকল নিষ্পেষিত করিতে করিতে
রঘুসিংহ শত্রুঘ্নকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

ভীমপরাক্রম লবণ ঐরূপ বলিতে লাগিলে শত্রুঘ্ন সেই দেবশত্রুকে এই কথা
বলিলেন— ॥ ৩ ॥

তুমি যখন অপর সকলকে পরাজিত করিয়াছিলে, তখন শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ
করে নাই ; অতএব তুমি আমার বাণে আহত হইয়া যমালয়ে গমন কর ॥ ৪ ॥

১। হ ‘রাক্ষসঃ স নরোত্তমঃ’। ২। হ ‘পাণৌ পাণিং বিনিপ্লিষ্য দন্তান্ কটকটায় চ’। ৩। হ ‘ভারক
ভূমৌ নিকপিষ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ’। ৪। হ ‘পাপং’। ৫। হ ‘তং’। ৬। হ ‘বাসাসে’।

ঋষয়স্তু[স্থানং] দ্য পশ্যন্তু পাপাত্মানং রণে হতম্ ।

মদীয়শরবিদ্ধাঙ্গং ত্রিদশা ইব রাবণম্ ॥ ৫ ॥

ত্বয়ি মদ্বাণনির্দক্ষে পতিতেহ্য নিশাচর ।

পূরে জনপদে চাপি ক্ষেমমেব ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

অদ্য মচ্চাপানক্ষিপ্তঃ শরো বজ্রনিভাননঃ ।

প্রবেক্ষ্যতে তে হৃদয়ং পদ্যমংশুরিবাক্ষজঃ ॥ ৭ ॥

স উৎপাট্য মহচ্ছালং লবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।

শত্রুগ্নোরসি চিক্ষেপ তং শূরঃ শতধাচ্ছিনৎ ॥ ৮ ॥

তদৃষ্ট্বা বিফলং কস্ম্য রাক্ষসঃ পুনরেব হি ।

বৃক্ষান্ মহত উৎপাট্য শত্রুগ্নায়াক্ষিপদ্বলী ॥ ৯ ॥

[লো-টা] । এতদ্ বনং মধুবনং পুরং জনপদঞ্চ জনানং পদং স্থানমাশ্রয়ো ভবিষ্যতি ।

দেবগণ রাবণকে যেরূপ [নিহত | দেখিয়াছিলেন সেইরূপ আজ ঋষিগণ আমার শরে বিদ্ধগাত্র পাপিষ্ঠ লবণকে যুদ্ধে নিহত অবলোকন করুন ॥ ৫ ॥

নিশাচর, তুমি আজ আমার বাণে দক্ষ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে নগর এবং জনপদের মঙ্গল হইবে ॥ ৬ ॥

আজ আমার ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য শর পদ্যমধ্যে রবিকিরণের ন্যায় তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিবে ॥ ৭ ॥

লবণ ক্রোধাক্ত হইয়া বৃহৎ শালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া শত্রুগ্নের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলে বীর শত্রুগ্ন তাহাকে শতধাও ছিন্ন করিলেন ॥ ৮ ॥

বলবান্ রাক্ষস সেই শালবৃক্ষনিক্ষেপ নিফল দেখিয়া পুনরায় অতিশয় প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল উৎপাটিত করিয়া শত্রুগ্নের উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৯ ॥

১। হ 'হতং রণে'। ২। হ 'মহীতলে'। ৩। হ 'পূরং জনপদঞ্চ'। মম চৈতন্ত্যবিভতি'।

৪। হ 'নিজ্জাতঃ'। ৫। হ 'এবমুক্তো মহাবৃক্ষ'। ৬। হ 'শত্রুগ্নঃ প্রতি'। ৭। হ 'তদ্যসৌ'।

৮। হ 'পাদপান্ হবহ্ন পুণ্ড শত্রুগ্নায়াক্ষিপদ্বলী'।

শক্রস্বশ্চাপি তেজস্বী বৃক্ষানাপততো বহুন্ ।

চিচ্ছেদ শায়কৈর্দাঁপৈরেকৈকং স^১ দ্বিধা ত্রিধা ॥ ১০ ॥

ততো বাণময়ং বর্ষং^২ ব্যহজদ্ রাক্ষসোরসি ।

শক্রয়ো বীৰ্য্যসম্পন্নঃ ক্লেভো নাভূচ্চ রক্ষসঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ প্রহস্য লবণো বৃক্ষমুৎপাট্য বীৰ্য্যবান্ ।

ভূষণং জঘান শিরসি স্রস্তাঙ্গঃ স যুমোহ বৈ ॥ ১২ ॥

তস্মিন্ নিপতিতে শূরে হাহাকারো মহানভূৎ ।

ঋষীণাং সিদ্ধসজ্জানাং গন্ধর্ব্বা^৩ম্পরসাং তথা ॥ ১৩ ॥

তমবজ্জায় তু হতং শক্রস্বং পতিতং ভুবি ।

রক্ষো লক্ষ্যাস্তরমপি ন বিবেশ স্বমালয়ম্ ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টা। স্রস্তং প্রসারিতমঙ্গং হস্তাগ্রবয়বো বস্ত্র সঃ।

১৩। লো-টা। সহস্রশঃ হাহাকারঃ সহস্রাণাং বা ঋষ্যাদীনাম্।

১৪। লো-টা। অন্তরং ছিদ্রমপি লক্ষ্য।

তেজস্বী শক্রস্বও আপতিত বহু বৃক্ষের প্রত্যেকটাকে দীপ্তিশালী বাণদ্বারা দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিলেন ॥ ১০ ॥

পরে বলবান শক্রস্ব রাক্ষস লবণের বক্ষঃস্থলে শরবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহার কোন ক্লেভ হইল না ॥ ১১ ॥

তার পর বলশালী লবণ অটুহাস্ত করত বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া শক্রস্বের মস্তকে গুরুতর আঘাত করিলে তিনি অবসন্নদেহে যুচ্ছিত হইলেন ॥ ১২ ॥

বীর শক্রস্ব ভূতলে পতিত হইলে ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অমরা-গণের মধ্যে অত্যন্ত হাহাকার উখিত হইল ॥ ১৩ ॥

দৈববশতঃ নষ্টবুদ্ধি লবণরাক্ষস অবজ্ঞাভরে ভূপতিত সেই শক্রস্বকে নিহত

১। ক 'ত্রিভিঃ সপ্তধা'। অতঃ পরং হ 'ত্রিভিঃ সপ্তভিঃ'কৈকৈকং চিচ্ছেদানন্তপর্কভিঃ'। ইত্যধিকম্।

২। হ 'বর্ষমহজ্জয়া'। ৩। হ '-রো বিঘাথে ন চ রাক্ষসঃ'। ৪। হ 'শিরস্যাত্মহনক্ষুরঃ' নিহতং'।

৫। হ 'চ'। ৬। হ 'ভূমৌ'। ৭। হ 'দেব-'। ৮। হ '-ঋষীণাঞ্চ সর্কণঃ'। ৯। হ 'ভং স বিজায়

১০। হ 'ভুবি পাতিতম্'।

নাপি জগ্রাহ তচ্ছূলং দৈবোপহতচেতসঃ ।

ততো হত ইতি জাহ্না তং ভক্ষং সমুপাহরৎ ॥ ১৫ ॥

মুহূর্তাল্লকসংভ্রান্ত শক্রস্বঃ পুনরুৎখিতঃ ।

অতিষ্ঠদ্রাক্ষসদ্বারি পূজিতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ১৬ ॥

ততো দিব্যমমোঘং স জগ্রাহ শরমুত্তমম্ ।

জলন্তং তেজসা ঘোরং ভাসয়ন্তং দিশো দশ ॥ ১৭ ॥

বজ্রাননং বজ্রবেগং সংযুগেষপরাজিতম্ ।

দানবেন্দ্রনরেন্দ্রাণাং শূরাণাকৈব দারুণম্ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টা। 'অগৃহ্ণাত্তারমামিষ'মিতি পাঠঃ। 'ভক্তব্যং সমুপাহর'দिति পাঠে গৃহীতবান্।

১৭। লো-টা। তেজসা দিশো দশ পুরয়ন্তম্।

১৮। লো-টা। বিশিনষ্টি বজ্রাসনমিত্যাদি-চাক্ষুণ্যমিত্যাস্তেন সাক্ষেন, পতত্রিণমিতি পরেণাঘয়ঃ। বজ্রভেব অসনং প্রেক্ষেণো যন্ত তম্।

মনে করিয়া অবকাশ লাভ করিয়াও স্বগৃহে প্রবেশ করিল না এবং সেই শূলও গ্রহণ করিল না। পরে শক্রস্বকে মৃত মনে করিয়া সেই (পূর্ববানীত) খাচ্চ (অর্থাৎ মাংসভার) আহরণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৪-১৫ ॥

শক্রস্ব মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় উত্থানপূর্বক শ্রেষ্ঠঋষিগণ কর্তৃক পূজিত (অর্থাৎ প্রশংসিত) হইয়া রাক্ষসের পুরদ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

অনন্তর শক্রস্ব প্রভাদ্বারা অতিশয় দীপ্যমান দশদিক্ উদ্ভাসনকারী, বজ্রমুখ, বজ্রতুল্য-বেগশালী, যুদ্ধে অপরাজিত,—দানবরাজ, নৃপতি এবং বীরদিগের ভয়ঙ্কর অব্যর্থ এবং উৎকৃষ্ট রমণীয় শর গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

১। হ 'শংস স জগ্রাহ বৃত্তোহয়মিতি দানবঃ'। ২। হ 'অগৃহ্ণাত্তারমামিষ'। ৩। হ 'জলন্তলনসক্কাণং দীপয়ন্তং দিশো দশ'। ৪। হ '-বনঃ'। ৫। হ '-মুখং বেক্ষমদ্রগৌরব' অতঃ পরং 'মির্জিতং হরিণা পূর্বং সংযুগেষপরাজিতম্'। অস্বচ্ছন্দমলিগাভং চাক্ষুণ্যং পতত্রিণম্'। ইত্যধিকম্। ৬। হ '-বেজ্রাচ্চেন্দ্রাণাং'। ৭। হ '-ঋষিবারণম্'।

ধনুযাধীয়মানে চ তেনাস্মিংস্ত শরোত্তমে ।

প্রাঙ্কলন্ত নভস্যাক্ষা নির্ঘাতাচ্চ প্রপেদিরে ॥ ১৯ ॥

তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং যুগান্তে সমুপস্থিতম্ ।

দৃষ্ট্বা সর্বানি ভূতানি পরং ত্রাসমুপাগমন্ ॥ ২০ ॥

ততো দেবর্ষিগন্ধর্বং সহসিক্কাপ্সরোগণম্ ।

জগৎ সর্বমধাস্থং পিতামহমুপাদ্রবৎ ॥ ২১ ॥

উচুশ্চ দেবদেবেশং বরদং প্রপিতামহম্ ।

কচ্চিল্লোকক্কয়ো দেব সংপ্রাপ্তৌহয়ং ভয়াবহং ।

নেদৃশং দৃষ্টপূর্বন্তু শ্রুতং বাপি পিতামহ ॥ ২২ ॥

২০। লো-টী। তং পতত্রিণং শরং দৃষ্ট্বা সর্বভূতানি ত্রাসমুপাগমন্নিতি সাক্ষেনাশ্রয়ঃ। পতত্রং পত্রমস্ত্রাভীতি পতত্রী তম্। পুরাণাঞ্চ অনুরপুবাণাঞ্চ। কমিব ? তং যুগক্ষয়ং যুগক্ষয়কারকং কালাগ্নিমিব।

২১। লো-টী। অশ্বহম্ অপ্রকৃতিহম্।

শক্রয়ু সেই উৎকৃষ্ট শর ধনুকে যোজনা করিলে আকাশে উদ্ধা প্রজ্জলিত হইল এবং ভীষণ শব্দ উথিত হইল ॥ ১৯ ॥

প্রলয়কালীন কালাগ্নির জ্বালা সেই শরকে প্রজ্জলিত দেখিয়া সমস্ত প্রাণী অতিশয় ভীত হইল ॥ ২০ ॥

অনন্তর দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অম্বরগণ এবং সমস্ত জগদ্ধাসী অপ্রকৃতিস্থ হইয়া ত্রস্কার নিকটে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

তঁাহারা দেবদেবেশ্বর বরদাতা পিতামহকে বলিলেন, দেব ! ইহা কি ভয়াবহ প্রলয় উপস্থিত হইল ? পিতামহ ! পূর্বে এরূপ কখনও দেখা যায় নাই বা শুনা যায় নাই ॥ ২২ ॥

১। হ 'তু'। ২। হ 'তেন তস্মিন'। ৩। হ 'প্রাঙ্কলন্ত নভস্যাক্ষা'। ৪। হ 'ততঃ স-
দেবগন্ধর্ব্বং স-বক্ষবিচারণম্'। ৫। হ 'জগদ্ধি সর্বং সংযুজৎ'। ৬। হ '-পাত্রদং'। ৭। হ 'অশ্ব তং'।
৮। হ '-শমুদ্রদেবাঃ পিতা-'। ৯। হ '-পুঃ সুরগণম্'। ১০। হ '-সঃ'। ১১। হ 'চাপি'।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

উবাচ মধুরাং বাণীং শৃণুধ্বং ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ২৩ ॥

বধায় লবণস্থাজৌ শরঃ শক্রবলধারিতঃ ।

তেজসা যশ্চ সংযুতাঃ সর্বৈশ্চ সুরসত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণোরিবং হি দেবশ্চ লোককর্তৃস্থহাত্মনঃ ।

শরন্তেজোময়ো ভীমৌ ভয়ং বো যৎকৃতে মহৎ ॥ ২৫ ॥

এষ বৈ কৈটভস্থার্থে মধোশৈচব মহাশরঃ ;

সৃষ্টৌ মহাত্মনা তেন বধার্থং রক্ষসোদ্ধয়োঃ ॥ ২৬ ॥

এষ একঃ প্রজানাং হি বিষ্ণোস্তেজোময়ঃ শরঃ ।

এষ বৈ স শরঃ পূর্বং বিষ্ণোস্তশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

২৭। লো-টা। প্রজানাং বিষ্ণোঃ প্রজানাং প্রভাবিষ্ণোরিতি ষষ্ঠ্যর্থঃ প্রভুত্বম্। একঃ শ্রেষ্ঠঃ। পূর্বা তদ্বচনং শরীরম্।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন—
দেবগণ, শ্রবণ কর ॥ ২৩ ॥

হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, সংগ্রামে লবণকে বধ করিবার নিমিত্ত শক্রবলধারক ধৃত
শরের তেজঃপ্রভাবে আমরা সকলে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি ॥ ২৪ ॥

যাহার জন্ত তোমাদের অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লোককর্ত্তা
মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর তেজোময় শর ॥ ২৫ ॥

মহাত্মা বিষ্ণু ‘কৈটভ’ এবং ‘মধু’ এই রাক্ষসদ্বয়ের বধের জন্ত এই মহাশর
সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

প্রজাদিগের প্রভু বিষ্ণুর এই তেজোময় শ্রেষ্ঠ শর ; ইহাই সেই মহাত্মা বিষ্ণুর
প্রাচীন শর ॥ ২৭ ॥

১। হ ‘দেবানাং বচনং দেবঃ শ্রুত্বা দেবঃ কমলসম্ভবঃ’। ২। হ ‘সর্বদেবতাঃ’। ৩। হ ‘ভাক্ত’।
৪। হ ‘ভক্ত’। ৫। হ ‘এষ বৈ পূর্বদেবত’। ৬। হ ‘ব্রাহ্মা’। ৭। হ ‘কঃ সযুগাণবৎ’। ৮। হ ‘স এষ
কৈটভ’। ৯। হ ‘বধুনত’। ১০। হ ‘এষ প্রজানীত’। ১১। হ ‘ঐব তদুর্দ্বিকোঃ শক্রবলধারকঃ’।

তস্মাদ্ গচ্ছত পশ্যধ্বং বধ্যমানং মহাত্মনা ।

রামানুজেন বীরেণ লবণং রাক্ষসোত্তমম্ ॥ ২৮ ॥

তস্ম তে দেবদেবস্ম নিশম্য মধুরাং গিরম্ ।

আজগ্ম যুদ্ধে যুধ্যেতে শক্রস্ব-লবণাবুভৌ ॥ ২৯ ॥

তং শরং সূর্য্যসঙ্ক্ৰাশং শক্রস্বকরধারিতম্ ।

দদৃশুঃ সৰ্ব্বভূতানি যুগাস্তায়িমিবোখিতম্ ॥ ৩০ ॥

আকাশমাবৃতং দৃষ্ট্বা দেবৈর্হি রঘুনন্দনঃ ।

সিংহনাদং ভৃশং কৃৎস্না পুনর্লবণমাহ্বয়ৎ ॥ ৩১ ॥

আহুতশ্চ পুনস্তেন শক্রস্বেন মহাত্মনা ।

লবণং ক্রোধসংযুক্তো যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

[লো-টী।] মঃদ বধা শ্রাৎ ।

সুতরাং তোমরা গমন করিয়া মহাত্মা রামানুজ বীর শক্রস্বকর্তৃক বধ্যমান রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লবণকে অবলোকন কর ॥ ২৮ ॥

তঁাহারা দেবদেব ব্রহ্মার মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া যেখানে শক্রস্ব ও লবণ যুদ্ধ করিতেছিলেন সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

সমস্ত প্রাণী শক্রস্বের হস্তধৃত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় উখিত সেই শর দেখিতে পাইল ॥ ৩০ ॥

রঘুনন্দন শক্রস্ব দেবগণকর্তৃক নভোমণ্ডল আবৃত দেখিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করত পুনরায় লবণরাক্ষসকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন ॥ ৩১ ॥

মহাত্মা শক্রস্বকর্তৃক পুনরায় আহুত হইয়া লবণ ক্রোধের সহিত যুদ্ধ করিতে

১। হ 'লবণং নিরুদ্ভবিয়া' নিশাচরম্'। ২। হ 'বচনঃ শ্রবণঃ'। ৩। হ 'তদ যুদ্ধং শক্রস্বস্য চ রমসা'। ৪। হ 'যোর-'। ৫। হ 'দেবভৈঃ'। ৬। হ 'মুহঃ'। ৭। অস্যা পূর্বাধাৎ পরং হ 'অথোবাচ স শক্রস্বো লবণং রাক্ষসাদিপম'। প্রবেষ্টব্যং ন দ্রুর্দৃষ্ণে মৃত্যুস্তেঃসমুপাগতঃ। ততঃ ক্রুদ্ধোহতি লবণঃ শ্রদ্ধা শক্রস্বত্যাচিতম্। অত্রক বৈকথং দৃষ্ট্বা তৈরবং স সমুজ্জতম্। ক্রুদ্ধচেতা উবাচেনং শক্রস্বমপরাভিতম্। মুহূর্তং তিষ্ঠ দ্রুর্দৃষ্ণে রঘুনাং কুলপাংশন। ধাবৎ কৃত্যাক্ষিকং কিপ্রমাহারক পুনর্গৃহাৎ। নিক্রমামি সপুলোহন্ত তত্ত্বং ন ভবিতিসি। শক্রস্বশত্রৌৎ বোহো ভোক্তাসে ন মরি স্থিতে। প্রেতলোকগতস্ত দ্ব্যাক্ষিকং বৈ করতিসি। ততঃ ক্রুদ্ধোহব্রবীষাকং লবণো দ্রষ্টমানসঃ। বস্মায় ক্ষমসে পাণ বৃহদ্বং মাং ক্ৰপান্তরম্। তস্মান্তে ন পরী কৃত্বা-স্বার্থো বিচরতিসি। যুদ্ধে স শাপং লবণঃ শক্রস্ব-মভিহুত্বেনে'। ইত্যধিকম্। ৮। হ 'তত-'। ৯। হ '-রক্তাক্ষো বৃক্ষমাদায় বিধিতঃ'।

ଆ କର୍ମାଂ ସ ବିକୃଷ୍ଟାଥ ତଦ୍ବିକୃଷ୍ଟାଂ ବରମ୍ ।

ଯୁଯୋଚ ତଂ ମହାବାଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନୋ ଲବଣୋରସି ॥ ୩୩ ॥

୨
ଉରସ୍ତସ୍ତା ସ ନିର୍ଭିତ୍ତ ପ୍ରବିବେଶ ରସାତଳମ୍ ।

ଗହ୍ମା ରସାତଳକୈବ ଶରୋ ବିବୁଧପୂଜିତଃ ।

୩
ପୁନରେବାଗମତ୍ତୂର୍ଣ୍ଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନସ୍ତ ମହାକରମ୍ ॥ ୩୪ ॥

୪
ଶତ୍ରୁଘ୍ନଶରନିର୍ଭିତ୍ତୋ ଲବଣଃ ସ ନିଶାଚରଃ ।

ପପାତ ସହସା ଭୂମୌ ବଞ୍ଚାହତ ଇବାଚଳଃ ॥ ୩୫ ॥

୫
ତତ୍ତ ଶୂଳଂ ମହଦ୍ଦିବ୍ୟଂ ଲବଣେ ନିହତେ ଯୁଧି ।

ପଞ୍ଚତାଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ରୁଦ୍ରସ୍ତ ବଶମବ୍ରମାଣଂ ॥ ୩୬ ॥

[ଲୋ-ଟୀ] । ବିଚ୍ଛିତଃ ବିଶେଷେଣ ହିତଃ ।

୩୬ । ଲୋ-ଟୀ । ‘ବଶମବ୍ରମାଣ’ମିତି ପାଠେ ବଶଃ ପାର୍ଶ୍ବମ୍ । ‘କରମବିହାସି’ମିତି ବା ପାଠଃ ।

ଉପସ୍ଥିତ ହିଲ ॥ ୩୨ ॥

ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ୍ୟ କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ଷାରିତ କରିয়া ଲବଣେର ବନ୍ଧୁଛ୍ରେ
ସେହି ମହାବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରিলେନ ॥ ୩୩ ॥

ଦେବଗଣ-ପୂଜିତ ସେହି ବାଣ ଲବଣେର ବନ୍ଧୁଛ୍ରେ ବିଦୀର୍ଣ କରିয়া ରସାତଳେ ଗମନ
କରତ ପୁନରାୟ ଡ୍ରୁତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେର ଦୀର୍ଘ ହସ୍ତେ ଆଗମନ କରিল ॥ ୩୪ ॥

ସେହି ନିଶାଚର ଲବଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେର ଶରେ ବିଦୀର୍ଣ ହିଲ ସହସା ବଞ୍ଚାହତ ପର୍ବତେର
ଆୟ ଭୂତଳେ ପତିତ ହିଲ ॥ ୩୫ ॥

ରୁଦ୍ଧ ଲବଣ ନିହତ ହିଲେ ସେହି ବିଶାଳ ଅର୍ଗ୍ୟ ଶୂଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ସମକ୍ଷେହି
ରୁଦ୍ଧେର ପାର୍ଶ୍ବେ ଉପସ୍ଥିତ ହିଲ ॥ ୩୬ ॥

୧ । ହ ‘-ବିବାଂ ବରଃ’ । ୨ । ହ ‘ସ ଚୋରସ୍ତା’ । ୩ । ହ ‘-ବିକୃଷ୍ଟାକୁହୁଳନଶ୍ୟବ’ । ୪ । ହ ‘-ପୋଷ୍ଠ
ସ ଗାନ୍ଧ୍ୟଃ’ । ୫ । ହ ‘ହତେ ଲବଣବନ୍ଧନି’ ।

অথর্বয়ো দেবগণাঃ সসিদ্ধা

অপূজয়ন্নপ্সরসশ্চ বীরম্ ।

দিক্ষ্য জয়ো দাশরথে তবাচ্চ

দিক্ষ্য চ লোকাঃ সকলাঃ প্রসম্নাঃ ॥ ৩৭ ॥

একেষু গা চৈব বিহত্য শত্রুং

লোকত্রয়স্তাপি রঘুপ্রবীরঃ ।

বিনির্বভাবুচ্ছতচাপপাণি-

স্তমঃ প্রণুত্বেব সহস্ররশ্মিঃ ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বান্দ্রীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লবণবধো নাম

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

৩৭। লো-টী। ‘সদেব-ঋষিগণা’ ইতি বিসন্ধিরার্থঃ। ‘অথর্বয়ো দেবগণাঃ সসিদ্ধা অপূজয়ন্নপ্সরসশ্চ বীর’মিতি কচিং পাঠঃ।

লবণবধঃ ॥ ৭৫ ॥

পরে ঋষিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং অপ্সরাগণ বীর শত্রুদের প্রশংসা করিলেন—দাশরথে! ভাগ্যক্রমে আজ তোমার জয় হইল এবং ভাগ্যক্রমে সমস্ত জগৎ প্রসন্ন (অর্থাৎ বিষাদমুক্ত) হইল ॥ ৩৭ ॥

রঘুবংশীয় বীরপ্রবর শত্রু একটা বাণদ্বারা ত্রিভুবনের শত্রু লবণকে নিহত করিয়া হস্তে ধনুর্বাণ উত্তোলিত করত অন্ধকার-ধ্বংসকারী সহস্ররশ্মি সূর্য্যের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বান্দ্রীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লবণবধ-নামক

৭৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

১। হ ‘ভতন্ত দেবর্ষিগণাঃ সপন্নগাঃ’। ২। হ ‘প্রপূজয়ে (৭) স্যাপ্সরসশ্চ সিদ্ধাঃ’। ৩। হ ‘ঋগণঃ’। ৪। হ ‘-সাস্য’। ৫। হ ‘তমো বিদ্যার্থেব’।

(৭৬) ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

হতে তু লবণে দেবাঃ সেল্লাঃ সায়িপুৰোগমাঃ ।

উচুঃ স্তমধুরাং বাণীং শক্রস্বঃ শক্রতাপনম্ ॥ ১ ॥

দিষ্ঠ্যা তে বিজয়ো বীর দিষ্ঠ্যা তে রাক্ষসো হতঃ ।

শ্রীতাঃ স্মো নরশাদ্দূল বরং বরয় রাঘব ॥ ২ ॥

বরদাঃ স্মো মহাবাহো সর্ব এব সমাগতাঃ ।

বিজয়াকাঙ্ক্ষিণস্তভ্যমমোঘং দর্শনং চ নঃ ॥ ৩ ॥

দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা শূরো যুদ্ধি কৃতাজ্জলিঃ ।

প্রত্যাচ মহাতেজাঃ শক্রস্বঃ প্রযতাত্ত্বান্ ॥ ৪ ॥

ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুনা পূর্বনির্মিতা ।

নিবেশং প্রাপ্ত্যাচ্ছীত্নমেব মে কাঙ্ক্ষিতো বরঃ ।

৩। লো-টা। তুভ্যং তব।

৫। লো-টা। ‘দেবেনেব’ বিনির্মিতা’ ইতি পাঠঃ। বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। নিবেশং নানিগির-
রূপবিন্যাসং রচনামিত্যর্থঃ।

লবণ-রাক্ষস নিহত হইলে ইন্দ্র এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ শক্রসস্তাপক
শক্রস্বকে অতিশয় মধুর বাক্যে বলিলেন—॥ ১ ॥

নরশাদ্দূল বীর রাঘব, ভাগ্যক্রমে তোমার জয় এবং রাক্ষস লবণ নিহত
হওয়ায় আমরা শ্রীত হইয়াছি ; সুতরাং বর গ্রহণ কর ॥ ২ ॥

মহাবাহো, [তোমার] বিজয়াভিলাষী সমাগত আমরা সকলেই তোমাকে
বরদান করিব, যেহেতু আমাদের দর্শন অব্যর্থ ॥ ৩ ॥

সংযতাত্মা মহাতেজস্বী শক্রস্ব দেবতাদিগের বাণী শ্রবণ করিয়া মস্তকে
বন্ধাজলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন—॥ ৪ ॥

পুরাকালে মধুরাক্ষসকর্তৃক নির্মিতা এই মধুপুরী শীত্ৰই নগরী (রাজধানী)

১। হ ‘লবণরাক্ষসঃ’। ২। হ ‘হতঃ পুরুষাণা-’। ৩। হ ‘বাহুঃ’। ৪। হ ‘প্রতাপনম্’। ৫।
হ ‘মধুরা দেব’। ৬। হ ‘যেহেতু পদো বরঃ’।

তং দেবা^১ বাচমিত্যেব^২ শ্রীতাঃ শক্রস্নমক্ৰবন্ ॥ ৫ ॥

ভবিষ্যতীমং^৩ নগরী মধুরেত্যভিশঙ্খিতা ।

পূজিতা সর্বলোকস্ব^৪ যথালোকপুরী দিবি ॥ ৬ ॥

ইত্যুক্তা^৫ দেবতাঃ সর্বা^৬ বিমানৈঃ শতশো নভঃ ।

কৃহা^৭ বিতিমিরং সর্বং প্রতিযাতা যথাগতম্ ॥ ৭ ॥

গতেষু দেবসজ্জেষু^৮ শক্রস্নো রঘুনন্দনঃ ।

তাং সেনামানয়ামাস যাং হিহা^৯ পূর্বমাগতঃ ॥ ৮ ॥

সা সেনা শীঘ্রমাগচ্ছৎ^{১০} শ্রদ্ধা শক্রস্নশাসনম্ ।

নিবেশনক^{১১} শক্রস্নঃ শ্রবণেন তদাকরোৎ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। এষা পুরী সা মধুনির্মিতা স্রাবোধেব (৭) ভবিষ্যতি ।

৯। লো-টী। শাসনং প্রাপ্যোতি শেষঃ । ‘শ্রদ্ধা শক্রস্নশাসন’মিতি বা পাঠঃ । নিবেশনং শ্রবণেন নক্ষত্রেণ ।

রূপে পরিণত হউক, ইহাই আমার অভিলষিত বর । দেবগণ শ্রীত হইয়া সেই শক্রস্নকে ‘তাহাই হইবে’ এইরূপ বলিলেন ॥ ৫ ॥

এই নগরী মধুরা নামে বিখ্যাত হইবে এবং স্বর্গে দেবপুরী যেরূপ সম্মানিত, ইহা সেইরূপ সমস্ত লোকের সম্মানিত হইবে ॥ ৬ ॥

সকল দেবতারা এই বলিয়া শত শত বিমানে আরোহণ করত সমস্ত আকাশের অন্ধকার দূর করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭ ॥

দেবগণ গমন করিলে রঘুনন্দন শক্রস্ন পূর্ব যাহাদিগকে [পথিমধ্যে] পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই সেনাদিগকে আনয়ন করিলেন ॥ ৮ ॥

সেই সৈন্তসমূহ শক্রস্নের আদেশ শ্রবণ করিয়া দ্রুত আগমন করিল, তখন শক্রস্ন শ্রবণানক্রে নগর-পত্তন আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥

১। হ ‘-বাঃ শ্রীতমনসো বাচমিত্যেব রাববন্’ । ২। হ ‘-তি পুরী রম্যা’ । ৩। হ ‘-বিষ্ণুতা’ । ৪। হ ইন্দ্রবর্জ্য নাস্তি’ । ৫। হ ‘দেবসজ্জান্তে’ । ৬। হ ‘-শোহমসৈঃ’ । ৭। হ ‘প্রসাদান্তে’ । ৮। অন্য লোকসা স্থানে হ ‘এবমুক্তা মহাত্মানঃ দেবলোকঃ যযুঃ হুয়াঃ’ । শক্রস্নোহপি মহাবাহুতাং সেনাং সবপাস্বরং’ । ইতি পাঠঃ । ৯। হ ‘আবণে তু’ ।

স। পুরী দিব্যসঙ্কশা বর্ষে বৈ দ্বাদশে তদা ।

নিবিষ্টা বিষয়শ্চাত্মাঃ শূরসেনস্ততোহভবৎ ।

ক্ষেত্রোণি শস্ত্রবস্ত্র্যস্তাং কালে দেবঃ প্রবর্ষতি ॥ ১০ ॥

অরোগা বীরপুরুষা শক্রেন্নভুজপালিতা ।

অর্দ্ধচন্দ্রপ্রতীকশা যমুনাতীরমাশ্রিতা ॥ ১১ ॥

যচ্চ তেন পুরা শুভ্রং লবণেন কৃতং মহৎ ।

শোভয়ামাস তদ্বীরো নানাপণ্যসমৃদ্ধিভিঃ ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। দ্বাদশমে ইতি আৰ্হম্। 'বর্ষে বৈ দ্বাদশে'তব'ব্রিতি কচিৎ পাঠঃ। শূরশ্চ শক্রয়শ্চ বদা সেনানাং সেনাপত্যঃ নিবিষ্টাঃ প্রবিষ্টান্ততন্তৎপ্রভৃতি স দেশঃ শূরসেনঃ এতন্নায়। খ্যাত ইত্যর্থঃ। 'নিবেশঃ শূরসেনানাং বিষয়শ্চাত্মতোভয়' ইতি পাঠে শূরসেনানাং যত্নপতীনাং বিষয়ো নথুরাদেশঃ শক্রয়শ্চ বদা নিবেশন্তৎপ্রভৃতি অকৃতোভয়ঃ।

১১। লো-টী। অরোগা বীরশ্চ পুরুষা যস্তাং তাম্।

দ্বাদশ বৎসরে সেই পুরী পূর্ণ সন্নিবিষ্ট হইয়া স্বর্গপুরীর আয় শোভা পাইতে লাগিল এবং [শূর শক্রয়ের সেনা এইস্থানে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া] সেই নগরীর (রাজধানীর) অধীনস্থ দেশের (রাজ্যের) নাম 'শূরসেন' হইল। দেবতা যথাকালে বর্ষণ করিলিতে লাগিলেন, সেখানকার ক্ষেত্রসকল শস্ত্রপূর্ণ হইল ॥ ১০ ॥

শক্রেন্নভুজপালিতা যমুনানদীর তীরে অবস্থিতা রোগোপজবশ্চাত্মা এবং বীরপুরুষাধিষ্ঠিতা সেই নগরী দেখিতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ছিল ॥ ১১ ॥

সেই লবণ-রাক্ষস পূর্বে যে শ্বেতবর্ণ বিশাল গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল, বীর শক্রয় তাহা নানাবিধ পণ্যসম্পদে শোভিত করিলেন ॥ ১২ ॥

১। হ 'দ্বাদশমে'। ২। হ 'শূরসেনানাং বিষয়ঃ ততোহ'। ৩। হ 'স্ত্যাসম্'। ৪। হ 'অরোগবীরপুরুষাঃ'। ৫। হ '-ভাম্'। ৬। '-কশাৎ'। ৭। হ 'তাম্'। অস। পূর্বাঙ্ক্যৎ পরং 'বপ্র-প্রাকারসম্পন্নং গোপুয়াটালগবৃত্তাম্'। ইত্যধিকম্। ৮। হ অস। রোকস্য স্থানে 'শোভিতাং রাজমার্গেণ নানাপণ্যবিহীতাম্'। উভানবেরসম্পন্নং সম্বন্ধজনসেবিতাম্। নানাদেশগতৈশ্চাপি বণিগ্ভিক্রপশোভিতাম্'। ইতি পাঠঃ।

* 'শুভ্র'বিত্যত্র 'শুভ্র'ব্রিতি পাঠো রবণীরঃ। (পরপৃষ্ঠে তৃতীয়পাঠান্তরং দ্রষ্টব্যম্।)

আরামৈশ্চ বিহারৈশ্চ তড়াগৈশ্চ সমস্ততঃ ।

শোভিতাং শোভমানৈশ্চ তথাঐর্দৈবপূরুষৈঃ ॥ ১৩ ॥

তাং পুরীং দিব্যসঙ্কশাং নানাপুণ্যোপশোভিতাম্ ।

নিরীক্ষ্য পরমশ্রীতো হর্ষং শক্রয় আবিশৎ ॥ ১৪ ॥

তস্মা চিন্তা সমুৎপন্না নিবিশ্য মথুরাং পুরীম্ ।

রামপাদৌ নিরীক্ষেহং বর্ষেহস্মিন্ দ্বাদশেচিরাৎ ॥ ১৫ ॥

ইত্যর্থে বাঙ্গালীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মধুপুরানিবেশনং নাম
ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬ ॥

১৪। লো-টী। নিরীক্ষ্য শক্রয়ঃ পরং হর্ষমুপাগমদিতি সাক্ষিভরণাঘরঃ ।

[লো-টী।] প্রাকারাগাং ভিত্তীনং বপ্রঃ সমুৎপন্নঃ । বপ্রঃ প্রাকারন্তেন ইদং ন সম্যক্,
কিন্তু ‘ভ্রাক্ষমো বপ্রমস্ত্রিয়া’মিত্যমরানুসারেণ ব্যাখ্যায়ম্ ।

[লো-টী]। মহচ্ছ্রুৎ মহাশ্রুতম্ ।

মধুপুরনিবেশঃ ॥ ৭৬ ॥

উপবন, বিহার (ক্রীড়াস্থান), বৃহৎ পুষ্করিণী এবং সুন্দর দেবচরিত্র মনুষ্যবৃন্দে
শোভিতা সেই নগরীকে নানাবিধ পবিত্র [পণ্য] বস্তুদ্বারা স্বর্গপুরীর ত্রায়
উপশোভিতা দেখিয়া শক্রয় অতিশয় শ্রীতি-প্রফুল্ল হইলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

‘মথু(ধু)রা’ নগরী সংস্থাপিত করিয়া শক্রয়ের এইরূপ চিন্তা হইল যে,
আমি এই দ্বাদশ বর্ষেই শীঘ্র রামচন্দ্রের চরণযুগল দর্শন করিব ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বাঙ্গালীক প্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মধুপুরনিবেশ-নামক

৭৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

১। হ ‘আনা-’ । ২। হ ‘-র্দিবামানুষ্যৈঃ’ । ৩। হ অতঃ লোকদ্বয়স্থানে ‘সমুচ্ছ্রাং তাং সমুচ্ছ্রাঃ’
শক্রয়ো লক্ষণানুগতঃ । নিরীক্ষ্য পরমশ্রীতাং পরং হর্ষমুপাগমং । বচ ভেন মহচ্ছ্রুৎ লষণেন কৃতং পুরা ।
শোভমান তবীরো নানাপণ্যসমুদ্ভিতঃ । তস্য চিন্তা সমুৎপন্না নিবেশ্য মথুরাং পুরীম্ । রামপাদৌ নিরীক্ষেহং
বর্ষে দ্বাদশ আপতে । ততঃ স ভামবরপুরোপমাং পুরীং নিবেশ্য বৈ বিবিধজনভিসংবৃতাম্ । নরাধিপো মধুপতিপাদদর্শনে
দখে যতিঃ রম্যরূপং লবর্চনং’ । ইতি পাঠঃ । ৪। ক ‘মধুরানিবেশনং’ ।

(৭৭) সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

ততো দ্বাদশমে বর্ষে শক্রব্লঃ শক্রকর্ষণঃ ।

চক্রেহযোধ্যাং মতিং গন্তুমল্লভ্যত্ববলানুগঃ ॥ ১ ॥

ততো বলপ্রধানাংশ্চ মস্ত্রিমুখ্যান্ নিবর্ত্য চ ।

জগাম রথমুখেন হয়ানাঞ্চ শতেন বৈ ॥ ২ ॥

স গত্ত্বা দিবসৈঃ কৈশ্চিৎ সংহ্রষ্টৌ রঘুনন্দনঃ

বান্মীক্যশ্রমমাসাং বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥ ৩ ॥

সোহভিবাণ্ড ততঃ পাদৌ বান্মীকেঃ পুরুষর্ষভঃ ।

পাণ্ডমর্ধ্যমথাতিথ্যং জগ্ৰাহ বিধিবদ্ পঃ ॥ ৪ ॥

২। লো-টা। রথমুখেন শতেন হয়ানাঞ্চ।

পরে সেই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যেই শক্রসংহারক শক্রব্ল অল্পসংখ্যক ভৃত্য এবং সৈন্তের সহিত অযোধ্যা নগরীতে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর প্রধান সৈন্ত এবং মস্ত্রীদিগকে নিবর্তিত করিয়া উৎকৃষ্ট রথারোহণে একশত অশ্বের সহিত গমন করিলেন ॥ ২ ॥

আনন্দিত মহাযশস্বী রঘুনন্দন শক্রব্ল কতিপয় দিবস গমন করিয়া বান্মীকির আশ্রমে উপনীত হইয়া তথায় বাস করিলেন ॥ ৩ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ নৃপতি শক্রব্ল বান্মীকির পদযুগল বন্দনা করিয়া যথাবিধি পাণ্ড, অর্ধ্য প্রভৃতি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন ॥ ৪ ॥

১। হ 'স্বপনঃ'। ২। হ 'অযোধ্যাগমনে বুদ্ধিং চকারাজ-'। ৩। হ 'মস্ত্রিণো কলমুখ্যাংশ্চ নিবর্ত্য চ পুরুষর্ষভঃ'। ৪। হ 'নাত'। ৫। হ 'কোরাম্বং গ্রাণ্য'। ৬। হ '-বলঃ'। ৭। হ 'স নুনেভ্যঃ'।

মধুরা বহুরূপাশ্চ কথাস্তত্র সহস্রশঃ ।

কথয়ামাস বাল্মীকিঃ শক্রব্রহ্ম মহাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

উবাচ চ মুনির্বাচ্যঃ লবণশ্চ বধাশ্রিতম্ ।

সুদুষ্করং কৃতং কৰ্ম লবণং নিম্নতা ত্বয়া ॥ ৬ ॥

বহবঃ পার্ধিবাঃ সৌম্য হতাঃ সবলবাহনাঃ ।

লবণেন মহাত্মানো মূধ্যমানা ছুরাত্মনা ॥ ৭ ॥

ত্বয়া তু নিহতঃ পাপো লীলয়া পুরুষবর্ষভ ।

জগতশ্চ ভয়ং ঘোরং প্রশাস্তং তব তেজসা ॥ ৮ ॥

রাবণশ্চ বধো ঘোরো যত্নেন মহতা কৃতঃ ।

ইদন্তু স্মহৎ কৰ্ম কৃতবান্ হুমযত্নতঃ ॥ ৯ ॥

৭। লো-টা। মহাত্মনা মহাদেবেন। 'ছুরাত্মনা' বা পাঠঃ।

বাল্মীকিমুনি মহাত্মা শক্রব্রহ্মের নিকট সহস্র সহস্র নানাবিধ মধুর কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বাল্মীকিমুনি লবণরাক্ষসের বধবিষয়ক কথা বলিলেন,—লবণকে নিহত করিয়া তুমি অতিশয় দুষ্কর কৰ্ম করিয়াছ ॥ ৬ ॥

হে সৌম্য, ছুরাত্মা লবণ যুদ্ধরত বহু মহাত্মা নরপতিকে সৈন্ত ও বাহনের সহিত নিহত করিয়াছে ॥ ৭ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি অবলীলাক্রমে পাপিষ্ঠ লবণকে নিহত করিয়াছ, তোমার পরাক্রমে জগতের ভীষণ ভয় দূরীভূত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

রামচন্দ্র মহাত্মা ত্রয়ঙ্কর রাবণবধ করিয়াছেন, তুমি বিনা যত্নেই এই অতিশয় মহৎ কৰ্ম করিয়াছ ॥ ৯ ॥

১। হ 'বহুরূপাঃ হুমধুরাঃ'। ২। হ 'মহর্ষিঃ কথয়ামাস'। ৩। হ '-য়া'। ৪। হ '-ত্মনে'। ৫। ক 'বল-'। ৬। হ 'রাক্ষ'। ৭। হ 'বনা কৃতমযত্নতঃ'।

শ্রীতিশ্চৈব পরা জাতা দেবানাং লবণে হতে ।

ভূতানাঞ্চৈব সর্বেষাং জগতশ্চ প্রিয়ং কৃতম্ ॥ ১০ ॥

যুদ্ধঞ্চ তদ্ যথা বৃত্তং শ্রুতমেব নয়ানঘ ।

সভায়ামুপবিষ্টেন বাসবস্ত মহর্ষিভিঃ ॥ ১১ ॥

মমাপি পরমা শ্রীতির্হৃদি শক্রেন বর্ততে ।

উপাশ্রায়ামি মুগ্ধি ত্বাং স্নেহশ্চৈষা পরা গতিঃ ॥ ১২ ॥

ইত্যুক্ত্বা মুগ্ধি শক্রেনুপাশ্রায় মহামুনিঃ ।

আতিথ্যমকরোক্তস্ত সসৈন্তস্ত মহাঘশাঃ ॥ ১৩ ॥

স ভুক্তবান্ নরশ্রেষ্ঠো গীতং মধুরমুত্তমম্ ।

শুশ্রাব রামচরিতং বিবিধং বিধিসংহিতম্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। মহর্ষিভিঃ সহ উপবিষ্টেন বাসবস্ত সভায়াম্ ।

১২। লো-টী। গতিঃ প্রকারঃ ।

১৪। লো-টী। গীতং গানাপ্রয়পদসমূহং মধুরনিঃস্বনং মধুরাক্ষরম্ । ‘মধুরমুত্তম’মিতি বা পাঠঃ । যথোক্তবিধি যথোক্তপ্রকারম্ । সংসদি সভায়াম্ ।

লবণ নিহত হওয়ায় দেবতাদিগের অত্যধিক শ্রীতি হইয়াছে এবং সমস্ত প্রাণীদিগের ও জগতের প্রিয়কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

হে অনঘ, আমি মহর্ষিদিগের সহিত ইন্দ্রের সভায় উপবিষ্ট হইয়া সেই যুদ্ধের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১১ ॥

শক্রেন, আমার হৃদয়েও অতিশয় আনন্দ হইয়াছে, আমি তোমার মস্তক আশ্রয় করিব, ইহাই স্নেহের পরাকারী ॥ ১২ ॥

মহাঘশাস্ত্রী মহামুনি বাল্মীকি এই বলিয়া শক্রনের মস্তক আশ্রয় করিয়া সৈন্তগণের সহিত তাঁহার অতিথি-সংকার করিলেন ॥ ১৩ ॥

নরশ্রেষ্ঠ শক্রেন ভোজন করিয়া নানাপ্রকার ভাললয়-সমন্বিত সুমধুর ভাবে

১। হ ‘-তিষ্ঠ মহতী’। ২। হ ‘মর্ত্যানা-’। ৩। হ ‘ভক্ত যুদ্ধং মহা সর্গং শ্রুতং পুণ্যসত্তম’। ৪। হ ‘শক্রস্য মহনুত্তম’। ৫। হ ‘-বৃত্তি’। ৬। হ ‘অতঃ পরং শক্রেন্য মহাত্মাসৌ বাসীকিনু নিসত্তমঃ’। ইতি পাঠঃ । ৭। হ ‘রঘু-’। ৮। হ ‘যথোক্তবিধি-’।

তান্মকরাণি পত্নানি যথা বৃত্তানি পূর্বশঃ ।

শ্রদ্ধা পুরুষশাৰ্দুলো বিসংজ্ঞঃ সাশ্রুলোচনঃ ॥ ১৫ ॥

স মুহূর্তমিবাসংজ্ঞো নিঃশ্বস্তাথ পুনঃ পুনঃ ।

তন্মিহ গীতে যথারূপং বর্তমানমিবাসংজ্ঞো ॥ ১৬ ॥

পদানুগাশ্চ যে রাজ্ঞঃ শ্রদ্ধা তে গীতসম্পদম্ ।

বহুবুদ্ধীনমনস আশ্চর্য্যমিতি চাক্রবন্ ॥ ১৭ ॥

পরম্পরক তে সর্বের সমভাষন্ত সৈনিকাস্ ।

কিমিদং ক চ তিষ্ঠামো মায়েদং স্বপ্নদর্শনম্ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টা। যানি অক্ষরাণি গানাস্রপদসমূহাঃ যথা পূর্বশঃ পূর্বং বৃত্তানি তানীবাসন্
ইত্যর্থঃ।

১৬। লো-টা। যথারূপং রামস্ত চরিতম্ অনতিক্রম্য।

১৭। লো-টা। রাজ্ঞো রামস্ত দশরথস্ত বা।

১৮। লো-টা। মায়া ইহং কিম্বা স্বপ্নদর্শনম্।

গীত উত্তম রামচরিত (রামায়ণগান) শ্রবণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ শক্রেন্ ছন্দোবদ্ধ অক্ষরসমূহ এবং পূর্ব ঘটনা অবিকল শ্রবণ
করিয়া বাস্পাকুললোচনে মূৰ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥

তিনি মুহূর্তকাল অচৈতন্য থাকিয়া পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক সেই
গানে রামচন্দ্রের পূর্বঘটনাকে বর্তমানের স্তায় শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

মহারাজ শক্রের অনুচরবর্গও গানের মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া হুঃখিতচিত্ত
হইয়া ‘আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য’ এই কথা বলিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

সেই সকল সৈনিকেরা পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল,—আমরা
কোথায় আছি, একি মায়া অথবা স্বপ্নদর্শন ! ॥ ১৮ ॥

১। হ ‘সর্গাণি’। ২। হ ‘-জ্ঞো বাস্প-’। ৩। হ ‘বহুবু’হঃ’। ৪। হ ‘ভজ্ঞা গীতমর্থবৎ’। ৫। হ
‘অগাধুখা ক্লং লীনা’। ৬। হ ‘তেহক্রবন্’। ৭। হ ‘ভজ’। ৮। হ ‘বর্তমানঃ’। ৯। হ ‘তাদিদং’।

নেদং শ্রুতমিহাস্মাভিরাশ্রমেহংগত কুত্রচিৎ ।

যদদ্য শৃণুমঃ সাধু গীতমাশ্চর্য্যমুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥

বিস্ময়ং তে পরং গত্বা শক্রস্নমিদমব্রবন্ ।

সাধু পৃচ্ছ নরব্যাত্র বাগ্মীকিমুষিসত্তমম্ ॥ ২০ ॥

শক্রস্নস্তত্রবীৎ সর্বান কৌতূহলসমম্বিতান্ ।

সৈনিকানক্ৰমং শ্রমু মিদমস্মাভিরৌদৃশম্ ॥ ২১ ॥

আশ্চর্য্যাগি বহুনীহ বাগ্মীকেরাশ্রমে শুভে ।

অস্মাভিশ্চ ন তৎ সর্বমঘেষ্টব্যং কুতূহলাৎ ॥ ২২ ॥

[লো-টী ।] আশ্চর্য্যাদৃষ্টম্ আশ্চর্য্যাদর্শনম্ অসমং ন বিজ্ঞতে সমং তুলাং বস্মাৎ তৎ
অত্যাশ্চর্যমিত্যর্থঃ ।

২২ । লো-টী । বাগ্মীকেরাশ্রমে ইদমৌদৃশমেবস্ত্রকারমাশ্চর্য্যাদর্শনম্ অস্মাভিঃ শ্রমু-
মক্ৰমম্ অমুক্তমিত্যর্থঃ । কুতূহলৈরস্মাভিরেতৎ সর্বমঘেষ্টব্যং ধোয়মিত্যর্থঃ । 'কুতূহল'মিতি বা
পাঠঃ ।

আজ যে আশ্চর্য্যজনক উৎকৃষ্ট গান উত্তমরূপে শুনিতেছি, আমরা অথ
কোন আশ্রমে এইরূপ গান শ্রবণ করি নাই ॥ ১৯ ॥

সেই সৈনিকেরা অতিশয় বিস্মিত হইয়া শক্রস্নকে এই কথা বলিল যে,
নরবর ! ঋষিশ্রেষ্ঠ বাগ্মীকিকে ভালভাবে জিজ্ঞাসা করুন ॥ ২০ ॥

শক্রস্ন সেই সকল কৌতূহলাব্বিত সৈনিকদিগকে বলিলেন, এইরূপ
জিজ্ঞাসা করা আমাদের অমুচিত ॥ ২১ ॥

এই মঙ্গলময় বাগ্মীকির আশ্রমে বহু আশ্চর্য্যজনক বিষয় আছে, কৌতূহলের
বশবর্তী হইয়া আমাদের সেই সকল অন্বেষণ করা উচিত নয় ॥ ২২ ॥

১। হ 'হি অশ্রমস্মাভিঃ' । ২। হ 'গীতং যদুদ্য' । ৩। হ 'পরমং' । ৪। হ '-দৃশ্যাকিমদৌদৃশম্' ।

৫। হ '-ব্রাহ্মণ' ।

এবমুক্ত্বা ততো বাক্যং সৈনিকান্ রঘুনন্দনঃ ।

অভিবাচ্য মহর্ষিঞ্চ সংবিবেশ নিশাং তদা ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্থে বাঙ্গীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গীতশ্রবণং নাম
সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭ ॥

২৩। লো টা। সংবিবেশ স্তম্ভাপ। ইতিহ ইতি ছন্দঃপূরণম্।

সঙ্গীতশ্রবণম্। কুত্রচিৎ ‘সঙ্গীতকরণ’মিতি পাঠঃ। ॥ ৭৭ ॥

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সৈনিকদিগকে এই কথা বলিয়া মহর্ষি বাঙ্গীকীকে অভিবাদন
করত রাত্রিকালে শয়ন করিলেন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাঙ্গীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গীতশ্রবণ-নামক
৭৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

(৭৮) অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

তং শয়ানং নরব্যাত্তং নিদ্রা নৈতি স্ম রাঘবম্ ।

চিস্তয়ন্তুমৈকাগ্রং রামগীতমনুতমম্ ॥ ১ ॥

শ্রদ্ধা শব্দং স্মমধুরং তস্ত্রীলয়সমম্বিতম্ ।

তত্র রাত্রির্জগামাশু শত্রুস্ব মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥

তস্তাং নিশায়াং ব্যুক্ষায়াং কৃতা পৌর্বাহ্নিকীং ক্রিয়াম্ ।

উবাচ প্রাজ্ঞলির্বাক্যং শত্রুস্নো মুনিসত্তমম্ ॥ ৩ ॥

ভগবন্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবং রঘুনন্দনম্ ।

ত্বয়ানুজ্ঞাতমিচ্ছামি গমনং বৈ সহানুগঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। ‘নিদ্রা শত্রুস্বাবিশ’ দ্বিতী পাঠঃ। ‘নিদ্রা নৈতি স্ম রাঘব’মিতি পাঠে নৈতি ন প্রাপ্নোতি ।

২। লো-টী। শ্রদ্ধা শব্দং শয়ানমিত্যর্থঃ। তস্ত্রী বীণাশৃণং, লম্বো মূর্ছনং তেন সমম্বিতম্। ‘তস্ত্রীতলসমম্বিত’মিতি পাঠে তস্ত্র্যাং বীণাশৃণে তলেন সর্বোপাণিনা ঘাতেন সমম্বিতম্। ‘তস্ত্রী বীণাশৃণে মতা। চপেটে চ ৎসরো তস্ত্রীঘাতে সর্বোপাণিনা চ’ ইতি কোষঃ।

৩। লো-টী। ব্যুক্ষায়াং প্রত্যাতারাম্।

৪। লো-টী। রঘুন্ রঘুবংশান্ নন্দয়তীতি তথা।

একাগ্রতার সহিত উৎকৃষ্ট রামায়ণগান চিন্তা করিতে করিতে নরবর শত্রুস্বের শয়ন করিয়াও নিদ্রা আসিল না ॥ ১ ॥

তস্ত্রীলয়-সমম্বিত স্মমধুর শব্দ (গান) শ্রবণ করিয়া মহাত্মা শত্রুস্বের রাত্রি অতিশয় শীঘ্র অতিবাহিত হইল ॥ ২ ॥

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে শত্রুস্ব পূর্বাঙ্কুত সমাপন করিয়া কৃতাজলিপুটে মুনিশ্রেষ্ঠ বান্দ্রীকিকে বলিলেন— ॥ ৩ ॥

ভগবন্, রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি; সুতরাং আপনার অনুমতিক্রমে অনুচরদিগের সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪ ॥

ইত্যেবংবাদিনং তত্র শক্রস্বং শক্রসূদনম্ ।

বান্দ্রীকিঃ সংপরিষজ্য বিসমর্জ্য মহামুনিঃ ॥ ৫ ॥

সোহভিবাঢ় মুনিশ্রেষ্ঠং রথমারুহ্য পার্শ্বিণঃ ।

অযোধ্যামগমতুর্গং রাঘবং দ্রষ্টু মুৎসুকঃ ॥ ৬ ॥

স প্রবিষ্ট্য পুরীং রম্যাং শ্রীমানিঙ্কাকুনন্দনঃ ।

প্রবিবেশ মহাবাহুর্ষত্র রামো মহাত্ম্যতিঃ ॥ ৭ ॥

স রামং মস্ত্রিমধ্যস্থং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্ ।

অপশ্চাদ্বেবমধ্যস্থং সহস্রনয়নং যথা ॥ ৮ ॥

ততোহভিবাঢ় রাজানং শিরসা চ প্রণম্য চ ।

উবাচ প্রাজ্ঞলিভূত্বা রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ৯ ॥

শক্রসূদন শক্রস্ব এইরূপ বলিলে মহামুনি বান্দ্রীকি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্রকে দেখিতে উৎসুক সেই নৃপতি শক্রস্ব মুনিশ্রেষ্ঠ বান্দ্রীকিকে অভিবাদন করিয়া রথে আরোহণ করত দ্রুত অযোধ্যায় গমন করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীমান্ ইঙ্কাকুনন্দন শক্রস্ব রমণীয়া অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে দীপ্তিমান্ মহাবাহু রামচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

শক্রস্ব দেবগণের মধ্যে উপবিষ্ট সহস্রলোচন ইন্দ্রের স্তায় পূর্ণচন্দ্রতুল্য-
আননবিশিষ্ট রামচন্দ্রকে মস্ত্রিগণের মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিলেন ॥ ৮ ॥

পরে সত্যপরাক্রম মহারাজ রামচন্দ্রকে অভিবাদনপূর্বক অবনতমস্তকে
প্রণাম করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে বলিলেন— ॥ ৯ ॥

১। হ 'ভাপন'। ২। হ 'ইঙ্কাকুনন্দন'। অতঃ পরং হ 'পূজ্যমানঃ স পৌরৈশ্চ খিঞ্জ-
র্জনপদৈরপি' ইত্যধিকম্। ৩। হ 'স্তং হর'। ৪। হ 'অভিবাঢ় মহান্নানং জলভমিব ভেজসা'।

যদাজ্ঞপ্তং মহারাজ সৰ্ব্বং তৎ কৃতবানহম্ ।

হতঃ স লবণঃ পাপঃ পুরী সা চ নিবেশিতা ॥ ১০ ॥

দ্বাদশক গতং বর্ষং বসতন্তত্র মে প্রভো ।

নোৎসাহেয়ং পুনর্বাস্ত্বং ত্বয়া বিরহিতো নৃপ ॥ ১১ ॥

নম প্রসাদং কাকুৎস্থ কুরুষ্ব বদতাং বর ।

মাতৃহোনো যথা বৎসস্ত্বাং বিনা ন বসাম্যহম্ ॥ ১২ ॥

এবং ক্রবাণং কাকুৎস্থঃ পরিশ্রজ্যেদমব্রবীৎ ।

মা বিষাদং কৃথা বীর নৈতৎ ক্ষত্রিয়চেষ্টিতম্ ॥ ১৩ ॥

ন বিষাদন্তি রাজানো বিপ্রবাসেন রাঘব ।

রাজ্যং স্বং পরিরক্ষ ত্বং রাজবৃত্তমনুস্মরন্ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। নিবেশিতা পুৰী বসতিঃ কৃত।

১৪। লো-টী। অনুস্মরন্ অনুস্মরন্তঃ রাজ্যং পরিরক্ষিতুং (?) 'রাজবৃত্তমনুস্মরন্তি'তি বা পাঠঃ।

মহারাজ, আপনি যাহা আদেশ করিয়াছিলেন আমি তৎ সমস্তই করিয়াছি, সেই পাপিষ্ঠ লবণকে নিহত করিয়া সেই নগরী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ॥ ১০ ॥

প্রভো, মহারাজ, সেখানে বাস করিয়া আমার দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, পুনরায় আপনাকে ছাড়িয়া তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ১১ ॥

হে বাগ্মিপ্রবর কাকুৎস্থ, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমি আপনাকে ছাড়িয়া মাতৃহীন বালকের স্থায় বাস করিব না ॥ ১২ ॥

শত্রু এইরূপ বলিলে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন, বীর, বিষাদ করিও না, ইহা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে ॥ ১৩ ॥

হে রাঘব, নৃপতিগণ বিদেশবাসে বিষণ্ণ হ'ন না, তুমি নৃপতিগণের চরিত্র স্মরণ করত স্বীয় রাজ্য রক্ষা কর ॥ ১৪ ॥

১। হ 'বৈ'। ২। হ '-হেহং'। ৩। হ 'বশা-'। ৪। হ 'শত্রুং জাতরং জাতবৎসগঃ'। ৫। হ 'প্রাং রাঘঃ পরিষজ্য মা বিষাদং কৃথা' ইতি'। ৬। হ '-কথ'।

কালে কালে তু মাং বীর অযোধ্যামবলোকিতুম্ ।

সমাগচ্ছেন্নরশ্রেষ্ঠ গস্তাহমপি চ স্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥

মমাপি ত্বং হৃদয়িতঃ প্রাণেভ্যোহপি বিশেষতঃ ।

অবশ্যং করণীয়ঞ্চ রাজ্যস্য পরিপালনম্ ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎসেহ কাকুৎস্থ পঞ্চরাত্রং ময়া সহ ।

উৰ্দ্ধং গস্তাসি স্বপুরীং সভ্যত্ববলবাহনঃ ॥ ১৭ ॥

রামশ্চৈবংবিধৈর্কাকৈর্ধর্মযুক্তৈঃ হুভাষিতৈঃ ।

শক্রস্নো দীনয়া বাচা বাঢ়মিত্যেব সোহিব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

স পঞ্চরাত্রং কাকুৎস্থো রামস্মাত্মাচিকীর্ষয়া ।

উষিত্বা পরমেষাসো গমনায়োপচক্রমে ॥ ১৯ ॥

১৫। লো টী। স্বয়ং ময়া চ মমাপি। 'গস্তাহমপি চ স্বয়'মিতি বা পাঠঃ।

নরশ্রেষ্ঠ বীর, মধ্যে মধ্যে আমাকে দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করিবে এবং আমিও স্বয়ং গমন করিব ॥ ১৫ ॥

আমারও তুমি প্রাণ অপেক্ষাও অত্যধিক প্রিয় ; কিন্তু রাজ্যপালন করাও অবশ্য কর্তব্য ॥ ১৬ ॥

সুতরাং কাকুৎস্থ, আমার সহিত অযোধ্যায় পঞ্চরাত্র বাস করিয়া পরে সৈন্য, ভৃত্য এবং বাহনের সহিত স্বীয় পুরীতে গমন করিবে ॥ ১৭ ॥

শক্রস্ন রামচন্দ্রের এইরূপ ধর্মার্থযুক্ত মধুর বাক্যে [প্রীত হইয়া] করুণ স্বরে 'যে আজ্ঞা' এই কথা বলিলেন ॥ ১৮ ॥

সেই কাকুৎস্থ শক্রস্ন রামচন্দ্রের আদেশ পালনেচ্ছায় পঞ্চরাত্র তথায় বাস করিয়া বিশাল ধনুক ধারণ করত গমন করিতে উদ্ভূত হইলেন ॥ ১৯ ॥

১। হ 'চ ধর্মজ ত্বং মাংপ্রাবলোকয়'। ২। হ 'আগচ্ছেৎ নরবাহ'। ৩। হ 'বা'। ৪। হ 'ততো'।
৫। হ 'রামস্য বচনং শ্রুত্বা ধর্মযুক্তং হুভাষিতম্'। ৬। হ '-তাহ সাব্বিত'। ৭। হ 'পঞ্চরাত্রঃ শক্রস্নো রাঘবস্য
বাক্যজ্ঞা'। ৮। হ 'ভবোষিবা বহাবাহুর্ধ'।

আমস্ত্য তু মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্ ।

ভরতঃ লক্ষ্মণকৈব মাতরশ্চৈব সৰ্ব্বশঃ ॥ ২০ ॥

প্রণম্য বিধিবদ্বীরস্তাভিশ্চৈব অভিনন্দিতঃ ।

আরুরোহ রথং শ্রীমান্ নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ২১ ॥

স দূরানুগতো বীরো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।

ভরতেন চ শক্রশ্লো জগাম মধুরাং পুরীম্ ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বায়ীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শক্রয়গমনং নাম

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

২০। লো-টা। সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বা মাতরো মাতৃঃ।

[লো-টা।] অদূরমধ্বানমিতো গতঃ সন্ তো নিবর্ত্য ।

শক্রয়গ্রস্থাপনম্ ॥ ৭৮ ॥

বীর শ্রীমান্ শক্রশ্ল সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ এবং সকল মাতৃগণকে আমন্ত্রণপূর্বক তাঁহাদিগকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া নানারত্ন-পরিশোভিত রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২০:২১ ॥

মহাত্মা লক্ষ্মণ এবং ভরতকর্তৃক বহুদূর পর্য্যন্ত অনুসৃত হইয়া সেই বীর শক্রশ্ল মধুরাপুরীতে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বায়ীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শক্রয়গ্রস্থাপন নামক

৭৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

১। হ 'তং মহারামং'। ২। হ 'লক্ষ্মণং ভরতকোতো'। ৩। হ '-রত্নোপশোভিতম্'। ৪। অত্র প্রোক্ত স্থানে হ 'স লক্ষ্মণেনানুগতো মহাবলো হৃতিপ্রভস্থে ভরতেন চৈব হি। অদূরমধ্বানমিতো নিবর্ত্য তো যথো: পুরং তৎ স যদৌ মহাবলঃ'। ইতি পাঠঃ।

(৭৯) একোনাসীতিতমঃ সর্গঃ

প্রস্থাপ্য স তু শক্রম্নঃ ত্রাতৃভ্যাং সহ রাঘবঃ ।
 প্রমুখোদ স্থখী রাজ্যং ধর্মেণ পরিপালয়ন্ ॥ ১ ॥
 ততঃ কতিপয়াহঃস্ব বুদ্ধো জনপদো দ্বিজঃ ।
 বালং শবমুপাদায় রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ২ ॥
 রুদন্ বহুবিধা বাচঃ স্নেহাকরসমস্থিতাঃ ।
 অসকৃৎ পুত্র পুত্রেতি বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৩ ॥
 কিমু মে দুষ্কৃতং কৰ্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্ ।
 যদহং পুত্রমেকং ত্বাং পশ্যামি নিধনং গতম্ ॥ ৪ ॥
 অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষকমেব চ ।
 অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। কতিপয়াহস্ত অনন্তরমিতি বোধ্যম্ । জনপদো জনপদঃ ।

৫। লো-টী। মম দুঃখায় দুঃখং মরণদুঃখং কর্তৃপদম্ আপন্নং প্রাপ্তম্ । ‘অপ্রাপ্তযৌবনো বালঃ পঞ্চবর্ষসমস্থিতঃ । অকালে কালমাপন্ন’মিতি পাঠে কালাং মৃত্যুম্ ।

রামচন্দ্র শক্রম্নকে পাঠাইয়া দিয়া ভরত এবং লক্ষ্মণের সহিত ধর্ম্মানুসারে
 সুখে রাজ্য পালন করত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর কতিপয় দিন অতীত হইলে জনপদবাসী একটা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটা
 বালকের মৃতদেহ গ্রহণ করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন ॥ ২ ॥

সেই ব্রাহ্মণ স্নেহপূর্ণবাক্যে বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ ‘পুত্র
 পুত্র ।’ বলিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন— ॥ ৩ ॥

আমি পূর্বজন্মে কি দুর্কার্য্য করিয়াছি যে, একমাত্র পুত্র তোমাকে মৃত্যুপ্রাপ্ত
 দেখিতেছি ॥ ৪ ॥

বৎস, পঞ্চবর্ষবয়স্ক অপ্রাপ্তযৌবন বালক তোমাকে আমার দুঃখের নিমিত্তই

১। হ ‘তু স শক্রম্নঃ’। ২। হ ‘-তিঃ’। ৩। হ ‘প্রতি’। ৪। হ ‘-বত’। ৫। হ ইদম্বৎ
 ন্যতি’। ৬। হ ‘পুত্র বালঃ’। ৭। হ ‘হি’। ৮। হ ‘দুঃখায় মম’।

অগ্নৈরহোভিনিধনং গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।

অহং জননী চৈব তব শোকেন পুত্রক ॥ ৬ ॥

ন স্মরাম্যানৃতং কিঞ্চিৎ চ হিংসাং কথঞ্চন ।

সর্বেষাং প্রাণিনাঞ্চাপি পীড়াং নৈব স্মরাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

কেনায়ং দুষ্কৃতেনাগ্না বাল এব মমাত্মজঃ ।

অকৃত্বা পিতৃকার্য্যাণি নীতো বৈবস্বতক্রয়ম্ ॥ ৮ ॥

নেদৃশং দৃষ্টপূর্ব্বং মে শ্রুতং বা ঘোরদর্শনম্ ।

মৃত্যুরপ্রাপ্তকালানাং রামস্ত বিষয়ে যথা ॥ ৯ ॥

রামস্ত দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ ।

তথা হি বিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুরাগতঃ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টা। বালকঃ নীতঃ নিতরাম্ ইতো গতঃ। 'গত' ইতি বা পাঠঃ।

১০। লো-টা। তথাহি জানীহি অতএব বা।

অকালে কালপ্রাপ্ত দেখিতেছি ॥ ৫ ॥

পুত্র, আমি এবং তোমার জননী তোমার শোকে অল্পদিন মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইব, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

আমি কোন মিথ্যাকথা বলিয়াছি অথবা কোনরূপ হিংসা করিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয় না। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কোন প্রাণীকে পীড়া দিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না ॥ ৭ ॥

কোন পাপে আজ আমার এই পুত্র পিতৃকার্য্য না করিয়া বাল্যকালেই যমালয়ে গমন করিল ॥ ৮ ॥

রামের রাজ্যে লোকের যেরূপ অকালে মৃত্যু হইতেছে, এইরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্য পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই ॥ ৯ ॥

রামচন্দ্রের কোন মহৎ পাপ আছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ, [সেই পাপেই] রাজ্যস্থ বালকের মৃত্যু হইয়াছে ॥ ১০ ॥

১। হ 'স্মরাম্যহম্'। অতঃ পরং শোকার্জং নাস্তি। ২। হ 'কেন মে'। ৩। হ 'ন ভং যতঃ পুত্রাণি বালকঃ'। ৪। হ 'গত'। ৫। 'ন সংশয়ঃ'। ৬। হ 'স্মরণ'। ৭। 'হ কৰ্ম্ম মম'।

রাজ্যে বৈ হৃক্ষতে^১নৈবমকালে ত্রিয়তে জনঃ ।

হুর্ভিক্ষং বা সুভিক্ষং বা রাজ্ঞঃ কৰ্ম্মবিপাকজম্ ॥ ১১ ॥

ন রাজা জীবয়েদেনং বালং মৃত্যুবশং গতম্ ।

রাজদ্বারি মরিষ্যেহং পত্ন্যা সার্ক্সমনাথবৎ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মহত্যাং ততো^৩ রামঃ সমুপেত্য সুখা ভবেৎ ।

ভাতৃভিঃ সহিতো রাজা দীর্ঘমায়ুরবাণুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

উষিতাঃ স্ম সুখং রাজ্যে রাজ্যো দশরথশ্চ হ ।

রামশ্চ বিষয়স্থানাং নাস্ত্যল্লমপি নঃ সুখম্ ॥ ১৪ ॥

সম্প্রত্যনাথো বিষয় ইক্ষ্বাকুণাং মহাত্মনাম্ ।

রামং নাথমনুপ্রাপ্য বালান্তকরণং নৃপম্ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-ট। কৰ্ম্মবিপাকজম্ রাজ্ঞঃ শুভাশুভকৰ্ম্মণোবিপাকজং কলম্ ।

১৩। লো-ট। দীর্ঘমায়ুরিত্যাক্ষেপঃ ।

রাজার পাপেই লোক এইরূপ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, হুর্ভিক্ষ অথবা সুভিক্ষ রাজারই কৰ্ম্মফল ॥ ১১ ॥

কাল-কবলিত এই বালককে যদি রাজা জীবিত না করেন, তবে আমি সস্ত্রীক অনাথের স্থায় রাজদ্বারে প্রাণত্যাগ করিব ॥ ১২ ॥

তাহাতে মহারাজ রামচন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া সুখী হইবেন এবং ভাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবন লাভ করিবেন ॥ ১৩ ॥

রাজা দশরথের রাজ্যে আমরা সুখে বাস করিয়াছি, রামের রাজ্যে বাস করিয়া আমাদের কিঞ্চিৎমাত্রও সুখ হইল না ॥ ১৪ ॥

মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের রাজ্য বালকের প্রাণান্তকর নৃপতি রামচন্দ্রকে

১। হ 'হি'। ২। হ '-ব হ-'। ৩। হ 'সমুপাত্ত ততো রামঃ'। ৪। ক '-নৃপবা-'। ৫। হ 'রামং নৃপতিসাত্ত জাতঃ সংপ্রতি হুঃখিতাঃ'। ৬। হ '-বিহাসাত'।

নৃপতিসাত্ত জাতঃ সংপ্রতি হুঃখিতাঃ'। ৬। হ '-বিহাসাত'।

রাজদোষৈর্বিপদ্যন্তে প্রজাঃ সম্যগপালিতাঃ ।

অসহৃতে হি নৃপতাবকালে ত্রিয়তে জনঃ ॥ ১৬ ॥

যদা পুরেষ্মুক্তানি জনা জনপদেষু চ ।

কুর্বতে ন চ রক্ষান্তি তদা মৃত্যুকৃতং ভয়ম্ ॥ ১৭ ॥

স্বব্যক্তং রাজদোষো হি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

পুরে জনপদে বাপি তথা বালবধো হয়ম্ ॥ ১৮ ॥

এবং বহুবিধৈর্বাটিক্যনিন্দয়থ মুহুমুহঃ ।

স দ্বিজো দুঃখসন্তপ্তঃ স্ততঃ তমুপগৃহতি ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। অযুক্তানি বেদবিরুদ্ধানি কন্ধ্যাণি, অকালকৃতং ভয়ম্।

১৮। লো-টী। অহং মে মম বালবধো রাজদোষণে স্বব্যক্তং ক্ষুটং বধা জাতঃ, তথা পুরে জনপদেষু বা বালবধঃ সোহপি।

প্রজ্ঞু পাইয়া বর্তমানে প্রজ্ঞুহীন হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

উত্তমরূপে রক্ষিত না হইলে প্রজাসমূহ রাজার দোষেই বিপন্ন হয়, রাজা অসাধুচরিত্র হইলে লোকে অকালে পরলোকে গমন করে ॥ ১৬ ॥

যখন নগরে বা জনপদে লোকসকল অজ্ঞায় কার্য্য করে এবং কোনরূপ রক্ষার ব্যবস্থা থাকে না, তখনই [অকালে] মৃত্যুভয় উপস্থিত হয় ॥ ১৭ ॥

স্ততরাং নগরে অথবা জনপদে অবশ্যই রাজার কোন অজ্ঞায় হইতেছে, সেইজন্যই এই শিশুমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

এতাদৃশ বহুবিধ বাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে করিতে শোকসন্তপ্ত সেই ব্রাহ্মণ পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

১। হ 'মুক্তানি'। ২। হ 'রক্ষান্তি'। ৩। 'কালকৃতং'। ৪। হ 'টেন'। ৫। হ 'বধা'।

৬। হ অহং মোকো নাস্তি।

ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণঃ সার্কং পুত্রং ক্রোড়েন ধারয়ন্ ।

তত্রৈবোপাৰিশদ্ ভূমৌ রাজহারি স্ফুঃখিতঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মণপরিদেবনং নাম
একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

[লো-টী ।] সংভূত ব্যথাং জনয়িত্বা ‘আক্ষিপ্য’ । ইতি বা পাঠঃ ।

ব্রাহ্মণপ্রোদনম্ ॥ ৭৯ ॥

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সহিত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই
রাজহারে ভূতলে উপবেশন করিলেন ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বান্দীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মণপরিদেবন-নামক
৭৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

১। হ অত শ্লোকত্ব হানে ‘এবং যিজো বহুবিধেঃ করণৈত্তদানীং বাট্যঃ স্ফুঃখপরিভুগুণনা নৃপেন্দ্রম্ ।
সম্ভূত বালনুগুণ্য করোদন দুঃখাং শূন্যাব চৈব নৃপতিঃ পরিমেদিতঃ তৎ’ । ইতি পাঠঃ ।

(৮০) অনীতিতমঃ সর্গঃ

তথাতিকরুণং তস্য দ্বিজস্য পরিদেবিতম্ ।

শুশ্রাব রাঘবঃ সর্বং দুঃখশোকসমম্বিতম্ ॥ ১ ॥

স দুঃখেন চ সন্তপ্তো মদ্বিগস্তানুপাহ্বয়ৎ ।

পুরোধসমুপাধ্যায়ং জ্ঞাতীংশ্চ সহ নৈগমৈঃ ॥ ২ ॥

ততো দ্বিজা বশিষ্ঠেন সার্কমঠৌ প্রবেশিতাঃ ।

রাজানং দেবসঙ্কশং বর্দ্ধয়েতি ততোহক্ৰবন্ ॥ ৩ ॥

মার্কণ্ডেয়োহথ মৌদগল্যো বামদেবশ্চ কাশ্যপঃ ।

কাত্যায়নোহথ জাবালির্গৌতমো নারদস্তথা ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। তথৈতি তৎপ্রকারকং পরিদেবিতং রোদনং করুণং শ্রোতুঃ করুণাসম্পাদকম্, ক্রিয়াবিশেষণং বা ।

২। লো-টা। সর্বানাহুয় মদ্বিগঃ ইতি । এতানাহুয় মার্কণ্ডেয়াদীনষ্টৌ স্থানয়েতুবাচেতি শেষঃ । ‘মদ্বিগঃ সমুপানয়দি’তি কচিং পাঠঃ ।

রামচন্দ্র সেই ব্রাহ্মণের দুঃখশোক-মিশ্রিত তাদৃশ অতিশয় করুণ বিলাপ শ্রবণ করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া মন্ত্রী, পুরোহিত, উপাধ্যায় এবং পৌরগণের সহিত জ্ঞাতিগণকে সমীপে আহ্বান করিলেন ॥ ২ ॥

অনন্তর মার্কণ্ডেয়, মৌদগল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম, নারদ এই আটজন ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের সহিত [রাজসভায়] প্রবেশ করিয়া দেব-তুল্য মহারাজ রামকে ‘বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন’ এই কথা বলিলেন ॥ ৩-৪ ॥

১। হ ‘সংক্রত’। ২। হ ‘-তঃ’। ৩। হ ‘স তু দুঃখেন’। ৪। হ ‘-ণঃ সমুপানয়ৎ’। ৫। হ ‘ততো বশিষ্ঠপ্রাপ্তাঃ ক্রিয়ামঠৌ অবিক্রম’। ৬। হ ‘বর্দ্ধয়ানুপাহ্বয়’। ৭। হ ‘-ঃ সকাশ্যপঃ’।

এতে দ্বিজর্ষভাঃ সৰ্বে^১ আসনেষু পবেশিতাঃ ।

মন্ত্রিণো নৈগমাতৈশ্চ^২ যথাইমমুকুলিতাঃ ॥ ৫ ॥

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সৰ্বেষাং দীপ্ততেজসাম্ ।

রাঘবঃ সৰ্বমাচৰ্ষে^৩ ব্রাহ্মণশ্চ প্ররোদনম্ ॥ ৬ ॥

তশ্চ তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজো দীনশ্চ নারদঃ ।

প্রভুবাচ শুভং বাক্যমুযীনাং সন্নিধৌ তদা ॥ ৭ ॥

শৃণু^৪ রাম যথাকালে প্রাপ্তোহয়ং বালসংক্রয়ঃ ।

শ্রুত্বা চৈব প্রতীকারং কুরুষ্ব রঘুনন্দন ॥ ৮ ॥

পুরা কৃতযুগে রাম ব্রহ্ম সৰ্বমমুত্তমম্ ।

অব্রাহ্মণো ন বৈ কশ্চিদতপাশ্চ ন বিদ্যতে ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। যথাকালে অকালে ।

৯। লো টী। ব্রাহ্মণা বৈ ব্রাহ্মণা এব। 'ব্রহ্ম সৰ্বমমুত্তম'মিতি পাঠে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ অমুত্তমম্ অত্যুত্তমম্। অব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঃ কদাচন কদাপি। 'অব্রাহ্মণো ন বৈ কশ্চি'দিতি প্রায়োবাদঃ, ব্রাহ্মণা এব প্রায়ঃ ইতি তদ্ব্যাখ্যানম্।

রামচন্দ্র এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে আসনে উপবেশন করাইয়া মন্ত্রী এবং পুরবাসিগণের যথাযোগ্য সংকার করিলেন ॥ ৫ ॥

উপবিষ্ট দীপ্ততেজাঃ সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণের রোদনের বিষয় সমস্ত বলিলেন ॥ ৬ ॥

হুঃখিত রাজা রামচন্দ্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ ঋষিদিগের সমীপে শুভাবহ প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ৭ ॥

রঘুনন্দন রাম, এই বালক যেজন্ম অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করুন এবং শ্রবণ করিয়া প্রতীকার করুন ॥ ৮ ॥

রাম, পুরাকালে সত্যযুগে সকলেই [প্রায়] ব্রাহ্মণ এবং উৎকৃষ্ট ছিলেন, কেহই

১। হ 'তত্র বৈ সমুপাশ্রিতাঃ'। ২। হ 'ততো রাজা তু তান সৰ্বান যথাইমমুকুলিতান্'। ৩। হ 'গাঘবো'।

৪। হ 'আচন্দ্রেহহ তৎ সৰ্বং'। ৫। হ 'নৃপম্'। ৬। হ '-প্তবান্ বালকঃ ক্ষরম্'। ৭। হ 'ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ'।

৮। এতদ্বাক্য হানে হ 'অব্রাহ্মণস্তদা রাজান্ ন তপস্বী কদাচন। অমৃত্যবতদা মর্ত্যা জায়ন্তে দীর্ঘজীবিনঃ'। ইতি পাঠঃ।

তস্মিন্ যুগে প্রজ্জলিতে ব্রহ্মভূতে অনাপদি ।

অমৃত্যবো দ্বিজাঃ সর্ব্বৈ জায়ন্তে বিগতাময়াঃ ॥ ১০ ॥

ততস্ত্রেতাযুগং নাম মানবানাং বপুশ্চতাম্ ।

ক্ষত্রিয়ান্তত্র জায়ন্তে তীব্রেণ তপসাম্বিতাঃ ॥ ১১ ॥

বীর্য্যেণ তপসা চৈব তেহধিকাঃ পূর্ব্বজন্মনঃ ।

মানবা যে মহাত্মানস্তস্মিন্স্ত্রেতাযুগেহভবন্ ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। তদা কৃতযুগে অমৃত্যবঃ নাকালমৃত্যবঃ। ‘দীর্ঘজীবিন’ ইতি পাঠঃ। ‘বিগতাময়া’ ইতি পাঠে বিগতরোগাঃ। প্রজ্জলিতে তপসা প্রকাশিতে ব্রহ্মভূতে ব্রাহ্মণ্যাশ্চে অনাপদি ন বিজ্ঞতেহধর্ম্মরূপা বিপদ বস্মিন্ তস্মিন্। ‘তদা কৃত্যে’ ইতি বা পাঠঃ।

১১। লো-টী। ‘ততোহভবদি’তি পাঠঃ। কচিচ্চ ‘মানবানাং বপুশ্চতাম্বিতা’ পাঠে বপুশ্চতাম্বিতাঃ ক্ষত্রিয়ানাম্।

১২। লো-টী। পূর্ব্বজন্মনো ব্রাহ্মণাং তে ক্ষত্রিয়াঃ। ‘তেহধিকাঃ বপুশ্চতাম্বিতা’ ইতি বা পাঠঃ।

অত্রাহ্মণ অথবা তপস্യാহীন ছিলেন না ॥ ৯ ॥

তপঃসমুজ্জল ব্রাহ্মণপ্রধান [অধর্ম্মরূপ] বিপদ্রহিত সেই সত্যযুগে ব্রাহ্মণ-গণ নীরোগ এবং অমর হইতেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইল; সে যুগে মনুষ্যগণ দৈহিক উৎকর্ষ লাভ করিল, তীব্রতপস্য়াক্ত ক্ষত্রিয়গণ প্রাচুর্ভূত হইলেন ॥ ১১ ॥

সেই ত্রেতাযুগে যে সকল মহাত্মা মানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বজাত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা বীর্য্য এবং তপস্য়ায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন ॥ ১২ ॥

১। ছ ‘প্রজ্জলিতে রাম’। ২। ছ ইদমর্ঘং নাস্তি। ৩। ছ ‘গতে ত্রেতা-’। ৪। ছ ‘ততোহভবৎ’। ৫। ছ ‘বপুশ্চতাম্বিতা’।

ব্রহ্মাক্রান্ত তৎ সর্বং যৎ পূর্বমপরঞ্চ যৎ ।

যুগয়োরুভয়োরাসীৎ সমবীৰ্য্যসমম্বিতম্ ॥ ১৩ ॥

অপশ্যন্তো হি বীৰ্য্যেণ বিশেষমধিকং তথা ।

স্থাপনং চক্রিরে সর্বৈ চাতুর্বর্ণ্যস্ত রাঘব ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে ধর্মভূতে হনাবতে ।

অধর্মঃ পাদমেকস্ত পাতয়ৎ পৃথিবীতলে ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টা। কেবাঞ্চিং সত্যযুগেহপি ক্রত্ৰিয়স্ত তপোহন্তীতি মতম্, তদাহ—ব্রহ্মেতি ।
যৎ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ নপুংসকত্বমাবধম্, বচ ক্রত্ৰিয়ঃ ক্রত্ৰিয়ঃ তৎ সর্বং পরং কেবলং তপঃপূর্বং তপ এব
পূর্বং প্রথমং কৃত্যং যন্ত তৎ, যুগয়োঃ সত্যত্রেতাযুগয়োঃ আসীৎ অন্তস্তদা উভয়োব্রহ্মাক্রত্ৰয়োঃ ।
হে রাম । ‘বীৰ্য্যঃ তপোহম্বিত’মিতি কচিং পাঠঃ ।

১৪। লো-টা। চত্বারো বর্ণাচ্চাতুর্বর্ণ্যং তন্ত ।

১৫। লো-টা। অধর্মম্ অধর্মজনকম্ । একং পাদমনুতাত্যাম্ । ‘অধর্ম’ ইতি পাঠে
পপাত পাতয়ামাস । কচিস্তু ‘পাতয়ন্ পৃথিবীতল’ ইতি পাঠঃ ।

সেই উভয় যুগেই সেই পূর্ববর্তী [ব্রাহ্মণগণ] এবং পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও
ক্রত্ৰিয়গণ সকলেই সমানবীৰ্য্য-সম্পন্ন ছিলেন ॥ ১৩ ॥

হে রাঘব, বীৰ্য্যবন্তায় [কাহারও কোনরূপ] বৈশিষ্ট্য বা আধিক্য না দেখিয়া
সকলে চাতুর্বর্ণ্যের প্রবর্তন করিলেন ॥ ১৪ ॥

ধর্মবহুল পাপরহিত [ধর্মদ্বারা] সমুজ্জ্বল সেই ত্রেতাযুগে [মিথ্যা, হিংসা,
অসন্তোষ এবং যুদ্ধরূপ পাদচতুষ্টয়ায়ক] অধর্ম পৃথিবীতে একপাদ প্রবর্তিত
করিল ॥ ১৫ ॥

১। হ ‘-ক’ । ২। হ ‘-তপোহম্বিতম্’ । ৩। হ ‘-স্ত তে পূর্ব’ । ৪। হ ‘ততঃ’ । ৫। হ
‘স্থাপনাক্রত্ৰিরে’ । ৬। হ ‘-র্ধ্যক নিত্যঃ’ । ৭। হ ইদমর্ঘং নাস্তি’ । ৮। হ ‘-র্মপাদ-’ । ৯। হ অন্তঃ পর্য
‘অন্তঃ পাতয়িষ্য সঃ ধর্মপাদং বানাসয়ৎ । ততঃ প্রাদুর্ভূত্বদ্ব্যমায়ুযঃ পরিনির্দশঃ । অধর্মেন তু সংযুক্তা বলাশ্চা-
নোহন্তবদুপাঃ । তথাপ্যধর্মে পতিতে মহাত্মানো যুগে ভঙ্গা’ । ইত্যধিকম্ ।

অধর্মেণ তু সংযুক্তান্তেজোমন্দান্তদা হি তে ।

শুভাত্মোবাচরন্ লোকাঃ সত্যধর্ম্যপূরঙ্কতাঃ ॥ ১৬ ॥

ত্রেতাযুগে পুনর্ব্বতে ব্রহ্মকৃত্রমমুত্তমম্ ।

তপস্তপে মহাভাগ শুশ্রুবাং চেতরো জনঃ ॥ ১৭ ॥

অধর্ম্যঃ পরমস্তেযাং বৈশ্বশূদ্রমথাবিশং ।

যৎ পূর্ব্বং সর্ব্ববর্ণেষু ব্রহ্মকৃত্রমজায়ত ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। অধর্মেণ অনূতেন, তেজো মন্দং স্বরং যেবাং তে ।

[লো-টী।] পূর্বেষু পূর্ক্বেষু ব্রাহ্মণেষু বলং তপোবলং কর্মপদং ভূশমত্যাগম্ অবিসম্ভবম্ অষ্টৈঃ কর্তৃমশক্যম্ অনূতং কর্তৃপদম্ সম্ভূতং ব্যাপ্তম্ । কিন্তু তমনূতং সরজস্বং রজোগুণসহিতং রজসা গুণেনানূতং ন তপোহিভিভূতমিত্যর্থঃ । অনূতং অনূতস্ত তুর্ঘ্যাংশরূপঃ পাদং ধর্মপাদং তপসস্তুর্ঘ্যাংশম্ অনাশয়দধর্ম ইতি শেষঃ । ‘অধর্ম্যং পাতয়িত্বা চ ধর্মপাদং বানাশয়দ্দি’তি পাঠে অধর্মমধর্মপাদমনূতং পূর্ব্বং যদাযুঃ তস্তা পরিনিষ্ঠিতং পরিমিতং প্রোহকরোং প্রোহর-করোং ইতি সর্কজঃ । ‘ততঃ প্রোহরভূৎ পূর্ব্বমায়ুঃ পরিনিশ্চয়’ ইতি পাঠে পরিনিশ্চয়ঃ পরিমাণম্ । অধর্মে অধর্মপাদে অনূতে পতিতে সত্যপি তথাপি যে মহাত্মানঃ তে সত্যস্ত ধর্মপাদস্ত পূরঙ্কতাঃ সন্তঃ ।

১৭। লো-টী। উক্তমুপসংহরতি ত্রেতাযুগ ইতি । হে মহাভাগ, যৎ ব্রহ্ম কৃত্রম জায়ত তদেব তপস্তপে ইত্যর্থঃ ।

১৮। লো-টী। ন বিত্ততে ধর্মো যন্মাং সৌহধর্ম্যঃ তেবাং ব্রহ্মকৃত্রাণাং তপোরূপঃ পরমো ধর্ম্যঃ বৈশ্বশূদ্রমথাবিশং দ্বাপরে কলাবপি শেষঃ ।

তখন [একপাদ] অধর্মসংযুক্ত হওয়ায় লোকসকলের তেজ মন্দীভূত হইলেও তাঁহারা সত্যধর্মপরায়ণ হইয়া শুভকর্ম্মই আচরণ করিতেন ॥ ১৬ ॥

হে মহাভাগ, ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণ এবং কত্রিয়গণ উত্তমরূপে তপস্তা করিতে লাগিলেন এবং অপর ব্যক্তিগণ শুশ্রুবা করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

তন্মধ্যে বৈশ্ব এবং শূদ্রের মধ্যেই অত্যন্ত অধর্ম প্রবিষ্ট হইল । ব্রাহ্মণ এবং কত্রিয় ঐহারা ছিলেন, তাঁহারা সর্ববর্ণের মধ্যে প্রথমেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

এবং নিরন্তরে তেষামদ্ব্যুতং তদভূৎ পুরা ।

ততঃ প্রভৃতি সস্তাপমাজহার নরর্ষভ ॥ ১৯ ॥

পাদং তস্মাদধর্ম্যস্ত দ্বিতীয়ঃ সমপদ্যত ।

অথাচ্চং দ্বাপরং নাম ততো যুগমজায়ত ॥ ২০ ॥

তস্মিন্ দ্বাপরসংজ্ঞে তু বর্তমানে যুগে নৃপ ।

অধর্ম্যশ্চানুর্ভবৈ বর্দ্ধতে পুরুষর্ষভ ॥ ২১ ॥

ততো দ্বাপরমধ্যেহস্মিংস্তপো বৈশ্বানুপাবিশৎ ।

যুগে তৃতীয়ে ত্রৈবর্ণ্যং ধর্ম্মে সম্প্রতি বর্দ্ধতে * ॥ ২২ ॥

[লো-টী।] বৈশ্বশূদ্রয়োঃ কস্মাহ—পূজামিতি । পূজাং সেবাম্ । কৃতঃ ? বদ্ বস্মাৎ সর্ববর্ণেষু মধ্যে পূর্ষমজায়ত ।

১৯। লো-টী। এবং নিরন্তরে তপঃকরণস্ত ছিদ্রাভাবে সতি তত্তপঃ অদ্ব্যুতমভূৎ । ‘নিরন্তর’মিতি বা পাঠঃ । এবাং ব্রহ্মকৃত্রিয়বিশাং যন্তপোবাং ততঃ প্রভৃতি তথাপি অধর্মাংশঃ সস্তাপং হুঃখং আজহার জনয়ামাস । ‘অনুতমতবৎ পুরা’ ইতি পাঠে এবং নিরন্তরে তপস— ছিদ্রাভাবেহপি সতি অনুতমতবৎ প্রাহুরভূৎ স্বাধিকারায় ।

২০-২১। লো-টী। দ্বিতীয়ঃ পাদোহহংকারঃ যুগস্ত ত্রৈতায়ুগস্ত কয়ো যস্মিন্ তস্মিন্ । অধর্ম্মঃ অধর্ম্মপাদোহহংকারঃ ।

২২। লো-টী। ‘যুগে তৃতীয়ে’ ইতি বা পাঠঃ । ধর্ম্মং তপোরূপং বদ্ বস্মাৎ ত্রৈবর্ণ্যং প্রীতি লক্ষীকৃত্য তিষ্ঠতি অতঃ উগ্রং ধর্ম্মং কর্তুং ‘ধর্ম্মমস্মিন্ মহীপতে’ ইতি পাঠে অস্মিন্ যুগত্রয়ে ।

হে নরবর, এইরূপে তাঁহাদের কোন ছিদ্র না থাকিলেও [অধর্ম্মপ্রভাবে] অদ্ব্যুত ঘটনা সংঘটিত হইল—সেই সময় হইতে তাঁহাদিগের হুঃখ হইতে লাগিল ॥ ১৮-১৯ ॥

তার পর অধর্ম্মের দ্বিতীয়পাদ প্রবর্তিত হইয়াছে এবং তাহাতে দ্বাপর নামে অপর যুগ আবির্ভূত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ, বর্তমানে সেই দ্বাপরনামক যুগের প্রবৃত্তিকালে অধর্ম্ম এবং অসত্য বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ২১ ॥

তার পর এই দ্বাপরযুগের মধ্যেই বৈশ্বদিগের মধ্যে তপস্তা প্রবেশ লাভ

১। ১৯-২০ শ্লোকयोঃ স্থানে ছ ‘পূজাং সর্ববর্ণানাং পূজাশ্চকৃর্বিশেষতঃ । এতন্নিস্তরে তেষাং অধর্ম্মে চানুতে চ হ । ততঃ সর্বৈ ভূতঃ ত্রাসমাজগুরূপসম্ভবঃ । ততঃ পাদমধর্ম্মশ্চ দ্বিতীয়মবতারয়ৎ । ততো দ্বাপরসংজ্ঞাত যুগস্ত সমজায়ত ।’ ইতি পাঠঃ । ২। ছ ‘ততঃ’ । ৩। ক ‘ববুধে’ । ৪। ছ ‘তত্রৈব বৈশ্বো ধর্ম্মে প্রবর্ততে’ ।

* এতেন ত্রৈতায়ুগস্ত শেষভাগে রামস্ত প্রাহুর্ভাবঃ, একাধশ বর্ষমহুহাণি রাজাঃ শাসিতস্ত দ্বাপরপ্রবৃত্তিপৰ্য্যন্তং হিতিরিত সত্যম্ভাতে । এবঞ্চ শ্রাচাং ব্যাখ্যানেনববার্দ্ধবদঃ হুঃখমিতি প্র তিষ্ঠতি । তস্মৈতচ্চিত্তনীরন্ ।

ন শূদ্রো লভতে ধৰ্ম্মং কৰ্ত্তু মস্মিন্ মহোপতে ।

হীনবর্ণো নরশ্রেষ্ঠ তপ্যতে ন হি বৈ তপঃ ॥ ২৩ ॥

ভাবিনী শূদ্রযোজ্যং তু তপশ্চর্য্যা কলৌ যুগে ।

অধৰ্ম্মশ্চ মহারাজংস্তদা সম্পৎস্রতে মহান ॥ ২৪ ॥

স বৈ বিষয়পর্য্যস্তে রাজস্মু গ্রতরং তপঃ ।

শূদ্রস্তপ্যতি ছৰ্ব্বু ক্লিস্তেন বালবধো নৃপ ॥ ২৫ ॥

যো হুধৰ্ম্মমকার্য্যং বা বিষয়ে পার্শ্বিবস্ত বৈ ।

কুরুতে রাজশাৰ্দূল পুরে বা ছৰ্ম্মতি নরঃ ॥ ২৬ ॥

২৪। লো-টী। ‘ভাবিনী’ত্যাদিপাঠঃ। ‘ভবিষ্যে শূদ্রযোনেচ্চ তপস্তপ্যং কলৌ যুগে’ ইত্যপি কচিং। শূদ্রৈরাচরিতঃ পরমো ধৰ্ম্মোহপি অধৰ্ম্ম এবোতি সৰ্ব্বজ্ঞঃ। ‘অধৰ্ম্মশ্চ মহারাজ তদা সম্পৎস্রতে মহান’তি পাঠে তদা তস্মিন্ কালে ত্রেতাদৌ।

২৫। লো-টী। বিষয়পর্য্যস্তে বিষয়স্ত পরি সৰ্ব্বভোভাবেন অস্তে মথো। তেন শূদ্রতপসা।

২৬। লো-টী। অধৰ্ম্মং হিংসাদিকং ধৰ্ম্মমপি তস্তাকার্য্যম্ অকরণীয়ং বা।

✓ করিয়াছে ; সম্প্রতি তৃতীয় যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই ধৰ্ম্ম আচরণ করেন ॥ ২২ ॥

নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ, এই যুগে শূদ্র ধৰ্ম্মাচরণের অধিকার লাভ করে নাই,

✓ হীনবর্ণ শূদ্র তপস্তা করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

মহারাজ, [ভবিষ্যতে] কলিযুগে শূদ্রজাতি রমধ্যে তপস্তার অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হইবে এবং তখন অত্যন্ত অধৰ্ম্মও সংঘটিত হইবে ॥ ২৪ ॥

মহারাজ, আপনার রাজ্যপ্রাপ্তিতে সেই দুঃস্থবুদ্ধি শূদ্র উগ্রতর তপস্তা আচরণ করিতেছে এবং সেইজন্যই এই শিশুমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

হে রাজশাৰ্দূল, যে দুঃস্থলোক রাজার রাজ্যে অথবা নগরমধ্যে অধৰ্ম্ম অথবা

১। হ ‘ন চ শূদ্রো লভতে ধৰ্ম্মং কৰ্ত্তু মস্মিন্’। ২। হ ‘নাস্মিন্ হননতপঃ’। ৩। হ ‘ভাবোহস্ত শূদ্রবর্ণত’।

৪। ক ‘সম্পৎস্রতে’। ৫। হ ‘যয় ন বিজাতো’। ৬। হ ‘-তপঃ কচিং’। ৭। হ ‘হরৎ’। ৮। হ ‘চ’।

ক্ষিপ্রং স নরকং যাতি স চ রাজা ন সংশয়ঃ ।

চতুর্থং হেব পাপস্ত ভাগমশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ২৭ ॥

স ত্বং পুরুষশার্দূল বিষয়ং স্বং পরিভ্রম ।

দুষ্কৃতং যত্র পশ্চোথাস্তত্র যত্নং সমাচর ॥ ২৮ ॥

এবঞ্চ ধর্মবৃদ্ধিশ্চ বালায়ুর্বর্দ্ধনং তথা ।

ভবিষ্যতি নরব্যাস্ত্র বালস্ত্রাস্ত্র চ জীবিতম্ ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নারদবাক্যং নাম

অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

২৯। লো-টী। বালকস্ত্র জীবিতং বালায়ুর্বর্দ্ধনঞ্চ ।

নারদবাক্যম্ ॥ ৮০ ॥

অকার্য্য করে, সেই ব্যক্তি এবং সেই রাজা অচিরেই নরকে গমন করে ইহাতে সন্দেহ নাই, রাজা পাপের একচতুর্থাংশ ফল ভোগ করেন ॥ ২৬-২৭ ॥

হে পুরুষশার্দূল, আপনি স্থায়ী রাজ্যে পরিভ্রমণ করুন এবং যেস্থানে দুষ্কার্য্য অবলোকন করিবেন সেইস্থানে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করুন ॥ ২৮ ॥

হে নরশার্দূল, তাহা হইলে ধর্মের বৃদ্ধি এবং এই বালকের আয়ুর্বৃদ্ধি ও জীবনলাভ হইবে ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বান্দীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নারদবাক্য-নামক

৮০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

(৮-১) একাকীভিত্তমঃ সর্গঃ

নারদস্ত তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে লক্ষণক্ষেদমত্রবীৎ ॥ ১ ॥

গচ্ছ সৌম্য দ্বিজশ্রেষ্ঠং সমাখ্যাসয় লক্ষণ ।

বালস্ত চ শরীরস্ত তৈলদ্রোণ্যাং নিবেশয় ॥ ২ ॥

গন্ধৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈলৈশ্চ স্নহগন্ধিভিঃ ।

যথা ন ক্রীয়তে বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্ ॥ ৩ ॥

যথা শরীরং গুপ্তং স্থাৎসালস্ত্রিকটকস্নগঃ ।

বিপত্তিঃ পরিভেদো বা ন ভবেচ্ তথা কুরু ॥ ৪ ॥

ইতি সন্দিশ্য কাকুৎস্থো লক্ষণং শুভলক্ষণম্ ।

মনসা পুষ্পকং দধ্যাবাগচ্ছেতি মহাযশাঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টা। পরমোদারৈঃ পরমৈরুত্তমৈঃ উদারৈর্মহতিঃ ।

৪। লো-টা। ন ক্লিষ্টং ক্লীণং কৰ্ম প্রারব্ধং বশ্র তস্ত । বিপত্তির্নাশঃ পুত্তিগদ্ধো বা,
পরিভেদঃ খণ্ডখণ্ডতা ।

রামচন্দ্র নারদের অমৃততুল্য কথা শুনিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন
এবং লক্ষণকে এই কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

সৌম্য লক্ষণ, যাও, ব্রাহ্মণপ্রবরকে আশ্বস্ত কর এবং বালকের দেহ তৈলপূর্ণ
পাত্রে স্থাপন কর ; উৎকৃষ্ট প্রচুর গন্ধ এবং স্নগন্ধি তৈলদ্বারা যাহাতে বালক ক্ষয়
প্রাপ্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা কর ॥ ২-৩ ॥

এই অক্লিষ্টকর্মা বালকের শরীর যাহাতে রক্ষিত হয় এবং নষ্ট অথবা
খণ্ডিত না হয়, তাহা কর ॥ ৪ ॥

মহাযশসী কাকুৎস্থ রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষণকে এইরূপ আদেশ করিয়া

୧
୧କ୍ଷିତଂ ତସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାୟ ପୁଷ୍ପକୋ ହେମଭୂଷିତଃ ।

୨
ଆଜଗାମ ମୁହୂର୍ତ୍ତେନ ସମୀପଃ ରାଘବଞ୍ଚ ହ ॥ ୬ ॥

୩
ସୋହସ୍ରବୀଂ ପ୍ରଂଗତୋ ଭୂତ୍ବା ଅୟମଗ୍ନିଂ ନରାଧିପ ।

୪
ଧ୍ୟାତସ୍ତସ୍ୟା ମହାବାହୋ ତତୋହଂ ସମୁପାଗତଃ ॥ ୭ ॥

୫
ଭାଷିତଂ ଋଚିରଂ ଶ୍ରୁତ୍ବା ପୁଷ୍ପକଞ୍ଚ ନରାଧିପଃ ।

୬
ଅଭିବାନ୍ତ ମହର୍ଷୀଂସ୍ତାନ୍ ବିମାନଂ ସୋହସ୍ରାରୋହତ ॥ ୮ ॥

୭
ଧନୁର୍ଗୃହୀତ୍ବା ଭୂଗୌ ଚ ଧଞ୍ଜଗଂ ଋଚିର ପ୍ରଭତ୍ତ୍ୱମ୍ ।

୮
ନିକ୍ଷିପ୍ୟ ନଗରେ ବୀରୋ ମୌମିତ୍ରିଭରତାବୁଭୌ ॥ ୯ ॥

୯
ସାତଃ ପ୍ରତୀଚୀଂ ସ ଦିଶଂ ବିଚ୍ଚେତୁଂ ରଘୁନନ୍ଦନଃ ।

୧୦
ନାପଞ୍ଚଂ ତତ୍ର ଧର୍ମାୟା ସ୍ଥଳମପ୍ୟଥ ଦୁଃସ୍ମତମ୍ ॥ ୧୦ ॥

୧୧ । ଲୋ-ଟୀ । ‘ବିମାନ’ମିତି ପାଠଃ । ‘ପୁଷ୍ପକୋ ହେମଭୂଷିତ’ ଇତି ପାଠେ ପୁଂସ୍ବମାର୍ଥମ୍ ।

ମନେ ମନେ ଆବାହନପୂର୍ବକ ପୁଷ୍ପକରଥେର ଚିନ୍ତା କରিলେନ ॥ ୬ ॥

ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତ ପୁଷ୍ପକରଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଅଭିପ୍ରାୟ ଅବଗତ ହଇয়া ମୁହୂର୍ତ୍ତମଧ୍ୟେ ତାହାର ସମୀପେ ଆଗମନ କରিল ॥ ୭ ॥

ସେହି ପୁଷ୍ପକ ପ୍ରଂଗତ ହଇয়া ବଲିଳ, ମହାବାହୋ ମହାରାଜ, ଏହି ଆମି ଆପନାକର୍ତ୍ତ୍ତ୍ବକ ଚିନ୍ତିତ ହଇয়া ଉପସ୍ଥିତ ହଇয়াଛି ॥ ୮ ॥

ନରରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପକେର ମନୋହର କଥା ଶୁନିଆ ସେହି ସମସ୍ତ ମହର୍ଷିଦିଗକେ ଅଭିବାଦନ କରତ ଉହାତେ ଆରୋହଣ କରিলେନ ॥ ୯ ॥

ଲଙ୍ଗଣ ଏବଂ ଭରତକେ ନଗରେ ରାଖିଆ ଧନୁକ, ତୃଶୀରଦ୍ବୟ ଏବଂ ମନୋହର ପ୍ରଭାବିଶିଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଧଞ୍ଜଗ ଗ୍ରହଣ କରିଆ ଧର୍ମାୟା ରଘୁନନ୍ଦନ ଅଶ୍ବେଷ୍ଟଗାଥେ

୧ । ଚ ‘ନିକ୍ଷିପ୍ୟ’ । ୨ । ଚ ‘ଭୂ’ । ୩ । ଚ ‘ଆଜଗାମ’ । ୪ । ଚ ‘ଆଜଗାମ’ । ୫ । ଚ ‘ଆଜଗାମ’ । ୬ । ଚ ‘ଆଜଗାମ’ । ୭ । ଚ ‘ଆଜଗାମ’ । ୮ । ଚ ‘ଆଜଗାମ’ । ୯ । ଚ ‘ଆଜଗାମ’ । ୧୦ । ଚ ‘ଆଜଗାମ’ । ୧୧ । ଚ ‘ଆଜଗାମ’ ।

উত্তরামগমচ্চাপি দিশং হিমবতাবৃত্তাম্ ।

নাপশ্যৎ সোহথ তত্রাপি স্বল্পমপি চ দৃষ্ণতম্ ॥ ১১ ॥

পূর্বাং সপরিচক্রাম দিশং শত্রুনিবর্হণঃ ।

পূর্ব্বামপি দিশং কৃৎস্নাং স ত্বপশ্যন্ততো নৃপঃ ।

সর্বাং শুদ্ধসমাচারামাদর্শতলনির্ম্মলাম্ ॥ ১২ ॥

দক্ষিণাং দিশমাক্রামৎ ততো রাঘবনন্দনঃ ।

শৈবলশ্চোত্তরে পার্শ্বে দদর্শ স্মহৎ সরং ॥ ১৩ ॥

১২। লো-টী। কৃৎস্নাং পূর্বাং দিশং পরিচক্রাম অধেষয়ামাস। তাদৃ পূর্বাং সর্বাং দিশং শুদ্ধসমাচারাং পশ্যন্ততো দক্ষিণাং দিশমাক্রামদিত্যয়ঃ। কৃত্রিচিহ্ন 'ততঃ পূর্বাং দিশং যাতো বিমানেন নরাধিপঃ। ন দদর্শ চ তত্রাপি কক্ষিদছুৎকারিণ'মিতি পাঠঃ।

১৩। লো-টী। শৈবলস্ত পদ্মকাষ্ঠবনস্ত। 'শৈবলঃ পদ্মকাষ্ঠে স্তাৎ শৈবালে তু পুমানয়'মিতি কোষঃ। 'স শৈবলশ্চ'তি কচিৎ পাঠঃ।

পশ্চিম দিকে গমন করিলেন, সেখানে বিন্দুমাত্রও ছদ্মার্থ্য দেখিতে পাইলেন না ॥ ৯-১০ ॥

পরে হিমালয়াবৃত উত্তরদিকে গমন করিয়া তথায়ও কোন পাপকার্য্য দেখিলেন না ॥ ১১ ॥

শত্রুনিহন্তা সেই মহারাজ রামচন্দ্র পূর্ব্বদিকে অধেষণ করিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত পূর্ব্বদিকও দর্পণতলের আয় নির্ম্মল বিশুদ্ধ-আচরণবিশিষ্ট দেখিলেন। পরে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া [বিদ্যাচল-সমীপস্থ] শৈবল নামক পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্বে একটি অতিবৃহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন ॥ ১২-১৩ ॥

১। হ ইতঃ সার্কলোকব্রহ্মহানে বিচিত্রা পশ্চিমাশাশ্বতরাং এবংযো তরা। ন তত্রা-বার্হিষ্ণুং সত্বমপশ্যৎ কিকিঞ্চদৃশতম্। ততঃ পূর্বাং দিশং যাতো বিমানেন নরাধিপঃ। ন দদর্শ চ তত্রাপি কিকিঞ্চদৃশকামিণম্'। ইতি পাঠঃ। ২। হ 'নংস্ততো'। ৩। ক 'শৈবল'।

তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তঃ তাপসঃ স্মমহত্তপঃ ।

দদর্শ রাঘবো ভীমং লম্বমানমধোমুখম্ ॥ ১৪ ॥

অধৈনং সমুপাগম্য তপ্যন্তঃ তপ উত্তমম্ ।

উবাচ নৃবরো বাক্যং ধন্যস্বমসি তাপস ॥ ১৫ ॥

কস্তাং যোনৌ তপোবৃদ্ধ বর্তসে দৃঢ়নিশ্চয় ।

অহং দাশরথী রামঃ পৃচ্ছামি ত্বাং কুতূহলাৎ ॥ ১৬ ॥

কস্তবার্থো ব্যবসিতো দেবলোকে বরাশ্রয়ঃ ।

তপস্তপ্যসি যস্যার্থে শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৭ ॥

[লো-টী।] শ্রোতঃপ্রাপ্তেন শ্রোত্রজেন কৃষিরেণেভার্থঃ। 'শ্রোত্রপ্রাপ্তেনে'তি পাঠে শ্রোত্রপ্রাপ্তজেন। 'বুদ্ধিকর্মেজিয়ে বিত্তে প্রবাহেহুনি চালনে। শ্রোতাগতো সমুদ্রে চ সান্তমিচ্ছন্তি হ্রয়ঃ' ॥ ইতি মহার্ঘবঃ।

শূদ্রদর্শনম্ ॥ ৮১ ॥

রামচন্দ্র সেই সরোবরে অতিশয় কঠোর তপস্শ্রাকারী অধোমুখে লম্বমান ভীষণ এক তাপসকে দেখিলেন ॥ ১৪ ॥

নরবর রামচন্দ্র সেই কঠোর তপস্শ্রাকারীর নিকটে গমন করিয়া বলিলেন, তাপস, আপনি ধন্য ॥ ১৫ ॥

হে তপোবৃদ্ধ, হে দৃঢ়নিশ্চয়, আপনি কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? আমি দশরথপুত্র রাম কুতূহল বশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ১৬ ॥

আপনার অভিপ্রেত বস্তু কি দেবলোকে উত্তম আশ্রয় লাভ ? যাহার জন্য আপনি তপস্শ্রা করিতেছেন আমি তাহা যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৭ ॥

১। হ অতঃ পরং 'জালাং শিবন্তঃ বজ্রং লেলিহানং বিভাবহম্। কৃষিরেণাবসিকন্তঃ শ্রোতঃপ্রাপ্তেন পাবকম্।' ইত্যবিকম্। ২। হ 'তপ্যমানং রঘুধঃ'। ৩। হ 'মিতি'। ৪। হ 'সম্'। ৫। হ 'দ্বির্বর্ততে'। ৬। হ 'বিক্রম'। ৭। ইত্যঃ সার্ভসোকহাসেন হ 'কুতূহলাবাঃ পৃচ্ছামি রামো দাশরথীহব'। মনোদিতন্তে কো বার্থঃ বর্জলাতোহপরাহপি বা। তপ্যাসে ত্বং বদন্তঃ তপোবৃদ্ধঃ চরং নরৈঃ'। ইতি পাঠঃ।

কিং ব্রাহ্মণোহসি ভদ্রেণ্ডে কত্রিয়ো বাহসি দুর্জয়ঃ ।

বৈশ্ণো বাপ্যথ শূদ্রস্তং সত্যং কথয় সুব্রত ।

কুলং জাতিং কথয়তঃ সম্যগ্ ভবতি তে ফলম্ ॥ ১৮ ॥

ইত্যৰ্ধে বাগ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শূদ্রদর্শনং নাম
একাদশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮১ ॥

হে সুব্রত, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি কি ব্রাহ্মণ, অথবা দুর্জয় কত্রিয়, অথবা বৈশ্য, বা শূদ্র, সত্য করিয়া বলুন। যথাযথভাবে কুল এবং জাতির কথা বলিলে আপনার সম্যক ফল লাভ হইবে ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শূদ্রদর্শন-নামক
৮১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

১। হ '-বাথ'। ২। হ 'বা যদি বা'। ৩। হ '-স্তঃ সত্যমেতদ্ব্রবীহি মে'। ৪। অন্তর্ভুক্ত হানে
হ 'ইত্যেবমুক্তঃ স নর্যাপিনেণ অবাক্শিয়া দাশরথ্য তস্মৈ। উবাচ জাতিং নৃপপুত্রব্যং ধং কারণকৈব তপঃপ্রবরম্'।
ইত্যধিকম্।

(৮২) দ্ব্যশৌভিতমঃ সৰ্গঃ

তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্তাক্লিষ্টকৰ্মণঃ ।

অবাক্শিরাস্তথাভূতঃ স বাক্যমিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শূদ্রযোন্তাঃ প্রসূতোহহং তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ ।

দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ ॥ ২ ॥

ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া ।

শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বুকং নাম নামতঃ ॥ ৩ ॥

ভাষতস্তস্ম শূদ্রস্ম খড়্গং স্তরুচিরপ্রভম্ ।

নিষ্কৃষ্য কোপাদ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ ॥ ৪ ॥

তস্মিন্ শূদ্রে হতে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সান্নিপুরুগমাঃ ।

সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং প্রশংসমুহ্মুহুঃ ॥ ৫ ॥

১-৩। লো-টী। সশরীরঃ সন্ স্বৰ্গলোকজিগীষয়া স্বৰ্গলোকং জেতুং প্রাপ্তুমিচ্ছয়া দেবত্বং প্রার্থয়ে ইত্যর্থঃ। শম্বুকং নাম শূদ্রং মাং বিদ্ধি, নামতঃ প্রসিদ্ধৌ।

৪। লো-টী। নিষ্কৃষ্য গৃহীত্বা।

অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রামচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া সেই তাপস সেইরূপ অধোমুখে থাকিয়াই বলিলেন—১ ॥

আমি শূদ্রবংশে জাত, আমি উগ্র তপস্তা আচরণ করিতেছি; মহাযশস্বী রাম, আমি সশরীরে দেবত্ব প্রার্থনা করি ॥ ২ ॥

রাম, আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি না, আমি দেবলোক-লিপ্সু। হে কাকুৎস্থ, আপনি আমাকে শম্বুক-নামক শূদ্র বলিয়া অবগত হউন ॥ ৩ ॥

সেই শূদ্র এইরূপ বলিলে কোপবশতঃ রামচন্দ্র অত্যাঙ্কল প্রভাবিশিষ্ট নির্মল খড়্গা নিষ্কাশিত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৪ ॥

সেই শূদ্র নিহত হইলে ইন্দ্র এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ রামচন্দ্রকে 'সাধু সাধু' বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিলেন ॥ ৫ ॥

১। হ 'তৎ ভাবিত'। ২। হ 'কুতো বাক্যমেতদ্ব্যচ হ'। ৩। হ 'মোনৌ'। ৪। হ 'তপস্কোগ্র'।

৫। হ 'নরোত্তম'। ৬। হ 'রামন্'। ৭। হ 'বদত'। ৮। হ 'কোবা'।

পুষ্পবৃষ্টি^১ মহতী^২ দিব্যানাং^৩ অঙ্গগন্ধিনাম্ ।

পুষ্পাণাং^৪ বারিযুক্তানাং^৫ সর্বতঃ^৬ প্রপপাত হ ॥ ৬ ॥

অশ্রীতা^৭চাক্রবন্^৮ দেবা রামং^৯ সত্যপরাক্রমম্ ।

অরকার্য্যামিদং^{১০} দেব অকৃতং^{১১} তে মহামতে ॥ ৭ ॥

বৃগীষ চ^{১২} বরং^{১৩} সৌম্য যং^{১৪} ত্বমিচ্ছসি^{১৫} রাঘব ।

ত্বৎকৃতে^{১৬} ন হি^{১৭} শূদ্রোহয়ং^{১৮} সশরীরেণ^{১৯} নাকভাক্ ॥ ৮ ॥

দেবানাং^{২০} ভাষিতং^{২১} শ্রুত্বা^{২২} রাঘবঃ^{২৩} অসমাহিতঃ ।

উবাচ^{২৪} প্রাঞ্জলিভূ^{২৫}ত্বা^{২৬} সহস্রাং^{২৭} পুরন্দরম্ ॥ ৯ ॥

যদি^{২৮} দেবাঃ^{২৯} প্রসম্মা^{৩০} মে^{৩১} দ্বিজপুত্রায়^{৩২} জীবিতম্ ।

দীয়তাং^{৩৩} বরমেতচ্চি^{৩৪} কাঙ্ক্ষিতং^{৩৫} অরসন্তমাঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। অঙ্গগন্ধিনাং বৃক্ষাণাং বায়ুযুক্তানাং বায়ুকম্পিতানাম্। বাবৎ বাবন্তম্।

১০। লো-টী। এতদ্ জীবিতং কাঙ্ক্ষিতং মম বরং মনাগিষ্টং দীয়তাম্। 'দেবাদ্ বৃতে বরঃ শ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবং মনাক্প্রিয়ে' ইত্যমরঃ।

চতুর্দিকে জলসিক্ত অতিশয় সুগন্ধি বহু স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

দেবগণ অত্যন্ত শ্রীত হইয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রকে বলিলেন, দেব, আপনি এই দেবকার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

সৌম্য রাঘব! আপনি যে বর ইচ্ছা করেন তাহা গ্রহণ করুন; আপনার কার্য্যের ফলে এই শূদ্র সশরীরে স্বর্গভাগী হইতে পারিল না ॥ ৮ ॥

দেবতাদিগের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র অসমাহিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে সহস্র-লোচন দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন— ৯ ॥

দেবগণ, যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ব্রাহ্মণ-সন্তানের জীবনদান করুন, ইহাই আমার অভিলষিত বর ॥ ১০ ॥

১। হ 'পুষ্পাণাং'। ২। হ 'আকাশাবায়ুযুক্তানাং'। ৩। হ '-তো রামমাগতা'। ৪। হ 'বাক্য-বিধাং বরম্'। ৫। হ 'রাম কৃতং তে বৃষসন্তম্'। ৬। হ 'গৃহাণ চ'। ৭। হ 'যদিচ্ছসি মহামতে'। ৮। হ 'ন শরীরেণ বর্য্যভাক্'। ৯। হ 'বচনঃ'। ১০। হ 'বাক্যঃ'। ১১। হ '-কৃত'। ১২। হ 'পশ্যৎ বরম্'।

মমাপরাধাঘালাহসৌ ব্রাহ্মণশ্চৈকপুত্রকঃ ।

- অপ্রাপ্তকালঃ কালেন নীতো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥

তং জীবয়থ ভদ্রং বো নানৃতং কর্তু মর্হথ ।

দ্বিজস্য সংশ্রুতো যোহর্থো জীবয়িষ্যামি তে স্ততম্ ॥ ১২ ॥

রাঘবস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বিবুধসত্তমাঃ ।

প্রত্যাচুস্তং মহাত্মানং প্রীতাঃ প্রীতিসমাধিনা ॥ ১৩ ॥

নিরুভো ভব কাকুৎস্থ ব্রাহ্মণশ্চৈকপুত্রকঃ ।

জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সঙ্গতশ্চাপি বন্ধুভিঃ ॥ ১৪ ॥

যস্মিন্ মুহূর্ত্তে কাকুৎস্থ শূদ্রোহয়ং বিনিপাতিতঃ ।

তস্মিন্নিমেব স জীবেন বালকঃ সমমুজ্যত ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। অনৃতমৃতবাদিনং মাম্। সংশ্রুতঃ প্রতিশ্রুতঃ।

১৩। লো-টী। প্রীতাঃ স্বভাবতঃ, প্রীতিসমাধিতাঃ প্রীতিযুক্তাঃ।

১৫। লো-টী। জীবেন জীবনেন।

ব্রাহ্মণের সেই একমাত্র শিশুপুত্র আমার অপরাধে অসময়ে কালকর্তৃক যমালয়ে প্রেরিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

‘আপনার পুত্রকে আমি জীবিত করিব’ এইরূপ ব্রাহ্মণের অভিলষিত বিষয় তাঁহার নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, স্ততরাং তাহাকে জীবিত করুন ; আমাকে মিথ্যাবাদী করিবেন না, আপনাদের নিকট হইতে এই মঙ্গল হউক ॥ ১২ ॥

শ্রেষ্ঠ দেবগণ রামচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া প্রীত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সেই মহাত্মাকে প্রত্যুত্তর দিলেন— ॥ ১৩ ॥

হে কাকুৎস্থ, আপনি নিবৃত্ত হউন, ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র পুনরায় জীবন লাভ করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

কাকুৎস্থ, যে মুহূর্ত্তে এই শূত্র নিহত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই বালক জীবিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

১। হ ‘বালকঃ’ দেবা ব্রাহ্মণপুত্রকঃ’। ২। হ ‘-ত’। ৩। হ ‘সংশ্রুতং হি ময়া ভক্ত জীবিতং বিজস্মির্থো’। ৪। হ ‘দেবাঃ সবাগবাঃ’। ৫। হ ‘সমমুজ্যত’। ৬। হ ‘সোহস্মিনহনি বালকঃ’। ৭। হ ‘বালকঃ’। ৮। হ ‘তস্মিন মুহূর্ত্তে জীবেন স বালকঃ সমমুজ্যত’।

স্বস্তি প্রাপ্তুঃ^১ ভদ্রে^২স্তে সাধু যাম পরম্প^৩ ।

অগস্ত্যশ্চাশ্রমপদং দ্রষ্টু^৪ কামা নরেশ্বর ॥ ১৬ ॥

তস্ম^৫ দীক্ষাসমাপ্তি^৬র্হি মহর্ষেঃ স্মমহাস্মনঃ ।

দ্বাদশ^৭স্তু গতং বর্ষং জলশয্যাং সমাসতঃ ॥ ১৭ ॥

কাকুৎস্থ^৮ তদ্ গমিষ্যামো^৯ অগস্ত্যমভিনন্দিতু^{১০}ম্ ।

ত্বকপি^{১১} গচ্ছ ভদ্রে^{১২}স্তে বর্দ্ধয়^{১৩}স্ব মহামুনি^{১৪}ম্ ॥ ১৮ ॥

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় দেবানাং রঘুনন্দনঃ ।

আরুরোহ বিমানস্ত পুষ্পকং হেমভূষিত^{১৫}ম্ ॥ ১৯ ॥

ইত্যর্থে বাম্প্রীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শব্দকবধো নাম

বাণীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮২ ॥

১৬। লো-টী। তে তব ভদ্রং সাধয়ামঃ সম্পাদয়ামঃ। যদা, সাধয়ামঃ গমিষ্যামঃ
আশ্রমপদমিত্যম্বয়ঃ।

১৮। লো-টী। বর্দ্ধয়স্ব আনন্দস্ব।

শব্দকবধঃ ॥ ৮২ ॥

শক্রপীড়নকারিন্ মহারাজ, আপনার পরম মঙ্গল হউক, অগস্ত্যের আশ্রম
দর্শনাভিলাষে আমরা প্রস্থান করিব ॥ ১৬ ॥

কাকুৎস্থ, সেই মহাত্মা মহর্ষি অগস্ত্যের জলশয্যায় উপবেশন করিয়া দ্বাদশ
বর্ষ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার সেই দীক্ষা (তপস্বী) সমাপ্ত হইয়াছে, আমরা
তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্ত তথায় গমন করিব; আপনিও চলুন এবং সেই
মহামুনির আনন্দবর্দ্ধন করুন, আপনার মঙ্গল হইবে ॥ ১৭-১৮ ॥

রঘুনন্দন রামচন্দ্র 'তাহাই হউক' বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়া সুবর্ণালঙ্কৃত পুষ্পক
রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাম্প্রীক প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শব্দকবধ-নামক

৮২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

১। হ 'বামঃ'। ২। হ 'জট্টমিচ্ছাম রাঘব'। ৩। হ '-প্তা হি'। ৪। হ 'ব্রহ্মর্ষে'। ৫। হ
'সামনে হি স বৈ বর্ষে জলবাসাদ্রুপাপতঃ'। ৬। হ 'তে গমিষ্যামহে জট্টমপ্তাদ্রুপিস্তম্'। ৭। হ 'তং
জট্টমুপিস্তম্'। ৮। হ অতঃ পরং 'অগ্রে ততঃ স্মরণাঃ প্রযতুর্লিখাটৈর্দৈবৈর্ধনঃ পবনভাক্যসমানে বৈধৈঃ। রামোহপি
ভাবতু বিধানবধাধিরূপে জট্টঃ তদা কলসম্মোনিবহুঃ প্রসাতঃ'। ইত্যধিকম্।

(৮-৩) ত্র্যমীতিতমঃ সর্গঃ

ততো দেবাঃ প্রয়াতান্তৈর্বিমানৈর্বহবিস্তরৈঃ ।

রামোহিপ্যমুজগমাশু কুন্ত্যোনেন্তপোবনম্ ॥ ১ ॥

দৃষ্ট্ৱা দেবাংস্ত সপ্রাপ্তান্ অগস্ত্যঃ স্ৱসমাহিতঃ ।

পূজয়ামাস ধর্ম্মাত্মা সর্বাংস্তানবিশেষতঃ ॥ ২ ॥

প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং সংভাষ্য চ মহামুনিম্ ।

জগ্মুস্তে ত্রিংশা ছৃষ্টা নাকপৃষ্ঠং সহানুগাঃ ॥ ৩ ॥

গতেষু তেষু কাকুৎস্থঃ পুষ্পকাদবরুহ চ ।

প্রহোহভিবাদনং চক্রে সোহগস্ত্যায় মহাত্মনে ॥ ৪ ॥

অভিবাচ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা ।

আতিথ্যং পরমং প্রাপ্য বি [নি ৭]ষসাদ নরাধিপঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টা। বহবিস্তরৈঃ নানাবিধপ্রকারৈঃ ।

পরে দেবগণ নানাপ্রকার বিমানে আরোহণ করিয়া কুন্ত্যোনি অগস্ত্যের তপোবনে গমন করিলেন । রামচন্দ্রও দ্রুত তাঁহাদের অনুগমন করিলেন ॥ ১ ॥

সমাহিতচিত্ত ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্য দেবতাদিগকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদের সকলকে সমানভাবে পূজা করিলেন ॥ ২ ॥

দেবগণ মহামুনি অগস্ত্যের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সজ্জাষণ করত অনুগামীদের সহিত সানন্দে স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৩ ॥

তাঁহার। গমন করিলে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করিয়া অবনত হইয়া মহাত্মা অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন ॥ ৪ ॥

মহারাজ রামচন্দ্র তেজোজ্জ্বল্যমানপ্রায় মহাত্মা অগস্ত্যকে অভিবাদনপূর্বক

১। হ 'স্তে বিদা-'। ২। হ 'দৃষ্ট্ৱা তু দেবান্'। ৩। হ 'অন্তগমনো নিধিঃ'। ৪। হ 'অর্জুনা-'।

৫। হ 'সংপূজাচ'। ৬। হ 'ততোহভিবাদনামাস সাধারণ বৃন্দিত্বম্'। ৭। হ 'সোহস্মি'।

তমুবাচ মহাতেজাঃ কুম্ভযোনির্নরেশ্বরম ।

স্নাগভস্তু নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি রাঘব ॥ ৬ ॥

ত্বং মে বহুমতো^১ রাম গুণৈর্বহুভিরুত্তমৈঃ ।

অতিথিঃ পূজনীয়শ্চ মম নিত্যং হৃদি স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

স্বরা হি কথয়ন্তি ত্বামাগতং শূদ্রঘাতিনম্ ।

ব্রাহ্মণার্থে পরাক্রান্তং স চ বালোহপি জীবিতঃ ॥ ৮ ॥

উদ্যতাং চেহ রজনীমাবাসে মম রাঘব ।

প্রভাতে পুষ্পকেন^২ ত্বং গন্তাসি পুনরেব হি ॥ ৯ ॥

ইদঞ্চাভরণং সৌম্য স্কৃতং বিশ্বকর্মাণা ।

দিব্যং দিব্যেন বপুষা দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ১০ ॥

১০। লো-টী। দিব্যেন চাক্ষুণ্য স্তেজেনত্যর্থঃ, তেন বপুষা বিশিষ্টেন

[তাঁহার] নিকট হইতে উৎকৃষ্ট আতিথ্য লাভ করিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ৫ ॥

মহাত্মা কুম্ভযোনি অগস্ত্য তাঁহাকে বলিলেন, নরশ্রেষ্ঠ রাঘব, আপনার শুভাগমন হউক, সৌভাগ্যবশতঃ আপনাকে লাভ করিয়াছি ॥ ৬ ॥

রাম, বহুবিধ উৎকৃষ্টগুণে বিভূষিত আপনি আমার বিশেষ সম্মানের পাত্ররূপে সর্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থিত ; আপনি পূজনীয় অতিথি ॥ ৭ ॥

দেবতারা বলিয়াছেন, পরাক্রমশালী আপনি ব্রাহ্মণের জন্ত শূদ্রকে বধ করিয়া আসিয়াছেন এবং সেই বালক জীবিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

রাঘব, আপনি আমার আশ্রমে রাজিষাপন করিয়া প্রাতঃকালে পুষ্পকরথে আরোহণ করত পুনরায় গমন করিবেন ॥ ৯ ॥

কাকুৎস্থ সৌম্য রাঘব, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত স্বীয় প্রভায় দীপ্যমান এই

১। হ 'নিত্য'। ২। চ 'ব্রাহ্মণ চ ধর্ম্মেণ ত্বা সাক্ষীভিতঃ স্ততঃ'। অতঃ পরং 'ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীনাথায় সর্বং প্রতিষ্ঠিতঃ ত্বং প্রভুঃ সর্বভূতানাং পুরুষত্বং সনাতনঃ'। ইত্যদিকম্। ৩। হ 'উষ্যতাক্ত রজনীঃ সকাশে'। ৪। হ 'নাসি গতা বপুঃসেব হি'।

প্রতিগৃহ্নীষ কাকুৎস্থ মৎপ্রিয়ং কুরু রাঘব ।

দত্তস্য হি পুনর্দানং স্তমহৎ ফলমুচ্যতে ॥ ১১ ॥

তারণে হি ভবান্ শক্তঃ সেন্স্রাণাং মরুতামপি ।

তস্মাৎ প্রদাস্তে বিধিবৎ প্রতীচ্ছ ত্বং নরর্ষভ ॥ ১২ ॥

অথোবাচ মহাতেজা ইক্ষাকুণাং মহারথঃ ।

রামো মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রধর্মমসুস্মরন্ ॥ ১৩ ॥

ভগবন্ প্রতিগ্রহো নিত্যং ব্রাহ্মণস্তাপি গর্হিতঃ ।

ক্ষত্রিয়েণ কথং বিপ্র প্রতিগ্রাহং ভবেত্ততঃ ॥ ১৪ ॥

প্রতিগ্রহো হি বিপ্রেন্দ্র ক্ষত্রিয়াণাং স্তগর্হিতঃ ।

ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ দত্তং তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১৫ ॥

১২ । লো-টী । তারণে তারয়িতুং সেন্স্রান্ প্রাপ্য তারণে শক্ত ইতি সর্কজঃ ।

উৎকৃষ্ট অলঙ্কার আপনি দিব্যদেহে ধারণ করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য করুন,
[অতঃ] প্রদত্ত জব্যের পুনরায় দান বিশেষ ফলজনক ॥ ১০-১১ ॥

নরশ্রেষ্ঠ, আপনি ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ, সূতরাং
শাস্ত্রানুসারে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন ॥ ১২ ॥

ইক্ষাকুবংশীয় মহারথ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী রাম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম স্মরণ
করিয়া বলিলেন— ॥ ১৩ ॥

ভগবন্ বিপ্র । নিয়ত প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণেরও নিন্দনীয়, সূতরাং ক্ষত্রিয়
কিরূপে প্রতিগ্রহ করিতে পারে ? ॥ ১৪ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র, প্রতিগ্রহ করা ক্ষত্রিয়দিগের অতিশয় নিন্দনীয়, বিশেষতঃ
ব্রাহ্মণ কর্তৃক দত্ত জব্য ; সূতরাং উপদেশ করুন ॥ ১৫ ॥

১। হ 'লক্ষ্যত হি' । ২। ত 'দানে' । ৩। হ 'নমুতে' । ৪। হ 'ত্বং হি শক্ততায়নিতুং
সেন্স্রানপি দিবৌকসঃ' । ৫। হ 'তৎ প্রতীচ্ছ নরাধিপ' । ৬। হ 'প্রতিগ্রহোহয়ং ভগবন্ ব্রাহ্মণস্তাপি গর্হিতঃ' ।

এবমুক্তস্ত রামেণ প্রত্যাচ মহানৃষিঃ ।

আসন্ কৃতযুগে রাম ব্রহ্মভূতে পুরা যুগে ।

অপার্বিবাঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ সুরাণাম্ শতক্রতুঃ ॥ ১৬ ॥

তাঃ প্রজাঈশ্চব রাজার্ধং ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে ।

সুরাণাং স্থাপিতো রাজা হুয়া দেব শতক্রতুঃ ।

প্রযচ্ছাম্যস্ম লোকেশ পার্বিবঃ সুরপুঙ্গব ॥ ১৭ ॥

যস্মৈ পূজাং প্রযুজ্জানা ধৃতপাশ্চরেমহি ।

ন বসেম বিনা রাজ্ঞা এষ নো নিশ্চয়ঃ পরঃ ॥ ১৮ ॥

ততো ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠো লোকপালান্ সবাসবান্ ।

সমাহুয়াব্রবীৎ সৰ্ব্বাংস্তেজোভাগান্ প্রযচ্ছত ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। 'ব্রহ্মভূতে পুরা তদা' ইতি পাঠঃ। 'ব্রহ্মভূতেঃ যুগে তদে'তি পাঠে ন বিদ্যতে যুগং বর্ণযুগলং যস্মিন্, তস্মিন্ অতএব ব্রহ্মভূতে ব্রহ্মণো বিপ্রশ্চৈব ভূতং সস্তা যস্মিন্ অন্তবর্ণীতাবাৎ।

১৭। লো-টী। শতক্রতুঃ পার্বিব ইত্যর্থঃ।

১৮। লো-টী। পূজাং ষড়্ভাগরূপাং চরেমহি স্বাত্মনঃ, ধৃতপাশ্চ নির্গতানিষ্টাঃ।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মহর্ষি প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম, পুরাকালে ব্রাহ্মণময় সত্যযুগে সমস্ত প্রজা রাজবিহীন ছিল, কিন্তু শতক্রতু ইন্দ্র দেবতাদিগের রাজা ছিলেন ॥ ১৬ ॥

সেই প্রজাগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সুরপুঙ্গব লোকেশ্বর দেব, আপনি শতক্রতুকে দেবতাদিগের রাজা রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। আমাদের একজন রাজা প্রদান করুন, যাহাকে পূজা (কর প্রদান) করিয়া আমরা নিষ্পাপ হইয়া বিচরণ করিতে পারি। আমরা রাজবিহীন হইয়া বাস করিব না, ইহা আমাদের স্থির সঙ্কল্প ॥ ১৭-১৮ ॥

পরে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ইন্দ্রপ্রমুখ লোকপালদিগকে আহ্বান করিয়া

ততো দদুলোকপালাঃ সৰ্ব্বা ভাগান্ স্বতেজসঃ ।

অক্ষুপচ্চ ততো ব্রহ্মা যতো জাতঃ ক্ষুপো নৃপঃ ॥ ২০ ॥

তং ব্রহ্মা লোকপালানাং সমাংশৈঃ সমযোজয়ৎ ।

ততো দদৌ নৃপং তাসাং প্রজানামীশ্বরং ক্ষুপম্ ॥ ২১ ॥

তত্রৈশ্বৰ্য্যেণ তু ভাগেন মহীমাজ্ঞাপয়ন্নৃপঃ ।

বারুণেন তু ভাগেন বপুঃ পুষ্যতি পার্ধিবঃ ॥ ২২ ॥

কৌবেরেণ চ ভাগেন বিত্তমাশাং দদৌ তদা ।

যন্তু যাম্যোহতবদ্ ভাগন্তেন শাস্তি স্ম স প্রজাঃ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। চতুর্ভাগাংশং চতুর্ভাং ভাগানামংশানামংশমেকং ভাগম্। ‘ভাগোহংশ-
হব্যবে ভাগো’ ইতি ভূরি०। অক্ষুবৎ কাশং কৃতবান্ যস্যং কাশাং ।

২১। লো-টী। সৰ্ব্বাংশৈশ্চতুস্তত্ত্বাংশৈঃ ।

২২। লো-টী। বপুঃ পুষ্যতি পার্ধিবঃ প্রজানান্ বপুঃকৃতি ।

সকলকে বলিলেন, [তোমাদের] তেজের অংশসমূহ প্রদান কর ॥ ১৯ ॥

অনন্তর সমস্ত লোকপালগণ স্বীয় তেজের অংশসমূহ প্রদান করিলেন, তার পর ব্রহ্মা একটু কাশিলেন এবং তাহা হইতে ‘ক্ষুপ’ নামক নৃপতি জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মা সেই ‘ক্ষুপ’নামক নৃপতিকে লোকপালদিগের সমান অংশে সংযোজিত করিয়া প্রজাদিগের প্রভু করিয়া দিলেন ॥ ২১ ॥

নৃপতি ক্ষুপ ইন্দ্রের অংশদ্বারা জগৎকে আদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং বরুণের অংশদ্বারা প্রজাদিগের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

সেই নৃপতি কুবেরের অংশদ্বারা প্রজাদিগকে ধন দান করিতে লাগিলেন এবং যমের অংশদ্বারা প্রজাদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

১। হ ‘-লাচ্চতুর্ভাগান্’। ২। হ ‘-বচ্’। ৩। হ ‘চ’। ৪। হ ‘পাথব’। ৫। হ ‘যাম্যোহ-
তব্ ভাগ-’।

তত্রৈশ্লেণ নরশ্রেষ্ঠ ভাগেন রঘুনন্দন ।

প্রতিগৃহীষ নৃপতে তারণার্থং মম প্রভো ॥ ২৪ ॥

তদ্রামঃ প্রতিজ্ঞগ্রাহ যুনেস্তস্য মহাত্মনঃ ।

দিব্যমাভরণং চিত্রং দীপ্যমানমিবাংসুভিঃ ॥ ২৫ ॥

প্রতিগৃহ ততোহগস্ত্যাদ্রামস্তমুখিসত্তমম্ ।

আগমং তস্য দ্রব্যস্য প্র্যষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ২৬ ॥

অত্যদুতমিদং ব্রহ্মন্ বপুর্বিভ্রদনুত্তমম্ ।

কথং ভগবতা প্রাপ্তং কুতো বা কেন বা হৃতম্ ॥ ২৭ ॥

কৌতূহলতয়া ব্রহ্মন্ পৃচ্ছামি ত্বাং মহায়ুনে ।

আশ্চর্য্যাণাং বহুনাং বৈ নিধির্হি পরমো ভবান্ ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। সমাদদে গৃহীতি তারণার্থং রক্ষণার্থম্।

২৫। লো-টী। অংসুভিঃ স্বতেজোভিঃ।

২৬। লো-টী। তস্য আভরণস্ত আগমং প্রাপ্তিম্।

২৭। লো-টী। মধু উক্তং লব্ধম্। 'বপুর্বিভ্রদনুত্তম'মিতি পাঠে বপুঃ প্রশস্তাকৃতিঃ
কথং কেন প্রকারেণ কৃতঃ কন্ধ্যায়া কৃতং নিধিতম্।

২৮। লো-টী। নিধীরতেহস্মিন্নিতি নিধির্ভবান্। 'সংনিধি'রिति বা পাঠঃ।

নরশ্রেষ্ঠ প্রভো মহারাজ রঘুনন্দন, আমার উদ্ধারার্থে ইন্দ্রের অংশদ্বারা
[এই আভরণ] গ্রহণ করুন ॥ ২৪ ॥

রামচন্দ্র সেই মহাত্মা অগস্ত্যমূনির সেই স্বীয় প্রভায় দীপ্যমান বিচিত্র
দিব্য আভরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

রামচন্দ্র অগস্ত্যের নিকট হইতে আভরণ গ্রহণ করিয়া সেই ঋষিসত্তমকে
সেই আভরণপ্রাপ্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন—॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মন্, অত্যন্তম উপাদানে নিধিত এই অদ্বুত অলঙ্কার আপনি কি কোথাও
পাইয়াছেন, অথবা আপনাকে কেহ প্রদান করিয়াছেন? ॥ ২৭ ॥

মহায়ুনে, আমি কৌতূহল বশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বহু

এবং ক্ৰবতি কাকুংস্বে মুনিৰ্ব্বাক্যমুদাহরৎ ।

শৃণু রাম যথা ব্ৰহ্ম পুৰা ত্ৰেতাযুগে যুগে ॥ ২৯ ॥

ইত্যৰ্ধে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যাভরণলভো নাম
ত্ৰাণীতিতমঃ সৰ্গঃ ॥ ৮৩ ॥

[লো-টী ।] ষাপরে ষাপরসকৌ ।

আভরণলভঃ ॥ ৮৩ ॥

আশ্চৰ্য্য বস্তুর আধারস্বরূপ ॥ ১৮ ॥

কাকুংস্ব রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে অগস্ত্যমুনি উত্তর করিলেন—রাম, পূৰ্বে
ত্ৰেতাযুগে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥

মহৰ্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যের নিকট হইতে আভরণলভ-নামক
৮৩তম সৰ্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

(৮৪) চতুর্নশীতিতমঃ সর্গঃ

পুরা ত্রেতাযুগেহরণ্যং বভূব বহুবিস্তরম্ ।
 সমস্তাদ যোজনশতং যুগপক্ষিবিবর্জিতম্ ॥ ১ ॥
 তন্নিম্নিমানুষেহরণ্যে কুর্বাণস্তপ উত্তমম্ ।
 অহমাক্রমিতুং সৌম্য তদরণ্যমুপাগমম্ ॥ ২ ॥
 তস্য রূপমরণ্যস্য নির্দেষ্টুং মাশকং তদা ।
 ফলমূলৈঃ সুখাস্বাদৈর্বহুর্নৈশ্চ কাননৈঃ ॥ ৩ ॥
 তস্যারণ্যস্য মধ্যে তু সরো যোজনমায়তম্ ।
 হংসকারণ্ডবাকর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। বহুবো বিস্তারা বিস্তারো যত্র তৎ, তদেবাহ—সমস্তাদিতি। সমস্তাচ্চতুর্দিশং যোজনশতম্।

২। লো-টী। ক্রমিতুম্ অরণ্যস্ত স্বরূপং জ্ঞাতুম্। ‘আক্রমিতু’মিতি পাঠে স এবার্থঃ।

৩। লো-টী। নির্দেষ্টুম্ ইদমীদৃশমিতি নির্ণেতুং সুখঃ সুখজনক আশ্বাদো রসো যেষাং তৈঃ। ‘ফলমূলসুখাস্বাদৈ’রিতি বা পাঠঃ। বহু’ন নানাবিধানি রূপাণি যেষাং তৈঃ।

৪। লো-টী। সরো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

পূর্বে ত্রেতাযুগে চতুর্দিকে একশত যোজন পরিমিত যুগ এবং পক্ষীশূন্য বহুবিস্তৃত এক অরণ্য ছিল ॥ ১ ॥

হে সৌম্য, সেই মহাশূন্য অরণ্যে উত্তম তপস্যা করিতে করিতে [একদিন] আমি সেই অরণ্যমধ্যে [সম্পূর্ণরূপে পর্যটন করিয়া স্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত] ভ্রমণ করিতে গমন করিলাম ॥ ২ ॥

তখন সুখাচ্ছ ফলমূল এবং নানাবিধ বনদ্বারা আমি সেই অরণ্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলাম না ॥ ৩ ॥

সেই অরণ্যমধ্যে হংস এবং কারণ্ডবে পরিপূর্ণ চক্রবাকশোভিত যোজন-বিস্তৃত এক সরোবর ছিল ॥ ৪ ॥

১। হ ‘জাসীদরণ্যঃ’। ২। হ ‘-নির্মিতুঃ’। ৩। হ ‘-কণ্ডজন-’। ৪। হ ‘-গতঃ’। ৫। হ ‘অতো’। ৬। হ ‘-লৈত্বাশোভৈক’। ৭। হ ‘পাদপৈঃ’। ৮। হ ‘ভক্ত মনো ধরণস্য’।

তদাশ্চর্য্যমিবাভ্যর্থঃ নিঃসত্ত্বঃ বনমুত্তমম্ ।

সরশ্চাকোভ্যসলিলং নৈকপক্ষিগণাবৃতম্ ॥ ৫ ॥

সমীপে তস্মৈ সরসৌ দদৃশেহমথাশ্রমম্ ।

পুরাণং পুণ্যমভ্যর্থঃ তপস্বিজনবর্জিতম্ ॥ ৬ ॥

তত্রাহমবসং রাত্রিং নৈদাঘাং পুরুষব্ধভ ।

প্রভাতে কল্যামুখায় সরস্তীরমুপাগমম্ ॥ ৭ ॥

অথাপশ্যৎ শবং তত্র স্থপুঙ্কমরজঃ কচিৎ ।

বিস্তীর্ণং পরয়া লক্ষ্য্য সমীপে সরসস্তদা ॥ ৮ ॥

৫। লো-টা। তদা তৎসরঃ অভ্যর্থমাশ্চর্য্যমিব, যতঃ বহুপক্ষিগণাবৃতমপি নিঃসত্ত্বম্।

৬। লো-টা। পুরাণং পুরাতনং পুণ্যং পুণ্যজনকম্।

৭। লো-টা। কল্যাঃ সমর্থঃ, উপচক্রমে সমীপং জগাম।

৮। লো-টা। উৎসৃষ্টং কেনচিত্তাক্তমিব। 'অক্লষ্ট'মিতি পাঠে অক্লৃষ্টমত্রণং ক্ষতশূলং

তত্ত্বম্। নিঃসম্পাতং ন বিস্তৃতে কচিৎ সংপতনং যত্র তৎ।

সেই জীবজন্তুরহিত উৎকৃষ্ট বন এবং বহুবিধ পক্ষিবৃন্দে পরিবৃত অক্ষুক-সলিল
সেই সরোবর অতীব বিস্ময়াবহ ॥ ৫ ॥

পরে আমি সেই সরোবরের সমীপে তপস্বিজনবর্জিত অতিশয় পুণ্যজনক
এক প্রাচীন আশ্রম দেখিতে পাইলাম ॥ ৬ ॥

পুরুষব্ধভ, আমি সেই আশ্রমে গ্রীষ্মকালীন রাত্রি অতিবাহিত
করিয়া প্রভাতে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সরোবরে গমন করিলাম ॥ ৭ ॥

পরে সেই সরোবরের সমীপে অতিশয় শোভাযুক্ত রজোবিহীন এবং স্থলাকৃতি
এক শবদেহ দেখিতে পাইলাম ॥ ৮ ॥

১। হ 'মহাশ্রম'। ২। হ 'তত্রাহমে বসানোহং নৈদাঘাং রজনীং নৃপ'। ৩। হ 'সরস্তীরপটকমে'।

৪। হ 'সরসং'। ৫। হ 'বনজং'। ৬। হ 'বিস্তৃষ্টং'। ৭। হ 'সরসৌ নাতীতবৃতঃ'।

তদৰ্থং চিস্তয়ানোহং মুহূৰ্ত্তং তত্র রাঘব ।

বিস্তীর্ণোহস্মি সরস্বতীরে কিং ত্বিদং শ্রাদ্ধিতি প্রভো ॥ ৯

অথাপশ্যং মুহূৰ্ত্তেন দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্ ।

বিমানং পরমোদারং হংসযুক্তং মনোজবম্ ॥ ১০ ॥

অত্যৰ্থং স্বর্গিণং তত্র বিমানে রঘুনন্দন ।

উপাস্তেহপ্সরসাং বীর সহস্রং দিব্যভূষণম্ ॥ ১১ ॥

গায়ন্তি দিব্যগেয়ানি বাদয়ন্তি স্য চাপরাঃ ।

মৃদঙ্গবীণাপণবা নৃত্যন্তি চ তথাপরাঃ ॥ ১২ ॥

পশ্যতো মে তদা রাম বিমানাদবরুহ চ ।

তং শবং ভক্ষয়ামাস স স্বর্গী রঘুনন্দন ॥ ১৩ ॥

[লো-টা ।] অধি কিঞ্চিদধিকম্ অর্দ্ধদ্বীপসংখ্যং স্ত্রীসংখ্যং তৎ, স্ত্রীসংখ্যং কিঞ্চি-
দধিকম্ অর্দ্ধং যত্র তদিত্যর্থঃ ।

১১। লো-টা। স্বর্গিণং তমপশ্যমিত্যর্থঃ ।

প্রভো রাঘব, সেই শবদেহের জন্য 'ইহা কি' এইরূপ চিন্তা করিতে
করিতে আমি সেই সরোবরের তীরে মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করিলাম ॥ ৯ ॥

পরে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে দিব্য আশ্চর্য্যদর্শন মনোগামী হংসযুক্ত সুবৃহৎ
এক বিমান দেখিলাম ॥ ১০ ॥

হে রঘুনন্দন, [আমি দেখিলাম] সেই বিমানে দিব্যভরণভূষিত সহস্র
অপ্সরাঃ একটা স্বর্গবাসীকে উপাসনা করিতেছে ॥ ১১ ॥

কেহ কেহ উৎকৃষ্ট গান সকল গাহিতেছে, কেহ বা মৃদঙ্গ, বীণা এবং পণব
(পটহবিশেষ) বাজাইতেছে এবং কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে ॥ ১২ ॥

রঘুনন্দন রাম, তখন আমার সমক্ষে সেই স্বর্গবাসী বিমান হইতে অবতরণ
করিয়া সেই শবদেহ ভক্ষণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

১। হ 'তমর্থ'। ২। হ '-র্ত্তমিব'। ৩। হ '-তঃ সরস্বতীরে'। ৪। হ 'কিমিদং 'ত্বিতি চিন্তন'।
৫। হ 'অধ্যর্জং ত্রিসংখ্যং দিব্যমপ্সরসাং তথা'। ৬। হ 'ভস্মিন্ বিমানে কাকুৎস্থ প্রধিনং চাপ্যনাময়ম্'। ৭। হ
'চাপরাঃ'। ৮। হ '-বীণা-'। ৯। হ 'অথাপশ্যমহং তদা'। ১০। হ 'তৎ'। ১১। হ 'স্বর্গিণং তমপশ্যন্ত শবং
রঘুনন্দন'।

ততো ভুক্ত্বা যথাকামঃ মাংসং বহু স্পীষরম্ ।

অবতীৰ্ঘ্য সরঃ স্বর্গো উপস্প্রকুং প্রচক্রমে ॥ ১৪ ॥

উপস্পৃশ্য যথাশ্রায়ং স স্বর্গো রঘুনন্দন ।

আরোহু মুপচক্রাম বিমানবরমুক্তমম্ ॥ ১৫ ॥

তমহং দেবসঙ্কশমারোহন্তুমুদীক্য বৈ ।

কথয় শ্রোতুমিচ্ছামীত্যবোচং পুরুষর্ষভম্ ॥ ১৬ ॥

কো ভবান্ দেবসঙ্কশ আহারশ্চ বিগর্হিতঃ ।

ত্বয়াং ভক্ষ্যতে সৌম্য কিমর্থং ক চ বর্তসে ॥ ১৭ ॥

কশ্যামীদৃশো ভাবো ভাস্বরো দেবনির্মিতঃ ।

আহারো গর্হিতশ্চাপি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। তমবোচম্ উক্তবান্।

১৭। লো-টী। কিমমং কুংসিতমমম্। 'কিমর্থং' বা পাঠঃ।

পরে সেই স্বর্গবাসী পরিপুষ্ট মাংস ইচ্ছানুসারে প্রচুর ভোজন করিয়া সরোবরে অবতরণ করত আচমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

হে রঘুনন্দন, সেই স্বর্গবাসী যথোচিত আচমন করিয়া উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিতে উত্তত হইলেন ॥ ১৫ ॥

আমি সেই দেবসদৃশ পুরুষশ্রেষ্ঠকে [বিমানে] আরোহণ করিতে দেখিয়া বলিলাম, শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, বলুন—॥ ১৬ ॥

হে দেবতুল্য, হে সৌম্য, আপনি কে এবং কি জন্ত এই নিন্দিত আহাৰ্য্য (শবমাংস) আহার করেন, কোথায়ই বা আপনি অবস্থান করেন ॥ ১৭ ॥

কাহার এইরূপ দেবসদৃশ উজ্জল ভাব এবং এই নিন্দিত আহার, তাহা যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৮ ॥

১। ক 'ভুক্ত্বা'। ২। হ 'ততশ্চাপোহম্প্রকুং'। ৩। হ 'তবিমানবরমুক্তমম্'। ৪। হ 'স্বং শ্রিগাধিতম্'। ৫। হ 'ভাবম্'। ৬। হ 'বর্ত'। ৭। হ 'ভুক্ত্যতে'। ৮। হ 'কশ্যাম'।

ইত্যেবমুক্তঃ স নরেন্দ্র নাকো কোতুহলাৎ প্রশ্রিতয়া গিরা চ ।

শ্রদ্ধা তু বাক্যং মম সর্বমেতৎ সর্বং তদা কথিতবান্ মমেতি ॥ ১৯ ॥

ইত্যর্থে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যবাক্যং নাম
চতুর্দশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

১৯। লো-টা। প্রশ্রিতয়া বিনীতয়া। কোতুহলং যথা তথোক্তঃ সর্বং বিধিৎ প্রকারং
খ্যাপিতবান্ কথিতবান্।

অগস্ত্যবাক্যম্ ॥ ৮৪ ॥

মহারাজ, আমি কোতুহল বশতঃ বিনীত বাক্যে এইরূপ বলিলে, সেই
স্বর্গবাসী আমার সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত
বলিলেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যবাক্য-নামক
৮৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

(৮৫) পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ

শ্রদ্ধা তু ভাষিতং বাক্যং মম রাম শুভাক্ষরম্ ।

প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যাচাদেং স স্বর্গী বিস্তরেণ হি । ১ ॥

শৃণু ব্রহ্মান্ যথা বৃত্তং মমেদং সুখদুঃখজম্ ।

দুরতিক্রমমেতন্মে যৎ পৃচ্ছসি মহামুনে ॥ ২ ॥

পুরা বৈদর্ভকো রাজা পিতা মম মহাযশাঃ ।

সুদেব ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩ ॥

তস্মৈ পুত্রদ্বয়ং ব্রহ্মান্ দ্বাভ্যাং স্ত্রীভ্যাংজায়ত ।

অহং শ্বেত ইতি খ্যাতো যবীয়ান্ সুরথোহভবৎ ॥ ৪ ॥

১। লো-টা। শুভানি অক্ষরাণি যস্মিন্ তৎ।

২। লো-টা। বৃত্তং চরিত্রম্, ইহ স্বর্গদশায়াম্। ‘ইদ’মিতি পাঠে ইদং শব্দভঙ্গ্যং কুংপিপাসানিবৃত্তৌ সুখম্ কুংসিতবিষয়ত্বেন চ দুঃখায় জায়ত ইতি সুখদুঃখজম্। শৃণু, যদেতৎ পৃচ্ছসি গর্হিতং কথং ভক্ষয়সীতি তদেতৎ দুরতিক্রমমনতিক্রমণীয়ম্।

রাম, আমার শুভাক্ষরযুক্ত কথা সকল শুনিয়া সেই স্বর্গবাসী কৃতাজ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন—॥ ১ ॥

মহামুনে ব্রহ্মান্ ! আমার সুখ-দুঃখের কারণ এই বিষয় যথাযথ শ্রবণ করুন ; আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা (শব্দভঙ্গ্য) আমার দুর্লভ্জনীয় ॥ ২ ॥

পুরাকালে ‘সুদেব’ নামে ত্রিভুবনবিখ্যাত বীৰ্য্যবান্ মহাযশস্বী মহারাজ বিদর্ভাধিপতি আমার পিতা ছিলেন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মান্, তাঁহার দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে, আমি ‘শ্বেত’নামে বিখ্যাত ছিলাম এবং আমার কনিষ্ঠ ‘সুরথ’ নামে বিখ্যাত ছিল ॥ ৪ ॥

দিবং যাতেহথ পিতরি পৌরা মামভ্যষেচয়ন্ ।

তত্রাহং কৃতবান্ রাজ্যং ধর্ম্যেণ সুসমাহিতঃ ॥ ৫ ॥

এবং বর্ষসহস্রাণি বহুনি সমভীষিরে ।

রাজ্যং কারয়তো ব্রহ্মান্ সম্যক্ পালয়তঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

সোহহং নিমিত্তে কস্মিন্শ্চিজ্ জ্যোত্বা চাযুর্দ্বিজোত্তম ।

মৃত্যুং কৃত্বা চ মনসি তপোবনমুপাগতঃ ॥ ৭ ॥

সোহহং বনমিদং দুর্গং মৃগপক্ষিবিবর্জিতম্ ।

প্রবিষ্টস্তপ আস্থাতুং সরসোহস্ত সমীপতঃ ॥ ৮ ॥

ভ্রাতরং সুরথং রাজ্যে স্থাপয়িত্বা নরাধিপম্ ।

ইদং সরঃ সমাপ্তিত্য তপস্তপে স্তদারুণম্ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। সমভীষিরে অতিক্রান্তানি ।

৭। লো-টী। কস্মিন্শ্চিন্নিমিত্তে জ্যোতিঃশাস্ত্রনিমিত্তে

পিতা স্বর্গে গমন করিলে পুরবাসিগণ আমাকে রাজ্যে অভিবিক্ত করেন,
তখন আমি সুসমাহিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করি ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মান্ ! যথাযথরূপে প্রজাদিগকে পালনপূর্ব্বক রাজ্যশাসনে নিরত থাকিয়া
আমার বহুসহস্র বর্ষ অতীত হইল ॥ ৬ ॥

দ্বিজোত্তম ! সেই আমি কোন কারণে আশুর পরিমাণ অবগত হইয়া মনে
মনে মৃত্যুকাল স্থির করত তপোবনে আগমন করিলাম ॥ ৭ ॥

আমি এই সরোবরের সমীপে পশুপক্ষি-পরিভ্রাজ্ঞ এই দুর্গম বনে তপস্তা
করিবার জন্ত প্রবেশ করিলাম ॥ ৮ ॥

ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যে রাজপদে স্থাপিত করিয়া এই সরোবরসমীপে অতি
কঠোর তপস্তা আচরণ করিতে লাগিলাম ॥ ৯ ॥

১। হ 'সমপাক্রমন্'। ২। চ '-বায়ুঃ স্বং দ্বিজোত্তম'। ৩। হ '-গবন্'। ৪। হ 'নিমৃ'গং পক্ষি-
বর্জিতম্'। ৫। হ '-ভূমত বৈ সরসোহস্তিকে'। ৬। হ 'রাজ্যেহভিবিক্ত সুরথঃ ভ্রাতরং তং নরাধিপম্'। ৭। হ
'তপোহুতপাং'।

সোহং বর্ষসহস্রাণি ত্রীণি তপ্ত্বা মহাবনে ।

শুভং ত্রিপিষ্টপং প্রাপ্তো ব্রহ্মলোকমনুত্তমম্ ॥ ১০ ॥

তস্ম মে স্বর্গসংস্থস্য ক্ষুৎপিপাসে দ্বিজোত্তম ।

অবাধতাং ভূশমহমভবং ব্যাধিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

ততস্ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠমবোচং বৈ পিতামহম্ ।

ভগবন্ স্বর্গলোকোহয়ং ক্ষুৎপিপাসাবিবজ্জিতঃ ॥ ১২ ॥

কশ্যেয়ং কৰ্মণঃ প্রাপ্তিঃ ক্ষুৎপিপাসে যদাপ্তবান্ ।

আহারঃ কচ্চ মে দেব ক্রহি তৎ প্রপিতামহ ॥ ১৩ ॥

পিতামহঃ সমাবোচদাহারস্তব কল্পিতঃ ।

স্বাদূনি স্থানি মাংসানি তানি ভক্ষয় নিত্যশঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। প্রাপ্তিঃ ক্ষুৎপিপাসয়োরিতার্থঃ। যদ্ যস্মাৎ আগ্নুবে প্রাপ্তবান্।

আমি এই ভীষণ বনে ত্রিসহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মলোকরূপ
অত্যাশ্রিত শুভ স্বর্গ লাভ করিলাম ॥ ১০ ॥

দ্বিজোত্তম! সেই স্বর্গস্থিত আমার ক্ষুৎপিপাসা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইল
এবং তাহাতে আমি বিবশেষ্ট্রিয় হইলাম ॥ ১১ ॥

পরে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ পিতামহকে বলিলাম, ভগবন্, এই স্বর্গলোক ক্ষুধাতৃষ্ণা-
রহিত ॥ ১২ ॥

দেব পিতামহ! আমি যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছি, ইহা কোন্ কৰ্ম্মের
ফল এবং আমি কি আহার করিব, বলুন ॥ ১৩ ॥

পিতামহ আমাকে বলিলেন, সুস্বাদু স্বীয় মাংস তোমার আহার কল্পিত
হইয়াছে, তুমি প্রতিদিন তাহা ভক্ষণ করিতে থাক ॥ ১৪ ॥

১। হ 'মূনে'। ২। হ 'শুভং'। ৩। হ 'বর্ষসহস্রত মাং তত্র'। ৪। হ 'ব্যাধিতে পরমোদার
ভোগোহং'। ৫। হ 'পদা ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠঃ পিতামহমবখ্যক্রবৎ'। ৬। হ 'সেহহমাপ্তবান্'। ৭। হ 'ক'। ৮। হ
'এবনুত্তম মামাহ ভোগনং পদ্যমভবৎ'। ৯। হ 'স্থানি মাংসানি স্বাদূনি'।

স্বশরীরং ত্বয়া পুষ্টিং কুর্ব্বতা তপ উত্তমম ।

নাদত্তং ভবতি শ্বেত নাপি দত্তং বিনষ্ট্য ক্র্যতি ॥ ১৫ ॥

ন হি দত্তং ত্বয়েন্দ্রাভ কশ্চিৎ তপ্যতা তপঃ ।

তেন স্বর্গগতস্তাপি ক্ষুৎপিপাসে তবানুগে ॥ ১৬ ॥

ন চ দত্তং বনে শূন্যে নির্জ্জনে পক্ষিবর্জ্জিতে ।

অতিথিং চ বৈ তত্র কশ্চিৎ সংপূজিতস্ত্বয়া ॥ ১৭ ॥

সর্বকামফলৈর্নিত্যং পূজ্যন্তে সর্বসাধবঃ ।

নোপযুক্তানি সততং ফলান্মতিথিভিঃ সহ ॥ ১৮ ॥

পাশ্চেনার্যোণ ভোজ্যেন স্বাগতেনাসনেন চ ।

বনে নৈব দ্বিজাতীনাং সংক্রিয়া ক্রিয়তে ত্বয়া ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। হে ইন্দ্রাভ ইন্দ্রসদৃশ ।

[লো-টী।] ভবে জন্মনি ।

১৮। লো-টী। সর্বকামফলৈঃ সর্বৈরিচ্ছাবিষয়ৈঃ ফলৈঃ সদাতিথিঃ পূজনীয়ঃ।
'পূজ্যতে সর্বসাধন' ইতি পাঠে সর্বান পুরুষার্থান্ সাধনত্বাতি তথা, দেহঃ পূজ্যতে পূজিতঃ ।

১৯। লো-টী। বনে বনাশ্রমে নৈব ক্রিয়তে নৈব কৃত্য ।

তুমি উগ্র তপস্তা-নিরত থাকিয়া স্বীয় শরীর পুষ্ট করিয়াছ ; হে শ্বেত, দান না করিলে পাওয়া যায় না এবং দান করিলে তাহা বিনষ্ট হয় না ॥ ১৫ ॥

হে ইন্দ্রপ্রতিম, তুমি তপস্তানিরত থাকিয়া কাহাকেও [কিছু] দান কর নাই, সেই জন্য স্বর্গে আসিলেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা তোমার অনুসরণ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥

তুমি সেই পক্ষিবর্জিত শূন্য নির্জ্জন বনে দান কর নাই এবং সেখানে কোন অতিথিকে পূজা কর নাই ॥ ১৭ ॥

সমস্ত অভিলষিত ফলদ্বারা সর্বদা সমস্ত সাধুগণের পূজা করিতে হয়, তুমি অতিথিদের সহিত [বিভাগপূর্বক] ফলভোজন কর নাই [একাকী ভোজন করিয়াছ] ॥ ১৮ ॥

তুমি বনে পাণ্ড, অর্ঘ্য, ভোজ্য, স্বাগতপ্রদ এবং আসনের দ্বারা দ্বিজাতি-

১। হ 'হি পুষ্টিং তে'। ২। হ 'নামুগং জায়তে যেত কদাচিচ্ছ যদীপতে'। ৩। অন্তর্ভুক্ত হ'লে হ 'অপি চেষ্টিক্কাপায় ভিক্ষবে যতয়ে পুরা। ন দত্তমরপানক বনে তস্মিন্স্থানব'। ইতি পাঠঃ। ৪। হ 'গজোৎপাত'। ৫। হ 'সাধনো হসি'। ৬। হ সমস্তপুরুষাণং বিনশ্রো কাস্তং নাস্তি ।

বুভুক্ষিতং পরিশ্রান্তমতিথিঃ গৃহাগতম্ ।

যোহভ্যর্চয়তি বিশেষঃ তস্য যজ্ঞফলং ভবেৎ ॥ ২০ ॥

স ত্বং স্পৃষ্টমাহারৈঃ স্বশরীরমনুত্তমম্ ।

ভক্ষয়স্মাতরসং তেন তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

যদা তু তদ্বনং শ্বেত অগস্ত্যঃ স্তমহানৃষিঃ ।

আগমিষ্যতি দুর্দ্ধৰ্ঘঃ স তে কৃচ্ছাদ্ বিমোক্ষ্যতে ॥ ২২ ॥

স হি তারয়িতুং শত্রুঃ সেন্দ্রানপি স্রাস্তরান্ ।

কিং পুনস্ত্বাং মহাবাহো ক্ষুৎপিপাসাবশং গতম্ ॥ ২৩ ॥

সৌহৰ্গং ভগবতঃ শ্রদ্ধা দেবদেবস্য ভাষিতম্ ।

ভূঞ্জে বীভৎসমাহারং স্বশরীরং দ্বিজোত্তম ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টা। বিশেষং তদ্ব্যক্ত্য অতিথিম্।

২১। লো-টা। স্বীয়ম্ আমিষরসম্। ‘অমৃতরস’মিতি বা পাঠঃ।

দিগের সংকার কর নাই ॥ ১৯ ॥

গৃহে সমাগত ক্ষুধার্ত পরিশ্রান্ত অতিথিকে যে বিশেষর মনে করিয়া অর্চনা করে, সে যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

তুমি আহার দ্বারা অতিশয় পুষ্ট উৎকৃষ্ট অমৃতরসযুক্ত স্বীয় শরীর (শবদেহ) ভোজন কর, তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিবে ॥ ২১ ॥

হে শ্বেত, যখন দুর্দ্ধৰ্ঘ মহর্ষি অগস্ত্য সেই বনে আগমন করিবেন, তখন তিনি তোমাকে ক্লেশ হইতে মুক্ত করিবেন ॥ ২২ ॥

হে মহাবাহো ! মহর্ষি অগস্ত্য ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতা ও অসুরগণকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ, ক্ষুধাতৃষ্ণার বশীভূত তোমাকে উদ্ধার করা ত’ তুচ্ছ কথা ॥ ২৩ ॥

হে দ্বিজোত্তম, সেই আমি ভগবান্ দেবাদিদেবের কথা শ্রবণ করিয়া ঘৃণাহীন স্বীয় শরীর ভোজন করিতেছি ॥ ২৪ ॥

বহু^১ বর্ষগগান্ ব্রহ্মান্ ভূজ্যমানমিদং ময়া ।

ক্ষয়ং ন চৈতদায়াতি তৃপ্তিশ্চাতৃষ্মমোত্তমা ॥ ২৫ ॥

তন্মুনে কৃচ্ছ্রাপমং কৃচ্ছ্রাদস্মাদ্ বিমোচয় ।

অন্যস্তু হি গতির্নাস্তি স্বামুতে দ্বিজপুঙ্গব ॥ ২৬ ॥

ইদমাভরণং দিব্যং তারণার্থং ময়োত্তম ।

প্রতিগৃহ্নীষ বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

ইদং তাবৎ সুবর্ণঞ্চ ধনং বস্ত্রাণি চ দ্বিজ ।

ভক্ষ্যং ভোজ্যং চ ব্রহ্মর্ষে দদাম্যাভরণানি চ ॥ ২৮ ॥

সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছামি ভোগাংশ্চ মুনিপুঙ্গব ।

তারণে ভগবন্ মহ্যং প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ২৯ ॥

২৭। লো-টী। উত্তমং গৃহীতম্।

২৮-২৯। লো-টী। আভরণানি ইমা গাবো গাঃ গবোপকল্পিতানি দদানি সুবর্ণস্ত সুবর্ণো-
পকল্পিতানি, এবং ধনং-রজতং, বস্ত্রাণি, ভক্ষ্যং সংপ্রতি ভোক্তব্যং, ভোজ্যং কালাস্তরভোক্তব্যং,
তত্ত্বপকল্পিতানি আভরণানীত্যাৰ্থঃ। ভোগান্ সুখসাধনানি সর্বান্ কামান্ ভূয়াদীন্।

ব্রহ্মান্, বহু বর্ষ ধরিয়। আমি এই শরীর ভোজন করিতেছি, তথাপি ইহা ক্ষয়
হয় নাই এবং আমার অতিশয় তৃপ্তি হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

মুনে, হৃদিশাশ্রিত আমাকে এই হৃদিশা হইতে মুক্ত করুন ; হে দ্বিজপুঙ্গব,
আপনি ভিন্ন [আমাকে উদ্ধার করিতে] অস্ত্রের শক্তি নাই ॥ ২৬ ॥

বিপ্রর্ষে, আমার প্রদত্ত এই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার [আমাকে] উদ্ধার
করিবার জন্য গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন ॥ ২৭ ॥

হে দ্বিজ, হে ব্রহ্মর্ষে, এই সুবর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভক্ষ্য, ভোজ্য এবং অলঙ্কারসমূহ
দান করিতেছি ॥ ২৮ ॥

ভগবন্, মুনিপুঙ্গব, অভিলাষযোগ্য সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতেছি,
আমার উদ্ধারার্থে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন ॥ ২৯ ॥

১। হ 'বহুবর্ষগণো'। ২। হ 'ভক্ষ্যমাণস্ত বর্জতে'। ৩। হ 'নাতেতি হৃদ্যং'। ৪। হ 'স্কোপৈতা-
নুত্তমা'। ৫। হ 'স মাং স্ব'। ৬। হ 'অসে-'। ৭। হ 'অজ্ঞ'। ৮। হ 'সত্ত্ব'। ৯। হ 'বৈষ চ'-
১০। হ 'ইমা গাবো'। ১১। হ 'চোত্তম'। ১২। হ 'ব্রহ্মর্ষে ভক্ষ্যভোজ্যক দদাতা'।

অহন্ত স্বর্গিণো বাক্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমম্মিতম্ ।

তারণার্থায় জগ্ৰাহ তদাভরণমুত্তমম্ ॥ ৩০ ॥

ময়া প্রতিগৃহীতে তু তস্মিন্মাভরণে শুভে ।

মানুষঃ পূর্ব্বকো দেহো রাজর্ষেঃ স ব্যনশ্রুত ॥ ৩১ ॥

প্রনষ্টে তু শরীরে স রাজর্ষিঃ পরয়া মৃদা ।

হৃষ্টঃ প্রমুদিতো রাম জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৩২ ॥

তেনেন্দং শক্রতুল্যেন দিব্যমাভরণং মম ।

তস্মিন্ নিমিত্তে কাকুৎস্থ দত্তমদ্বুতদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যর্ষে বায়্বিকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ষেতোপাখ্যানং নাম

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

৩১। লো-টী। ব্যনশ্রুত অদৃশ্যে বভূব।

[লো-টী।] এতদ্ ভূষণম্ আত্মজৈশ্চৈবৈবিত্তম্ অতুজ্জলম্ ।

ষেতোপাখ্যানম্ ॥ ৮৫ ॥

আমি সেই স্বর্গবাসীর ভক্তিয়ুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার
জন্তু সেই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার গ্রহণ করিলাম ॥ ৩০ ॥

আমি সেই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার গ্রহণ করিলে রাজর্ষির সেই পূর্ব্বজন্মের মনুষ্য-
দেহ বিনষ্ট হইল ॥ ৩১ ॥

রাম, সেই শরীর নষ্ট হইলে রাজর্ষি পরম সন্তোষে আনন্দিত হইয়া
পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥ ৩২ ॥

কাকুৎস্থ, ইন্দ্রতুল্য সেই স্বর্গবাসী অদ্বুত-দর্শন এই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার নিজের
উদ্ধারের জন্তু আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বায়্বিকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে ষেতোপাখ্যান-নামক

৮৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

১। হ 'তত্ত্বাহ'। ২। হ 'হুঃখ-'। ৩। হ 'হোপ-'। ৪। ক 'প্রতিগৃহীতে তু ময়া'। ৫। হ
'-য়েহসো'। ৬। হ 'প্রতুজোখ মহাতেজা'। ৭। হ অস্ত নোবস্ত স্থানে 'এতচ্ তদ্বক্ত্রনিভেন তেন
তস্মিন্ নিমিত্তে মম দত্তমাসীৎ'। বিত্মবিতঃ ভূবিতমাক্রজৈশ্চৈবৈবিত্তং ময়া ধারয় নির্দিশবঃ' ॥ ইতি পাঠঃ।

(৮-৬) ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ

তদদ্ভুতমিদং বাক্যং শ্রুত্বাগস্ত্যশ্চ রাঘবঃ ।

গৌরবান্ধিস্ময়াচ্চৈব ভূয়ঃ প্রক্টুং প্রচক্রে ॥ ১ ॥

ভগবন্তদ্ বনং ঘোরং যত্রাসৌ তপ্তবাস্তপঃ ।

শ্বেতো বৈদৰ্ভকো রাজা তদভূদগমং কথম্ ॥ ২ ॥

নিঃসত্ত্বঞ্চ কথং রাজা শূন্যং মনুজবৰ্জিতম্ ।

প্রবিষ্টস্তপ আশ্বাতুং শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মুনে ॥ ৩ ॥

রামশ্চ ভাষিতং শ্রুত্বা কৌতূহলসমম্বিতম্ ।

মুনিঃ পরমতেজস্বী বক্তুং সমুপচক্রে ॥ ৪ ॥

পুরা কৃতযুগে রাম মনুর্দগধরঃ প্রভুঃ ।

তস্য পুত্রো মহানাসীদিক্কাকুরমিতপ্রভঃ ॥ ৫ ॥

[লো-টী।] অগমমগম্যম্ ।

রামচন্দ্র অগস্ত্যের সেই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার প্রতি গৌরববশতঃ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—॥ ১ ॥

ভগবনু, সেই বিদৰ্ভাধিপতি রাজা শ্বেত যেখানে তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন সেই ঘোর অরণ্য [সর্বপ্রাণীর] অগম্য হইয়াছিল কেন ? ॥ ২ ॥

মুনে! রাজা কিজন্ম প্রাণী এবং মনুষ্য বৰ্জিত সেই শূন্য বনে তপস্যা করিতে প্রবেশ করিলেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

রামচন্দ্রের কৌতূহলপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া পরমতেজস্বী অগস্ত্যমুনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥ ৪ ॥

রাম, পুরাকালে সত্যযুগে মনু শাসনকর্তা ছিলেন, তাঁহার অতুলনীয়

১। হ 'তমং'। ২। হ 'প্রঃ-পুনরভ্যবত'। ৩। ক 'দাশ্রমং'। ৪। হ 'অংস'। ৫। ৬ 'কথরং মহামুনে'। ৭। হ 'তঃ'। ৮। হ 'বাক্যং'।

তং পুত্রং পূর্বকং রাজ্যে স্থাপয়িত্বা হুসন্নতম্ ।

পৃথিব্যাং রাজবংশানাং ভব কৰ্ত্তেতু্যবাচ হ ॥ ৬ ॥

তথেন্তি চ প্রতিজ্ঞাতে মনুপুত্রেণ রাঘব ।

ততঃ পরমসংহৃষ্টো মনুঃ পুনরথাব্রবীৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীতোহস্মি পরমোদার কৰ্ত্তা চাসি ন সংশয়ঃ ।

দণ্ডেন চ প্রজা রক্ষ্যাঃ স চ পাত্যঃ কৃতাগসি ॥ ৮ ॥

অপরাধিষু যো দণ্ডঃ পাত্যতে মানবেষু বৈ ।

স দণ্ডো বিধিনা মুক্তঃ স্বৰ্গং নয়তি পার্থিবম্ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টা। ভবান্ কৰ্ত্তা পালনে বদ্ধনে চেতি শেষঃ।

৮। লো-টা। বক্তা চাস্মি কিমপি বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। 'কৰ্ত্তা চাসী'তি পাঠে রাজ্যন্ত পালনম্।

প্রভাবশালী 'ইক্ষ্বাকু' নামে এক পুত্র ছিল ॥ ৫ ॥

মনু সেই অভীষ্ট জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া 'পৃথিবীতে রাজবংশ-সমূহের প্রবর্তক হও', এই কথা বলিলেন ॥ ৬ ॥

হে রাঘব, মনুর পুত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বীকার করিলে মনু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন—॥ ৭ ॥

হে পরমোদার, আমি শ্রীত হইয়াছি, তুমি রাজবংশ প্রবর্তন করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। দণ্ডদ্বারা প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে হয় এবং সেই দণ্ড অপরাধীর প্রতি প্রয়োগ করিতে হয় ॥ ৮ ॥

অপরাধী মনুষ্যের প্রতি যে দণ্ড পাতিত করা হয়, শাস্ত্রানুসারে প্রদত্ত সেই দণ্ড নুপত্যিকে স্বর্গে প্রেরণ করে ॥ ৯ ॥

১। হ 'জ্ঞা'। ২। হ 'নিষ্কিয়া হুসন্নতম্'। ৩। হ 'ভবান্'। ৪। হ '-তং'। ৫। হ 'ভেন'। ৬। ক 'কিং'। ৭। হ 'ন চ দণ্ডো হকারণে'। ৮। হ 'অপরাধেষু'। ৯। হ 'মনুষ্যাদিপি'।
১০। হ '-বদ্যুক্তঃ'।

তস্মাদ্গে মহাবাহো যজ্ঞবান্ ভব পুত্রক ।

ধর্মো হি পরমো লোকে কুর্ব্বতস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

ইতি সংদিশ্য বহুধা মনুঃ পুত্রং সমাধিনা ।

জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্ প্রয়াতে ত্রিদিবমিক্ষাকুরমিতপ্রভঃ ।

জনয়িষ্যে কথং পুত্রানিতি চিন্তামগাৎ প্রভুঃ ॥ ১২ ॥

কশ্মভির্বহরূপৈস্তু তৈস্তৈশ্চানুস্মৃতস্তদা ।

জনয়ামাস ধর্মাত্মা স্মৃতান্ দেবস্মৃতোপমান্ ॥ ১৩ ॥

সর্বেষামভবত্তেষাং কনীয়ান্ রঘুনন্দন ।

মুচুশ্চাকৃতবিষ্ণুশ্চাশুশ্রুমুশ্চৈব পূর্বজান্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। ইতি সমাধিনা ইতি নিয়মেন সংদিশ্য আজ্ঞাপ্য। 'সমাধিনিয়মে ধ্যানে নীবাঞ্চে চ সমর্থনে' ইতি ত্বরিং।

১৩। লো-টী। বহরূপৈঃ বহুপ্রকারৈঃ স্মৃতান্ পুত্রান্ স্মৃতান্ ভবিষ্যৎপাৰ্থিবান্। 'স্মৃতঃ স্মৃতং পাৰ্থিবে পুত্রে স্মৃপাতো তু স্মৃত মতে'তি কোষঃ।

১৪। লো-টী। অস্তরে মধ্যে যঃ কনীয়ান্, স মুচুঃ। 'সর্বেষামভবত্তেষা'মিতি বা পাঠঃ। ন কৃত শিক্তিতা বিজ্ঞা যেন সঃ।

সুতরাং হে মহাবাহো পুত্র, দণ্ড প্রদান করিতে সাবধান হইও, [সাবধানে দণ্ড প্রয়োগ করিলে] ইহলোকে তোমার পরম ধর্ম হইবে ॥ ১০ ॥

মনু পুত্রকে এইরূপ বহু উপদেশ দিয়া হৃষ্টচিত্তে সমাধি অবলম্বনপূর্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥

মনু স্বর্গে গমন করিলে অমিত-প্রভাশালী ইক্ষ্বাকু 'কিরূপে বহু পুত্রোৎপাদন করিব' এইরূপ চিন্তাশ্রিত হইলেন ॥ ১২ ॥

পরে ধর্মাত্মা মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু বহুপ্রকার কর্ম্মদ্বারা দেবপুত্রসদৃশ বহু পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১৩ ॥

হে রঘুনন্দন, তাহাদের সকলের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র ছিল মুচু, অকৃতবিদ্য এবং

১। হ ইক্ষ্বাকু নাস্তি। ২। হ 'তং বহু গমিষ্য পুনঃ'। ৩। হ '-কমস্মৃতম্'। ৪। হ 'তু'। ৫। হ 'পরোহিতবৎ'। ৬। হ '-তঃ স্মৃতান্'। ৭। হ 'স তান্'। ৮। হ '-নববত্তেষাং'। ৯। হ 'স্মৃতপুত্রোৎপাদন চ'।

চক্রে নাম পিতা তস্য কুবুদ্ধেদগু ইত্যুত ।
 অবশ্যং দণ্ডপতনং শরীরেহস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥
 পশ্যান্ ত্বথ স তং দণ্ডং ঘোরং পুত্রং তু রাঘব ।
 বিক্ষ্যশৈবলয়োর্মধ্যে রাজ্যমস্মৈ দদৌ পিতা ॥ ১৬ ॥
 স দণ্ডস্তত্র রাজাভূদ রম্যে পর্বতরোধসি ।
 পুরং চাপ্রতিমং রাম ঋবেশয়দনুভমম্ ॥ ১৭ ॥
 নাম তস্য চ চক্রে স মধুমস্ত ইতি স্বয়ম্ ।
 বত্রে চোশনসং বিপ্রং পুরোধসমনুভমম্ ॥ ১৮ ॥
 এবং স রাজা তদ্রাজ্যং চকার স্ফসমাহিতঃ ।
 প্রহৃষ্টমনুজাকীর্ণং দেবরাজো যথা দিবি ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। শৈবলঃ পর্বতবিশেষঃ, পদ্মকাষ্ঠব্যাগুদেশো বা ।

১৭। লো-টী। সাগরস্ত রোধসি ভীরে। ‘পর্বতরোধসী’তি বা পাঠঃ

[লো-টী]। সম্যতং প্রহৃষ্টম্ ।

জ্যেষ্ঠদিগের সেবাপরাঙ্কুথ ॥ ১৪ ॥

‘নিশ্চয়ই ইহার শরীরে দণ্ডপতন হইবে’ এই মনে করিয়া পিতা সেই কুবুদ্ধি পুত্রের নাম রাখিলেন ‘দণ্ড’ ॥ ১৫ ॥

হে রাঘব, পিতা মনু সেই দণ্ডনামক পুত্রকে দুর্বৃত্ত দেখিয়া উহাকে বিক্ষ্য এবং শৈবল নামক পর্বতদ্বয়ের মধ্যে রাজ্য প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

রাম, সেই দণ্ড সেই রমণীয় পর্বততটপ্রান্তে রাজা হইয়া অত্যন্ত নগর স্থাপিত করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই নগরের নাম নিজেই ‘মধুমস্ত’ রাখিলেন এবং ব্রাহ্মণ গুত্রাচার্য্যকে পুরোহিতের পদে বরণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের আয় তিনি একাগ্র হইয়া আনন্দিত জনপূর্ণ সেই

১। হ ‘নাম তস্য চ দণ্ডেতি পিতা চক্রেহতিবুদ্ধিমান্’। ২। হ ‘ভবিষ্যৎ’। ৩। হ ‘তস্য দৃষ্টমান্’।

৪। হ ‘-ঋথ ভগ্না যোষাৎ’। ৫। হ ‘রাজ্যং ওস্ত’। ৬। হ ‘প্রভূঃ’। ৭। হ ‘সম্যবেশয়দনুভমম্’। ৮। হ ‘পুরোহিতঃ মধুমস্তেতি চাক্রোণঃ’। ৯। হ ‘সপুৰোহিতঃ’।

ততঃ স রাজা মনুজেন্দ্রপুত্রঃ সার্কিং হি তেনোশনসা তদানীম্ ।

চকার রাজ্যং স্মহম্মহাত্মা শক্রে দিবৌবাঙ্গিরসা সমেতঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্থে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মধুমৎ (?) পুরনিবেশো নাম
ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

২০। লো-টী। আঙ্গিরসা অঙ্গিরঃপুত্রো বৃহস্পতিনা
মধুমন্তপুরনিবেশঃ ॥ ৮৬ ॥

রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

তখন সেই রাজপুত্র মহারাজ মহাত্মা 'দণ্ড' স্বর্গে বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্রের
ত্মায় [সেই রাজ্যে] শুক্রাচার্য্যের সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মধুমৎ (?)পুরনিবেশ-নামক
৮৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

(৮-৭) সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ

এতদাখ্যায় রামস্য মহর্ষিঃ কুন্তুসম্ভবঃ ।

পুনরেবাপরং বাক্যং ব্যাহত্ব মুপচক্রমে ॥ ১ ॥

ততঃ স দণ্ডঃ কাকুৎস্থঃ বহুবর্ষগণায়ুতম্ ।

অকরোৎ তত্র মন্দাত্মা রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ২ ॥

কশ্চচিৎ ত্বথ কালস্য ভার্গবস্ত্রাশ্রমং শুভম্ ।

রমণীয়মুপাক্রামম্মাসে চৈত্রে মনোরমে ॥ ৩ ॥

তত্র ভার্গবকন্যাং স রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি ।

বিচরন্তীং বনোদ্দেশে দণ্ডোহপশ্যন্নরাধিপঃ ॥ ৪ ॥

স দৃষ্ট্বা তাস্তু দুর্মুখাঃ কন্দর্পশরপীড়িতঃ ।

অভিগম্য স্ত্রুসংবিগ্নঃ কন্যাং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। অকারয়ৎ অকরোৎ।

৩। লো-টী। অথ অনন্তরম্।

৫। লো-টী। স্ত্রুসংবিগ্নঃ অস্থিরঃ।

মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রের নিকট এইরূপ বলিয়া পুনরায় অগ্নি (অবশিষ্ট) কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

হে কাকুৎস্থ, সেই মন্দাত্মা দণ্ড সেইস্থানে বহু অযুত বর্ষ ধরিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিলেন ॥ ২ ॥

কোন এক সময়ে তিনি মনোরম চৈত্রমাসে শুক্লাচার্যের রমণীয় পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩ ॥

মহারাজ দণ্ড ভূমণ্ডলে অতুলনীয়-সৌন্দর্য্যশালিনী শুক্লাচার্যের কন্যাকে সেই স্থানে বনপ্রদেশে বিচরণ করিতে দেখিলেন ॥ ৪ ॥

সেই কন্যাকে দেখিয়া কামবাণে জর্জরিত মন্দমতি সেই 'দণ্ড' অস্থির

১। হ 'তন্ত্বেব চাপরং বাক্যং বক্তুং সমুপ-'। ২। হ 'অথ কালে তু কস্মিন্শিষ্টাত্মা তং ভার্গবাস্রমম্'।

৩। হ 'ক্রামকৈরমাসে'। ৪। হ 'স্তাস্তু'। ৫। হ 'দমুত্তমান্'। ৬। হ 'তাং স দুর্মুখাঃ হনন্ শরপীড়িতঃ'।

কুতস্থমসি স্ত্রোশোণি কস্য চাসি শুভাননে ।
 পীড়িতোহহমনস্জেন পৃচ্ছামি স্বাং স্ত্রোশোভনে ॥ ৬ ॥
 তস্মৈবং প্রব্রবাণস্তু মোহাবিষ্টস্ত কামিনঃ ।
 ভার্গবী প্রত্যাবাচেনং বচঃ সানুনয়ং প্রিয়ম্ ॥ ৭ ॥
 ভার্গবস্য স্ত্রতাং বিদ্ধি দেবস্যাক্লিষ্টকৰ্ম্মণঃ ।
 অরজাং নাম রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠামাশ্রমবাসিনীম্ ॥ ৮ ॥
 গুরুঃ পিতা মে রাজেন্দ্র স্বং চ শিষ্যো মহাত্মনঃ ।
 ব্যসনং স্তমহং ক্রুদ্ধঃ স তে দত্তান্মহাযশাঃ ॥ ৯ ॥
 যদি বা তে ময়া কার্য্যং সম্পদা ধৰ্ম্মযুক্তয়া ।
 বরয়স্ব নরশ্রেষ্ঠ পিতরং মে মহামতিম্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টা কুতস্থমসি কুত আগতাসি ? স্ত্রোশোভনে স্ত্রষ্ট স্ত্রমসি ! 'শোভনো যোগভেদে না স্ত্রমসে বাচ্যলিঙ্গক' ইতি কোষঃ ।

৮। লো-টা। দেবস্ত বিপ্রস্ত বা পাঠঃ ।

হইয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন— ॥ ৫ ॥

সুন্দরি, স্ত্রোশোণি, স্ত্রমুখি, আমি কামপীড়িত হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ এবং কাহার কন্যা ॥ ৬ ॥

মোহাবিষ্ট সেই কামার্ত্ত দণ্ড এইরূপ বলিলে শুক্রাচার্য্যের কন্যা অনুনয়ের সহিত তাহাকে এইরূপ প্রিয়কথা বলিলেন— ॥ ৭ ॥

হে রাজেন্দ্র, আশ্রমবাসিনী আমাকে অক্লিষ্টকৰ্ম্মা দীপ্তিমান ভার্গবের অরজানামী জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিয়া অবগত হউন ॥ ৮ ॥

হে রাজেন্দ্র, পিতা আমার গুরু এবং আপনিও সেই মহাত্মার শিষ্য, মহাযশস্বী পিতৃদেব ক্রুদ্ধ হইলে আপনাকে অতিশয় বিপন্ন করিবেন ॥ ৯ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, ধৰ্ম্মশালিনী আমাকে যদি স্ত্রী-সম্পদরূপে পাইতে চান, তবে

৭। হ 'স্তমসে'। ২। হ 'শুভাননে'। ৩। হ '-স্ত-ব্রবা'। ৪। হ 'নৃপ'। ৫। হ 'জিজ্ঞাসা'।

৬। ক 'কো ন তে'। ৭। হ 'ধৰ্ম্মযুক্তেন কৰ্ম্মণা'। ৮। হ '-মতিম্'।

অন্থথা বিপুলং দুঃখং ভবেদ্ ঘোরাভিসংহিতম্ ।

পিতা মম হি স ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যমপি নির্দেহেৎ ॥ ১১ ॥

এবং স রাজা তাং কন্যাং ক্রবতীং ভার্গবীং তদা ।

প্রত্যাচ মদোন্মত্তঃ শিরস্ত্রাধায় চাঞ্জলিম্ ॥ ১২ ॥

প্রসাদং কুরু শূশ্রোণি ন কালং ক্ষেপ্তু মর্হসি ।

ত্বংকৃতে হি মম প্রাণা বিদীৰ্য্যস্তে শুভাননে ॥ ১৩ ॥

ত্বাং প্রাপ্য তু বধো মেহস্ত বধাধা যৎ পরং ভবেৎ ।

তত্ত্বং ভজস্ব মাং ভীকু ত্বয়ি ভক্তির্হি মে পরা ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। ঘোরং দুঃখজনকং নিজিতং কৰ্ম ভেনাভিসংহিতম্ উৎপাদিতম্ ।

১২। লো-টী। সাজলিপ্রগ্রহঃ অঞ্জলিপ্রগ্রহণেন সহিতঃ ।

১৩। লো-টী। কালং কালবিলম্বং কৰ্ত্তুং 'বক্তুং' বা পাঠঃ । বিদীৰ্য্যস্তি বিদীৰ্য্যস্তে ।

১৪। লো-টী। বধাধা বৎপরমহদুঃখম্ ।

মহামতি মদীয়-পিতৃদেবের নিকট প্রার্থনা করুন ॥ ১০ ॥

ইহার অন্তথা করিলে নিন্দিত কর্মদ্বারা ভীষণ দুঃখ পাইবেন, কারণ, আমার পিতা ক্রোধে ত্রিভুবনকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ ॥ ১১ ॥

গুত্রাচার্য্যের কন্যা এইরূপ বলিলে সেই রাজা দণ্ড কামোন্মত্ত হইয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক তাহাকে বলিলেন— ॥ ১২ ॥

শুভাননে শূশ্রোণি, আমার প্রতি অমুগ্রহ কর, কালক্ষেপ করিও না, তোমার জন্ত আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ১৩ ॥

তোমাকে লাভ করিয়া আমার মৃত্যু হয় হউক, অথবা মৃত্যু অপেক্ষাও যদি কিছু বেশী দুঃখ থাকে, তাহাও হউক ; সুন্দরি, তোমার প্রতি অমুরক্ত আমাকে ভজনা কর, তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত আসক্তি জন্মিয়াছে ॥ ১৪ ॥

১। হ 'ভব' । ২। হ 'ক্রোধেন হি পিতা মম' । ৩। হ 'ক্রবতী' । ৪। হ 'প্রাজলিপ্রগ্রহো বৃণঃ' । ৫। হ 'কৰ্ত্তু' । ৬। হ 'বিনীৰ্য্যতি' । ৭। হ 'বধ' । ৮। হ 'বাপি বহুতরম্' ।

এবমুক্তা তু তাং কন্যাং দোর্ভ্যাং গৃহ্য বলাদ্বলী ।

বিস্মু রস্তীং যথাকামং মৈথুনাযোপচক্রমে ॥ ১৫ ॥

তমনর্থং মহাঘোরং দণ্ডঃ কৃত্বা সূদারুণম্ ।

আগমৎ স্বপুরুং রাম মধুমন্তমনুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

ভার্গবো রুদতী দীনা স্বাশ্রমস্ত সমীপতঃ ।

প্রতীকতে তু সংত্রস্তা পিতরং দেবসম্মিতম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি কৰ্ম্ম সূদারুণং স কৃত্বা দণ্ডো দণ্ডমবাণ্ডবানুগ্রম্ ।

শৃণু সৰ্ব্বমশেষতন্তদদ্য কথয়িষ্যে তব রাজসিংহ বৃত্তম্ ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অরজাভিগমো নাম

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৭ ॥

[লো-টী ।] প্রতাপালয়ং প্রতীকত ।

অরজাভিগমঃ ॥ ৮৬ ॥

বলশালী 'দণ্ড' এইরূপ বলিয়া কম্পমান। সেই কন্যাকে বলপূর্বক ধারণ করত স্বেচ্ছানুসারে মৈথুন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৫ ॥

রাম, দণ্ড সেই অতি ভয়ঙ্কর সূদারুণ অনর্থ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় মধুমন্ত নগরে আগমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

শুক্ৰাচার্য্যের কন্যা হুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে স্বীয় আশ্রমের সমীপে দেবতুল্য পিতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

হে রাজসিংহ, সেই দণ্ড এইরূপ সূদারুণ কৰ্ম্ম করিয়া ভীষণ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অতঃ আপনার নিকট সেই বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অরজাভিগমন-নামক

৮৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

১। হ 'কপুরুং প্রবিবেশাৎ'। ২। হ 'মন্ত'। ৩। হ 'অরজাপি রুদতী সা আশ্রমাতবিতরঃ'।
৪। হ 'ম'। ৫। হ '-বাত্তমং'। ৬। হ '-তবত'। ৭। ক 'কৃত'।

(৮৮) অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ

ততো রাম মুহূর্তাং স দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ ।
 স্বমাত্মমং শিষ্যবৃত্তঃ ক্ষুধার্তঃ সংশ্রবর্তত ॥ ১ ॥
 সোহপশ্যদরজাং দীনং রজসা সমভিপ্লুতাম্ ।
 প্রভ্যুষন্তরুণগ্রস্তাং জ্যোৎস্নামিব হতপ্রভাম্ ॥ ২ ॥
 তস্য রোষঃ সমভবৎ ক্ষুধার্তস্য বিশেষতঃ ।
 দিব্যেন চক্ষুযা বীক্ষ্য ততঃ শিষ্যামুবাচ হ ॥ ৩ ॥
 পশুধ্বং বিপরীতস্য দণ্ডস্তাবিদিভাত্মনঃ ।
 বিপত্তিং ঘোরসঙ্কশাং কালেনোপহতাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। দেবর্ষিঃ বিশিষ্টাতি বা পাঠঃ ।

২। লো-টী। প্রভ্যুষন্ত জ্যোৎস্নাম্ ।

৪। লো-টী। বিপরীতস্য বিগতধর্মস্য অবিদিভো ন জ্ঞাত আত্মা অহং যেন তন্ত উপহতাত্মনো হতবুদ্ধেঃ । ‘পশুধ্বং বিপরীতেন দণ্ডেনাবিদিভাত্মনা’ ইতি পাঠে উপহতাত্মনো দণ্ডস্য অবিদিভ আত্মা যেন তেন হেতুনা যদ্বিপরীতং কর্ম তেন যোহয়ং মৎকৃতো দণ্ডঃ তেন বিপত্তিং পশুধ্বমিভাত্মনঃ । ‘আত্মনঃ সঙ্করীকৃতামিতি পাঠে আত্মনস্তত্ত্বৈব ভাবিত্বমিশ্রীকৃতাম্ ।

রাম, পরে মুহূর্তমধ্যে শিষ্যগণে পরিবৃত্ত অতুলনীয়-প্রভাশালী দেবর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্ষুধার্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি প্রভাতে অরুণ-কিরণগ্রস্তা প্রভাহীন জ্যোৎস্নার স্থায় অরজাকে রক্তাক্তদেহা এবং দুঃখিতা দেখিলেন ॥ ২ ॥

অতিশয় ক্ষুধার্ত সেই শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ হইল, তিনি দিব্যচক্ষুদ্বারা অবলোকনপূর্ব্বক শিষ্যদিগকে বলিলেন— ॥ ৩ ॥

ধর্মহীন বুদ্ধিহীন এবং কালপ্রভাবে মরণোন্মুখ দণ্ডের ভয়ঙ্কর বিপদ অবলোকন কর ॥ ৪ ॥

১। হ ‘স মুহূর্তাং পশুত ব্রহ্মর্ষিঃ’ । ২। হ ‘উষন্তরুণ সংযুক্তাঃ’ । ৩। হ ‘বিতাবসোঃ’ । অতঃ পরং হ ‘স ভাগবত্বেষু হুতাং পরমদুঃখিতাম্ । ক্রমেতদিত সোবাচ দণ্ডন্ত দুঃখিতক্ৰমং’ । ইত্যদিকম্ । ৪। হ ‘-স্তাবীৰ্হ-দর্শিনঃ’ । ৫। হ ‘-পাশাশ্রবঃ সঙ্করীকৃতাম্’ ।

করোহস্ত দুৰ্ম্মতে: প্রাপ্ত: সানুগস্য ছুরাঅন: ।

য: প্রদীপ্তামিবাগ্নেয়াং শিখাং সংস্পৃষ্টবানিমাম্ ॥ ৫ ॥

যস্মাৎ স কৃতবান্ পাপমৌদৃশং ঘোরদর্শনম্ ।

তস্মাৎ প্রাপ্স্যতি দুৰ্ম্মেধা: পাংশুবর্ষমমৃতমম্ ॥ ৬ ॥

সপ্তরাত্রেণ রাজাসৌ সতৃত্যবলবাহন: ।

পাপকৰ্ম্মসমাচারো বধং প্রাপ্স্যতি দুৰ্ম্মতি: ॥ ৭ ॥

সমস্তাদ্ যোজনশতং বিষয়ং চাস্ত দুৰ্ম্মতে: ।

ধক্ষ্যতে পাংশুবর্ষণে মহতা পাকশাসন: ॥ ৮ ॥

সর্বসত্ত্বানি যানৌহ স্বাবরাণি চরাণি চ ।

সর্বেষাং পাংশুবর্ষণে ক্ষয়: ক্ষিপ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

[লো-টী।] হে শিখাঃ, যে মম বাচং ‘করোহস্ত হুমহান্ প্রাপ্ত’ ইত্যাদি বক্তৃতি: স্রোতৈর্বক্ষ্যমাণাং ব্যাধারয়ত সর্কান্ জনানকথয়ত । নিগূঢ়ামপি রাজনাশবাচমহুচিতামপি । নহু দণ্ডস্ত রাজ্যো নাশায় কিমিতীয়ং বাক্ প্রয়োক্তব্যো তত্রাহ কৰ্ম্মণা ইতি । দণ্ডস্ত রাজ্যো ঘোহয়ং কোপ: কামপ্রকোপ: তৎসমুৎথেন কৰ্ম্মণা বিপরীতেন কৰ্ম্মণা প্রাপ্ত উপস্থিত: । ‘জাত’ ইতি বা পাঠ: ।

৬। লো-টী। ঘোরং ভয়ং দর্শয়তীতি তথা ।

৮। লো-টী। দহেত ধক্ষ্যতি, ‘ধক্ষ্যতে পাংশুবর্ষণে’তি বা পাঠ: ।

যে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার স্থায় এই অরজাকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই ছুরাআ দুৰ্ম্মতি দণ্ডের অমুচরবর্গের সহিত বিনাশ উপস্থিত ॥ ৫ ॥

এইরূপ ভয়ঙ্কর পাপ করার দরুণ সেই ছুরাআ অতুলনীয় পাংশুবৃষ্টি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬ ॥

পাপকৰ্ম্মাহুষ্ঠানকারী ছুরাআ নৃপতি ‘দণ্ড’ সৈন্য, ভৃত্য এবং বাহনের সহিত সপ্তরাত্রির মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রে প্রচণ্ড ধূলি বৃষ্টিধারা এই ছুরাআর চতুর্দিকে শতযোজন-বিস্তৃত রাজ্য ধ্বংস করিবেন ॥ ৮ ॥

দণ্ডের রাজ্যে স্থিতিশীল এবং গতিশীল সমস্ত প্রাণীর শীতল ধূলিবর্ষণে বিনাশ হইবে ॥ ৯ ॥

দণ্ডস্ত বিষয়ো যাবৎ তাবৎ সৰ্ব্বং সমুচ্ছ্রয়ম্ ।

পাণ্ডুবৰ্ষমিবাকল্যাং সপ্তরাত্রং ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

ইত্যুক্ত্বা ক্রোধসন্তপ্তদাপ্রমনিবাসিনম্ ।

জনং জনপদস্থান্তে স্থায়তামিতি চাত্রবীৎ ॥ ১১ ॥

উক্তমাত্রৈ তুশনসা স তত্রাবসথী জনঃ ।

নিজ্রান্তো বিষয়ান্তস্তাং স্থানং চক্রে চ বাহুতঃ ॥ ১২ ॥

তং তথোক্ত্বা মুনিজনং সোহরজামিদমব্রবীৎ ।

আশ্রমে ত্বং স্বধর্মেণ বসেহ স্নসমাহিতা ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। বনেন সহাশ্রমং গৃহাদিকম্। ‘আশ্রমো ব্রহ্মচর্যাদিচতুর্কেপি মঠেহস্ত্রিয়া’মিতি ভূরি০। ‘তাবৎসমুচ্ছ্রয়’ ইতি পাঠে সমুচ্ছ্রয়ো বিরোধঃ, নাশ ইতি যাবৎ। ‘সমুচ্ছ্রয়ঃ স্তাভ্যংসেধে বিরোধে চ পুমানয়’মিতি কোষঃ। ‘পাণ্ডুবৃত্ত’মিত্যাди পাঠঃ। ‘পাণ্ডুবৰ্ষ-মিবাকল্যং সপ্তরাত্র’মিতি পাঠে আকল্যং ভূষণমিব সপ্তরাত্রং প্রাপ্য ভবিষ্যতি।

১১। লো-টী। জনপদস্ত দণ্ডদেশস্তাং বাহু স্থায়তামিতি জনমবোচত। ইত্যুক্ত্বা তুক্ষীমানীদিতি শেষঃ। তদাহরজামব্রবীদিতি পরেণ বাহুয়ঃ।

১২। লো-টী। আবসথী আশ্রমী।

১৩। লো-টী। ন বিজ্ঞতে বৃত্তং সঙ্কৃতং যত্নাঃ, হে স্নস্তুতে ইত্যর্থঃ (?)। ‘আশ্রমে ত্বং স্বধর্মেণ বস দৈবসমাপ্রিতে’তি পাঠে দৈবং ঈশ্বরস্তুদাপ্রিতা।

দণ্ডের রাজ্য যতদূর পর্য্যন্ত, ততদূর পর্য্যন্ত সপ্তরাত্রব্যাপী কল্যাস্তকালীন ধূলিবৃষ্টির আয় প্রচণ্ড ধূলিবৃষ্টি হইবে ॥ ১০ ॥

এই বলিয়া ক্রোধসন্তপ্ত শুক্রাচার্য্য আশ্রমবাসী জনগণকে বলিলেন—
‘দণ্ডের রাজ্যের রাহিরে অবস্থান কর’ ॥ ১১ ॥

শুক্রাচার্য্য এই কথা বলামাত্র আশ্রমবাসী লোক দণ্ডের রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া সেই দেশের বহিঃপ্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

শুক্রাচার্য্য সেই মুনিদিগকে এইরূপ বলিয়া অরজাকে বলিলেন, তুমি এই

১। হ ‘সধনমাপ্রম’। ২। হ ‘-কৃত্তমিবাকল্যাৎ’। ৩। হ ‘-মিত্যবোচত’। ৪। হ ‘আশ্রমো
হনেনাসৌ স তত্রাবসথাকৃতঃ’। ৫। হ ‘স’। ৬। ক ‘বৎসেহ’।

ইদং যোজনপর্যন্তং সরঃ স্ফুটচিরপ্রভম্ ।

অরজে বিরজা ভূঙ্ক কালশ্চাত্র প্রতীক্ষ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥

সন্তানি যোজনং যাবদিহ যানি বসন্তি বৈ ।

অবধ্যানি ভবিষ্যন্তি পাংশুবর্ষস্ত তানি বৈ ॥ ১৫ ॥

শ্রুত্বা নিয়োগং তমুঘেঃ সা কন্যা ভার্গবী শুভা ।

তথেতি পিতরং প্রাহ ভার্গবং ভূশদুঃখিতা ॥ ১৬ ॥

ইতু্যক্ত্বা ভার্গবো বাসাং তস্মাদন্যমপাক্রমৎ ।

সপ্তাহাদ্ ভস্মসাদুতং তচ্চ সর্বং নরাধিপ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। ভূঙ্ক, তপোহর্থং সেবয়। কালং স্ফুটকালং সমাসতী আকাজ্জতী।
'কালশ্চাত্র প্রতীক্ষ্যতা'মিতি বা পাঠঃ।

১৫। লো-টী। ইহ সরসি যোজনং যাবৎ যোজনং ব্যাপ্য যানি সন্তানি।

১৬। লো-টী। নিয়োগমাজ্ঞাং দুঃখসংহিতা বভূবেত্যর্থঃ।

আশ্রমে সমাহিতা (নিয়মাস্থিতা) হইয়া স্বধর্ম্মাচরণ করত বাস করিতে থাক ॥ ১৩ ॥

অরজে, মনোহর শোভাবিশিষ্ট যোজন-বিস্তৃত এই সরোবর, তুমি রজোগুণ-রহিত হইয়া [অথবা শোণিত প্রক্ষালন করিয়া] ইহার জলপান করত এইস্থানে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে থাক ॥ ১৪ ॥

এই সরোবরের যোজনমধ্যে যে সমস্ত প্রাণী বাস করে, সেই সকল প্রাণী ধূলিবৃষ্টির অবধ্য হইবে ॥ ১৫ ॥

সুলক্ষণা ভার্গবকন্যা [পিতার] সেই আদেশ শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া 'যে আজ্ঞা' এই কথা পিতাকে বলিল ॥ ১৬ ॥

রাজন, শুক্রাচার্য্য ইহা বলিয়া সেই স্থান হইতে অশ্রুত গমন করিলেন এবং দণ্ডের সেই সমগ্র রাজ্য সপ্তাহমধ্যে ভস্মীভূত হইল ॥ ১৭ ॥

১। হ '-রং শুভম্'। ২। হ '-জং'। ৩। হ 'স্বংসমীপক যে সবা বাসমেতন্তি বাৎ নিশাম্'। ৪। হ 'অবধ্যাঃ পাংশুবর্ষে তে ভবিষ্যন্তি তাং নিশাম্'। ৫। হ 'তত্ত্বার্থে'। ৬। হ 'ভদ্রা'। ৭। হ 'ভৃগুনন্দনম্'।
৮। হ '-সমস্তত্র সমুপাক্রমৎ'। ৯। হ '-ভূতঃ স চাপি ব্রহ্মতেজসা'।

তস্মৈ দণ্ডস্য বিষয়ো মধ্যে শৈবলবিক্ষায়োঃ ।

শপ্তো হ্যশনসা রাজমপরাধাদ্ দুরাশ্বনঃ ॥ ১৮ ॥

তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে ।

স তপস্বিজনো যত্র তজ্জনস্থানমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

এতন্তে সর্বমাখ্যাং যস্মাং পৃচ্ছসি রাঘব ।

সক্ষ্যামুপাসিতুং রাম সময়োহয়মুপস্থিতঃ ॥ ২০ ॥

এতে মহর্ষয়ঃ সর্বৈ পূর্ণকুম্ভাঃ সমস্ততঃ ।

কৃতোদকা নরব্যাস্ত্র পূজয়ন্তি তমোমুদম্ ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। ‘বিক্ষো’ত্যানি পাঠঃ। ‘মধ্যে শৈবলবিক্ষায়ো’রিত্তি বা পাঠঃ। ‘অপরাধা’দিত্তি পাঠঃ। ‘রাম বৈধর্ম্মকে কৃতো’ ইতি পাঠে বিধর্ম্ম এব বৈধর্ম্মকস্তস্মিন্।

২১। লো-টী। পূর্ণাঃ কুম্ভা যেষাং তে, পুরিতকুম্ভা বা, কৃতং বিহিতং সূর্যোপস্থানাং পূর্ণং গায়ত্রীপঠনপূর্ব্বকং জলাঞ্জলিত্রয়ং যৈঃ তে। তমোমুদং সূর্য্যাম্। ‘আদিভ্যং সমুপাসতে’ ইতি বা পাঠঃ। সাধৈঃ অর্ঘ্যাসহিতৈঃ।

রাজন, শৈবল এবং বিক্ষাপর্ব্বতের মধ্যবর্তী দণ্ডের রাজ্য সেই দুরাশ্বা দণ্ডের অপরাধে অভিশপ্ত হইল ॥ ১৮ ॥

হে কাকুৎস্থ, তদবধি সেইস্থানকে দণ্ডকারণ্য বলে এবং সেই তপস্বিগণ যেস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহাকে জনস্থান বলে ॥ ১৯ ॥

নরশ্রেষ্ঠ রাঘব, আপনি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎ-সমস্তই বলিলাম। এখন সক্ষ্য-উপাসনার সময় উপস্থিত হইয়াছে, চারিদিকে এই সমস্ত ঋষিগণ কুম্ভ পূর্ণ করিয়া উদক-ক্রিয়া (স্নানাদি, অথবা জলাঞ্জলিদান) সমাপনান্তে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছেন ॥ ২০-২১ ॥

অভিষ্ঠুতঃ সুরবরসিদ্ধসজ্জৈর্গতো রবিঃ সুরচিরমন্ত্ৰশৈলম্ ।

ত্বমপ্যতো রঘুবর গচ্ছ সঙ্ক্যামুপাসিতুং প্রযতমনা নরেন্দ্র ॥ ২২ ॥

ইত্যাৰ্ধে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে দণ্ডোপাখ্যানং নাম
অষ্টাংশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৮ ॥

২২ । লো-টী । অন্তশৈলম্ অন্তনামানং শৈলম্ ।

দণ্ডোপাখ্যানম্ । কচিচ্চ 'দণ্ডশাপ' ইতি পাঠঃ ॥ ৮৮ ॥

রঘুশ্রেষ্ঠ মহারাজ, দেবতা ও সিদ্ধগণকর্তৃক বিশেষভাবে স্তুত হইয়া সূর্যাদেব
মনোহর অস্তাচলে গমন করিতেছেন । সুতরাং আপনিও শুদ্ধচিত্তে সঙ্ক্যা-
উপাসনা করিতে গমন করুন ॥ ২২ ॥

মহাষি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাণ্ড রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দণ্ডোপাখ্যান নামক
৮৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

(৮৯) একোননবতিতমঃ সর্গঃ

ঋষের্বচনমাস্ত্রায় রামঃ সঙ্ক্যামুপাসিতুম্ ।

উপাক্রামৎ সরঃ পুণ্যম্প্ররোগণসেবিতম্ ॥ ১ ॥

তত্রোদকমুপস্পৃশ্য সঙ্ক্যামম্বাস্ত্র পশ্চিমাম্ ।

আশ্রমং প্রাবিশদ্রম্যৎ কুন্তয়োনের্মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥

তস্তাগস্ত্যো বহুবিধং ফলমূলং রসায়নম্ ।

শাল্যাদীনি পবিত্রাণি ভোজনার্থমুপাহরৎ ॥ ৩ ॥

স ভুক্তবান্ রঘুশ্রেষ্ঠস্তদমমমুতোপমম্ ।

শ্রীতচ্চ পরিতুষ্টচ্চ তাং রাত্রিং সমুপাবিশৎ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। বিপুলং সরঃ।

৩। লো টী। রসাস্বিতম্ অস্ত্রেন বসেনাস্বিতং শোভনং দৃশ্যং রসবৎ স্বতো বসবৎ চিত্রং নানাবিধম্।

[লো-টী।] পুতঃ স্বত এব পবিত্রঃ।

রামচন্দ্র ঋষির বাক্যানুসারে অঙ্গরোগণসেবিত পবিত্র সরোবরে সঙ্ক্যা-উপাসনা করিতে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি সেই সরোবরে আচমনপূর্বক সায়াংকালীন সঙ্ক্যা-উপাসনা করিয়া মহাত্মা অগস্ত্যের রমণীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥

অগস্ত্য বহুবিধ সরস ফলমূল এবং পবিত্র হৈমন্তিক ধাত্বের তণ্ডুল প্রভৃতি তাঁহার ভোজনার্থে উপহার দিলেন ॥ ৩ ॥

রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সেই অমৃততুল্য অন্ন ভোজন করিয়া শ্রীত এবং পরিতুষ্ট হইয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ॥ ৪ ॥

১। হ 'উপক্রাম তৎ'। ২। হ '-বহলং সরঃ'। ৩। হ '-শ্রামঃ'। ৪। হ '-রসাস্বিতম্'। ৫।

হ 'শোভনং রসবচ্চিত্রং'। ৬। হ 'নর-'

প্রভাতে কল্যামুখায় কৃত্বা পৌৰ্ব্বাহ্নিকং ক্রিয়াম্ ।

অনুজ্ঞাপয়িতুং রামো মহর্ষিমুপচক্রমে ॥ ৫ ॥

অত্রবীচ্চাভিগম্যাথ তমুষিং সংশিতব্রতম্ ।

আপৃচ্ছে সাধু যাস্তামি মামনুজাতুমর্হসি ॥ ৬ ॥

ধন্যোহস্ম্যনুগৃহীতোহস্মি দর্শনেন মহাত্মনঃ ।

দ্রক্ষ্যে ক পুনরেষ্ঠ্যামি পাবনার্থমিহাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

তথা ক্রবতি কাকুৎস্থে বাক্যমদ্ব্যুতদর্শনম্ ।

উবাচ পরমপ্রীতো বাস্পকণ্ঠো মহামুনিঃ ॥ ৮ ॥

অত্যদ্ব্যুতমিদং বাক্যং তব রাম শুভাক্ষরম্ ।

পাবনঃ সর্বভূতানাং স্বমেব রঘুনন্দন ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। কল্যাং ঋঃ প্রভাতে উখায়। 'কৃত্বাহ্নিকমনুত্তম'মিতি পাঠঃ সার্কজঃ, আহ্নিকং নিত্যকৃত্যম্ অনুত্তমং যথা শ্রাৎ। 'কৃত্বা পৌৰ্ব্বাহ্নিকং বিধি'মিতি কচিং পাঠঃ।

৮। লো-টী। অদ্ব্যুতমিব বর্ণনং যন্ত তং রামম্।

৯। লো-টী। পাবনং ভাবপ্রধানোহয়ং শব্দঃ, পবিত্রকারক ইত্যর্থঃ।

রামচন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া পূর্বাহ্নিকৃত্যসমূহ সমাপন করিয়া মহর্ষির নিকটে অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র সংশিতব্রত (সমাপ্তব্রত বা কৃতকৃত্য) ঋষি অগস্ত্যের সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, অনুমতি চাই, আমি গমন করিব, আমাকে আদেশ করুন ॥ ৬ ॥

মহাত্মার দর্শনে আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত হইয়াছি, নিজেকে পবিত্র করিবার জন্য পুনরায় দর্শন করিতে আসিব ॥ ৭ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মহামুনি অগস্ত্য অতিশয় প্রীত হইয়া বাস্পগদগদ কণ্ঠে সেই অদ্ব্যুত বাক্যের বক্তা রামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥ ৮ ॥

রাম, আপনার এই শুভ অক্ষরযুক্ত বাক্য অতিশয় আশ্চর্য্যজনক, আপনি

১। হ 'হ্নিকং বিধি'। ২। হ 'অতিবাত্তবীজাপি'। ৩। হ 'পুনর্নৈবাগমিষ্ঠ্যামি'। ৪। ৫ 'বদকি'। ৬। হ 'তঃ সোধনতো মুনিদত্তমঃ'। ৭। হ '-নঃ'।

মুহূর্তং যেহপি রাম ত্বাং মৈত্র্যং পশ্যন্তি মানবাঃ ।

পাবিতাঃ সৰ্বভূতৈস্তে কথ্যস্তে ত্রিদিবেশ্বরৈঃ ॥ ১০ ॥

যে চ ত্বাং চক্ষুর্ভির্ঘোরৈর্নিরীকন্তাহ মানবাঃ ।

হতাস্তে যমদণ্ডেন সন্তো নিরয়গামিনঃ ॥ ১১ ॥

ঈশস্ত্বং সৰ্বভূতানাং পাবনায় নরবভ ।

কথ্যস্তোহপি লোকে ত্বাং সিদ্ধিমেষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১২ ॥

গচ্ছ চাবিন্মব্যগ্রাঃ পস্থানমকুতোভয়ম্ ।

প্রশাদি রাজ্যং ধর্ম্মেণ গতির্হি জগতো ভবান্ ॥ ১৩ ॥

এবমুক্তস্ত মুনিনা প্রাজ্ঞলিপ্রগ্রহো নৃপঃ ।

অভিবাদয়িতুং রামঃ সোহগত্যমুপচক্রমে ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। মৈত্র্যা সপ্রেমদৃষ্টা, পাবিতাঃ পবিত্রাঃ সপ্ত

১২। লো-টী। পাবনায় পবিত্রং কর্ত্ত্বং কথ্যস্তঃ কীৰ্ত্ত্যস্তঃ ।

নিজেই সমস্ত প্রাণীর পবিত্রতাকারক ॥ ৯ ॥

রাম, যে মানবগণ মুহূর্তের জন্তও আপনাকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করে, তাহাদিগকে সমস্ত প্রাণিগণ এবং দেবগণ পবিত্র বলিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

যে মানবগণ ক্রুরদৃষ্টিতে আপনাকে দর্শন করে, তাহারা যমদণ্ডে নিহত হইয়া সন্তোই নরকে গমন করে ॥ ১১ ॥

নরশ্রেষ্ঠ, আপনি সমস্ত প্রাণীদিগকে পবিত্র করিতে সমর্থ, জগতে আপনার নাম কীৰ্ত্তন করিলেও মানবগণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ॥ ১২ ॥

বাস্তব না হইয়া নির্বিশেষে ভয়শূন্য পথে গমন করুন, ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করুন, আপনিই জগতের একমাত্র গতি ॥ ১৩ ॥

অগস্ত্যমুনি এইরূপ বলিলে মহারাজ রামচন্দ্র কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে

১। চ 'কর্ত্তবিশ'। ২। চ 'মৈত্র্যেপেক্ষতি যে নরাঃ'। ৩। চ 'প্রাণিনস্তে বৈ কীড়ন্তি ত্রিদিবে হরৈঃ'।

৪। চ 'কীৰ্ত্তি প্রাপিনো ভূব'। ৫। চ 'ঈশস্ত্বং রত্নশ্রেষ্ঠঃ পাবনঃ সৰ্বদেহিনাং'। ৬। চ 'জগতি'।

অভিবাণ্ড মুনিশ্রেষ্ঠং তাংচ সৰ্বাংস্তপোধনান্ ।

অধ্যারোহমহাবাহুঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ॥ ১৫ ॥

তং প্রয়াস্তং মুনিগণা আশীৰ্বাদৈঃ সমস্ততঃ ।

অপূজয়ন্ মহাবাহুঃ সহস্রাক্ষমিবামরাঃ ॥ ১৬ ॥

বন্থঃ প্রদৃশ্যতে রামঃ পুষ্পকে হেমভূষিতে ।

চন্দ্রে মেঘসমূহস্থে যথা জলধরাগমে ॥ ১৭ ॥

ততোহর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে হৃষ্টপুষ্টজনৈর্বৃত্তাম্ ।

অযোধ্যাং প্রাপ্য কাকুৎস্থো মধ্যকক্ষাং সমাবিশৎ ॥ ১৮ ॥

১৮। লো-টী। সৰ্বেষামর্থানাং নিশ্চয়ো বথার্থজ্ঞানাং যস্মাৎ সঃ প্রাপ্তঃ প্রাপ্য চ মধ্য
কক্ষাং 'মধ্যকক্ষ'মিতি পাঠে কক্ষায়াম্ মধ্যো।

অভিবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥

মহাবাহু রামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য এবং সেই সকল তপোধনদিগকে অভি-
বাদন করিয়া সুবর্ণভূষিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৫ ॥

মুনিগণ চতুর্দিক হইতে সেই প্রস্থানোদ্ভূত মহাবাহু রামচন্দ্রকে—দেবগণ
যেমন ইন্দ্রকে সংবন্ধিত করেন, আশীৰ্ব্বাক্যে সেইরূপ সংবন্ধিত করিলেন ॥ ১৬ ॥

সুবর্ণভূষিত পুষ্পকরথে আকাশস্থ রামচন্দ্রকে বর্ষাকালে মেঘসমূহস্থ চন্দ্রের
আয় দেখাইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

পরে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র দিবা দ্বিপ্রহরের সময় হৃষ্টপুষ্টজনপরিপূর্ণ অযোধ্যা-
নগরীতে উপস্থিত হইয়া গৃহের মধ্যপ্রাকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৮ ॥

১। হ 'সর্বান্ মহামুনিব্'। ২। হ 'অত্যারোহত চাবাগ্রঃ'। ৩। অতঃ পরং হ 'অত্যর্চিতস্ত
অবিতর্জগাম হুমহামতিঃ' ইত্যধিকম্। ৪। হ 'অর্চনাধিক্রিয়ে সৰ্বে মহেন্দ্রবমরা ইব'। ৫। হ 'স দৃশ্যে'। ৬।
হ 'গজন্ দিক্কাং পুরীম্'। ৭। হ '-কামবাতরং'।

ততস্ত তদ্ ব্রহ্মবিনির্মিতং শুভং বিমানবর্ষ্যং বহুরত্নমণ্ডিতম্ ।

বিসৃজ্য বীরো রঘুবংশবর্দ্ধনো ব্যচিস্তয়দ্ যজ্ঞবিধিং মহামনাঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যর্থে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে রামপ্রত্যাগমনং নাম
একোনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৯ ॥

১৯। লো-টী। বিসৃজ্য ঘাহীতি উক্লা, 'বিসর্জ্যে'তি পাঠে ত্যাজয়িত্বা। যজ্ঞবিধিং
যজ্ঞস্ত কারণম্।

শ্রীরামপ্রত্যাগমনম্ ॥ ৮৯ ॥

পরে মহামনাঃ রঘুবংশবর্দ্ধন বীর রামচন্দ্র ব্রহ্মার নির্মিত বহুরত্ন-শোভিত
বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পকরথকে বিদায় দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় চিন্তা করিতে
লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাম্বীকি প্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শ্রীরামপ্রত্যাগমন-নামক
৮৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

(৯০) নবভিতমঃ সর্গঃ

ততো^১ বিশ্বজ্য রুচিরং পুষ্পকং কামগামি তৎ ।

কক্ষান্তরস্থিতং ক্ষিপ্রং দ্বাঃস্থং রামোহব্রবোধচঃ ॥ ১ ॥

লক্ষ্মণং ভরতকৈব গচ্ছ ত্বং লঘুবিক্রম ।

মমগমনমাখ্যায় শীঘ্রমানয় মাচিরম্ ॥ ২ ॥

শ্রোত্বা তু ভাষিতং তস্য রামশ্রাক্ষিককর্ণণঃ ।

দ্বাঃস্থঃ কুমারাবাহুয় রাঘবায় শ্রবেদয়ৎ ॥ ৩ ॥

দৃষ্ট্বা তু রাঘবো প্রাপ্তো প্রিয়ো ভরতলক্ষ্মণো ।

পরিষজ্য ততো রামো বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৪ ॥

কৃতং ময়া যথোদ্দিক্তং দ্বিজকার্যমনুত্তমম্ ।

ধৰ্ম্মসেতুমহং ভূয়ঃ কৰ্ত্ত্বমিচ্ছে যশস্করম্ ॥ ৫ ॥

৫। লো-টী। ধৰ্ম্মসেতুং যজ্ঞম্ ।

তার পর রামচন্দ্র সেই মনোহর কামগামী পুষ্পকরথকে বিদায় দিয়া সত্বর
অশ্রু প্রকোষ্ঠে স্থিত দৌবারিককে বলিলেন— ॥ ১ ॥

তুমি দ্রুতগতিতে ভরত এবং লক্ষ্মণের সমীপে গমন করিয়া আমার
আগমনের সংবাদ বলিয়া শীঘ্র [তাহাদিগকে] আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না ॥ ২ ॥

অক্লিষ্টকর্ণা রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া দৌবারিক কুমারদ্বয়কে
আহ্বান করিয়া রামচন্দ্রকে বিজ্ঞাপিত করিল ॥ ৩ ॥

তার পর রামচন্দ্র প্রিয় ভরত এবং লক্ষ্মণকে দেখিয়া আলিঙ্গনপূর্বক এই
কথা বলিলেন— ॥ ৪ ॥

আমি প্রতিজ্ঞানুরূপ ব্রাহ্মণের কার্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছি, পুনরায়
ধৰ্ম্মকার্যের মর্যাদা (সীমা) স্বরূপ যশস্কর কিছু করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫ ॥

১। হ ইদমৰ্থং নাস্তি'। ২। হ 'স নিবিক্রাসনে শুভ্রে'। ৩। হ 'রাজাব্রবীণম্'। ৪। হ '-মতো
ভূয়ঃ কৰ্ত্ত্বমিচ্ছামি রাঘবো'।

যুবাভ্যামাত্মভূতাভ্যাং রাজসূয়মমুত্তমম্ ।

সহিতো যক্ষু মিচ্ছামি যত্র ধর্মো হি শাস্বতঃ ॥ ৬ ॥

ইক্ষু । হি রাজসূয়েন মিত্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ ।

সুসমুজ্জেন বিধিবদ্বরণঙ্কমবাণ্ডবান্ ॥ ৭ ॥

সোমশ্চ রাজসূয়েন যজ্ঞেনেক্ষু । হি ধর্মবিৎ ।

প্রাপ্তবান্ সর্বলোকেষু কীর্তিঃ স্থানক শাস্বতম্ ॥ ৮ ॥

তস্মাদ্ ভবন্তৌ যচ্ছ যঃ সন্ধিস্ত্য তস্ময়া সহ ।

হিতং চায়তিযুক্তক প্রযতো বক্তুর্মহতঃ [?] ॥ ৯ ॥

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ধীমতঃ ।

ভরতঃ প্রাজ্জলিভূত্বা বচনং প্রত্যাচ হ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। মিত্রো মিত্রনামাদিত্যঃ ।

৯। লো টী। আয়ত্যাং উত্তরকালে তদাশ্বে বর্তমানে চ ।

আমি আত্মতুল্য তোমাদের সহিত অত্যুত্তম রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি, যাহাতে শাস্বত ধর্ম লাভ হয় ॥ ৬ ॥

শত্রুনিহন্তা মিত্রদেব মহাসমারোহে রাজসূয়যজ্ঞ যথাবিধি সম্পাদন করিয়া বরণঙ্ক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

ধর্মজ্ঞ সোমদেব (চন্দ্র) রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সমস্ত লোকमध्ये কীর্তি এবং শাস্বত স্থান লাভ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

সুতরাং যাহা মঙ্গলকর এবং ভবিষ্যতে সুখকর তাহা তোমরা আমার সহিত আলোচনা করিয়া বল ॥ ৯ ॥

ধীমান্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কৃতাজ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন—॥ ১০ ॥

১। হ 'তত্র'। ২। হ 'তু'। ৩। হ '-মুগাগমৎ'। ৪। হ 'সন্ধিস্ত্য কার্ণেহস্মিন্ যৎ স্মমং হিতম্'। ৫। হ 'আয়তাক তদাশ্বে চ তন্ বক্তুর্মহতঃ সহ'। ৬। হ 'রাববসোদং বাক্যং বাক্যবিশারদ'। ৭। হ 'বাক্যমেত্ত্ববাচ হ'।

ত্বং ধর্মঃ পরমঃ সাধো ত্বয়ি সর্ব্বা বশুন্ধরা ।

প্রতিষ্ঠিতা মহাবাহো যশশ্চামিত্রকর্ষণ ॥ ১১ ॥

মহৌপালাশ্চ সর্বে ত্বাং প্রজাপতিমিবামরাঃ ।

নিরীক্ষন্তে মহাত্মানং লোকনাথং যথা বয়ম্ ॥ ১২ ॥

প্রজাশ্চ পিতৃবদ্রাজন্ পশ্যন্তি ত্বাং মহামতে ।

ত্বং পৃথিব্যাং নরশ্রেষ্ঠ প্রাণিনাং পরমা গতিঃ ॥ ১৩ ॥

স ত্বমেবংবিধং যজ্ঞমাহর্তা তু কথং নৃপ ।

পৃথিব্যাং সর্ব্ববংশানাং বিনাশো যত্র দৃশ্যতে ॥ ১৪ ॥

যে কেচিৎ পুরুষা রাজন্ পৌরুষং সমুপাশ্রিতাঃ ।

সর্ব্বেষাং ভবিতা চাত্র ক্ষয়ঃ কালান্তকোপমঃ ॥ ১৫ ॥

১৪। লো-টী। আহর্তা আহারকর্তা ভবিষ্যদীতার্থঃ। কেচিৎসু এবংবিধং যজ্ঞং কুর্কতে ইত্যর্থঃ।

১৫। লো-টী। কালান্তকস্ত প্রলয়কালীনান্তকস্ত কর্তব্যাক্রয়োপম ইত্যর্থঃ।

হে শত্রুসংহারক মহাবাহো, আপনি সাক্ষাৎ পরম ধর্ম, আপনাতেই সমস্ত বশুন্ধরা এবং যশঃ প্রতিষ্ঠিত ॥ ১১ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেবগণ যেভাবে দর্শন করেন, আমাদের আয় সমস্ত নৃপতিগণও মহাত্মা লোকনাথ আপনাকে সেইভাবে দর্শন করেন ॥ ১২ ॥

মহামতে, রাজন্, প্রজাগণ আপনাকে পিতার আয় দেখেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনিই পৃথিবীতে প্রাণীদিগের পরম আশ্রয় ॥ ১৩ ॥

রাজন্, সেই (লোকপ্রিয়) আপনি কিরূপে এতাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, যাহাতে পৃথিবীর সমস্ত বংশের বিনাশ দৃষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

রাজন্ যে সকল পুরুষ বলবীৰ্য্য সমন্বিত (বীর), এই যজ্ঞে তাহাদের সকলের প্রলয়কালীন ধ্বংসের আয় ধ্বংস হইবে ॥ ১৫ ॥

১। হ 'লোক-'। ২। '-নো'। ৩। হ 'পৃথিব্যাং গতিভূতৌহসি সর্ব্বোবাং প্রাণিনাং প্রভো'।

৪। হ 'কৃতানাং'।

শ্রায়তে^১ হি মহারাজ সোমশ্রী^২পি মহোজসঃ ।

জ্যোতিষা^৩ স্তমহদ্ যুদ্ধং সংগ্রামে তারকাময়ে ॥ ১৬ ॥

বরুণস্ত মহাঘোরঃ সংগ্রামো মৎস্তকচ্ছপৈঃ ।

নির্বৃত্তো রাজশার্দূল যত্র কীণা জলেচরাঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রায়তে রাজসূয়াস্তে^৪ শক্রস্য মনুজেশ্বর ।

দেবাস্তরং মহাযুদ্ধং সর্বোৎসেধমবর্তত ॥ ১৮ ॥

হরিশ্চন্দ্রস্য যজ্ঞাস্তে রাজসূয়া রাঘব ।

আড়ীবকং মহাযুদ্ধং সর্বসত্ত্ববিনাশনম্ ॥ ১৯ ॥

পৃথিব্যাং যানি সত্ত্বানি তিৰ্য্যগ্‌ঘোনিগতান্তপি ।

পার্শ্ববানঃ প্রজানাক রাজসূয়ে^৫ ক্রবৎ ক্রয়ঃ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। নির্বৃত্তো নিশ্রমঃ।

১৮। লো-টী। সর্বোৎসাদং সর্বেষামুৎসাদো বিনাশো যত্র তদ্ অগদবর্তত, 'যত্র বর্ষশতং তত' ইতি বা পাঠঃ।

১৯। লো-টী। যজ্ঞাস্তে যজ্ঞস্তেত্যত্র যজ্ঞীলোপঃ।

২০। লো-টী। রাজসূয়ক্রতুঃ ক্রয়ো নাশকঃ। 'রাজসূয়ক্রতুকর' ইত্যেকপদপাঠে ক্রতো ক্রয়ঃ।

মহারাজ, শুনা যায় মহাবলশালী সোমেরও তারকাসংকুল সংগ্রামে জ্যোতিষ্ক-বৃন্দের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

হে রাজশার্দূল, বরুণেরও মৎস্ত এবং কচ্ছপদিগের সহিত ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, যাহাতে জলচরসমূহ বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

হে মনুজেশ্বর, শুনা যায়, ইন্দ্রের রাজসূয়যজ্ঞাবসানে দেবতা এবং অশুরদিগের সর্বধ্বংসী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৮ ॥

হে রাঘব, হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের শেষে সর্বপ্রাণীর বিনাশকর আড়ি (শয়ালিপক্ষী) এবং বকের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

পৃথিবীতে যে সমস্ত পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী আছে, তাহাদের এবং রাজা ও

১। রাজশার্দূল'। ২। হ-'শ্রী'। ৩। হ-'যাং'। ৪। হ-'রাজশার্দূল'। ৫। 'স্তাক্রিষ্টকর্ষণঃ'। ৬। হ-'মহদ্ যুদ্ধ'। ৭। হ-'সাদমবর্তত'। ৮। হ-'কমলুদ্ যুদ্ধ'। ৯। হ-'গ্রামি'। ১০। হ-'নি চ'। ১১। হ-'ক্রত'।

স ত্বং পুরুষশাৰ্দূল গুণৈরমিতবিক্রমঃ ।

পৃথিবীং নার্বিসে হস্তং বশে হি তব বৰ্ত্ততে ॥ ২১ ॥

ভরতস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে রামঃ প্রাণভূতাং বরঃ ॥ ২২ ॥

উবাচ চ পরিষজ্য কৈকেয়া নন্দিবর্দ্ধনম্ ।

শ্রীতোহস্মি পরিতুষ্টশ্চ বাক্যোনানেন স্তত্রত ॥ ২৩ ॥

ইদং বচনমক্লীবং ত্বয়া ধর্মসমাহিতম্ ।

ব্যাহতং পুরুষব্যাভ্র প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ২৪ ॥

এষ তস্মাদভিপ্রায়ং রাজসূয়াং ক্রতুতমাং ।

নিবৰ্ত্তয়ে মহাবাহো তব স্তব্যাহুতেন বৈ ॥ ২৫ ॥

[লো-টা] । ন যজ্ঞেথা যজ্ঞেথা যতোহত্র যজ্ঞে সংশয়ঃ । প্রাণনাশঃ প্রাণিনামিতার্থঃ ।

২৪ । লো-টা । অক্লীবং বিচারসমর্থং ধর্মসাহিতং ধর্মযুক্তম্ ।

প্রজাবৃন্দে রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষয় অবশ্যস্তাবী ॥ ২০ ॥

হে পুরুষশাৰ্দূল, বহুগুণধার অমিতপরাক্রম আপনি আপনার বশবর্ত্তিনী পৃথিবীকে ধ্বংস করিতে পারেন না ॥ ২১ ॥

ভরতের অমৃতোপম কথা শুনিয়া প্রভু রামচন্দ্র অতুল আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ২২ ॥

রামচন্দ্র কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, স্তত্রত, তোমার এই কথায় আমি শ্রীত এবং পরিতুষ্ট হইয়াছি ॥ ২৩ ॥

পুরুষব্যাভ্র, তুমি এই ধর্মসঙ্গত প্রজাপালনোপযোগী যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়াছ ॥ ২৪ ॥

মহাবাহো, স্তবরাং আমি এই তোমার যুক্তিপূর্ণ কথামুসারে সেই ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় হইতে আমার অভিলাষকে নিবর্ত্তিত করিতেছি ॥ ২৫ ॥

১। হ 'হি' । ২। হ 'তথা' । ৩। হ 'সত্যপরাক্রমঃ' । ৪। ক '-রিত' । ৫। হ 'পৃথিব্যাঃ' ।

৬। ক '-য়ো' ।

বালাদপি শুভং বাক্যং গ্রাহং ভরত পূর্বজৈঃ ।

তস্মাদ্ গৃহ্নামি তে বাক্যং প্রজানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীরে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে ভরতবাক্যং নাম
নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯০ ॥

২৬। লো-টী। বালাদপি কনিষ্ঠাদপি। গ্রাহং গৃহীতম্।

[লো-টী।] 'হস্ত হে, 'তত্তেহহ'মিতি বা পাঠঃ।

ভরতবাক্যম্ ॥ ৯০ ॥

ভরত, প্রাচীনগণ বালক হইতেও উত্তম বাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং
প্রজাদিগের মঙ্গলকামনায় তোমার কথা গ্রহণ করিতেছি ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাণ্ড রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ভরতবাক্য নামক
৯০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

(৯১) একনবতিতমঃ সর্গঃ

তথোক্তবতি রামে তু ভরতে চ মহাত্মনি ।

লক্ষ্মণোহপি শুভং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্ ॥ ১ ॥

অশ্বমেধো মহাযজ্ঞঃ পাবনঃ সর্বপাপুনাং ।

অপাপস্ত স তে রাজন্ রোচতাং ক্রতুরুত্তমঃ ॥ ২ ॥

ক্রীয়তে চ যথা পূর্বং বাসবঃ স মহাযশাঃ ।

ব্রহ্মহত্যাৱতঃ শ্রীমানশ্বমেধেন পাবিতঃ ॥ ৩ ॥

পুরা কিল মহাবাহো দেবাস্থরসমাগমে ।

বৃত্তো নাম মহানাসীদ দৈতেয়ো লোকবিশ্রুতঃ ॥ ৪ ॥

বিস্তোর্ণো যোজনশতমুচ্ছিতস্ত্রিগুণং তথা ।

অনুরাগেণ লোকন্তঃ সর্বস্নেহেন পশ্যতি ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। অপাপস্ত অপাপায়, তে ভুভাম্।

৪। লো-টী। তদা 'পুরা' বা পাঠঃ। দেবাস্থরসমাগমে সমাজে।

৫। লো-টী। অনুরাগেণ সর্বলোকাস্থরজনেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র এবং ভরত এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণও রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে উত্তম কথা বলিলেন— ১ ॥

রাজন্, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সমস্ত পাপের বিনাশক, আপনি নিষ্পাপ হইলেও সেই উত্তম যজ্ঞেই আপনার অভিলাষ হউক ॥ ২ ॥

শুনা যায়, মহাযশস্বী শ্রীমান্ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা পবিত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

মহাবাহো, পুরাকালে দেবাস্থর-সমাজে বৃত্তনামে লোকবিখ্যাত এক ভীষণ দৈত্য ছিলেন ॥ ৪ ॥

সেই বৃত্ত দৈর্ঘ্যে শত যোজন এবং উর্দ্ধে তিনশত যোজন উন্নত ছিলেন।

১। হ '-তাপি দুর্দ্ধং রোচতাং তে ক্রতুরুত্তমঃ'। ২। হ '-তাং তু'। ৩। হ 'হুমহা-'। ৪। হ '-ন হরমেধেন'। ৫। হ '-সমস্তঃ'। ৬। হ '-মুখিত-'। ৭। হ '-গন্তঃ'।

ধর্মজ্ঞঃ^১ বদান্তঃ^২ বুদ্ধা চ পরিনিষ্ঠিতঃ ।

শান্তি স্ম পৃথিবীং সর্ব্বাং ধর্ম্মেণ স্তসমাহিতঃ ॥ ৬ ॥

তস্মিন্ প্রশাসতি মহীং সর্ব্বকামফলা দ্রুমাঃ ।

রসবন্তি প্রভূতানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ৭ ॥

অকুষ্টপচ্যা পৃথিবী স্তসম্পন্না মহাজনঃ ।

স মহীমৌদুশীং ভুঙ্তে স্মীতামদ্ভুতদর্শনাম্ ॥ ৮ ॥

তস্মা বুদ্ধিরথোৎপন্না তপঃ কুর্য্যামনুত্তমম্ ।

তপো হি পরমং শ্রেয়ঃ সম্মোহশ্চেতরৎ সুখম্ । ৯ ॥

৭। লো-টী। প্রভূতানি প্রচুরাণি ।

৮। লো-টী। অকুষ্টপচ্যা কৃষিং বিনৈব ফলবতী । অদ্ভুতমাক্ষর্য্যং দর্শয়তীতি তথা ।

৯। লো-টী। ইতরৎ সুখং ইতরবস্তুজন্মং সুখং সম্মোহাহেজ্ঞানজন্মিতার্থঃ । তপঃসুখমেব সুখমিত্যর্থঃ । ‘তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিত’মিতি বা পাঠঃ ।

লোকাভ্যুন্নয়নের ফলে লোকে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে স্নেহের সহিত দেখিত ॥ ৫ ॥

সেই ধর্ম্মজ্ঞ, বদান্ত এবং বুদ্ধিমান ব্রত ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতেন ॥ ৬ ॥

বৃত্রের পৃথিবী-শাসনকালে বৃক্ষ সকল সমস্ত অভিলষিত ফল প্রসব করিত এবং ফল-মূল সকল রসযুক্ত ও প্রচুর ছিল ॥ ৭ ॥

সেই মহাআর শাসনকালে পৃথিবী কর্ণণ ব্যতিরেকেই ফলবতী হইত, তিনি এইরূপ সমৃদ্ধিশালী আশ্চর্য্যদর্শন পৃথিবী ভোগ করিতেন ॥ ৮ ॥

পরে তাঁহার এইরূপ বুদ্ধি হইল যে, আমি তপস্তা করিব, তপস্তাই উত্তম কার্য্য, তপস্তাই পরম শ্রেয়ঃ, অত্ (কর্মাভ্যুন্নয়ন) সুখ মোহমাত্র ॥ ৯ ॥

স নিক্ষিপ্য স্ততং জ্যেষ্ঠং সৰ্বলোকমহেশ্বরম^১।

উগ্রং তপঃ সমাতিষ্ঠৎ তাপয়ন্ সৰ্বদেবতাঃ ॥ ১০ ॥

তপস্তপ্যতি বৃত্তে তু বাসবঃ পরমার্ভবং ।

বিষ্ণুং পরমতেজস্বী বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ১১ ॥

তপ্যমানেন তপসা লোকা বৃত্তেণ নির্জিজ্ঞাতাঃ ।

বলবানেষ ধর্মেণ নৈনং শকোমি শাসিতুম্ ॥ ১২ ॥

যত্সৌ তপ্যতে ভূয়স্তপ এবং সুরোত্তম ।

যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবৎ স্থাশ্যন্তি তদ্বশে ॥ ১৩ ॥

ত্বং চৈনং পরমোদারমুপেক্ষসি চ নিত্যশঃ ।

ক্ষণং হি ন ভবেদ্ বৃত্তঃ ক্রুদ্ধে ত্বয়ি সুরেশ্বর ॥ ১৪ ॥

১৩। লো-টী। ধরিষ্যন্তি জীবিষ্যন্তি। লোকপদং দেবাদিসাধারণম্।

১৪। লো-টী। যদি এনং নোপেক্ষসে তদা ক্রুদ্ধে ত্বয়ি ন ভবেৎ ‘তমেবং পরমোদার-
মুপেক্ষসি চ নিত্যশ’ ইতি বা পাঠঃ।

তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে সৰ্বলোকের অধিপতি মহারাজরূপে নিযুক্ত করিয়া
দেবতাবৃন্দের সম্ভাপজনক কঠোর তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০ ॥

বৃত্ত তপস্তা করিতে লাগিলে অতিতেজস্বী ইন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বিষ্ণুকে
এই কথা বলিলেন—॥ ১১ ॥

স্বাশ্রুতিত তপস্তা দ্বারা বৃত্তাসুরকর্তৃক লোক সমস্ত পরাভূত হইয়াছে।
এই বৃত্ত ধর্মবলে অতিশয় বলবান্ হওয়ায় আমি ইহাকে শাসন করিতে সমর্থ
নই ॥ ১২ ॥

হে সুরোত্তম, যদি এই বৃত্ত পুনরায় এইরূপ তপস্তা করিতে থাকে, তবে সমস্ত
লোক যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন তাহার বশবর্তী থাকিবে ॥ ১৩ ॥

সুরেশ্বর, আপনি এই পরমোদার বৃত্তকে সর্বদা উপেক্ষা করেন, আপনি

১। হ ‘তপ উগ্রং’। ২। হ ‘তপ্যমানেবু দেবেষু’। ৩। হ ‘তপস্ততা মহাবাহো’। ৪। হ ‘তাপিতাঃ’।

৫। হ ‘-বায়ুশ্চৈব ধর্মাশ্চ’। ৬। হ ‘তপ্যতে যত্সৌ’। ৭। ক ‘এব’। ৮। হ ‘স্বমেব’। ৯। হ ‘ক্ষণেন’

১০। হ ‘-রে’।

যদা প্রভৃতি সংযোগং ত্বয়া বিষ্ণো সমাগতাঃ ।

তদা প্রভৃতি দেবা বৈ নাথবন্তুত্বয়া বিভো ॥ ১৫ ॥

স ত্বং প্রসাদং দেবানাং কুরুষ্মহাবল ।

ত্বংকৃতেন হি সর্বং স্মাতং প্রশান্তমখিলং জগৎ ॥ ১৬ ॥

ইমে হি সর্বের বিষ্ণো ত্বাং নিরীক্ষন্তে দিবৌকসঃ ।

বৃত্রঘাতেন মহতা তেষাং সাহ্যং কুরুষ্মহ ॥ ১৭ ॥

ত্বয়া হি নিত্যশঃ সাহ্যং কৃতমেবাং মহাত্মনাম্ ।

অশক্যমিদমন্যেযামগতীনাং গতির্ভব ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টা। প্রশান্তং সুখি ।

বৃত্রবধঃ ॥ ১১ ॥

ক্রুদ্ধ হইলে বৃত্র ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

হে বিষ্ণো, হে প্রভো, যখন হইতে দেবগণ আপনার সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই অবধি তাঁহারা আপনাদ্বারাই সনাথ হইয়াছেন (অর্থাৎ আপনিই দেবতাদিগের প্রভু বা রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছেন) ॥ ১৫ ॥

হে মহাবল, আপনি দেবতাদিগের প্রতি অমুগ্রহ করুন, আপনার অমুগ্রহেই সমস্ত জগৎ শান্তিলাভ করিবে ॥ ১৬ ॥

হে বিষ্ণো, এই দেবতারা সকলেই আপনার দিকে তাকাইয়া আছেন, বৃত্রাসুর-বধরূপ মহৎ কার্য্য করিয়া ইহাদের সাহায্য করুন ॥ ১৭ ॥

আপনি সর্বদাই এই মহাত্মাদিগের সাহায্য করেন, এই কার্য্য অশ্বেয় অসাধ্য, আপনি অগতিদিগের গতি হউন ॥ ১৮ ॥

১। হ 'ঋষি'। ২। হ 'মজরা'। ৩। হ 'বিকো সর্বের'। ৪। হ 'ক্ষ্যন্তে'। ৫। হ 'সহ্য'।

৬। অন্তঃ পয়ং হ 'তথা ত্রযতি দেবেশে দেবা বাক্যমথাত্রবন্' ইত্যধিকম্। ৭। হ 'সহ্য'। ৮। হ '-বেব'।

৯। হ 'অশক্যমপি সর্বেষাম্'। ১০। হ '-ভবান্'।

লক্ষ্মণস্ত তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা শত্রুনিবর্হণঃ ।

বৃত্রঘাতং পরং যত্না কথয়েতি তমব্রবীৎ ॥ ১৯ ॥

রাঘবেণৈবমুক্তস্ত স্মিত্রানন্দিবর্ধনঃ ।

ভূয় এব কথং দিব্যাং কথয়ামাস লক্ষ্মণঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্থে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৃত্রবধব্যবসায়ো নাম
একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

লক্ষ্মণের সেই কথা শুনিয়া শত্রুনিহন্তা রামচন্দ্র বৃত্রবধ-উপাখ্যান উত্তম
মনে করিয়া তাঁহাকে বলিতে বলিলেন ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে স্মিত্রানন্দন লক্ষ্মণ পুনরায় সেই মনোরম উপাখ্যান
বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৃত্রবধব্যবসায়-নামক
৯১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

১। ১৯ ২০ শ্লোকসমূহে আছে হ 'যত্না হি নিত্যং জ্ঞপণা মহাত্মনা দিবৌকস্যাং সহস্রহস্তমং কৃতম্ । বৃত্রেন সর্বো
নিহতাঃ স এব বলেন নিত্যং তপসা চ দেব । প্রতীত্য বিফো ক্রিয়তাং প্রহেলয়া জগৎ প্রশান্তং হি ভবেৎ কৃতেন বৈ ।
ন চাপরেযাং পতিরন্ত বিজ্ঞে কুরুষ তৎ সহস্রহস্তমং বিভো' ॥ ইতি পাঠঃ ।

(৯২) দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ

১
বাসবস্ত বচঃ শ্রুত্বা সর্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্ ।
বিষ্ণুর্দেবানুবাচেদং সর্বানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ১ ॥
২
পূর্বসৌহৃদবন্ধোহস্মি বৃত্তেশ্চ স্তমহাত্মনঃ ।
সহে সর্বমিদং তেন ন চ হস্মি মহাসুরগ্ ॥ ২ ॥
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ ভবতাং কার্য্যমুত্তমম্ ।
তস্মাদুপায়মাখ্যাস্যে যেনাসৌ ন ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥
ত্রিধাতুতং করিষ্যামি আত্মানং সুরসন্তমঃ ।
তেন বৃত্তং সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

২। লো-টা। পূর্বসৌহার্দং দৃঢ়ভক্তিস্তেন। উক্তঞ্চ শ্রীভাগবতে—‘অহং হরে তব পাদমূলদাসাত্মদাসো ভবিতামি ভূঃ’ ইত্যাদি বৃত্তান্তভৌ।

ইন্দ্রের এবং সমস্ত দেবগণের কথা শুনিয়া বিষ্ণু ইন্দ্রপ্রমুখ সমস্ত দেবগণকে বলিলেন— ॥ ১ ॥

আমি মহাত্মা মহাসুর বৃত্তের পূর্বকৃত দৃঢ়ভক্তিদ্বারা বন্ধ আছি, সেই জন্য সমস্ত সহ্য করিতেছি, তাহাকে নিহত করিতেছি না ॥ ২ ॥

আপনাদের উত্তম কার্য্যও অবশ্যই করা উচিত ; সুতরাং উপায় বলিয়া দিব, যাহাতে এই বৃত্তাসুর আর জীবিত থাকিবে না ॥ ৩ ॥

দেবগণ, আমি নিজকে ত্রিধা বিভক্ত করিব, তাহাতে ইন্দ্র বৃত্তকে বধ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

১। ইত্যং পূর্বঃ সর্গরাজে হ ‘লক্ষণস্ত তু তস্যাং শ্রুত্বা পক্রনিবর্ধণঃ। বৃত্তবাতমমুখায় কথয়তি গাত্রবীৎ। রাবকৌণ্ডবহুস্ত স্তমিত্রানন্দিবর্ধনঃ। ভূঃ এব কথাং দিব্যাং কথ্যমানস লক্ষণঃ’। ইত্যাদিকম্। ২। হ ‘শত্রুস্তেহ’। ৩। হ ‘তেন সর্বমিদং সোঢ়’। ৪। হ ‘-মাত্তেহ’। ৫। হ ‘যেন বৃত্তং বধিষ্যতি’। ৬। হ ‘-স্বৈহমাত্তা-’।

একাংশো^১ বাসবং যাতু দ্বিতীয়ো বজ্রমেব তু^২ ।
 তৃতীয়ো^৩ ভূতলং যাতু তদা বজ্রং বধিস্থতি ॥ ৫ ॥
 তথা ক্রবাণং দেবেশমক্রবন্ সর্বদেবতাঃ ।
 এবমেতন্ম সন্দেহো যথা বদসি শক্রহন্ ॥ ৬ ॥
 ভদ্রং তেহস্ত গমিষ্যামো বৃত্রাসুরবধৈষিণঃ ।
 ভজস্ব পরমোদার বাসবং স্যেন তেজসা ॥ ৭ ॥
 ততো দেবা মহাত্মানঃ সহস্রাক্ষপুরোগমাঃ ।
 তমরণ্যমুপাক্রামন্ যত্র বৃত্রো মহাসুরঃ ॥ ৮ ॥
 তেহপশ্যন্তেজসা যুক্তং তপ্যন্তমসুরোত্তমম্ ।
 পিবন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ নির্দহন্তমিবান্বরম্ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। তৃতীয়ো ভূতলমিতি। বৃত্রস্ত মহাশরীরপতনাদ্ ভুবঃ পাতালগমনশঙ্কাতঃ

৭। লো-টী। তে স্বরঃ, বৃত্রাসুরবধৈষিণঃ শক্রস্ত ভদ্রমস্ত।

আমার একাংশ ইন্দ্রের প্রতি, দ্বিতীয়াংশ বজ্রের প্রতি, তৃতীয়াংশ ভূতলে গমন করুক, তাহা হইলে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিবেন ॥ ৫ ॥

দেবদেব বিষ্ণু এইরূপ বলিলে সমস্ত দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে শক্রহন, আপনি যেরূপ বলিলেন ইহা যথার্থই, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

আপনা হইতে মঙ্গল হউক ; বৃত্রাসুরের বধাভিলাষী আমরা গমন করি, হে পরমোদার, আপনি স্বীয় তেজে ইন্দ্রকে আশ্রয় করুন ॥ ৭ ॥

পরে ইন্দ্রপ্রমুখ মহাত্মা দেবগণ যে-অরণ্যে মহাসুর বৃত্র অবস্থান করিতে-
 ছিলেন সেই অরণ্যে গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

তাঁহারা দেখিলেন, তেজস্বী তপস্বীকারী অশুরশ্রেষ্ঠ বৃত্র যেন ত্রিভুবন পান
 (শোষণ) করিতেছে এবং যেন আকাশকে দহ করিতেছে ॥ ৯ ॥

১। হ 'শব্দানিহারাভূ'। ২। হ 'ট'। ৩। হ 'শক্র ততো বৃত্রবধং ক্রু'। ৪। হ 'ক্রবতি দেবেশে
 দেবা বাক্যমথাক্রবন্'। ৫। হ '-নবহাবাহো'। ৬। হ 'দৈত্য'।

দৃষ্টৈব চাস্মরশ্ৰেষ্ঠং দেবাস্ত্রাসমুপাগমন ।

কথমেব বধিষ্ঠামঃ কথং ন স্মাৎ পরাজয়ঃ ॥ ১০ ॥

তেষাং চিস্তয়তামেবঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।

বজ্রং প্রগৃহ্য বাহুভ্যাংক্ষিপদ্ বৃত্রমূর্ধনি ॥ ১১ ॥

ততঃ কালোপমাস্ত্রেণ প্রদীপ্তেন মহার্চিষা ।

পততা বৃত্রশিরসি জগৎ ত্রাসমুপাগমৎ ॥ ১২ ॥

অসম্ভাব্যং বধকৈব বৃত্রস্ত বিবুধাধিপঃ ।

চিস্তয়ানো জগামাশু লোকস্মাস্তং মহাযশাঃ ॥ ১৩ ॥

ততস্তেনৈব বজ্রেণ ক্ষিপ্রং বৃত্রো বাহন্যত ।

তেন চাধর্ম্যযোগেণ সংস্কৃতঃ স শতক্রতুঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। তেযাং মধ্যো সহস্রাক্ষঃ।

১২। লো-টী। ততস্তেন বজ্রেণ বৃত্রশিরসি পততা হেতুনা।

১৩। লো-টী। অসম্ভাব্যং বধং অকর্ষ্যং বধং অষ্টপুত্রস্বাৎ। লোকাস্তং লোকস্মাস্তং প্রাস্তং বহিরিভাষ্যঃ। ‘অন্তঃ প্রাশ্বেহস্তিকে নাশে স্বরূপেহতিমনোহরে’ ইতি বিখ্যঃ।

দেবগণ অস্মরশ্ৰেষ্ঠকে দেখিয়াই ভীত হইলেন; ‘কিরূপে ইহাকে বধ করিব এবং কিরূপে আমাদের পরাজয় হইবে না’ ॥ ১০ ॥

ঔঁহারাই এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র দুইহস্তে বজ্র গ্রহণ পূর্বক বৃত্রাসুরের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১ ॥

কালোপম প্রজ্জ্বলিত মহাপ্রভাশালী সেই বজ্র বৃত্রাসুরের মস্তকে পতিত হওয়ায় জগৎ ত্রাসান্বিত হইল ॥ ১২ ॥

মহাযশস্বী দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের বধ অসম্ভব মনে করিয়া তাড়াতাড়ি জগতের এক প্রান্তে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর সেই বজ্রের প্রহারেই বৃত্রাসুর দ্রুত নিহত হইল, শতক্রতু ইন্দ্র সেই অধর্ম্যে লিপ্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

১। হ ‘-ভ্যাং তত্র’। ২। হ ‘নিগৃহ্য’। ৩। হ ‘-ভ্যাং প্রাশ্বেগোদ’। ৪। হ ‘-স্তেন’। ৫। হ ‘-সি’। ৬। হ ‘বৃত্রেন চাপ বজ্রেণ বৃত্রশিরসি বাহন্যতে’। ৭। হ ‘স্পৃষ্টবৃত্র শতক্রতুঃ’।

তৎ শক্রং ব্রহ্মহত্যা গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি ।
 অপতচ্চাস্ত গাত্রেষু তেনৈন্দ্রঃ দ্বুঃখমাবিশৎ ॥ ১৫ ॥
 হতে রুদ্রে প্রনষ্টেন্দ্রা দেবাঃ সান্নিপূরোগমাঃ ।
 বিষ্ণুং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং যুহুশ্চুহরপূজয়ন্ ॥ ১৬ ॥
 উচুশ্চ তে সুরাঃ সৰ্বে পূজয়িত্বা যথার্থতঃ ।
 ত্বং গতিঃ পরমা দেব ত্বং পূৰ্ব্বো জগতঃ প্রভুঃ ।
 রক্ষার্থং সৰ্বভূতানাং বিষ্ণুং গতবানসি ॥ ১৭ ॥
 হতো রুদ্রস্তয়া দেব ব্রহ্মহত্যা চ বাসবম্ ।
 বাধতে সুরশাঙ্গীল তস্য মোক্ষং বিনির্দ্দিশ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। আবিশং ব্রহ্মহত্যা। আবিশং প্রাপ্তবান্।

১৬। লো-টী। প্রনষ্টঃ অদর্শনং প্রাপ্ত ইন্দ্রো যেষাং তে।

১৭। লো-টী। পূৰ্ব্বঃ পূৰ্ব্বকালে বর্তমানঃ। 'পূৰ্ব্বজো জগতঃ প্রভু'রিত্তি বা পাঠঃ।

১৮। লো-টী। ত্বয়া ব্রহ্মহতেনৈব।

ইন্দ্র গমন করিলে ব্রহ্মহত্যা তাঁহার অনুগমন করিয়া তাঁহার শরীরে পতিত হওয়ায় তিনি দুঃখিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

রুদ্র নিহত হইলে এবং ইন্দ্র দেবগণের নিকট হইতে অদৃশ্য হইলে, অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে পুনঃ পুনঃ পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

সেই দেবগণ বিষ্ণুকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া বলিলেন—দেব, আপনিই আমাদের পরম গতি এবং আপনিই জগতের পুরাতন প্রভু ; সমস্ত প্রাণীর রক্ষার জন্য আপনি বিষ্ণু লাভ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

দেব, আপনার মন্ত্রণায় রুদ্র নিহত হইয়াছে কিন্তু ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে পীড়া দিতেছে ; হে সুরশ্রেষ্ঠ, তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা করুন ॥ ১৮ ॥

১। হ 'তমিন্দ্রং ব্রহ্মহত্যা'। ২। হ 'অথেন্দ্রো'। ৩। হ 'ইন্দ্রে'। ৪। হ 'তৎ'। ৫। হ 'পূৰ্ব্বজো'। ৬। হ 'বিষ্ণুং পূজয়িত্বা'। ৭। হ 'মোক্ষং ওস্ত'।

তেষাং তদ্বচনঃ শ্রুত্বা দেবানাং বিষ্ণুরব্রবীৎ ।

মামেব যজ্ঞতাং শক্রঃ পাবয়িষ্যে শতক্রতুম্ ॥ ১৯ ॥

পুণ্যেন হয়মেধেন মামিচ্ছু। পাকশাসনঃ ।

পুনরেচ্ছতি দেবানামিন্দ্রত্বমকুতোভয়ঃ ॥ ২০ ॥

এবং ব্যাদিশ্য দেবানাং বাগীং তামমুতোপমাম্ ।

জগাম বিষ্ণুরাকাশং দেবা জগ্মুস্তথৈব চ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে বৃজবধোপাখ্যানং নাম

দিনবর্তিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯২ ॥

১৯ । লো-টী । বিহাস্তা ত্যাক্তি । ‘পাবয়িষ্যে শতক্রতু’মিতি পাঠেহং পবিত্রং করিষ্যে ।

২১ । লো-টী । আকাশং স্বস্থানম্ ইতি প্রসিদ্ধং স্বভবনম্ ।

বৃজবধঃ ॥ ৯২ ॥

সেই দেবগণের সেই কথা শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন, ইন্দ্র আমার উদ্দেশ্যেই
যাগ করুন, আমি শতক্রতু ইন্দ্রকে পবিত্র করিব ॥ ১৯ ॥

পাকশাসন ইন্দ্র পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা আমার অর্চনা করিয়া নির্ভয়
হইবেন এবং পুনরায় দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রই লাভ করিবেন ॥ ২০ ॥

বিষ্ণু দেবতাদিগকে এইরূপ অমৃততুল্য কথা বলিয়া স্বস্থানে (আকাশে)
প্রস্থান করিলেন এবং দেবগণও [স্ব স্ব স্থানে] গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

নহবি বায়্বীকপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৃজবধোপাখ্যান-নামক

৯২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

১ । হ ‘তেষাং তদ্বচনঃ শ্রুত্বা দেবানাং বিষ্ণুরব্রবীৎ’ । ২ । হ ‘যজ্ঞতাং’ । ৩ । অশ্ব রোক্তস্থানে চ
‘ইতি হুরগগান্ এশান্ত সর্বাণাং বিধিবদভিপ্রণতশ্চ তৈর্গর্হাষ্টা’ । অতুলবলপরাক্রমেহি বিষ্ণুঃ স্বভবনমেব যযৌ ত্রিক্রিপাৎ’ ॥
পাঠঃ ইতি

(৯৩) ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ

অথ বৃত্তবধং সর্বমখিলেন স লক্ষণঃ ।

কথয়িত্বা রঘুশ্রেষ্ঠঃ কথ্যশেষমথাববৌ ॥ ১ ॥

ততো হতে মহাবীর্যে বৃত্তে দেবভয়ঙ্করে

ব্রহ্মহত্যারতঃ শক্রঃ সংজ্ঞাং লেভে তদা ন সঃ ॥ ২ ॥

সোহস্তুমাত্রিত্য লোকানাং নষ্টসংজ্ঞো বিচেতনঃ ।

কালং তত্রাবসৎ কক্ষিচ্ছেদ্যমানো যথোরগঃ ॥ ৩ ॥

অথ নষ্টে সহস্রাক্ষে উদ্বিগ্নমভবজ্জগৎ ।

ভূমিশ্চ ধ্বস্তসংকাশা নিঃস্নেহা শুদ্ধকাননা ॥ ৪ ॥

নিঃশ্রোতসঃ শ্রবস্ত্যশ্চ বিপদ্যানি সরাংসি চ ।

সজ্জ্ঞাভৈশ্চৈব সত্বানামনারুষ্টিকৃতোহভবৎ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। বৃত্তবধকথায়ঃ শেষমবশেষম্।

৪। লো-টী। প্রনষ্টে অদর্শনং প্রাপ্তে। ধ্বস্তত্যাধঃপতিতস্তেব সকাশো বত্যাঃ সা।

৫। লো-টী। শ্রবস্ত্যাঃ তরঙ্গিন্যাঃ। ‘শ্রবস্তী তু তরঙ্গিন্যাং গুল্মস্থানে চ ঘোষিতা’ত
কোষঃ। ‘নিঃশ্রোতসশ্চাবুহা’ ইতি বা পাঠঃ।

রঘুশ্রেষ্ঠ লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বৃত্তবধবৃত্তান্ত বলিয়া সেই উপাখ্যানের অবশিষ্টাংশ
বলিতে লাগিলেন—॥ ১ ॥

তার পর দেবতাদিগের ভয়ঙ্কর বৃত্তাস্তর নিহত হইলে ব্রহ্মহত্যা-পাপযুক্ত সেই
ইন্দ্র সংজ্ঞাহীন হইলেন ॥ ২ ॥

সংজ্ঞাহীন অচেতন ইন্দ্র জগতের প্রাপ্তদেবে আশ্রয় লইয়া বিলুপ্তিত
সর্পের আয় কিয়ৎকাল তথায় বাস করিলেন ॥ ৩ ॥

এদিকে ইন্দ্র অদৃশ্য হইলে জগদ্বাসী উদ্বিগ্ন হইল, কাননসমূহ শুদ্ধ এবং
পৃথিবী নীরস ও ধ্বস্তপ্রায় হইল ॥ ৪ ॥

বৃষ্টি না হওয়ায় নদীসকল শ্রোতোহীন এবং সরোবর সকল পদ্মহীন হইল ;

১। হ ‘নয়-’। ২। হ ‘-ন্য ততোহববৌ’। ৩। হ ‘ন বৃত্তা’। ৪। হ ‘বৃত্তাশ্চ বিগতোদকাঃ’।

কায়মাণে তু লোকেহস্মিন্ সজ্জাস্তাঃ সৰ্বদেবতাঃ ।

যথোক্তং বিষ্ণুনা পূৰ্ব্বং হয়মেধমুপানয়ন্ ॥ ৬ ॥

ততঃ সৰ্বৈঃ সুরগণাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহর্ষিভিঃ ।

তং দেশং সহিতা জগ্মুর্ষত্রেন্দ্রো ভয়মোহিতঃ ॥ ৭ ॥

তে তু দৃষ্ট্ৱা সহস্রাক্ষং মোহিতং ব্রহ্মহত্যায়া ।

দাক্ষিণ্যত্না ততো দেবা মুহূৰ্ত্তে যজ্ঞিয়ে তদা ।

যাজয়ানাসুরমরা হয়মেধেন বাসবম্ ॥ ৮ ॥

ততোহশ্বমেধঃ স্রমহান্ মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ।

বরুধে ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনার্থং শচীপতেঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টা। সংক্ষিপ্যমাণে বিনশ্রুতি সতি সমুপানয়ন্ অশ্বমেধসামগ্রীং সমপাদয়ন্ ।

৮। লো-টা। সহস্রাক্ষং ঠেট্। সজ্জয়া পূজয়িত্বা বা ।

প্রাণীদিগের মধ্যে অনাবৃষ্টি-জন্ম চাকল্য উপস্থিত হইল ॥ ৭ ॥

এই জগৎ ক্ষয় হইতে চলিলে সমস্ত দেবগণ ভীত হইয়া বিষ্ণুর পূর্বোক্ত কথামুসারে অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করিলেন ॥ ৬ ॥

পরে উপাধ্যায় এবং ঋষিগণের সহিত সকল দেবতার। সম্মিলিত হইয়া যেস্থানে ইন্দ্র ভয়ে মুচ্ছিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন তথায় গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

তার পর সেই দেবগণ সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যার ভয়ে বিহ্বল দেখিয়া যজ্ঞিয় মুহূৰ্ত্তে তাঁহাকে দাক্ষিত্য করিলেন । [এইরূপে] দেবগণ ইন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন ॥ ৮ ॥

তার পর শচীপতি মহাত্মা মহেন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা হইতে পরিত্রাণের জন্ম অতি-বৃহৎ অশ্বমেধ-যজ্ঞ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

১। হ 'সজ্জায়মাণে'। ২। হ '-হয়ন্'। ৩। হ 'সুরগণাঃ সৰ্বৈঃ'। ৪। হ 'তং পুণ্ড্রতয়া
দেবেশববমেধং প্রচক্রিয়ে'। ৫। হ ইদমৰ্জং নাতি। ৬। হ 'জীমান্'।

ততো যজ্ঞসমাপ্তৌ তু ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনঃ ।

অভিগম্যাত্রবীদ্ধাক্যং ক মে স্থানং বিধাস্যথ ॥ ১০ ॥

উচুশ্চ তাং ততো দেবা হৃষ্টাঃ প্রীতিসমম্বিতাঃ ।

চতুর্ধা বিভজ্যান্মাত্মনৈব ছুরাসদে ॥ ১১ ॥

দেবানাং বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনাম্ ।

সন্নিধিস্থানমন্যত্রে বরয়ামাস চুর্ব্বসা ॥ ১২ ॥

ভাগেনৈকেন সলিলে বসেয়ং সুরসন্তমঃ ।

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দর্পয়ী কামচারিণী ॥ ১৩ ॥

ভূমৌ সর্ব্বমহং কালং দ্বিতীয়াংশেন সর্ব্বদা ।

বৃক্ষেষু চ নিবৎস্তামি সত্যমেতদ্ধ্বামি বঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো.টা। প্রীতিসমাম্বিতা প্রীতচিন্তেন। 'প্রীতিসমম্বিতা' ইতি বা পাঠঃ।

১২। লো.টা। অস্তত্র ব্রহ্মহত্যাতিনোহস্তত্র সন্নিধৌ নিকটে স্থানম্।

১৩। লো.টা। মাসান্ ব্যাপ্য বাস্তামি স্থাস্তামি দর্পয়ী জলকলুষকারিণী।

১৪। লো.টা। ভূমৌ উষঃভূমৌ সর্ব্বং কালং ব্যাপ্য বৃক্ষেষু ভৌমেষু নির্ধাসরূপেণ।

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে 'ব্রহ্মহত্যা' মহাত্মা দেবগণের সমীপে গমন করিয়া বলিল, কোথায় আমার স্থান নির্বাচন করিতেছেন ॥ ১০ ॥

তখন দেবগণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, হে হৃষ্টর্ষে, তুমি নিজকে চারিভাগে বিভক্ত কর ॥ ১১ ॥

হুঃস্থানবাসিনী ব্রহ্মহত্যা দেবতাদিগের কথা শুনিয়া অত্যন্ত অবস্থিতিস্থান প্রার্থনা করিল ॥ ১২ ॥

হে দেবসন্তমগণ, পাপীদিগের দর্পনাশকারিণী এবং স্বেচ্ছাচারিণী আমি স্বীয় একাংশ দ্বারা বর্ষাকালীন চারিমাস জলে বাস করিব ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয় অংশদ্বারা আমি সর্ব্বদা [উত্তর-] ভূমিতে এবং বৃক্ষসমূহে বাস করিব, ইহা আপনাদিগের নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ১৪ ॥

১। হ 'জ্ঞকং স্থানং মে যং বিধস্যথ হ'। ২। হ 'তাবুচুর্ব্বতীং দেবা'। ৩। হ 'ভাবিতং'। ৪। ক '-ধৌ স্থানবতাস্ত'। ৫। হ 'হৃষ্টাঃ'। ৬। হ 'বৎস্তমঃ'। ৭। ইত্যঃ পাশটিক স্থানে 'দ্বিতীয়েন তু বৃক্ষেষু সত্যেনৈতদ্ধ্বামি বঃ'। তৃতীয়েন বস্তু মে ভাগঃ সোহস্ত্র প্রীণং রজঃ হুয়াঃ'। ইতি পাঠঃ।

তৃতীয়ো যন্ত মে ভাগঃ স ত্রীষু রজসাম্বিতঃ ।

চত্বাৰ্য্যহানি ভবিতা তাভিৰ্ঘঃ সঙ্গমিচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

হস্তারো ব্রহ্মণান্ যে তু প্রেক্ষাপূৰ্ব্বমদুষকান্ ।

তাংশচতুৰ্ধেন ভাগেন সংশ্রয়িষ্যে হ্রস্বৰ্ষতাঃ ॥ ১৬ ॥

তামক্ৰবন্ততো দেবা যথাবদনুপূৰ্ব্বশঃ ।

তথা ভবতু তুষ্ঠাঃ স্ম সাধয়স্ব যথেষ্পিতম্ ॥ ১৭ ॥

ততঃ প্রমুদিতা দেবাঃ সহ শক্ৰেণ ধীমতা ।

বিজ্বরঃ পূতপাপা চ বাসবঃ সমপদ্যত ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। তাভিঃ ত্রীভিঃ সহ ষঃ সঙ্গমেতি প্রাপ্নোতি সৌহৃদি চত্বাৰ্য্যহানি ব্যাপ্য সমভাগাঘিতো ভবিতা ভবিষ্যতি। 'সহ সংবসেদিতি' বা পাঠঃ।

১৬। লো-টী। অদুষকান্ অদুষ্টান্ ব্রাহ্মণান্ প্রেক্ষাপূৰ্ব্বং জ্ঞানপূৰ্ব্বকং হস্তাবো দুষয়ন্তঃ, তান্।

১৮। লো-টী। প্রমুদিতা বভূবুরিতার্থঃ। বাসবশ্চ বিগতজ্বরঃ সমপদ্যত বভূব।

আমার যে তৃতীয় ভাগ, তাহা ত্রীলোকের ঋতুর সহিত থাকিবে এবং [ঋতুমতী] ত্রীলোকদিগের সহিত চারিদিন যে সঙ্গম ইচ্ছা করিবে সেও সেই ভাগযুক্ত হইবে ॥ ১৫ ॥

হে শ্রেষ্ঠ দেবগণ, অদুষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে যাহারা জ্ঞানপূৰ্ব্বক বধ করিবে, আমি চতুর্থ ভাগ দ্বারা তাহাদিগকে আশ্রয় করিব ॥ ১৬ ॥

পরে দেবগণ তাহাকে যথাক্রমে বলিলেন, তাহাই হউক, আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, তোমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য কর ॥ ১৭ ॥

অনন্তর ধীমান্ ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া দেবগণ শ্রীত হইলেন এবং ইন্দ্রও সন্তোষপরিহিত ও পাপ হইতে পুত হইলেন ॥ ১৮ ॥

১। হ 'সংবসেৎ পূমান্'। ২। হ 'বৈ'। ৩। হ 'সুপেক্ষাঃ'। ৪। হ 'তামচতুঃ হ্রস্বঃ সর্গে বখা বদসি দুৰ্ব্বশে'। ৫। হ 'ত্রীভাবিতা'। ৬। হ 'সহশ্রাকং ববশ্বিরে'।

প্রশান্তক জগৎ সর্বং সহস্রাক্ষে প্রতিষ্ঠিতে ।

অশ্বমেধং ক্রতুবরং তদা শক্রোহভ্যপূজয়ৎ ॥ ১৯ ॥

ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবো রঘুনন্দন ।

যজস্ব তেন রাজেন্দ্র হয়মেধেন রাঘব ॥ ২০ ॥

ইতি লক্ষ্মণবাক্যমুত্তমং নৃপতিরতীৰ মনোহরং মহাত্মা ।

পরিতোষমবাপ হৃষ্টচেতাঃ স নিশম্যোন্দ্রসমানবিক্রমোজাঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যর্থে বাঙ্গীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞোপাখ্যানং নাম
ত্ৰিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৩ ॥

১৯। লো-টী। প্রতিষ্ঠিতে স্বপদে স্থিতে সতি ।

২১। লো-টী। লক্ষণবাক্যং নিশম্যোভ্যঘ্যঃ ।

ইন্দ্রব্রহ্মহত্যাব্যাপোহঃ ॥ ৯৩ ॥

সহস্রলোচন ইন্দ্র স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে সমস্ত জগৎ শান্তিলাভ করিল এবং
তখন ইন্দ্র যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধের সর্বতোভাবে পূজা (প্রশংসা) করিলেন ॥ ১৯ ॥

রঘুনন্দন, অশ্বমেধের এতাদৃশ প্রভাব ; হে রাজেন্দ্র, সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ
অনুষ্ঠান করুন ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রতুলা-বিক্রমশালী মহাত্মা নৃপতি রামচন্দ্র লক্ষ্মণের অতিমনোহর উত্তম
বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত এবং অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাঙ্গীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞোপাখ্যান নামক
৯৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

(৯৪) চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ

তচ্ছ্রদ্ধা লক্ষ্মণেনোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ।

প্রত্যাচ মহাতেজাঃ প্রহসন্ রাঘবো বচঃ ॥ ১ ॥

এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ ।

বৃত্তঘাতমশেষেণ হয়মেধফলং চ যৎ ॥ ২ ॥

শ্রুয়তে হি পুরা সৌম্য কৰ্দমস্ত প্রজাপতেঃ ।

সুতো বাহ্লীশ্বরঃ শ্রীমানিলো নাম সুধার্মিকঃ ॥ ৩ ॥

স রাজা পৃথিবীং সৰ্ব্বাং বশে কৃত্বা মহাবলঃ ।

প্রজাশ্চৈব নরব্যাস্ত্র পুত্রবৎ পর্য্যপালয়ৎ ॥ ৪ ॥

সুতৈশ্চ পরমোদারৈর্কলবন্তিস্তথাসুতৈঃ ।

যক্ষরাক্ষসগন্ধর্বেষঃ সিদ্ধচারণকিন্নরৈঃ ॥ ৫ ॥

২। লো-টা। অশেষেণ বৃত্তঘাতং হয়মেধফলঞ্চ যদ্বদসি এবমেতৎ ।

বাক্যবিশারদ মহাতেজস্বী রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন— ॥ ১ ॥

নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ, বিস্তৃতভাবে বৃত্তবধবৃত্তান্ত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল বলিলে, তাহা যথার্থ ॥ ২ ॥

হে সৌম্য, শুনা যায় পুরাকালে প্রজাপতি কৰ্দমের পুত্র বাহ্লীশ্বর শ্রীমান্ 'ইল' নামক অতিশয় ধার্মিক এক রাজা ছিলেন ॥ ৩ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, মহাবলশালী সেই রাজা সমস্ত পৃথিবী বশীভূত করিয়া প্রজাদিগকে পুত্রের আয় পালন করিতেন ॥ ৪ ॥

হে রঘুনন্দন, পরমোদার দেবগণ, বলবান্ অসুরগণ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব,

১। হ-'রো রাজা ইলো'। ২। ক 'সপৰ্ব্বজান্'। ৩। হ-'দৈত্যৈশ্চ মহাবলৈঃ'।

স পূজ্যতে নিত্যকালং ভয়াৰ্হৈ রঘুনন্দন ।

বিভ্যতি তস্য রোষাত্ত লোকাঃ সৰ্ব্বৈ মহাত্মনঃ ॥ ৬ ॥

সোহধিরাজো মহানাসীদ্ধশ্চৈ বীৰ্য্যে চ বিশ্রুতঃ ।

বুদ্ধ্যা চ পরমোদারো বাহ্লীরাজো মহাযশাঃ ॥ ৭ ॥

স কদাচিন্মহাবাহ্লশ্চ গয়ামগমমৃপঃ ।

চৈত্রে মনোরমে মাসি সতৃত্যবলবাহনঃ ॥ ৮ ॥

মহদ্ বনমুপাগম্য যুগান্ শতসহস্রশঃ ।

জঘান ন চ বৈ তৃপ্তিরাসীৎ তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৯ ॥

ততো যুগাণামযুতং বধ্যমানং মহাত্মনা ।

যত্র জাতো মহাসেনস্তং দেশমুপচক্রমে ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। অধিগতঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রং জানন্।

১০। লো-টী। মহাসেনো গুহঃ যত্র জাতঃ তং দেশম্। অযুতং বধ্যমানং পীড়িতং হতং বা কর্তৃপদম্, তং দেশমুপচক্রমে ইতি সম্বন্ধঃ।

সিদ্ধি, চারণ এবং কিল্লরগণ ভয়াৰ্হ হইয়া সৰ্ব্বদা তাঁহার পূজা করিতেন, সেই মহাত্মার ক্রোধে সকলেই ভয় পাইতেন ॥ ৫-৬ ॥

অতিশয় বুদ্ধিমান মহাযশস্বী ধৰ্ম্ম এবং পরাক্রমে বিখ্যাত সেই বাহ্লীকরাজ প্রসিদ্ধ সত্ৰাট্ট ছিলেন ॥ ৭ ॥

সেই মহাবাহু নৃপতি কোন সময়ে ভৃত্য, সৈন্য এবং বাহন সমভিব্যাহারে মনোরম চৈত্রমাসে যুগয়া করিতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

ভীষণ বনে উপস্থিত হইয়া শত সহস্র পশু বধ করিয়াও সেই মহাত্মার তৃপ্তি হইল না ॥ ৯ ॥

পরে হাজার হাজার পশু সেই মহাত্মার প্রহারে পীড়িত হইয়া যে দেশে গুহ জন্মিয়াছিলেন সেই দেশে প্রস্থান করিল ॥ ১০ ॥

১। ৮ 'পূজ্যতে নিত্যকালং ভয়াৰ্হৈঃ স মহাযশাঃ'। ২। হ 'বিভ্যাত্ত তস্য রোষাত্ত লোকাঃ সৰ্বোবত'।

৩। হ 'বীৰ্য্যে'। ৪। হ 'কদাচিন্'। ৫। হ 'মাং বিক্রমাবিতঃ'। ৬। হ 'তৃপ্তিঃ স জগাব জগতীপতিঃ'।

তস্মিংশ্চ দেশে দেবেশঃ শৈলরাজমুতাং হরঃ ।

রময়ামাস ছুর্দ্ধ্বঃ সর্কৈবরমুচরৈববৃতঃ ॥ ১১ ॥

রুত্বা স্ত্রীরূপমাত্মানং সর্বানমুচরাস্তথা ।

দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষার্থং তত্র পর্বতনিবরে ॥ ১২ ॥

সন্তানি পুরুষ[যঃ]নামানি যানি তত্র চ কাননে ।

বৃক্ষাঃ পুষ্পামধেয়াশ্চ সর্কৈব তে স্ত্রীকৃতাস্তদা ॥ ১৩ ॥

এতস্মিন্মন্তরে রাজা স ইলঃ কর্দমাত্মজঃ ।

নিঘ্নন্ যুগসহস্রাণি তং দেশং সমুপাগমৎ ॥ ১৪ ॥

সর্বং স্ত্রীময়ং দৃষ্ট্বা তু সব্যালযুগপক্ষিণম্ ।

আত্মানং সানুগৈকৈব স্ত্রীভূতং কর্দমাত্মজঃ ॥ ১৫ ॥

১৫-১৬। লো-টী। সর্কঃ লোকং স্ত্রীময়ং দৃষ্ট্বা। আত্মানং চ সবলং স্ত্রীভূতং দৃষ্ট্বা।

দেবদেব মহাদেব সেই দেশে সমস্ত অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া ছুর্দ্ধ্ব পর্বতের
ঝরণায় পার্বতীর অভিলাষানুসারে নিজেকে এবং সমস্ত অনুচরকে মহিলাকৃতি
করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ১১-১২ ॥

সেই কাননে পুরুষ-নামধারী যে-সকল প্রাণী এবং পুরুষ-নামধেয় যে-সকল
বৃক্ষ ছিল, সমস্তই তখন স্ত্রীলোকের হায়ে আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

এই সময়ে কর্দম-পুত্র সেই মহারাজ 'ইল' সহস্র সহস্র যুগ বধ করত
সেইদেশে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

কর্দমপুত্র রাজা ইল সর্প, যুগ ও পক্ষীর সহিত সকলকে স্ত্রী-যোনি প্রাপ্ত
দেখিয়া এবং অনুচরবর্গের সহিত নিজেকেও রমণীরূপে পরিণত হইতে দেখিয়া

১। হ 'স্মিংশ্চ'। ২। হ '-ইঃ সহ'। ৩। হ 'সর্কৈবাং পার্শ্বাং চ সঃ'। ৪। চ 'তস্মিন্'।
৫। হ 'যে চ তত্র বনোদ্দেশে সবাঃ পুরুষলিঙ্গিনঃ'। ৬। হ 'পুরুষানামঃ সর্কৈব তৎ স্ত্রীভূতং হুত্বৎ'। ৭। হ 'কর্দমত
ভহৃষিণঃ'। ৮। হ 'দেবমুপগমৎ'। ৯। হ 'স দৃষ্ট্বা স্ত্রীভূতঃ সর্কৈব সব্যালযুগপক্ষিণম্'। ১০। হ 'বিদগ্ধং হ'।

রাজাতপ্যত দুঃখেন দৃষ্টান্নানং তথাবিধম্ ।

উমাপতেশ্চ তৎ কৰ্ম জ্ঞাত্বা ত্রাসমুপাগমৎ ॥ ১৬ ॥

ততো দেবং মহান্নানং শিতিকণ্ঠং কপর্দিনম্ ।

জগাম শরণং রাজা সতৃত্যবলবাহনঃ ॥ ১৭ ॥

ততঃ প্রহস্ম বরদঃ সহ দেব্যা ত্রিশূলধৃক্ ।

প্রজাপতিস্তুতং বীরমুবাচ মধুরং বচঃ ॥ ১৮ ॥

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে কাদ্ধিমৈয় মহাবল ।

পুরুষত্বমুতে বীর ক্রহি কিং করবাণি তে ॥ ১৯ ॥

ততঃ স রাজা শোকাক্তঃ প্রত্যাখ্যাতো মহান্ননা ।

স্ত্রীভূতো নৈব জগ্ৰাহ বরমন্ত্যং সুরোত্তমাৎ ॥ ২০ ॥

দুঃখেনাতপ্যত, ততশ্চান্নানং তথাবিধং দৃষ্ট্ৱা উমাপতে: কৰ্ম সমুপাগমৎ ।

অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং এই সমস্ত মহাদেবের কার্য্য বলিয়া জ্ঞাত হইয়া ভীত হইলেন ॥ ১৭-১৬ ॥

পরে ভৃত্য, বল, বাহন সমভিব্যাহারে রাজা ইল কপর্দী মহাত্মা শিতিকণ্ঠ-দেবের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর ত্রিশূলধারী বরপ্রদ মহাদেব দেবীর সহিত হস্তপূর্ব্বক প্রজাপতিপুত্র বীর ইলকে মধুর বাক্যে বলিলেন— ॥ ১৮ ॥

মহাবল রাজর্ষি কাদ্ধিমৈয়, উঠ উঠ ; হে বীর, পুরুষত্বভিন্ন তোমার অপর কি করিব [বল] ॥ ১৯ ॥

পরে মহাদেবকর্ত্ত্বক প্রত্যাখ্যাত স্ত্রীভূতপ্রাপ্ত শোকাক্ত সেই রাজা সেই দেবদেবের নিকট হইতে অস্ত্র বর গ্রহণ করিলেন না ॥ ২০ ॥

১। হ 'ততো দুঃখং সমুপগমঃ কৃষান্নানং'। ২। হ 'উমা'। ৩। হ 'মহাবলঃ'। ৪। হ 'সৌম্য তদুবাচ স্বধ্বজঃ'। ৫। হ 'সৌম্য বরং বরম হব্রত'। ৬। হ 'হুঃখাক্তঃ'। ৭। হ 'বরং পুংস্বাদুতে তদা'।

ততঃ শোকসমাবিষ্টঃ শৈলরাজহৃতাং নৃপঃ ।
 প্রণিপত্য মহাদেবীমুবাচানন্ত্যমানসঃ ॥ ২১ ॥
 ঈশা বরাণাং বরদে লোকানামসি ভাবিনি ।
 অমোঘদর্শনা দেবি ভব সৌম্যে শুভে মম ॥ ২২ ॥
 হৃদগতং তস্য রাজর্ষের্বিজ্ঞায় হরসন্নিধৌ ।
 প্রত্যাচ শুভং বাক্যং দেবী রুদ্রস্য সন্মতা ॥ ২৩ ॥
 অর্দ্ধস্য বরদো দেবো বরদাৰ্দ্ধস্য চাপ্যহম্ ।
 তস্মাদর্দ্ধং গৃহাণ ত্বং স্ত্রীপুংসোর্ধ্বাবদিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥
 তদদ্রুততমং বাক্যং দেব্যাঃ শ্রদ্ধা মহীপতিঃ ।
 সংপ্রহৃষ্টমনা ভূত্বা বাক্যমেতদ্রুবাচ হ ॥ ২৫ ॥

২৪ । লো-টী । অর্দ্ধস্য বরদ ইতি অর্দ্ধস্য বরস্য দাতৃত্যার্থঃ

ইলোপাখ্যানম্ ॥ ২৪ ॥

তার পর শোকাক্ত রাজা অনন্তচিত্তে মহাদেবী পার্শ্বতীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—॥ ২১ ॥

হে বরদে, আপনি লোকদিগের বরদানে সমর্থ; হে সৌম্যে, দেবি, আমার [এই] আপনার দর্শনলাভ সফল হউক ॥ ২২ ॥

রুদ্রপ্রিয়া দেবী সেই রাজার মনোগত ভাব অবগত হইয়া মহাদেবের সমক্ষে মঙ্গলময় প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ২৩ ॥

মহাদেব অর্দ্ধেক বরের দাতা এবং আমি অর্দ্ধেক বরদাত্রী, সুতরাং স্ত্রী বা পুরুষের অর্দ্ধেক—যাহা তোমার অভিপ্রেত হয়—গ্রহণ কর ॥ ২৪ ॥

দেবীর সেই অত্যদ্রুত কথা শ্রবণ করিয়া রাজা সানন্দচিত্তে এই কথা বলিলেন—॥ ২৫ ॥

১। হ 'নৃপ' নিপত্য বরদাঃ প্রাচলিকাকামব্রবীৎ'। ২। হ 'ঈশে'। ৩। হ 'ঐব'। ৪। হ 'অমোঘ দর্শনং চৈব ভব সৌম্যাননে শুভে'। ৫। হ 'বস্ত্রে মনসি বর্ততে'। ৬। হ 'বাহ্যতনুতমব'। ৭। হ 'প্রত্যাচ নরাধিপঃ'।

যদি দেবি প্রসন্না মে রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ।

স্ত্রী ভবেয়ং পরং মাসং মাসক পুরুষঃ পুনঃ ॥ ২৬ ॥

ঈপ্সিতং তস্মা বিজ্ঞায় দেবী স্মরুচিরং বচঃ ।

প্রত্যাচ নরেন্দ্রং তমেবমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

যদা স্বং পুরুষোভূতঃ স্ত্রীভাবং ন স্মরিশ্যসি ।

যদা স্ত্রী চাপরং মাসং ন স্মরিশ্যসি পৌরুষম্ ॥ ২৮ ॥

এবং স রাজা পুরুষো মাসং ভবতি কাদমিঃ ।

ত্রৈলোক্যসুন্দরী নারী মাসমেকমিলাভবৎ ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্থে বাগ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইলোপাখ্যানং নাম
চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

দেবি, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হ'ন, তবে আমি এক মাস পৃথিবীতে
অতুলনীয় রূপবতী রমণী এবং পরে পুনরায় এক মাস পুরুষ হইতে ইচ্ছা
করি ॥২' ॥

দেবী তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া মধুর বাক্যে সেই নরেন্দ্রকে প্রত্যুত্তর
করিলেন, তাহাই হইবে ॥ ২৭ ॥

যখন তুমি পুরুষ হইবে তখন স্ত্রীত্বপ্রাপ্তির কথা স্মরণ করিবে না এবং
যখন অপর মাসে রমণী হইবে তখন পুরুষত্বের কথা বিস্মৃত হইবে ॥ ২৮ ॥

এইরূপে সেই কর্দ্দমপুত্র 'ইল' এক মাস পুরুষ এবং অপর মাসে 'ইলা'
নামে ত্রিভুবনসুন্দরী নারী হইতে থাকিলেন ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইলোপাখ্যান-নামক
২৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

১। হ 'মাসি'। ২। হ 'গ ভুবি সুন্দরী'। ৩। হ 'রমক'। ৪। হ 'বতথা'। ৫। হ 'তদা'।
৬। হ 'নৃপং থাকমেব'। ৭। হ 'যদা চ প্রমদাভূতো ন স্মরিশ্যসি পৌরুষম্'। ৮। হ 'পুরুষক
স্ত্রীভাবং ন স্মরিশ্যসি'। ৯। হ 'মাসং কুখ্য বসত্য'।

(৯৫) পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ

তাং কথাং দিব্যসঙ্কশাং রামেণ সমুদোরিতাম্ ।

লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব শ্রুত্বা পরমবিস্মিতৌ ॥ ১ ॥

তৌ রামং প্রাজ্ঞলী ভূত্বা তস্মৈ রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ।

উপচক্রমতুঃ প্রফুঃ প্রভাবং তস্মৈ বিস্তরম্ ॥ ২ ॥

কথং স রাজা স্ত্রীভূতো বর্তয়ামাস দুর্গতিম্ ।

পুরুষো বা পুনরুত্থা কাং স বৃত্তিমবর্তত ॥ ৩ ॥

স তয়োস্তদৃ বচঃ শ্রুত্বা কৌতূহলসমম্বিতম্ ।

কথয়ামাস কাকুৎস্থস্তস্মৈ রাজ্ঞো যথাভবৎ ॥ ৪ ॥

তমেব প্রথমং মাসং স্ত্রীভূতা লোকহৃন্দরী ।

ভাভিঃ পরিত্বা স্ত্রীভির্যেষু পূর্বং পদানুগাঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো টা। দুর্গতিং দুর্দশাং বর্তয়ামাস নিনায়, বৃত্তিঃ ব্যবহারম্ অবর্তয়ৎ ।

৫-৬। লো-টা। তৎ কাননং বিগাহন্তী প্রবিশন্তী প্রথমং মাসং ভেজে সিংষেবে ইতি

ভরত এবং লক্ষ্মণ রামের কথিত সেই বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয়
বিস্মিত হইলেন ॥ ১ ॥

তঁাহারা কৃতাজ্ঞলি হইয়া রামচন্দ্রের নিকট সেই মহাত্মা ইলরাজার প্রভাব
বিস্তৃতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন— ২ ॥

সেই রাজা স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া কিরূপে সেই দুর্দশা সহিয়াছিলেন এবং
পুনরায় পুরুষ হইয়াই বা কিরূপে কাল অতিবাহিত করিতেন ? ৩ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র তঁাহাদের কৌতূহলপূর্ণ কথা শুনিয়া সেই ইল-রাজার
যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

ইল সর্বলোক-ললামভূতা শারদীয়পদ্মপলাশলোচনা স্ত্রী-রূপ প্রাপ্ত হইয়া

১। হ 'কাকুৎস্থেন সমীকিতা'। ২। হ 'বিস্ময়ং পরমং গতো'। ৩। হ 'প্রাবণং প্রাজ্ঞলিভূত'।

৪। হ 'বিস্তরং তত্ত্বা বাক্যন্ত সংশ্রুতৌ তদুত্তর'। ৫। হ '-ভিঃ'। ৬। হ 'যদা চ পুরুষো ভূত'। ৭। হ 'ভগোত্তম'। ৮। হ '-ভঃ'। ৯। হ 'ভূত'।

তৎ কাননং বিগাহস্তী ভেজে বৈ পুষ্পশোভিতম্ ।

দ্রুমশুল্ললতাকীর্ণং শরৎপদ্মদলেক্ষণা ॥ ৬ ॥

বাহনানি চ সৰ্ব্বাণি ত্যক্ত্বা চৈব সমস্ততঃ ।

পৰ্বতাভোগবিবরে তস্মিন্ রেমে তদা ইলা ॥ ৭ ॥

অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে পৰ্বতস্তাবিদূরতঃ ।

সরঃ স্রুচিরপ্রথ্যং পুণ্যং পক্ষিগণায়ুতম্ ॥ ৮ ॥

ইলা দদর্শ তস্মিন্স্থ বুধং সোমসুতং তদা ।

জলন্তং শ্বেন বপুষা পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্ ৯ ॥

তপস্তপ্যন্তমুগ্রং তমসুমধ্যে দুরাসদম্ ।

যশস্করং কামগমং তারুণ্যে পর্য্যবস্থিতম্ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্বয়ঃ । ‘ষাঃ স্বপূৰ্ণং সমাগতা’ ইতি পাঠঃ । ‘যন্ত পূৰ্ণং যদাহুগা’ ইতি পাঠে যন্ত ইলস্ত
যে চ তে আ সমস্তাং অহুগচ্ছতীতি তথা ।

৭। লো-টী। তস্মিন্ রেমে। পৰ্বতস্ত আভোগঃ পরিপূৰ্ণতা পরিপূৰ্ণবিবরে গৰ্ভে
শুভায়ামিত্যর্থঃ । রাজস্তু চ জনা রেমিরে ইত্যর্থঃ ।

৮। লো-টী। স্রুচিরশ্বেন প্রথ্যা খ্যাতিৰ্ভূত ত ।

১০। লো-টী। যশস্করং পিতুরিত্যর্থঃ । কামগমং স্বেচ্ছাধীনগমনং তারুণ্যপ্রতাপস্থিতং
তারুণ্যং তরুণং বয়ঃ প্রতাপস্থিতং যন্ত তম্ ।

যাহারা তাঁহার পূৰ্বে সহচর ছিল স্ত্রীস্বপ্রাপ্ত সেই অনুচরবৃন্দে পরিবেষ্টিত। হইয়া
পুষ্পশোভিত বৃক্ষ-শুল্ল-সতাকীর্ণ সেই কাননে প্রবেশ করত প্রথম মাস অতিবাহিত
করিতে লাগিলেন ॥ ৫-৬ ॥

তখন সেই ‘ইলা’ চতুর্দিকে বাহন-সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তত্রত্য পৰ্বত-
শুহার মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

পরে একদা পৰ্বতের অনতিদূরে সেই বনপ্রদেশে ইলা একটা বিহঙ্গগণপূর্ণ
পবিত্র রমণীয় সরোবর দেখিলেন। অনন্তর তিনি উদিত পূর্ণচন্দ্রের আয় স্বীয়

সা তং জলাশয়ং সৰ্বং ক্ষোভয়ামাস বিস্মিতা ।

সহ তৈঃ পূৰ্বপুরুষৈঃ স্ত্রীভূতৈরনুযায়িভিঃ ॥ ১১ ॥

বুধস্ত তাং নিরীক্ষ্যৈব মন্থথেনাভিপীড়িতঃ ।

নোপলেভে তদা শর্ম্ম চচাৱ চ ততোহস্তসি ॥ ১২ ॥

ইলাং নিরীক্ষমাণস্ত বুধঃ স্নিগ্ধেন চক্ষুষা ।

চিস্তয়ামাস কামার্ভঃ কা ত্বিয়ং দেবতাধিকা ॥ ১৩ ॥

ন দেবীষু ন নারীষু নাপ্সরঃস্ব স্তমধ্যমা !

দৃষ্টপূৰ্ব্বা ময়া কাচিদনয়া রূপসম্পদা ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। বিশিষ্টং স্মিতং বস্তাঃ সা।

১২। লো-টী। ততস্তপসচ্চাৱ চচাল।

[লো-টী।] বৃত্তাৎ স্বচরিত্রাৎ বৃত্তং চরিত্রং অপাক্রামং অতিক্রান্তবান্। বেলাং তীরম্।

কাস্তিতে দীপ্যমান—সেই সরোবরের সলিলমধ্যে তীব্রতপস্শ্রাকারী—[সাধারণের]
অনভিগম্য [পিতার] যশস্কর স্বেচ্ছাগামী তরুণবয়স্ক সোমপুত্র বুধকে দেখিতে
পাইলেন ॥ ৮-১০ ॥

ইলা [বুধকে দেখিয়া] বিস্মিতা হইয়া স্ত্রীভাবাপন্ন পূৰ্ব্ব-অনুচর পুরুষগণের
সহিত ক্রীড়াদ্বারা সেই জলাশয় আলোড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

বুধ সেই ইলাকে দেখিবামাত্রই কামবাণে বিদ্ধ হইয়া স্বস্তিলাভ করিতে না
পারিয়া জলমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

বুধ স্নিগ্ধনেত্রে ইলাকে দর্শন করিয়া কামার্ভ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,
এই দেবতাধিক সুন্দরী কে ? ॥ ১৩ ॥

আমি দেবী, মানুষী এবং অপ্সরাগণের মধ্যে এতাদৃশ রূপবতী কোম
সুন্দরী ইতিপূৰ্বে দেখি নাই ॥ ১৪ ॥

১। হ 'ভাবিনী'। ২। হ 'রঘুনন্দন'। ৩। হ '-নৈব'। ৪। হ 'স চচাৱ'। ৫। হ '-ণঃ সঃ

ত্রৈলোক্যাত্মধিকাঃ প্রিয়ম্'। ৬। হ 'শোকার্ভঃ'। ৭। হ অজঃ পরং 'বৃত্তং বুধঃ সমাক্রামৎ বেলামিব মহার্ঘবঃ'।

ইতিধিকম্। ৮। হ 'নৈব দেবী ন গন্ধৰ্বা নাপ্সরা স চ মানুষী'। ৯। হ 'নারী রূপেণেনৈব শোভিতা'।

মমেয়ং সদৃশী ভাৰ্য্যা যদি নাশ্চপরিগ্রহঃ ।

ইতি বুদ্ধিং সমাস্থায় জলাৎ শ্বলমুপাগমৎ ॥ ১৫ ॥

সৌহৃথাশ্রমমুপাগম্য চতস্রঃ প্রমদাস্তদা ।

আহ্নয়ামাস ধৰ্ম্মাত্মা তঞ্চ তাঃ সমবাদয়ন্ ॥ ১৬ ॥

পপ্রচ্ছ তাঃ স ধৰ্ম্মাত্মা কঠৈশ্চবা লোকসুন্দরী ।

কিমর্থমাগতা চেহ শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রুত্বা তশ্চ তু তদ্বাক্যমতীব মধুরাক্ষরম্ ।

তা উচুরভিপূজ্যৈনং মধুরং শ্লক্ষয়া গিরা ॥ ১৮ ॥

অস্মাকমেবা স্তশ্রোগী প্রভুত্বে বৰ্ত্ততে সদা ।

অপতিঃ কাননান্তেষু সহাস্মাভিষ্চরত্যসৌ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। নাশ্চপরিগ্রহঃ পত্নী।

১৬। লো-টী। চতস্রঃ চতস্ৰঃ (?)।

১৮। লো-টী। অতিবাজ্জ নমস্কৃত্য।

যদি এই সুন্দরী অশ্ব কাহারও পত্নী না হইয়া থাকে, তবে আমার অনুরূপা ভাৰ্য্যা হইতে পারে,—এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া বৃথ জল হইতে উদ্ধিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

ধৰ্ম্মাত্মা বৃথ জল হইতে উত্থানপূর্বক আশ্রমে আসিয়া চারিটা মহিলাকে আহ্বান করিলেন, তাহারা তাঁহাকে অভিবাদন করিল ॥ ১৬ ॥

সেই ধৰ্ম্মাত্মা বৃথ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকললামভূতা মহিলা কাহার স্ত্রী এবং কি জন্ত এস্থানে আসিয়াছেন তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, [বিস্তারিতভাবে আমার নিকট] বল ॥ ১৭ ॥

তাহারা বুধের এইরূপ শ্রুতিমনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল— ॥ ১৮ ॥

এই নিতম্বিনী আমাদিগের কর্ত্রী, ইনি অবিবাহিতা, আমাদিগের

১। ক 'গ্রহা'। ২। হ 'আশ্রমং সম্'। ৩। হ 'ততস্তাঃ প্রমদাশ্চদা'। ৪। হ 'সমাস্থয়ত'।

৫। হ 'ভাষ্কৈবৈনং বক্ষিরে'। ৬। হ 'সত্যঃ পপ্রচ্ছ'। ৭। হ 'চৈব'। ৮। হ 'ক্যং মধুরং'। ৯। হ

'প্রভূত্বাঃ স্ত্রিঃ সৰ্ব্বা বৃথং পরময়া গিরা'। ১০। হ 'তেহনব'।

তদ্বাক্যমাব্যক্তপদং তাসাং স্ত্রীণাং নিশম্য বৈ ।

বিদ্যামাবর্তনোঃ পুণ্যামাবর্তয়তি ধর্মবিৎ ॥ ২০ ॥

তং ভাবং তদ্বতো জাহ্না তস্মৈ রাজ্ঞো যথা তথা ।

সর্বাস্তত্রার্থিনির্নীরাক্ষবাচ মধুরং তদা . ২১ ॥

যুয়ং কিম্পুরুষা ভূত্বা পর্যটধ্বং শিলোচ্চয়ে ।

আবাসস্ত গিরাবস্মিন্ শীঘ্রমেব বিধীয়তাম্ ॥ ২২ ॥

পুষ্পমূলফলৈঃ সর্ব্বা বর্তয়িষ্যথ সর্ব্বদা ।

স্ত্রিয়ঃ কিম্পুরুষা নাম ভর্তৃন্ সমভিলপ্স্যথ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। আবর্তনোঃ যস্তা জপেন পরোক্ত জ্ঞানং ভবতি সা আবর্তনী বিদ্যা, তাম্, আবর্তয়তি জপতি ।

২১। লো-টী। অর্থিনিঃ সেবিকাঃ ।

২২। লো-টী। কিম্পুরুষাঃ কিম্পুরুষমূর্তয়ঃ স্ত্রিয়ো ভূত্বেন্তি শেষঃ । কিংশ্চো বিতর্কে প্রাপ্তে বা, যুয়ং পূর্ব্বং পুরুষাঃ সন্তঃ অভ্যঃ । শিলোচ্চয়ে শৈলে অস্মিন্ শৈলবরে কিং কিমর্থং নাধাগচ্ছ প্রাপ্তুং ইত্যর্থঃ ।

২৩। লো-টী। বর্তয়িষ্যথ ভীবিষ্যথ ।

সহিত এই বনপ্রান্তে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

ধর্মজ্ঞ বৃধ স্ত্রীগণের সেই নাতিপরিষ্কৃত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পবিত্র আবর্তন-বিদ্যা জপ করিলেন ॥ ২০ ॥

বৃধ ইল-রাজার সেই অবস্থা যথার্থভাবে অবগত হইয়া সেই সমস্ত সেবা-পরায়ণা মহিলাদিগকে বলিলেন— ॥ ২১ ॥

তোমরা কিম্পুরুষ-রমণী (কিন্নরী) হইয়া পর্ব্বতে বিচরণ করিতে থাক এবং শীঘ্রই এই পর্ব্বতে গৃহনির্মাণ কর ॥ ২২ ॥

পুষ্প, মূল এবং ফলদ্বারা তোমরা সকলে সর্ব্বদা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তোমরা কিম্পুরুষ-রমণী নামে বিখ্যাত হইবে এবং পতিলাভ করিবে ॥ ২৩ ॥

১। হ 'সুত'। ২। হ 'বি'ব্যা সর্ব্বমর্থক'। ৩। হ 'ভব'। ৪। হ 'তাঃ সর্বা' যোষিতঃ সোধথ শ্রোবাচ মধুরং বচঃ'। ৫। হ 'বাসং শৈলবনে রম্যে যচ্চাসিরাবগচ্ছ'। ৬। হ 'মূলপত্রফলৈঃ পুষ্পৈঃ'। ৭। হ 'সমুপলপ্স্যথ'।

তচ্ছ্রুত্বা সোমপুত্রশ্চ সৰ্ব্বাঃ কিম্পুরুষান্তথা ।

অজগ্নুঃ পৰ্বতৌদ্দেশং সোমপুত্রশ্চ শাসনাৎ ।

উপাসাকৃক্ৰি়ে চৈব শৈলং সৰ্ব্বা হৃশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যৰ্ধে বায়ীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কিম্পুরুষোৎপত্তিনাম
পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৫ ॥

২৪। লো-টা। কিম্পুরুষাঃ তৎস্রীমূর্তয়ঃ, সন্ধির্যার্থঃ (?)।

কিম্পুরুষোৎপত্তিঃ ॥ ৯৪ ॥

চন্দ্রনন্দন বুধের সেই কথা শুনিয়া সকলেই তাঁহার আদেশে
কিম্পুরুষ-রমণী হইয়া পর্বতমধ্যে আগমন করিল এবং সকলেই পর্বতমধ্যে আশ্রয়
লইল ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বায়ীক প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কিম্পুরুষোৎপত্তি-নামক
৯৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

(২৬) ষষ্ঠবর্তিতমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা কিম্পুরুষোৎপত্তিমুভৌ ভরতলক্ষ্মণৌ ।

আশ্চর্য্যমিতি কাকুৎস্থঃ তদা^১ প্রতিনন্দতুঃ ॥ ১ ॥

অথ^২ রামঃ কথা^৩মেনাং ভূয় এব মহাযশাঃ ।

কথয়ান্নাস ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতিসুতস্ত বৈ ॥ ২ ॥

সর্ব্বাস্তা বিদ্রুতা^৪ দৃষ্ট^৫। কিমরোথ^৬ ষিসত্তমঃ ।

উবাচ রূপসম্পন্নাং স্ত্রিয়ং স প্রহসন্ বচঃ ॥ ৩ ॥

সোমশ্রাহং স্তদয়িতঃ স্ততঃ স্করুচিরাননে ।

ভজস্ব মাং বরারোহে প্রীতিন্সিদ্ধেন চক্ষুষা ॥ ৪ ॥

তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা শূন্যে^৭ স্বজনবর্জ্জিতে :

ইলা স্করুচিরং বাক্যং প্রতুবাচ মহাপ্রভম্ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। বিদ্রুতা গতাঃ।

ভরত এবং লক্ষ্মণ কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের নিকট কিম্পুরুষগণের উৎপত্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ১ ॥

ধর্ম্মাত্মা যশস্বী রামচন্দ্র পুনরায় প্রজাপতিপুত্র ইলের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন— ॥ ২ ॥

সেই সকল কিম্বরীগণকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ঋষিসত্তম বৃধ হস্তপূর্ব্বক সেই রূপবতী মহিলাকে বলিলেন— ॥ ৩ ॥

হে সুমুখি সুন্দরি, আমি ভগবান্ চন্দ্রের প্রিয় পুত্র, তুমি আমাকে প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে অবলোকনপূর্ব্বক ভজনা কর ॥ ৪ ॥

ইলা সেই স্বজনবিরহিত শূন্যপ্রদেশে বৃধের কথা শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লভাবে

১। হ 'তথা প্রত্যননন্দতাম্' (?)। ২। হ 'ভতো'। ৩। হ '-মেতাং'। ৪। হ 'অথ তা'। ৫। ক 'বিস্ততা'। ৬। হ 'তাং স্ত্রিয়ং প্রহসং বচঃ'। ৭। হ 'সো জন-'। ৮। হ '-প্রহস্'।

অহং কামচরী সৌম্য তবাস্মি বশবর্তিনী ।

প্রশাদি মাং সৌমস্বত যথেষ্টসি মহামতে ॥ ৬ ॥

তৎ তস্তা মধুরং বাক্যং শ্রুত্বা হর্ষসমম্বিতঃ ।

সৌহগাং কামবিহারার্থাং সংপ্রগৃহ্য শুচিস্মিতাম্ ॥ ৭ ॥

তস্তাসৌ মাধবো মাস ইলয়া সহ ধীমতঃ ।

ক্ষণভূত ইবাত্যর্থং ব্যতীয়াদ্ রমতো বনে ॥ ৮ ॥

অথ মাসে তু সংপূর্ণে পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ ।

প্রজাপতিস্বতঃ শ্রীমান্ শয়নে প্রত্যবুধ্যত ॥ ৯ ॥

স দদর্শ বুধং তত্র তপস্বং সলিলে তপঃ ।

উর্দ্ধবাহুং নিরালম্বং তং রাজা প্রত্যভাষত ॥ ১০ ॥

৬। লো-টা। ঈষমহং কামপরা কামিনী।

মনোহর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন—॥ ৫ ॥

সৌম্য সৌমনন্দন, আমি স্বাধীনা হইয়াও আপনার বশবর্তিনী হইলাম, মহা-
মতে, আপনার ইচ্ছানুসারে আমাকে আদেশ করুন ॥ ৬ ॥

চন্দ্রপুত্র বুধ তাহার এইরূপ মধুরবাক্য শ্রবণপূর্বক আনন্দিত হইয়া সেই
সুহাসিনী ইলাকে লইয়া রতিক্রীড়ার্থে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

ইলার সহিত বনে বিহার করিতে করিতে সেই ধীমান্ বুধের বৈশাখমাস
ক্ষণকালের স্থায় অতিবাহিত হইল ॥ ৮ ॥

পরে একমাস পূর্ণ হইলে পূর্ণেন্দুবদন প্রজাপতিপুত্র শ্রীমান্ ‘ইল’ শয্যায়
জাগরিত হইলেন ॥ ৯ ॥

সেই রাজা ‘ইল’ সেখানে জলমধ্যে উর্দ্ধবাহু অবলম্বনহীন বুধকে তপস্বী
করিতে দেখিয়া বলিলেন—॥ ১০ ॥

১। হ ‘ইয়ং কামপরা’। ২। হ ‘তবাহং’। ৩। হ ‘তস্মাৎ যসে সহ তস্মাৎ কামী চন্দ্রবসঃ স্কৃতঃ’। ৪। হ
‘স ততঃ’। ৫। হ ‘তস্মাক্রীড়তো গতঃ’। ৬। হ ‘শয়নঃ’। ৭। হ ‘তপস্বন্তং জলাশয়ে’।

ভগবন্ পর্বতং দুর্গং প্রবিষ্টৌহস্মি সহানুগঃ ।

ন চ পশ্যামি তৎ সৈন্ত্যং ক নু তে নামকা গতাঃ ॥ ১১ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা তস্য রাজর্ষেৰ্নষ্টসংজ্ঞস্য ভাষিতম্ ।

প্রত্যাচ বুধো বাক্যং সাস্তুয়ন্ মধুরং তদা ॥ ১২ ॥

শৃণু সর্বং যথা তথাং রাজর্ষে শুভলক্ষণ ।

সংস্তুজ্যস্ব চাত্মানং মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ১৩ ॥

অশ্লার্ষেণ মহতা ভৃত্যাস্তে বিনিপাতিতাঃ ।

ত্বং চাশ্রমপদে স্পৃগ্তো বাতবর্ষভয়াদ্ভিতঃ ॥ ১৪ ॥

সমাশ্বসিহি রাজর্ষে নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ ।

ফলমূলানো বীর বস কাশ্চিদিহ ক্ষপাঃ ॥ ১৫ ॥

১৪। লো-টী। স ইলঃ আশ্রমপদে আশ্রমস্থানে স্পৃগ্তো ময়েত্যর্থঃ।

ভগবন্, আমি অমুচরবর্গের সহিত এই দুর্গম পর্বতে প্রবেশ করিয়া-
ছিলাম, কিন্তু এখন সেই সৈন্তগণকে দেখিতে পাইতেছি না, আমার সেই
অমুচরবর্গ কোথায় গেল ? ॥ ১১ ॥

সেই পূর্বস্মৃতি-শৃণু রাজর্ষির কথা শুনিয়া বুধ তাঁহাকে সাস্তুনা দান করিবার
জন্য মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন— ॥ ১২ ॥

শুভলক্ষণ রাজর্ষে, যথাযথভাবে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, নিজকে স্তুতির
করুন, শোকাবিষ্ট হইবেন না ॥ ১৩ ॥

প্রবল শিলাবর্ষণে আপনার ভৃত্যবর্গ নিহত হইয়াছে এবং আপনিও ঝড়-
বৃষ্টিতে কাতর হইয়া এই আশ্রমে নিজিত হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বীর রাজর্ষে, আপনি আশ্বস্ত এবং সুস্থ হইয়া নির্ভয়ে ফলমূল আহার করত
এই আশ্রমে কয়েক রাত্রি বাস করুন ॥ ১৫ ॥

১। হ 'ওজ' ২। হ 'বৃত্ত' ৩। হ 'কর্দমায়া' ৪। হ 'বদান্যান' ৫। হ 'কপিং
কালং যদাশ্রমে' ।

স রাজা তেন বাক্যেন প্রত্যাশস্তো মহাযশাঃ ।

প্রত্যাচ শুভং বাক্যং দীনো ভৃত্যজনক্ৰয়াৎ ॥ ১৬ ॥

তাক্ষ্যাম্যহমিদং রাজ্যং ন হি ভূতৈর্বিবিনাকৃতঃ ।

বর্তয়েয়ং ক্ৰণং ব্রহ্মন্ মামমুজ্জাতুমর্হসি ॥ ১৭ ॥

সুতো ধর্মপরো ব্রহ্মন্ জ্যেষ্ঠো মম মহাযশাঃ ।

শশবিন্দুরিতিখ্যাতঃ স চ রাজ্যমবাপ্যতি ॥ ১৮ ॥

ন হি শাক্ষ্যাম্যহং ব্রহ্মন্ ভৃত্যদারান্ সুখস্থিতান্ ।

প্রতিবক্তুং মহাতেজঃ কিঞ্চিদপ্যশুভং বচঃ ॥ ১৯ ॥

তথোক্তবতি রাজেন্দ্রে বৃধঃ পরমমদ্বুতম্ ।

প্রত্যাচ শুভং বাক্যং দুঃখার্ভং কর্দমাত্মজম্ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-ট। মামমুজ্জাতুং প্রাণত্যাগে অনুমতিং দাতুম্ ।

১৯। লো-ট। ভৃত্যদারান্ ভৃত্যস্বামীঃ ।

মহাযশস্বী রাজা 'ইল' বৃধের সেই কথায় আশ্বস্ত হইলেন এবং ভৃত্যবর্গের নিধনে দুঃখিত হইয়া পুনরায় বলিলেন—॥ ১৬ ॥

ব্রাহ্মণ, আমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করিব, ভৃত্যবর্গের অভাবে আমি ক্রণকালও জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, আমাকে অনুমতি করুন ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মন্, [আমার অভাবে] অতিশয় যশস্বী ধর্মপরায়ণ 'শশবিন্দু' নামে প্রসিদ্ধ আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য লাভ করিবে ॥ ১৮ ॥

হে মহাতেজস্বিন্ ব্রহ্মন্, আমি সুখে অবস্থিত ভৃত্য-পত্নীদিগকে কোনরূপ অশুভ সংবাদ দিতে পারিব না ॥ ১৯ ॥

রাজশ্রেষ্ঠ 'ইল' এইরূপ অত্যদ্বুত কথা বলিলে বৃধ সেই দুঃখসম্প্লুত কর্দমপুত্র 'ইল'কে প্রত্যাচরণে উত্তমবাক্য বলিলেন—॥ ২০ ॥

১। হ 'অপি তাক্ষ্যাম্যহং প্রাণান্ ন হি ভৃত্যবিবিনাকৃতঃ'। ২। হ 'শাক্ষ্যাম্যহং গদ্য'। ৩। হ 'বৃধে'। ৪। হ '-জাঃ'। ৫। হ 'সোমহৃতঃ প্রভুঃ'। ৬। হ 'রাজসমুদয়'।

ন সস্তাপস্থয়া কার্যাঃ কান্দমেয় মহাছুতে ।
 ফলমূলানো ভূত্বা মমাপ্রমপদে বস ॥ ২১ ॥
 সংবৎসরোষিতস্তাহং কারয়িষ্যামি তে শুভম্ ।
 পুনঃ সমেষ্যতি ভবান্ সর্বভূতাজনেন হ ॥ ২২ ॥
 তস্মৈ তদ্বচনং শ্রুত্বা বুধস্তাক্লিষ্টকর্মাণঃ ।
 বাসায় বিদধে বুদ্ধিং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥ ২৩ ॥
 মাসং স স্ত্রী তদা ভূত্বা রময়ামাস বৈ বুধম্ ।
 মাসং চ পুরুষো ভূত্বা ধর্ম্যে বুদ্ধিং চকার হ ॥ ২৪ ॥
 ততঃ সা নবমে মাসি বুধাৎ সোমসুতাং সূতম্ ।
 জনয়ামাস স্ত্রিশ্রোণী পুরুরবসমৃদ্ধিতম্ ॥ ২৫ ॥

২৩। লো-টী। ব্রহ্মবাদিনা তদ্বাদিনা বুধেন।

হে মহাপ্রভ কর্দমনন্দন, আপনি সস্তাপ করিবেন না ; ফলমূল আহার করত আমার আশ্রমে বাস করুন ॥ ২১ ॥

সংবৎসর বাস করিলে আমি আপনার মঙ্গলবিধানের ব্যবস্থা করিব, আপনি পুনরায় ভূতাবর্গের সহিত মিলিত হইবেন ॥ ২২ ॥

[সেই রাজা] তদ্বক্ত অক্লিষ্টকর্মা বুধের সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার কথামুসারে [সেই আশ্রমে] বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৩ ॥

তখন রাজা 'ইল' এক মাস স্ত্রী হইয়া বুধকে রতিক্রীড়া করাইতেন এবং ৫ অপরমাসে পুরুষ হইয়া ধর্ম্যচর্চা করিতেন ॥ ২৪ ॥

[এইরূপে আট মাস গত হইলে] তার পর নবম মাসে সেই নিতম্বিনী ইলা চন্দ্রপুত্র বুধের ঔরসে তেজস্বী পুত্র পুরুরবাকে প্রসব করিলেন ॥ ২৫ ॥

১। হ 'কর্দ'। ২। হ '-মতে'। ৩। হ '-যিতে বীর'। ৪। হ 'হিতম্'। ৫। হ 'হি'।
 ৬। হ 'ইতি ততঃ কঃ'। ৭। হ 'চকার বুদ্ধিং বাসায়'। ৮। হ 'ভূত্বা সা স্ত্রী বুধং মাসং'। ৯। হ 'সোমসুতা'।
 ১০। হ 'স'। ১১। হ 'সোমসুতাং'।

জাতমাত্রং তু^১ স্ত্রোশ্রোগী পিতুর্হস্তে অবেশয়ৎ ।

বুধস্ত^২ সমবর্ণাভমিলা পুত্রং মহাবলম্ ॥ ২৬ ॥

বুধোহপি পুরুষোভূতং সমাশ্বাস্ত নরাধিপম্

কথাভী রমায়মাস ধর্মযুক্তাভিরত্বান্ ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকৌয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পুরুষবসো জন্ম নাম
বর্ণনাত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৯৬ ॥

২৬ । লো-টী । পিতুঃ সোমস্ত । ‘জাতমাত্রং তু তং বালং’ ‘বুধস্তেতি’ পাঠে পিতুবুধস্ত
হস্তে বুধস্ত পিতুঃ সোমস্ত বা । সোমস্তেব বর্ণো রূপম্ অতো দাঁড়িষ্ট বস্ত তম্ । ‘বুধস্ত সমবর্ণাভ-’
মিতি বা পাঠঃ ।

পুরুষবোজন্ম ॥ ৯৬ ॥

নিতম্বিনৌ ইলা বুধের স্ত্রায় কাস্তিমান্ মহাবলশালী পুত্র প্রসব করিয়াই
তাহাকে পিতার (বুধের) হস্তে অর্পণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

আশ্বতত্ত্বজ্জ বুধও পুরুষত্বপ্রাপ্ত নরপতিকে আশ্বাসিত করিয়া ধর্মকথা দ্বারা
শ্রীত করিলেন ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পুরুষবার জন্ম-নামক
৯৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

(৯৭) সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ

তথোক্তবতি রামে তু তস্মৈ জন্ম তদন্তুতম্ ।

লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব পুনর্বচনমুচতুঃ ॥ ১ ॥

স রাজা সোমপুত্রোণ সংবৎসরমথোষিতঃ ।

অকরোৎ কিং নরশ্রেষ্ঠ তৎ স্বং শংসিতুমর্হসি ॥ ২ ॥

তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভ্রাত্রোঃ স রঘুনন্দনঃ ।

উবাচ পুনরেবাথ কার্দ্দমেঃ কথিতাং কথাম্ ॥ ৩ ॥

পুরুষত্বং গতে শূরে বুধঃ পরমবীৰ্য্যবান্ ।

সংবর্ত্তং পরমোদারমাজহার মহাযশাঃ ॥ ৪ ॥

ভার্গবং চ্যবনং চৈব মুনিং চারিষ্টনেমিনম্ ।

প্রমোদং কাশ্যপমুতং মুনিং ছর্ক্বাসসং তথা ॥ ৫ ॥

[লো-টী।] কাং বৃত্তিং কং প্রকারং চকারেত্যর্থঃ ।

৫। লো-টী। প্রমোদং কাশ্যপমুতমিত্যত্র ‘তমোহরিকিরন’মিতি পাঠে স্বর্ধ্যত্বল্যাম্ ।

রামচন্দ্র পুরুষবার সেই অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত বলিলে লক্ষ্মণ এবং ভরত পুনরায় বলিলেন— ॥ ১ ॥

নরশ্রেষ্ঠ, সেই রাজা ‘ইল’ সোমপুত্র বুধের সহিত সংবৎসরকাল বাস করিয়া পরে কি করিলেন তাহা বলুন ॥ ২ ॥

রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা ভরত এবং লক্ষ্মণের সেই কথা শুনিয়া পুনরায় পূর্ব-কথিত কর্দ্দমপুত্রের [পরবর্ত্তী] বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

সেই বীর পুরুষ প্রাপ্ত হইলে অতিশয় বীৰ্য্যশালী মহাযশস্বী বুধ পরমোদার সংবর্ত্ত মুনিকে আহ্বান করিলেন ॥ ৪ ॥

তদ্বদর্শী বচনাভিজ্ঞ বুধ ভার্গব, চ্যবনমুনি, অরিষ্টনেমি, কাশ্যপপুত্র প্রমোদ,

১। হ ‘উবাচ লক্ষ্মণো কুরো ভরতত মহাযশাঃ’। ২। হ ‘তয়োত্ব বাক্যবৃত্তয়োনিশয়া’। ৩। হ ‘কার্দ্দমি-প্রথিতাং’। ৪। হ ‘বীরো বাক্সিমাণো বুধতত্তঃ’। ৫। হ ‘-মাহুহাব’। ৬। হ ‘চ্যবনং ভার্গবকৈব’। ৭। হ ‘কল্পণ-’।

এতান্ সৰ্বান্ সমানীয বাক্যভ্যন্তত্বদর্শনঃ ।

উবাচ সৰ্বান্ স্নহদো ধৈৰ্য্যেণ স্নসমাহিতঃ ॥ ৬ ॥

অয়ং রাজা মহাবুদ্ধিঃ কৰ্দমশ্চ স্নতস্থিলঃ ।

জানীথৈনং যথাভূতং শ্রেয়ো হ্যস্ম বিধীয়তাম্ ॥ ৭ ॥

বুধে তথা তান্ ক্রবতি তমাশ্রমমুপাগমৎ ।

কৰ্দমঃ স্নমহাতেজা দ্বিজৈঃ সহ মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥

পুলহশ্চ ক্রতুশ্চৈব বযট্কারন্তুধৈব চ ।

ওঙ্কারশ্চ মহাতেজাস্তমাশ্রমমুপাগমন্ ॥ ৯ ॥

তে সৰ্বৈষীতিমনসঃ পরস্পরসমাগমে ।

হিতৈষিণো বাহ্লিপতেঃ পৃথগ্‌বাক্যান্যথাক্রবন্ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। যথাভূতং যেন প্রকারেণ ভূতং জ্ঞাতং প্রাপ্তং তদ্‌ যুগং বুজ্যা জানেন বেধ জানীথ, তত্ত্বম্‌ অস্ম ইলস্ম ।

৮। লো-টী। বিজান্‌ আহ পুলহশ্চেতি । বযট্‌কারঃ ওঙ্কারশ্চ মুনিবিশেষয়োর্নামনী ।

এবং ছৰ্ব্বাসামুনি—ইহাদিগকে আনয়ন করত একাগ্র হইয়া ধৈর্য্যসহকারে সমস্ত বজ্রদিগকে বলিলেন—॥ ৫-৬ ॥

কৰ্দমপুত্র মহাবুদ্ধিমান্‌ এই রাজা 'ইল', ইহার অবস্থা যাহা হইয়াছে তাহা আপনারা জানেন, ইহার মঙ্গলবিধান করুন ॥ ৭ ॥

বুধ তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সহিত অতিভেজস্বী কৰ্দমমুনি সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥

মহাতেজস্বী পুলহ, ক্রতু, বযট্‌কার এবং 'ওঙ্কার' সেই আশ্রমে আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

পরস্পর-সমাগমে শ্রীত হইয়া বাহ্লিপতির (ইলের) হিতৈষী তাঁহারা সকলে

১। হ 'বাক্যজো বাক্যকোবিনঃ' । ২। হ 'স্নতস্থিলঃ' । ৩। হ 'বেধ বুজ্যা' । ৪। হ '-তঃ' । ৫। হ 'তদা-' । ৬। হ '-ভিঃ' । ৭। হ 'বাক্যমুদৈক্যল' ।

কর্দমস্তত্রবীদ্ধাক্যং স্তুতার্থং পরমং হিতম্ ।

দ্বিজাঃ শৃণুত মে সর্বৈ যচ্ছৈয়ঃ পার্থিবস্ত হি ॥ ১১ ॥

নাশ্চং পশ্যামি শরণং তম্মতে বৃষভধ্বজম্ ।

তস্মাদ্ যজ্ঞেন মহতা পূজয়াম বৃষধ্বজম্ ॥ ১২ ॥

অশ্বমেধঃ পরো যজ্ঞঃ প্রিয়শ্চৈব মহাস্থনঃ ।

তে বৈ যজামহে সর্বৈ দ্বিজেন্দ্রাস্তঃ ছুরাসদম্ ॥ ১৩ ॥

কর্দমস্ত তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা সর্বৈ দ্বিজোত্তমাঃ ।

অরোচয়স্তাশ্বমেধং রুদ্রস্তারাদনং প্রতি ॥ ১৪ ॥

সংবর্তস্ত তু তে বিপ্রাঃ শিষ্যত্বমুপপেদিরে ।

মরুতযজ্ঞপ্রতিম ঐলৌ যজ্ঞস্তুদা বভৌ ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টা। মহাস্থানো মহেশস্ত, ছুরাসদং চন্দ্রাপাম্।

বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করিলেন ॥ ১০ ॥

পরে [প্রজাপতি] কর্দম পুত্রের জন্ত পরমহিতকারক এই কথা বলিলেন,—
দ্বিজগণ, আপনারা সকলে এই নরপতির যাহা মঙ্গলজনক তাহা আমার নিকট
হইতে শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

আমি সেই বৃষভধ্বজ (মহাদেব) ভিন্ন উদ্ধারকারক অন্য কাহাকেও দেখিতেছি
না ; স্তুতারাং মহান্ অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা আমরা মহাদেবের অর্চনা করিব ॥ ১২ ॥

অশ্বমেধ প্রধান যজ্ঞ এবং মহাত্মা মহাদেবের প্রিয় ; ব্রাহ্মণগণ, আমরা সকলে
সেই চন্দ্রভ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণগণ সকলেই কর্দমের সেই কথা শ্রবণ করিয়া রুদ্রের সন্তুষ্টির জন্ত
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১৪ ॥

সেই বিপ্রগণ সংবর্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন মরুত-যজ্ঞসদৃশ ইলোর

১। হ 'পূজয়ামঃ কর্দমিন্'। ২। হ 'ন চাশ্বমেধ্যং পরমো যজ্ঞোহতীষ্টঃ পিনাকিনঃ'। ৩। হ 'তস্মাদ্'।

৪। হ 'পার্বিবার্ধে মহেশ্বম্'। ৫। হ 'কর্দমেনৈব যুক্তো তু সর্ব এব বিশ্বব্রতাঃ'। ৬। হ 'অরোচয়ন্ত মহাপ্রাজ্ঞা'।

৭। হ 'সর্বৈ'। ৮। হ 'মরুত'। ৯। হ 'ইলবজ্ঞ'।

স চ যজ্ঞো মহানাসীদ্ বুধাশ্রমসমীপতঃ ।

রুদ্রশ্চ পরমং তোষমাজগাম মহাযশাঃ ॥ ১৬ ॥

অথ যজ্ঞসমাপ্তৌ তু স্ত্রীতঃ পরয়া মুদা ।

উমাপতির্দ্বিজান্ সর্বানুবাচ ইলসমিধৌ ॥ ১৭ ॥

শ্রীতোহস্মি হয়মেধেন ভক্ত্যা চ দ্বিজসত্তমাঃ ।

অস্ম বাহ্লিপতেজ্ঞং কিং করোমি প্রিয়ং শুভম্ ॥ ১৮ ॥

তথোক্তবতি দেবেশে দ্বিজাস্তে স্তসমাহিতাঃ ।

তমক্ৰবন্ প্রসাদৈনং পুরুষত্বং ব্রজত্বিলা ॥ ১৯ ॥

ততঃ শ্রীতিমনা রুদ্রঃ পুরুষত্বং দদৌ পুনঃ ।

ইলায়াঃ স্তমহাতেজা দত্তা চান্তরধীয়ত ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। আজগাম প্রাপ।

১৭। লো-টী। সমীপতঃ সাক্ষদ্ ভূত্বা।

যজ্ঞ আরম্ভ হইল—॥ ১৫ ॥

বুধের আশ্রম-সমীপে সেই স্তমহৎ যজ্ঞ সম্পাদিত হইল এবং মহাযশস্বী ভগবান্ রুদ্র তদ্বারা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

পরে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে উমাপতি অতিশয় শ্রীত হইয়া ইলের সমীপে সকল ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—॥ ১৭ ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আমি আপনাদের ভক্তি এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞে অতিশয় শ্রীত হইয়াছি, এক্ষণে এই বাহ্লিরাজের প্রিয় এবং মঙ্গলজনক কি কার্য্য করিব তাহা বলুন ॥ ১৮ ॥

দেবদেব রুদ্র এই কথা বলিলে ঋষিগণ একাগ্রচিত্তে উহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, ইলা পুরুষত্ব প্রাপ্ত হউন ॥ ১৯ ॥

তখন মহাতেজস্বী রুদ্রদেব সন্তুষ্টচিত্তে ইলার পুনরায় পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অস্তুহিত হইলেন ॥ ২০ ॥

১। হ 'চৈব সমীপতঃ'। ২। হ 'মহৎ'। ৩। হ 'দেবঃ প্রণাদদিত্বাহঃ পুরুষোক্তং ভবেদতি'।

৪। হ 'শ্রীতো মহাদেবঃ'।

নিবৃত্তে হয়মেধে তু গতে চাদর্শনং হরে ।

যথাগতং দ্বিজাঃ সর্ব্বৈঃ জগ্মুস্তে দীর্ঘদর্শিনঃ ॥ ২১ ॥

স রাজা বাহ্লিমুৎস্রজ্য মধ্যদেশে মহাবিশাঃ ।

নিবেশয়ামাস পুরং প্রতিষ্ঠানং যশস্করম্ ॥ ২২ ॥

শশবিন্দুস্ত রাজর্ষিবাহ্লিদেহভবম্ পঃ ।

প্রতিষ্ঠানে ইলো রাজা প্রজাপতিস্তুতোহভবৎ ॥ ২৩ ॥

স কালে প্রাপ্তবান্লোকমিলো ব্রাহ্মমনুস্তমম্ ।

ঐলঃ পুরুরবা আসৌৎ প্রতিষ্ঠানে মহীপতিঃ ॥ ২৪ ॥

২২ । লো-টী । প্রতিষ্ঠানং প্রয়াগম্ ।

২৪ । লো-টী । ব্রাহ্মমনুস্তমমিতি পাঠঃ । ‘ব্রাহ্মণমুস্তম’মিতি পাঠে ব্রাহ্মণশ্চতুর্মুখেন্দ্রং ব্রাহ্মণং সত্যলোকম্ ন-কারলোপাভাব আর্ষঃ ।

ইলায়াঃ পুরুষত্বলাভঃ ॥ ২৭ ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে এবং রুদ্রদেব অদৃশ্য হইলে সেই দীর্ঘদর্শী ব্রাহ্মণ-গণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ২১ ॥

মহাবিশ্বী রাজা ইলও বাহ্লিদেহ পরিভ্রমণ করিয়া মধ্যপ্রদেশে যশস্কর প্রতিষ্ঠাননামক নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ২২ ॥

বাহ্লিদেহে রাজর্ষি শশবিন্দু রাজা হইলেন এবং প্রতিষ্ঠান নগরে প্রজাপতি-পুত্র ‘ইল’ রাজা হইলেন ॥ ২৩ ॥

কালক্রমে ইল সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে ইলার পুত্র পুরুরবাঃ প্রতিষ্ঠানে রাজা হইলেন ॥ ২৪ ॥

১। হ ‘নিবৃত্তে’ । ২। হ ‘ভবে চাদর্শনং গতে’ । ৩। হ ‘রাজা বাহ্লিক-’ । ৪। হ ‘বনুস্তমম্’ । ৫। হ ‘মনোহরম্’ । ৬। হ ‘দিলো’ । ৭। হ ‘ব্রাহ্মণ উত্তমম্’ । ৮। হ ‘হাসীৎ’ ।

ঈদৃশো^১ অশ্বমেধস্য প্রভাবো^২ হি নরর্ষভো ।

স্ত্রীভূতঃ পৌরুষং লেভে যেন বাহ্লীপতিঃ পুরা ॥ ২৫ ॥

ইত্যর্থে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইলাপৌরুষলাভো নাম
সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৭ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠদয়, অশ্বমেধ-যজ্ঞের এতদৃশ প্রভাব, যাহার ফলে পুরা-
কালে বাহ্লীদেবশাধিপতি 'ইল' স্ত্রীও প্রাপ্ত হইয়াও [পুনরায়] পুরুষত্ব লাভ
করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

মহর্ষি বাম্বীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইলাপুরুষলাভ-নামক
৯৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

(৯৮) অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ

এবমাখ্যায় কাকুৎস্থো ভ্রাত্রোরমিততেজসোঃ ।

লক্ষ্মণং পুনরেবাহ ধর্মযুক্তমিদং বচঃ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্ ।

অগ্ন্যাং^১চ বিপ্রপ্রবরান্ যজ্ঞকর্ম্মবিশারদান্ ॥ ২ ॥

এতান্ সর্বান্ সমানীয় মন্ত্রয়িত্বা চ লক্ষ্মণ ।

হয়ং লক্ষণসম্পন্নং বিমোক্ষ্যামি সমাধিনা ।

তানানয় মহাভাগান্ মৎসকাশং ত্বরাস্থিতঃ ॥ ৩ ॥

তদ্বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ ।

দ্বিজান্ সর্বান্ সমাহুয় দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টা। তৈঃ সমুদ্র্য যেন সমাধিনা যেন প্রকারেণ হয়ং বিমোক্ষ্যামি তং প্রকারং বচত ইতি কথয়িত্বামীত্যর্থঃ (৭)। এতান্ সর্বান্ সমাহুয় মন্ত্রয়িত্বা চ লক্ষ্মণ। 'হয়ং লক্ষণসংযুক্তং মোক্ষয়িত্বা [খ ?] লক্ষ্মণ' ইতি কচিং পাঠঃ।

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র অমিততেজাঃ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট এইরূপ বলিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে ধর্মযুক্ত এই কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

লক্ষ্মণ ! বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং যজ্ঞকার্যে বিশারদ অগ্ন্যা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়নপূর্বক তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া আমি যথানিয়মে সুলক্ষণ অথ মোচন করিব ; সুতরাং সেই মহাভাগদিগকে শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন কর ॥ ২-৩ ॥

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া ক্ষিপ্ৰগতিতে সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া রামচন্দ্রকে দর্শন করাইলেন ॥ ৪ ॥

১। হ 'জিজান্ সর্বান্ প্রবরান্'। ২। হ '-হয়'। ৩। হ 'সমুদ্র্য তৈর্হয়ং যেন'। ৪। হ 'লক্ষ্মণঃ'।

তান্ দৃষ্ট^১। দেবসঙ্কাশান্ কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্ ।

অর্চয়িত্বা তু বিধিবৎ স মহাত্মা মহামতিঃ ॥ ৫ ॥

ততো বিনীতবদ্ ভূত্বা রাঘবো দ্বিজসত্তমান্ ।

উবাচ ধর্মসংযুক্তমশ্বমেধাশ্রিতং বচঃ ॥ ৬ ॥

তন্তেষাং দ্বিজমুখানাং রুরূচে পরমাদ্বুতম্ ।

অশ্বমেধমতং রাজ্ঞঃ সাধু সাধ্বিতি চাক্রবন্ ॥ ৭ ॥

বিজ্ঞায় রুচিতং তেষাং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ।

প্রেময়স্ব মহাবাহো স্ত্রীয়ায় মহাত্মনে ॥ ৮ ॥

^২
বক্তব্যশ্চ মহাবাহুর্বহুভিঃ সহ বানরৈঃ ।

^৩
ক্ষিপ্ৰমাগচ্ছ ভদ্রস্তে অনুভোক্তুং মহোৎসবম্ ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। স্ত্রীয়ায় স্ত্রীবমানেভুং প্রেময় দূতমিতি শেষঃ ।

৯। লো-টী। অহুভুত্যাং দৃশ্যতামিতিার্থঃ ।

সেই মহাত্মা মহামতি রামচন্দ্র দেবতুল্য সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের পাদাভিবন্দনপূর্বক যথাবিধি অর্চনা করিয়া বিনয় সহকারে তাঁহাদিগকে ধর্মযুক্ত অশ্বমেধের কথা বলিলেন ॥ ৫-৬ ॥

রাজার সেই অতিবিস্ময়াবহ অশ্বমেধযজ্ঞের অভিলাষ সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের ভাল লাগিল এবং তাঁহারা ‘সাধু সাধু’ বলিয়া প্রশংসা করিলেন ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্র তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—মহাবাহো, মহাত্মা স্ত্রীকে আনয়ন করিবার জন্ত দূত প্রেরণ কর ॥ ৮ ॥

এবং সেই মহাবাহুকে বলিয়া পাঠাও যে, “তোমার মঙ্গল হউক, তুমি মহোৎসব উপভোগ করিবার জন্ত বহু বানরবৃন্দের সহিত শীঘ্র আগমন কর” ॥ ৯ ॥

অঙ্গদঞ্চ হনুমন্তং নলং নীলং সুপাটনম্ ।

গয়ং গবাঙ্কং পনসং সর্বানৈতান্মিমস্ত্রয় ॥ ১০ ॥

বীরং শতবলিকৈব মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ ।

বীরবাহুং সুবাহুং চ সর্বানৈতান্ নিমস্ত্রয় ॥ ১১ ॥

সূর্য্যাক্ষং কুমুদকৈব সুষণং গন্ধমাদনম্ ।

ঋষভং বিনতকৈব সর্বানৈতান্ নিমস্ত্রয় ॥ ১২ ॥

যে চান্মে কৃতকর্মাণো মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

পৃথিব্যাং বানরাঃ সর্বে তানপীহ নিমস্ত্রয় ॥ ১৩ ॥

গোলাঙ্গূলং মহাত্মানং গবয়ং হরিশূথপম্ ।

ঋক্ষেশং জাম্ববন্তঞ্চ সহসৈন্যং নিমস্ত্রয় ॥ ১৪ ॥

অঙ্গদ, হনুমান, নল, নীল, সুপাটন, গয়, গবাঙ্ক এবং পনস, ইহাদের সকলকে নিমস্ত্রণ কর ॥ ১০ ॥

বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, বীরবাহু, সুবাহু, ইহাদের সকলকেও নিমস্ত্রণ কর ॥ ১১ ॥

সূর্য্যাক্ষ, কুমুদ, সুষণ, গন্ধমাদন, ঋষভ এবং বিনত, ইহাদের সকলকে নিমস্ত্রণ কর ॥ ১২ ॥

ভূমণ্ডলের অগ্নি যে-সকল কৃতকর্মা বানর আমার জগ্নি প্রাণত্যাগে উগ্ধত হইয়াছিল তাহাদের সকলকেও ইহাতে নিমস্ত্রণ কর ॥ ১৩ ॥

বানরদলপতি মহাত্মা গোলাঙ্গূল গবয়, ঋক্ষাধিপতি জাম্ববান্, ইহাদিগকে সসৈন্যে নিমস্ত্রণ কর ॥ ১৪ ॥

১। হ 'নং সহ'। ২। হ 'সপা'। ৩। হ 'গবয়'। ৪। হ 'মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদম্ভবা'। ৫। হ 'নপি জ্ঞ'। ৬। হ 'মহাত্মজং গবাঙ্ক'। ৭। হ 'গন্ধমাদনঞ্চ ধূমাকং'। ৮। অতঃ পরং হ 'জাম্ববন্তং মহাবাহুং বিনতকৈব শূথপম্'। হরিং কেশরিকৈব গবয়ঞ্চ দরীমুখম্।' ইত্যধিকম্।

বিভীষণক রক্ষোভিঃ কামগৈর্বহুভির্বৃত্তম্ ।

অশ্বমেধং ক্রতুং যষ্টমাগচ্ছেতি নিমন্তয় ॥ ১৫ ॥

পৃথিব্যাং পার্থিব্যৈশ্চ য়ে মে হিতচিকীৰ্ষবঃ ।

সানুগাঃ ক্ষিপ্ৰমায়াস্তু হয়মেধমনুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

দেশান্তরগতা য়ে চ দ্বিজা ধৰ্ম্মপরায়ণাঃ ।

নিমন্তয়স্ব তান্ সৰ্ব্বানশ্বমেধায় লক্ষ্মণ ॥ ১৭ ॥

দেবর্ষয়শ্চ য়ে সৰ্ব্বৈ ব্রহ্মলোকর্ষয়ন্তথা ।

আহুয়ন্তাং মহাত্মানঃ সিদ্ধাঃ সপ্তর্ষিভিঃ সহ ।

ঋষয়ঃ শিষ্যসহিতা আহুয়ন্তাং মহামতে ॥ ১৮ ॥

১৭। লো-টী। অশ্বমেধায় তং দ্রষ্টুম্ ।

১৮। লো-টী। পৃষ্ঠাহুযায়িনঃ শিষ্যাঃ, 'পূর্ক্কাহুযায়িনঃ' ইতি পাঠে গুরবঃ, সিদ্ধাঃ প্রসিদ্ধাঃ খ্যাতা ইত্যর্থঃ। সিদ্ধা দেবযোনয়ো বা। চক্রধরাঃ চক্রং রাষ্ট্রং নগরমিতি বাবাং তদ্বরা নগরীধরাঃ। 'চক্রং সৈন্তে অমৌ রাষ্ট্রে রথালগ্রামকালয়ো'রিতি ভূরি। চক্রধরা বাহৌ চক্রাক্তিতা বৈষ্ণবা বা।

কামচারী বহু রাক্ষসবৃন্দে পরিবেষ্টিত বিভীষণকে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য আগমন করুন' বলিয়া নিমন্ত্রণ কর ॥ ১৫ ॥

পৃথিবীতে আমার হিতার্থী য়ে সকল রাজা আছেন, তাঁহারা সকলে অনুচর-গণের সহিত সর্বোত্তম অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শন করিবার জন্য শীঘ্র আগমন করুন ॥ ১৬ ॥

হে লক্ষ্মণ, দেশান্তরে অবস্থিত য়ে সকল ধৰ্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদের সকলকেও অশ্বমেধ যজ্ঞ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ কর ॥ ১৭ ॥

মহামতে লক্ষ্মণ, য়ে সমস্ত দেবর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষি আছেন, তাঁহাদিগকে এবং সপ্তর্ষিগণের সহিত মহাত্মা সিদ্ধগণকে ও শিষ্যগণের সহিত ঋষিদিগকে আহ্বান কর ॥ ১৮ ॥

১। হ 'মহাবাহুঃ প্রাপ্তো লঘুবিজ্ঞমঃ'। ২। হ '-ভাশ্চিব'। ৩। হ '-গতান্তথা'। ৪। হ 'ক্ষিপ্ৰং'। ৫। অতঃ পরং হ 'দ্বিজা বৈধানসাঃ সাখ্যা বালখিল্য। মরোচিপাঃ। আহুয়ন্তাং মহাত্মানো নাকপৃষ্ঠাংগহর্ষয়ঃ'। ইত্যধিকম্। ৬। অতঃ পরং হ 'দেশান্তরগতা য়ে চ সদাঃ পরমর্ষয়ঃ। শত্রুঘ্নশ্চাপি তেনস্বী সদাঃ হুমহাবনাঃ। আহুয়ন্তাং মহাবাহুসেধননুত্তমম্'। ইত্যধিকম্।

যজ্ঞবাটশ্চ স্মহান্ গোমত্যাং নৈমিষে বনে ।

লক্ষণ ক্রিয়তাং সাধু তন্ধি পুণ্যং তপোবনম্ ॥ ১৯ ॥

আজ্ঞাপ্যস্তাং স্ননিপুণাঃ শিল্পিনো বৈশ্বকর্ষ্মহু ।

শতং শতসহস্রাণাং বলিনাঞ্চ বপুস্বতাম্ ॥ ২০ ॥

অযুতং তিলমুদাস্ত গচ্ছত্বগ্রে মহাবল ।

দশকোটিঃ স্ববর্ণস্ত হিরণ্যস্ত দশোত্তরাঃ ॥ ২১ ॥

মাষাদীনাং তথান্নেযামনস্তং নীয়তাং তথা ।

আজ্ঞাপ্যতাক তৎ সর্বং যদ বশিষ্ঠায় রোচতে ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টা। যজ্ঞবাটো যজ্ঞস্থানম্। 'বাটো মার্গে বৃত্তৌ স্থানে বাটী তু গৃহনিষ্কুটে ইতি ভূরি०।

২০। লো-টা। বাহঃ বিংশতিধারীকঃ। 'বাহো বিংশতিধারীকঃ কথ্যতে মানবেদিতি'-রিত পুরাণম্। গতমিতি বা পাঠঃ। বপুস্বতামুচ্ছলানাম্।

২১-২২। লো-টা। তিলমুদাস্ত তিলস্ত মুদাস্ত চ অযুতং বাহ ইত্যম্বয়ঃ। অগ্রে প্রথমং সমাহিতং সম্যক্ শকটাদিষু আহিতম্। গোধূমাদীনাঞ্চ অযুতং বাহ ইত্যম্বয়ঃ। তৈলমুদম্ অমুরূপং অন্নাত্মরূপম্। 'তৈলপূ'মিতি পাঠে তৈলসমূহম্। স্ববর্ণস্ত পরিমিতস্ত দশকোটো নীরস্তাং হিরণ্যস্ত অপরিমিতস্ববর্ণস্ত চ দশ কোটিঃ। কিংভূতাঃ? দশোত্তরাঃ, উক্তসংখ্যায়া অপি দশ দশগুণা উত্তরাণি অধিকানি যাসাং তাঃ। কচিৎ 'স্ববর্ণকোটীর্কল্পা হিরণ্যস্ত শতোত্তরা' ইতি পাঠে বহুলা দশ শতমুত্তরমধিকং যাসাং তাঃ, রত্নাদীনামনস্তং তথান্নেযাং বহুদীনাম্। শিষ্টায় সাধুজ্ঞানায়।

লক্ষণ, গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যে বিশাল যজ্ঞভূমি উৎকৃষ্টভাবে নির্মাণ কর, সেই নৈমিষারণ্য পবিত্র তপোবন ॥ ১৯ ॥

তথায় বলিষ্ঠ প্রশস্ত-দেহধারী লক্ষ লক্ষ স্ননিপুণ শিল্পীদিগকে গৃহনির্মাণকার্য্য করিতে আদেশ কর ॥ ২০ ॥

হে মহাবীর, অযুতসংখ্যক বলীবর্দ আমাদের যাইবার পূর্বে তিল এবং মুগ বহিয়া যাউক এবং দশ কোটি স্ববর্ণমুদ্রা ও শত কোটি স্বর্ণখণ্ড প্রেরণ কর ॥ ২১ ॥

মাসকলাই প্রভৃতি অগ্ন্যাজ্ঞা দ্রব্য অপরিমিতভাবে প্রেরণ কর এবং বশিষ্ঠদেবের

১। হ 'খনম্'। ২। হ 'বাহসহস্রাণাং তত্ত্বলানাম্'। ৩। হ '-মূলানাম্'। ৪। হ 'সমাহিতম্'। ইত্যঃ পাদচতুষ্টয় স্থানে 'গোধূমানাম্ মহারাণাং মাষাণাং লবণস্ত চ'। অমুরূপক তৈলমুদম্ বৃত্তকৈব বিধীয়তাম্। স্ববর্ণকোটীর্কল্পা হিরণ্যস্ত শতোত্তরাঃ। অগ্নতো ভরতঃ কৃষ্ণাঃ স্নানাত্ম লবুবিহ্রমঃ'। ইতি পাঠঃ। ৬। অতঃ পরং হ 'অলংকৃত্য ভূতাঃ কস্তাঃ সান্তপুরুষারিকা' ইত্যধিকম্।

অগ্রতো ভরতঃ কৃৎস্না গচ্ছতাং লঘুবিক্রমঃ ।

চত্বর্যাপণবীথীশ্চ সৰ্ববাংশ্চ নটনৰ্ত্তকান্ ॥ ২৩ ॥

নৈগমান্ বালবৃদ্ধাংশ্চ বৃদ্ধা যে চ দ্বিজাতয়ঃ ।

কৰ্ম্মাস্তিক্যাংশ্চ কুশলান্ শিল্পিনশ্চ সুপণ্ডিতান্ ॥ ২৪ ॥

মম মাতৃসুত্থা সৰ্ব্বাঃ সান্তঃপুরকুমারিকাঃ ।

পত্নীক কাঞ্চনময়াং দীক্ষিতাং যজ্ঞকৰ্ম্মণি ।

অগ্রতো ভরতঃ কৃৎস্না যাতু শীঘ্রমরিন্দম ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বায়ীকীরে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে অশ্বমেধারম্ভো নাম
অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৮ ॥

২৩। লো-টী। চত্বরম্ আপণবীথীশ্চ আপণঃ পণ্যবীথিকাঃ তদ্বহনানাং জনানাং বীথীঃ
পণ্ডীতীঃ। ‘বীথী পক্ষেণ গৃহাঙ্গে চ রূপকাস্তরবস্বনো’রিতি কোষঃ।

২৪। লো-টী। কৰ্ম্মাস্তিক্যান্ কাৰ্ঘ্যিণঃ। যদ্বা, কৰ্ম্ম অস্তিক্যাং চূলাং ঘেষাং তান্।
অশ্বমেধারম্ভঃ ॥ ৯৮

ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিতে আদেশ কর ॥ ২২ ॥

দোকানপাটের সহিত জনগণ (দোকানদার ও বিক্রেতৃগণ) নট, নর্ত্তক,
পুরবাসী বালক-বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, দক্ষ পাচকগণ, সুপণ্ডিত শিল্পিগণ, আমার
মাতৃবৃন্দ, অন্তঃপুরস্থ সমস্ত কুমারীবৃন্দ এবং যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিতা সুবর্ণময়ী সীতার
প্রতিকৃতি,—এই সকল সঙ্গে লইয়া দ্রুতগামী ভরত সহর অগ্রে গমন
করুক ॥ ২৩-২৫ ॥

মহর্ষি বায়ীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অশ্বমেধারম্ভ-নামক
৯৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

১। অন্তঃ পণ্যঃ হ ‘চেলানীমখাজেবানন্তঃ নীরতাং তথা’ ইত্যধিকম্। ২। ক ‘অত্বর্যাপণ-’।
৩। হ ‘সৰ্ব্বান্ স’। ৪। হ ‘যে চাক্রে চ’। ৫। হ ‘-রাকাঃ’। ৬। হ ‘-কৰ্ম্মহ’।

(৯৯) নবনবতিতমঃ সর্গঃ

তৎ সৰ্বং সংবিধায়াশ্চ প্রস্থাপ্য ভরতঃ নৃপঃ ।

হয়ং লক্ষণসম্পন্নং কৃষ্ণসারং ব্যমোচয়ৎ ॥ ১ ॥

ঋত্বিগ্ভিলক্ষণকৈব হয়শ্চ বিনিযুক্ত্য চ ।

ততো জগাম কাকুৎস্থো মাসমাত্রেণ নৈমিষম্ ॥ ২ ॥

যজ্ঞবাটং মহাবাহুদৃষ্ট্য চ পরমাত্মতম্ ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে শ্রীমানিতি চ সৌহৃদ্বাৎ ॥ ৩ ॥

বসতো নৈমিষে তশ্চ সৰ্ব্ব এব নরাধিপাঃ ।

আজগ্মুস্তে স্বরাষ্ট্রেভ্যস্তান্ রাজা প্রতাপূজয়ৎ ॥ ৪ ॥

১-২ । লো-টী । হয়ং কৃষ্ণসারং মুগ্ধক বিধিবলাদমোচয়ৎ । যদ্বা, কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং সারং বলবন্তঞ্চ । কিং কৃষ্ণা তদাহ—ঋত্বিগ্ভিঃ সহ হয়শ্চ লক্ষণং লক্ষণং বিনিযুক্ত্য জ্ঞাত্বা । যদ্বা, লক্ষণং ভ্রাতরং হয়শ্চ রক্ষণে বিনিযুক্ত্য ঋত্বিগ্ভিঃ সহ নৈমিষং জগামেত্যাবয়ঃ ।

৩ । লো-টী । শ্রীমান্ ভরত ইতি শেষঃ ।

৪ । লো-টী । বসতঃ সতঃ ।

রাজা রামচন্দ্র শীঘ্র সেই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ভরতকে প্রেরণ করত ঋত্বিগ্-গণের সহিত অশ্বের লক্ষণ অবগত হইয়া সুলক্ষণাক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ অশ্ব মোচন করিলেন এবং তার পর একমাস পরে নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন ॥ ১-২ ॥

মহাবাহু রামচন্দ্র পরম বিশ্বয়কর যজ্ঞভূমি দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং ‘সুন্দর হইয়াছে’ এই কথা বলিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি নৈমিষারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন, সমস্ত নরপতিগণই স্ব স্ব রাজ্য হইতে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে (অভ্যর্থনা) করিলেন ॥ ৪ ॥

১ । হ ‘স বি’ । ২ । হ ‘তদা’ । ৩ । হ ‘-ণং সর্জি’ । ৪ । হ ‘সঃ’ । ৫ । হ ‘অধাগচ্ছত কাকুৎস্থঃ সহস্রব্রত’ । ৬ । হ ‘দৃষ্ট্য’ । ৭ । হ ‘সাধু সাধিত চাত্তবীং’ । ৮ । হ ‘নৈমিষে বসন্তত’ ।

তেষাং শয্যা মহার্হাশ্চ পার্শ্ববানাং মহাত্মনাম্ ।

সানুগানাং নিবেশার্থাদিদেশ মহাবলঃ ॥ ৫ ॥

অন্নপানানি বস্ত্রাণি সর্বোপকরণানি চ ।

ভরতঃ সহশক্রয়ো নিযুক্তো রাজপুজনে ॥ ৬ ॥

বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাঃ সমম্ ।

পরিবেষক বিপ্রাণাং প্রয়তাঃ সংপ্রচক্রিরে ॥ ৭ ॥

বিভীষণশ্চ রক্ষোভির্বহুভিঃ সুসমাহিতাঃ ।

ঋষীগামুগ্রতপসাং কিঙ্করঃ সমতিষ্ঠত ॥ ৮ ॥

এবং স বিহিতো যজ্ঞো হয়মেধঃ প্রবর্তিতঃ ।

লক্ষ্মণেনাভিসংপ্রাপ্তো যথা শক্রস্য ধীমতঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। শেষতে তিষ্ঠন্তি অসু ইতি শয্যা: শীলা: (শিলা: ?)। পানং পেয়ং সানুগানাং রাজ্যাম্।

মহাবলশালী রামচন্দ্র অনুচরবর্গের সহিত সেই মহাত্মা নৃপতিগণের শয়নার্থে মহামূল্য শয্যা এবং অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও অন্যান্য সমস্ত উপকরণ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। শক্রের সহিত ভরত রাজগণের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ৫-৬ ॥

মহাত্মা বানরগণ পবিত্র হইয়া সুগ্রীবের সহিত একযোগে ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

রাক্ষসগণের সহিত বিভীষণ সমাহিত হইয়া উগ্রতপা ঋষিগণের ভূত্যের কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

এইরূপে লক্ষ্মণকর্তৃক প্রবর্তিত সেই বৈধ অশ্বমেধযজ্ঞ ধীমান্ ইন্দ্রের যজ্ঞের

১। হ 'আসনানি নিবেশাশ্চ শয্যাশ্চৈব'। ২। হ 'নৃপজ্ঞেষ্ঠো ব্যাদিশং সর্বমুত্তমম্'। ৩। হ 'যথোচিত-
মখো দদৌ'। ৪। হ '-ভাষ্য'। ৫। হ '-বেশক'। ৬। হ '-সু:'। ৭। হ 'সমপত্ত'। ৮। হ 'হবি-'।
৯। হ 'বক্ষ: সোহব-'। ১০। হ 'প্রবর্তিত'। ১১। হ '-নাপি তথোহসৌ হয়ো জ্ঞানেন ধীমত:'।

নান্যঃ শব্দোহভবৎ তস্মিন্নশ্বমেধে মহাত্মনঃ ।

দীয়তাং ভূজ্যতাক্কেতি পীয়তাং লেহতামিতি ॥ ১০ ॥

এবং শতসহস্রাণাং ভক্ষ্যভোজ্যমুত্তমম্ ।

রাক্ষসৈর্বানরৈশ্চৈব দত্তমেব হৃদশ্যত ॥ ১১ ॥

নাশুর্বাসাস্ত্রাস্ত্রাসীম দানো ন চ কৰ্ষিতঃ ।

তস্মিন্ যজ্ঞবরে রাজ্ঞো হৃষ্টপুষ্টজনাবুতে ॥ ১২ ॥

যে চ তত্র মহাত্মানো মুনয়শ্চিরজীবিনঃ ।

বিস্মিতাস্তেহপি তাং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞো যজ্ঞক্ৰিমুক্তমাম্ ॥ ১৩ ॥

রজতস্ত্র সুবর্ণস্ত্র রত্নানামথ বাসসাম্ ।

অনিশং দীয়মানানাং নাস্তুঃ সমুপলক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। ন চ কৰ্ষিতঃ লোভেন, বপ্কৰ্ষিত' ইতি পাঠে বাপ্পং লোভন্তেন কৰ্ষিতঃ। 'বাপ্পমুয়গি লোভে চ' ইতি কোষঃ।

তায় অতুষ্টিত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

মহাত্মা রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞে “দান কর, ভোজন কর, পান কর এবং লেহন কর” ইহা ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা যায় নাই ॥ ১০ ॥

দেখা গেল, এইরূপে রাক্ষস এবং বানরগণ লক্ষ লক্ষ লোককে উত্তম উত্তম ভক্ষ্য এবং ভোজ্য দান করিতেছেন ॥ ১১ ॥

হৃষ্টপুষ্ট-জনাৰ্ণ মহারাজের সেই উত্তম যজ্ঞে কেহ মলিনবস্ত্রপরিহিত, দীন অথবা দুঃখিত ছিল না ॥ ১২ ॥

যে সকল চিরজীবী মহাত্মা মুনীগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও মহারাজের উত্তম যজ্ঞসম্পদ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ১৩ ॥

সুবর্ণ, রৌপ্য, রত্ন ও বস্ত্রসকল নিরন্তর প্রদত্ত হইতে থাকিলেও উহাদের শেষ লক্ষিত হইল না ॥ ১৪ ॥

১। হ 'ন-হয়মেধে'। ২। হ 'ভক্ষ্যতা'। ৩। হ 'ভক্ষতা'। ৪। হ 'মেধোপদৃষ্টতে'। ৫।

হ 'নামরংতাশ্বাং যজ্ঞঃ ন চ দৃষ্টং কৰ্ষকন'।

ନ ଶକ୍ରଂ ନ ସୋମଂ ଯମଂ ବରୁଣଂ ବା ।

ଅଭବତ୍ତାଦୃଶୋ ଯଞ୍ଜୋ ରାଘବଂ ଷ୍ଠାବିଧଃ । ୧୫ ॥

ସର୍ବତ୍ର ବାନରାଃ ପ୍ରେଷ୍ଠାଃ ସର୍ବତ୍ରୈବ ଚ ରାକ୍ଷସାଃ ।

ବହ୍ମପାନୈର୍ବିବିଧୈରଦୃଶ୍ୟଂ ସମସ୍ତତଃ ॥ ୧୬ ॥

ଈଦୃଶୋ ରାଜସିଂହଂ ଯଜ୍ଞଃ ପରମତାମ୍ବରଃ ।

ଅହୀନଃ ସର୍ବକରୈଃ ସଂବଂସରମବର୍ତ୍ତତ ॥ ୧୭ ॥

ଇତ୍ୟାର୍ଥେ ବାନ୍ଧବୀକୀୟେ ରାମାୟଣେ ଆଦିକାବ୍ୟୋ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ଷଞ୍ଜସମୃଦ୍ଧିବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ
ନବନବତିତମଃ ସର୍ଗଃ ॥ ୧୧ ॥

୧୫ । ଲୋ-ଟୀ । ଷ୍ଠାବିଧୋ ଷାଦୃଶଃ ।

୧୬ । ଲୋ-ଟୀ । ବହ୍ମପାନୈର୍ବିଶିଷ୍ଟାଃ । ‘ବହ୍ମପାନଧନଦାଃ କାମତୋ ଲୋକବାସିନା’ମିତି
ବା ପାଠଃ ।

୧୭ । ଲୋ-ଟୀ । ପରମତାମ୍ବରଃ ମହୋଞ୍ଜଲଃ ସର୍ବକରୈଃ, ସର୍ବୋପକରୈଃ ।
ଷଞ୍ଜସମୃଦ୍ଧିବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଷଞ୍ଜ ଯେରୂପ ହଇଯାହିଲ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ଯମ ବା ବରୁଣେର ଷଞ୍ଜଓ ସେରୂପ
ହୟ ନାହି ॥ ୧୫ ॥

ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଦେଖା ଯାହିତ ଯେ, ନାନାବିଧ ଗ୍ରହର ଅଗ୍ନି ଏବଂ ପାନୀୟ ଲଈୟା ସର୍ବତ୍ରହି
ବାନର ଏବଂ ରାକ୍ଷସଗଣ ପ୍ରେରିତ ହଇତେଛେ ॥ ୧୬ ॥

ସେହି ରାଜସିଂହ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଏହିରୂପ ପରମୋଞ୍ଜଲ ସମସ୍ତ ଉପକରଣସମନ୍ବିତ ଷଞ୍ଜ
ଏକ ବଂସର ଧରିଆ ଅଛୁଛିତ ହଇଲ ॥ ୧୭ ॥

ମହର୍ଷି ବାନ୍ଧବୀକିପ୍ରଣୀତ ଆଦିକାବ୍ୟା ରାମାୟଣେର ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡେ ଷଞ୍ଜସମୃଦ୍ଧିବର୍ଣ୍ଣନ-ନାମକ
୧୧ତମ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ॥ ୧୧ ॥

(১০০) শততমঃ সর্গঃ

বর্তমানে তথা তস্মিন্ বাজিমেধে মহাক্রতো ।

আজগামাশু বাল্মীকিঃ সশিষ্যো যজ্ঞসম্মিধিম্ ॥ ১ ॥

স দৃষ্ট্ৱা দিব্যসঙ্কশং ক্রতুমদ্রুতদর্শনম্ ।

ঋষিবাসেষু পুণ্যেষু বাসং সমুপচক্রমে ॥ ২ ॥

ততঃ সম্পূজিতো রাজ্ঞা মুনিভিঃ মহাত্মাভিঃ ।

বাল্মীকিঃ স্মমহাতেজা ন্যবসৎ পরমাত্মবান্ ॥ ৩ ॥

স শিষ্যাবত্রবদ্ হৃষ্টঃ কুমারো দেবরূপিণো ।

কুৎস্নং রামায়ণং কাব্যং গীয়তাং পরয়া মুদা ॥ ৪ ॥

২। লো-টা। অদ্রুতদর্শনমার্চ্যরূপম্। বাসং বসতিম্।

৩। লো-টা। পরমাত্মবান্ পরমবুদ্ধিমান্, অতজ্ঞিতো নিরলসো।

সেইরূপে সেই অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত সত্বর যজ্ঞসমীপে আগমন করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি সেই দিব্য এবং অদ্রুতদর্শন যজ্ঞ দেখিয়া ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

স্মমহাতেজাঃ পরম বুদ্ধিমান্ বাল্মীকিমুনি মহারাজ রামচন্দ্র এবং মহাত্মা মুনিগণকর্তৃক পূজিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি আনন্দিত হইয়া দেবকুমারতুলা [লব এবং কুশ নামক] শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন,—পবিত্র ঋষিগণের আশ্রমে, ব্রাহ্মণদিগের গৃহে, সাধারণ পথে,

১। হ 'নাথ'। ২। হ 'বজ্র-'। ৩। হ 'মুখোম্'। ৪। হ 'স পু-'। ৫। হ '-মিনঃ গায়তা-

বিজ্ঞানিন্দিতো'।

ঋষিবাসেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ ।

রথ্যাহ রাজমার্গেষু পার্শ্ববান্ গৃহেষু চ ॥ ৫ ॥

রামস্ত ভবনদ্বারি যত্র কৰ্ম প্রবর্ততে ।

উদারেষু তথাত্মেষু সঙ্গমেষু বিশেষতঃ ॥ ৬ ॥

ইমানি ফলমূলানি স্বাদূনি চ শুভানি চ ।

গিরিভ্যঃ সমুপাত্তানি ভক্ষং ভক্ষং প্রণীয়তাম্ ॥ ৭ ॥

ন যাচেতং কচিৎ কিঞ্চিদ ভক্ষয়িত্বা হ্রিদং ফলম্ ।

মূলঞ্চ পরমোদারং যুবাং চৈব ন হ্যস্তথঃ ॥ ৮ ॥

যদি বাহুয় রামো বা শৃণুয়াৎ স মহারথঃ ।

মহর্ষিষু গরিষ্ঠেষু ততো গেয়ং বিশেষতঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টা। রথ্যাহ প্রতালীষু দ্বারবন্ধেষ্টিত্যর্থঃ।

৬। লো-টা। সঙ্গমেষু জনসমাজেষু।

৭। লো-টা। সমুপাত্তানি আনীতানি।

৮। লো-টা। হে পরমোদারো ভাবান্ ফলমূলাহারম্ভাবান্ ন হ্যস্তথঃ ন ত্যক্তাথঃ, অতোহষ্টৈর্দত্তং ন ভোক্তাথ ইত্যর্থঃ। অত্র 'মূলঞ্চ পরমোদারমষ্টৈর্দত্তং নিরস্ততা'মিতি পাঠে অষ্টৈর্দত্তং মূলমপি। নিরস্ততাং ত্যক্তাতাম্।

রাজপথে, রাজাদিগের গৃহে, রামচন্দ্রের গৃহদ্বারে, যজ্ঞস্থলে এবং বিশেষ করিয়া অন্যান্য উদার জনসমাজে পরম আনন্দে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান কর ॥ ৪-৬ ॥

পর্বত হইতে আহৃত এই সকল পবিত্র সুস্বাদু ফলমূল ভক্ষণ করিতে করিতে গান করিও ॥ ৭ ॥

এই পরমোৎকৃষ্ট ফল ও মূল ভক্ষণ করিয়া তোমরা কোথাও কিছু প্রার্থনা করিও না এবং ইহা (এই ফলমূলাহার) পরিত্যাগ করিও না ॥ ৮ ॥

যদি মহারথ রামচন্দ্র গরিষ্ঠ মহর্ষিগণमध्ये আহ্বান করিয়া তোমাদের গান

১। হ 'বুধেষ্'। ২। হ 'বাবসথেষ্'। ৩। হ 'কচিৎ'। ৪। হ 'তুষ্টৈতানি প্রণীয়তাম্'।

৫। চ '-ভাং'। ৬। হ '-রো'। ৭। হ 'ভবাংস্তথঃ'। ৮। হ 'চাহুয় বাং রামঃ'। ৯। হ '-বৃপবিত্তেষ্'। ১০। হ 'ভা'।

দিবসে বিংশতিঃ সর্গা গেয়া মধুরয়া গিরা ।

প্রমাণৈর্বহুভিস্তত্র যথোদ্ভিষ্টং ময়া পুরা ॥ ১০ ॥

ইদং কাব্যং ময়া প্রোক্তং ভবন্ত্যাং শ্রাবিতং মহৎ :

লোকা যাবদ্ধরিষ্যন্তি তাবদ্ গেয়ং ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

উৎপৎস্বস্তে চ যে লোকে কবয়শ্চিত্রবুদ্ধয়ঃ ।

পৃষ্ঠতন্তেহনুগাস্তন্তি ময়া ভুবি যদীরিতম্ ॥ ১২ ॥

যে চৈতদ্বহু মংস্বস্তে যে চ শ্রোষ্যন্তি মানবাঃ ।

অস্মিন্ন্লোকে স্মৃৎ প্রাপ্য যাস্তন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। প্রমাণৈর্বহুভিঃ বহুভিঃ প্রকারৈঃ ময়া দিব্যং চরিতং যথোদ্ভিষ্টং তথৈব
তৎ প্রোক্তং গীয়তামিতার্থঃ ।

[লো-টী।] অর্থঃ যৎ ঋষিপ্রোক্তং উন্নীলনং কাব্যস্ত প্রকাশনমিতার্থঃ ।

১১। লো-টী। ধরিষ্যন্তি প্রাণানিতি শেষঃ ।

১২। লো-টী। চিত্রবুদ্ধয়ঃ উত্তমবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ ।

শ্রবণ করেন, তবে বিশেষ যত্নের সহিত গান করিবে ॥ ৯ ॥

আমি পূর্বের নানাপ্রকারে যেক্রপ উপদেশ দিয়াছি, তোমরা তদনুসারে
প্রত্যহ মধুরস্বরে দিনে বিংশতি সর্গ গান করিবে ॥ ১০ ॥

আমার রচিত এই মহাকাব্য তোমরা শুনাইবে, যতদিন পর্যন্ত জগৎ থাকিবে,
ততদিন [জগতে] ইহার গান হইতে থাকিবে ॥ ১১ ॥

বিচিত্রবুদ্ধিসম্পন্ন যে-সমস্ত কবিগণ ভবিষ্যতে জগতে জন্মগ্রহণ করিবেন,
তাহারা পরে আমার এই রচনা পৃথিবীতে [নানাভাবে] গান (প্রচার)
করিবেন ॥ ১২ ॥

যে-সমস্ত মানবগণ এই মহাকাব্যের সমাদর করিবে এবং যাহারা ইহা শ্রবণ
করিবে, তাহারা ইহালোকে সুখভোগ করত [অস্ত্রে] পরমগতি লাভ করিবে ॥ ১৩ ॥

১। চ 'কিশকান্ সর্গান গায়তাং পরয়া' অতঃ পরং 'রামস্ত চরিতং দিব্যং সীতারাম চন্দ্রপুত্র চ । সবলস্ত
সপুত্রস্ত বিনাশং রাবণস্ত চ' ইত্যধিকম্ । ২। চ 'ভিঃ প্রোক্তং' । ৩। চ 'পুরা ময়া' । ৪। ইতঃ
শ্লোকত্রয় দ্বায়ে চ 'আমর্ষত ঋষিপ্রোক্তং লোকে স্তাদ্গায়নং মহৎ । আধায়ঃ সর্বকাব্যানাং নবীনামিব সাগরঃ । যে
চৈতদ্বহু মংস্বস্তে যে বা শ্রোষ্যন্তি মানবাঃ । তস্মিন্ কালে স্মৃৎ প্রাপ্য যাস্তন্তি পরমাং গতিম্ । তদ্বহু গীয়তাং যৎসৌ
আখ্যাতক মহীপতিঃ' । ইতি পাঠঃ ।

লোভশ্চ বাং ন কর্তব্যঃ স্বল্পোহপি ধনকাজ্জয়া ।

নিধনৈঃ ফলমূলশ্চ বস্তব্যমাশ্রমে সদা ॥ ১৪ ॥

যদি পৃচ্ছেত্তু কাকুৎস্থো রাজা কস্য যুবামিতি ।

বাল্মীকিশিষ্যাবামিত্যথ বাচ্যঃ স পুত্রকৌ ॥ ১৫ ॥

ইমান্তদ্বীঃ স্রমধুরাঃ স্থানং বা পূর্বদর্শনম্ ।

মুচ্ছ'য়িত্বা স্রমধুরং ততো গেষং নৃপাত্নতঃ ॥ ১৬ ॥

আদি প্রভৃতি গেষং তু ন চাবজ্জায় পার্থিবম্ ।

পিতা হি সর্বভূতানাং রাজা ভবতি ধর্মতঃ ॥ ১৭ ॥

[লো-টী।] আশ্রমপদে বানপ্রস্থশ্রমে ফলমূলং সমাহিতং সম্যক্ আ সমস্তাং হিতং বস্তু তস্মিন্ ।

১৬। লো-টী। মধুরা মধুবশজ্ঞনকত্বাৎ, শ্রদ্ধা মনোহরাঃ নারদযোজিতাঃ নারদেনেব যোজিতাঃ । 'তা মে বাং পূর্বদর্শিতা' ইতি পাঠে মে ময়া বাং যুবাং পূর্বং দর্শিতাঃ শিক্ষিতাঃ ।

১৭। লো-টী। আদৌ প্রভৃতি 'আত্মপ্রভৃতি' ইতি বা পাঠঃ ।

✓ তোমরা ধনকাজ্জয়া স্বল্পমাত্রও লোভ করিবে না, অর্থ না লইয়া ফল-মূল ভোজন করত সর্বদা আশ্রমে বাস করিবে ॥ ১৪ ॥

বৎসগণ, যদি মহারাজ কাকুৎস্থ রামচন্দ্র তোমাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁহাকে বলিবে যে 'আমরা বাল্মীকির শিষ্য' ॥ ১৫ ॥

তোমরা [অগ্রে] এই স্রমধুর বীণা-তন্ত্রী এবং পূর্বোপদিষ্ট স্বরস্থান সংযুজিত করিয়া (অর্থাৎ আরোহ-অবরোহক্রমে সুর যোজনা করিয়া) তার পর মহারাজের সম্মুখে স্রমধুরভাবে গান করিবে ॥ ১৬ ॥

রাজা ধর্মতঃ সমস্ত প্রাণীর পিতা, সূতরাং মহারাজকে অবজ্ঞা না করিয়া [তাঁহার নিকট] প্রথম হইতেই গান করিবে ॥ ১৭ ॥

১। হ 'স্তাবর'। ২। হ '-বাং জা-'। ৩। হ '-চ্'। ৪। হ 'যুবাং'। ৫। হ 'হৃতাবিতি'।

৬। হ 'বস্তব্যঃ স 'তু' বাল্মীকিঃ শিষ্যবিত্তো বালকৌ'। ৭। হ 'ইমাং তদ্বী'। ৮। হ '-রাং পূরা নারদদর্শিতা'। ৯। হ 'পাশ্বেতাং তদনন্তরম্'। ১০। হ 'আদৌ প্রভৃতি পাতব্যং'। ১১। অতঃ পরং হ 'বাল্মীকিঃ পরমোদারত্বকামানীয়াবশাৎ'। ইত্যধিকম্ ।

তদ যুবাং হৃষ্টমনসৌ শ্বঃ প্রভাতে সমাহিতৌ ।

গায়তং মধুরং গেয়ং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥ ১৮ ॥

ইতি সন্দিগ্ধা বহুধা মুনিঃ প্রাচেতসঃ শুভম্ ।

বাল্মীকিঃ পরমোদারস্তৃষ্ণীমাস্মহাযশাঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে কুশলবাহুশাসনং নাম

শততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০ ॥

১৮। লো-টী। তন্ত্রীবাঁগাশুণঃ তত্র যো লয়ো মূর্ছা তেন সন্ধিতং গেয়ং গীতম্ ।

১৯। লো-টী। প্রকৃষ্টং চেতো জ্ঞানং যন্ত সঃ প্রচেতাঃ স্বার্থে তৃণ, প্রচেতসঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানী ।

[লো-টী।] ভৃগুপুত্রেন চাবনেন সংস্কৃতৌ সতৌ হবিগ্রহণায় যোগৌ কৃতৌ তথা এতাবপি গানে ।

কুশলবাহুশাসনম্ ॥ ১০০ ॥

তোমরা আগামী কল্য প্রভাতে সমাহিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তন্ত্রীলয়-সংযোগে স্নমধুরভাবে তাহা গান করিবে ॥ ১৮ ॥

মহাযশস্বী পরমোদার-চরিত প্রাচেতস বাল্মীকি মুনি এইরূপ বহু উপদেশ দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কুশলবাহুশাসন নামক

১০০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

১। হ 'তথেনি চাজ্ঞাং জ্ঞয়ে তৌ যুবাং হৃষ্টমনসৌ'। ২। অন্তর্দ্বিত্ব হানে... 'কুমারকৌ নিখায় বাণীযুবিভাষিতাং শুভান্, সমুৎকৃকৌ তাক সমুৎকৃনিশাং যথানিনৌ তৌ ভৃগুপুত্রসংস্কৃতৌ।' ইতি পাঠঃ ।

(১০১) একাধিকশততমঃ সর্গঃ

ততো রজত্যাং ব্যাফায়াং স্নাতো হৃতহৃতাশনো ।

যথোক্তমৃষিণা পূর্বং তত্র তত্রোভ্যগায়তাম্ ॥ ১ ॥

তাঞ্চ শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ কথং দিব্যাঙ্কুতোপমাম্ ।

অপূর্ব্যাং পাঠজাতিঞ্চ গেয়েন সমভিপ্সুতাম্ ॥ ২ ॥

স্বরৈশ্চ সপ্তভির্বন্ধাং তন্ত্রীলয়সমম্বিতাম্ ।

বালয়ো রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতূহলপরোহিতবৎ ॥ ৩ ॥

অথ কৰ্ম্মান্তরে রাজা সমাহুয় মহামুনিম্ ।

পার্শ্বিবাংশ্চ নরব্যাত্রঃ পণ্ডিতান্ নৈগমাংস্তথা ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। ব্যাফায়াং প্রভাতায়াং হৃতো হৃতাশনো যাত্যাং তো ।

২। লো-টী। তাং পূর্বচর্যাং রামস্ত পূর্বাচরণম্ অপূর্বং যথা তথা। ‘অপূর্ব’মিতি বা পাঠঃ। পাঠঃ পঠনং তদ্ব্যক্তা জাতিশ্ছন্দো যত্র তাম্, ‘জাতিশ্ছন্দসি সামান্যে’ ইতি বিখঃ। গেয়েন গানেন সমভিপ্সুতাং ব্যাপ্তাম্।

৩। লো-টী। সপ্তভিঃ ষড়্জাদিভিঃ বন্ধাং নিবন্ধাম্।

৪-৭। লো-টী। কৰ্ম্মান্তরে কৰ্ম্মাবসরে। শেষে শব্দশাস্ত্রে। কলামাত্রাবিভাবস্তান্

পরে রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা (কুশ এবং লব) স্নান এবং হোম করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির পূর্বনির্দিষ্ট স্থানসমূহে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র সেই রমণীয় আশ্চর্য্যোপম অপূর্ব উচ্চারণ এবং ছন্দোযুক্ত সুর-লয়-সমম্বিত [স্বীয় চরিত্র-] কথা (সঙ্গীত) শ্রবণ করিলেন ॥ ২ ॥

রামচন্দ্র সপ্তস্বরবদ্ধ তন্ত্রীলয়সমম্বিত বালকদ্বয়ের সেই গান শ্রবণ করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

পরে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ রামচন্দ্র কার্য্যের অবসরে মহামুনিগণ, নৃপতির্ষগ,

স্বরগাং লক্ষণজ্ঞাং^১চ উৎস্কান্ দ্বিজপুঙ্গবান্ ।

পদাঙ্করসমাসজ্ঞান্ শব্দে চ পরিনিষ্ঠিতান্ ॥ ৫ ॥

কালমাত্রাবিভাবজ্ঞান্ জ্যোতিষে চ পরং গতান্ ।

ক্রিয়াকল্পবিদৈ^২শ্চব তথা বাক্যবিদো দ্বিজান্ ॥ ৬ ॥

ভাষাজ্ঞান্ নিগমজ্ঞাং^৩চ গীতনৃত্যবিশারদান্ ।

পৌরাণিকাং^৪চ বিবিধান্ যে চ বৃদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ ।

এতান্ সর্বান্ সমাহুয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ ॥ ৭ ॥

উপবিষ্টা ঋষিগণা রাজানশ্চ মহৌজসঃ ।

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং পশ্যন্তি স্ম কুশীলবৌ ॥ ৮ ॥

কলা শিল্পাদিঃ, তত্ত্বা মাত্রা অবয়বঃ, তদ্বিত্যবনজ্ঞান্, অবয়বস্ত যাবতা পরিপুষ্টতা । যদ্বা, গীতস্ত
রাগস্ত বা কলা অংশঃ, মাত্রা তত্ত্বা অপি অংশঃ, গীতরাগয়োরাংশাংশয়োক্তাবনজ্ঞানিতার্থঃ । যদ্বা,
কলামাত্রয়ো রাগতদংশয়োবিভাবজ্ঞান্ পরিচয়জ্ঞান্ নির্ণয়জ্ঞানিতার্থঃ । ‘বিভাবঃ ত্রাৎ পরিচয়ে
কামস্যোদ্ধীপনাদিহি’তি কোষঃ । পরং পারম্ । ক্রিয়াকলাবিদঃ ক্রিয়াবিদঃ কলাবিদশ্চ
বোধায়নাদিকৃতকল্পসূত্রবিদশ্চ নিগদান্ গজপাঠশীলান্ বিবিধান্ নানাপুরাণজ্ঞানিতার্থঃ । এতান্
সমাহুয় সমানীয় চেতি সাক্ষ্যচতুর্ভিরন্বয়ঃ ।

পণ্ডিতবৃন্দ, পুরবাসিবর্গ, স্বরলক্ষণাভিজ্ঞ সঙ্গীত-শ্রবণোৎসুক ব্রাহ্মণগণ, শব্দশাস্ত্র-
বিশারদ পদ, বর্ণ ও সমাসাভিজ্ঞ কাল-মাত্রা-বিভাবজ্ঞ জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী
কার্যাজ্ঞ এবং কল্পসূত্রাভিজ্ঞ ও বাক্যবিদ ব্রাহ্মণগণ, ভাষাভিজ্ঞ বেদজ্ঞ নৃত্য-
গীতবিশারদ বিবিধপুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, ইহাদের সকলকে
আনয়নপূর্বক গায়কযুগলকে প্রবেশিত করিলেন ॥ ৪-৭ ॥

ঋষিগণ এবং মহাতেজস্বী নৃপতিগণ উপবেশন করিয়া কুশীলবযুগলকে যেন
নয়নযুগলদ্বারা পান করিয়াই অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

১। হ ‘জ্ঞাংস্ত’ । ২। হ ‘তথাজ্ঞান্’ । ৩। হ ‘কলা-’ । ৪। হ ‘পরিনিষ্ঠিতান্’ । ৫। হ
‘জনান্’ । ৬। হ ‘নিগমাংশৈব’ । ৭। হ ‘যে চ পৌরাণিকা বৃদ্ধা যজ্ঞে’ । ৮। হ ‘এব’ । ৯। হ ‘মহাবলাঃ’ ।
১০। হ ‘স্তম্ভ’ ।

উচুঃ পরস্পারকৈব সৰ্ব্ব এব সমাগতাঃ ।

উভৌ রামস্ত সদৃশৌ বিশ্বাদ্ বিশ্বমিবোদ্ধৃতৌ ॥ ৯ ॥

জটিনৌ যদি ন স্মৃতাং ন বঙ্কলধরৌ যদি ।

বিশেষো নাধিগম্যেত অনয়ো রাঘবস্ত চ ॥ ১০ ॥

তেষাং সংবদতামেবং শ্রোতৃণাং বিশ্বিতাঅনাম্ ।

গেয়মারেভতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিদারকৌ ॥ ১১ ॥

ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধৰ্বমতিমানুষম্ ।

শ্লোকৈ রামায়ণং বন্ধং বিচিত্রপদমৰ্থবৎ ॥ ১২ ॥

প্রবৃত্তমাদিতঃ পূৰ্ব্বং সৰ্ব্বং নারদদর্শিতম্ ।

ততঃ প্রভৃতি সর্গাংশ্চ বিংশতিং তাবগায়তাম্ ॥ ১৩ ॥

৯। লো-টা। বিশ্বাধিহৌ প্রতিবিহৌ উদগতো জাতৌ।

১২। লো-টা। গান্ধৰ্বমেব গান্ধৰ্বং গীতম্। 'গান্ধৰ্বক স্বতং গীতং গান্ধৰ্বো দেবপুঙ্গব' ইতি ধ্বনিঃ। অতিমানুষমতিক্রান্তমানুষম্। তদেব বিবৃণোতি—শ্লোকৈরিতি।

১৩। লো-টা। নারদদর্শনং সর্গম্ আদিতঃ আদিং কৃত্বা।

সমাগত সকলে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, বিশ্ব হইতে উদ্ধৃত প্রতিবিশ্বের শ্রায় ইহারা উভয়েই রামের অনুরূপ ॥ ৯ ॥

এই বালকদ্বয় যদি জটীধারণ এবং বঙ্কল পরিধান না করিত, তবে ইহাদের এবং রামচন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা যাইত না ॥ ১০ ॥

সেই শ্রোতৃবর্গ আশ্চর্য্যায়িত হইয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই মুনিবালকদ্বয় গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১ ॥

পরে আশ্চর্য্যজনক বিচিত্র পদ এবং অর্থযুক্ত শ্লোকবন্ধ অলৌকিক সুমধুর রামায়ণ-গান আরম্ভ হইল ॥ ১২ ॥

প্রথম সর্গে নারদমুনি কর্তৃক সমগ্র রামচরিত্র পূর্বেই [সংক্ষেপে] কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, তথা হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত তাঁহারা গাহিলেন ॥ ১৩ ॥

১। হ 'বা বঙ্কলধারণৌ'। ২। হ 'রাঘবস্তাং বালয়োঃ'। ৩। হ 'উপচক্রমতুর্গাতুং'। ৪। অতঃ

পরং হ 'ন তু তুস্তিঃ বয়ঃ সৰ্ব্বে শ্রোতারো গেয়ম্পদা' ইত্যধিকম্। ৫। হ 'কৃত্বা সর্গং নারদদর্শনম্'। ৬। অতঃ

পরং হ 'বৈশ্ণব সপ্তভির্জ্ঞান ত্রীলয়সমবিভান্' ইত্যধিকম্।

ততোহপরান্নসময়ে রাঘবঃ সমভাষত ।

শ্রুত্বা বিংশতিসর্গাংস্তান্ ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ১৪ ॥

আভ্যাং দশ সহস্রাণি স্তবর্ণস্ত কৃতাকৃতম্ ।

প্রযচ্ছ শীত্ৰং কাকুৎস্থ যদন্যদভিকাজ্জিতম্ ॥ ১৫ ॥

এবমুক্তস্ত রামেণ ভরতঃ কেকয়ীশ্বতঃ ।

যচ্ছাজ্ঞপ্তং নরেন্দ্রেণ তৎ তাভ্যাং দাতুমুদ্যতঃ ॥ ১৬ ॥

দীয়মানং স্তবর্ণস্ত ন তৌ জগৃহতুস্তদা ।

উচতুশ্চ মহাত্মানৌ কিং ধনেন বিশাম্পতে ॥ ১৭ ॥

বন্তেন ফলমুলেন নিরতানাং বনৌকসাম্ ।

কিমস্মাকং হিরণ্যেন স্তবর্ণেনাপি বা নৃপ ॥ ১৮ ॥

১৮। লো টী। নিরতানাং স্তবর্ণানাম্, হিরণ্যেন ধনেন ।

ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রও বিংশতি সর্গ শুনিয়া তার পর অপরাহ্ন সময়ে ভ্রাতাকে বলিলেন— ॥ ১৪ ॥

কাকুৎস্থ, এই গায়কযুগলকে দশসহস্র স্তবর্ণমুদ্রা এবং আজ্ঞিত বা অনাজ্ঞিত যাহা যাহা ইহাদের অভিলষিত, সেই সমস্ত শীত্ৰ প্রদান কর ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্র কৈকেয়ীনন্দন ভরতকে এইরূপ বলিলে ভরত মহারাজের আদেশানুসারে সেই সমস্ত উহাদিগকে দিতে উদ্যত হইলেন ॥ ১৬ ॥

সেই মহাত্মা গায়কযুগল দীয়মান স্তবর্ণ গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, মহারাজ, ধনের দ্বারা কি হইবে ? ॥ ১৭ ॥

রাজন, বহু ফলমূলে সুখী বনবাসী আমাদের ধন বা স্তবর্ণে কি প্রয়োজন ? ॥ ১৮ ॥

১। হ 'তথাপ'। ২। হ 'সহ'। ৩। হ 'কৈ'। ৪। হ 'ক'। ৫। হ 'হিরণ্যেন কি করিগাব ইত্যপি'। ৬। হ 'রাঘব'।

তথা তয়োঃ প্রক্ৰবতোঃ কৌতূহলসমম্বিতাঃ ।

রাঘবস্তু চ রাজানঃ শ্রোতারস্তুত্র চাপরে ॥ ১৯ ॥

বিস্ময়ং পরমং গম্বা মুহূর্তং ধ্যানতৎপরঃ ।

তয়োরাগমনং রামঃ কাব্যস্ত চ সমুদ্ভবম্ ।

প্রমাণকৈব পপ্রচ্ছ তৌ তদা মুনিদারকৌ ॥ ২০ ॥

কস্মিন্নিষ্ঠাগতং কাব্যং কুতশ্চৈব প্রবর্তিতম্ ।

কেন চৈব কৃতং বৎসৌ কেন চৈব প্রকাশিতম্ ॥ ২১ ॥

কর্তা কাব্যস্ত মহতঃ ক চাসৌ মুনিপুঙ্গবঃ ।

পৃচ্ছন্তমেবং কাকুৎস্থং তাবচতুরতদ্বিতৌ ॥ ২২ ॥

২০। লো-টী। সমুদ্ভবং কস্তোপদেশেন উৎপত্তিঃ প্রমাণং কতিপ্রমাণং কতিসংখ্যাক-
মিতি ধাবৎ ।

২১। লো-টী। কস্মিন্নিষ্ঠাগতং কেন সমাগমীতং কৃতঃ কস্মাৎ প্রবর্তিতং বিস্তারং প্রাপ্তম্,
কেন হেতুনা, অতদ্বিতৌ নিরলসৌ ।

সেই বালকদ্বয় এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র এবং অশ্বাশ্ব রাজস্ববর্গ ও তত্রত্য
শ্রোতৃবর্গ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র পরম বিস্ময়াব্বিত হইয়া মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া তাহাদের আগমনের
কারণ এবং কাব্যের উৎপত্তি ও পরিমাণ সেই মুনিবালকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা
করিতে লাগিলেন—॥ ২ ॥

বৎসগণ, এই কাব্য কে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, কোথা হইতে বিস্মৃতি
লাভ করিয়াছে এবং কে ইহা রচনা করিয়াছেন ও কিজন্ত ইহা প্রচারিত হইয়াছে ?
এই মহাকাব্যের প্রণেতা মুনিপুঙ্গব কোথায় ? কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা
করিলে সেই অনলস মুনিবালকদ্বয় বলিলেন—॥ ২১-২২ ॥

১। হ 'সর্ব্ব এব হুবিম্বিতাঃ'। ২। হ ইবমর্জং নাস্তি। ৩। হ 'শ্চা'। ৪। হ 'মহদকুতম্'।
৫। হ 'কিংপ্রমাণমিদং কাব্যমিতি পপ্রচ্ছ তাবুতৌ'। ৬। হ 'তাং'। ৭। হ 'প্রকাশিতম্'। ৮। হ ইদমর্জং
নাস্তি। ৯। হ 'হুমচতুস্তাবনিবিতৌ'।

আবাং বাণ্মীকিশিষ্যো তু তেন সার্কমিহাগতো ।

রাজংস্তবেদং চরিতং প্রোক্তং বাণ্মীকিনা শুভম্ ॥ ২৩ ॥

আদিপ্রভৃতি রাজেন্দ্র পঞ্চ সর্গশতানি চ ।

নিবন্ধানি সহস্রাণি শ্লোকানাং পঞ্চবিংশতিঃ ।

উপাখ্যানশতকাত্ত ভার্গবেণ যশস্বিনা ॥ ২৪ ॥

তব জন্ম চ কাকুৎস্থ মৃত্যুদশরথশ্চ চ ।

পরিক্রিয়া চ যা চৈব তথা দারাপকর্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

বালিনশ্চ বধো ঘোরঃ সাগরে সেতুবন্ধনম্ ।

সহ রাক্ষসকোটিভী রাবণশ্চ বধো মহান্ ।

এতৎ সর্বং ভগবতা কাব্যেহস্মিন্ নিহিতং নৃপ ॥ ২৬ ॥

২৩। লো-টী। শুভমিতি পাঠঃ। ‘প্রোক্ত’মিতি পাঠে তেন কৃতম্ আবাভ্যাং প্রোক্তম্।

[লো-টী।] তব জীবিতং বাবং তব জীবিতং জন্ম অবধীকৃত্য যৎ শুভাস্তভং কৃতং তন্ত ইদং রামায়ণং প্রতিষ্ঠা আশ্রয় আশ্রয় ইত্যর্থঃ।

২৪। লো-টী। নিবন্ধানীতি ইত্যার্ষে রামায়ণে ইত্যপেক্ষয়া ভার্গবেণ বাণ্মীকিনা।

২৫। লো-টী। তব দশরথশ্চ চ পরিক্রিয়া সর্বতোভাবেন কৰ্ম নিহিতং সমর্পিতম্।

মহারাজ, আমরা বাণ্মীকির শিষ্য এবং তাঁহার সহিত এইস্থানে আসিয়াছি, আপনার এই মনোরম জীবনচরিত বাণ্মীকিকর্তৃক বিরচিত ॥ ২৩ ॥

রাজেন্দ্র, এই মহাকাব্যে যশস্বী ভৃগুবাংশীয় বাণ্মীকি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি সহস্র শ্লোক, পাঁচশত সর্গ এবং এক শত উপাখ্যান নিবন্ধ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

হে কাকুৎস্থ, ভগবান্ বাণ্মীকি এই মহাকাব্যে আপনার জন্মবৃত্তান্ত, মহারাজ দশরথের মৃত্যু, [আপনার] পর্য্যটন, দারাপহরণ, বালিবধ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন, কোটি কোটি রাক্ষসের সহিত রাবণবধ—এই সমস্ত নিবন্ধ করিয়াছেন ॥ ২৫-২৬ ॥

১। হ ‘আদৌ’। ২। অতঃ পরং হ ‘প্রকট্যবৃত্তান্ত পুরো রামস্ত দারকৌ’ ইত্যধিকম্। ৩। হ ‘বনবাসন্ত রামস্ত তথা মৃত্যাবদর্শনম্’। ৪। হ ‘রাবণস্ত বধশ্চৈব সর্বমত্র নরাধিপ’। ৫। অতঃ পরং হ ‘আবরোহপাদিষ্টক আবাভ্যাং চাভিভাবিতম্’। ইত্যধিকম্।

যদি বুদ্ধিঃ কৃত্য রাজন্ শ্রবণে তে কুতূহলম্ ।

কৰ্ম্মাস্তরে ক্ৰণীভূতঃ শৃণু রাজন্ মহামতে ॥ ২৭ ॥

এবমুক্ত্বা তু কাৰুংস্থং তত্র তৌ মুনিদারকৌ ।

অভিচক্রমতুর্বাসং যত্র বান্মীকিরাবসৎ ॥ ২৮ ॥

রামোহপি মুনিভিঃ সার্কং পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ ।

অহো গীতমিতি প্রোচ্য কৰ্ম্মশালামুপাগমৎ ॥ ২৯ ॥

ইত্যৰ্ধে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গীতশ্রবণং নাম

একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০১ ॥

২৭। লো-টা। ক্রণীভূতঃ অবসরবান্ ভূত্বা।

গীতশ্রবণম্ ॥ ১০১ ॥

মহামতে রাজন্, আপনার যদি এই কাব্যশ্রবণে ইচ্ছা এবং কৌতূহল হইয়া থাকে, তবে কার্য্যের অন্তরালে অবসর করিয়া ইহা শ্রবণ করুন ॥ ২৭ ॥

সেই মুনিবালকদ্বয় রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া যে-স্থানে বান্মীকিমুনি বাস করিতেছিলেন সেইস্থানে গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

রামচন্দ্রও মুনিগণ এবং মহাত্মা নৃপতিগণের সহিত ‘আহা কি সুন্দর গান’ ! এই কথা বলিয়া যম্ভকশালায় গমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বান্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গীতশ্রবণ-নামক

১০১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

(১০২) দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ

অহানি স্ববহুশ্চেবং রামো গীতমনুত্তমম্ ।

শুশ্রাব মুনিভিঃ সার্কং পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ১ ॥

কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকয়ী মাতরশ্চ যাঃ ।

প্রগৃহ বাহুন্ দুঃখার্ভা রুরুদুস্তা মহাশ্বনম্ ॥ ২ ॥

সুগ্রীবো হনুমাংশ্চৈব নলো নীলসুখাঙ্গদঃ ।

বর্তমানমিবাভীতং তস্মিন্ গীতে সমর্থয়ন্ ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ ।

এতে ধ্যানপরাঃ সর্বৈ বিশ্বামিত্রশ্চ কৌশিকঃ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। কৌশল্যা প্রভৃতয়ঃ স্ত্রিয়ঃ সীতানির্ঝাসগীতং শ্রুত্বা এতৌ চ সীতাপুত্রৌ
বিজ্ঞায় রুরুদ্রিতার্থঃ ।

৩। লো-টী। অতীতমপি রামচরিতং বর্তমানমিবা সমর্থয়ন্ অমংস্তস্ত অড়াগমাতাব
ভাৰ্গঃ ।

এইরূপে রামচন্দ্র মুনিগণ এবং মহাত্মা নৃপতিগণের সহিত বহুদিন যাবৎ
অত্যাশ্রিত [রামায়ণ-] গান শ্রবণ করিলেন ॥ ১ ॥

কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা প্রভৃতি মাতৃগণ দুঃখে কাতর হইয়া বাহু
ধারণপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

সুগ্রীব, হনুমান, নল, নীল এবং অঙ্গদ সেই গান শ্রবণে অতীত রামচরিত্রকে
যেন বর্তমান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং কৌশিক বিশ্বামিত্র, ইহারা সকলে
চিন্তাস্থিত হইলেন ॥ ৪ ॥

১। অত্র শ্লোকস্ত হানে হ 'শ্রুত্বা' রামায়িতং কাব্যং (?) প্রমুখিতো জনঃ' ইতি পাঠঃ। ২। হ 'কৈকেয়ী
বানশ্যক বে'। অতঃ পরং হ 'সুগ্রীবো হনুমাংশ্চৈব নলো নীলসুখাঙ্গদঃ। বর্তমানমিবাভীতং তস্মিন্ গীতে সমর্থয়ন্'
ইত্যধিকম্। ৩। হ 'শ্রুত্বা'। ৪। হ অত্রায়ং শ্লোকো নাস্তি।

তথা প্ররুদতাং তেষাং সৰ্বেষাঞ্চ মুহুমুহুঃ ।

কৰ্মাস্তরেষু তদ্ গেয়মনুপ্রাপ্তং যশস্করম্ ॥ ৫ ॥

তস্মিন্ গীতেহথ বিজ্ঞায় সীতাপুত্রৌ কুশীলবৌ ।

তস্তাঃ পরিষদৌ মধ্যে রামো বাক্যমুবাচ হ ॥ ৬ ॥

শক্রপ্লং বীৰ্য্যসম্পন্নং হনুমন্তঞ্চ বানরম্ ।

বিভীষণঞ্চ ধৰ্ম্মজ্ঞং স্নেহেণঞ্চ পরস্তপম্ ॥ ৭ ॥

ভগবন্তং মহাত্মানং বান্দ্রীকিমুযিসত্তমম্ ।

আনয়ধ্বমিহোদারং সসীতং দেবসম্মিতম্ ॥ ৮ ॥

অস্তাঃ পরিষদৌ মধ্যে প্রত্যয়ং জনকাত্মজা ।

দদাতু শুদ্ধিবিধিবদনুমাত্ম মহামুনিম্ ॥ ৯ ॥

৮। লো-টা। কিমত্রবীৎ তদাহ—ভগবন্তমিত্যাदि বান্দ্রীকি বিশেষণম্। উদারং মহাস্তম, 'মহোদার'মিতি বা পাঠঃ।

৯। লো-টা। শুদ্ধিং দদাতু কিংভূতাম্? প্রত্যয়মাত্মবিখ্যাসরূপাম্। 'প্রত্যয়োহধীন-শপথ-জ্ঞান-বিশ্বাস-হেতুর্দ্দি'ত্মময়ঃ।

তঁাহাদের সকলের পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে করিতে সেই প্রশংসাজনক গান কৰ্ম্মাস্তরে (অর্থাৎ দুঃখজনক আখ্যান হইতে আখ্যানান্তরে) উপনীত হইল ॥ ৫ ॥

পরে রামচন্দ্র সেই গানের মধ্যে কুশ এবং লবকে সীতার পুত্র বলিয়া অবগত হইয়া সেই সভামধ্যে বলবান্ শক্রপ্ল, বানর হনুমান্, ধৰ্ম্মজ্ঞ বিভীষণ এবং শত্রুপীড়ক স্নেহেণকে বলিলেন,—উদারচেতাঃ দেবতুল্য ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভগবান্ বান্দ্রীকি-মুনিকে সীতার সহিত এইস্থানে আনয়ন কর ॥ ৬-৮ ॥

জনকনন্দিনী সীতা মহামুনি বান্দ্রীকির অনুমতি লইয়া এই সভামধ্যে শুদ্ধি-বিধি অনুসারে [নিজের পবিত্রতা সম্পর্কে] প্রমাণ দান করুন ॥ ৯ ॥

১। হ। অত স্নোকস্ত স্থানে হ 'রামো বহুস্তুহাত্তবং তদ্বীতং পরমাত্মতম্। শুভ্রাব মুনিভিঃ সার্কং সাক্ষসৈককবানরৈঃ' ইতি পাঠঃ। ২। হ 'মখাত্তব'। ৩। হ 'হগ্রীব'। ৪। হ 'বিসর্জন'। ৫। হ 'প্রত্যক্ষ'। ৬। হ 'দ্ধি'।

ছন্দং মুনেষু বিজ্ঞায় সীতায়াম্চ মনোগতম্ ।
 প্রত্যয়ং দাতুকামায়াম্ভুতঃ শংসত মাচিরম্ ॥ ১০ ॥
 শ্বঃ প্রভাতে তু শপথং মৈথিলী জনকাত্মজা ।
 করোতু পরিষন্মধ্যে চারিত্র্যং প্রতি সা পুনঃ ॥ ১১ ॥
 শ্রদ্ধা তু রঘবশ্চেদং বচঃ পরমমদ্রুতম্ ।
 জগ্মুস্তে স্বরিতাস্তত্র যত্র প্রাচেতসো মুনিঃ ॥ ১২ ॥
 তে প্রণম্য মহাত্মানং জলস্তুমিব পাবকম্ ।
 উচুস্তে রামবাক্যানি মৃদুনি রুচিরিণি চ ॥ ১৩ ॥
 তেষাঞ্চ বচনং শ্রদ্ধা রামস্য চ মনোগতম্ ।
 বিজ্ঞায় স্মহাতেজা মুনির্বাক্যমথাত্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। ছন্দমভিপ্রায়ং ‘অভিপ্রায়বশৌ ছন্দা’বিত্যমরঃ। শংসত সর্কান্ কথয়ত ইত্যর্থঃ। প্রত্যয়ং বিশ্বাসম্।

১১। লো-টী। পুনর্চারিত্র্যং বৃত্তং প্রতি শপথং পরীক্ষাং করোতু। ‘চারিত্র্যং প্রতিপাশ্ব ন’ ইতি পাঠে নোহস্মাকং চারিত্র্যং প্রতিপাশ্ব স্থাপয়িত্বা।

বাল্মীকিমুনির অভিপ্রায় এবং প্রমাণদান বিষয়ে সীতার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া অবিলম্বে আমাকে জানাও ॥ ১০ ॥

আগামী কল্য প্রাতঃকালে মিথিলারাজনন্দিনী জানকী সভামধ্যে পুনরায় তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে শপথ করুন ॥ ১১ ॥

তাঁহারা রামচন্দ্রের অতিশয় অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া বাল্মীকিমুনির নিকটে দ্রুত গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

তাঁহারা জলস্তু অগ্নির দ্বারা মহাত্মা বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রের কোমল মধুর কথাগুলি বলিলেন ॥ ১৩ ॥

তাঁহাদের কথা শুনিয়া এবং রামচন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহাতেজস্বী বাল্মীকিমুনি বলিলেন—॥ ১৪ ॥

এবং ভবতু বো ভদ্রং যথা বদতি রাঘবঃ ।

তথা করিষ্যতে সীতা দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

তথোক্তা ঋষিণা সর্বৈব রামদূতা মহোজসঃ ।

প্রত্যেত্য সর্বং রামায় মুনেৰ্বাক্যমবেদয়ন্ ॥ ১৬ ॥

ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থঃ শ্রদ্ধা বাক্যং মহামুনেঃ ।

সর্বানৈব মহর্ষীংস্তান্ নৃপতীংশ্চাভ্যভাষত ॥ ১৭ ॥

মুনয়শ্চ সশিষ্যা বৈ সানুগাশ্চ নরাধিপাঃ ।

পশ্যন্তু সীতাশপথং যশ্চাত্যোহপীহ কাঙ্ক্ষতে ॥ ১৮ ॥

ইতি তদ্বচনং শ্রদ্ধা রাঘবস্ত মহাত্মনঃ ।

সর্বেষামুযিষ্মুখানাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। প্রত্যেত্য আগত্য।

ইহাই হউক, তোমাদের মঙ্গল হউক, পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, স্মৃতরাং রামচন্দ্র যেরূপ বলিতেছেন সীতাদেবী তাহাই করিবেন ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি এইরূপ বলিলে মহাবীর রামচন্দ্রের দূতগণ আসিয়া মুনির বাক্য সমস্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ১৬ ॥

অমন্তর রামচন্দ্র মহামুনি বাল্মীকির কথা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইয়া সমস্ত মহর্ষিগণ এবং রাজগণকে বলিলেন— ॥ ১৭ ॥

শিষ্যগণের সহিত মুনিগণ ও অনুচরগণের সহিত রাজগণ এবং অশ্রু যে কেহ ইচ্ছা করেন, সকলেই সীতার শপথ অবলোকন করুন ॥ ১৮ ॥

মহাত্মা রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সেই মহর্ষিগণের মধ্যে অতিশয় 'সাধু সাধু' ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ১৯ ॥

১। হ 'ভবং বো'। ২। হ 'ভুযতি'। ৩। হ 'স্ত্রিয়াঃ'। ৪। হ 'মুনি'। ৫। হ 'বর্ষান্ সর্বান্ অনুবিতান্ পার্শ্ববাং-'। ৬। হ 'রাজানশ্চ সহানুগাঃ'। ৭। হ '-তি'। ৮। হ '-কারো'।

রাজানশ্চ নরব্যাখ্যং প্রশংসাসু রঘুভ্রমম্ ।

উপপন্নং রঘুশ্রেষ্ঠে হ্র্যযোতদিত্তি চাক্রবন্ ॥ ২০ ॥

এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা শ্বো ভূত ইতি রাঘবঃ ।

বিসর্জয়ামাস তদা সর্বাংস্তানু শত্রুসূদনঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্থে বাঙ্গীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সীতাশপথনিশ্চয়ো নাম

দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০২ ॥

২০। লো-টী। স্বয়ং এবমুপপন্নং যুক্তম্ । মহতো যুগ্মে নৃপাংসু

সীতাশপথনির্ণয়ঃ ॥ ১০২ ॥

নৃপতিগণ রাজশ্রেষ্ঠে রামচন্দ্রকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, রঘুশ্রেষ্ঠ, এইরূপ
কার্য্য কেবল আপনাতেই সম্ভব ॥ ২০ ॥

শত্রুদমনকারী রামচন্দ্র ‘আগামী কল্য ইহা হইবে’ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া
ঠাহাদের সকলকে বিদায় দিলেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাঙ্গীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতাশপথনিশ্চয়-নামক

১০২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

(১০৩) ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ

তস্তাং রজত্যাং বুফ্টোয়াং যজ্ঞবাটং গতৌ নৃপঃ ।

সর্বানানায়য়ামাস মহর্ষীন্ রঘুনন্দনঃ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ ।

বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতপা দুর্বাসাশ্চ মহাযশাঃ ॥ ২ ॥

অগস্ত্যোহথ মহাতেজা ভার্গবশ্চৈব বামনঃ ।

মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্মোদগল্যশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৩ ॥

গর্গশ্চ চ্যবনশ্চাপি শতানন্দশ্চ ধর্মবিৎ ।

ঋচীকশ্চ মহাতেজা অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ ॥ ৪ ॥

এতে চান্তে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।

রাজানশ্চ নরব্যাত্তাঃ সর্ব এষ সমাগতাঃ ॥ ৫ ॥

[লো-টী] । শঙ্কুং মুনিবিশেষম্ ।

৪ । লো-টী । ধর্মবিৎ রামঃ । 'ভাণ্ডরি'রিত্তি বা পাঠঃ ।

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে মহারাজ রামচন্দ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত মহর্ষিদিগকে আনয়ন করিলেন ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘতপাঃ বিশ্বামিত্র, মহাযশস্বী দুর্বাসাঃ, অগস্ত্য, মহাতেজস্বী ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ুঃ মার্কণ্ডেয়, মহাতপাঃ মোদগল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্মজ্ঞ শতানন্দ, মহাতেজাঃ ঋচীক, অগ্নিপুত্র সুপ্রভ, ইহার এবং কৃতব্রত (অর্থাৎ তপঃসিক্) অন্যান্য বহু মুনি এবং নরশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ, সকলে সমাগত হইলেন ॥ ২-৫ ॥

১ । হ 'সর্বানানায়ামাস ব্রহ্মবান' । ২ । হ '-তপাঃ' । ৩ । হ 'শঙ্কুর্গায়ন্ত' । ৪ । হ '-যশাঃ' । ৫ । হ 'ভার্গবচ্যবনশ্চৈব' । ৬ । হ '-ভাগো' । ৭ । হ 'বহিঃ' ।

বানরাস্ত মহাবীৰ্য্য। রাক্ষসাস্ত মহাবলাঃ ।

সমাপেতুৰ্মহাত্মানঃ সৰ্ব্ব এব কুতূহলাৎ ॥ ৬ ॥

নাগরস্তু জনো মুখ্যঃ কোতূহলসমস্থিতঃ ।

সীতায়াঃ শপথং প্রাপ্ত্বঃ সৰ্ব্ব এব সমাগমৎ ॥ ৭ ॥

তথা সমাগতঃ সৰ্ব্বমশ্বভূতমিবাচলম্ ।

শ্রেষ্ঠা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ॥ ৮ ॥

তস্মিৎ পৃষ্ঠতঃ সীতা অশ্বগচ্ছদবান্ধুখী ।

কৃতাজ্জলিৰ্বাপাবতী কৃত্বা রামং মনোগতম্ ॥ ৯ ॥

দৃষ্ট্বা শ্রিয়মিবায়াস্তীং স্তব্রতাং ব্রহ্মচারিণীম্ ।

বান্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। প্রাপ্ত্বঃ দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ। 'শপথং দ্রষ্টু'মিতি কচিং পাঠঃ।

৮। লো-টী। আগতং জনম্ অচলং নিশ্চলং দৃষ্ট্বা, কমিব ? অশ্বভূতমিব অশ্বস্বরূপমিব।

১০। লো-টী। ব্রহ্মাণং চতুৰ্মুখম্, অনুগামিনীং সরস্বতীমিব। পৃষ্ঠতঃ পৃষ্ঠে পশ্যাদিত্যর্থঃ।

মহাবলশালী বানরগণ, মহাবলবান্ রাক্ষসগণ, ইহারা সকলেই কোতূহলবশতঃ মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে আগমন করিল ॥ ৬ ॥

সীতার শপথ দেখিতে ইচ্ছুক সমস্ত শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ কোতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় আগমন করিল ॥ ৭ ॥

সমাগত সকলে [শপথ দর্শন প্রতীক্ষায়] প্রস্তুতের আয় নিশ্চল হইয়া আছেন শুনিয়া মুনিবর বান্মীক সীতার সহিত আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥

বান্মীকুলোচনা জানকী মনোমধ্যে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতে করিতে করজোড়ে মহর্ষির পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন ॥ ৯ ॥

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আয় স্তব্রতা ব্রহ্মচারিণী সীতাকে বান্মীকির

১। হ 'সাস্ত'। ২। হ 'নানাদিগুদেশজাষ্টব ব্রাহ্মণাঃ সংশ্লিষ্টব্রতাঃ'। ৩। হ '-নঃ সৰ্ব্বঃ'। ৪। অতঃ

পরং হ 'সমাপেতুৰ্মহাত্মানঃ সৰ্ব্ব এব কুতূহলাৎ' ইত্যধিকম্। ৫। হ 'দ্রষ্টু'। ৬। হ '-বহুঃ'। ৭। হ '-তান্ সৰ্ব্বান্ দৃষ্ট্বা বান্মীকহাস্তি'। ৮। হ ইদমৰ্থং নাস্তি। ৯। হ অস্ত স্রোক্তং স্থানে 'বৃত্তঃ শিষ্যগণস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ'। অশ্বভূতমিব সীতা যন্তু কিকিণবান্ধুখী। কৃতাজ্জলিৰ্বাপাবতী সীতা যন্তু বিবেশ তম্'। ইতি পাঠঃ।

১০। হ 'তাং দৃষ্ট্বা শ্রিয়মিবায়াস্তীং ব্রাহ্মণমনুগামিনীম্'।

ভতো হলহলাশব্দঃ সর্বতঃ সমুপস্থিতঃ ।

শব্দাপিহিতকণ্ঠানাং বাষ্পব্যাকুলচক্ষুযাম্ ॥ ১১ ॥

সাধু রামেতি তত্রোচুঃ সীতে সাধ্বিতি চাপরে ।

সাধ্বিত্যভয়োরপরে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুক্রুশুঃ ॥ ১২ ॥

ভতো মধ্যং জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ ।

সীতাসহায়ো বাগ্মীকিরিতিহোবাচ রাঘবম্ ॥ ১৩ ॥

ইয়ং দাশরথে সীতা স্তব্রতা ধর্মচারিণী ।

অপাপা হি ত্বয়া ত্যক্তা মমাপ্রমসমীপতঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। শব্দাপিহিতকণ্ঠানাং বক্ষ্যমাণ‘সাধু রামে’ত্যাदिशब्दैर्वाप্তकण्ठानाम्।
‘শৌকাপিহিতকণ্ঠানা’মিতি পাঠে গলগদবচসাম্।

১৪-১৫। লো-টী। ব্রহ্মচারিণী তপস্চারিণী ত্বয়া ত্যক্তা। কেন? ত্বয়া ত্বংসদৃশেন

পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া স্মহান্ ‘সাধু সাধু’ ধ্বনি উখিত হইল ॥ ১০ ॥

তার পর বাষ্পাকুলিতনেত্র এবং শব্দাবরুদ্ধকণ্ঠ জনগণের মধ্য হইতে চারিদিকে কোলাহলধ্বনি উখিত হইল ॥ ১১ ॥

দর্শকগণের মধ্যে কেহ রামকে, কেহ সীতাকে এবং কেহ বা সীতা-রাম উভয়কেই সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

পরে মুনিপ্রধান বাগ্মীকি সীতার সহিত সেই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশ করত রামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন—॥১৩ ॥

হে দাশরথনন্দন রাম, তুমি এই পতিব্রতা, ধর্মচারিণী এবং পাপহীনা সীতাকে লোকাপবাদভয়ে ভীত হইয়া আমার আশ্রমসমীপে পরিত্যাগ করিয়াছিলে ;

লোকাপবাদভীতেন হুয়া রাম মহামতে ।

প্রত্যয়ং দাস্ততে সাত্ত তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৫ ॥

ইমৌ চ জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ ।

স্বর্তো তব ছুরাধর্ষ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১৬ ॥

প্রচেতসোহহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন ।

অনৃতং ন স্মরান্যুক্তং যথেমৌ তব পুত্রকৌ ॥ ১৭ ॥

বহুন্ বর্ষগাণ্ সৌম্য তপশ্চর্য্যাময়া কৃতা ।

প্রাপ্নুয়াং ন ফলং তস্তা ছুর্কেয়ং যদি মৈথিলী ॥ ১৮ ॥

কর্মণা মনসা বাচা ন মেহস্তু কলুষীকৃতম্ ।

প্রাপ্নুয়াং ন ফলং তস্তা ছুর্কেয়ং মৈথিলী যদি ॥ ১৯ ॥

লক্ষণেন করণভূতেন । যদা, লোকাপবাদভীতে ভয়ে সতি, ন ত্বয়া, বস্তুতো ন ত্বয়েতার্থঃ ।

১৬। লো-টী। যমজজাতকৌ যমজরূপেণ জাতাবিতার্থঃ ।

১২-২০। লো-টী। অতো যথাবৎ কলুষং ন কৃতং কিন্তু পুণ্যম্, অতস্তস্ত পঞ্চম

মহামতি রাম, সেই সীতা আজ [স্বীয় চরিত্র সম্পর্কে] প্রমাণ দান করিবেন, তুমি
অনুমতি কর ॥ ১-৪১৫ ॥

ছুরাধর্ষ রাম, আমি তোমার নিকট সত্য কথা বলিতেছি যে, জানকীর
গর্ভজাত এই যমজ তনয়যুগল তোমারই পুত্র ॥ ১৬ ॥

রঘুনন্দন, আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি কখনও মিথ্যাকথা বলিয়াছি ✓
বলিয়া স্মরণ হয় না, [আমি বলিতেছি,] এই ছুইটি তোমারই পুত্র ॥ ১৭ ॥

সৌম্য, এই মিথিলারাজনন্দিনী সীতা যদি ছুশ্চরিত্রা হন, তবে আমি বহুবর্ষ
ধরিয়া যে তপস্তা করিয়াছি তাহার ফল যেন লাভ না করি ॥ ১৮ ॥

বাক্য, মন এবং কার্য্য দ্বারা আমি কোন পাপ করি নাই [পুণ্যই করিয়াছি],

১। ছ 'বাদাৎ'। ২। ছ 'বর্ষৌ'। ৩। ছ 'বহুবর্ষসহস্রাণি'। ৪। ছ 'ন তস্ত বলসমীকৃতপাপা
মৈথিলী ন চেৎ'। ৫। ছ 'মনসা কর্মণা'। ৬। ছ 'কৃতপুণ্যং ন কিঞ্চিদম্'। ৭। ছ 'ভেন মে সত্যবাক্যেন
অপাণাং বিদ্ধি মৈথিলীম্'।

অহং পঞ্চস্থ ভূতেষু মনঃষষ্ঠেষু রাঘব ।

দৃষ্ট্বা সীতাং তদা শুদ্ধাং নীতবানাত্মমং পুরা ॥ ২০ ॥

ইয়ং শুদ্ধসমাচারী নির্দোষা পতিদেবতা ।

লোকাপবাদভীতস্ত প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥ ২১ ॥

তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা

দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রদিক্টা ।

লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যা

ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥ ২২ ॥

ইত্যৰ্থে বায়ীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বায়ীকিবাক্যং নাম

ত্ৰ্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৩ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়েষু ভূতেষু সৰ্ব্ভূতেষু প্রাপ্তেষু মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তেষু, সমুপাগমং তয়া সহৈত্যর্থঃ

২২ । লো-টী । শুদ্ধা বিদিতাপি ।

বায়ীকিবাক্যম্ ॥ ১০৩ ॥

এই মিথিলারাজনন্দিনী সীতা যদি দুঃশরিত্রা হন, তবে আমি যেন সেই পুণের ফল না পাই ॥ ১৯ ॥

রাঘব ! পূৰ্বে (পরিত্যাগ সময়ে) আমি এই সীতার পাঞ্চভৌতিক পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন বিশুদ্ধ দেখিয়াই তখন ইহাকে আশ্রমে লইয়াছিলাম ॥ ২০ ॥

এই শুদ্ধাচারিণী দোষরহিতা পতিব্রতা সীতা লোকাপবাদভয়ে ভীত তোমার সম্মুখে প্রত্যয় দান করিবেন ॥ ২১ ॥

নৃপনন্দন, তুমি লোকনিন্দাভয়ে সন্ধিঞ্চচিত্ত হইয়া সচরিত্রা জানিয়াও যে প্রিয়তমা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, আমি দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে তাঁহাকে বিশুদ্ধা বলিয়া ঘোষণা করিতেছি ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বায়ীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বায়ীকিবাক্য-নামক

১০৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

(১০৪) চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ

বাণ্মীকেষু বচঃ শ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ।

প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে মহর্ষীগাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥ ১ ॥

এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি সূত্রত ।

প্রত্যয়ো জনিতস্তুক্তস্তব বাক্যৈরকিঞ্চিধৈঃ ॥ ২ ॥

প্রত্যয়শ্চ পুরা দত্তো বৈদেহ্যঃ সুরসন্নিধৌ ।

শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা ॥ ৩ ॥

সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্নপাপাপি পুরা সতী ।

পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৪ ॥

২ । লো-টা । অকিঞ্চিধৈঃ শুদ্ধৈঃ ।

রামচন্দ্র বাণ্মীকির কথা শুনিয়া করজোড়ে জগদ্বাসী জনগণের মধ্যে মহর্ষিদিগকে শুনাইয়া বলিলেন— ॥ ১ ॥

হে মহাভাগ, হে সূত্রত, আপনি যাহা বলিলেন তাহা যথাথই বটে, আপনার বিশুদ্ধ বাক্যে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং আমি তুষ্ট হইয়াছি ॥ ২ ॥

বৈদেহী পূর্বেও দেবগণের সমক্ষে প্রত্যয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং তথায় (লঙ্কানগরীতে) শপথ করিয়াছিলেন ; সেইজন্ম আমি ইহাকে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলাম ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মন্ন, এই সাধ্বী সীতা নিম্পাপা হইলেও আমি লোকাপবাদভয়ে পূর্বে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৪ ॥

১। হ 'কিনা তথাক্তে তু'। ২। হ '-বঃ প্রত্যভাবত'। ৩। হ 'মুনিং সীতাকুতে তদা'। ৪। হ 'তো মহং তব'। ৫। হ '-য়ো হি'। ৬। হ 'দৃষ্টো'। ৭। হ 'লঙ্কাবীণেহভিশক্তারাত্তেন'। ৮। হ 'চ যৎ পুমা'।

জানামি পুত্রকৌ চেমৌ মম জাতৌ কুশীলবৌ ।

শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং শ্রীতিরস্তু মে ॥ ৫ ॥

অভিপ্রায়ং তু রামশ্চ বিজ্ঞায় সুরসন্তমাঃ ।

পিতামহং পুরস্কৃত্য সৰ্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৬ ॥

আদিত্যা বসবো রুদ্রা ঋষয়ো মরুদশ্বিনৌ ।

গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসশ্চৈব সৰ্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৭ ॥

নাগা যক্ষাঃ সুপর্ণাশ্চ তথা বিত্യാধরোত্তমাঃ ।

সীতাশপথসংভ্রান্তাঃ সৰ্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৮ ॥

ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শৌ দিব্যগন্ধবহঃ শুভঃ ।

তং জনৌঘং সুরাংশ্চৈব প্রহ্লাদয়তি সৰ্ব্বতঃ ॥ ৯ ॥

৮। লো.টী। সীতাশপথসংভ্রান্তাঃ সীতা পূৰ্ব্বং শুভৈব কিমর্থমিদানৌঃ শপথং করোতী-
ত্যর্থং সম্ভ্রান্তাঃ ।

৯। লো.টী। শুচিঃ যুজঃ, পুণ্যো মনোহরঃ ।

এই কুশ এবং লব আমারই ঔরসজাত পুত্র, তাহাও আমি জানি ; [সম্প্রতি]
জগতের সমক্ষে বিশুদ্ধা বলিয়া প্রতিপন্ন। মৈথিলীর প্রতি আমার শ্রীতি হউক ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্রের এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুরসন্তমগণ পিতামহ ত্রক্ষাকে
অগ্রে করিয়া সকলেই উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥

আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, ঋষিগণ, মরুদগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গন্ধৰ্ব্বগণ,
অপ্সরাগণ, সকলেই আগমন করিলেন ॥ ৭ ॥

নাগগণ, যক্ষগণ, সুপর্ণগণ এবং শ্রেষ্ঠ বিত্യാধরগণ, সকলেই সীতার শপথ
শ্রবণে সসম্মুখে আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥

তখন চতুর্দিক হইতে সুখস্পর্শ দিব্যগন্ধবাহী মনোহর বায়ু সেই জনসমূহ
এবং দেবগণকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

১। হ 'বৈদেহ্য'। ২। অতঃ পরং হ 'ইত্ৰাভ্যাসঃ সকল দেবা নারদাভ্যাসঃ সুরবর্গঃ'। সীতায়াঃ শপথে
তস্মিন্ সৰ্ব্ব এব সমাগতাঃ'। ইত্যধিকম্। ৩। হ 'শুচিঃ'। ৪। হ 'প্রহ্লাদয়াস সৰ্ব্বতঃ'।

তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যঃ নিরৈক্ষন্ত সমাগতাঃ ।

মানবাঃ সৰ্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূৰ্ব্বং কৃতযুগে যথা ॥ ১০ ॥

সৰ্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী ।

অবাঙ্ মুখী বাপ্পকলং প্রাঞ্জলিৰ্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে ।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ১২ ॥

মনসা কৰ্ম্মণা বাচা রামমেব যথার্চয়ে ।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ১৩ ॥

যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে ন রামাৎ কাময়ে পরম্ ।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি । ১৪ ॥

১০। লো-টা। তৎ শপথকরণম্ অদ্ভুতমাশ্চধ্যম্ অচিন্ত্যং সম্ভাবনায়া অবিশ্বাস্যম্। ‘পূৰ্ব্বং কৃতযুগে যথা’ কৃতযুগে সত্যযুগে। সত্যযুগে বেদবতীদশায়াম্ অগ্নিপ্রবেশনম্ অদ্ভুতম্ চিন্ত্যং নিরৈ-ক্ষন্ত সৰ্বলোকাঃ মেনিরে তথা ইদানীমপি শপথকরণম্।

১১। লো-টা। কাষায়ং বর্ণাস্তরপ্রাপ্তং বস্ত্রং বসিতুনাচ্ছাদয়িতুং শীলং যন্তাঃ সা, অবাঙ্গী অধোমুখী বাপ্পাকুলং যথা ভবতি। ‘উদম্বুগী বাপ্পকল’মিতি বিমলবোধীয়ঃ পাঠঃ, উদম্বুগী অধোমুখীতি তদ্ব্যাখ্যানাৎ।

১২। লো-টা। মাধবী ভূঃ, মধুমেদসো জাতন্তাৎ।

সমস্ত রাষ্ট্র হইতে সমাগত মানবগণ পূর্বের সত্যযুগের আয় [ত্রেতাযুগেও] সেই অদ্ভুত এবং অচিন্তনীয় শপথ দেখিয়াছিল ॥ ১০ ॥

কষায়বস্ত্র-পরিহিতা সীতা সমাগত সকলকে দর্শন করিয়া অধোবদনে বাপ্পাকুলকণ্ঠে কৃতাজলিপুটে বলিলেন— ॥ ১১ ॥

আমি যদি রামচন্দ্রভিন্ন অথ কাহাকেও মনে মনেও চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে দেবী বসুন্ধরা আমাকে বিবর দান করুন (অর্থাৎ ভূগর্ভে আমাকে স্থান দান করুন) ॥ ১২ ॥

যদি আমি বাক্য, মন এবং কৰ্ম্মদ্বারা রামকেই অর্চনা করিয়া থাকি, তবে দেবী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে (ভূগর্ভে) স্থান দান করুন ॥ ১৩ ॥

আমি রাম ভিন্ন অথ কাহাকেও কামনা করি না, একথা যদি সত্য বলিয়া

১। চ ‘মচিন্ত্যক দদৃশুস্তে’। ২। হ ‘সাধবঃ’। ৩। হ ‘পুরা’। ৪। হ ‘উদম্বুগী’। ৫। হ ‘যথা রামং সমর্চয়ে’।

তথা শপন্ত্যাং সীতায়াং প্রাচুরাসাম্বাহুতম্ ।

ভূতলং ভিত্ত সহসা সিংহাসনমুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

প্রিয়মাণং শিরোভিষ্ণ উদতিষ্ঠদু রাসদম্ ।

দিব্যং দিব্যেন বপুষা পন্নগৈরমিতপ্রভৈঃ ॥ ১৬ ॥

তস্মিন্ধ্বং ধরণী দেবী সীতামাদায় বাহনাম্ ।

স্বাগতং তে তথোক্ত্বা তামাসনে সংস্থবেশয়ৎ ॥ ১৭ ॥

তামাসনগতাং দেবীং প্রবিশন্তীং রসাতলম্ ।

পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ।

সাধুবাদশ্চ স্তমহান্ দেবানাং হি তদোথিতঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। শপন্ত্যাং শপথং কুর্ষ্যতাম্। 'ভূতলাদি'তি পাঠঃ। ভূতলং ভিত্তেতি
বিমলবোধঃ। ভিত্ত ভিত্তি।

১৬। লো-টী। পন্নগৈঃ শিরোভিপ্রিয়মাণমুদতিষ্ঠৎ, দিব্যেন বপুষা বিশিষ্টৈঃ পন্নগৈঃ।

১৭। লো-টী। তাং সীতামিত্যম্বয়ঃ।

থাকি, তাহা হইলে দেবী বশুন্ধরা তাঁহার গর্ভে (ভূগর্ভে) আমাকে স্থান দান
করুন ॥ ১৪ ॥

সীতা দেবী এইরূপ শপথ করিলে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল, সহসা দিব্য-
দেহধারী অমিতপ্রভ সর্পগণের মস্তকধৃত অত্যুত্তম ছুপ্রাপ্য সিংহাসন ভূতল বিদৌর্গ
করিয়া উত্থিত হইল ॥ ১৫-১৬ ॥

ধরণী দেবী “স্বাগতম্” বলিয়া সীতাদেবীকে বাহুদ্বারা গ্রহণ পূর্বক সেই
দিব্যসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন ॥ ১৭ ॥

সীতাদেবী সেই আসনে উপবিষ্টা হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিলে
তাঁহার উপর অবিচ্ছিন্নভাবে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল এবং তখন
দেবগণের উচ্চৈঃস্বরে ‘সাধু সাধু’ ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ১৮ ॥

১। হ ‘-সীতান্’। ২। হ ‘ভূতলাদিব্যসঙ্কারণ’। ৩। হ ‘উত্থান’। ৪। হ ‘-স্তম্ভতিষ্ঠদু রাসদম্’।
৫। হ ‘পন্নগৈর্দ্বিব্যসঙ্কারণৈঃ শিরোভিত্তিক্রিয়ৈঃ’। ৬। হ ‘সীতাং সংস্থ’। ৭। হ ‘সীতাং’। ৮। হ ‘-দে-
মতাংস্বেব’।

ধন্যা ত্বমসি বৈদেহি যশ্চাস্তে শীলমীদৃশম্ ।

এবং বহুবিধা বাচো হস্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ ।

ব্যাজহুঃ হুমহাত্মানো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনম্ ॥ ১৯ ॥

যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব্ব এব তে ।

রাজানশ্চ নরব্যাত্ৰা বিশ্বায়াম্মোপরেমিরে ২০ ॥

অস্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ ।

দানবাস্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাস্তথা ॥ ২১ ॥

কেচিদ্দিনেহুঃ সংলুপ্তাঃ কেচিদ্ধ্যানপরাযণাঃ ।

কেচিদ্ভ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচিস্তয়ন্ ॥ ২২ ॥

মুহূর্ত্তমিব তৎ সর্ব্বং তুষণীভূতমচেতনম্ ।

সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা জগদাসীৎ সমাকুলম্ ॥ ২৩ ॥

ইত্যর্থে বায়্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে সীতারসাতলপ্রবেশো নাম
চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৪ ॥

২৩। লো-টী। সগাকুলং ব্যাকুলম্ ।

সীতারসাতলপ্রবেশঃ ॥ ১০৪

অস্তরীক্ষস্থিত মহাত্মা দেবগণ সীতার পাতাল-প্রবেশ দর্শন করিয়া “হে বৈদেহি! তোমার এতাদৃশ চরিত্র! অতএব তুমি ধন্যা!” এইরূপ বহুবিধ কথা বলিলেন ॥ ১৯ ॥

যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সেই সকল মুনিগণ এবং নরশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ বিশ্বয় হইতে বিরত হইলেন না (অর্থাৎ অগাধ বিশ্বয়ে নিমগ্ন হইলেন) ॥ ২০ ॥

অস্তরীক্ষ এবং ভূতলস্থিত সমস্ত স্থাবর, জঙ্গম এবং অতিকায় দানবসকল ও পাতালস্থিত সর্পগণের মধ্যে কেহ আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল, কেহ চিন্তাবিষ্ট হইল, কেহ রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিল, কেহ বা সীতাদেবীকে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ২১-২২ ॥

মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সমস্তই যেন নিস্তরু অচেতন হইয়া পড়িল, সীতার রসাতল-প্রবেশ দর্শন করিয়া জগৎ ব্যাকুল হইল ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বায়্মীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতার রসাতলপ্রবেশ-নামক
১০৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

(১০৫) পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ

রসাতলং প্রবিষ্টায়াঃ বৈদেহ্যাং সৰ্ব্বপাৰ্থিবাঃ ।

বিস্ময়াচ্চ প্রহৰ্ষাচ্চ শোকাচ্চৈব প্রচুক্রুশুঃ ॥ ১ ॥

হাহাকারো মহানাসিন্ধেবানাং মহদদ্ভুতম্ ।

দৃষ্ট্বা ঋষিগণানাক্ষ পাণ্ডিবানাক্ষ বিস্ময়ম্ ॥ ২ ॥

দণ্ডকাষ্ঠমবষ্ঠভ্য বাপ্পব্যাকুলিতেক্ষণঃ ।

অবাক্শিরা দীনমনা রামোহপ্যাসৌ স্নহুঃখিতঃ ॥ ৩ ॥

স রুদিহা চিরং কালমুষ্ণং বাপ্পমবাস্থজং ।

ক্রোধশোকসমাবিষ্টো রামো বাক্যমথাত্ৰবীৎ ॥ ৪ ॥

অভূতপূৰ্ব্বঃ শোকো মে মনঃ সংপ্রস্তুমিচ্ছতি ।

পশ্যতো মে যথা নষ্টা সীতা স্ত্রীরিব রূপিণী ॥ ৫ ॥

২। লো-টা। বিস্ময়ং দৃষ্ট্বা মহদদ্ভুতং যথা ভবতি তথা।

৩। লো-টা। দণ্ডকাষ্ঠং যজমানাবলম্বনস্তন্তুং দণ্ডং বা।

৫। লো-টা। নষ্টা অদর্শনং প্রাপ্তা।

বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবী রসাতলে প্রবেশ করিলে সমস্ত নৃপতিগণ বিস্ময়, আনন্দ এবং শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিস্ময়কর অত্যদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া দেবতা, ঋষি এবং নৃপতিগণের মধ্যে মহা হাহাকার উপস্থিত হইল ॥ ২ ॥

রামচন্দ্রও অতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বনপূর্বক অবনত মস্তকে দীনমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি বহুক্ষণ রোদন করিয়া উষ্ণ অশ্রু বিসর্জন করিলেন, তার পর ক্রোধে ও শোকে অভিভূত হইয়া বলিলেন— ॥ ৪ ॥

আমার সম্মুখেই দেখিতে দেখিতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর শ্রায় রূপবতী সীতা

১। হ 'চুক্রুশুঃ সাধুবাণাংক মুগ্ধো রামসরিখো'। ২। হ 'রুদিহা স্নহিঃ'। ৩। হ 'অতীতোচাপি হি মাং ক্রুঃ শোকঃ'। ৪। হ 'লক্ষ্মীরিবার্ধিনঃ'।

সাঁ মমাপশ্রুতো নীতা লঙ্কাং পারে মহোদধেঃ ।

ততশ্চাপি ময়ানীতা কিং পুনর্বসুধাতলাং ॥ ৬ ॥

বসুধে স্বং ভগবতি সীতাং নিরীতয়স্ব মে ।

দর্শয়িষ্যামি বা ক্রোধং যথা মামবগচ্ছসি ॥ ৭ ॥

কামং শ্ৰীশ্ৰীমমেব স্বং স্বংসকাশাক্ষি মৈথিলী ।

কর্ষতা হলহস্তেন জনকেনোদ্ধতা পুরা ॥ ৮ ॥

তস্মান্নিরীতাতাং সীতা যদ্ববেক্ষাস্তি তে ময়ি ।

দুহিতা তব সীতা হি নক্ষ্যৎ বৃষ্টিরিবাগতা ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। ব্যতীতার্থেহপি মে ভূয় ইতি। পশ্রুতো মে মন্তঃ অধুনা ইতি ব্যাখ্যানম্। মহোদধেঃ পারে লঙ্কাং মমাদর্শনং যথা ভবতি তথা নীতা। 'বা মমাপশ্রুতো নীতা' ইতি পাঠে অপশ্রুতো মম অপশ্রুতি ময়ি সতি বা লঙ্কাং নীতা ইত্যর্থঃ। কিং পুনর্বসুধাতলাং আনেতব্যা ইতি শেষঃ।

৭। লো-টী। নিরীতয়স্ব দমস্ব অবগচ্ছসি অবজানাসি।

৮। লো-টী। অপেক্ষা জামাত্রপেক্ষা। 'অবেক্ষ'তি পাঠে জামাতৃদৃষ্টিঃ, কীদৃশী? নষ্টদৃষ্টিঃ নষ্টচক্ষুরিবাগতা। 'প্রাপ্তা নষ্টবৃত্তি'রिति পাঠে নষ্টা বৃত্তিভূম্যাদিবৃত্তিঃ।

অদৃশ্যা হইলেন, ইহাতে অভূতপূর্ব শোক আমার অন্তর স্পর্শ (আক্রমণ) করিতেছে ॥ ৫ ॥

সীতা আমার অসাক্ষাতে সমুদ্রপারে লঙ্কায় নীতা হইয়াছিলেন; সেখান হইতেও তাঁহাকে আমি আনয়ন করিয়াছিলাম, বসুধাতল হইতে আনয়ন করিব ইহা আর এমন বিচিত্র কি? ॥ ৬ ॥

ভগবতি বসুধে, তুমি আমার সীতাকে প্রত্যর্পণ কর, অথবা তুমি আমাকে যেরূপ অবজ্ঞা করিতেছ তাহাতে আমি ক্রোধ প্রদর্শন করিব ॥ ৭ ॥

হলহস্ত রাজষি জনক কর্ষণ করিতে করিতে পূর্বে তোমার গর্ভ হইতেই সীতাকে পাইয়াছিলেন; সুতরাং তুমি আমার শ্ৰীশ্ৰী হও বটে! ॥ ৮ ॥

অতএব, যদি আমার উপর তোমার জামাতৃস্নেহ থাকে, তবে সীতাকে প্রত্যর্পণ কর, তোমার কন্যা সীতা অদৃষ্ট (বহুদিন অদর্শনগত) বৃষ্টির স্রায় আসিয়াছিল ॥ ৯ ॥

১। হ 'বা মমাদর্শনং'। ২। হ 'দেবি ভবতি'। ৩। হ 'রোবঃ মন্তব্যং ন ভবিসি'। ৪। হ 'হ স্ব'।

৫। হ 'দৃষ্টিরিবাগতা'।

এবং প্রসাদমানাপি ত্বং ময়া বহুমানতঃ ।

ন চেদর্শয়সে সীতাং সম্বন্ধঃ সৌহৃদ্যকারণঃ ॥ ১০ ॥

সাধু নির্ঘাত্যতাং সীতা বিবরং বা প্রযচ্ছ মে ।

পাতালে নাকপূৰ্ণে বা বসেয়ং সহ সীতয়া ॥ ১১ ॥

আনয়ধ্বং ক্ষণিত্রং মে অত্যাং মৈথিলীকৃতে ।

সপর্কবতবনাং কুৎস্নাং খনিয়ামি বহুক্ষরাম্ ॥ ১২ ॥

অত্র দাস্ততি বা সীতাং তথারূপাং স্বয়ং মহী ।

নাশয়িষ্যামি বা ভূমিং সর্বমাপো ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

এবং ক্রবতি কাকুৎস্থে ক্রোধশোকসমম্বিতে ।

স্বয়ন্তুঃ পূর্বভো দেবো ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টা। বহুমানতঃ বহুপূজাতঃ। তর্হি সৌহপি সম্বন্ধঃ স্বশ্রদ্ধামাতৃরূপঃ অকারণঃ
ন বিজ্ঞতে কারণং যত্র গঃ। ‘অকারণ’মিতি পাঠে অকারণং নিরর্থকম্।

আমি বহু সম্মানপূর্বক এইরূপে তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি, তথাপি যদি
তুমি সীতাকে না দেখাও, তবে সেই (স্বশ্রদ্ধা-জামাতৃ) সম্বন্ধও নিরর্থক হইবে ॥ ১০ ॥

সীতাকে প্রত্যর্পণ কর—উত্তম, নতুবা আমাকেও তোমার গর্ভে স্থান দাও ;
পাতালে অথবা স্বর্গে সীতার সহিত একত্র বাস করিব ॥ ১১ ॥

[ভৃত্যগণ,] আমার জ্ঞাত খনিজ আনয়ন কর, অত্র আমি সীতার জ্ঞাত পর্বত
এবং বনের সহিত সমগ্র বহুক্ষরা খনন করিব ॥ ১২ ॥

হয় আজ পৃথিবী স্বয়ং তাদৃশী (অর্থাৎ জীবিতা এবং অবিকৃত) সীতাকে দান
করিবে, অথবা আমি সমস্ত জগৎ ধ্বংস করিব, সমস্তই জলময় হইবে ॥ ১৩ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ এবং শোকসন্তপ্ত হইয়া এইরূপ বলিলে জগতের
আদিজাত স্বয়ন্তু পিতামহদেব বলিলেন— ॥ ১৪ ॥

১। হ ‘সেব’। ২। হ ‘-ণম্’। ৩। হ ‘রবেদ’। ৪। হ ‘আপ-’। ৫। হ ‘-পামনিষিতাম্’।

৬। অতঃ পরং হ ‘ন চেদর্শয়সে সীতাং তথারূপামনিষিতাম্’। তন্মাৎ ক্রোধাবহং বাত দারপিত্তে শিঠঃ শরৈঃ’।
ইত্যধিকম্। ৭। হ ‘-তম্’। ৮। অতঃ পরং হ ‘তং সর্বাং নিরানন্ধ্যং ক্রোধশোকাভিসংগ্নতম্’। ব্রহ্মা স্বয়ন্তুঃপ্রথামুবাচ
স্বয়ন্তুঃ ॥ ইত্যধিকম্।

রাম রাম ন সস্তাপং কর্তু মর্হসি মানদ ।

স্মর ত্বং পূর্বকং ভাবমাআনমমিতৌজসম্ ॥ ১৫ ॥

ন খলু ত্বাং মহাবাহো স্মারয়েয়মনুত্তমম্ ।

অস্তান্ত পরিশ্রম্যে যদ ব্রবামি নিবোধ তৎ ॥ ১৬ ॥

এতদেব মহাকাব্যং গেয়েন সমভিপ্লুতম্ ।

সর্বং বিস্তরতো রাম ব্যাখ্যানশ্রুতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

জন্মপ্রভৃতি তে বীর সুখদুঃখোপসেবনম্ ।

ভবিষ্যদ্ব্তরং চৈব সর্বং বান্মৌকিনা কৃতম্ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। পূর্বকং ভাবং স্মর, ভবেবাহ—আআনমিতি। আআনং শ্রীনারায়ণম্, অমিতৌজসং অপরিমিতভেজসম্।

১৬। লো-টী। স্মারয়ামি স্মারয়িতুং শব্দোহপি তথাপি তে তব সমুদ্ভবং ন ব্রবে।

১৭। লো-টী। গেয়েন গানেন।

১৮। লো-টী। জন্মপ্রভৃতি যথা শ্রুতং। ভবিষ্যদ্ব্তরং উত্তরকাণ্ডমিতি সর্বজ্ঞঃ। যদা, যজ্ঞমধ্যে যজ্ঞানন্তরং যৎ উত্তরং পঞ্চাষ্ট্রাব্যম্।

[লো-টী।] সভ্যবতা বান্মৌকিনা। যত্র স্বদ্বং কৃতং প্রত্যাশিতম্।

মানদ রাম, তোমার এরূপ দুঃখিত হওয়া উচিত নহে, অপরিমিত তেজোময়, স্বীয় পূর্বরূপ স্মরণ কর ॥ ১৫ ॥

মহাবাহো, এই সভামধ্যে আমি তোমার সেই অভূতম স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দিতে পারি না; সুতরাং যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥

রাম, এই মহাকাব্য [গানদ্বারা পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ] শেষপর্য্যন্ত গীত হইলেই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

বীর, তুমি জন্মাবধি যে-সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াছ এবং ভবিষ্যতে

১। হ 'ইমং যুদ্ধং দুর্ভবং স্মারয়েয়ং ভবানব'। ২। হ 'অস্তাঃ পরিষদো যথো ন ব্রবামি মহাভূষ'।

৩। হ 'এতদন্তং হি কাব্যং তে'। ৪। হ 'কাকুৎস্থ তব সর্বং পুতাপুতম্'। ৫। হ '-তদ্ব্তরং'

৬। অতঃ পরং হ 'ঐতং হি পূর্ণমৌবেত্তময়া সাক্ষিঃ স্বর্ঘ্যভেঃ'। দিগবদ্বৃত্তাৎ কাব্যং সভ্যবতঃ কৃতম্'। ইত্যধিকম্।

আদিকাব্যমিদং রাম হুয়ি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

ন হ্যতোহর্হতি কাব্যানাং যশোভাগ্ রাঘবাদৃতে ॥ ১৯ ॥

স ত্বং পুরুষশাৰ্দূল ধৈর্যেণ স্তসমাহিতঃ ।

ত্যজ শোকং মহাবাহো বুদ্ধিমানসি রাঘব ॥ ২০ ॥

শেষং ভবিষ্যং কাকুৎস্থ কাব্যং রামায়ণং শৃণু ।

অবধানপরশ্চৈব সহৈভিন্মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ২১ ॥

উত্তমং নাম কাব্যস্ত শেষমত্র মহাযশঃ ।

তচ্ছৃণু মহাতেজ ঋষিভিঃ সার্কমক্ষয়ৈঃ ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। কাব্যানাং কাব্যং শ্রোতুমিতি শেষঃ। 'ন হ্যতোহর্হতি কাব্যাক্ষে'তি বা পাঠঃ।

২২। লো-টী। অক্ষয়ৈঃ অক্ষয়পুংগৈঃ।

যাহা ঘটবে, মহর্ষি বাল্মীকি সেই সমস্তই [এই কাব্যে] বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

রাম, এই আদিকাব্য সমগ্র তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তুমি ভিন্ন অন্য কেহই কাব্যবর্ণিত যশের অধিকারী হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহো রামচন্দ্র, তুমি বুদ্ধিমান, স্মতরাং ধৈর্য্যদ্বারা সমাহিত হইয়া শোক পরিত্যাগ কর ॥ ২০ ॥

হে কাকুৎস্থ, এই সকল শ্রেষ্ঠ মুনিগণের সহিত একাগ্রচিত্তে রামায়ণ কাব্যের অবশিষ্ট ভবিষ্যভাগ (উত্তরকাণ্ড) শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥

হে তেজস্বিন্ ও যশস্বিন্, এই কাব্যের শেষাংশ উৎকৃষ্ট; অক্ষয়-পুণ্যশালী ঋষিগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥

১। হ 'বৎস্বথিলম্ভব'। ২। হ 'ব'। ৩। হ 'বৈ শ্রোতুং পার্থিব্যে হুয়ি, তিষ্ঠতি'। ৪। হ 'বীর্ঘ'।

৫। হ '-মাংস্ হি'। ৬। হ 'ইদমর্কং নাস্তি'। ৭। হ 'উত্তরং রাব যাক্যন্ত শেষমত্র মহাপতে'। ৮। হ '-সব মুনিভির্দেবদানি তৈঃ'।

ন খল্বশ্চেন কাকুৎস্থ শ্রোতব্যামিদমুত্তরম্ ।

মহর্ষিভ্যশ্চ তে রাম শ্রাবণীয়ং বিশেষতঃ ॥ ২৩ ॥

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।

জগাম ত্রিদিবং দেবো দেবৈঃ সহ সবাসনৈঃ ॥ ২৪ ॥

যে চ তত্র মহাত্মানো মুনয়ো ব্রাহ্মলোকিকাঃ ।

ব্রহ্মণা তেহভ্যনুজ্ঞাতা শ্রবসন্নমিতৌজসঃ ॥ ২৫ ॥

উত্তরং শ্রোতুমনসো ভবিষ্যৎ যা চ রাঘবে ।

প্রাপ্য লোকে শুভাং কীর্তিঃ ভবিষ্যতি শুভা গতিঃ ॥ ২৬ ॥

২৩। লো-টী। শৃণু রামেত্যেনেন মূনিভিঃ সাক্ষিং রামশ্রবণশ্রবণমিতি মহাত্মানামাশঙ্ক্যং বারম্ভাহ—ন খল্বিতি পশ্চেন। হে কাকুৎস্থ, খলুশঙ্কো নিষেধে, মহর্ষীন্ ঔৎসুক্যে অন্তেন খলু ন শ্রোতব্যম্, অপি তু শ্রোতব্যমেব। ‘নিষেধবাক্যালঙ্কারজিজ্ঞাসাহুয়ে খলু’ ইত্যমরঃ। পুনরপি কাব্যোহস্মিন্ শ্রদ্ধাং বর্দ্ধয়ন্ শ্রবণং বিধত্তে মহর্ষিভিরিতি। অশেষতঃ সংপূর্ণম্।

২৫। লো-টী। ব্রাহ্মলোকিকাঃ ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ।

২৬। লো-টী। উত্তরং ভবিষ্যৎ শ্রোতুমনসঃ, যত্র উত্তরে ভবিষ্যে।

কাকুৎস্থ রাম, এই উত্তরকাণ্ড (ভাবী ঘটনা) অন্যের শ্রবণ করা উচিত নয় ; তুমি ইহা বিশিষ্ট বিশিষ্ট মহর্ষিদিগকে শুনাইতে পার ॥ ২৩ ॥

ত্রিভুবনেশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের সহিত স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মলোকবাসী যে সকল অমিততেজাঃ মহাত্মা মূনি সেখানে ছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মার আদেশে ভবিষ্যৎ উত্তরকাণ্ড—এবং জগতে শুভকীর্তি লাভ করিয়া অবশেষে রামচন্দ্রের যে শুভগতিপ্রাপ্তি হইবে তাহা—শ্রবণাভিলাষে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৬ ॥

১। ক ‘-ম’। ২। হ ‘এতমহর্ষিভির্বীর ব্রহ্মা বাপি পরম’। ৩। হ ‘এতাবদুক্ত’। ৪। হ ‘দেবঃ সহ সর্বৈঃ পুরোত্তমৈঃ’। ৫। হ ‘ব্রহ্মবাদিনঃ’। ৬। হ ‘তেহমুজ্ঞাঃ ব্রহ্মণঃ প্রাণা’। ৭। ক ‘-ম’। ৮। হ ‘য’। ৯। হ ‘রাঘব’। ১০। হ ‘যথা যাত্ততি বৈ দিব’

এতশ্রমস্বরে বাণী নিঃসৃত্য ধরণীতলাং ।

জহি স্বং রাম সস্তাপং কৃতান্তো হত্ৰ কারণম্ ॥ ২৭ ॥

কাজ্জকসে যচ্চ বৈদেহীং তদ্বৃথা পরিতপ্যসে ।

ছল্লভং দর্শনং তস্মাষ্ট্রৈলোক্যে সা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৮ ॥

ইহস্বা পূজ্যতে নারৈশ্চর্য্যালোকে চ মানু্ষৈঃ ।

পিতৃণাং সা স্বধা স্বর্গে সা তৃপ্তিরমৃত্যুতাপিনাম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবৎসবক্ষসো দেহে সৈব লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা ।

সিদ্ধানাম্ স্বর্গসংস্থানাম্ সা চ সিদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩০ ॥

নিবর্তয় মতিং রাম বৈদেহ্য দর্শনং প্রতি ।

দ্রষ্টব্য্য যদি তে সীতা পুত্রো পশ্য কুশীলবো ॥ ৩১ ॥

২৭। লো-টী। কৃতান্তঃ কালঃ ।

এই সময়ে রসাতল হইতে এইরূপ বাক্য নিঃসৃত হইল,—“হে রাম, তুমি সস্তাপ পরিত্যাগ কর, দৈবাধীন এইরূপ হইয়াছে ; বৈদেহীকে যে পাইতে ইচ্ছা করিতেছ, তাঁহার দর্শন অসম্ভব, সূতরাং বৃথা খেদ করিতেছ । সীতা ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৭-২৮ ॥

সীতা এখানে থাকিয়া নাগলোককর্তৃক এবং মর্ত্যালোকে মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হইতেছেন, সীতা স্বর্গে পিতৃগণের স্বধাধরূপ এবং অমৃতভোজী দেবগণের তৃপ্তি-স্বরূপ ॥ ২৯ ॥

সীতাই শ্রীবৎসলাঞ্ছন বিষ্ণুর দেহে লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিতা এবং সীতাই স্বর্গবাসী সিদ্ধগণের সিদ্ধিস্বরূপা ॥ ৩০ ॥

রাম, সীতাকে দেখিবার ইচ্ছা নিবর্তিত কর ; যদি তাহাকে দেখিতে চাও তবে পুত্রদ্বয়—কুশ এবং লবকে দর্শন কর ॥ ৩১ ॥

১। হ 'বহবা'। ২। হ 'বৃথা তেহম পরিভ্রমঃ'। ৩। ক 'বা'। ৪। হ 'বানবৈ'। ৫। ক '-পাণ
হবা'। ৬। হ 'হি'। ৭। হ 'ববো'।

শ্রয়তাঞ্চ শুভং কাব্যং সত্যং বাগ্মীকিনা কৃতম্ ।

উত্তরে যদ্ ভবিষ্যচ্চ যথা প্রাহ পিতামহঃ ॥ ৩২ ॥

ততো রামঃ শুভাং বাগীং শ্রদ্ধা তাং বহ্নধাতলাৎ ।

পিতামহবচঃ কুর্ক্বন্ বাগ্মীকিমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥

ভগবন্ শ্রোতুমনস ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ ।

ভবিষ্যদ্ব্তরং যস্মৈ শোভুতে তৎ প্রবর্ততাম্ ॥ ৩৪ ॥

এবং বিনিশ্চয়ং কৃদ্ধা সংপ্রগৃহ কুণীলবো ।

তং জনৌঘং বিসৃজ্যাথ কৰ্ম্মশালামুপাविशत् ॥ ৩৫ ॥

ইত্যর্থে বাগ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পিতামহদর্শনং নাম

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৫ ॥

৩৪। লো-টী। শোভুতে পরদিনে।

পিতামহদর্শনম্ ॥ ১০৫ ॥

ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে,—বাগ্মীকিরচিত সত্যঘটনায়ুক্ত এই উদ্ভম কাব্যের উত্তরকাণ্ডে ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা শ্রবণ কর” ॥ ৩২ ॥

পরে রামচন্দ্র বহ্নধাতল হইতে [সমুখিত] সেই শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার আদেশ প্রতিপালনার্থে মহর্ষি বাগ্মীকিকে বলিলেন— ॥ ৩৩ ॥

ভগবন্, ব্রহ্মলোকবাসী ঋষিগণ ভবিষ্যতে আমার যাহা হইবে তাহা শুনিতে ইচ্ছুক, সুতরাং আগামী কল্য উহা গীত হউক ॥ ৩৪ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ স্থির করত সমাগত জনগণকে বিদায় দিয়া কুশ এবং লবকে লইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষি বাগ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পিতামহদর্শন নামক

১০৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

১। হ ‘বাক্যং যদে’। ২। হ ‘-রক্ত’। ৩। হ ‘-শ্রদ্ধা বদ্ যথা চাহ’। ৪। হ ‘-সো মুনরো দেবসম্মতাঃ’।
৫। হ ‘সংপ্রবর্ততাম্’। ৬। হ ‘সংগৃহ চ’। ৭। হ ‘জনৌঘং তং বিসৃজ্যাথ’।

(১০৬) ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ

স রজ্ঞাং প্রভাতায়াং সমানীয় মহামুনীন্ ।

পুত্রাবুবাচ কাকুৎস্থো গীয়তাং নির্বিশঙ্কয়া ॥ ১ ॥

ততঃ সমুপবিষ্টেষু মহর্ষিষু মহাত্মসু ।

ভবিষ্যদুত্তরং কাব্যং জগতুস্তো কুশীলবো ॥ ২ ॥

ততঃ শ্রদ্ধা রঘুশ্রেষ্ঠঃ কাব্যমুত্তমসংজ্ঞকম্ ।

সংস্তুভয়ন্নপি মনো ন বিসম্মার মৈথিলীম্ ॥ ৩ ॥

অথাবসানে যজ্ঞস্য তদা পরমদুর্শ্বনাঃ ।

অপশ্যন্ মৈথিলীং রামো মেনে শূন্যমিদং জগৎ ।

শোকনীহারসংচ্ছমো ন শাস্তিঃ সমুপাগমৎ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। 'নির্বিশঙ্কয়ে'তি পাঠঃ। 'নির্বিশঙ্কিতা'বিত্তি পাঠে অস্তুদীয়ত্বেন শঙ্কানুত্তো।

৩। লো-টী। সংস্তুভয়ন্নপি স্থিরীকূর্ষন্নপি।

৪। লো-টী। কদাচ কদাচিদপি ন লেভে, যথা নীহারসংচ্ছন্নঃ পথিকঃ শাস্তিঃ সূত্রং তথা শোকসংচ্ছন্নঃ।

রাত্রি প্রভাত হইলে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র মহামুনিদিগকে তথায় আনয়ন করিয়া স্বীয় পুত্রদ্বয়কে বলিলেন, নির্বিশঙ্কচিত্তে গান কর ॥ ১ ॥

পরে মহাত্মা মহর্ষিগণ উপবেশন করিলে কুশ এবং লব ভবিষ্যদ্বৃত্তান্ত-সমন্বিত রামায়ণের উত্তরভাগ গান করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

তারপর রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সেই উত্তম সংজ্ঞাসমন্বিত (আত্মস্বরূপ-সংস্মারক) কাব্য (উত্তরকাণ্ড) শ্রবণ করিয়া মনঃস্থির করিয়াও মৈথিলীকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না ॥ ৩ ॥

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে রামচন্দ্র মৈথিলীকে না দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত-

১। হ 'গায়তামবিশঙ্কিতো'। ২। হ 'বাক্য'। ৩। হ '-রসংহতম্'। ৪। হ 'বিস্মরতি'। ৫। অতঃ পরং হ 'অবিষ্টায়াত মৈথিল্যাং তুত্বং স নৃপত্তবা ইত্যধিকম্'। ৬। হ 'রাম'। ৭। হ 'অপশ্যমানো বৈদেহীং শূন্যং জগদমস্তুত'।

বিশ্বজ্য পার্ধিবান্ সর্বান্ ঋক্ষবানররাক্ষসান্ ।

জনৌঘাং দ্বিজমুখ্যাংশ্চ বিত্তপূর্ণান্ ব্যাসজ্জয়ৎ ॥ ৫ ॥

ততো বিশ্বজ্য তান্ সর্বান্ রামো রাজীবলোচনঃ ।

হৃদি কৃৎস্না তদা সীতামযোধ্যাং প্রবিবেশ হ ॥ ৬ ॥

ন চাসাবপরাং ভার্য্যাং বস্ত্রে রাঘবনন্দনঃ ।

যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্নীং তাং কাঞ্চনৌ সমকল্পয়ৎ ॥ ৭ ॥

দশবর্ষসহস্রাণি বাজিমেষানুপাহরৎ ।

বাজপেয়ান্ দশগুণান্ বহুন্ বহুত্ববর্ণকান্ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। বিত্তপূর্ণমিতি পাঠঃ। 'বিত্তবর্ণানি'তি পাঠে বিত্তঃ খ্যাতে বর্ণো বশো গুণো বা বেষাং তান্। 'বিত্তং ক্লীবং ধনে বাচ্যলিঙ্গং খ্যাতে বিচারিতে' ইতি কোষঃ।

৮। লো-টী। 'বাজিমেষচতুঃশত'মিতি পাঠঃ, 'বাজিমেষানুপাহরদি'তি বা। দশগুণান হ্রস্বমেধেতি শেষঃ। অতো বহুন্ বহুত্ববর্ণকান্ বহুত্ববর্ণদক্ষিণানিতার্থঃ।

চিন্তে সমস্ত জগৎ শূন্য মনে করিতে লাগিলেন এবং শোকাশ্রুপরিপ্লুত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪ ॥

রামচন্দ্র সমস্ত নৃপতিবর্গ এবং ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগকে বিদায় দিয়া জমসমূহ এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন দিয়া বিদায় দিলেন ॥ ৫ ॥

তার পর তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিয়া রাজীবলোচন রাম তখন সীতার স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৬ ॥

রঘুনন্দন রাম ভার্য্যাস্তর গ্রহণ না করিয়া সেই কাঞ্চননির্মিতা সীতা-প্রতিমাকেই প্রতি যজ্ঞে পত্নীরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীমান্ মহারাজ রামচন্দ্র দশসহস্র বর্ষ ধরিয়া বহু অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং বহু সূবর্ণদক্ষিণাসমষ্টিত [অশ্বমেধ অপেক্ষা] দশগুণ বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ।

১। হ'-বান্'। ২। হ 'পত্নীর্বা'। ৩। হ 'ভাসকল্পয়ৎ'। ৪। হ 'হ্রস্বমেধচতুঃশত'। অতঃ পরং হ 'দ্বিজে স রামো ধর্ম্মাত্মা গুণৈঃ সুবহুভিবৃন্তঃ' ইত্যাদিকন্।

অগ্নিসৌম্যতিরাত্রাভ্যাং গোসবৈশ্চ মহাধনৈঃ ।

সৌত্রামগিশতৈশ্চৈব পার্ধিবো রথুনন্দনঃ ।

ঐজে ক্রতুভিরশ্চৈশ্চ স ত্রীমানাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥ ৯ ॥

এবং স কালঃ স্তমহান রাজ্যস্থশ্চ মহাত্মনঃ ।

ধর্ম্মে প্রয়তমানশ্চ রাঘবশ্চ জগাম হ ॥ ১০ ॥

অম্বরজ্যস্ত রাজানঃ প্রত্যহং রথুনন্দনম্ ।

ঋক্ষবানররক্ষাংসি স্থিতানি রামশাসনে ॥ ১১ ॥

কালে বর্ষতি পর্জ্জন্মঃ স্তভিক্ষা নীরুজঃ প্রজাঃ ।

হৃষ্টপুষ্টজনাকর্ণঃ পুরং জনপদাস্তথা ॥ ১২ ॥

৯। লো-টী। অগ্ন্যদক্ষিণৈঃ উত্তমদক্ষিণৈঃ। ‘আপ্তদক্ষিণৈঃ’রিতি পাঠে ঋত্বিগ্ভিঃ
আপ্তা প্রাপ্তা দক্ষিণা যেষু তৈঃ।

১১। লো-টী। রাজানঃ ‘রাজানং’ বা পাঠঃ। অস্ত শাসনে আজ্ঞায়াম্।

১২। লো-টী। নির্গতা কৃক্ রোগা ষাভ্যস্তাঃ।

তিনি বহু ধনসাম্য অসংখ্য গোসব, অগ্নিসৌম্য, অতিরাত্র, শত শত সৌত্রামগি যজ্ঞ
এবং প্রচুর-দক্ষিণাসমন্বিত অশ্রাশ্র বহু যজ্ঞ করিলেন ॥ ৮-৯ ॥

এইরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া রাজ্যাধিরূঢ় মহাত্মা রামচন্দ্রের বহুকাল
অতিবাহিত হইল ॥ ১০ ॥

রাজগণ দিনে দিনে রামের প্রতি অমুরক্ত হইয়া উঠিল; ঋক্ষ, বানর এবং
রাক্ষসগণ রামচন্দ্রের শাসনে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

রামের রাজ্যশাসনকালে পর্জ্জন্মদেব ষথাসময়ে বর্ষণ করিতেন, ভিক্ষা অতিশয়
শুলভ ছিল (অর্থাৎ ছুর্ভিক্ষ ছিল না), প্রজাগণ নীরোগ ছিল এবং নগর ও জনপদসমূহ

নাকালে ত্রিয়তে কশ্চিন্ন ব্যাধিঃ প্রাণিনামভূৎ ।

নাধার্মিকোহভবৎ কশ্চিদ্ভ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ১৩ ॥

অথ দীর্ঘশ্চ কালশ্চ রামমাতা যশস্বিনী ।

পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃত্তা কালধর্মমুপাগমৎ ॥ ১৪ ॥

কৈকেয়ী চ মহাভাগ স্মিত্রা চ তপস্বিনী ।

ধর্ম্যং কৃত্বা বহুবিধং ত্রিদিবে পর্যাবস্থিতে ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ স্বর্গে রাজ্ঞা দশরথেন হি ।

সমাগতা মহাভাগাঃ সর্ব্বা লোকাংশ্চ ভেজিরে ॥ ১৬ ॥

তাং রামো মহাদানং কালে কালে দদৌ নৃপঃ ।

মাতৃগামবিশেষেণ ব্রাহ্মণেষু মহাত্মন ॥ ১৭ ॥

১৫। লো-টী। অথ অনন্তরং কৈকেয়ী স্মিত্রা চ ত্রিদিবে স্বর্গে পর্যাবস্থিতে পরি সর্ব্বভো-
ভাবেনাবস্থিতে ।

১৬। লো-টী। ততশ্চ সর্ব্বাঃ কৌশল্যাদয়ঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ধ্যাভাঃ দশরথেন সমাগতাঃ
সম্বন্ধাঃ সত্যঃ সালোকাং সমানলোকম্ ।

হৃষ্ট-পুষ্ট জনবৃন্দে পরিপূর্ণ ছিল ; অসময়ে কেহ মারা যাইত না, প্রাণিগণের কোন
ব্যাধি ছিল না এবং কেহ অধার্মিক ছিল না ॥ ১২-১৩ ॥

অনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে যশস্বিনী রাম-মাতা কৌশল্যা পুত্র এবং
পৌত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন ॥ ১৪ ॥

মহাভাগ্যবতী কৈকেয়ী এবং তপস্বিনী স্মিত্রাও বহুবিধ ধর্ম্মকার্য্য করিয়া
[কালক্রমে] স্বর্গস্থ হইলেন ॥ ১৫ ॥

মহাভাগ্যবতী কৌশল্যা প্রভৃতি সকলেই মহারাজ দশরথের সহিত মিলিত
হইয়া স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সকলেই উত্তম লোকে স্থান লাভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

মহারাজ রামচন্দ্র সেই মাতৃগণের উদ্দেশ্যে নির্বিশেষে যথাকালে মহাত্মা

১। হ 'তপস্বিনী'। ২। হ ইবদন্তঃ পরমোৎপাদকঃ চ নারি। ৩। হ 'হ'। ৪। হ
'আসান'।

পৈত্রাংশ্চ^১ ধনরত্নাঢ্যান্ যজ্ঞান্ পরমহুস্তরান্ ।

চকার রামো ধর্মাভ্যা পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়ন্ ॥ ১৮ ॥

এবং বর্ষসহস্রাণি স্তবহুস্তিচক্রমুঃ ।

যজ্ঞৈর্বহুবিরৈধর্ম্যং বর্দ্ধয়ানস্ত সর্ব্বদা ॥ ১৯ ॥

ইত্যর্থে বাম্বীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বজ্রাবসানং নাম
বড়দিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৬ ॥

১৮। লো-টী। পৈত্রান্ পিতৃতর্পকান্ ।

১৯। লো-টী। বর্দ্ধয়ানস্ত বর্দ্ধয়মানস্ত ।

বজ্রাবসানম্ ॥ ১০৬ ॥

ভ্রাক্ষণগণকে মহাদান করিলেন ॥ ১৭ ॥

ধর্মাভ্যা রামচন্দ্র দেবগণ এবং পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ করত বহু ধনরত্ন ব্যয়ে পিতৃ-
তৃপ্তিদায়ক অতি হুঃসাধ্য যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এইরূপে সর্ব্বদা বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা ধর্ম্মবর্দ্ধনে নিরত থাকিয়া মহারাজ
রামচন্দ্রের বহু-সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইল ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বজ্রাবসান-নামক
১০৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

(১০৭) সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ

কশ্চিৎকালস্থ যুধাজিৎ কেকয়াধিপঃ ।
 পুরোহিতং প্রহিতবান্ রাঘবস্ত মহাত্মনঃ ।
 গার্গ্যমঙ্গিরসঃ পুত্রং ব্রহ্মধিমমিতপ্রভম্ ॥ ১ ॥
 দশ চান্দ্রসহস্রাণি প্রীতিদানমনুত্তমম্ ।
 কশ্বলাদানি রত্নানি চীরপট্টাংস্তথোত্তমান্ ।
 বহু চাভরণং মুখ্যং রামায় প্রাহিণোম্ পঃ ॥ ২ ॥
 তং ব্রহ্মা রাঘবো গার্গ্যং কৈকেয়াং সমুপস্থিতম্ ।
 স মাতুলস্তাশ্বপতেঃ প্রিয়ভূতমনুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

২। লো-টী। চীরপট্টান্ চীরাণি গোস্তনান্ হারভেদান্ পট্টান্ পীঠান্। ‘চীরং তাদ্ গোস্তনে বস্ত্রভেদনিব্বনভেদয়ো’রিতি কোষঃ। ‘গোস্তনো হারভেদে স্তাং দ্রাক্ষায়াং গোস্তনৌ ন্যতে’তি কোষঃ। ‘পট্টং ফলকপেষিণ্যো রাজশাসনপীঠয়ো’রিতি ভূরিঃ।

কিছুকাল পরে কেকয়নৃপতি যুধাজিৎ পুরোহিত অমিতপ্রভ ব্রহ্মধি অঙ্গিরাস-
 তনয় গার্গ্যকে মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ১ ॥

এবং তাঁহার সহিত মহারাজ যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে দশসহস্র অশ্ব, কশ্বল প্রভৃতি
 আসন, বহু রত্নরাজি, উত্তম পটুবস্ত্রসমূহ, বহু শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—ইত্যাদি অতুত্তম
 উপঢৌকন-দ্রব্য প্রেরণ করিলেন ॥ ২ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র কৈকেয়-দেশ হইতে অশ্বাধিপতি মাতুলের অতি প্রিয়পাত্র
 মহর্ষি গার্গ্যের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া অনুচরগণের সহিত ক্রোশমাত্র প্রত্যাগমন

১। হ ‘বধ’। ২। ক ‘কেক’। ৩। হ ‘বাজি’। ৪। হ ‘দার’। ৫। হ ‘জিনরত্ন’।
 ৬। হ ‘বীর’। ৭। হ ‘ব্রহ্মা হু’। ৮। হ ‘পাপতম্’। ৯। হ ‘প্রিয়ভূত’।

প্রভ্যদৃগম্যাথ কাকুৎস্থঃ ক্রোশমাত্রং সহানুগঃ ।

গার্গ্যং সংপূজয়ামাস যথা শক্ৰো বৃহস্পতিম্ ॥ ৪ ॥

ততঃ সংপূজ্য তমুষিং ধনং তৎ প্রতিগৃহ্য চ ।

মহর্ষিং তং পুরস্কৃত্য রামঃ স্বপুরমাশিশং ॥ ৫ ॥

প্রবিক্তঃ প্রীতিমান্ সর্বং কুশলং মাতুলস্য হ ।

উপবিক্টো মহারাজঃ প্রক্টং সমুপচক্রমে ॥ ৬ ॥

কিমাং মাতুলো বাক্যং যদর্থং ভগবানিহ ।

প্রাপ্তো বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাদিব বৃহস্পতিঃ ॥ ৭ ॥

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা মহর্ষিঃ কার্যাবিস্তরম্ ।

বক্তৃমদভূতসঙ্কশং রাঘবাযোপচক্রমে ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। তমুষিং মহান্ ঋষির্দীর্ঘিতিঃ তেজো যন্ত তম্, ক্রিয়াধ্বয়েন বাঘয়ঃ কাধ্যঃ

৮। লো-টী। বিস্তরং বিস্তারম্ ।

করত বৃহস্পতিকে ইন্দ্র যেরূপ সংবর্দ্ধনা করেন, গার্গ্যকে সেইরূপ সংবর্দ্ধনা করিলেন ॥ ৩-৪ ॥

তার পর রামচন্দ্র মহর্ষি গার্গ্যকে পূজা করিয়া এবং সেই ধনসমূহ গ্রহণ করিয়া সেই মহর্ষিকে অগ্রে করত স্বীয় নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫ ॥

প্রীতিমান্ মহারাজ রামচন্দ্র [অযোধ্যায়] প্রবেশ করিয়া উপবেশন করত মাতুল যুধাজিতের সর্বাপ্রাণ কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

“মাতুল কি আদেশ করিয়াছেন, যে-জন্ত বাক্যবিশারদ সাক্ষাৎ বৃহস্পতিতুল্য আপনি এই অযোধ্যায় আগমন করিয়াছেন” ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া মহর্ষি গার্গ্য তাঁহার নিকট অভূতপ্রায় কার্যের গুরুত্বের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥

১। হ 'প্রহৃৎ লগম্'। ২। হ 'শুল'। ৩। হ 'পরিগৃহ'। ৪। হ 'পৃষ্ট'। ৫। হ 'চ'।

৬। হ 'উপবেশ'। ৭। হ 'বাক্য'।

মাতুলস্বাং মহাবাহো বাক্যমাহ নরবর্ষভ ।

যুধাজিৎ শ্রীতিসংযুক্তং শ্রায়তাং যদি রোচতে ॥ ৯ ॥

অস্তি গন্ধর্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ ।

সিন্ধোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ ॥ ১০ ॥

তং তু রক্ষন্তি গন্ধর্বাঃ সায়ুধা যুদ্ধকাজিগাঃ ।

শৈলুষশ্চ স্ততা বীরাস্তিস্রঃ কোট্যো মহাবলাঃ ॥ ১১ ॥

তান্ বিনির্জিত্য কাকুৎস্থ গন্ধর্ববিষয়ং শুভম্ ।

নিবেশয় মহাবাহো হ্রে পুরে স্তসমাহিতঃ ॥ ১২ ॥

নান্যশ্চ ন (৭) গতিবীর দেশচায়াং স্তশোভনঃ ।

রম্যং পুষ্পফলাকর্ণং নিবেশয় মহামতে ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টা। গান্ধর্বো বিষয়োহধিকারো যত্র সঃ।

১১। লো-টা। শৈলুষশ্চ শৈলুষনাম্যো গন্ধর্বশ্চ।

১৩। লো-টা। গন্ধর্বাণাং বিনির্জয়েহন্যশ্চ গতিঃ শক্তির্নাস্তি। নিবেশয় প্রবিশ।

হে মহাবাহো মানবশ্রেষ্ঠ, মাতুল যুধাজিৎ আপনাকে শ্রীতিপূর্বক যাহা বলিয়া-
ছেন, তাহা অভিমত হইলে শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥

সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বে ফলমূলশোভিত অতি রমণীয় গন্ধর্বাধিকৃত একটা
দেশ আছে ॥ ১০ ॥

তিনকোটি যুদ্ধাভিলাষী সশস্ত্র মহাবলবান্ শৈলুষতনয় বীর গন্ধর্ব সেই
দেশ রক্ষা করিতেছে ॥ ১১ ॥

মহাবাহো কাকুৎস্থ, তুমি সাবধানে সেই গন্ধর্বদিগকে পরাভূত করিয়া
রমণীয় গন্ধর্বরাজ্যে দুইটা নগরী স্থাপন কর ॥ ১২ ॥

মহামতে বীর, তথায় অন্তর প্রবেশ অসম্ভব, সুতরাং এই সুশোভন ফলপুষ্প-
পরিপূর্ণ রমণীয় দেশ তুমি অধিকার কর ॥ ১৩ ॥

১। ক 'ক্যং বদ্যানবর্ষভ'। ২। হ 'অয়ং গা-'। ৩। হ 'বীর তিস্রঃ'। ৪। হ 'নগরঃ'। ৫।

হ 'নাজ পুরে যে'। ৬। হ 'ইদমবর্ষং নাস্তি'। ৭। হ 'রম্যপুষ্পফল্যো হু'।

অন্যো বা প্রেষ্যতাং জেতুং দেশং তমুশিণা সহ ।

রোচতাং তে মহাবাহো ন হি স্বামহিতং বদে ॥ ১৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ শ্রীতঃ সন্দেশং মাতুলশ্চ চ ।

উবাচ বাচমিত্যেব ভরতকান্ববৈকত ॥ ১৫ ॥

সোহব্রবীজাঘবঃ শ্রীতঃ প্রাজ্ঞলিপ্রগ্রহো দ্বিজম্ ।

ইমৌ কুমারৌ ব্রহ্মর্ষে তং দেশং বিজয়িষ্যতঃ ॥ ১৬ ॥

ভরতশ্চাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুঙ্কর এব চ ।

মাতুলেন স্বেসংগুপ্তৌ ধর্ম্মেণ স্বেসমাহিতৌ ॥ ১৭ ॥

ভরতশ্চাশ্রিতঃ কৃত্বা কুমারৌ স বলানুগৌ ।

নিহত্য গন্ধর্ব্বসুতান্ পুরে ধ্বংসয়িষ্যতি ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টা। ঋষিণা বশিষ্ঠেন।

১৬। লো-টা। প্রকর্ষণে অঞ্জলিং প্রগৃহ্ণাতীতি প্রাজ্ঞলিপ্রগ্রহঃ কৃতাজ্ঞলিরিতার্থঃ।

১৮। লো-টা। স ভরত ইতি সন্ধঃ।

অথবা ঋষির (গার্গ্যের) সহিত অশ্ব কাহাকেও এই দেশ জয় করিতে প্রেরণ কর ; মহাবাহো, আমি তোমাকে অহিত বলিতেছি না, সুতরাং ইহা তোমার অভিপ্রেত হউক ॥ ১৪ ॥

রামচন্দ্র মাতুলের সেই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীতিসহকারে তাহা অনুমোদন-পূর্ব্বক ভরতের প্রতি দৃষ্টিনিষ্কেপ করিলেন ॥ ১৫ ॥

পরে রামচন্দ্র শ্রীত হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে সেই দ্বিজবরকে বলিলেন—ব্রহ্মর্ষে, ভরতপুত্র তক্ষ এবং পুঙ্কর এই বীর কুমারদ্বয় মাতুলকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সাবধানে ধর্ম্মানুসারে সেই দেশ জয় করিবে ॥ ১৬-১৭ ॥

ভরত সৈন্তানুগামী কুমারদ্বয়কে অগ্রে করিয়া গন্ধর্ব্বপুত্রগণকে নিহত করত

১। হ 'ভলেন'। ২। তঃ অ পরং হ 'অন্ততঃ ন গতির্ভ্যং দেশচারণং হ্রস্বোত্তমঃ' ইত্যধিকম্। ৩। হ '-লিঃ প্র-'। ৪। হ 'বিগ্রহে'। ৫। হ 'হৃৎকো ভূ'। ৬। ক 'বিতলিততি'।

নিবেশ্য তে পুরে শ্রেষ্ঠে আত্মজৌ সমিবেশ্য চ ।

আগমিষ্যতি মে বীরঃ সকাশমিহ ধার্মিকঃ ॥ ১৯ ॥

এবমুক্তা তু তম্মিৎ ভরতঞ্চ বলামুগম্ ।

প্রেষয়ামাস স তদা কুমারৌ চাভ্যেষচয়ৎ ॥ ২০ ॥

নক্ষত্রেণ চ সৌম্যেন পুরস্কৃত্যঙ্গিরঃসুতম্ ।

ভরতঃ সহ পুত্রোভ্যাং স্ববলেন বিনির্ঘয়ো ॥ ২১ ॥

সা সেনা বলসম্পন্না সাকৈতান্নির্ঘযাবথ ।

রামেণানুগতা দূরং ছুরাধর্ষা হ্রৈরৈরপি ॥ ২২ ॥

মাংসালীনি চ সত্বানি রক্ষাংসি হুবহুত্বপি ।

অনুগচ্ছন্তি ভরতং রুধিরন্ত পিপাসবঃ ॥ ২৩ ॥

২২। লো-টী। বলসম্পন্না বলেন সামর্থ্যেন সম্পন্না। সাকৈতাং অমোধ্যায়াঃ। 'দেব-কোট্রোহং সাকৈতমযোধ্যোন্তরকোশলৈ'তি ভূরি।

ভরতনির্ঘাণম্ ॥ ১০৭ ॥

হুইটী নগর সংস্থাপিত করিবে ॥ ১৮ ॥

বীরবর ধার্মিক ভরত সেই শ্রেষ্ঠ নগরদ্বয় নির্মাণ করিয়া উহাতে পুত্রদ্বয়কে প্রতিষ্ঠিত করত আমার নিকট এইস্থানে আগমন করিবে ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র সেই ঋষিকে এইরূপ বলিয়া সৈন্তগণের সহিত ভরতকে প্রেরণ করিলেন এবং কুমারদ্বয়কে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২০ ॥

ভরত শুভনক্ষত্রে অঙ্গিরার পুত্র গার্গ্যকে অগ্রে করত পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বীয় সৈন্ত সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন ॥ ২১ ॥

দেবগণেরও দুর্জয় শক্তিসম্পন্ন সেই সৈন্তগণ রামকর্তৃক [বহু] দূরপর্যন্ত অনুসৃত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল ॥ ২২ ॥

মাংসালী জন্তুগণ এবং বহু রাক্ষস রক্তপান-লোলূপ হইয়া ভরতের অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

১। হ'পুরশ্রেষ্ঠে'। ২। হ'-তং সপদামুগং'। ৩। হ'উপলিভ তজো রামঃ'। ৪। হ'স সৌ'। ৫। হ'নক্ষত্ৰা মহামুনী'। ৬। হ'চ নির্ঘয়ো'। ৭। হ'মহতী নি'।

ভূতগ্রামাশ্চ বহবো মাংসভক্ষাঃ স্তদারুণাঃ ।

গন্ধর্বপুত্রমাংসানি ভোক্তুকামাঃ সহস্রশঃ ॥ ২৪ ॥

সিংহব্যাঘ্রমৃগাশ্চৈব খেচরাশ্চৈব পক্ষিণঃ ।

বহুসংস্রহস্রাণি সেনাগ্রে সংপ্রতস্থিরে ॥ ২৫ ॥

অর্দ্ধমাসমুষিদ্ধা সা পথি সেনা নিরাময়া ।

হৃষ্টপুষ্টজনাকৌর্ণা কৈকেয়ান্ সমুপাগমৎ ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে বাণ্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ভরতপ্রয়াণং নাম
সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৭ ॥

মাংসভক্ষক অতিশয় ভয়ঙ্কর সহস্র সহস্র ভূত, সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগ-প্রভৃতি
বহুসংস্র জীব এবং আকাশচারী পক্ষিগণ গন্ধর্বপুত্রগণের মাংস ভোজন করিবার
অভিলাষে সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিল ॥ ২৪ ২১ ॥

সেই হৃষ্ট-পুষ্ট-জনসমাকুল সুস্থকায় সৈন্যশ্রেণী পথিমধ্যে অর্দ্ধমাস অতিবাহিত
করিয়া কেকয়-রাজ্যে উপনীত হইল ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বাণ্মীকিপ্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ভরতপ্রয়াণ-নামক
১০৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

(১০৮) অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা সেনাপতিং প্রাপ্তং ভরতং কেকয়াধিপঃ ।

যুধাজিৎ পরমাং শ্রীতিমুপাগমদনস্তরম্ ॥ ১ ॥

স নির্যযৌ জনৌঘেন মহতা কেকয়াধিপঃ ।

ভরতেন সমাগম্য মন্ত্রয়ামাস চৈব হি ॥ ২ ॥

যুধাজিহ্মর তশ্চৈব সমেতো লঘুবিজ্রমৌ ।

গতো গন্ধর্ব্বনগরং সবলৌ সপদানুগৌ ॥ ৩ ॥

শ্রুত্বা তু ভরতং প্রাপ্তং গন্ধর্ব্বাস্তে সমাগতাঃ ।

যোদ্ধুকামা মহাবীৰ্যা বিনদন্তঃ সমস্ততঃ ॥ ৪ ॥

সহসা তে যযুঃ সৰ্ব্বে গন্ধর্ব্বাঃ কালচোদিতাঃ ।

সংনদ্ধা বন্ধতুগীরা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। বলং হস্তাশ্বরথং পদানুগঃ পদাতিঃ ।

৫। লো-টী। সমস্তাঃ কবচিনঃ ।

অনন্তর ভরত সেনাপতিরূপে আসিয়াছেন শুনিয়া কেকয়াধিপতি যুধাজিৎ পরম শ্রীতিলাভ করিলেন ॥ ১ ॥

সেই কেকয়রাজ যুধাজিৎ বহু লোক সমভিব্যাহারে নির্গত হইলেন এবং ভরতের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন ॥ ২ ॥

যুধাজিৎ এবং ভরত উভয়ে মিলিত হইয়া সৈন্য এবং পদাতিক অনুচরগণের সহিত ক্রতগতিতে গন্ধর্ব্বনগরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

মহাবলবান্ সেই গন্ধর্ব্বগণ ভরতের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষে চতুর্দিক হইতে সিংহনাদ করিতে করিতে আগমন করিল ॥ ৪ ॥

সেই গন্ধর্ব্বগণ সকলে কালপ্রেরিত হইয়া বর্ষ পরিধান ও তুগীর

১। হ কেকয়ীহতম্'। ২। হ 'গার্গসহিতঃ পরাং শ্রীতিমুপাগমৎ'। ৩। হ 'বলৌ'। ৪। হ

'প্রতহাতে মহাবলৌ'। ৫। হ 'সমস্ততঃ'। ৬। হ 'মহানাদঃ'। ৭। হ 'তো মহাবল্যঃ'। ৮। হ 'সাত্যাবহুঃ'।

৯। ক 'বন্ধ'।

ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।

সপ্তরাত্রং মহাঘোরং ন চাভূদ্বিজয়ঃ কচিৎ ॥ ৬ ॥

ততো রামানুজঃ ক্রুদ্ধঃ কালশ্যাত্নং হৃদারুণম্ ।

সংবর্ত্তং নাম ভরতো গন্ধর্বেষু শ্রয়োজয়ৎ ॥ ৭ ॥

তে বন্ধাঃ কালকল্লেন সংবর্ত্তাস্ত্রেণ দারিতাঃ ।

ক্ষণেনৈব হতাস্তত্র তিস্রঃ কোট্যো মহোজসঃ ॥ ৮ ॥

এবং ঘোরং হি সমরং ন স্মরন্তি দিবৌকসঃ ।

নিমেষান্তরমাত্রেণ যঃ কৃতো ভরতেন হ ॥ ৯ ॥

হৃদ্য চৈব হি তান্ বীরান্ ভরতঃ কেকয়ীহৃতঃ ।

নিবেশয়ামাস তদা সমুদ্ধে হে পুরোত্তমে ।

তক্ষন্তক্ষশিলাং চৈব পুঙ্করং পুঙ্করাবতীম্ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টী। তে গন্ধর্বাঃ কালকল্লেন মৃত্যুতুল্যেন কেচিৎ নদ্ধা বন্ধাঃ কেচিচ্চ দ্রাবিতাঃ এবং ক্রমেণ তিস্রঃ কোট্যো হতাঃ।

৯। লো-টী। নিমেষান্তরেণ যঃ সমরঃ কৃতঃ, তথাচ সমরং তাদৃশং সমরং তে দিবৌকসোহপি।

১০। লো-টী। ঐব দ্বয়তঃ প্রাপতঃ, প্রথমপুরুষে উত্তমপুরুষে অর্থঃ। যদা, প্রাপতুরিতি শেষঃ। 'তত্র তক্ষশিলাকৈব পুরীং বৈ পুঙ্কবারতী'মিতি বা পাঠঃ।

বন্ধনপূর্বকক বিবিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সহসা বহির্গত হইল ॥ ৫ ॥

পরে সপ্তরাত্রব্যাপী মহাভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল, অথচ কোন পক্ষেরই জয়লাভ হইল না ॥ ৬ ॥

অনন্তর রামানুজ ভরত ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বগণের উপর সংবর্ত্ত-নামক ভয়ঙ্কর কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭ ॥

সেই মহাবীরাশালী তিনকোটি গন্ধর্ব্ব মৃত্যুতুল্য সংবর্ত্তনামক অস্ত্রদ্বারা বন্ধ এবং বিদারিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নিহত হইল ॥ ৮ ॥

ভরত নিমেষমধ্যে যেরূপ যুদ্ধ করিলেন এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেবতারাও স্মরণ করিতে পারেন না ॥ ৯ ॥

কেকয়ীপুত্র ভরত সেই বীর গন্ধর্ব্বদিগকে নিহত করিয়া [তক্ষশিলা এবং

১। হ 'পাশেন'। ২। হ 'ভীষণবিদারিতাঃ'। ৩। হ 'ক্ষণেন বিহতাস্ত্রৈব'। ৪। হ 'তদা যোদন্ত'। ৫। হ 'সর্বান পুঙ্করান্ ভরততথা'।

গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ ।

ধনরত্নোঘসংপূর্ণে কাননৈরুপশোভিতে ॥ ১১ ॥

অন্যোহন্যং সংঘর্ষকৃতে স্পর্দ্ধয়া গুণবিস্তরৈঃ ।

উভে স্কন্ধচিরপ্রথ্যে ব্যবহারৈরকিম্বিধৈঃ ॥ ১২ ॥

উদ্যানবানসম্পন্নে সুবিভক্তান্তরাপণে ।

উভে পুরোত্তমে রম্যে কাননোত্তমশোভিতে ॥ ১৩ ॥

গৃহমুখ্যৈঃ স্কন্ধচিরৈর্বিমানৈর্বিহুভির্বৃতে ।

নিবেশ্য পঞ্চভির্বৈধৈর্ভরতো রাঘবানুজঃ ।

পুনরায়ান্মহাবাহুরযোধ্যাং কেকয়ীসুতঃ ॥ ১৪ ॥

১১-১২ । লো-টী । গান্ধারবিষয়ে দেশে বোহয়ং গন্ধর্ব্বদেশঃ স্থানং তৎ তত্র আকীর্ণে জনৈর্বাগ্ধে কাননৈঃ ফলপুষ্পপ্রধানৈরুপশোভিতৈঃ অন্যান্যসংঘর্ষকৃতে অন্যান্যস্ত্রাভ্যন্তরং সংঘর্ষঃ সমাগানন্মঃ, তৎকৃতে ভিন্নমিস্তে ব্যবহৃত্যাম্ । অকিম্বিধৈঃ নিরুপটৈঃ ।

১৩ । লো-টী । উদ্যানং বানসং রখাদি । সুবিভক্তং সুহৃৎ বিভাগেন কৃতম্ অন্তরা মধ্যে অয়নং পশ্চাৎ যয়োন্তে, 'সুবিভক্তান্তরাপণে' ইতি পাঠেহস্তরে পশ্চাৎ, সুবিভক্তোহস্তরাপণো যয়োন্তে ।

পুষ্করাবতী নামক] সমৃদ্ধ নগরীদ্বয় স্থাপিত করিলেন । [তাহার মধ্যে] তক্ষশিলায় এবং পুষ্কর পুষ্করাবতীতে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

গান্ধাররাজ্যে মনোরম গন্ধর্ব্বদেশে বহু-ধনরত্ন-পরিপূর্ণ, কাননসমূহে পরিশোভিত, বহুবিধ গুণের স্পর্দ্ধায় পরস্পর সংঘর্ষপরায়ণ, অকপট ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহারে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন, উদ্যান এবং বানবাহন-সমাযুক্ত, মধ্যদেশে সুবিভক্ত বিপণিশ্রেণীতে পরিপূর্ণ, উত্তম কানন-শোভিত, অতিশয় রমণীয়, উত্তম প্রাসাদসমূহে এবং বহু বিমানে পরিবৃত্ত শ্রেষ্ঠ নগরীদ্বয় স্থাপন [পূর্ব্বক তাহাতে পুত্রযুগলকে স্থাপিত] করিয়া রাঘবানুজ কৈকেয়ীনন্দন মহাবাহু ভরত পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় অযোধ্যা-নগরীতে আগমন করিলেন ॥ ১১-১৪ ॥

১ । হ 'পঞ্চর্ষকৃতে' । ২ । হ 'ইদম্ভঃ নাস্তি' । ৩ । হ 'চক্রহুঃস্তো চ স্পর্দ্ধয়াভু গবিব্রমৌ' ।
৪ । হ 'বন' । ৫ । হ 'ধনপরিভঃ' । ৬ । ক 'কৈকেয়ী' ।

সোহভিবাণ্ড মহাত্মানং সাক্ষাক্ষ্মমিবাপরম্ ।

রাঘবঃ ভরতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥ ১৫ ॥

শশংস চ যথা বৃত্তং গন্ধর্ববধমুত্তমম্ ।

নিবেশনক দেশস্ত্র প্রজ্ঞা শ্রীতশ্চ রাঘবঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যাৰ্ধে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গন্ধর্ববিষয়নিবেশনং নাম
অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৮ ॥

১৬। লো-টী। তৎ শ্রব্যা রাঘবঃ শ্রীতঃ।

গন্ধর্ববিষয়নিবেশঃ ॥ ১০৮ ॥

ইন্দ্র ব্রহ্মাকে যেরূপ অভিবাদন করেন শ্রীমান্ ভরত সেইরূপ সাক্ষাৎ
দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায় মহাত্মা রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া উত্তম গন্ধর্ববধ-বৃত্তান্ত
এবং তথায় জনপদ-সম্মিবেশের বিষয় আনুপূর্বিক বলিলেন; তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র
অতিশয় শ্রীত হইলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

মহর্ষি বান্দীকীপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গন্ধর্বদেশসম্মিবেশ-নামক
১০৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

(১০২) নবাধিকশততমঃ সর্গঃ

তচ্ছ্রুত্বা হর্ষমাপেদে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ ।

বাক্যকান্দুতসংকাশং রামো ভ্রাতৃনভাষত ॥ ১ ॥

ইমৌ কুমারৌ সৌমিত্রে তব ধর্ম্মবিশারদৌ ।

অঙ্গদশ্চন্দ্রকেতুশ্চ রাজ্যার্হৌ দৃঢ়ধর্ম্মিনৌ ॥ ২ ॥

উভৌ রাজ্যোহভিষেক্যামি দেশং সাধু নিরূপয় ।

রমণীয়মসংবাধং রমেতাং যত্র সংস্থিতৌ ॥ ৩ ॥

ন রাজ্ঞাং যত্র পীড়া স্মাত্ম চৈবাত্মমবাসিনাম্ ।

স দেশো দৃশ্যতাং সৌম্য নাপরাধ্যামহে যথা ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। রামো রাঘবঃ রঘুবংশোদ্ভবঃ। অদ্ভুতং চিত্রমিব সঙ্কশতে ইতি তথা।

৩। লো-টী। ন বিজ্ঞতে সম্বাধঃ পীড়নং যত্র তৎ।

৪। লো-টী। আত্মমবাসিনাং স্বধর্ম্মপরাণাম্।

রঘুবংশোদ্ভব রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত সেই সকল বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক পরম আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে এই পরমাদ্ভুত কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

লক্ষণ, তোমার এই পুত্রদ্বয় অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতু ধর্ম্মাভিজ্ঞ, দৃঢ়-ধর্ম্মদ্বারী, সুতরাং রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ ॥ ২ ॥

আমি ইহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, অতএব যেস্থানে থাকিয়া ইহারা আনন্দ লাভ করিতে পারে তাদৃশ রমণীয় উপদ্রবশূন্য উৎকৃষ্ট দেশ অন্বেষণ কর ॥ ৩ ॥

হে সৌম্য, যেস্থানে রাজাদিগের এবং আত্মমবাসীদিগের কেনরূপ না হয় সেইরূপ দেশ অন্বেষণ কর, আমরা যেন অপরাধী না হই ॥ ৪ ॥

১। হ'-কামব্দুতবা'। ২। হ'-নবোচত'। ৩। হ'-স্থস্থিতৌ'।

তথোক্তবতি রামে তু ভরতঃ প্রত্যাচ হ ।

অয়ং কারপথো দেশো রমণীয়ো নিরাময়ঃ ॥ ৫ ॥

নিবেশয় পুরীং বীর অঙ্গদস্য মহাঅনঃ ।

চন্দ্রকেতৌশ্চ রুচিরাং চন্দ্রকান্তাং মনোরমাম্ ॥ ৬ ॥

তদ্বাক্যং ভরতেনোক্তং প্রতিজ্ঞাহ রাঘবঃ ।

তঞ্চ কারপথং দেশমঙ্গদস্য ন্যবেশয়ৎ ॥ ৭ ॥

অঙ্গদীয়া পুরী রম্যা অঙ্গদস্য নিবেশিতা ।

রমণীয়া স্তম্ভপুত্রা চ রামেণাক্লিষ্টকর্মাণা ॥ ৮ ॥

চন্দ্রকেতোঃ কুমারস্য মল্লভূমিনিবেশিতা ।

চন্দ্রবস্ত্রেতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যথা ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। কারপথো নাম পশ্চিমস্থদেশবিশেষঃ ।

৬। লো-টী। মল্লভূমিরিতি পাঠঃ। 'স্বর্গভূমি'রিত্যে কচিং ।

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে ভরত উত্তর করিলেন—এই 'কারাপথদেশ' অতিশয় রমণীয় এবং নিতাস্ত নিরুপদ্রব ॥ ৫ ॥

হে বীর, মহাত্মা অঙ্গদের এবং চন্দ্রকেতুর জন্ত চন্দ্রের গায় কমনীয় সুন্দর নগরী তথায় স্থাপিত করুন ॥ ৬ ॥

রামচন্দ্র ভরতের কথা অহুমোদন করিয়া সেই কারাপথদেশ অঙ্গদের জন্ত সন্নিবেশিত করিলেন ॥ ৭ ॥

অক্লিষ্টকর্মা রামচন্দ্র স্মারক এবং সুরক্ষিত 'অঙ্গদীয়া' নামে পুরী অঙ্গদের জন্ত নির্মাণ করাইলেন ॥ ৮ ॥

কুমার চন্দ্রকেতুর জন্ত মল্লভূমি নামক দেশ এবং চন্দ্রবস্ত্রা নামে বিখ্যাত অমরাবতীর গায় নগরী নির্মাণ করাইলেন ॥ ৯ ॥

১। হ 'কার-'। ২। হ '-স্ত'। ৩। ক '-রং চন্দ্রকান্ত'। ৪। ক '-ম্'। ৫। হ 'কার-'।

৬। হ 'অঙ্গ-'।

ততো রামঃ পরাং শ্রীতিং ভরতশ্চ স লক্ষণঃ ।

যযুর্ধু^১ধি ছুরাধর্ষৌ কুমারৌ চাত্যবেচয়ন ॥ ১০ ॥

অভিষিচ্য কুমারৌ তু প্রস্থাপ্য চ মহাবলৌ ।

অঙ্গদং পশ্চিমাং ভূমিং চন্দ্রকেতুমনথোত্তরাম্ ॥ ১১ ॥

অঙ্গদশ্চ চ সৌমিত্রির্লক্ষণোহমুজগাম হ ।

চন্দ্রকেতোস্ত ভরতঃ পার্ষিঃ জগ্রাহ বীৰ্য্যবান্ ॥ ১২ ॥

লক্ষণস্তদুদীয়ামাং সংবৎসরমথোষিতঃ ।

পুত্রে স্থিতে ছুরাধর্ষে অযোধ্যাং পুনরাগমৎ ॥ ১৩ ॥

ভরতোহপি তথোষিত্বা সংবৎসরমুদারধীঃ ।

অযোধ্যাং পুনরাগম্য রামপাদাবুপাস্ত সঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। স চ লক্ষণঃ শ্রীতিং যযুঃ প্রাপুঃ। 'অত্যবেচয়দি'তি প্রত্যেকেন
সম্বন্ধঃ। 'অত্যবেচয়দি'তি বা পাঠঃ।

১৪। লো-টী। উপাস্ত সেবিতবান্।

পরে রাম, ভরত এবং লক্ষণ অতিশয় শ্রীতিলভ করিলেন এবং যুদ্ধে
দুর্ধর্ষ কুমারযুগলকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১০ ॥

মহাবলশালী কুমারদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া অঙ্গদকে পশ্চিম দেশে এবং
চন্দ্রকেতুকে উত্তরদেশে প্রেরণ করত সুমিত্রানন্দন লক্ষণ অঙ্গদের অনুগমন
করিলেন এবং বীৰ্য্যবান্ ভরত চন্দ্রকেতুর পশ্চাদ্গ্ৰহণ করিলেন ॥ ১১-১২ ॥

লক্ষণ 'অঙ্গদীয়া'পুরীতে একবৎসর বাস করিয়া দুর্ধর্ষ পুত্র সুপ্রতিষ্ঠিত
হইলে পুনরায় অযোধ্যায় আগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

উদারধী ভরতও সেইরূপ একবৎসর কাল বাস করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যা-
গমনপূর্ব্বক রামের পদযুগল সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

১। হ 'ভতো যুধি'। ২। হ 'প্রাহাপয়গরিনমঃ'। ৩। হ '-ক'। ৪। হ 'সুতং তত্রৈব সংস্থাপ্য'।

৫। হ '-ত্যা'।

উভৌ সৌমিত্রিভরতৌ রামপাদাভিনন্দিতৌ ।

কালং গতমপি স্নেহাঙ্কান্নিকৌ নাবগচ্ছতাম্ ॥ ১৫ ॥

এবং দশ সহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ।

যযুস্তেঘাং স্তমনসাং যশাং প্রথয়তাং ভুবি !

ধর্মে প্রযতমানানাং পৌরকার্যেষু চৈব হি ॥ ১৬ ॥

বিহৃত্য কালং পরিপূর্ণমানসাঃ

শ্রিয়া বৃত্তা ধর্মপথেষু সংস্থিতাঃ ।

তপঃসমৃদ্ধাঃ শুভদীপ্ততেজসো

হৃত্যগ্নিকল্পাঃ প্রবভূর্নরোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লক্ষ্মণপুত্রায়োরভিষেকো নাম
নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৯ ॥

১৫। লো-টী। নন্দিনৌ 'বন্দিনৌ' বা পাঠঃ। নাবগচ্ছতাম্, অড়াগমাতাবঃ

১৭। লো-টী। শুভং কল্যাণং দীপ্তঞ্চ তেজো যেষাং তে ।

লক্ষ্মণপুত্রায়োরভিষেকঃ ॥ ১০৯ ॥

ধার্মিকপ্রবর ভরত এবং লক্ষ্মণ অনুরাগভরে রামের পদসেবায় নিরত থাকিয়া বহু দিন অতিবাহিত হইলেও তাহা বুঝিতে পারিলেন না ॥ ১৫ ॥

জগতে প্রথিতযশাঃ সুবুদ্ধিমান্ সেই রাম, লক্ষ্মণ এবং ভরতের ধর্মকার্য্য এবং পৌরকার্য্য সাধন করিতে করিতে এইরূপে একাদশ সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইল ॥ ১৬ ॥

পরিতৃপ্তচিত্তে সময় অতিবাহিত করিয়া ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, ধর্মপথে অবস্থিত, তপঃসমৃদ্ধ, কল্যাণকর-প্রদীপ্ত-তেজঃসম্পন্ন সেই নরশ্রেষ্ঠগণ আছতিপ্রদীপ্ত অগ্নির আয় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

নহর্ষি বান্মীকি-প্রণীত আদিকাব্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে 'লক্ষ্মণপুত্রায়োর ভিষেক'-নামক
১০৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

(১১০)দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

কশ্চিৎত্বথ কালস্ত রামে ধর্মপথে স্থিতে ।

কালস্তাপসরূপেণ রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ১ ॥

সোহব্রবীল্লক্ষ্মণং বাক্যং ধৃতিমন্তঃ যশস্বিনম্ ।

মাং নিবেদয় রামায় সংপ্রাপ্তং কার্য্যগৌরবাৎ ॥ ১২ ॥

দূতো হ্যতিবলশ্চাহং মহর্ষেরমিতৌজসঃ ।

দিদৃক্ষুরাগতো রামঃ হ্রিতং মাং নিবেদয় ॥ ৩ ॥

তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিস্তুরয়াশ্রিতঃ ।

আচচক্ষে স রামায় সংপ্রাপ্তং তু তপোধনম্ ॥ ৪ ॥

জয়স্ব রাজধর্ম্মেণ উভৌ লোকৌ মহামতে ।

দূতস্ত্বাং দ্রষ্টু মায়াতস্তপস্বী ভাস্করপ্রভঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টা। অতিবলস্ত নারো মহর্ষেঃ।

৪-৫। লো-টা। রাজধর্ম্মেণ উভৌ লোকৌ জয়স্ব প্রাপ্তু হীতাক্তা তং মুনিং সম্প্রাপ্তং রামায় আচচক্ষে ইত্যম্বয়ঃ।

ধর্ম্মপথে অবস্থিত রাম এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত করিলে একদা ‘কাল’ মুনিবেশ ধারণ করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

তিনি ধৈর্য্যশালী যশস্বী লক্ষ্মণকে বলিলেন, বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আমি আসিয়াছি—এই কথা রামচন্দ্রকে নিবেদন কর ॥ ২ ॥

আমি অমিততেজাঃ মহর্ষি অতিবলের দূত, রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আসিয়াছি, স্বত্ত্ব আমার বিষয় নিবেদন কর ॥ ৩ ॥

সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া ব্যগ্র হইয়া মূনির আগমন-বার্তা রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন—॥ ৪ ॥

মহামতে, রাজধর্ম্মদ্বারা আপনি উভয় লোক জয় করুন; সূর্য্যের জ্বায়

ইতি ক্রবাণং সৌমিত্রিং রাঘবঃ প্রভূত্বাচ হ ।
 প্রবেশ্যতাং মুনিস্তাত সংকৃতঃ পূর্বম্বেব হি ॥ ৬ ॥
 সৌমিত্রিস্ত তথেষুত্বা^১ প্রাবেশয়দ্দৃষ্টিং ততঃ ।
 তেজসা তপসা চৈব জলন্তমিব পাবকম্ ॥ ৭ ॥
 সোহভিগম্য নরশ্রেষ্ঠং রাঘবং রঘুনন্দনম্ ।
 ঋষির্মধুরয়া বাচা বহুশ্বেতি ততোহব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
 তস্মৈ রামো মহাবাহুঃ পূজামৰ্ঘ্যপূরোগমাম্ ।
 নিবেত্ত কুশলং পশ্চাৎ প্রক্টুং সমুপচক্রে ॥ ৯ ॥
 পৃষ্ঠশ্চ কুশলং তেন রামোহপি বদতাং বরঃ ।
 আসনে কাকনে শুভ্রে নিবসাদ মহাযশাঃ ॥ ১০ ॥

২-১০ । লো-টী । তেন পৃষ্টেন মুনিরা কুশলং পৃষ্ঠো রামঃ কুশলং নিবেত্ত ।

তেজস্বী একটি তপস্বী দূত আপনাকে দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে রামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, বৎস, সংকারপূর্বক মুনিকে প্রবেশ করাও ॥ ৬ ॥

লক্ষ্মণ ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া তপঃপ্রভাবে জ্বলন্ত অগ্নির স্থায় তেজস্বী সেই মুনিকে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৭ ॥

সেই মুনি নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন—“মহারাজ, বুদ্ধিলাভ করুন” ॥ ৮ ॥

বহুবাহু রামচন্দ্র সেই মুনিকে অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক অর্চনা করিয়া অনন্তর কুশল জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৯ ॥

মহাযশস্বী বাগ্ধিবর রামচন্দ্রও সেই মুনিকর্তৃক কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া শুভ্র স্তবর্ণাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ১০ ॥

১। হ ‘ঈশম্বে’। ২। হ ‘কবিং প্রাবেশয়ততঃ’। ৩। হ ‘-ম’। ৪। হ ‘বচো’। ৫। হ ‘পুরুষত্বাৎ’। ৬। হ ‘কৃষা কুশলমবগম্য’।

তন্মুবাচ ততো রামঃ স্বাগতং তে মহামুনে ।

মন্ত্ৰয়স্ব চ বাক্যানি যদর্থং ত্বমিহাগতঃ ॥ ১১ ॥

চোদিতো রাজসিংহেন মুনির্বাণ্যমথাত্রবাৎ ।

দ্বন্দ্বে হ্যেতত্ত্ব বক্তব্যং ন শ্রোতব্যং হি কেনচিৎ ॥ ১২ ॥

যশৈচব শৃণুয়াদেতৎ স বধ্যাস্তব রাঘব ।

মহর্ষে মুনিমুখ্যাস্ত বচনং যদ্ববেক্ষসে ॥ ১৩ ॥

তথৈতি চ প্রতিজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমত্রবাৎ ।

দ্বারি তিষ্ঠ মহাবাহো প্রতীহারং বিসর্জয় ॥ ১৪ ॥

স মে বধ্যঃ খলু ভবেৎ কথং দ্বন্দ্বদমীরিতাম্ ।

ঋষেৰ্মম চ সৌমিত্রে পশ্যেদ্বা শৃণুয়াচ্চ যঃ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। মন্ত্ৰয়স্ব কথয়স্ব ।

১২। লো-টী। দ্বন্দ্বং যুগলং বধ্য তথা বক্তব্যম্ । বধ্য, মমৈতত্ত্বচঃ দ্বন্দ্বং বক্তৃশ্রোতৃ-
দ্বিতীয়জনবিষয়ং, কেনাপি তৃতীয়েন ।

১৩। লো-টী। ভগবতো মুনিমুখ্যাস্ত ।

১৪। লো-টী। প্রতিহারং দ্বারিণম্ ।

১৫। লো-টী। ঋষেৰ্মম চ যঃ শৃণুয়াৎ বচ ইতি শেষঃ । যো বা তঞ্চ মাঞ্চ নিরীক্বেত ।

অনন্তর রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—মহামুনে, আপনার শুভাগমন হইয়াছে, আপনি যে জন্ত এইস্থানে আসিয়াছেন সেই কথা বলুন ॥ ১১ ॥

মুনি রাজশ্রেষ্ঠকর্তৃক প্রেরিত হইয়া বলিলেন, [আমাদের] দুইজনের মধ্যেই এই কথা বক্তব্য, অপর কেহ যেন না শোনে ॥ ১২ ॥

হে রাম, যদি মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষির কথার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা থাকে, তবে যে ইহা শ্রবণ করিবে তাহাকে আপনি বধ করিবেন ॥ ১৩ ॥

রামচন্দ্র ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—মহাবাহো, দৌবারিককে বিদায় দিয়া দ্বারে অবস্থান কর ॥ ১৪ ॥

হে লক্ষ্মণ, ঋষি এবং আমি এই দুইয়ের মধ্যে যে আলাপ হইবে, তাহা যে

১। হ ‘তং মুনির্বাণ্যমত্রবাৎ’ । ২। হ ‘বদ্যসেতৎ প্রবক্তব্যং’ । ৩। হ ‘শৃণুয়াচ্চ নিরীক্বেত’ ।
৪। হ ‘ভৈবং মুনিমুখ্যাস্ত’ । ৫। হ ‘বধ্যঃ স খলু মে সৌম্য’ । ৬। হ ‘চ’ ।

তথা নিক্খিপ্য সৌমিত্রিঃ লক্ষ্মণং দ্বারসংগ্রাহে ।

উবাচ তং মহাত্মানং কথয়ন্তেতি রাঘবঃ ॥ ১৬ ॥

যন্তে মনোষিতং বাক্যং যেন চাসি সমাগতঃ ।

কথয়ন্ত^২ বিশঙ্কন্ত^৩ মমাপি হৃদি বর্ততে ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বায়্বীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কালাতিগমনং নাম
দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১০ ॥

১৬। লো-টী। সংগ্রাহে মহাত্ম্যগমননিগ্রাহে ।

কালাতিগমনম্ ॥ ১১০ ॥

শুনিবে বা দেখিবে, সে আমার বধ্য (বধার্হ) হইবে ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্র সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া সেই মহাত্মাকে
বলিলেন,—[এখন] বলুন ॥ ১৬ ॥

আপনি যাহা বলিতে আসিয়াছেন আপনার সেই অভিপ্রেত কথা নিঃশঙ্ক
হইয়া বলুন, আমার হৃদয়েও ইহা [গুপ্ত] থাকিবে ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বায়্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কালাতিগমন-নামক
১১০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

(১১১) একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

শৃণু রাজন্ মহাসত্ত্ব যদৰ্শমহমাগতঃ ।

পিতামহেন দেবেন প্রেষিতোহস্মি তবাস্তিকম্ ॥ ১ ॥

তবাহং পূর্বকে দেহে পুত্রঃ পরপুরুষায় ।

মায়াসম্ভব এষোহস্মি কালঃ সর্ববহরঃ প্রভুঃ ॥ ২ ॥

পিতামহস্তাং ভগবানাহ দেবর্ষিপূজিতঃ ।

সময়ন্তে মহাবাহো ত্রীল্লোকান্ পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৩ ॥

সঙ্কিপ্য হি পুরা লোকান্ বীর স্বং মায়ায়া সহ ।

ভার্যায়া শুভয়া দেব্যা জলং পূর্বমজীজনঃ ॥ ৪ ॥

২। লো-টা। মায়ায়া সংভব উৎপত্তির্ভক্ত সোহস্ম।

৪। লো-টা। পুরা প্রলয়কালে সংক্ৰিপ্য সংহৃত্য সৃষ্টিকালে মায়ায়া ভার্যায়া সহ জলম্ অজীজনঃ অসৃজঃ।

ঋষি বলিলেন,—মহাবল মহারাজ, পিতামহ-দেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া যে-জন্ম আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

হে শত্রুপুরুষ, পূর্বদেহে আমি আপনার পুত্র ছিলাম, আমি সর্বসংহারক প্রভাবশালী ‘কাল’, মায়াদ্বারা এই বেশ ধারণ করিয়াছি ॥ ২ ॥

দেবর্ষিপূজিত ভগবান্ পিতামহ আপনাকে বলিয়াছেন—“মহাবাহো, আপনার এখন ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

বীর, আপনি পূর্বে প্রলয়কালে সমস্ত লোক সংহার করিয়া শুভকারিণী ভার্যা মায়াদেবীর সহিত প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

১। হু-‘বাহো’। ২। হু-‘এবাস্মি’। ৩। হু-‘বলোকং পরিসর্পিতু’।

ভোগবস্ত্রং ততো নাগমনস্তমুদকেশয়ম্ ।

মায়য়া জনয়িত্বা তু হে সবে স্মহাবলে ॥ ৫ ॥

মধুকৈটভবিখ্যাতে যমোভূ'রস্থিসকর্ষৈঃ ।

অভূৎ পর্কতসংবাধা মেদিনী মেদসা তথা ॥ ৬ ॥

পদ্মে তু দিব্যসংকাশে নাভ্যামুৎপাদ্য মাং ততঃ ।

প্রজাপতীন্ সমুৎপাদ্য ময়ি সর্কং শ্রবেশয়ঃ ॥ ৭ ॥

সোহং সম্যস্তভারোহপি স্বামষোচং জগৎপতে ।

রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেষু মম তেজস্করো ভব ॥ ৮ ॥

ততস্তমপি দুর্কর্ষ ভাবাৎ তস্মাৎ সনাতনাৎ ।

রক্ষার্থং সর্কভূতানাং বিষ্ণুত্বং সমপদ্যাথাঃ ॥ ৯ ॥

৫-৬। লো-টী। ততোহনন্তং নাগং ভোগবস্ত্রং প্রশস্তদেহবস্ত্রং 'ভগবন্ত'মিতি বা পাঠঃ। জনয়িত্বা হে সবে কন্তু অজীজনঃ। ভূরভূৎ, সা চ তমোমেদসা জাতা অতো মেদিনীভূত্যাতে। অস্থি-সকর্ষৈর্ষে পর্কতাঃ তৈঃ সম্যাবাধা পীড়া যন্তাঃ সা।

৭। লো-টী। সর্কং সৃষ্টিকার্ষ্যং শ্রবেশয়ঃ নিষোজিতবানসি।

৮। লো-টী। ভাবাৎ মমভিপ্ৰায়াৎ মদিচ্ছাতঃ, সমপত্ত্বাথাঃ। 'উপজগ্মিবানি'তি বা পাঠঃ।

পরে মায়াদ্বারা বিশালকায় জলশায়ী অনন্তনাগকে সৃষ্টি করিয়া অতিশয় বলবান্ বিখ্যাত মধু এবং কৈটভ নামক দুই প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন—যাহাদের অস্থিসমূহে পৃথিবী পর্কতাকীর্ণ হইয়াছে এবং [যাহাদের] মেদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার (পৃথিবীর) নাম হইয়াছে 'মেদিনী' ॥ ৫-৬ ॥

পরে নাভিস্থিত দিব্য পদ্মে আমাকে উৎপাদনপূর্বক প্রজাপতিদিগকে উৎপাদন করিয়া আমার উপর সমস্ত [সৃষ্টি-] কার্য্য শ্রুস্ত করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

জগৎপতে, আপনি আমার উপর ভার শ্রুস্ত করিলেও আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি প্রাণীদিগের রক্ষার ব্যবস্থা করুন এবং আমার তেজস্কর হউন ॥ ৮ ॥

হে দুর্কর্ষ, আপনিও [আমার] সেই সনাতন ভাব (অভিপ্ৰায়) হইতে

১। হ 'ত'। ২। হ '-জাতি' ব্যাভ্যে'। ৩। হ 'দিব্যকর্ষঃ'। ৪। হ '-মসি'। ৫। হ '-কন্তু'স্বায়িত্ব'।

অদিত্যা বীৰ্য্যবান্ পুত্রঃ কশ্যপাৎ সমজায়থাঃ ।

সমুৎপন্নেষু কার্যেষু লোকসহায় কল্পসে ॥ ১০ ॥

স হুমুজ্জাতমানাস্ প্রজাস্ জয়তাঃ বর ।

রাবণস্ত বধাকাজ্ঞী মর্ত্যালোকমুপাগতঃ ॥ ১১ ॥

দশবর্ষসহস্রানি দশবর্ষশতানি চ ।

কৃতো রামস্ত নিয়মঃ স্বয়মেবাত্মনস্ত্বয়া ॥ ১২ ॥

স তে মনোগতঃ কালঃ সংপূর্ণো মানুষেষ্বিহ ।

কালস্তে দেব দেবানাং সমীপে পরিবর্তিতুম্ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। কুত্র বিষ্ণুং প্রাপ্তস্তদাহ অদিত্যামিতি। সমুৎপন্নেষু উপস্থিতেषু দেবকার্যেষু সহায় সাহায্যায়।

১১-১২। লো-টী। উজ্জাতমানাস্ রাবণেন ত্রাসং প্রাপিতাস্। 'উদ্ভ্রাম্যমানাবি'তি পাঠে ইতস্ততশ্চালিতাস্। আত্মনো রামস্ত নিয়মং কৃৎস্না মর্ত্যালোকমুপাগত ইতি পূর্বেণাবয়ঃ।

১৩। লো-টী। পরিবর্তিতং হাতুম্, গন্তং বা।

সমস্ত ভূতের রক্ষার জন্য বিষ্ণুই গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

আপনি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বীৰ্য্যবান্ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আপনি লোকোপকারার্থে অবতীর্ণ হন ॥ ১০ ॥

হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রজাবর্গ রাবণকর্তৃক হিংসিত হইতে থাকিলে আপনি রাবণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে মর্ত্যালোকে আগমন করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

আপনি নিজেই স্বীয় রামাবতারের একাদশ-সহস্র বর্ষ সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

দেব, এই মর্ত্যালোকে মনুষ্যগণমধ্যে থাকিবার আপনার সেই অভিপ্রেত সময় সম্পূর্ণ হইয়াছে, এখন দেবতাদিগের সমীপে যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

১। ক 'অদিত্যা...কশ্যপাৎ'। ২। হ '-মুদ্ভ্রাম্যমানাস্'। ৩। হ 'জয়া-'। ৪। হ '-গন্ত-'। ৫। হ 'কৃৎস্না'। ৬। হ '-মাৎ'। ৭। হ '-নঃ পুরা'। ৮। হ 'পূর্ণোহয়ং'। ৯। হ 'কালজ্ঞাপসরূপেণ স্বসকালমুপাগতব্'।

অতো ভূয়শ্চ তে শ্রদ্ধা যদি রাজ্যমুপাসিতুম্ ।

এবং ভবতু কাকুৎস্থ এবমাহ পিতামহঃ ॥ ১৪ ॥

যদি বা গমনে বুদ্ধির্দেবলোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ (?) ।

সনাথা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরঃ ॥ ১৫ ॥

অহং মনোগতঃ পুত্রঃ পূর্ণায়ুঃ প্রাণিনামিহ ।

কালস্তাপসরূপেণ স্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রুত্বা পিতামহশ্চৈতদ্ধাক্যং কালসমীরিতম্ ।

রাঘবঃ প্রহসন্ বাক্যং সর্বসংহারমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। ভূয়ঃ ইতোহধিকমপি, শ্রদ্ধা 'কাম' ইতি বা পাঠঃ।

১৫। লো-টী। বিষ্ণুনা স্বয়ং।

১৬। লো-টী। মনোগতো দ্ব্যন্ত ইতি নারায়ণঃ। যথা, মনসা ন গমাতে ন ইচ্ছাবিষয়ী-
ক্রিয়তে ইতি মনোহগতঃ অদ্ব্যন্ত ইত্যর্থঃ। পূর্ণমায়ুর্ধম্ কালে স আয়ুঃপূরণকাল ইতি নারায়ণঃ।

১৭। লো-টী। সর্বসংহারং সর্বসংহারকম্।

হে কাকুৎস্থ, যদি ইহার অধিক সময় রাজ্য পালন করিতে আপনার ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হউক।" পিতামহ এইকথা বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

হে জিতেন্দ্রিয়, অথবা যদি আপনি দেবলোকে গমন করিবার অভিপ্রায় করেন, তবে দেবগণ বিষ্ণুর (বিষ্ণুরূপী আপনার) দ্বারা স-নাথ হইয়া সম্ভাপরহিত হউন ॥ ১৫ ॥

প্রাণীদিগের পূর্ণায়ুঃস্বরূপ আমি (আপনার) মানস পুত্র 'কাল' তাপসরূপে আপনার সমীপে আসিয়াছি ॥ ১৬ ॥

কালকথিত পিতামহের কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র হস্তপূর্বক সর্বসংহারক কালকে বলিলেন— ॥ ১৭ ॥

১। হ অস্ত্রশোকস্ত পঞ্চদশশোকপূর্বাঙ্কিত চ স্থানে 'ভূয়শ্চৈব' হি তে বুদ্ধির্দেবী রাজ্যমুপাসিতুম্। যদি বা তে শ্রদ্ধা রাম ভূয়ঃ শ্রদ্ধা প্রশাসিতুম্। প্রশাধি রাম ভূয়ঃ তে এবমাহ পিতামহঃ। অথবা হং জিগমিষুং জয়লোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ।' ইতি পাঠঃ। ২। হ অয়ং শোকো নান্তি। ৩। হ 'কালস্ত স্বচনং পিতামহসমীরিতম্'।

শ্রুতং মে দেবদেবশ্চ বাক্যমেতন্মমেন্সিতম্ ।
 শ্রীতিশ্চ মে পরা জাতা তবাগমনসম্ভবা ॥ ১৮ ॥
 ভদ্রং তেহস্ত গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ ।
 হৃদগতশ্চাপি সংপ্রাপ্তো ন মেহত্রাস্তি বিচারণা ॥ ১৯ ॥
 ময়াপি পূর্বকে কৃত্যে দেবানাং বশবর্তিনা ।
 স্বাতব্যং সর্বসংহার যথাহ স পিতামহঃ ॥ ২০ ॥
 তথা তয়োঃ সংবদতোহুর্ক্বাসা মুনিপুঙ্গবঃ ।
 রামশ্চ দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ২১ ॥

১৯। লো-টী। হৃদগতঃ পুত্রস্তং সংপ্রাপ্তোহসি অতো বিচারণা ।

২০। লো-টী। আত্মনাং নারায়ণং স্মরমাহ—ময়াপীতি । এতদ্দেশ্যং পূর্বকে দেহে বামনাদিদেহেহপি দেবানাং কৃত্যে রক্ষণরূপে কার্যে ময়া তেবাং বশবর্তিনা স্বাতব্যং স্থিতম্ । অতো বধা বধার্থমেবাহ পিতামহঃ । বধা, মম দেবানাং মম ভক্তানাং পূর্বকে কৃত্যে বলিনিগ্রহাদাবপি ভববর্তিনা ময়া স্থিতম্ । ‘ময়া হি সর্বকার্যোযু দেবানাং বশবর্তিনা । স্বাতব্যং মায়য়া চৈবে’তি পাঠে মায়য়া মায়াক্রুতেন দেহেন তত্তদবতারে স্থিতম্, অতো গম্যামিতি অত্র বিচারণা নাতীত্যাহ্বকঃ ।

দেবদেব পিতামহের কথা শ্রবণ করিলাম, এই কথা আমার অভিপ্রেত ; তোমার আগমনে আমার অতিশয় সন্তোষ হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

তোমার মঙ্গল হউক, আমি যেস্থান হইতে আসিয়াছি তথায় গমন করিব ; আমার প্রিয়পুত্র তুমি যখন আসিয়াছ, তখন এবিষয়ে আর আমার বিচারের অপেক্ষা নাই ॥ ১৯ ॥

সর্বসংহারক, পিতামহ যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক, পূর্বদেহে দেবতাদিগের রক্ষাকার্য্যে আমি তাঁহাদের বশবর্তী ছিলাম ॥ ২০ ॥

কাল এবং রামচন্দ্রের সেইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে মুনিশ্রেষ্ঠ হুর্ক্বাসাঃ রামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন ॥ ২১ ॥

১। হ ‘সমুত্তবর্ণনম্’ । ২। হ ‘পরম জাতা’ । ৩। হ ‘যতশ্চৈ-’ । ৪। হ ‘তোহসি মে প্রাপ্তো’ ।

৫। হ ‘হস্তায়ে’ । ৬। হ ‘সর্বকার্যোযু’ । ৭। হ ‘মায়য়া পুত্র বধা চাহ পিতামহঃ’ । অতঃ পরঃ সর্বসমাপ্তিঃ ।

৮। হ ‘কথাং কথনতোরেবং হুর্ক্বাসা স মহামুনিঃ’ । ৯। হ ‘দর্শনাকাঙ্ক্ষন’ ।

সৌভাগ্যমহাশ্রয়ং সৌমিত্রিমিত্রমত্রবীৎ ।

রামং দর্শয় মে শীঘ্রং কার্যমাত্ময়িকং হি মে ॥ ২২ ॥

ঋষেস্ত বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণো বাক্যমত্রবীৎ ।

অভিবাণ্ড মহাশ্রয়ং মুনিং জ্বলনসম্মিতম্ ॥ ২৩ ॥

কিং কার্যং ক্রহি ভগবন্ কেনার্থঃ কিং করোম্যহম্ ।

ব্যগ্রোহসৌ পার্থিবো ব্রহ্মন্ মুহূর্তং সংপ্রতীক্ষ্যতাম্ ॥ ২৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা মুনিশার্দূলঃ ক্রোধেন কলুবীকৃতঃ ।

উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং নির্দহম্বিষ চক্ষুষা ॥ ২৫ ॥

২২। লো-টী। সাময়িকং সময়োচিতম্। ‘আত্ময়িক’মিতি পাঠে অত্যয়ঃ ক্ৰুধায়া
অতিক্রমো বৃদ্ধিঃ তত্তৎসং কার্যম্।

২৪। লো-টী। কেনার্থঃ কেন দ্রব্যোণ প্রয়োজনম্? বাগ্রঃ মুনিঃ সহ গোপ্যকথন-
তৎপরঃ।

২৫। লো-টী। কলুবীকৃতো ব্যাপ্তঃ।

সামুনি, সুমিত্রানন্দন মহাত্মা লক্ষ্মণের নিকট গমন করিয়া
বলিলেন, শীঘ্র আমার সহিত রামচন্দ্রের দর্শন করাইয়া দাও, আমার সাংঘাতিক
প্রয়োজন ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মণ ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া অনলোপম সেই মহাত্মা মুনিকে অভিবাদন-
পূর্বক বলিলেন— ॥ ২৩ ॥

ভগবন্, আপনার কি কার্য, কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন এবং আমি কি করিব
বলুন; ব্রহ্মন্, মহারাজ রামচন্দ্র ব্যস্ত আছেন, সুতরাং মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা
করুন ॥ ২৪ ॥

মুনি-শার্দূল ত্বর্কাসাঃ লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আকুল হইয়া নগ্নন-
বহ্নিতে যেন উছাকে দগ্ধ করিয়াই বলিলেন— ॥ ২৫ ॥

১। হ ‘তু সৌমিত্রিব্যাচ মুনিসত্তমঃ’। ২। হ ‘শীঘ্রং’। ৩। হ ‘মুনেত্তৎ’। ৪। হ ‘-গঃ
পরবীরহা’। ৫। হ ‘বাক্যবেত্তব্যবাচ হ’। ৬। হ ‘রাগবে’। ৭। হ ‘কবি’।

অগ্নিন্ মুহূৰ্ত্তে সৌমিত্রে রাঘবায় নিবেদয় ।
 অথবা ক্রিয়মাণে তু বাক্যে বাক্যবিশারদ ॥ ২৬ ॥
 বিষয়ক পূরকৈব শপেয়ং রাঘবং তথা ।
 ভরতং ত্বাক শক্রব্রং যুগ্মাকং চৈব সন্ততিম্ ।
 ন হি শাক্যাম্যহং ভূয়ো মন্যুং ধারয়িতুং হৃদি ॥ ২৭ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্ক্ৰাশং মুনিনা ব্যাহতং বচঃ ।
 চিন্তয়ামাস সৌমিত্রিস্তস্য বাক্যস্য নিশ্চয়ম্ ॥ ২৮ ॥
 একস্য মরণং মেহস্ত না ভুং সর্ববিনাশনম্ ।
 ইত্যসৌ নিশ্চয়ং কুত্বা রামায় প্রত্যবেদয়ৎ ॥ ২৯ ॥
 লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ কালং ব্যসজ্জয়ৎ ।
 বিনিপত্য ত্বরায়ুক্তং পুত্রমত্রেদদর্শ হ ॥ ৩০ ॥

২৭। লো-টী। ভূয়োহধিকম্।

২৮। লো-টী। 'মুনিনা ব্যাহতং বচ' ইতি পাঠঃ। 'বাক্যমভূতদর্শন'মিতি পাঠে অভূতং বিনাশং দর্শয়তি তথা।

লক্ষ্মণ, এই মুহূৰ্ত্তেই রামচন্দ্রকে জানাও ; বাক্যবিশারদ, আমার কথাই অগ্রথা করিলে রামচন্দ্রকে, ভরতকে, তোমাকে, শক্রব্রকে ও তোমাদের রাজ্য, নগরী এবং সন্তান-সন্ততিকৈও শাপ প্রদান করিব, আমি আর ক্রোধ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৬-২৭ ॥

ভূর্বাসামুনির এইরূপ নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহার বাক্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ কি কর্তব্য তাহা) চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥
 “একমাত্র আমার মরণ হউক, কিন্তু সকলের যেন বিনাশ না হয়” এইরূপ স্থির করিয়া লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট [মুনির আগমনবার্তা] নিবেদন করিলেন ॥ ২৯ ॥
 রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা শ্রবণপূর্বক কালকে বিদায় দিয়া সম্বর বাহিরে

১। হ 'কপে মাং'। ২। হ 'রামায় প্রতিপাদয়'। ৩। হ '-পেহহং'। ৪। হ '-তক ভবন্তক'। ৫। হ 'শাক্যাম্যহং'। ৬। হ 'বাক্যমভূতদর্শন'। ৭। হ 'চিন্তয়ামাসঃ স্বমনসা সহসা ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ'। ৮। হ 'ইতি বুধ্যা বিবিন্দিজ্য রাঘবায় প্রবেদয়ৎ'। ৯। হ 'বিনিঃসৃত্যাগমতুং'।

সৌহৃদিবাচ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা ।

কিং কার্য্যমিতি কাকুৎস্থঃ কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ৩১ ॥

তদ্বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা মুনিবরঃ প্রভুঃ ।

প্রভূবাচ ততো রামং দুর্ব্বাসাঃ ক্ষয়তামিতি ॥ ৩২ ॥

অত্ৰ বর্ষসহস্রশ্চ সমাপ্তিস্ময় রাঘব ।

ক্ষুধিতো ভোক্তুমিচ্ছন্ বৈ ত্বামায়াতো রঘুত্তম ।

সৌহৃৎ ভোজনমিচ্ছামি যথাসিদ্ধং তবানঘ ॥ ৩৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রামো হর্ষেণাভিপরিপ্লুতঃ ।

ভোজনং বিপ্রমুখ্যায় যথাসিদ্ধমুপানয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

৩৩। লো-টা। বর্ষসহস্রাণি অহুষ্ঠানং বস্ত তস্ত বর্ষসহস্রং ব্যাপ্য কৃতস্ত ব্রতস্তেতর্থাঃ। যথা সিদ্ধং নিম্পন্নং ভবতি তথা কুর্ক ইত্যর্থঃ। 'যথা ত্বমসি রাঘবে'তি পার্শ্বে যথা বাদৃক্ স্বং তাদৃশং ভোজনম্।

আসিয়া অত্রিনন্দন দুর্ব্বাসামুনিকে দর্শন করিলেন ॥ ৩০ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্রে সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহাত্মা দুর্ব্বাসামুনিকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাজ্জলিপুটে বলিলেন—“কিং কার্য্য [আমাকে করিতে হইবে]” ॥ ৩১ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ প্রভু দুর্ব্বাসা রামচন্দ্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥

হে অনঘ রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রে, অত্ৰ আমার সহস্রবর্ষব্যাপী অনশন-ব্রতের সমাপ্তি হইয়াছে, এক্ষণে ক্ষুধায় কাতর হইয়া ভোজন করিবার অভিলাষে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; সেই আমি তোমার [এক্ষণে] যাহা নিম্পন্ন হইয়াছে তাহাই ভোজন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩৩ ॥

রামচন্দ্রে মুনির কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসাকে যথানিম্পন্ন অন্ন প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥

১। হ 'এবমুক্তস্ত রামেণ অত্রিপুত্রো মহাযশাঃ'। ২। হ 'দুর্ব্বাসাঃ স মুনিশ্রেষ্ঠো রাঘবং বাক্যসব্রবীৎ'। ৩। হ 'ভোক্তুমিহ'। ৪। হ 'রাঘবো বাক্যং হর্ষেণ মহতা হৃতঃ'। ৫। হ 'বিজ-'। ৬। হ 'হয়ৎ'।

স তু ভুক্তা। মুনিশ্রেষ্ঠস্তদম্মমুতোপমম্ ।

সাধু রামেতি সংভাষ্য স্বমাশ্রমমুপাগমৎ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ গতে মহাপ্রাজ্ঞে শ্রীতে চ মনুজাধিপঃ ।

সংস্মরন্ কালবাক্যানি ততো হুঃখমুপাগমৎ ॥ ৩৬ ॥

স হুঃখেন সমাবিষ্টঃ শ্বহা তং নিয়মং কৃতম্ ।

অবাধ্যুখো দীনমনা ব্যাহতুং ন শশাক হ ॥ ৩৭ ॥

ততো বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য কালবাক্যং বিচিন্ত্য চ ।

নৈতদন্তীতি চৈবোক্তা। ভূক্ষীমাসীন্মহামতিঃ ॥ ৩৮ ॥

ইত্যর্থে বাম্প্রীকীরে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে হর্কাসস আগমনং নাম

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১১ ॥

৩৮। লো-টী। নৈতদন্তীতি এতদ্রাজ্যাদিকম্, লক্ষণত্যাগাৎ।

হর্কাসস আগমনম্ ॥ ১১১ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ হর্কাসাঃ সেই অমুতোপম অন্ন ভোজন করিয়া রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করত নিজের আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

মহাপ্রাজ্ঞ সেই হর্কাসাঃ শ্রীত হইয়া গমন করিলে মহারাজ রামচন্দ্র কালের কথা স্মরণপূর্বক অতিশয় হুঃখিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

রামচন্দ্র সেই কালকৃত নিয়ম স্মরণপূর্বক হুঃখাবিষ্ট হইয়া বিষম চিন্তে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না ॥ ৩৭ ॥

পরে মহামতি রামচন্দ্র কালের কথা চিন্তা করিয়া বিবেচনাপূর্বক “এই রাজ্যাদি কিছুই থাকিবে না” এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বাম্প্রীকপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে হর্কাসার আগমন-নামক

১১১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

১। হ ‘ভুক্তবাস্ত হর্কাসা-’। ২। হ ‘গতঃ’। ৩। হ ‘-ভাগে- শ্রীতে রাধবনন্দনঃ’।
৪। হ ‘-মুপরিবান্’। ৫। হ ‘স চ হুঃখেন সন্তপঃ’। ৬। হ ‘তোক্, স’। ৭। হ ‘-নাস মহাবলঃ’।

(১১২) দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

অবাঙ্খু^৩খমথো দীনঃ দৃষ্ট^১। সোমমিবাণ্ণ তম্ ।

রাঘবং লক্ষ্মণো বাক্যং প্রহৃষ্ট^২ ইদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

ন সস্তাপঃ মহাবাহো কর্তু^৩ মইসি মৎকৃতে ।

✓ পূর্বনির্মাণবদ্ধা হি কালস্ত গতিরীদৃশী ॥ ২ ॥

জহি মাং নিবিশঙ্কস্তুং সত্যং পালয় সূত্রত ।

হীনপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ ব্রজেন্দ্ৰি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

ময়ি তে যদুন্মুক্তোশো যদুন্মুগ্ধাশ্চতা ময়ি ।

জহি মাং নিবিশঙ্কস্তুং সত্যং পালয় সূত্রত ॥ ৪ ॥

[লো-টা] । উচ্ছ্বাসেন সহ বর্তমানঃ হৃদয়ং যন্ত তং ধ্যানমুকুলক্ষণমাহ—সাগ্রং অগ্রেণ
নাসাগ্রেণ সহ বর্তমানং তদ্বলোকনেন বর্তমানমিত্যর্থঃ ।

১ । লো-টা । আপুতং মেঘেন ব্যাপ্তমিব । ‘অপ্রভ’মিতি বা পাঠঃ ।

২ । লো-টা । পূর্বং যন্তেন কর্মণো নির্মাণং নিরূপণং চর্যাসসা কৃতং তত্র কালস্ত মূনি-
রূপস্ত সকাশাৎ তব জেদৃশী মম ভাগরূপা গতিঃ প্রকারো বদ্ধা ইত্যর্থঃ ।

মেঘাবৃত চন্দ্রের আয় বিবাদগ্রস্ত রামচন্দ্রকে অধোবদন দেখিয়া লক্ষ্মণ
সানন্দে বলিলেন—॥ ১ ॥

মহাবাহো, আমার জন্ত আপনি দুঃখ করিবেন না, পূর্ব কর্ম্মানুসারে কালের
গতি অর্থাৎ নিয়তিই এইরূপ ॥ ২ ॥

হে সূত্রত কাকুৎস্থ, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া সত্য রক্ষা
করুন, যেহেতু প্রতিজ্ঞাত্রষ্ট লোক অবশ্যই নরকে গমন করে ॥ ৩ ॥

হে সূত্রত, আমার প্রতি যদি আপনার দয়া থাকে এবং আমার যদি
অনুগ্রহলাভের যোগ্যতা থাকে, তবে আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া
সত্য রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

হ সর্গায়ত্তে প্রথমলোকাৎ পূর্ব্বম্—‘তং তথোদবিধমনসং ধ্যানমুকুলমাহিতম্ । সোচ্ছ্বাসহৃদয়ং সাগ্রং নিশ্বাসানং
প্রিজ্ঞাপ্রয়ো’ । ইত্যধিকম্ । ১ । হ ‘-খং তদাসীনঃ’ । ২ । হ ‘-নিব মূতম্’ । ৩ । হ ‘-ষ্টনিব-’ । ৪ । হ ‘সোম্য
বিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়’ । ৫ । হ ‘যদি রাজন্ ময়ি প্রীতিবদুন্মুগ্ধাশ্চতা’ ।

লক্ষণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা রামঃ সংকুভিতেন্দ্রিয়ঃ ।

মস্ত্রিণঃ স্বান্ সমানীয় বশিষ্ঠক পুরোধসম্ ॥ ৫ ॥

অত্রবীতু যথারূতং তেষাং মধ্যে নরাধিপঃ ।

দুর্বাসসোহভিগমনং প্রতিজ্ঞাকৈব তাপসে ॥ ৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা মস্ত্রিণঃ সর্বৈ সোপাধ্যায়াঃ সনৈগমাঃ ।

পুরোহিতো বশিষ্ঠশ্চ রাঘবং বাক্যমত্রবীৎ ॥ ৭ ॥

দৃষ্টমেতন্মহাবাহো ক্রমং তে পুরুষর্ষভ ।

লক্ষণশ্চ বিনাভাবস্তয়া সার্কং নরাধিপ ॥ ৮ ॥

তাজৈনং বলবান্ কালঃ প্রতিজ্ঞাং পরিপালয় ।

বিপন্নায়ান্ প্রতিজ্ঞায়াং ধর্ম্যস্তে নাশমেঘ্যতি ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। সংকুভিতেন্দ্রিয়ঃ হ্রঃখিতেন্দ্রিয়ঃ।

৮। লো-টী। কালপুরুষেণ সহ কথং কথয়তস্তব ভাবাদর্শনক্রিয়ায়া হেতোরেতদ্ দৃষ্টং
কিঞ্চৎ ? লক্ষণেন বিনা তব বিনাভাবঃ পৃথগবস্থিতিঃ তে তব সকাশাৎ ক্রয়ো বিনাশচ । 'লক্ষণেন
বিনাভাবস্তয়া সার্কং নরাধিপে'তি পাঠে ত্বা সার্কং বিনাভাবঃ ক্রয়চ ।

৯। লো-টী। ইমং লক্ষণম্।

মহারাজ রামচন্দ্র লক্ষণের কথা শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে স্বীয় অমাত্যগণ
এবং পুরোহিত বশিষ্ঠকে আনয়ন পূর্বক তাঁহাদের নিকট দুর্বাসার আগমন এবং
মুনিবেশধারী কালের নিকট প্রতিজ্ঞার কথা যথাযথভাবে বলিলেন ॥ ৫-৬ ॥

নাগরিক ও উপাধ্যায়গণের সহিত সমস্ত অমাত্যবর্গ ও পুরোহিত বশিষ্ঠদেব
তাঁহা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন—॥ ৭ ॥

মহাবাহো পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ রামচন্দ্র, আমরা [সমস্ত গুনিয়া] ইহা
বুঝিলাম যে, আপনার সহিত লক্ষণের বিচ্ছেদ ইহাবে ; ইহা আপনার সহ্য করা
উচিত ॥ ৮ ॥

কালই বলবান্, স্মৃতরাং লক্ষণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন ;

১। হ 'লক্ষণেনৈবমুত্তম'। ২। হ 'প্রাখিতে-' ৩। হ '-গণ্ডে চ'। ৪। হ '-মত্ৰবন্'। ৫। হ
'কয়ন্তে লোমহর্ষণঃ'। ৬। হ 'লক্ষণেন বিনাভাবাদ্ বিনাভাবন্তবানব'। ৭। হ '-নাং দুর্বলাং বুজিৎ'। ৮।
হ 'এতি-'।

ভতো ধর্ম্যে বিনষ্টে তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।

সদেবর্ষিগণং সর্বং বিপদোত্ত ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

স ত্বং পুরুষশার্দূল ধৈর্য্যেণ স্তমমাহিতঃ ।

লক্ষ্মণেন বিনা চাণ্ড ত্রৈলোক্যং ভ্রাতৃমর্হসি ॥ ১১ ॥

জানীমস্তাং মহাবাহো ভ্রাতৃষু স্নেহবৎসলম্ ।

ত্বাং জানীমহে যন্তুঃ স্মরয়ামো যতোহনঘ ॥ ১২ ॥

নাস্মান্ দোষেণ কাকুৎস্থ গন্তুমর্হসি সূত্রত ।

ত্বয়ি হীনপ্রতিজ্ঞে হি লক্ষ্মণোহপি নিরর্থকঃ ॥ ১৩ ॥

প্রত্যক্ষং তে মহাবাহো প্রতিজ্ঞাং পরিরক্ষতা ।

ত্যক্তো দশরথেন ত্বং বনবাসায় পার্থিব ॥ ১৪ ॥

১২। লো টা। যন্তুঃ তং ত্বাং জানীমহে। কেবলং স্মরয়ামঃ—হে অনঘ, যতঃ স্বকর্ম্মণি সংযতঃ ভব।

১৩। লো-টা। দোষেণ লক্ষ্মণং পরিত্যজেতি বাক্যরূপেণ।

প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট হইলে আপনার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে ॥ ৯ ॥

ধর্ম্ম নষ্ট হইলে দেবতা ও ঋষিগণের সহিত চরাচর ত্রিভুবন সকলই বিনষ্ট হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

হে পুরুষশার্দূল, আপনি ধৈর্য্যদ্বারা সমাহিত হইয়া অণ্ড লক্ষ্মণের বিনিময়ে ত্রিভুবন রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

মহাবাহো, আপনি যে ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহবৎসল তাহা আমরা জানি, এবং আপনাকেও আমরা জানি—আপনি কে; হে অনঘ, আমরা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, আপনি কর্তব্যে অবহিত হউন ॥ ১২ ॥

হে কাকুৎস্থ, হে সূত্রত, [লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করুন, এই কথা বলায়] আমাদেরকে অপরাধী মনে করিবেন না, আপনি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইলে লক্ষ্মণের থাকিও নিরর্থক ॥ ১৩ ॥

মহাবাহো রাজন্, আপনি ত' প্রত্যক্ষই করিয়াছেন যে, দশরথ

১। হ 'বিপদে তু'। ২। হ 'ত্রৈলোক্যমভিপালয়'। ৩। হ 'লক্ষ্মণস্ত পরিত্যাগাৎ'। ৪। হ 'জ্ঞানং সততং ভ্রাতৃবৎসলম্'। ৫। হ 'দেববাক্যাদিদং চাত্র অন্তর্ভাষ্যায়ামহে'। ৬। হ 'তু'।

তৎকৃতেন চ শোকেন স্বর্গং দশরথো গতঃ ।

কল্যাণবৃত্ত কল্যাণং সাধুবৃত্তো মহীপতিঃ ॥ ১৫ ॥

তথা ত্বমপি দুর্দ্বর্ষ প্রতিজ্ঞাং পরিপালয় ।

ত্রৈলোক্যস্থ হিতার্থায় লক্ষ্মণং ত্যক্তুর্মহিসি ॥ ১৬ ॥

তেষাং তৎ সমবেতানাং বাক্যং ধর্মার্থসংহিতম্ ।

শ্রুত্বা পরিযদো মধ্যে রামো লক্ষ্মণমত্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

পরিত্যক্তোহসি সৌমিত্রে মা ভূদ্রশ্মবিপর্যায়ঃ ।

পরিত্যাগো বধো বাপি সাধুনামুভয়ং সমম্ ॥ ১৮ ॥

রামস্থ ভাষিতং শ্রুত্বা শোকব্যাকুলিতাক্রমম্ ।

তৎক্ষণং হরিভং প্রায়াল্লক্ষ্মণো ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। হে কল্যাণবৃত্ত, স্বর্গং কল্যাণং মঙ্গলস্বরূপম্।

১৯। লো-টী। স লক্ষ্মণপুত্রিতং প্রায়াদিত্যর্থঃ।

প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আপনাকে বনবাসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

হে কল্যাণবৃত্ত, সচরিত্র মহারাজ দশরথ আপনার শোকে মঙ্গলময় স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

হে দুর্দ্বর্ষ, আপনিও সেইরূপ ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন ॥ ১৬ ॥

রামচন্দ্র সমবেত পুরোহিত এবং মন্ত্রীদিগের সেইরূপ ধর্মার্থযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন— ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মণ, ধর্মের বিপর্যায় না হউক, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, সাধুদিগের পক্ষে ত্যাগ অথবা বধ উভয়ই সমান ॥ ১৮ ॥

শোকে অস্পষ্টাক্রর রামচন্দ্রের [শেষ] আদেশ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ

১। হ 'নৈব'। ২। হ 'ইদমর্কঃ নান্তি'। ৩। হ 'প্রতি-'। ৪। হ 'তত্র সমেতানাং'। ৫। হ 'বিসর্জয়ে স্বাং'। ৬। হ 'স্চাপি'। ৭। হ 'রামেণ ভাষিতে বাক্যে শোকব্যাকুলচেতসা'। ৮। হ 'লক্ষ্মণঃ সংপ্রণয়ৈবানং হরিভং সরযুং যযৌ'।

স গহ্বা সরযুতীরমুপস্পৃশ্য যথাবিধি ।

নিগৃহ্য সৰ্ব্বশ্রোতাংসি নোচ্ছ্বাসং প্রমুখোচ হ ॥ ২০ ॥

যৎ তদক্ষরমব্যক্তং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

পদং তদ্বাসুদেবাখ্যাত্মনঃ সোহভ্যচিস্তয়ৎ ॥ ২১ ॥

অস্তঃখসনযুক্তং তু সশক্রাঃ সাংসারোগণাঃ ।

দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সৰ্বেষাং পুষ্পবর্ষৈরবাধিরন ॥ ২২ ॥

অদৃশ্যং মনুজৈঃ কৈশ্চিৎ সশরীরং চ বাসবঃ ।

গৃহীত্বা লক্ষ্মণং হৃষ্টো নাকপৃষ্ঠমুপাগমৎ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টা। শ্রোতাংসি সৰ্ব্বৈস্ত্রিযাণি। সোচ্ছ্বাসং স লক্ষণঃ উচ্ছ্বাসং উৰ্দ্ধ্বাসং
সন্ধিরাধঃ। 'প্রোচ্ছ্বাসং স মুখোচ হ' ইতি কচিং পাঠঃ।

২১। লো-টা। যতদ্ ব্রহ্ম নিগূর্ণং যত বাসুদেবাখ্যং সগুণং ব্রহ্ম তদেবাখ্যানং স্বম্
অস্তহৃদি অভ্যচিস্তয়ৎ।

২২। লো-টা। অস্তঃখসনযুক্তং অস্তঃখাসযুক্তম্।

ক্ষুদ্রচিত্তে তৎক্ষণাৎ ক্রুত প্রস্থান করিলেন ॥ ১৯ ॥

তিনি সরযুতীরে গমন করিয়া যথাবিধি আচমনপূর্বক সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ
করত শ্বাস ত্যাগ করিলেন না ॥ ২০ ॥

তিনি অব্যক্ত অক্ষর সনাতন পরব্রহ্ম এবং বাসুদেবাখ্য সেই প্রসিদ্ধ
আত্মস্বরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

অন্তর্নিরুদ্ধ-বায়ু সেই লক্ষ্মণকে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, ঋষিগণ ও অপ্সরাগণ
পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ২২ ॥

সর্বলোকের অদৃশ্য লক্ষ্মণকে সশরীরে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র সানন্দে স্বর্গলোকে
গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

১। হ 'কৃতজ্ঞাণি'। ২। হ 'ক মুখোচ হ'। ৩। হ '-জান'। ৪। হ 'নিরুদ্ধাঙ্গপত্য বীণ
দেবাঃ সর্ষিপুংসোগণাঃ'। ৫। হ 'সেভ্যঃ সর্ষিগণাঃ সৰ্বে পুষ্পৈরবাধিরন'। ৬। হ '-শিব'। ৭। হ 'তু'।
৮। হ 'পুষ্পবাসুদেবগণাঃ'।

ততো বিযোশ্চতুর্ভাগমাগতং স্মরসন্তমাঃ ।

প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বৈহপূজয়ন্ সমহর্ষয়ঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বান্দীকীয়ে রামায়ণে আদিকাণ্ডে উত্তরকাণ্ডে লক্ষণবিয়োগো নাম

দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১২ ॥

২৪ । লো-টী । চতুর্ভাগং চতুর্গাং ভাগানামেকভাগম্ ।

লক্ষণপরিভ্যাগঃ ॥ ১১২ ॥

পরে মহর্ষিগণের সত্ৰিত শ্রেষ্ঠ দেবগণ বিষ্ণুর চারি অংশের মধ্যে সমাগত
একাংশকে হৃষ্টচিত্তে সকলে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বান্দীকিপ্রণীত আদিকাণ্ডে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লক্ষণবিয়োগ-নামক

১১২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

(১১৩) ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

বিসৃজ্য লক্ষ্মণং রামো দুঃখশোকসমস্থিতঃ ।

বশিষ্ঠং মন্ত্ৰিণশ্চৈব নৈগমাংশ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

অত্র রাজ্যেহভিষেক্যামি ভরতঃ ধর্মবৎসলম্ ।

অযোধ্যায়ামহাবাহুং ততো যাত্তাম্যহং বনম্ ॥ ২ ॥

প্রবেশয়ত সন্তারান্ ন স্মাৎ কালাত্যয়ো যথা ।

অষ্টৈবাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণস্ত পদানুগঃ ॥ ৩ ॥

এবং ক্রবতি কাকুৎস্থে সর্বাঃ প্রকৃতয়ন্তদা ।

মূর্খভিঃ প্রণতা ভূমৌ গতসদ্বা ইবাভবন্ ॥ ৪ ॥

ভরতশ্চ বিষণ্ণোহুচ্ছুভ্বা রামস্ত ভাষিতম্ ।

রাজ্যং বিগর্হয়ামাস রাঘবকেদমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখশোকাকুলচিত্তে পুরোহিত বশিষ্ঠ দেবকে এবং অমাত্যগণ ও পুরবাসীদিগকে এই কথা বলিলেন— ১ ॥

অত্র অযোধ্যায় ধর্মবৎসল মহাবাহু ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া আমি বনে গমন করিব ॥ ২ ॥

অভিষেকদ্রব্যসমূহ কালবিলম্ব না করিয়া আনয়ন কর, অত্ৰই আমি লক্ষ্মণের অনুগমন করিব ॥ ৩ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে সমস্ত প্রজাবর্গ ভূমিতে অবনত মস্তকে প্রণত হইয়া মৃতবৎ অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

ভরতও রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ হইলেন এবং রাজ্যের নিন্দাপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন— ৫ ॥

সত্যেনাহং শপে রাজন্ স্বর্গলোকেন চৈব হি ।

ন কাময়ে যথা রাজ্যং বিনা ত্বাং রঘুনন্দন ॥ ৬ ॥

ইমৌ কুশীলবৌ রাজমভিষিক্ পরম্পর ।

কোশলায়াং কুশং বীরমুক্তরায়াং লবং নৃপম্ ॥ ৭ ॥

শত্রুঘ্নস্ত তু গচ্ছন্তু দূতা বিস্তরবাদিনঃ ।

ইদং গমনমস্মাকং স্বর্গয়াখ্যাস্তু মাচিরম্ ॥ ৮ ॥

ভরতস্ত বচঃ শ্রুত্বা প্রকৃতীস্তাঃ স্তূহুঃখিতাঃ ।

দৃষ্ট্বা চাধোমুখীঃ সর্বা বশিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯ ॥

বৎস রাম ইমাঃ পশ্য ধরণীং প্রকৃতীর্গতাঃ ।

বিদ্ব্যাসামীপ্সিতং কামমাশং মা বিপ্রিয়ং কৃথাঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। ত্বাং বিনা রাজ্যং ন কাময়ে, কিন্তু তং তৎ ? অথবা অর্থার্থং মিথ্যাকৃত-
মিত্যর্থঃ। সত্যেন সত্যবচসা অহং শপে স্বর্গলোকেন চ সংকর্ষাজ্জিতেন। 'যতো রাজ্য'মিতি
পাঠে যতঃ সংযতো ভূত্বা শপে।

১০। লো-টী। বিদ্ধি জানীহি।

মহারাজ রঘুনন্দন, আমি সত্য এবং স্বর্গলোকের শপথ করিয়া বলিতেছি যে,
আপনাকে ছাড়িয়া আমি রাজ্য কামনা করি না ॥ ৬ ॥

শত্রুতাপন মহারাজ, এই কুশ এবং লবকে অভিষিক্ত করুন, বীর কুশকে
কোশলদেশে এবং লবকে উত্তর[কোশল]দেশে রাজ্যরূপে অভিষিক্ত করুন ॥ ৭ ॥

দূতসকল শত্রুঘ্নের নিকট অবিলম্বে গমন করিয়া সবিস্তরে [সমস্ত ঘটনা]
বিবৃত করিয়া বলুক যে, আমরা স্বর্গের উদ্দেশ্যে গমন করিতেছি ॥ ৮ ॥

ভরতের কথা শুনিয়া এবং সেই প্রজাপুঞ্জকে দ্রুত অধোবদন দেখিয়া
বশিষ্ঠদেব বলিতে লাগিলেন— ॥ ৯ ॥

বৎস রাম, ঐ দেখ, প্রজাগণ ভূতলে পতিত হইয়াছে; ইহাদের

১। হ 'চানব'। ২। হ 'য়েহং'। ৩। হ 'ত্বাং বিনা রঘুনন্দন'। ৪। হ 'বিদ্য'। ৫। হ
'-বাচিনঃ'। ৬। হ 'প্রাবয়ন্ত ব্রহ্মদিতাঃ'। ৭। হ 'রাঘব পশ্চত্মা ভূমিং প্রকৃতয়ো গতাঃ'। ৮। হ 'বুদ্ধা-
সামীপ্সিতং রাম মা চাসাং'। ৯। হ 'কুশ'।

বশিষ্ঠস্য তু বাক্যেন উত্থাপ্য প্রকৃতীজনম্ ।
 কিং করোমীতি সন্নেহো রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥
 ততঃ প্রকৃতয়ো রামং প্রত্যাচুঃ সাজ্জলিগ্রহাঃ ।
 গচ্ছন্তম্নুগচ্ছামো যেন গচ্ছসি রাঘব ॥ ১২ ॥
 এষা নঃ পরমা শ্রীতিরেষ ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ।
 হৃদগতা নঃ সদা বুদ্ধিস্তবান্নুগমনে দৃঢ়ম্ ॥ ১৩ ॥
 পৌরেষু যদি তে স্নেহো যদ্বনুগ্রাহতা নৃপ ।
 সপুত্রদারা রাজ্যংস্থান্নুগচ্ছাম সংপথম্ ॥ ১৪ ॥
 তপোধনবনং বাপি স্বর্গং বা জয়তাং বর ।
 বয়ং তে যদি ন ত্যাজ্যাঃ সর্বান্ নয়তু নো ভবান্ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। সাজ্জলিগ্রহাঃ অজ্জলিগ্রহণেন সহ বর্তমানাঃ।

১৪। লো-টী। সংপথে সত্যত্ব পথি। 'সংপথা' ইতি পাঠে সন্ ভবান্ পথঃ
 সন্মার্গদর্শকো যেষাং তে বয়ম্।

আকাজ্জিক্ত অভিলাষ অবগত হও, ইহাদের অপ্রিয় করিও না ॥ ১০ ॥

রামচন্দ্র বশিষ্ঠের আদেশে প্রজাদিগকে উত্থাপিত করত স্নেহের সহিত
 বলিলেন—[আমি তোমাদের] কি করিব ? ॥ ১১ ॥

তখন প্রজাগণ কৃতাজ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে বলিল, প্রভো, আপনি যে পথে
 গমন করিবেন আমরা সেই পথে আপনার অনুগমন করিব ॥ ১২ ॥

মহারাজ, আপনার অনুগমনে সর্বদা আমাদের আন্তরিক ঐকান্তিক ইচ্ছা,
 ইহাই আমাদের পরম আনন্দ ও সনাতন ধর্ম ॥ ১৩ ॥

রাজন, পুরবাসিগণের প্রতি যদি আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ থাকে, তাহা
 হইলে আমরা পুত্র ও ভাৰ্য্যাগণের সহিত সংপথাবলম্বী আপনার অনুগমন
 করিব ॥ ১৪ ॥

বিজয়িশ্রেষ্ঠ, আপনি তপস্বিগণের বনে অথবা স্বর্গে যেখানেই গমন করুন,

১। হ 'ভাক্যাত'। ২। হ '-তয়ঃ প্রোচুঃ সাজ্জলিগ্রহণত্বা'। ৩। হ 'নৃপ'। ৪। হ '-থাঃ'।

৫। হ '-বনঃ ধনং'।

ভেষাস্ত নিশ্চয়ং জাহ্না কৃতান্তস্ত চ তদ্বলম্ ।
 ভক্তং পৌরজনং রামো বাঢ়মিত্যেব সোহব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥
 এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা তন্নিম্নহনি পৰ্ধিবঃ ।
 কুশং প্রস্থাপয়ামাস কোশলানুত্তরং লবম্ ॥ ১৭ ॥
 অকৌ রথসহস্রাণি সহস্রকৈব দস্তিনাম্ ।
 যষ্টিং চান্সসহস্রাণি প্রত্যেকং দত্তবান্ বলম্ ॥ ১৮ ॥
 বহুরত্তো বহুধনো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতো ।
 অভ্যষিক্ষ্মহাত্মানাবুভাবেব কুশীলবো ॥ ১৯ ॥
 কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্ ।
 অভিষিচ্য স্ততো বীরৌ সংপ্রস্থাপ্য চ রাঘবঃ ।
 দূতান্ সংপ্রেষয়ামাস শক্রান্নায় মহাত্মনে ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। কৃতান্তস্ত কালস্ত ।

যদি আমরা আপনার পরিত্যজ্য না হই, তবে আমাদের সকলকে তথায় লইয়া চলুন ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্র প্রকৃতিপুঞ্জের অভিপ্রায় এবং কালের শক্তি অবগত হইয়া ভক্ত পৌরজনবৃন্দকে বলিলেন ‘তা’হাই হউক’ ॥ ১৬ ॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহারাজ রামচন্দ্র সেইদিনই কুশকে [দক্ষিণ] কোশলে এবং ‘লব’কে উত্তরকোশলে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১৭ ॥

তিনি আটহাজার রথ, এক হাজার হস্তী, ষাট হাজার অশ্ব এবং [তদনুরূপ] সৈন্য প্রত্যেককে দান করিলেন ॥ ১৮ ॥

বহু রত্ন এবং বহু ধনযুক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট জনবৃন্দে পরিবৃত মহাত্মা কুশ এবং লবকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র [দক্ষিণ] কোশলরাজ্যে বীর কুশকে এবং উত্তরকোশলে লবকে অভিষিক্ত করিয়া এবং বীর পুত্রদ্বয়কে [নব রাজধানীতে] পাঠাইয়া দিয়া শত্রুদের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২০ ॥

১। ক-পুস্তকে ইতঃ সাক্ষিগোকে নাতি । ২। ছ ইদমর্কঃ নাতি । ৩। চ ‘বীরাবৃত্তো প্রস্থাপা রাঘবঃ’ ।

তে দূতাঃ কোশলেন্দ্রেণ চোদিতা লঘুবিক্রমাঃ ।

প্রয়াতা মথুরাং শীঘ্রং ন চ মার্গে তদাবসন্ ॥ ২১ ॥

অহোরাত্রৈস্ত্রিভিস্তে তু সংপ্রাপ্তা মথুরাং পুরীম্ ।

শক্রম্নায় যথাবৃত্তং সৰ্বং তে ব্যাচচক্ষিরে ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মণস্য পরিত্যাগং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ ।

অমুরাগঞ্চ পৌরাণামভিষেকঞ্চ পুত্রয়োঃ ॥ ২৩ ॥

কুশস্য চ পুরীং রম্যাং বিদ্যাপৰ্বতসানুসু ।

কুশাবতীতি যা নান্না বিখ্যাতা সৰ্ব্বতোদিশম্ ।

লবস্য চ পুরীং রম্যাং শ্রাবতীং লোকবিশ্রুতাম্ ॥ ২৪ ॥

অযোধ্যাং বিজনাং কৃত্বা রাঘবো ভরতস্তথা ।

স্বৰ্গস্য গমনোত্তোগং কৃতবন্তৌ মহারথৌ ॥ ২৫ ॥

২২-২৫। লো-টী। যথাবৃত্তং ব্যাচচক্ষিরে, এতদেব সার্কজিভির্বিবৃণোতি লক্ষ্মণস্তে-
তাদিভিঃ। ভরতামুগং শক্রম্, ব্যাচচক্ষিরে ইত্যর্থঃ। সৰ্বতঃ সৰ্বভাং বিজনাং জনশূভাং
সৰ্ব্বেষাং রামেণ সহ গমনাৎ। ‘অযোধ্যাং নির্গতাকৈব ভরতঞ্চ সহামুগ’মতি পাঠে অযোধ্যাং
শ্রীমতীং নির্গতাং রামেণ সহ গচ্ছমিত্যর্থঃ।

সেই শীঘ্রগামী দূতগণ রামচন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া পথে বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র
মথুরায় গমন করিল ॥ ২১ ॥

তাহারা তিন দিন এবং তিন রাত্রিতে মথুরানগরীতে উপস্থিত হইয়া
শক্রশ্লের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিল ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মণের পরিত্যাগ, রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, পুরবাসিগণের অমুরাগ, কুশ
এবং লবের অভিষেক, কুশের বিদ্যাপৰ্বতের সানুদেশে কুশাবতী নামে সৰ্ব্বদেশে
বিখ্যাত রমণীয়া নগরী এবং লবের লোক-প্রসিদ্ধা শ্রাবতী নামে অত্যন্ত সুন্দর
নগরীর কথা বলিল ॥ ২৩-২৪ ॥

মহারথ রামচন্দ্র এবং ভরত অযোধ্যাকে জনশূন্ত করিয়া স্বর্গে গমনের উত্তোগ
করিয়াছেন [ইহাও বলিল] ॥ ২৫ ॥

১। হ, তৎ ব্যাচ-। ২। হ ‘নগরী’। ৩। ক ‘কুশ’। ৪। হ ‘তু’। ৫। হ ‘শ্রাবতী’।

৬। হ ‘অযোধ্যাকৈব বিজনাং ভরতঞ্চ সহামুগ’। ৭। হ ইদমকং নাতি।

এবং সর্বং নিবেদ্যান্ত শক্রস্নায় মহাত্মনে ।
 বিরেমুস্তে ততো দূতাস্থর রাজেতি চাক্রবন্ ॥ ২৬ ॥
 তং শ্রুত্বা ঘোরসঙ্ক্ৰাশং কুলক্ষয়মুপস্থিতম্ ।
 স পৌরানানয়ামাস কাঞ্চনং চ পুরোহিতম্ ॥ ২৭ ॥
 তেষাং সর্বং যথাতত্ত্বমাখ্যায় রঘুনন্দনঃ ।
 আত্মনশ্চ বিপর্যাসং ভাবিনং ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
 ততঃ পুত্রদ্বয়ং বীরঃ সোহভ্যষিক্শ্মহারথঃ ॥ ২৮ ॥
 স্নবাহুর্মথুরাং লেভে শক্রঘাতী তু বৈদিশম্ ।
 দ্বিধা কৃত্বা তু তৎ সৈন্যং পুত্রাভ্যাং প্রদদৌ তদা ॥ ২৯ ॥

২৮। লো-টী। আত্মনো বিপর্যাসং স্বর্গহারগমনকাখ্যায় ভ্রাতৃভিঃ সহ একত্র ভবিষ্যন্
 পুত্রদ্বয়মভ্যষিক্শিতার্থঃ ।

২৯। লো-টী। শক্রঘাতী পুত্রোহুতঃ বৈদিশং মথুরায়া বিদিগ্দেশম্ ।

সেই দূতগণ এইরূপে মহাত্মা শক্রস্নের নিকট সমস্ত নিবেদন করিয়া “রাজন্
 সত্বর চলুন,” এই বলিয়া বিরত হইল ॥ ২৬ ॥

শক্রস্ন সেই নিদারুণ কুলক্ষয় উপস্থিত শুনিয়া পুরবাসিগণকে এবং কাঞ্চন-
 নামক পুরোহিতকে আনয়ন করাইলেন ॥ ২৭ ॥

মহারথ বীর রঘুনন্দন শক্রস্ন তাঁহাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত এবং ভ্রাতৃগণের
 সহিত নিজের বিপর্যায় (অর্থাৎ স্বর্গগমন) সম্ভাবনা বর্ণনা করিয়া তার পর
 পুত্রদ্বয়কে [রাজ্যে] অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২৮ ॥

তখন ‘স্নবাহু’-নামক পুত্র মথুরা এবং ‘শক্রঘাতী’ নামক পুত্র ‘বৈদিশ’-নামক
 দেশ (মথুরার বিদিগ্দেশ) লাভ করিল। তিনি সৈন্যদ্বয়কে দুইভাগে বিভক্ত
 করিয়া পুত্রদ্বয়কে প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥

১। চ ‘শক্রস্নকবন্’ ভূমব্রয়শ্চ রখোত্তমন্’। ২। হ ‘তচ্ছ্রুত্বা’। ৩। হ ‘প্রকৃতীক্শ সমানীয়’।
 ৪। হ ‘বৃত্ত’। ৫। হ ‘বচ আখ্যায়’। ৬। হ ‘ভবিষ্যৎ’। ৭। হ ‘সর্যাবিণঃ’। ৮। চ ‘কৃত্য
 ভতঃ সেনাং’।

ধনধান্যসমাযুক্তো স্থাপয়িত্বা স পার্শ্ববো ।

জগাম হুরিতোহযোধ্যাং রথেনৈকেন রাঘবঃ ॥ ৩০ ॥

স দদর্শ ততো গহ্বা জ্বলন্তমিব পাবকম্ ।

ক্ষৌমশুক্লাশ্বরধরং মুনিভিঃ সার্কিমাশ্রিতম্ ॥ ৩১ ॥

অভিবাণ্ড ততো রামঃ প্রাঞ্জলিঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

উবাচ বাক্যং ধর্মজ্ঞো ধর্মমেবানুচিন্তয়ন্ ॥ ৩২ ॥

কৃত্বাভিষেকং স্নতয়োরাগতোহস্মি রঘুত্তম ।

তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

ন চাহং প্রতিবর্তব্য উত্তরং তব শাসনম্ ।

ত্যক্তং নার্সি মাং বীর ভক্তিমন্তং বিশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥

[লো-চী ।] অক্ষয়ৈঃ অক্ষয়বর্গদায়কৈঃ ।

৩৪ । লো-চী । উত্তরং ন গন্তবামিত্যুত্তরমহং ন বক্তব্যঃ, কৃতঃ ? তব শাসনম্ কেনাপি ন হত্বতে, বিশেষতো মর্ষিধেন হন্তমানং নেচ্ছামি ।

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন ধনধান্যে সমৃদ্ধ রূপতিদ্বয়কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটী রথে
আ.রাহণ পূর্বক সত্তর অযোধ্যায় আগমন করিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর শত্রুঘ্ন যাইয়া মুনিগণের সহিত উপবিষ্ট প্রজ্বলিত অগ্নির ত্রায় শুক্ল
ক্ষৌমবস্ত্র-পরিহিত রামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন ॥ ৩১ ॥

সংযতেন্দ্রিয় ধর্মজ্ঞ শত্রুঘ্ন কৃত্যঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে অভিবাদনপূর্বক ধর্মকেই
চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন— ॥ ৩২ ॥

রঘুত্তম, আমি পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি ; মহারাজ, আমাকে
আপনার অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প বলিয়া অবগত হউন ॥ ৩৩ ॥

বীর, প্রহৃত্তরে আমাকে [নিষেধ করিয়া] কোন আদেশ দিবেন না,

১। অতঃ পরং চ 'ততো বিহত্যা রাজানং বৈদেশে শত্রুঘাতিনম্' । ইত্যধিকম্ । ২। হ 'পার্শ্ববঃ' ।

৩। হ 'মহাশানং' । ৪। হ '-মন্ময়ম্' । ৫। চ 'সোহভিবাণ্ড' । ৬। ক 'স নমন্তুতঃ' । ৭। হ '-বচি-' ।

৮। হ '-বাসুত্তরং' । ৯। হ অতঃ পরং 'বিহন্তমানং নেচ্ছামি মর্ষিধেন বিশেষতঃ' । ইত্যধিকম্ ।

তস্ম ত্যাং বুদ্ধিমন্তীবাং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ ।

বাচমিত্যেব শত্রুঘ্নং রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥

তস্ম বাক্যস্ম চাখ্যাস্তে বানরাঃ কামরূপিণঃ ।

ঋক্ষরাক্ষসসজ্জাশ্চ সমাপেতুরনেকশঃ । ৩৬ ॥

দেবপুত্রো ঋষিসুতা গন্ধর্ববাণাং স্ততাস্তথা ।

রামক্ষয়ং বিদিত্বা তে সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৩৭ ॥

তে রামমভিবাঢ়াঋক্ষবানররাক্ষসাঃ ।

তবানুগমনার্থং হি সংপ্রাপ্তাঃ স্মো মহামতে ॥ ৩৮ ॥

যদি রাম বিনাস্মাভির্গচ্ছেদ্বং পুরুষর্ষভ ।

যমদণ্ডমিবোদ্রম্য ত্বয়া স্ম বিনিপাতিতাঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৫ । লো-টী । অক্লীবাং যোগ্যাম্ ।

৩৯ । লো-টী । তর্হি দণ্ডমদ্রম্য গৃহীত্বা ত্বয়া নিপাতিতাঃ শ্রাম ভবেম । ‘ত্বয়া যাত্রাম নিপাতিতাঃ’ ইতি পাঠঃ সার্ব্বজঃ । দণ্ডমুদ্রম্য পাতিতা যাত্রাম মৃত্যুং প্রপশ্যাম ইতি তথ্যাখ্যানম্ ।
আপনার প্রতি বিশেষভাবে ভক্তিমান্ আমাকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত
নহে ॥ ৩৮ ॥

রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুঘ্নের এইরূপ দৃঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়া ‘তাহাই
হইবে’ এইকথা তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর সেই কথার অবসানে কামরূপী বানরগণ এবং বহু ঋক্ষ ও রাক্ষসসমূহ
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

সেই দেবপুত্র, ঋষিপুত্র এবং গন্ধর্বপুত্রগণ সকলেই রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের
কথা অবগত হইয়া আগমন করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

সেই ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসগণ রামচন্দ্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন,
মহামতে, আমরা আপনার অনুগমন করিবার জন্ত আসিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, যদি আপনি আমাদের না লইয়া গমন করেন, তবে

১ । হ ‘চাস্তে তু’ । ২ । হ ‘সবিতীষণাঃ’ । ৩ । হ ‘বুনি’ । ৪ । হ ‘যে তদর্থন্তু জজিরে’ । ৫ ।

হ ‘বিদিত্বা রামবিজ্ঞয়’ । ৬ । হ ‘-বাত্তোচুর্ক’ রাক্ষস বানরাঃ’ । ৭ । হ ‘নে রাজন্’ । ৮ । হ ‘স্ম ইহানব’ ।

৯ । হ ‘করং দ-’ । ১০ । হ ‘শ্রাম নিপা-’ ।

শ্রদ্ধা তু বচনশ্চেযাং ঋক্ষবানররক্ষসাম্ ।

বিভীষণমধোবাচ রাঘবঃ প্লক্ষয়া গিরা ॥ ৪০ ॥

যাবদেব ধরিষ্যন্তি প্রজাস্তাবদ্ বিভীষণ ।

রাক্ষসেষু মহদ্রাজ্যং লঙ্কাস্থঃ পালয়িষ্যসি ॥ ৪১ ॥

স্থাপিতস্ত্বং সখিত্বেন কার্য্যং তে মম শাসনম্ ।

প্রজাস্ত্বং রক্ষ ধর্ম্মেণ নোত্তরং বক্তু মর্হসি ॥ ৪২ ॥

এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো হনুমন্তমথাত্রবৌৎ ।

বায়ুপুত্র চিরং জীব ন মদ্বাক্যং বৃথা কুরু ॥ ৪৩ ॥

৪১-৪২ । লো-চী । ধরিষ্যন্তি স্থাশ্রুন্তি, 'যাবৎ প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবদ্রক্ষ্যে বিভীষণে'তি পাঠে হে রক্ষঃ, হে বিভীষণ, সম্বোধনদ্বয়ম্, 'রক্ষসাং বিভীষণে'তি বা পাঠঃ । 'তবদ্রক্ষ্যে বিভীষণ' ইতি পাঠো বিমলবোধীয়ঃ । রক্ষেতি পালয়িষ্যসীতি ক্রিয়াদ্বয়াদ্বর্ত্তমানপ্রায়তেতি তদ্ব্যাখ্যানম্ । শাপিতো ভবিষ্যসীত্যর্থঃ ।

আপনি যেন যমদণ্ড উত্তোলিত করিয়া আমাদিগকে নিহত করিবেন (অর্থাৎ আপনার অভাবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য এবং আপনি সেই মৃত্যুর কারণ হইবেন ।) ॥ ৪০ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র সেই ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসগণের কথা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে বিভীষণকে বলিলেন— ॥ ৪০ ॥

✓ বিভীষণ, যতদিন লোকসকল জীবিত থাকিবে, ততদিন তুমি লঙ্কায় অবস্থান করত রাক্ষসগণমধ্যে বিশাল রাজ্য পালন করিবে ॥ ৪১ ॥

তোমাকে বদ্ধরূপে স্থাপিত করিয়াছি, আমার আদেশ তোমাকে পালন করিতে হইবে; তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে রক্ষা কর, কোন প্রত্যাভ্র করিও না ॥ ৪২ ॥

রামচন্দ্র বিভীষণকে এই কথা বলিয়া হনুমান্কে বলিলেন, পবননন্দন, হও, আমার বাক্য ব্যর্থ করিও না ॥ ৪৩ ॥

১। হ 'যাবৎ প্রজা' । ২। হ 'তাবদ্রাজ্য' । ৩। ক 'শাপিত-' ৪। হ 'রাক্ষসেন্দ্রে প্রজাঃ পাহি' । ৫। হ 'না প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ' ।

যাবল্লোকেষু স্থাশ্চান্তি মৎকথা বানুরর্যভ ।

তাবৎ হং ধারয়ন্ প্রাণান্ প্রতিজ্ঞাং পরিপালয় ॥ ৪৪ ॥

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভাবয়তপ্রাশিনৌ হরী ।

যাবল্লোকা ধরিশ্চান্তি তাবদেতৌ ভবিষ্যতঃ ॥ ৪৫ ॥

পুত্রপৌত্রাশ্চ যুগ্মাকং ধর্ম্মং প্রাপ্যাস্তি বানরাঃ ।

অতন্তে ব্যাহরিশ্চান্তি ন চোর্ধ্বং মানুযীং গিরম্ ॥ ৪৬ ॥

এবমুক্তা তু কাকুৎস্থস্তদা তানৃক্ষবানরান্ ।

বাচমিত্যেব গচ্ছধ্বং ময়া সার্কিমথাব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্থে বান্দ্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শক্রয়পুত্রাভিষেকো নাম

ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৩ ॥

৪৫। লো-টা। হরী কপী অমৃতপ্রাশিনৌ দেবাবিবেত্যর্থঃ। তত্র মৈন্দো যুনিশাপেন
হত ইতি বিমলবোধঃ।

[লো-টা।] অত উর্ধ্বং ব্রবীদিতি অটোহ্ভাবঃ।

৪৭। লো-টা। ‘ময়া সার্কিং প্রযাতেতি ভদানীং রাঘবোহব্রবীৎ’ ইতি বা পাঠঃ।

পৌরহুনাশ্বাসঃ ॥ ১১৩ ॥

বানরপুঞ্জব, লোকমধ্যে যতদিন আমার কথা প্রচারিত থাকিবে, ততদিন
তুমি জীবন ধারণ করত প্রতিজ্ঞা পালন কর ॥ ৪৪ ॥

মৈন্দ এবং দ্বিবিদ এই বানরদ্বয় অমৃতভোজী, যতদিন লোকসকল থাকিবে
ততদিন ইহারা থাকিবে ॥ ৪৫ ॥

বানরগণ, তোমাদের পুত্র-পৌত্রগণ ধার্মিক হইবে এবং ইহার পরে তাহারা ✓
আর মনুষ্যব্যাক্যে কথা কহিতে পারিবে না ॥ ৪৬ ॥

এইরূপ বলিয়া রামচন্দ্র সেই [অস্ত্রাশ্র] ঋক্ষ এবং বানরদিগকে “আচ্ছা
তাহাই হউক, আমার সহিত চল” এই কথা বলিলেন ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বান্দ্রীকপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শক্রয়পুত্রাভিষেক-নামক

১১৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

১। হ ‘-কা ধরিশ্চান্তি’। ২। হ ‘-য়া’। ৩। হ ‘ধরিশ্চান্তি’। ৪। হ ‘বন’। ৫। হ ‘-স্থঃ
সর্কাংজানৃক্ষ’। ৬। হ ‘ময়া সার্কিং প্রযাতেতি ভদানীং রাঘবোহব্রবীৎ’।

(১১৪) চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

প্রভাতায়াস্ত শর্করীয়াং পৃথুবন্ধা মহাযশাঃ ।

রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুরোধসমথাত্রবীৎ ॥ ১ ॥

অগ্নয়ো মে প্রয়াস্বগ্নে দীপ্যমানা দ্বিজৈর্কবৃতাঃ ।

বাজপেয়াতপত্রাণি নির্ধাস্ত মম চাত্রতঃ ॥ ২ ॥

ততো বশিষ্ঠস্তেজস্বী সর্বং নিরবশেষতঃ ।

চকার বিধিবদ্ধম্ মহাপ্রস্থানিকং বিধিम् ॥ ৩ ॥

ততঃ ক্ৰোমান্বরো রামো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।

কুশান্ গৃহীত্বা পাণ্ডিত্যং মহাপ্রস্থানমুত্ততঃ ॥ ৪ ॥

৪। লো-টী। 'ব্রহ্মচারী সমাহিত' ইতি পাঠঃ। 'ব্রাহ্মমাবর্তয়ন্ ক্রম'মিতি সার্কজপাঠে ব্রহ্মণো বেদস্ত সত্বন্ধিনং ক্রমং স্বাধ্যায়ম্ আবর্তয়ন্ পুনঃ পুনঃ কচ্চারয়ন্তিতি তথ্যার্থা।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে বিশালবন্ধাঃ মহাযশস্বী কমললোচন রামচন্দ্র পুরোহিতকে বলিলেন—॥ ১ ॥

দীপ্যমান অগ্নিসকল ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আমার অগ্নে গমন করুক এবং বাজপেয়চ্ছত্রসকল আমার অগ্নে নির্গত হউক ॥ ২ ॥

তার পর তেজস্বী বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানের যথাবিধি সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিলেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র ক্রোমবস্ত্র পরিধান করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মচারী বেশে হস্তদ্বয়ে কুশ গ্রহণ করত মহাপ্রস্থান করিতে উত্তত হইলেন ॥ ৪ ॥

১। হ '-হিত-'। ২। হ 'অগ্নিহোত্রঃ প্রয়াস্বগ্নে দীপ্যমানঃ সহ দ্বিজৈঃ'। ৩। হ 'চ মহাত্রতঃ'।

৪। হ '-বৎ কৰ্ম'। ৫। ক '-নিকং'। ৬। হ '-ব্যবহারো'।

অব্যাহরন্ কচিৎ কিকিমিঃশব্দো নিঃস্বথঃ পথি ।

নির্জগাম গৃহান্তম্বাদ দোপ্যামানো যথাংস্তমান ॥ ৫ ॥

সব্যে পার্শ্বে তু রামস্ত পদ্মা শ্রীঃ স্তম্ভমাহিতা ।

দক্ষিণে হ্রীর্বিশালাক্ষী ব্যবসায়স্তথাগ্রতঃ ॥ ৬ ॥

শর। নানাবিধান্ত্রে ধনুচ্চায়তমুত্তমম্ ।

অনুব্রজন্তি কাকুৎস্থং সর্বৈ মানুষবিগ্রহাঃ ॥ ৭ ॥

বেদা ব্রাহ্মণরূপেণ সাবিত্রৌ ব্রহ্মরূপিণী ।

ওঙ্কারোহিথ বষট্কারঃ সর্বৈ রাঘবমম্বযুঃ ॥ ৮ ॥

৫। লো-ট। নির্ঘম ইত্যাদৌ 'নিঃশব্দো নিঃস্বথঃ পথী'তি পাঠে নিঃশব্দো গ্রাম্যা-
নাপরহিতঃ। মহাভাঃ মহামেঘাৎ।

৬। লো-ট। পদ্মা পদ্মহস্তা, ব্যবসায়ঃ সদ্ভাবসায়ঃ।

৭। লো-ট। আয়ত্তো বিস্তরো বিক্রমো বস্ত তৎ, যথাবিক্রমমিত্যর্থঃ। 'ধনুশ্চ
জ্যাসমবিত্ত'মিতি বা পাঠঃ।

৮। লো-ট। ব্রহ্মরূপিণী ব্রাহ্মণরূপিণী।

৬। টিপ্সনী। পদ্মা পদ্মহস্তা শ্রীলক্ষ্মীঃ।...“হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পদ্মা”বিত্তি ক্রতেঃ। ক্রতো
হ্রীর্গহী। ব্যবসায়ো ব্যবসায়শক্তিঃ সংহারশক্তিঃ। তিঃ।

দীপ্তিমান সূর্যোর জ্বায় রামচন্দ্র কোন কথা উচ্চারণ না করিয়া নিঃশব্দে
এং বিনামুখে (অর্থাৎ পাছুকা, ছত্র ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া) সেই গৃহ হইতে
পথে নির্গত হইলেন ॥ ৫ ॥

সমাহিতা পদ্মহস্তা শ্রী (লক্ষ্মী) রামচন্দ্রের বামপার্শ্বে, বিশাললোচনা হ্রী
(ধরাদেবী) দক্ষিণপার্শ্বে এবং সংহারশক্তি অগ্রে অগ্রে চলিলেন ॥ ৬ ॥

নানাবিধ শর, উৎকৃষ্ট বিশাল ধনুক—ইহার। সকলে মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ
করিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মণরূপধারী বেদ, ব্রহ্মরূপিণী গায়ত্রী এবং ওঙ্কার ও 'বষট্কার'—ইহার।

১। ছ 'নির্ঘমো'। ২। ছ 'নিশ্চক্রাম'। ৩। ছ 'পদ্মা শ্রীঃ সমা'। ৪। ছ 'হ্রীর্গহীতৈব'।

৫। ছ 'শ্চ জ্যাসমবিত্ত'। ৬। ছ 'তে সর্বৈ রামং পুরুষবি'। ৭। ছ 'বশ্চ'। ৮। ছ 'রামং তদারব্ধন'।

ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সৰ্ব্ব এব সমাহিতাঃ ।

অনুব্রজন্তি কাকুৎস্থং স্বৰ্গমার্গমুপস্থিতম্ ॥ ৯ ॥

তং যাস্তম্নুগচ্ছন্তি হস্তঃপূরবরস্ত্রিয়ঃ ।

সব্রহ্মবালদাসীকাঃ সৰ্ব্ববরকোবিদাঃ ॥ ১০ ॥

সাস্তঃপুরুষা ভরতঃ শক্রশ্চসহিতৌ যযৌ ।

রামগতিমুপাগম্য রাঘবঃ সমনুব্রতঃ ॥ ১১ ॥

ভতো বিপ্রা মহাত্মানঃ সান্নিহোত্রাঃ সমাহিতাঃ ।

সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থম্নুগচ্ছন্তি রাঘবম্ ॥ ১২ ॥

মস্ত্রিণৌ ভৃত্যবর্গাশ্চ পৌরবর্গাঃ সবাঙ্কবাঃ ।

সৰ্বে সহানুগা রামমম্বগচ্ছন্ প্রহৃষ্টবৎ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টি। বধবরো নপুংসকঃ।

সকলে রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

একাগ্রচিত্ত মহাত্মা ঋষিগণ সকলেই স্বৰ্গমার্গে উপস্থিত কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বৃদ্ধ, বালক, দাসী, ক্লীব এবং পণ্ডিতগণের সহিত অন্তঃপুর-মহিলাগণ গমনকারী সেই রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

রামচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত ভরত ও শক্রশ্চ অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের সহিত রামচন্দ্রের গমনমार्গ অনুসরণ করত চলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

পরে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ পুত্র, কলত্র এবং অগ্নিহোত্রের সহিত একাগ্র হইয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

অমাত্যগণ, ভৃত্যগণ এবং পুরবাসিগণ সকলে বন্ধুবান্ধব ও অনুচরগণের সহিত মিলিত হইয়া সানন্দে রামচন্দ্রের অনুগমন করিল ॥ ১৩ ॥

১। চ 'সমাগতাঃ'। ২। হ 'গচ্ছন্তি'। ৩। হ 'বার-' ৪। হ 'ভূষ্টাত-'। ৫। হ 'হর্ষিতাঃ-
পুংসবৎ'। ৬। হ '-৫ৎ'। ৭। হ 'নম্'। ৮। হ 'রাজত্ব-'। ৯। হ 'রাগবংশমুত্তরতাঃ'। ১০। হ
'বিপ্রাশ্চিব'। ১১। হ 'মম্বগচ্ছন্ সহস্রণঃ'। ১২। হ 'সপুত্রপুত্রবা-'। ১৩। হ 'সাহানুগ রাঘব যাস্তম-'।
১৪। হ 'সহস্রণঃ'।

ততঃ সৰ্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃত্তাঃ ।

অনুগচ্ছন্তি গচ্ছন্তং রাঘবং গুণরঞ্জিতাঃ ॥ ১৪ ॥

রাঘবস্থানুগা লোকাঃ সৰ্বে বিগতকল্মষাঃ ।

স্নাতাঃ শুক্লাবরধরাঃ সৰ্বে প্রয়তমানসাঃ ॥ ১৫ ॥

ন তত্র কশ্চিদনোহভূম্মলিনো বাপি দুষিতঃ ।

হৃষ্টং পুষ্টমিদং সৰ্ব্বমন্নগচ্ছৎ পুরং মহৎ ॥ ১৬ ॥

দ্রষ্টু কামোহথ নির্ধাণং রাজ্ঞো জানপদো জনঃ ।

সংপ্রাপ্তঃ সৌহৃদি সংপ্রেক্ষ্য রামমেবাত্যযাৎ তদা ॥ ১৭ ॥

১৬। গো-টী। সৰ্বং প্রাণিমাশ্রম্ অনুদ্যতম্ অহংকারশূন্যং কিলকিলাশবৈঃ হৃষ্টমাকৃষ্টং যান্তুমিতার্থঃ। দীনো দূৰ্গতঃ পরমাত্মতং পরমকৌতুকম্।

১৭। লো-টী। সম্প্রাপ্তঃ অযোধ্যামিতার্থঃ, পথা রামমার্গেণ তমেবাহুব্রতেংগচ্ছৎ। 'রামমেবাবধাতুনা' ইতি বা পাঠঃ।

তার পর হৃষ্টপুষ্ট-জনপন্নিবৃত্ত গুণানুরক্ত সমস্ত প্রজাপুঞ্জ গমনকারী রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

রামচন্দ্রের অনুগামী লোকগণ সকলেই নিষ্পাপ এবং সকলেই স্নাত, শুক্ল-বস্ত্রধারী এবং বিশুদ্ধচিত্ত ছিল ॥ ১৫ ॥

তাহাদের মধ্যে কেহই দীন, মলিন অথবা দুষিত ছিল না; বিশাল নগরীর সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ছিল, সকলেই তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ১৬ ॥

মহারাজ রামচন্দ্রের স্বর্গপ্রয়াণ দেখিতে অভিলষী জনপদবাসী লোকগণ [অযোধ্যায়] আসিয়াছিল, তাহারাও তখন [তাহা] দেখিয়া রামচন্দ্রেরই অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

১। হ 'গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি যেন গচ্ছন্তি রাঘবঃ'। অতঃ পরং হ 'ততঃ সত্রীগণং সৰ্বং নপুংসগুণাববৎ'। ইত্যধিকম্। ২। হ 'অনুগমনং চক্রে বিগতকল্মষম্'। ৩। ক 'প্রমুদিতাঃ সৰ্বে সৰ্বে রামমহুত্রক'। ৪। হ 'জুৎ ব্রজগপি হৃদ্বঃখিতঃ'। ৫। হ 'ষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সৰ্বে গচ্ছমালোপশোভিতাঃ'। ৬। হ 'বধা'।

ঋক্ষবানররক্ষাসি জনাশ্চ পুরবাসিনঃ ।

জগ্মুঃ পরময়া লক্ষ্ম্যা পৃষ্ঠতঃ স্নসমাহিতাঃ ॥ ১৮ ॥

যানি ভূতানি নগরে হস্তর্দানগতান্যপি ।

রামং তান্নুযাস্তি স্ম স্বর্গদ্বারমুপাগতম্ ॥ ১৯ ॥

যানি পশ্যন্তি কাকুৎস্থং স্বাবরাণি চরাণি চ ।

সত্বানি প্রস্থিতং স্বর্গমুযাস্তি স্ম তান্যপি ॥ ২০ ॥

নোচ্ছসৎ তদযোধ্যায়াং স্নস্ক্সমপি দৃশ্যতে ।

রামমেবানুযাতেষু তিৰ্য্যগ্‌যোনিগতেষুপি ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। লক্ষ্ম্যা সহ সম্পত্তা। বিশিষ্টাঃ।

১৯। লো-টী। অন্তর্দানগতানি অদৃশ্যানি।

২০। লো-টী। স্বর্গং প্রস্থিতং গচ্ছন্তম্।

২১। লো-টী। স্নস্ক্সমপি প্রাণিনং উচ্ছ্বসন্তম্ অচলন্তং ন অলক্ষয়ৎ অপশ্যৎ।

উজ্জলবেশধারী ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস এবং পুরবাসী লোকগণ ধৈর্য্যসহকারে
রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

অযোধ্যানগরে যে-সমস্ত প্রাণী লোকলোচনের অন্তরালে থাকিত, তাহারাও
স্বর্গদ্বারাভিমুখে গমনকারী রামচন্দ্রের অনুসরণ করিল ॥ ১৯ ॥

চরাচর যে কোন প্রাণীই কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে স্বর্গে গমন করিতে দেখিল,
তাহারাই তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ২০ ॥

পশু-পক্ষী প্রভৃতিও রামচন্দ্রের অনুগমন করিলে সেই অযোধ্যায় আর
অতিশয় ক্ষুদ্র প্রাণীও [অবশিষ্ট] দেখা গেল না ॥ ২১ ॥

১। হ 'অন্ত-'। ২। হ '-গচ্ছতি'। ৩। হ 'স্বর্গগমনে অনুগচ্ছতি'। ৪। এতদ্ব্যক্ত হ্রস্বে হ 'নাসীৎ'
'অনুযোধ্যায়াং স্নস্ক্সমপি কিকন। দ্ব্যাবৎ নানুগতং স্বর্গপ্রস্থানমুপাগতম্।' ইতি পাঠঃ।

উৎসবঃ স্নমহাংস্তত্র হর্ষাৎ শোকপ্রণাশনঃ ।

সততং রাজসিংহেন পুত্রবৎ পালিতে জনে ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাম্বীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মহাপ্রস্থানং নাম
চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৪ ॥

২২ । লো টী । সংকৃতাঃ ষাঃ প্রজাঃ তাসামুৎসবঃ ।

অধোধ্যাত্যাগঃ । কচিচ্চ মহাপ্রস্থানম্ ॥ ১১৪ ॥

রাজসিংহ রামচন্দ্র সর্বদা যে প্রজাদিগকে পুত্রের আয় পালন করিতেন, তাহাদের মধ্যে শোকপ্রণাশক বিরাট আনন্দোৎসব হইতে লাগিল (অর্থাৎ রামচন্দ্রের তিরোভাব-সম্ভাবনায় প্রজাদের অন্তরে যে শোকের উদয় হইয়াছিল, অম্লগমনের আনন্দে তাহা উৎসবে পরিণত হইল) ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাম্বীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মহাপ্রস্থান-নামক

১১৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

(୧୧୫) ପଞ୍ଚଦଶାଧିକ୍ଷତତମଃ ସର୍ଗଃ

ଅଧ୍ୟାର୍କଯୋଜନଃ ଗତ୍ବା ନଦୀଃ ପଞ୍ଚାମୁଖାଶ୍ରିତାମ୍ ।

ସରସ୍ୱତୀ ପୁଣ୍ୟସଲିଳାଃ ଦର୍ଶୟନ୍ତୁନନ୍ଦନଃ ॥ ୧ ॥

ତାଂ ନଦୀମେକକୂଳେନ ସର୍ବାମନୁସରନ୍ ନୃପଃ ।

ଆଗତଃ ସମୁଦ୍ରାତ୍ୟନ୍ତଃ ଦେଶଃ ରଘୁନନ୍ଦନଃ ॥ ୨ ॥

ଅଥ ତସ୍ମିନ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଲୋକପିତାମହଃ ।

ସର୍ବେଃ ପରିବ୍ରତୋ ଦେବୈର୍ହାସିଭିଃ ମହାତ୍ମାଭିଃ ॥ ୩ ॥

ଆଗଚ୍ଛନ୍ ସତ୍ର କାକୁତ୍ସ୍ଥଃ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ସମୁପସ୍ଥିତଃ ।

ବିମାନବରକୋଟୀଭିର୍ଦ୍ଧିବ୍ୟାଭିରଭିସଂବ୍ରତଃ ॥ ୪ ॥

୧-୨ । ଲୋ-ଟୀ । ନଦୀଃ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୃତା ଅଧ୍ୟାର୍କଯୋଜନଃ କିଞ୍ଚିଦଧି ଅଧିକଂ ଯୋଜନମ୍ । ‘ଉପାଧ୍ୟାର୍କଯୋଜନ’ମିତି ବିମଳବୋଧଃ । ଆକୂଳାବର୍ତ୍ତାମ୍ ଆବର୍ତ୍ତାକୂଳାମିତ୍ୟର୍ଥଃ । ‘ଏକକୂଳେନ’ତି ବା ପାଠଃ । ଅନୁସରନ୍ ଅନୁଗଚ୍ଛନ୍ ହିମବନ୍ଧଂ ହିମପାଦନିଃସ୍ରୁତଞ୍ଚ ତାମେବ ଶୀତଳଞ୍ଚ ମଳକ୍ଷାଳନାୟ ଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତିତବାନିତ୍ୟର୍ଥଃ । ତଥାହି—‘ବୀରାଂଶଃ ପାପନାଶାୟ ସଂଯୁଗେଷ୍ଠତିସ୍ତୁଧାତାମ୍ । ଶକ୍ତରଞ୍ଚୁରଂ ଗଚ୍ଛନ୍ ଧ୍ୟାୟେନ୍ନା ମନସା ଚ ତସି’ତି ବଚନମିତି ବିମଳବୋଧଃ ।

୩ । ଲୋ-ଟୀ । ସ୍ୱର୍ଗାୟ ସ୍ୱର୍ଗଂ ଯାତୁମ୍ । ଦେବୈଃ ରାଜାଭିଃ । ‘ଦିବ୍ୟାଭିରଭିସଂବ୍ରତ’ ଇତି ବା ପାଠଃ ।

ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଞ୍ଚିଦଧିକ ଅଧ୍ୟାର୍କଯୋଜନ ପଥ ଅତିବାହିତ କରିয়া ପଶ୍ଚିମ-
ଦିଗ୍‌ବାହିନୀ ପୁଣ୍ୟସଲିଳା ସରସ୍ୱତୀ ଦର୍ଶନ କରିଲେନ ॥ ୧ ॥

ମହାରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରମାତ୍ୟ ଏବଂ ପୁରବାସୀନିଗେର ସହିତ ଏକ ଡିର ଧରିଆ
ସେହି ସମୟ ସରସ୍ୱତୀର ଅନୁସରଣ କରତ ଏକସ୍ଥାନେ (ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପକ ‘ଗୋପ୍ରତାର’
ପ୍ରଦେଶେ) ଆସିଆ ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲେନ ॥ ୨ ॥

କାକୁତ୍ସ୍ଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗେ ଗମନ କରିବାର ଜନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନେ ଆସିଆ ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲେନ,

୧ । ହ ‘ଅତ୍ୟଧିକ’ ଓ ‘ଅତି’ । ୨ । ହ ‘ଆକୂଳାବର୍ତ୍ତାଃ ସର୍ବାମନୁସରନ୍ ନୃପଃ’ । ୩ । ହ ‘ସମୁଦ୍ରୋ ରାମ’ । ୪ । ହ ‘ଆବର୍ତ୍ତୋ ବର୍ତ୍ତ’ । ୫ । ହ ‘ଦେବୈର୍ହାସିଭିଃ’ ।

দীপিতং সৰ্ব্বমাকাশং জ্যোতিৰ্ভূতমমুত্তমম্ ।

আগতৈস্তৈঃ স্বতেজোভিঃ স্বর্গিভিঃ পুণ্যকর্ম্যভিঃ ॥ ৫ ॥

পুণ্যা বাতা ববুস্তত্র গন্ধবন্তঃ সুখাবহাঃ ।

মহৌঘশচাপি পুষ্পাণাং নাকপৃষ্ঠাৎ পপাত হ ॥ ৬ ॥

তস্মিন্স্থূর্য্যশতাকীর্ণে গন্ধর্ব্বাপ্সরসায়ুতে ।

সরযুপুলিনে রামঃ পদ্ম্যামেবোপচক্রমে ॥ ৭ ॥

ততঃ পিতামহো বাণীমস্তরীক্ষাদভাষত ।

আগচ্ছ বিষ্ণো ভদ্রং তে দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি মানদ ॥ ৮ ॥

৬। লো-টা। মহৌঘবৎ মহাজলসমূহ ইব।

৭। লো-টা। পদ্ম্যামেব পাদোপলক্ষিতেন বেহেনেত্যর্থঃ।

সমস্ত দেবগণ এবং মহাত্মা ঋষিবৃন্দে পরিবৃত্ত লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বর্গীয় কোটি কোটি বিমানে পরিবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩-৪ ॥

সেই সমাগত পুণ্যকর্ম্মা স্বর্গবাসীদিগের স্ব স্ব তেজে প্রদীপ্ত হইয়া সমগ্র নভোমণ্ডল উত্তম জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥

তথায় সুখাবহ সুরভিত পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং স্বর্গপৃষ্ঠ হইতে রাশি রাশি পুষ্প পতিত হইল ॥ ৬ ॥

শত শত তূর্য্যধ্বনি-নিনাদিত গন্ধর্ব্ব এবং অঙ্গরারুন্দে পরিবৃত্ত সেই সরযুতীরে রামচন্দ্র পদচারণা আরম্ভ করিলেন ॥ ৭ ॥

তখন পিতামহ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ হইতে এইকথা বলিলেন, বিষ্ণো, আগমন করুন, আপনার মঙ্গল ত' ? হে মানদ, সৌভাগ্যবশতঃ আমরা আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৮ ॥

১। ক 'জাদীপা'। ২। হ 'বয়ংপ্রভৈর্মহাদীপৈঃ'। ৩। হ 'খপ্রাঃ'। ৪। হ 'পপাত পুষ্পবৃষ্টি-
ভির্গাতমুক্তা মহৌঘবৎ'। ৫। চ '-সায় গবে'। ৬। হ '-সলিলে'। ৭। হ '-স্তাং সমুপ-'। ৮। হ 'বাচ-'।

ভ্রাতৃভিঃ সহ দেবাতৈঃ প্রবিশস্ব স্বকাং তনুम् ।

বৈষ্ণবীং মহাতেজস্তাবাকাশং সনাতনম্ ॥ ৯ ॥

ত্বং হি লোকপতির্দেব ন হি কেচিৎ প্রজানতে ।

ঋতে মত্তো বিশালাক্ষ ভূতপূৰ্বপরিগ্রহম্ ।

যামিচ্ছসি মহাতেজস্তাং তনুং প্রবিশ স্বয়ম্ ॥ ১০ ॥

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বুদ্ধ্যা সক্ষিস্ত্য রাঘবঃ ।

বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরং সহানুজঃ ॥ ১১ ॥

৯। লো-টী। স্বাং তনুং নারায়ণাখ্যাং সন্তপ্যাম্। যদা, তব বৈষ্ণবং নিগুণং মহতেজঃ আকাশং ব্যাপকং সনাতনং নিত্যং স্বং তৎ প্রবিশ।

১০। লো-টী। এতচ্চ স্বরূপস্বয়ং মামুতে কেহপি ন জানন্তীত্যাহ—ত্বং হীতি। লোকপালকত্বাং সন্তপ্যঃ, যদ যচ্চ তে তব পূৰ্বং পরিগ্রহঃ স্বীকারো যন্ত তন্নিগুণং মামুতে কেচিদপি ন জানতে। ‘ন স্বাং জানাতি কশ্চন’ ইতি বা পাঠঃ। ‘পূৰ্বপরিগ্রহং পূৰ্বপ্রকৃতি’মিতি বিমলঃ। অতঃস্বাম্ অচিন্ত্যং মহদ্ভূতমীশ্বরং সৰ্বং সংগৃহ্যন্তেহন্নিম্নিতি সৰ্বসংগ্রহং সৰ্বাধারম্। ‘লোকবিগ্রহ’-মিতি বা পাঠঃ। স্বকাং নিজাং তাং প্রবিশ, তনুং বিরলান্ অস্তিত্বপ্রাপ্যাম্। ‘তনুঃ কায়ে স্বচি স্ত্রী স্তাৎ দ্বিঘনে বিরলে ক্লেশে’ ইতি কোষঃ।

১১। লো-টী। বৈষ্ণবং তেজো নিগুণস্বরূপম্।

হে মহাতেজস্বিন্, দেবতুল্য ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত আপনি স্বীয় বৈষ্ণবী তনুতে অথবা সনাতন সৰ্বব্যাপী [শুদ্ধ ব্রহ্ম-] স্বরূপে প্রবেশ করুন ॥ ৯ ॥

বিশালাক্ষ দেব, আপনি লোকসমূহের প্রভু, ইহা আমি ভিন্ন কেহই জানে না; হে মহাতেজস্বিন্, আপনি পূৰ্বপরিগ্রহীত যে দেহ ইচ্ছা করেন স্বয়ং তাহাতেই প্রবেশ করুন ॥ ১০ ॥

রামচন্দ্র পিতামহের কথা শ্রবণপূৰ্বক মনে মনে চিন্তা করিয়া অনুজগণের সহিত সশরীরে বৈষ্ণবতেজোমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১ ॥

১। হ ‘দেবেশ প্রবিশ ত্বং’। ২। এতদ্ব্যক্ত হানে হ ‘যামিচ্ছসি মহাবাহো তাং তনুং প্রবিশ স্বকাম’। বৈষ্ণবীং ত্বং মহাতেজো যদাভ্যননসংস্পৃশ্য’। ইতি পাঠঃ। ৩। হ ‘ন স্বাং জানাতি কশ্চন’। ৪। অন্তঃ পরং হ ‘যামিচ্ছসি মহদ্ভূতমক্ষয়ং সৰ্ববিগ্রহম্’। ইত্যধিকম্। ৫। হ ‘বীধ্য তাং’। ৬। হ ‘স্বকাম’। ৭। হ ‘বিনিদিত্য নতিঃ ততঃ’।

ততো বিষ্ণুগতং দেবং পূজয়ন্তি সুরেশ্বরম্ ।

সাধ্যা মরুদগণাশ্চৈব সেন্দ্রাঃ সান্নিপূরোগমাঃ ॥ ১২ ॥

যে চ দিব্যা ঋষিগণা গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চ য়াঃ ।

স্পর্শনাগযক্ষাশ্চ দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বে প্রহৃষ্টাস্তুরিতাঃ স্ফুৰ্ণম্নোরথাঃ ।

সাধু সাধ্বিত্যভাষন্ত ত্রিদিবে বিগতজ্বরঃ ॥ ১৪ ॥

অথ বিষ্ণুর্গ্ৰহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ ।

এষাং স্থানস্ত লোকানাং দাতুমর্হসি স্তত্রত ॥ ১৫ ॥

এতে হি সর্ব্বে স্নেহান্মামনুষ্যাস্তি যশস্বিনঃ ।

ভক্তাশ্চ গমনে শক্তাস্ত্যক্তান্নানশ্চ মৎকৃতে ॥ ১৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুবচনং ব্রহ্মা বাক্যমথাত্রবাৎ ।

লোকান্ সম্ভানকান্ রাম যাস্তাস্তি স্তসমাহিতাঃ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। গতকন্মধাঃ গতজ্বরঃ।

অনন্তর ইন্দ্র এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ এবং সাধ্য ও মরুদগণ বিষ্ণুপ্রাপ্ত দেব সুরেশ্বরকে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

স্বর্গে দিব্যঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাঃ, গরুড়, সর্প, যক্ষ, দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসগণ সকলেই আনন্দিত, পূর্ব্বকাম এবং সম্ভাপরহিত হইয়া ‘সাধু সাধু’ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

পরে মহাপ্রভাবসম্পন্ন বিষ্ণু পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে স্তত্রত, এই সমস্ত লোকদিগের বাসস্থান প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

ইহারা সকলে স্নেহবশতঃ আমার অনুগমন করিতেছেন, ইহারা আমার জন্ত আত্মত্যাগ-পরায়ণ, আমার ভক্ত, যশস্বী এবং অনুগমনে সমর্থ ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণুর সেই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—রাম, অনুগমনাঃ ইহারা

১। হ ‘-তমং দেবাঃ’। ২। হ ‘সুরোত্তমম্’। ৩। হ ‘-সন্তপা’। ৪। হ ‘প্রমুদিতাঃ কষ্টাঃ’। ৫। হ ‘সান্নিতি তে সর্ব্বে ত্রিদিব্যা বভাবিরে’। ৬। হ ‘লোকানেবাঃ জনোথানাঃ’। ৭। ‘ইমে’। ৮। হ ‘গচ্ছয়ন-’। ৯। হ ‘ভক্তিভাষাশ্চ ভক্তান্নানোথ’। ১০। হ ‘-মুবাচ হ’। অতঃ পরং ‘এবমেতদ্ব্যহাংহো যথা বদসি স্তত্রত’। ১১। হ ‘লোকং সম্ভানকং নাম যাস্ত্যেতে স্তসমাহিতম্’।

যশ্চ তিৰ্য্যগ্গতোহপ্যত্র রামমেবামুচিস্তয়ন ।

প্রাণান্ত্যক্ষ্যতি ভক্ত্যা বৈ সন্তানে স নিবৎসৃতি ॥ ১৮

এবং সন্তানকে বাসো ব্রহ্মলোকাদনস্তরে ।

কৌর্তির্ধাবচ্চ রামস্ত তাবদেষাং ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

বানরাশ্চ বিযোনিভ্বং ঋক্ষরাক্ষসজাতয়ঃ ।

তিৰ্য্যগ্গ্যোনিং সমুৎসৃজ্য যাস্তু পূর্বাং স্বকাং তনুম্ ।

সর্বৈভ্যো নাগযক্ষৈভ্যঃ স্বস্থানং প্রাপ্নুবস্ত চ ॥ ২০ ॥

যেভ্যো বিনিঃসৃতা হেতে দেবদানববিক্রমাঃ ।

তে শ্রিয়িষ্যন্তি তানেব স্বর্গে দেবর্ষিসেবিতে ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। যঃ ত্যক্ষ্যতি।

১৯। লো-টী। বাসং বাসঃ।

২১। লো-টী। যেভ্যো ঋষিগণৈভ্যঃ যে বানরা নিঃসৃতাঃ যে চ সুরাসুরসমুদ্ভবাঃ, তে চ ভৎস্থানং প্রাপেদিয়ে ইতি সার্কেনাশ্রয়ঃ।

‘সন্তানক’নামক লোকে গমন করিবে ॥ ১৭ ॥

তিৰ্য্যগ্গ্যোনিপ্রসূত হইয়াও যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে রামকে চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে, সে ‘সন্তান’লোকে বাস করিবে ॥ ১৮ ॥

রামচন্দ্রের কৌর্তি যতদিন থাকিবে, ততদিন ইহারা ব্রহ্মলোকের সন্নিহিত ‘সন্তান’লোকে বাস করিবে ॥ ১৯ ॥

[দেবাদির অংশপ্রসূত] বানর এবং ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ বিযোনিভ্ব প্রাপ্ত হউক, [অর্থাৎ] তিৰ্য্যগ্গ্যোনি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পূর্ববশরীরে প্রবিষ্ট হউক এবং সমস্ত নাগ এবং যক্ষ হইতে স্বীয়স্থান লাভ করুক ॥ ২০ ॥

দেবতা এবং দানবের আয় বিক্রমশালী ইহারা যে যে-দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, দেবতা ও ঋষিসেবিত স্বর্গলোকে সে সেই দেহ আশ্রয় করিবে ॥ ২১ ॥

১। হ ‘তিৰ্য্যগ্গ্যোনিগতোহপ্যত্র রাম মেবামুচিস্তয়ন’। ২। হ ‘স সন্তানে’। ৩। ক ‘-রং’। ৪। হ ‘স্বকাং যোনিং সহিতা ঋক্ষরাক্ষসঃ’। ৫। হ ‘সর্বান’। ৬। ইত্যঃ পাদটীকান্বয়ে হ ‘যেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ সর্বৈ সুরাসুরসমুদ্ভবাঃ। যযিভ্যো নাগযক্ষভ্যাঃ স্থানং তেহপি প্রাপ্ত বৈ’। ইতি পাঠঃ।

তথোক্তবতি দেবেশে গোপ্রচারমুপাগমৎ ।

তৎ সৰ্বং সরযুং ভেজে হর্ষপূর্ণেন চেতসা ॥ ২২ ॥

অবগাহ্যভবৎ প্রীতো যো যন্তুং সলিলং ততঃ ।

মানুষং দেহমুৎসৃজ্য বিমানং চারুরোহ সঃ ॥ ২৩ ॥

তির্য্যগ্‌যোনিগতানাক সৰ্বেষাং সরযুজলে ।

দিব্যং বপুঃ সমভবদ্ ভাস্করস্তেব সম্পদা ॥ ২৪ ॥

জঙ্গমানি চ সত্ত্বানি স্থাবরাণি তথৈব চ ।

প্রাপ্য তং তোয়বিক্রেদং স্বর্গলোকমুপাগমন্ ॥ ২৫ ॥

২২। লো-টী। গোপ্রচারং গবাং প্রচারঃ প্রভরণং পারগমনং যস্মিন্ তৎস্বামন্।
'গোপ্রচার'মিতি পাঠে গাবঃ পারং গন্তং প্রচরন্তি অস্মিন্নিতি তৎ, পারগমনমিত্যর্থঃ।

২৪। লো-টী। অবিক্রবং বৈক্রব্যরহিতং সমভবন্তেষাং সম্পদা কাস্ত্যান্দিসম্পদা বিশিষ্টম্।

২৫। লো-টী। তন্তোয়বিক্রেদং তস্তা নজান্তোয়বিক্রিয়তাম্ আত্মীভূততাম্।

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে তাহারা সকলে 'গোপ্রচার'তীর্থে উপস্থিত হইয়া
হৃষ্টচিত্তে সরযুনদীতে অবতরণ করিল ॥ ২২ ॥

যাহারা সেই সরযুনদীর জলে অবগাহন করিয়া প্রীত হইল, তাহারা
পরাক্ষণেই মমুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া বিমানে আরোহণ করিল ॥ ২৩ ॥

সরযুনদীর জলে তির্য্যগ্‌যোনিপ্রসূত সমস্ত প্রাণীরও সূর্য্যের ত্রায় তেজোদীপ্ত
সুন্দর শরীর হইল ॥ ২৪ ॥

স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণিসমূহ সেই সরযুনদীর জলে [সিক্ত হইয়া অর্থাৎ]
জ্ঞান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিল ॥ ২৫ ॥

১। হ 'প্রচারমুপাগমন্'। ২। হ 'তৎ সৰ্ব্ব'। ৩। হ 'ভেজুঃ হর্ষপূর্ণনোরথাঃ'। ৪। 'ন প্রীত
হইবৎ'। ৫। হ 'সোহবিরোহতি'। ৬। হ 'ইন্দ্রব যো সবাঃ'। ৭। ইত্যঃ পাদটীকান্নে হ 'প্রাপ্য তে
তোয়বিক্রেদং দেবলোকমুপাগমন্। আদিভাটভরদেব হৃদীবঃ সূর্য্যমণ্ডলম্। অখ্যাক্তে নাগবাক্যাক্ত তে বাঃ বাঃ প্রজিপ্তেন্নিয়ে।
অহরা বাহুধানাক্ত বানরা রাক্ষসৈঃ সহ'। ইতি পাঠঃ।

নানামুখৈঃ সমায়াতা ঋক্ষবানররাক্ষসাঃ ।

স্বানের বিবিশুঃ সৰ্ব্বে দেহান্ নিষ্কিপ্য তেহন্তসি ॥ ২৬ ॥

তথা স্বর্গগতিং কৃত্বা রামঃ সর্বশ্রোত্তমঃ ।

জগাম ত্রিদশৈঃ সার্কিং সংপ্রহৃষ্টো মহামতিঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ প্রতিষ্ঠিতো বিষ্ণুঃ স্বৰ্গলোকে যথা পুরা ।

येन व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ २८ ॥

ততো ভূতা: সগন্ধର୍বা: সিদ্ধাশ্চাপ্সরসাং গণা: ।

नित्यशः श्रावयन्तौदं काव्यं रामायणं दिवि ॥ २९ ॥

[লো-চী ।] বাতুখান! রাক্ষস! অস্ত্রে রাক্ষসে: সহ, কে তে রাক্ষস: ? “অমৃতমো-
হমৃতালী চ ত্রৈলোক্যো বিদগ্ধই । হরুদক্ষোহনিলো বস্তো রাম: বিপ্রপুংসর”মিতিপুণ্যবচনাৎ ।
বিভীষণপ্রিত্য রাক্ষস! বিরক্ত! জগ্মুরিতি বিমলবোধা: ।

২৬। লো-টী। স্থানেবেতি পাঠঃ। 'স্থস্থানে' বা।

সমাগত বিবিধ-মুখবিশিষ্ট সেই স্বাক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ একত্র আসিয়া সকলে সরযুসলিলে দেহ নিক্ষেপ করিয়া নিজ নিজ [পূর্ব-] স্বরূপে প্রবেশ করিল ॥ ২৬ ॥

সর্বদেবশ্রেষ্ঠ মহামতি রাম সেইরূপে সকলের স্বর্গগতি সম্পাদন করিয়া
সানন্দে দেবগণের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর যিনি এই চরাচর সমগ্র ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, সেই বিষ্ণু পূর্বের আয়
স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

তার পর হইতে ভূত, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ এবং অমরাগণ প্রতিদিন স্বর্গে এই
রামায়ণকাব্য শ্রবণ করাইতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

১। হ 'বান্ধ'। ২। ৩ 'চাউসি'। ৩। হ 'দবা'। ৪। হ 'সর্বানসুতদাব'। ৫। হ 'হাট্টে'।
সহাবণা'। ৬। ক 'লোক'। ৭। হ 'সেবা'। ৮। হ 'সনিদ্ধাঙ্গরসা পণা'। ৯। হ 'গুডম'।

সপুত্রবান্ধবাস্ত্রে দেবাঃ সপরমর্ষয়ঃ ।

যক্ষাশ্চৈব মহাভাগা অশৃণ্বন বৈষ্ণবং স্তবম্ ॥ ৩০ ॥

বিষোঃ প্রিয়মিদং নিত্যং পুঙ্করাক্ষস্চ ধীমতঃ ।

শৃণ্বন্তি নিত্যমুদ্রাস্তে কাব্যং বান্দ্রীকিনা কৃতম্ ॥ ৩১ ॥

ইত্যৰ্ধে বান্দ্রীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে স্বর্গারোহণং নাম

পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৫ ॥

ইত্যুত্তরকাণ্ডঃ সমাপ্তম্ ॥

[লো-টী ।] স শ্রদ্ধা পাণাং প্রমুচ্যতে । একচিত্তো বা 'একচিত্তেন' বা পাঠঃ । অব্যাগ্রং অব্যাকুলং যথা ভবতি তথা । ভবিষ্যৎ অথমেধাৎ পরম্, উত্তরং উত্তরকাণ্ডশেষং তদেব তৎসহিতং রামায়ণোত্তরং রামায়ণস্ত উত্তরকাণ্ডম্, উত্তরং শ্রেষ্ঠং বা, বিস্তরং বহুলং যথা ভবতি । কিঞ্চ, স্মৃথেন অনায়াসেন উৎপন্নানি জ্ঞাতানি অপত্যাদীনি বর্জ্যে তস্ত পুণ্যানি পুণ্যবহুলানি চ । সর্কার্ষসম্পদঃ সর্ক্রেণে বৈ পুঙ্করার্থাস্তেষাং সম্পদঃ সিদ্ধিঃ, জ্ঞানঞ্চ, অন্নানা জন্মপ্রভৃতীত্যর্থঃ । যঃ সর্কলোকেষু সর্ক্রেবাং

সেখানে পুত্র, বন্ধু এবং ঋষিগণের সহিত মহাভাগ দেবগণ এবং যক্ষগণ বিষ্ণুর স্তব শ্রবণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

[তাঁহার] ধীমান্ পদ্মলোচন বিষ্ণুর সর্বদা প্রিয় মহর্ষি বান্দ্রীকিকৃত এই রামায়ণ-কাব্য প্রত্যহ গ্রীষ্মাবসানে (অর্থাৎ দিবাবসানে, সায়াংকালে) শ্রবণ করেন ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বান্দ্রীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে স্বর্গারোহণ-নামক

১১৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

১। ইত্যঃ শ্লোকদ্বয়দ্বয়ে চ-পুস্তকে 'এতচ্চি সর্কমাখ্যাতং সোত্তরং ব্রহ্মপুত্রিতম্ । যন্মেনঃ শৃণু রাত্রিতাঃ সর্কপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ পঠন্তেকমপি শ্লোকং সর্কপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ যন্মেনঃ শৃণু রাত্রিতাঃ শুচিহৃৎ সমাহিতাঃ । বিষ্ণুবাচরিতং লোক স মহাত্মা বিস্তুজ্যতি ॥ য ইদং নিখিলং সর্কঃ যদ্বাখ্যানং সদা মুখা । ত্রয়তে স বিস্তুজ্যাতা পুত্রবান্ ধনবান্ ভবেৎ ॥ শৃণুদেবকচিত্তো বা নারায়ণপরাধনঃ । স হি যৌগৈর্মহাযৌগৈর্মুচ্যেত হৃদাক্ষৈঃ । অযোধ্যাপি পুরী রম্যা সর্কা পূজাহতবস্তবা । স্বযন্তং প্রাণা রাজানং নিবাসমুপধাততি । এতদাখ্যানমব্যগ্রঃ সত্যব্রজোত্তরং বিজঃ । বান্দ্রীকিঃ কৃতবান্ সর্কং ব্রহ্মপৌত্রমুদতে ব্রহ্মতঃ । রামায়ণোত্তরমিদং শ্রাবয়েন্ যো নরো বিজান্ । তস্ত কীর্ত্তির্পুত্রিত্তেজো বিস্তরং সখনং বলম্ । সুখোৎপন্নানি বর্জ্যে পুণ্যানি চ হৃদানি চ । সর্কার্ষসম্পদঃ সিদ্ধির্ভবেত্তস্ত ন শংকঃ । রামায়ণং বাচয়িত্বা যঃ ক্রিণাহ প্রবর্ততে । ন তস্ত দুর্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরম্ চ । লোকত্রয়স্ত কর্ত্তব্যং রাবং যৈ শরণং গতাঃ । ন তে পতন্তি

লোকানাং গুণান্ বদেত্ততাপি কা শক্তিরিত্যর্থঃ। সৰ্কেবাং পূৰ্ণপুংস্বাপেক্ষা। ইদং কাব্যং শ্রদ্ধা
গুরুমুখ্যং শ্রদ্ধা পঠন্তি তেবাং নৃণাম্। অন্তঃগঃ অন্তঃ গচ্ছতীতি তথা, প্রবসিতাঃ প্রবাসং কুর্বাণাঃ,
সমাধিনা একচিত্তেন, রাজপুত্রৈঃ রাজ্যকামেন গৰ্ভিণ্যা জিহ্মা পুত্রার্থিতা শ্রোতব্যমিত্যর্থঃ। ধারয়তঃ
কীৰ্ত্তয়তঃ। ইহ চ মোদতে প্রেতা হৃদ্যা ত্রিদিবে স্বর্গে চ মোদতে ইত্যর্থঃ। নিবেশঃ নগরাদিরূপেণ
বিজ্ঞাসং রচনামিত্যর্থঃ। যথাবৃত্তং যথাবচরিতম্ অহুতিষ্ঠন্ শ্রবণকীৰ্ত্তনাদিনা সেবমানঃ, কীৰ্ত্তিঃ সাক্ষাদ্
গুণকথনং খ্যাতিং পরোকগুণকীৰ্ত্তনং সৌখ্যং সুখম্। গোবিসর্গে প্রাতঃকালে, “দিবসমুখং
গোসর্গঃ প্রাতর্ব্যুষ্টিঞ্চ নিদ্রিষ্ট”মিতি রত্নমালা। যঃ পঠেৎ, কনকশৃঙ্গিণাং কনকশৃঙ্গবতীনাং গবাং
দিনে দিনে শতং দশং যৎ কলমাপ্নুয়াৎ, কাংস্ত্রে পাত্রবিশেষে স্নেহেন গাং পরো দ্রুত ইতি স্নদোহঃ
পরো বিজ্ঞতে বাসু তাসাম্।

ইতি ত্রিলোকনাথ-চক্রবর্তিকৃতায়ামুত্তরকাণ্ডমনোহরায়াম্ স্বর্গারোহণম্।

সমাপ্তম্ * ॥ ১১৫ ॥

নিরয়ঃ যান্তি বিকোঃ পরং পদম্। ন তত্র দানবাঃ সন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ। যত্র দেবো গৃহে বিকুঃ কীৰ্ত্ততে হি সদা
প্রভুঃ। কা শক্তিঃ সৰ্কলোকেষু হুচিরেণাপি ভাবিতুম্। রামলক্ষণসৌভাব্যং সাকল্যেন গুণান্ কচিৎ। যস্ত জিহ্মাসহস্রক
সহস্রবদনশ্চ যঃ। প্রাজঃ সধিগণানাক্ স স তেবাং গুণান্ ববেৎ। ইদং রামায়ণং কাব্যং পঠতাং রাঘবোত্তরম্। ইহৈব
সৰ্কপাপানি বিনশন্তি সদা নৃণাম্। পুণ্যকালেযু যো বিদ্বান্ পাঠেদ্রামায়ণং নরঃ। ন তস্তাপি ভবেৎ কাচিৎ সৰ্কপুঞ্জো ভবেৎ
সদা। ত্রিপ্রো বেদপ্রধানঃ ত্র্যং ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ। বৈকুণ্ঠোপি ধাত্তখনবান্ শূদ্রঃ হৃদয়বাপ্নুয়াৎ। শৃংখলি য ইদং
পুণ্যমার্থং বাস্কীকিনা কৃতম্। শ্রদ্ধাবান্ জিতক্রোধা দুর্গাণ্যভিতরন্তি তে। সমাগমঃ প্রবসিতৈর্জিতস্তে চাপি বাধবাঃ।
সত্যং রাজপুত্রৈঃ গৰ্ভিণ্যা চ মনোরমম্। শ্রোতব্যং রাজ্যকামেন পুত্রার্থিতা সদা জিহ্মা। ইদং রামায়ণং পুণ্যং শৃণুতঃ
পঠতঃ সদা। ঐতরে ভগবান্ রামঃ স হি বিকুঃ সনাতনঃ। নোশাচ সৰ্কৈ ভুজন্তি কীৰ্ত্তনাজ্জুগুপ্তা। রামায়ণং শ্রাবয়ত-
জ্ঞন্তি পিতরত্যা। এতদাখ্যানবাসুতঃ পঠন্ রামায়ণং নরঃ। সপুত্রপৌত্রজিহ্মিবে প্রেতা চেহ চ মোদতে। এতদাখ্যানম-
বাসুঃ প্রভবিকোঃ পরং বিজঃ। কৃতবান্ প্রচেতসঃ পুত্রো বাস্কীকীর্দ্দিনন্দনঃ। এবনেতদ্ যথাবৃত্তং সমুখায় সমাহিতঃ।
শৃণুং খ্যাতিক কীৰ্ত্তিক খদ্বার্বে সমুদ্রতে। রামায়ণং গোবিসর্গে যথাক্লে বা সমাহিতঃ। সন্ধ্যারামপার্বক্ চ
বাচরসাকীদতি। গবাং শতং কনকশৃঙ্গিণাং দশদিনে দিনে চেহ কলঃ সমা[বদা]প্নুয়াৎ। তদাপ্নুয়াৎ বিগতভরো
বহুশ্রুতঃ পঠেত্ যো দশরথপুত্রসমুদ্রম্। ইতি পাঠঃ।

* অন্তঃ পরমাদর্শপুস্তকে পড়বিদ্যং লিখিতমতি—

“লিখনপরিভ্রমবেত্তা ভবতি হি বিশ্বজ্ঞানো নাতঃ।

সাম্প্রদায়িকবেদং হুমানবেদঃ পরং বেদ।” ইদং লিপিকরত্বেতি প্রতিপত্তি।

আনৈবীম্বথক শ্ৰ্ণেহবনিস্ত্রান্ বানাদিশুরঃ পুরা
 'মেলা'ধাং কমপীহ তেহু নিয়মং দেবীবরে বসতি ।
 যে মাধ্যাহ্নমুপেত্য তত্র নিতরাং বৈমত্যভাজো যযু-
 র্দেশং সম্ভ্রতি 'মেদিনীপুর'গতং রাঢ়োদ্ভয়োর্মধ্যাগম্ ॥
 মাধ্যাহ্নে চ মেলবন্ধনবিধৌ মধ্যাহ্নে কুচিং বিভ্রতো
 দেশে চাপি চ মধ্যাহ্নি নি গতা দ্বাবিংশতি 'গ্রাম'জাঃ ।
 রোয়াং শ্বেতর-পূৰ্ণজাত্মজ-গঠৈর্বিচ্ছিত্ত যোগং সমঃ
 মধ্যাহ্নে গতিয়া গতা অন্তিনবং সামাজিকং বন্ধনম্ ॥
 তেভাং কশ্চন 'নাড়মা'ভিধমগাম্ গ্রামং স্ত্রীসত্তমৈঃ
 পূর্ণং ছুরিযশাঃ সভাপতিরত্বম্ 'নারায়ণ'গড়'স্নাপতেঃ ।
 শ্রোতস্মার্ত্তবিধানবিদ্ বিধিপরো বিদ্বান্ গৃহস্থাপ্রমী,
 যৎশে 'বলিবৈধ'ক্লং প্রতিনিদং বিপ্রোহধুনাপীক্ষ্যতে ॥
 নীতানাথ ইতীরিতো বহুতপাস্তত্র প্রস্থতোহনয়ে
 শ্রদ্ধারাক্ষনিজেষ্ঠৈদবতমহুঃ পুণোন লেভে স্ততম্ ।
 বিদ্বাংসং বহুশিষ্যমৌলিমধুপামৃষ্টোভিষ্ম পদ্মং কবিং
 যঃ স্বীয়ে বহুপণ্ডিতে জনপদে খ্যাতিং দধজাজতে ॥
 বিভালাভকৃতে বিহার্য তবনং বাল্যো বিনেশং গতঃ
 পিত্রোঃ স্বর্গতরোনিষ্ঠাত্তবিমনা নারায়ণ স্বদেশশ্রুতি ।
 বাৎসল্যাদ্ গুরুণা স্ববাসনিকটে বাসায় সঞ্চোদিতো
 গ্রামেহদূরতরে বিতীৰ্ণপুং কৃষ্ণালয়ং বর্ন্ততে ॥
 ত্রীঅঘোরাভিধানস্ত স্ততস্তত্র মহাস্থানঃ ।
 রঘুবংশে মহাকাব্যে বিনির্মায় সুবোধিনীম্ ॥
 মূৰ্ত্ত্ত্রী-সচ্চিদানন্দশ্রীতয়ে বহুবাহুয়ম্ ।
 অপূৰ্ণং কাব্যমীমাংসাসুখবাণং চ সমাপয়ন্ ॥
 নৈষধীয়ে মহাকাব্যে টীকাং বিজ্ঞানতাতিথাম্ ।
 কূৰ্মন্ সংস্কৃতবানেতে রামায়ণ-মনোহরে ॥
 অঘোরবিন্দুবাসিন্ত্রোঃ পিত্রোরেবা সমর্পাতে ।
 অঘোরবিন্দুবাসিন্ত্রোরিব পাদাঙ্কে কুতিঃ ॥
 বেদবজ্জবন্তুভ্রাং শুবিমিতে শাকহারনে ।
 নভস্তে রথধাত্রায়াং সমাপ্তিমিদমাগমং ॥

ত্রীহেমন্তকুমার-কাব্য-বাকরণ-তর্কতীর্থ-ভট্টাচার্য্যকৃতে সটীকাঙ্কবাণে রামায়ণসংস্করণে গোড়ীরপাঠে

উত্তরকাণ্ডে সমাপ্তম্ ॥



ଜଗନ୍ନାଥୋଦ୍ଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥଃ ।



